বম সংখ্যা — অধ্যাত্মরামায়ণ—৯

৭শ বর্ষ, ফাল্গুন—১৩৮৭ — দোলযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

অধ্যাত্মরামায়ণম্।

• • •

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ — শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—

শ্রীসুনীল কুমার সিংহ

কিঙ্কর মাধবানন্দ

কার্য্যালয় :—

ধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৫২-৫১৭৯)

সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

র্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা — প্রতি সংখ্যা-[illegible] টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সঞ্চালক,-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, খিল হরিবংশ ও শ্রীমদ্‌দেবীভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে অধ্যাত্ম-রামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সঞ্চালক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫২-৫১৭৯। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পুজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পুজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত-আর্য্যশাস্ত্রে

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

অধ্যাত্মরামায়ণ

সূচীপত্র

আদিকাণ্ড সম্পূর্ণ

অযোধ্যাকাণ্ড।

অযোধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ

অরণ্যকাণ্ড

লঙ্কাকাণ্ড সম্পূর্ণ

উত্তরকাণ্ড

উত্তরকাণ্ড সম্পূর্ণ

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ ।

শ্রীভগবতে রামচন্দ্রায় নমঃ ।

মহালক্ষ্ম্যৈ শ্রীসীতায়ৈ নমঃ ।

অধ্যাত্মরামায়ণম্ ।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম

আদিকাণ্ডম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অধ্যাত্ম-রামায়ণস্য মাহাত্ম্যকথনম, শ্রীরামমহিমবর্ণনম্, শ্রীরাম-হৃদয়কীর্ত্তনঞ্চ ।]

জয়তি রঘুবংশতিলকঃ কৌশল্যানন্দিবর্দ্ধনো রামঃ ।
দশবদননিধনকারী দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ ॥ ১

শ্রীসূত উবাচ ।

কদাচিন্নারদো যোগী লোকানুগ্রহবাঞ্ছয়া ।
পর্য্যটন্ সকলাঁল্লোকান্ সত্যলোকমুপাগমৎ ॥ ২
তত্র দৃষ্ট্বা মূর্ত্তিমদ্ভিশ্ছন্দোভিঃ পরিবেষ্টিতম ।
বালার্কপ্রভয়া সম্যগ্ ভাসয়ন্তং সভাগৃহম্ ॥ ৩
মার্কণ্ডেয়াদিমুনিভিঃ স্তূয়মানং মুহুর্মুহুঃ ।
সর্বার্থগোচরজ্ঞানং সরস্বত্যা সমন্বিতম্ ॥ ৪
চতুর্মুখং জগন্নাথং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্ ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ ভক্ত্যা তুষ্টাব মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৫
সন্তুষ্টস্তং মুনিং প্রাহ স্বয়ম্ভূ বৈষ্ণবোত্তমম্ ।
কিং প্রষ্টুকামস্ত্বমসি তদ্ বদিষ্যামি তে মুনে ॥ ৬
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য মুনির্ব্রহ্মাণমব্রবীৎ ॥ ৭

শ্রীনারদ উবাচ ।

ত্বত্তঃ শ্রুতং ময়া সর্বং পূর্বমেব শুভাশুভম্ ।
ইদানীমেকমেবাস্তি শ্রোতব্যং সুরসত্তম ॥ ৮

অধ্যাত্ম-রামায়ণ ।

আদিকাণ্ড

প্রথম অধ্যায়

[অধ্যাত্ম-রামায়ণের মাহাত্ম্যকথন, শ্রীরামমহিমা বর্ণন এবং শ্রীরামহৃদয়কীর্ত্তন ।]

একোঽপ্যনেকো বহুরূপধারী
ব্যক্তং জগজ্জাতমিহাত্মদৃষ্ট্যা ।
তত্ত্বং পরং যন্মুনিভির্বিমৃগ্যং
রামং পরব্রহ্ম সদা বিবন্দে ॥

ইত্যনুবাদক-বন্দনা ।

রঘুবংশের সহজাত শৌর্য্য-বীর্য্যাদি ক্ষাত্রোচিত গুণাবলি অপেক্ষা যিনি সমধিক শৌর্য্যাদি গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া যাঁহাকে রঘুবংশের তিলকস্বরূপ বলা হয়, যিনি কৌশল্যাদেবীর পুত্র ('স্যান্নন্দিবর্দ্ধনঃ পুত্রঃ' ইতি কোষাৎ, অথবা কৌশল্যাদেবীর আনন্দবর্দ্ধনকারী), যিনি দশানন রাবণকে বধ করিয়াছেন, যিনি অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্র (কৌশল্যার পুত্র ও দশরথের পুত্র—এইভাবে উভয়েরই পুত্ররূপে উল্লেখ করার কারণ হইল—মাতৃসম্বন্ধে শ্রীরাম কোমলস্বভাব ধীর এবং পিতৃসম্বন্ধে শ্রীরাম বীর, দৃঢ়চেতা প্রভৃতি ছিলেন ।) এবং যাঁহার নয়নদ্বয় পদ্মসদৃশ দিদৃক্ষাজনক পরম রমণীয়, সেই শ্রীরামচন্দ্রের জয় হউক । ১

শ্রীসূত বলিলেন,—একদিন যোগী দেবর্ষি নারদ সকল লোকের প্রতি অনুগ্রহপরবশ হইয়া স্বর্লোকাদি লোকসমূহ পর্য্যটন করিতে করিতে সত্যলোকে(১) যাইয়া উপস্থিত হইলেন । ২

তিনি তথায় দেখিলেন যে, ত্রিকালজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মা সরস্বতী দেবীর সহিত সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন । নবোদিত সূর্য্যসদৃশ রক্তিম তাঁহার দেহপ্রভায় সম্পূর্ণ সভাগৃহ সমুদ্ভাসিত হইতেছে । ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চার বেদ মূর্ত্তি-ধারণ করত তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন । মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ তাঁহার স্তব করিতেছেন । মুনিবর নারদ ভক্তগণের অভীষ্টপ্রদ জগন্নাথ চতুরানন ব্রহ্মাকে ভক্তিসহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন । ৩-৫

ইহাতে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া বৈষ্ণবোত্তম অর্থাৎ ভাগবতোত্তম(২) নারদ মুনিকে কহিলেন,—মুনে । তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিয়াছ ? আমি তাহা তোমাকে বলিব । ৬

মুনিবর নারদ তখন ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন । ৭

শ্রীনারদ বলিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠ । আমি পূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে সমস্ত শুভাশুভ তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি । এখন আমি আপনার নিকট হইতে একটি মাত্র বিষয়ই শ্রবণযোগ্য আছে বলিয়া মনে করি । ৮

---

(১) ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে ।
অপুনর্মারকো যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ ॥
বিষ্ণুপুরাণ ২।৭।১৫

(২) সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

তদ্রহস্যমপি ব্রূহি যদি তেঽনুগ্রহো ময়ি ॥ ৯
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবর্জিতাঃ।
দুরাচাররতাঃ সর্বে সত্যবার্ত্তাপরাঙ্মুখাঃ ॥ ১০
পরাপবাদনিরতাঃ পরদ্রব্যাভিলাষিণঃ।
পরস্ত্রীসক্তমনসঃ পরহিংসাপরায়ণাঃ ॥ ১১
দেহাত্মদৃষ্টয়ো মূঢা নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ।
মাতাপিতৃকৃতদ্বেষাঃ স্ত্রীদেবাঃ কামকিঙ্করাঃ ॥ ১২
বিপ্রা লোভগ্রহগ্রস্তা বেদবিক্রয়জীবিনঃ।
ধনার্জনার্থমভ্যস্তবিদ্যা মদবিমোহিতাঃ।
ত্যক্তস্বজাতিকর্মাণঃ প্রায়শঃ পরবঞ্চকাঃ ॥ ১৩
ক্ষত্রিয়াশ্চ তথা বৈশ্যাঃ স্বধর্মত্যাগশীলিনঃ।
তদ্বচ্ছূদ্রাশ্চ যে কেচিদ্ ব্রাহ্মণাচারতৎপরাঃ ॥ ১৪
স্ত্রিয়শ্চ প্রায়শো ভ্রষ্টা ভর্ত্রবজ্ঞাননির্ভরাঃ।
শ্বশুরদ্রোহকারিণ্যো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৫
এতেষাং নষ্টবুদ্ধীনাং পরলোকঃ কথং ভবেৎ।
ইতিচিন্তাকুলং চিত্তং জায়তে মম সন্ততম্ ॥ ১৬
লঘূপায়েন যেনৈষাং পরলোকগতির্ভবেৎ।
তমুপায়মুপাখ্যাহি সর্বং বেত্তি যতো ভবান্।
ইত্যৃষের্বাক্যমাকর্ণ্য প্রত্যুবাচাম্বুজাসনঃ ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া সাধো বক্ষ্যে তচ্ছৃণু সাদরম্।
পুরা ত্রিপুরহন্তারং পার্ব্বতী ভক্তবৎসলম্ ॥ ১৮
শ্রীরামতত্ত্বং জিজ্ঞাসুঃ পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতা।
প্রিয়ায়ৈ গিরিশস্তস্মৈ গূঢ়ং ব্যাখ্যাতবান্ স্বয়ম্ ॥ ১৯
পুরাণোক্তমধ্যাত্মরামায়ণমিতি স্মৃতম্।
তৎ পার্ব্বতী জগদ্ধাত্রী পূজয়িত্বা দিবানিশম্।
আলোচয়ন্তী স্বানন্দমগ্না তিষ্ঠতি সাম্প্রতম্ ॥ ২০
প্রচরিষ্যতি তল্লোকে প্রাণাদৃষ্টবশাদ্ যদি।
তস্যাধ্যয়নমাত্রেণ জনা যাস্যন্তি সদ্গতিম্ ॥ ২১

পিতঃ! যদি আমার উপর আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে উহা গোপনীয় হইলেও আমাকে উপদেশ করুন। ৯

ভয়ানক কলিযুগ উপস্থিত হইলে মানবগণ পুণ্যবর্জিত হইবে; কারণ, সকলেই প্রায় দুরাচাররত ও সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবে। তাহারা পরনিন্দায় রত থাকিবে, পরদ্রব্যগ্রহণে অভিলাষী হইবে, পরস্ত্রীতে তাহাদের মন আসক্ত থাকিবে, পরহিংসায় নিরত হইবে তাহারা বিবেকহীন, দেহাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন, নাস্তিক ও পশুতুল্য অধৈর্য্য বুদ্ধিযুক্ত হইবে, পিতা ও মাতার প্রতি দ্বেষ করিবে, স্ত্রীর বশীভূত হইয়া কামকিঙ্কর হইবে। ১০-১২

ব্রাহ্মণগণ লোভরূপ গ্রহের বশীভূত থাকিবে ও বেদবিক্রয় (ধন লইয়া বেদ পড়াইবে।) করিয়া জীবিকা অর্জন করিবে। ধন অর্জনের জন্যই বিদ্যাশিক্ষা করিবে, অহঙ্কারে উন্মত্ত থাকিবে, যজন যাজনাদি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম পরিত্যাগ করিবে এবং সকলেই প্রায় পরবঞ্চক হইবে। ১৩

ক্ষত্রিয়গণ এবং বৈশ্যগণ নিজ নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে। ইহাদের ন্যায় শূদ্রগণ সেবারূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত আচরণ করিবে (ইহার দ্বারা বর্ণসঙ্কর প্রদর্শিত হইল।)। ১৪

নারীগণ প্রায়ই ভ্রষ্টা হইবে এবং নির্ভয়ে পতির প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন করিবে (ইহার দ্বারা বর্ণসঙ্কর প্রদর্শিত হইল।) তাহারা শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিবে—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ১৫

এই সমস্ত নষ্টবুদ্ধি মানবগণের পরলোক কি হইবে? অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরলোকে কিরূপে সদ্গতি লাভ হইবে? এই চিন্তায় আমার চিত্ত সদা ব্যাকুল হইতেছে। ১৬

পিতঃ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব অল্প চেষ্টায় যাহাতে ইহাদের পরলোকে সদ্গতি হয়, সেই উপায় আপনি বলুন। তখন কমলাসন ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া বলিলেন। ১৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—সাধো! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা অতি উত্তম প্রশ্ন; আমি ইহা বলিব, তুমি সাদরে শ্রবণ কর। ১৮

পুরাকালে দেবী পার্ব্বতী ভক্তবৎসল ত্রিপুরাসুরনাশী মহাদেবের নিকট শ্রীরামতত্ত্ব অর্থাৎ পরব্রহ্মতত্ত্ব (১) জানিতে ইচ্ছা করিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন স্বয়ং মহাদেব প্রিয়তমার নিকট সেই গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ১৯

সেই অনাদি অত্যুত্তম তত্ত্ব "অধ্যাত্ম-রামায়ণ" এই নামে পরিকীর্ত্তিত। জগদ্ধাত্রী হিমালয়কন্যা দুর্গা দিবানিশি সেই রামায়ণের অর্চনা করিয়া উহাই আলোচনা করিতে করিতে আত্মানন্দে নিমগ্না রহিয়াছেন। ২০

জীবগণের সৌভাগ্যবশতঃ যদি এই অধ্যাত্ম-রামায়ণ লোক-সমাজে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে ইহার অধ্যয়নের দ্বারাই সকল মানুষ সদ্গতি লাভ করিবে। ২১

---

(১) "রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥" ৬
ইতি শ্রীরামতাপনীয়োপনিষদি।

তাবদ্ বিজৃম্ভতে পাপং ব্রহ্মহত্যাপুরঃসরম্।
যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণমুদেষ্যতি ॥ ২২
তাবৎ সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি বিবদন্তে পরস্পরম্।
যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণমুদেষ্যতি ॥ ২৩
তাবৎ স্বরূপং রামস্য দুর্বোধং মহতামপি।
যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণমুদেষ্যতি ॥ ২৪
তাবৎ সর্ব্বপুরাণানি প্রবর্ত্তন্তে মহীতলে।
যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণমুদেষ্যতি ॥ ২৫
অধ্যাত্মরামায়ণসঙ্কীর্ত্তনশ্রবণাদিজম্।
ফলং বক্তুং ন শক্নোমি কার্ৎস্ন্যেন মুনিসত্তম ॥ ২৬
তথাপি তস্য মাহাত্ম্যং বক্ষ্যে কিঞ্চিত্তবানঘ।
শৃণু চিত্তং সমাধায় শিবেনোক্তং পুরা মম ॥ ২৭
অধ্যাত্মরামায়ণতঃ শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা।
যঃ পঠেদ্ ভক্তিসংযুক্তঃ স পাপান্মুচ্যতে ক্ষণাৎ ॥ ২৮
যস্তু প্রত্যহমধ্যাত্মরামায়ণমনন্যধীঃ।
যথাশক্তি পঠেদ্ ভক্ত্যা স জীবন্মুচ্যতে নরঃ ॥২৯
যো ভক্ত্যাঽর্চয়তেঽধ্যাত্মরামায়ণমতন্দ্রিতঃ।
দিনে দিনেঽশ্বমেধস্য ফলং তস্য ভবেন্মুনে ॥ ৩০
যদৃচ্ছয়াঽপি যোঽধ্যাত্মরামায়ণমনাদরাৎ।
অন্যতঃ শৃণুয়ান্মর্ত্যঃ সোঽপি মুচ্যেত পাতকাৎ ॥ ৩১
নমস্করোতি যোঽধ্যাত্মরামায়ণং দূরতঃ।
সর্ব্বদেবার্চনফলং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩২
লিখিত্বা পুস্তকেঽধ্যাত্মরামায়ণমশেষতঃ।
যো দদ্যাদ্রামভক্তেভ্যস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩৩
অধীতেষু চ বেদেষু শাস্ত্রেষু ব্যাকৃতেষু চ।
যৎ ফলং দুর্লভং লোকে তৎ ফলং তস্য সম্ভবেৎ ॥ ৩৪
একাদশীদিনেঽধ্যাত্মরামায়ণমুপোষিতঃ।
যো রামভক্তসদসি ব্যাকরোতি নরোত্তমঃ ॥ ৩৫

অধিক কি বলিব, যাবৎ এই ধরাতলে এই অধ্যাত্মরামায়ণ প্রচারিত না হইবে, তাবৎ কালই ব্রহ্মহত্যাদি যাবতীয় পাপসমূহ জগতে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। ২২

তাবৎকাল শাস্ত্রসকলের পরস্পর বিবাদ (মতভেদ) পরিলক্ষিত হইবে, যাবৎ এই অধ্যাত্মরামায়ণ ধরাতলে প্রচারিত না হইবে। ২৩

তাবৎকাল এই জ্ঞানী মহদ্‌ব্যক্তিগণের নিকট রামের স্বরূপ দুর্বোধ্য থাকিবে, যাবৎ এই অধ্যাত্ম-রামায়ণের আবির্ভাব না হয়। ২৪

সেই সময় পর্য্যন্ত অন্যান্য পুরাণসকল এই ভূতলে নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করিবে, যাবৎকাল এই অধ্যাত্মরামায়ণ প্রাদুর্ভূত না হয়। ২৫

মুনিশ্রেষ্ঠ! এই অধ্যাত্মরামায়ণ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিলে যে ফললাভ হয়, তাহার সকল কথা বর্ণনা করিতে আমি সমর্থ নহি। ২৬

নিষ্পাপ নারদ! তথাপি তাঁহার মাহাত্ম্য পূর্ব্বে শিব যাহা আমার নিকট বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই বলিব, তুমি সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ২৭

যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে এই অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে একটি শ্লোক বা অর্দ্ধ শ্লোক পাঠ করে, সেই ব্যক্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ২৮

যে মানব প্রত্যহ একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে যথাশক্তি এই অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠ করে, সেই মানব জীবন্মুক্ত(১) বলিয়া অভিহিত হয়। ২৯

মুনে! যে ব্যক্তি প্রত্যহ অনলসচিত্তে ভক্তিসহকারে এই অধ্যাত্মরামায়ণ অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়। ৩০

যে ব্যক্তি অনাদরের সহিতও যদৃচ্ছা (অযত্ন)-বশতঃ অন্যের নিকট এই অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রবণ করে, সে পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৩১

যে ব্যক্তি নিকট হইতে এই অধ্যাত্মরামায়ণকে নমস্কার করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত দেবপূজার ফল প্রাপ্ত হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩২

যে মানব পুস্তকমধ্যে এই সমগ্র অধ্যাত্মরামায়ণ লিখিয়া কোনও রামভক্তকে প্রদান করে, তাহার পুণ্যফলের কথা শ্রবণ কর। ৩৩

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চার বেদ এবং অন্যান্য সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা দ্বারাও এ ভুবনে যে ফললাভ করা দুর্লভ, সেই ফলও তাহার লাভ হইয়া থাকে। ৩৪

যে নরোত্তম ব্যক্তি একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া রাম-ভক্তগণের সভামধ্যে এই অধ্যাত্মরামায়ণের ব্যাখ্যা করে, তাহার যে ফললাভ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ

(১) নিদ্রান্তে জাগরস্থানে যে ভাব উপজায়তে।
তং ভাবং ভাবয়ন্ রাম জীবন্মুক্তঃ সদা ভবেৎ।

তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণু বৈষ্ণবসত্তম ।
প্রত্যক্ষরস্তু গায়ত্রীপুরশ্চর্য্যাফলং লভেৎ ॥ ৩৬
উপবাসব্রতং কৃত্বা শ্রীরামনবমীদিনে ।
রাত্রৌ জাগরিতোঽধ্যাত্মরামায়ণমনন্যধীঃ ।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্ বাঽপি তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥ ৩৭
কুরুক্ষেত্রাদিনিখিলপুণ্যতীর্থেষ্বনেকশঃ ।
আত্মতুল্যং ধনং সূর্য্যগ্রহণে সর্বতোমুখে ॥ ৩৮
বিপ্রেভ্যো ব্যাসমুখ্যেভ্যো দত্ত্বা যৎ ফলমশ্নুতে ।
তৎ ফলং সম্ভবেত্তস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯
যো গায়তে মুদাঽধ্যাত্মরামায়ণমহর্নিশম্ ।
আজ্ঞাং তস্য প্রতীক্ষন্তে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ৪০
পঠন্ প্রত্যহমধ্যাত্মরামায়ণমনুব্রতঃ ।
যদ্ যৎ করোতি তৎ কর্ম কোটিকোটিগুণং ভবেৎ ॥৪১
তত্র শ্রীরামহৃদয়ং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ ।
স ব্রহ্মঘ্নোঽপি পূতাত্মা ত্রিভিরেব দিনৈর্ভবেৎ ॥ ৪২
শ্রীরামহৃদয়ং যস্তু হনূমৎপ্রতিমান্তিকে ।
ত্রিঃ পঠেৎ প্রত্যহং মৌনী স সর্বেপ্সিতভাগ্ভবেৎ ॥৪৩
পঠন্ শ্রীরামহৃদয়ং তুলস্যশ্বত্থয়োর্যদি
প্রদক্ষিণং প্রকুর্বীত ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে ॥ ৪৪
শ্রীরামসীতামাহাত্ম্যং কৃৎস্নং জানাতি শঙ্করঃ ।
তদর্দ্ধং গিরিজা বেত্তি তদর্দ্ধং বেদ্ম্যহং মুনে ॥ ৪৫
তত্তে কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি কৃৎস্নং বক্তুং ন শক্যতে ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা তৎক্ষণাল্লোকশ্চিত্তশুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৬
শ্রীরামগীতা যৎ পাপং ন নাশয়তি নারদ ।
তন্ন পশ্যাম্যহং লোকে মার্গমাণোঽপি সর্বদা ॥ ৪৭
রামেণোপনিষৎসিন্ধুমুন্মথ্যোৎপাদিতাং পুরা ।
লক্ষ্মণায়ার্পিতাং গীতাসুধাং পীত্বামরো ভবেৎ ॥৪৮
জমদগ্নিসুতঃ পূর্বং কার্তবীর্য্যবধেচ্ছয়া ।
ধনুর্বিদ্যামভ্যসিতুং মহেশস্যান্তিকে বসন্ ॥ ৪৯
অধীয়মানাং পার্বত্যা রামগীতাং প্রযত্নতঃ ।
শ্রুত্বা গৃহীত্বা সুপঠন্ নারায়ণকলাভবৎ ॥ ৫০

নারদ ! গায়ত্রীর প্রতি অক্ষর পুরশ্চরণ করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ব্যক্তি তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৩৫-৩৬

যে ব্যক্তি শ্রীরামনবমী(১) দিবসে উপবাস ব্রত পালন করিয়া নিশাকালে জাগরিত থাকিয়া অনন্য মনে এই অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার পুণ্যফল বলিতেছি । ৩৭

কুরুক্ষেত্রাদি সমস্ত পুণ্যতীর্থে ও পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ সময়ে ব্যাসতুল্য শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রপ্রবক্তা বিপ্রগণকে নিজ সামর্থ্যানুসারে ধন প্রদান করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ব্যক্তি উক্ত ফল সত্যসত্যই লাভ করে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । ৩৮-৩৯

যে ব্যক্তি আনন্দিতচিত্তে দিবানিশি এই অধ্যাত্মরামায়ণ গান করে, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহার আদেশের বশবর্ত্তী হন । ৪০

প্রত্যহ নিয়ম অনুসরণ করত অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠপূর্ব্বক যে কোনও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই সব কর্ম্মের কোটি-গুণ ফললাভ হইয়া থাকে । ৪১

যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে শ্রীরামনবমীতে এই রামহৃদয় পাঠ করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও তিনদিনের মধ্যে পবিত্র হইয়া যায় । ৪২

যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঠকালে অন্য কোনও কথা না বলিয়া হনুমানের(২) প্রতিমূর্ত্তির নিকটে এই শ্রীরামহৃদয় তিনবার পাঠ করে, তাহার যাবতীয় মনোরথ সিদ্ধ হয় । ৪৩

তুলসী অথবা অশ্বত্থ বৃক্ষ সমীপে শ্রীরামহৃদয় পাঠপূর্ব্বক যদি কোনও ব্যক্তি প্রদক্ষিণ করে, তবে তাহার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নষ্ট হইয়া যায় । ৪৪

হে মুনে ! একমাত্র মহাদেব শ্রীরাম-গীতামাহাত্ম্য সম্পূর্ণ জানেন, গিরিনন্দিনী দুর্গা তাহার অর্দ্ধাংশমাত্র জানেন এবং আমি তাহারও অর্দ্ধাংশমাত্র জানি । ৪৫

অতএব আমি কিঞ্চিন্মাত্র তোমার নিকট বর্ণনা করিব, সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে সমর্থ হইব না । ইহা জ্ঞাত হইলে মানুষ তৎক্ষণাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করে । ৪৬

নারদ ! শ্রীরামগীতা যে পাপ বিনষ্ট করেন না, তাহা আমি সর্ব্বদা অন্বেষণ করিয়াও এই ধরাতলে দেখিতে পাই না । ৪৭

শ্রীরাম উপনিষদ্‌রূপ সিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক এই গীতাসুধা সমুৎপাদিত করিয়াছেন । তিনি প্রথমে ইহা লক্ষ্মণকে প্রদান করেন । এই গীতাসুধা পান করিয়া মানুষ অমর হইয়া যায় । ৪৮

জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম পুরাকালে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বধ করিবার বাসনায় ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য মহেশ্বরের নিকট বাস করিতে করিতে যত্ন সহকারে পার্ব্বতী কর্ত্তৃক রামগীতা পঠিত হইতে শ্রবণ করিয়া তাহা গ্রহণ করত যথাবিধি অধ্যয়ন পূর্ব্বক নারায়ণ-সাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন । ৪৯-৫০

(১) চৈত্রে মাসি নবম্যাং তু জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ ।
পুনর্বস্বৃক্ষসংযুক্তা সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা ।
শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা ।
তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ ।
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তদ্ ভবক্ষয়কারকম্ ।
উপোষণং জাগরণং পিতৄনুদ্দিশ্য তর্পণম্ । ইতি
অগস্ত্যসংহিতা

(২) ময়া মুক্তেন বজ্রেণ যস্মাদস্য হতো হনুঃ ।
তস্মাদেব কপির্নাম্না হনুমান্ বৈ ভবিষ্যতি ।

ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং নিষ্কৃতিং যদি গচ্ছতি ।
রামগীতাং মাসমাত্রং পঠিত্বা মুচ্যতে নরঃ ॥ ৫১
দুষ্প্রতিগ্রহ-দুর্ভোজ্যদুরালাপাদিসম্ভবম্ ।
পাপং সকৃৎকীর্ত্তনেন রামগীতা বিনাশয়েৎ ॥ ৫২
শালগ্রামশিলাগ্রে চ তুলস্যশ্বত্থসন্নিধৌ ।
যতীনাং পুরতস্তদ্বদ্ রামগীতাং পঠেত্তু যঃ ।
স তৎফলমবাপ্নোতি যদ্ বাচোঽপি ন গোচরম্ ॥ ৫৩
রামগীতাং পঠন্ ভক্ত্যা যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েদ্ দ্বিজান্ ।
তস্য তে পিতরঃ সর্ব্বে যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ৫৪
একাদশ্যাং নিরাহারো নিয়তো দ্বাদশীদিনে ।
স্থিত্বাঽগস্ত্যতরোর্মূলে রামগীতাং পঠেত্তু যঃ ।
স এব রাঘবঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বদেবৈশ্চ পূজ্যতে ॥ ৫৫
বিনা দানং বিনা ধ্যানং বিনা তীর্থাবগাহনম্ ।
রামগীতাং নরোঽধীত্য তদনন্তফলং লভেৎ ॥ ৫৬
বহুনা কিমিহোক্তেন শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ ।

যদি মানুষ ব্রহ্মহত্যাদি পাপসমূহ হইতে নিষ্কৃতিলাভের অভিলাষ করে, তবে মাত্র এক মাস এই রামগীতা পাঠ করিয়া সে মুক্ত হইবে । ৫১

রামগীতা একবার পাঠ করিলে তিলধেনু প্রভৃতি* সপ্ত দুষ্পরিগ্রহ, দুর্ভোজ্য ও দুরালাপাদিজনিত পাপ রামগীতা বিনাশ করেন । ৫২

যিনি শালগ্রাম-শিলাগ্রে, তুলসী বা অশ্বত্থ সন্নিধানে এবং যতিগণের পুরোভাগে রামগীতা পাঠ করেন, তিনি যেরূপ পুণ্যফল প্রাপ্ত হন, তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না অর্থাৎ তিনি অনন্ত পুণ্য ফল প্রাপ্ত হন । ৫৩

যিনি শ্রাদ্ধকালে ভক্তিসহকারে রামগীতা পাঠপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান, তাহার পিতৃগণ সকলেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ৫৪

যে ব্যক্তি একাদশীদিনে নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক নিরাহারে থাকিয়া দ্বাদশী দিবসে অগস্ত্যতরু (বকবৃক্ষ) মূলে উপবেশন করতঃ রামগীতা পাঠ করেন, সেই ব্যক্তি রামের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া সকল দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হন । ৫৫

দান, ধ্যান ও তীর্থাবগাহন ব্যতিরেকেও মানুষ একমাত্র রামগীতা অধ্যয়ন করিয়া অনন্ত ফললাভ করে । ৫৬

*তিলধেনুর্গজো বাজী প্রেতান্নমজিনং মণিঃ ।
সুরভিঃ সূয়মানা চ ঘোরাঃ সপ্ত প্রতিগ্রহাঃ ।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসাগমশতানি চ ।
অর্হন্তি নাল্পামধ্যাত্মরামায়ণকলামপি ॥ ৫৭
অধ্যাত্মরামচরিতস্য মুনীশ্বরায়
মাহাত্ম্যমেতদুদিতং কমলাসনেন ।
যঃ শ্রদ্ধয়া পঠতি বা শৃণুয়াৎ স মর্ত্যঃ
প্রাপ্নোতি বিষ্ণুপদবীং সুরপূজ্যমানঃ ॥ ৫৮
যঃ পৃথ্বীভরবারণায় দিবিজৈঃ সম্প্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ
সঞ্জাতঃ পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোঽব্যয়ঃ ।
নিশ্চক্রং হতরাক্ষসঃ পুনরগাদ্ ব্রহ্মত্বমাদ্যং স্থিরাং
কীর্ত্তিং পাপহরাং বিধায় জগতাং
তং জানকীশং ভজে ॥ ৫৯
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়াদিষু হেতুমেকং
মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমূর্ত্তিম্ ।
আনন্দসান্দ্রমমলং নিজবোধরূপং
সীতাপতিং বিদিততত্ত্বমহং নমামি ॥ ৬০

কি শ্রুতি, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি ইতিহাস, কি আগম—এইসব শত শাস্ত্রও অধ্যাত্মরামায়ণের ষোড়শাংশের একাংশের সমান নহে । ৫৭

ভগবান্ কমলাসন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মুনিবর নারদ সমীপে কথিত এই অধ্যাত্মরামায়ণ-মাহাত্ম্য যে মানব শ্রদ্ধাসহকারে অধ্যয়ন বা শ্রবণ করে, সেই মানব দেবগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বিষ্ণুপদ লাভ করিতে সমর্থ হয় । ৫৮

(সূত অধ্যাত্মরামায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া এখন শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা বর্ণনা করিতেছেন ।) যিনি চিন্ময় ও অব্যয় হইয়াও পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য দেবগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পৃথিবীতলে সূর্য্যবংশে মায়ামনুষ্যরূপে(১) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি নিজের সেই প্রসিদ্ধ সুদর্শন চক্র ব্যতিরেকেই (অথবা নিঃশেষে) রাক্ষসকুল নির্মূল করিয়া জগতে পাপহারিণী অবিচলিত নির্ম্মল কীর্ত্তি স্থাপন করতঃ পুনরায় নিরুপাধি ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই জানকীপতি শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি । ৫৯

যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের হেতু, যিনি মায়াশ্রয় মহেশ্বর হইয়াও মায়ারহিত অর্থাৎ আবরণশক্তিহীন, যাঁহার মূর্ত্তি অচিন্ত্য, যিনি আনন্দঘন, অমল (উপাধিকৃতদোষরহিত) এবং নিজবোধরূপ (সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ), আমি সেই বিদিততত্ত্ব (বিদিত স্বীয় বোধরূপত্ব) সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করি । ৬০

(১) চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ।
—শ্রীরামতাপনীয়োপনিষদি ১।৭

পঠন্তি যে নিত্যমনন্যচেতসঃ
শৃণ্বন্তি চাধ্যাত্মকসংজ্ঞিতং শুভম্।
রামায়ণং সর্বপুরাণসম্মতং
বিধূতপাপা হরিমেব যান্তি তে ॥ ৬১
অধ্যাত্মরামায়ণমেব নিত্যং
পঠেদ্ যদীচ্ছেদ্ভববন্ধমুক্তিম্।
গবাং সহস্রাযুতকোটিদানজং
ফলং লভেদ্ যঃ শৃণুয়াৎ স নিত্যম্ ॥ ৬২
পুরারিগিরিসম্ভূতা শ্রীরামার্ণবসঙ্গতা।
অধ্যাত্মরামগঙ্গেয়ং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৬৩
কৈলাসাগ্রে কদাচিদ্রবিশতবিমলে মন্দিরে রত্নপীঠে
সংবিষ্টং ধ্যাননিষ্ঠং ত্রিনয়নমভয়ং সেবিতং সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ।
দেবী বামাঙ্গসংস্থা গিরিবরতনয়া পার্বতী ভক্তিনম্রা
প্রাহেদং দেবমীশং সকলমলহরং বাক্যমানন্দকন্দম্ ॥৬৪
শ্রীপার্বত্যুবাচ
নমোঽস্তু তে দেব জগন্নিবাস
সর্বার্থদৃক্ ত্বং পরমেশ্বরোঽসি।
পৃচ্ছামি তত্ত্বং পুরুষোত্তমস্য
সনাতনং ত্বঞ্চ সনাতনোঽসি ॥ ৬৫
গোপ্যং যদত্যন্তমনন্যবাচ্যং
বদন্তি ভক্তেষু মহানুভাবাঃ।
যদপ্যহোঽহং তব দেব ভক্তা
প্রিয়োঽসি মে ত্বং বদ যত্তু পৃষ্টম্ ॥ ৬৬
জ্ঞানং বিজ্ঞানমথানুভক্তি-
বৈরাগ্যযুক্তঞ্চ মিতং বিভাস্বৎ।
জানাম্যহং যোষিদপি ত্বদুক্তং
যথা তথা ব্রূহি তরন্তি যেন ॥ ৬৭
পৃচ্ছামি নান্যচ্চ পরং রহস্যং
তদেব চাগ্রে বদ বারিজাক্ষ।
শ্রীরামচন্দ্রেঽখিলতত্ত্বসারে
ভক্তির্দৃঢ়া নৌর্ভবতি প্রসিদ্ধা ॥ ৬৮
ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভববন্ধমোক্ষণা
নান্যৎ ততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ।
তথাপি হৃৎসংশয়বন্ধনং যে
বিভেত্তুমর্হস্যমলোক্তিভিস্ত্বম্ ॥ ৬৯

যে ব্যক্তিগণ অনন্যচিত্ত হইয়া এই শুভজনক সর্ব্বপুরাণসম্মত অধ্যাত্মনামক রামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করে, সেই সব ব্যক্তি নিষ্পাপ হইয়া হরিসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৬১

যদি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে নিত্য এই অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ করিবে। যে ব্যক্তি নিত্য এই অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি সহস্র অযুত কোটি গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। ৬২

ত্রিপুরাসুরহন্তা মহাদেবরূপ গিরি হইতে উৎপন্ন, এবং শ্রীরামচন্দ্ররূপসাগরে মিলিতা এই অধ্যাত্মরামায়ণরূপা গঙ্গা ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছেন। ৬৩

একদিন কৈলাসশিখরে স্থিত মন্দিরে শত সূর্য্যসদৃশ বিমল রত্নপীঠে সিদ্ধগণসেবিত অভয়দাতা ত্রিলোচন মহাদেব ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় গিরিবর হিমালয়ের তনয়া পার্ব্বতীদেবী তাঁহার বাম উরুদেশে উপবেশন পূর্ব্বক ভক্তিনম্রভাবে সর্ব্বপাপনাশন আনন্দের আধারস্বরূপ সেই মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৬৪

শ্রীপার্ব্বতী বলিলেন,—হে দেব জগন্নিবাস! আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্বত্র আত্মদর্শী, পরমেশ্বর ও সনাতন পরমপুরুষ, আমি আপনাকে পুরুষোত্তম ব্রহ্মের সনাতন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করি। ৬৫

যাহা অত্যন্ত গোপনীয় এবং যাহা জ্ঞানী ভিন্ন অন্যের নিকট বলা উচিত নয়, তাহাও মহানুভবগণ ভক্তদিগের নিকট বলিয়া থাকেন। দেব! অতএব আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আপনি আমাকে বিশেষভাবে বলুন; কারণ, আমি আপনার ভক্ত ও আপনি আমার প্রিয়। ৬৬

আত্মবিষয়ক যে জ্ঞানের দ্বারা মানবগণ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং যাহা হইতে ভক্তি উৎপন্ন হয় ও যে ভক্তি হইতে বৈরাগ্য লাভ হয়, সেই শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানবিশিষ্ট মিত ও স্বপ্রকাশ জ্ঞানের বিষয় আমার নিকট বর্ণনা করুন। আমি অবলা হইলেও আপনার কথিত সেই জ্ঞান অবধারণ করিতে পারিব। ৬৭

কমললোচন! আমি অন্য কোনও দ্রষ্টব্য জিজ্ঞাসা করিতেছি না; কারণ, উহাতে আমার স্পৃহা নাই। যাহার দ্বারা জীব উদ্ধার হয়, সেই গোপনীয় রহস্যের বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা আমাকে বলুন। ক্ষিতি প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সারস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রে দৃঢ়া ভক্তিই ভবসাগর-পারের নৌকা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ৬৮

ভক্তিই ভববন্ধন মোচনের একমাত্র সাধন, ইহা ব্যতীত অন্য কোনও সাধন নাই—ইহা আমি জানি, তথাপি আমার হৃদয়ে যে সংশয়গ্রন্থি রহিয়াছে, তাহা আপনি যুক্তিযুক্ত বাক্যে ছেদন করুন। ৬৯

বদন্তি রামং পরমেকমাদ্যং
নিরস্তমায়াগুণসংপ্রবাহম্ ।
ভজন্তি চাহর্নিশমপ্রমত্তাঃ
পরং পদং যান্তি তথৈব সিদ্ধাঃ ॥ ৭০
বদন্তি কেচিৎ পরমোঽপি রামঃ
স্বাবিদ্যয়া সংবৃতমানসঃ স্বম্ ।
জানাতি নাত্মানমতঃ পরেণ
সম্বোধিতো বেদ পরমাত্মতত্ত্বম্ ॥৭১
যদি স্ম জানাতি কুতো বিলাপঃ
সীতাকৃতেঽনেন কৃতঃ পরেণ ।
জানাতি নৈবং যদি কেন সেব্যঃ
সমো হি সর্বৈরপি জীবজাতৈঃ ॥৭২
অত্রোত্তরং কিং বিদিতং ভবদ্ভি-
স্তদ্ ব্রূহি মে সংশয়ভেদবাক্যম্ ॥৭৩

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ধন্যাঽসি ভক্তাঽসি পরাত্মনস্ত্বং
যজ্জ্ঞাতুমিচ্ছা তব রামতত্ত্বম্ ।
পুরা ন কেনাপ্যভিচোদিতোঽহং
বক্তুং রহস্যং পরমং নিগূঢ়ম্ ॥ ৭৪
ত্বয়াঽদ্য ভক্ত্যা পরিণোদিতোঽহং
বক্ষ্যে নমস্কৃত্য রঘূত্তমং তে ॥ ৭৫
রামঃ পরাত্মা প্রকৃতেরনাদি-
রানন্দ-একঃ পুরুষোত্তমো হি ।
স্বমায়য়া কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্ট্বা
নভোবদন্তর্বহিরাস্থিতো যঃ ॥ ৭৬
সর্বান্তরস্থোঽপি নিগূঢ় আত্মা
স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং বিচষ্টে ।
জগন্তি নিত্যং পরিতো ভ্রমন্তি
যৎসন্নিধৌ চুম্বকলোহবদ্ধি ॥ ৭৭
এতন্ন জানন্তি বিমূঢ়চিত্তাঃ
স্বাবিদ্যয়া সংবৃতমানসা যে ।
স্বাজ্ঞানমপ্যাত্মনি শুদ্ধবোধে
স্বারোপয়ন্তীহ নিরস্তমায়ে ॥৭৮

অতঃপর দেবী পার্ব্বতী নিজের সংশয় ব্যক্ত করিতেছেন,—যাঁহার দ্বারা মায়াগুণকৃত রাগ-দ্বেষাদির প্রবাহ নিরাকৃত হইয়াছে, সেই শ্রীরামচন্দ্রকে অনেকে অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন এবং সদা অপ্রমত্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করেন। এইভাবে তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া মোক্ষভাগী হন ॥ ৭০

কেহ কেহ বলেন, রাম পরব্রহ্ম হইলেও স্বীয় মায়া দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবৃত থাকায় আত্মাকে (নিজস্বরূপকে) জানিতে পারেন না। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া তিনি স্বীয় পরমাত্ম-তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন ॥ ৭১

যদি তিনি নিজ স্বরূপতত্ত্ব অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে রাবণ সীতা হরণ করিলে সেই সীতার নিমিত্ত কদাচ বিলাপ করিতেন না। তিনি যে সেব্য, ইহা তিনি জানিতেন না। (জীবনানাত্ববাদিমত আশ্রয় করিয়া) সকল জীবই সমান, সেইজন্য তিনিও একজন সাধারণ জীব—এই ভাবিয়া নিজের সেব্যত্ব অবগত হইতে পারেন নাই ॥ ৭২

হে ভগবন্! আপনি এই বিষয়ের উত্তর কি জানেন, তাহা আমাকে বলুন এবং আমার সংশয় ছেদন করুন ॥ ৭৩

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পার্ব্বতি! তুমি ধন্যা এবং তুমিই সেই পরমাত্মার একান্ত ভক্ত। তুমি যে রামতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছ, পূর্ব্বে আর কখনও কেহ এই পরম গোপনীয় রহস্য বলিবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করে নাই ॥ ৭৪

আজ আমি তোমার ভক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া রঘুবংশশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে নমস্কার করত সেই শ্রীরামচন্দ্রের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৭৫

শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পরমাত্মা; কারণ, তিনি অনাদি-পুরাণপুরুষ, আনন্দময়, এক—অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ ('আনন্দং ব্রহ্ম'—তৈত্তিঃ ৩।৬।১, 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'—ছান্দোগ্য ৬।২।১) এবং পুরুষোত্তম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদি সমস্ত পুরুষ হইতেও উত্তম। (এই যে দৃশ্যমান বিশ্ব উপলব্ধ হইতেছে, তাহা হইলে তিনি অদ্বিতীয় কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—) যে পুরুষোত্তম শ্রীরাম নিজ মায়ার দ্বারা এই সম্পূর্ণ বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া আকাশের ন্যায় ইহার অন্তরে ও বাহিরে অবস্থান করিতেছেন ('আকাশবৎ সর্ব্বগতো নিত্যঃ' ইতি শ্রুতেঃ) ॥ ৭৬

এইরূপে সকলের অন্তরে অবস্থান করিয়াও তিনি নিগূঢ়—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা দর্শনীয় বলিয়া মনেরও অগোচর আত্ম-স্বরূপ ('এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽঽত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ'।—কঠো ৩।১২)। তিনি নিজ মায়ার দ্বারা সম্পূর্ণ জগৎকে সৃষ্টি করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। চুম্বকের সন্নিধানে লৌহ যেরূপ স্বতই সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ যাঁহার সান্নিধ্যবশতঃ এই পরিদৃশ্যমান জগৎসংসার সর্ব্বতোভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে ॥ ৭৭

কিন্তু যাহাদের মন স্বীয় অজ্ঞানতারূপ অবিদ্যার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবৃত রহিয়াছে, সেই বিবেকবর্জিতচিত্ত ব্যক্তিরা

সংসারমেবানুসরন্তি তে বৈ
পুত্রাদিসক্তাঃ পুরুকর্মযুক্তাঃ।
জানন্তি নৈবং হৃদয়স্থিতং বৈ
চামীকরং কণ্ঠগতং যথাহজ্ঞাঃ ॥ ৭৯

যথা প্রকাশো ন তু বিদ্যতে রবৌ
জ্যোতিঃস্বভাবাৎ পরমেশ্বরে তথা।
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনে রঘূত্তমেহ-
বিদ্যা কথং স্যাৎ পরতঃ পরাত্মনি ॥ ৮০

যথা হি চাক্ষ্ণো ভ্রমতো গৃহাদিকং
বিনষ্টদৃষ্টের্ভ্রমতীব দৃশ্যতে।
তথৈব দেহেন্দ্রিয়কর্তুরাত্মনঃ
কৃতং পরেহধ্যাস্য জনো বিমুহ্যতি ॥ ৮১

নাহো ন রাত্রিঃ সবিতুর্যথা ভবেৎ
প্রকাশরূপাব্যভিচারতঃ ক্বচিৎ।
জ্ঞানং তথাজ্ঞানমিদং দ্বয়ং হরৌ
রামে কথং স্থাস্যতি শুদ্ধচিদ্ঘনে ॥ ৮২

তস্মাৎ পরানন্দময়ে রঘূত্তমে
বিজ্ঞানরূপে ন হি বিদ্যতে তমঃ।
অজ্ঞানসাক্ষিণ্যরবিন্দলোচনে
মায়াশ্রয়ত্বান্ন বিমোহকারণম্ ॥ ৮৩

তত্র তে কথয়িষ্যামি রহস্যমপি দুর্লভম্।
সীতারামমরুৎসূনুসংবাদং মোক্ষসাধনম্ ॥ ৮৪
পুরা রামায়ণে রামো রাবণং দেবকণ্টকম্।
হত্বা রণে রণশ্লাঘী সপুত্রবলবাহনম্ ॥ ৮৫
সীতয়া সহ সুগ্রীব-লক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ।
অযোধ্যামগমদ্ রামো হনূমৎপ্রমুখৈর্বৃতঃ ॥ ৮৬

শ্রীরামের এই স্বরূপকে জানিতে পারে না; কারণ, তাহারা মায়ামুক্ত শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রে নিজেদের অজ্ঞানতাকে আরোপিত করিয়া থাকে অর্থাৎ নিজেরা যেরূপ অজ্ঞ, সেইরূপ রামকেও অজ্ঞ ভাবে। ৭৮

সেইজন্য তাহারা পুত্র-কলত্র-গৃহাদিতে আসক্ত থাকিয়া ও ভূরি যজ্ঞাদি কর্মসমূহে নিরত থাকিয়া সংসারেরই অনুসরণ করে অর্থাৎ এই সংসারেই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে; কারণ, ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যেরূপ কণ্ঠস্থিত স্বর্ণাভরণকে বিস্মৃতিবশতঃ জানিতে পারে না, সেইরূপ তাহারাও হৃদয়স্থিত সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা শ্রীরামকে জানিতে পারে না। ৭৯

যেরূপ স্বভাবতই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যে অপ্রকাশ—অন্ধকার থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন (নির্বিশেষ অপরোক্ষ জ্ঞাননিবিড়) পরমাত্মা পরমেশ্বর রঘুত্তম শ্রীরামে অবিদ্যা* কিভাবে থাকিবে? (মহামতি টীকাকার এই শ্লোকের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন যথা,—যেরূপ প্রকাশস্বরূপ বলিয়াই সূর্য্য প্রকাশের আধার হইতে পারে না, সেইরূপ বিদ্যা-স্বরূপ বলিয়া শ্রীরাম বিদ্যার আধার হইতে পারেন না; কারণ, আধার-আধেয় উভয়েই ভিন্নস্বরূপ।) ৮০

যদি রাম সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই হবেন, তবে তিনি সীতার জন্য বিলাপ করিবেন কেন? শ্রীপার্ব্বতীদেবীর এই সংশয়নিরসনের জন্য বলিতেছেন—বিনষ্টদৃষ্টি (দোষযুক্তদৃষ্টি) ব্যক্তিগণ যেরূপ চক্ষুর ঘূর্ণনে গৃহাদিকেও যেন ঘূর্ণিত হইতে দেখে, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট কর্তৃত্বাভিমানী জীব নিজের অহঙ্কারবশতঃ পরমচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা শ্রীরামে মুগ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ গৃহাদি ঘূর্ণিত হইতে না থাকিলেও ঘূর্ণায়মান চক্ষুর নিকটস্থিত গৃহাদিও ঘূর্ণিত হইতেছে বলিয়া যেরূপ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ কোনও কর্ম না করিলেও কর্মরত আভাসীভূত অজ্ঞানতাদাত্ম্যা-পন্ন চৈতন্যসন্নিহিত সাক্ষিভূতচৈতন্যকেও কর্মরত বলিয়াই পরিলক্ষিত হয়। ৮১

প্রকাশের অব্যভিচারবশতঃ প্রকাশের কোনরূপ অভাব না থাকায় সূর্য্যের মধ্যে যেরূপ দিবা (প্রকাশপর) থাকে না এবং রাত্রি (অপ্রকাশপর) থাকে না, সেইরূপ শুদ্ধচিদ্ঘন (অন্তঃকরণাদি উপাধিশূন্য চিৎস্বরূপ) হরি শ্রীরামচন্দ্রে জ্ঞান ও অজ্ঞান—এই দুইটি কিভাবে থাকিবে? ৮২

সেইহেতু পরমানন্দময়, বিজ্ঞানরূপ (চিন্ময়), অরবিন্দলোচন ও রঘুবংশভূষণ শ্রীরামে অজ্ঞানতা নাই; কারণ, তিনিই যে অজ্ঞানের সাক্ষী সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা। তাঁহার মধ্যে মোহের কারণও পরিলক্ষিত হয় না; যেহেতু তিনি মায়ার আশ্রয় (আধার) বলিয়া মায়াই তাঁহার অধীন। ৮৩

অতএব অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও দুর্লভ এবং মোক্ষের উপায়স্বরূপ এই রামায়ণে সীতা, রাম ও হনুমানের সংবাদ তোমার নিকট আমি বর্ণনা করিব।

পুরাকালে ত্রেতাযুগে রণশ্লাঘী রাম যুদ্ধে দেবশত্রু রাবণকে পুত্র, সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত বধ করিয়া হনুমান্ প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হইয়া সীতা, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ৮৪-৮৬

*অবিদ্যাবিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ—'সসর্জাগ্রেহন্ধতামিস্রমথ তামিস্রমাদিকৃৎ। মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ'।—শ্রীভাগবতে—৩।১২।২। পাতঞ্জলে—'অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ'।। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ।'

অভিষিক্তঃ পরিবৃতো বশিষ্ঠাদ্যৈর্মহাত্মভিঃ।
সিংহাসনে সমাসীনঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ ॥ ৮৭

দৃষ্ট্বা তদা হনূমন্তং প্রাঞ্জলিং পুরতঃ স্থিতম্।
কৃতকার্য্যং নিরাকাঙ্ক্ষং জ্ঞানাপেক্ষং মহামতিম্ ॥ ৮৮

রামঃ সীতামুবাচেদং ব্রূহি তত্ত্বং হনূমতে।
নিষ্কল্মষোঽয়ং জ্ঞানস্য পাত্রং নৌ নিত্যভক্তিমান্ ॥ ৮৯

তথেতি জানকী প্রাহ তত্ত্বং রামবিনিশ্চিতম্।
হনূমতে প্রপন্নায় সীতা লোকবিমোহিনী ॥ ৯০

তখন মহাত্মা বশিষ্ঠাদির দ্বারা রাজ্যে অভিষিক্ত ও তাঁহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া কোটিসূর্য্যতুল্য তেজস্বী শ্রীরাম সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ৮৭

সেই সময় কৃতকার্য্য (সীতা উদ্ধারাদি প্রভুর কার্য্য সম্পাদিত হওয়ায় কৃতার্থ), নিরাকাঙ্ক্ষ (অমূল্য ধন দানেও যাঁহার সন্তোষ হয় না এবং বৈষয়িক ধনলাভের বাসনা যাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও নাই), জ্ঞানাপেক্ষ (অতএব ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্য যিনি অপেক্ষা করিতেছেন), মহামতি (ঐশ্বরিক জ্ঞানগ্রহণের যোগ্যতা যাঁহার আছে), অগ্রে স্থিত (আমাদের উভয়ের দৃষ্টিপথে অবস্থিত বলিয়া অনন্তচিত্ত) এবং প্রাঞ্জলি (প্রভুভক্ত বলিয়া আমাদের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে অবস্থিত, অতএব উপদেশদানের ইহাই সুবর্ণ সুযোগ) হনুমানকে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বলিলেন,—দেবি! তুমি হনুমানকে রামতত্ত্ব উপদেশ কর; কারণ, এই হনুমান্ নিষ্পাপ বলিয়া জ্ঞানোপদেশের পাত্র এবং আমাদের উভয়ের প্রতি অকপট ভক্তিমান্। ৮৮-৮৯

তখন লোকবিমোহিনী মায়ারূপা জনকনন্দিনী সীতা 'যাহা হউক' বলিয়া শরণাগত হনুমানকে রামৈকনিষ্ঠতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৯০

শ্রীশ্রীসীতাদেবী বলিলেন,—বৎস হনূমন্! তুমি রামকে পরব্রহ্ম * বলিয়া জানিবে, কারণ, তিনি সচ্চিদানন্দ (সৎ, চিৎ ও আনন্দময় অর্থাৎ সৎ—বাধহীন [সত্ত্বাত্বং বাধ-রাহিত্যং জগদ্বাধৈকসাক্ষিণঃ। বাধঃ কিং সাক্ষিকো ব্রূহি ন ত্বসাক্ষিক ইষ্যতে'॥ ইতি বচনাৎ], চিৎ—জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দরূপ), অদ্বয় (অদ্বিতীয়-ব্রহ্ম—'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মে'তি শ্রুতেঃ), সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত (স্থূল, সূক্ষ্ম সর্ব্বোপাধিরহিত অর্থাৎ নির্গুণ, 'বিরাড় হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ। ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ পদং বিদুঃ॥' ইতি বার্ত্তিকোক্তেঃ।) সত্তামাত্র (বস্তুমাত্রেই 'সৎ' এই ব্যবহারনিয়ামক অর্থাৎ ইহার সম্বন্ধ হইতেই সর্ব্বত্র 'সৎ' এই ব্যবহার হয়), অগোচর (মন ও বাক্যের অবিষয় 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইতি শ্রুতেঃ), আনন্দ (বিপুল সুখজনক আনন্দ 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি' ইতি শ্রুতেঃ), নির্ম্মল (রজোহীন) শান্ত (প্রপঞ্চোপশমের হেতু—'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমিতি শ্রুতেঃ), নির্ব্বিকার (ষড়্ভাববিকারহীন—জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতীতি ষড়্ভাববিকারাঃ), নিরঞ্জন (অবিদ্যা ও তৎ-কার্য্যরূপ তমোহীন 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' ইতি শ্রুতেঃ।) সর্ব্বব্যাপী অতএব আত্মা ('সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' ইতি শ্রুতেঃ), স্বপ্রকাশ ('অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ,' 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' ইতি চ শ্রুতেঃ।) এবং অকল্মষ (নিষ্পাপ—'আত্মাঽপহতপাপ্মা' ইতি শ্রুতেঃ।) ৯১-৯২

* রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥
ইতি তাপনীয়ে পাদ্মে চ।

শ্রীসীতোবাচ।

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্ ॥ ৯১

আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্ ॥ ৯২

মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্।
তস্য সন্নিধিমাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা ॥ ৯৩

তৎ সান্নিধ্যান্ময়া সৃষ্টং তস্মিন্নারোপ্যতেঽবুধৈঃ ॥ ৯৪

রামতত্ত্ব বলিবার পর সীতাদেবী স্বতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতেছেন,—আর আমাকে তুমি সৃষ্টি, পালন ও নাশকারিণী মূল প্রকৃতি—সর্ব্বজগতের উপাদান কারণ বলিয়া জানিবে। আমি তাঁহার সান্নিধ্যবশতঃ এই জগৎ ক্লান্তিরহিত (বা অনলসা) হইয়া সৃজন করি অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র আমাতে চিদাভাস আরোপিত করিয়া বিরাজমান থাকেন, তিনি কিছুই করেন না। প্রকৃতপক্ষে যাহারা রামের স্বরূপ তত্ত্ব জানে না, সেই মূর্খগণ ইহা মনে করে যে, রামই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে। ৯৩-৯৪

অযোধ্যানগরে জন্ম রঘুবংশেঽতিনির্মলে।
বিশ্বামিত্রসহায়ত্বং মখস্য রক্ষণং ততঃ ॥ ১৫
অহল্যাশাপশমনং চাপভঙ্গো মহেশিতুঃ।
মৎপাণিগ্রহণং পশ্চাদ্ ভার্গবস্য মদক্ষয়ঃ ॥ ১৬

জগন্মাতা সীতাদেবী অতঃপর সংক্ষেপে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা ক্রমানুসারে বলিতেছেন,—অযোধ্যানগরে অতিশয় নির্মল রঘুবংশে শ্রীরামের জন্ম, মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সাহায্য দান, তারপর যজ্ঞসংরক্ষণ। ১৫

অহল্যার শাপমোচন (অহল্যা এই নামের নির্বচন বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গে দেখা যায়,—"ততো ময়া রূপগুণৈরহল্যা স্ত্রী বিনির্মিতা। হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভবং ভবেৎ। ২২

যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা। অহল্যেত্যেব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্তিতম্। ২৩)

অর্থাৎ গৌতমপ্রদত্ত শাপ হইতে অহল্যাকে মুক্তি দান, (আদিকাণ্ডের ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) মহেশ্বরের ধনু ভঙ্গ অর্থাৎ যজ্ঞরত জনকের নিকট ভগবান্ শঙ্কর ন্যাসরূপে এক ধনু প্রদান করেন, সেই মহেশপ্রদত্ত ধনুই কন্যার শুল্করূপে জনক কর্তৃক স্থাপিত হয়, সেই ধনু শ্রীরামচন্দ্র ভঙ্গ করেন। আমার (সীতাদেবীর) পাণিগ্রহণ অর্থাৎ ধনুর্ভঙ্গ পণ রাম কর্তৃক পালিত হওয়ায় রামের সহিত আমার বিবাহ (আদিকাণ্ডের ষষ্ঠাধ্যায় দ্রষ্টব্য), ভৃগুবংশজাত পরশুরামের দর্প খণ্ডন (আদিকাণ্ডের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ১৬

অযোধ্যানগরে (স্বামী ও পরিজনবর্গের সহিত) দ্বাদশ বৎসর আমার বাস (অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ দ্রষ্টব্য) দণ্ডকারণ্যে গমন (অযোধ্যাকাণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এবং তথায় বিরাধ রাক্ষস বধ (অরণ্যকাণ্ডের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ১৭

মায়ামারীচমরণ অর্থাৎ মায়ার দ্বারা মৃগরূপধারী মারীচকে রাম কর্তৃক বিনাশ (অরণ্যকাণ্ডের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) এবং ছায়া (মায়া) সীতার অপহরণ (এই ছায়াসীতা বা মায়া সীতার অবতারকল্প নূতন কল্প ভগবান্ বেদব্যাস কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে; ইহা বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায় না। এই বৃত্তান্ত অরণ্যকাণ্ডের সপ্তমাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। কূর্মপুরাণে এই প্রসঙ্গ এই

অযোধ্যানগরে বাসো ময়া দ্বাদশবার্ষিকঃ।
দণ্ডকারণ্যগমনং বিরাধবধ এব চ ॥ ১৭
মায়ামারীচমরণং ছায়াসীতাহৃতিস্তথা।
জটায়ুষো মোক্ষলাভঃ কবন্ধস্য তথৈব চ ॥ ১৮

ভাবে দেখা যায় যথা—কূর্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে

রামস্য সুভগাং ভার্য্যাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
সীতাং বিশালনয়নাং চকমে কালনোদিতঃ ॥ ১১৬
গৃহীত্বা মায়য়া বেশং চরন্তী বিজনে বনে।
সমাহর্ত্তুং মতিং চক্রে তাপসঃ কিল ভাবিনীম্ ॥
বিজ্ঞায় সা চ তদ্ভাবং স্মৃত্বা দাশরথিং পতিম্।
জগাম শরণং বহ্নিমাবসথ্যং শুচিস্মিতা ॥ ১১৭
উপতস্থে পাবকং দেবং সাক্ষাৎ বিশ্বতোমুখম্।
আত্মানং দীপ্তবপুষং সর্বভূতহৃদি স্থিতম্ ॥ ১১৮
• • •
অথাবসথ্যাদ্ ভগবান্ হব্যবাহো মহেশ্বরঃ।
আবিরাসীৎ সুদীপ্তাত্মা তেজসা নির্দহন্নিব ॥ ১২৮
সৃষ্ট্বা মায়াময়ীং সীতাং স রাবণবধেচ্ছয়া।
সীতামাদায় রামেষ্টাং পাবকোঽন্তরধীয়ত ॥ ১২৯
• • •
কৃত্বাথ রাবণবধং রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ।
সমাদায়াভবৎ সীতাং শঙ্কাকুলিতমানসঃ ॥ ১৩১
সা প্রত্যয়ায় ভূতানাং সীতা মায়াময়ী পুনঃ।
বিবেশ পাবকং দীপ্তং দদাহ জ্বলনোঽপি তাম্ ॥১৩২
দগ্ধ্বা মায়াময়ীং সীতাং ভগবানুগ্রদীধিতিঃ।
রামায়াদর্শয়ৎ সীতাং পাবকোঽভূৎ সুরপ্রিয়ঃ ॥ ১৩৩ ইতি

কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে ছায়াময়ী সীতার হরণ কিংবা মায়াময়ী সীতার অগ্নিপ্রবেশ এরূপ সংবাদ দেখা যায় না। মহর্ষি বাল্মীকি যেরূপ বলিয়াছেন তাহা এই—

বৈদেহীং রাবণঃ ক্রুদ্ধো নির্দহন্নিব রাক্ষসঃ।
সব্যেন সীতাং পদ্মাক্ষীং মূর্ধজেষু করেণ সঃ ॥
ঊর্বোস্তু দক্ষিণেন-নাসগ্রহীৎ পাণিনা তদা ॥ ৩।৪৯।১৬-১৭

এ বিষয়ে মহামতি টীকাকার এরূপ বলিয়াছেন,—মনে হয়, সকল ভক্তজনশিরোমণি কবি বেদব্যাস সীতার প্রতি সন্তানের ন্যায় স্নেহসৌহার্দবান্ হইয়া তাঁহার রাক্ষসপীড়া সহ্য করিতে না পারিয়া এই নবীন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। অলমতি প্রপঞ্চেনেতি। (জটায়ুর মোক্ষ লাভ (অরণ্যকাণ্ডের অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) এবং কবন্ধেরও মোক্ষ লাভ। (অরণ্যকাণ্ডের নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) ১৮

শবর্য্যাঃ পূজনং পশ্চাৎ সুগ্রীবেণ সমাগমঃ।
বালিনশ্চ বধঃ পশ্চাৎ সীতান্বেষণমেব চ ॥ ৯৯
সেতুবন্ধশ্চ জলধৌ লঙ্কায়াশ্চ নিরোধনম্।
রাবণস্য বধো যুদ্ধে সপুত্রস্য দুরাত্মনঃ ॥ ১০০
বিভীষণে রাজ্যদানং পুষ্পকেণ ময়া সহ।
অযোধ্যাগমনং পশ্চাদ্ রাজ্যে রামাভিষেচনম্ ॥ ১০১
এবমাদীনি কর্মাণি ময়ৈবাচরিতান্যপি।
আরোপয়ন্তি রামেঽস্মিন্ নির্বিকারেঽখিলাত্মনি ॥১০২
রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচ-
ত্যাকাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ।
আনন্দমূর্তিরচলঃ পরিণামহীনো
মায়াগুণাননুগতো হি তথা বিভাতি ॥ ১০৩
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ততো রামঃ স্বয়ং প্রাহ হনূমন্তমুপস্থিতম্।
শৃণু তত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি হ্যাত্মানাত্মপরাত্মনঃ ॥১০৪
আকাশস্য যথা ভেদস্ত্রিবিধো দৃশ্যতে মহান্।
জলাশয়ে মহাকাশস্তদবচ্ছিন্ন এব হি ॥
প্রতিবিম্বাখ্যমপরং দৃশ্যতে ত্রিবিধং নভঃ ॥ ১০৫
বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যমেকং পূর্ণং তথাঽপরম্।
আভাসস্ত্বপরং বিম্বভূতমেবং ত্রিধা চিতিঃ ॥ ১০৬

শবরী* কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণের পূজা (অরণ্য কাণ্ডের দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) তারপর (বানররাজ বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) সুগ্রীবের সহিত শ্রীরামের মিলন। তদনন্তর বালীকে বিনাশ (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ও তারপরই সীতার অন্বেষণ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় হইতে সপ্তম দ্রষ্টব্য।)। ৯৯

সমুদ্রে সেতুবন্ধন (যুদ্ধকাণ্ডের তৃতীয়াধ্যায় দ্রষ্টব্য)। লঙ্কা অবরোধ (যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্থাধ্যায়) এবং যুদ্ধে পুত্রগণের সহিত দুরাত্মা রাবণের বধ (যুদ্ধকাণ্ড দ্রষ্টব্য)। ১০০

বিভীষণকে রাজ্য (লঙ্কারাজ্য) দান পুষ্পকবিমানে করিয়া আমার সহিত অযোধ্যায় গমন এবং তারপর শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক। ১০১

এইরূপ সমস্ত কর্ম আমারই দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও অতাত্ত্বিক-গণ জন্ম-মরণাদিবিকাররহিত (বা শরীরেন্দ্রিয়াদিরহিত) সর্বাত্মা এই রামে আরোপিত করে অর্থাৎ এই সব কার্য্য রামই করিয়াছেন বলিয়া মনে করে। ১০২

রাম গমন করেন না (ইহার দ্বারা কর-চরণাদ্যবয়বশূন্য বলা হইল), অবস্থান করেন না (ইহার দ্বারা আধারশূন্যতা প্রদর্শিত হইল), অনুশোচনা করেন না (ইহার দ্বারা দুঃখরাহিত্য সূচিত হইল) আকাঙ্ক্ষা করেন না (ইহার দ্বারা ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানশূন্যত্ব প্রদর্শিত হইল।), ত্যাগ করেন না (ইহার দ্বারা নিষ্ক্রিয়তা সূচিত হইল 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্' ইতি শ্রুতেঃ, অথবা ইষ্টসাধনতাজ্ঞানশূন্যত্ব সূচিত হইল), কিছুই করেন না (ইহার দ্বারা কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানশূন্যতা বলা হইল), অতএব শ্রীরাম অচল—অক্ষর অর্থাৎ কূটস্থ, সেইহেতু ইনি পরিণামহীন (অর্থাৎ মায়াই জগদাকারে পরিণত হয় বলিয়া পরিণামহীন বলা হইল) তাহা হইলে তিনি কি? এই জন্য বলিতেছেন—আনন্দ-মূর্তি অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ, পরন্তু তিনি মায়াগুণান্বিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন (সেইজন্য সহজ বোধ্য নন)।

'অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্'। ইতি

জগন্মাতা সীতাদেবী রামের 'ব্রহ্মত্ব' প্রদর্শনের জন্য এই কথা হনূমানকে বলিলেন। ১০৩

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—তারপর স্বয়ং রাম সম্মুখে স্থিত হনূমানকে বলিলেন,—বৎস! আমি তোমাকে আত্মা (ঈশ্বর), অনাত্মা (চিদাভাস জীব) ও পরাত্মা—পরমাত্মা শুদ্ধচৈতন্য—এই তিন তত্ত্ব বলিব, শ্রবণ কর। ১০৪

দৃষ্টান্তের দ্বারা আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতেছেন—যেরূপ এক আকাশের তিন প্রকার ভেদ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়,—১। মহাকাশ, ২। জলাশয়াবচ্ছিন্ন আকাশ ও ৩। প্রতিবিম্বাকাশ—এইরূপে আকাশ ত্রিবিধ দেখা যায়। ১০৫

সেইরূপ এক চৈতন্যও তিনপ্রকার—১। পরিপূর্ণ শুদ্ধচৈতন্য ২। বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য (বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সকল বুদ্ধির সমষ্টি মায়া, তদবচ্ছিন্ন চৈতন্য ঈশ্বর), ৩। আভাস চৈতন্য—আভাস অর্থাৎ বুদ্ধি প্রতিবিম্বযুক্ত জীব—এইরূপে চৈতন্য ত্রিবিধ। পরিপূর্ণ অখণ্ড চৈতন্য এক। আভাস দ্বিবিধ—আভাসীভূতাবিদ্যাতাদাত্ম্যাপন্ন চৈতন্য ও আভাসীভূতান্তঃকরণতাদাত্ম্যাপন্ন চৈতন্য অর্থাৎ প্রতিবিম্বযুক্ত চৈতন্য উপাধি ভেদে দুই প্রকার—অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য ঈশ্বর এবং অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব

* শবরী প্রতিলোম স্ত্রী অর্থাৎ বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়কন্যাগর্ভে জাতা। তথা চোক্তং নারদীয়ে—
'নৃপায়াং বৈশ্যতো জাতঃ শবরঃ পরিকীর্তিতঃ।
মধূনি বৃক্ষাদানীয় বিক্রীণাতে স্ববৃত্তয়ে॥'

অভা বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বমবিচ্ছিন্নবিকারিণি।
সাক্ষিণ্যারোপ্যতে ভ্রান্ত্যা জীবত্বঞ্চ তথাহবুধৈঃ ॥১০৭
আভাসস্তু মৃষা বুদ্ধিরবিদ্যাকার্য্যমুচ্যতে ॥ ১০৮
অবিচ্ছিন্নন্তু তদ্ ব্রহ্ম বিচ্ছেদস্তু বিকল্পিতঃ।
অবিচ্ছিন্নস্য পূর্ণেন একত্বং প্রতিপাদ্যতে ॥১০৯
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈশ্চ সাভাসস্যাহমস্তথা।
ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনোঃ ॥ ১১০
তদাহবিদ্যা-স্বকার্য্যৈশ্চ নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ।
এবং বিজ্ঞায় মদ্ভক্তো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥১১
মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি ॥১১২

'কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ।' ইতি স্মৃতেঃ। এইভাবে চিতি অর্থাৎ চৈতন্য তিন প্রকার। ১০৬

যদি প্রশ্ন হয়—শুদ্ধচৈতন্যে 'সাক্ষী' এইরূপ ব্যবহার হইতে পারে না; কারণ, সাক্ষাৎ দ্রষ্টাই সাক্ষী হইতে পারে, আর শুদ্ধচৈতন্যে ত' দ্রষ্টৃত্ব নাই। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আভাস অর্থাৎ চৈতন্য প্রতিবিম্ব সহ বুদ্ধির অর্থাৎ অন্তঃকরণের যে কর্ত্তৃত্বাদি, তাহার দ্বারাই অবিচ্ছিন্নে বিচ্ছেদরহিত অখণ্ডৈক-রূপে, অবিকারে—জন্ম মরণাদি সাক্ষিভূতে চৈতন্যে 'সাক্ষী' ইত্যাদি ব্যবহার এবং জীবত্ব ভ্রমবশতঃ আরোপিত হইয়া থাকে। প্রকৃত বোধশক্তিহীন ব্যক্তিগণ নিজেরই ভ্রান্তিবশতঃ আত্মাভাস অবলম্বনে অখণ্ড চৈতন্যে কর্ত্তৃত্বাদি ও জীবত্ব আরোপিত করে। ১০৭

যে আত্মাভাস অবলম্বন করিয়া এরূপ ব্যবহার আরোপিত হয়, সেই আভাসই হইল—মিথ্যা বুদ্ধি, ইহাকেই অবিদ্যার কার্য্য বলে। ১০৮

এই যে চৈতন্যকে তিন প্রকারে ভেদ করা হইল; ইহা কি যথার্থ? না, কেবল অখণ্ড স্বরূপকে বুঝাইবার জন্য এই ভেদ প্রদর্শিত হইল। যেহেতু সেই ব্রহ্ম অবিচ্ছিন্ন (বিচ্ছেদরহিত—অবিদ্যাযুক্ত অতএব অখণ্ড), যাহা বিচ্ছেদরূপে কল্পিত, তাহা অবিদ্যা—তদ্‌গ্যাত তৎকার্য্যাত্মক এই প্রপঞ্চ. কেবল অধ্যাসবশতঃ এই ভেদ কল্পনা করা হয়। সুতরাং পরিপূর্ণ চৈতন্যের দ্বারা সেই অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের একত্বই প্রতিপাদিত হয়। ১০৯

'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যের দ্বারা ও পরস্পর সাপেক্ষ বাক্যসমূহাত্মক মহাবাক্যের দ্বারা ক্রমান্বয়ে যখন উক্ত আধ্যাসিক ভেদ বিদূরিত হইবে এবং জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, তখন এই অবিদ্যা স্বীয় কার্য্য জগৎপ্রপঞ্চের সহিত নিঃসংশয়ে অদৃশ্য হইয়া যায় অর্থাৎ তখন জগদ্ দর্শন থাকে না, কেবল ব্রহ্মই থাকেন। আমার ভজনপরায়ণ ব্যক্তি এইরূপ প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া আমার সাযুজ্যলাভে (ব্রহ্মত্ব লাভে) সমর্থ হয়। ১১০-১১১

যাহারা আমার প্রতি ভক্তিমান্ নয়, তাহারা শাস্ত্র প্রতি-বোধিত নানা ক্রিয়াকলাপে মুগ্ধ হয়। তাহাদের শত জন্মেও তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয় না এবং তাহারা মুক্তিলাভও করিতে পারে না। ১১২

ইদং রহস্যং হৃদয়ং মমাত্মনো
মরৈব সাক্ষাৎ কথিতং তবানঘে।
মদ্ভক্তিহীনায় শঠায় ন ত্বয়া
দাতব্যমৈন্দ্রাদপি রাজ্যতোহধিকম্ ॥১১৩

শ্রীমহাদেব উবাচ

এতত্তেহভিহিতং দেবি শ্রীরামহৃদয়ং ময়া।
অতিগুহ্যতমং হৃদ্যং পবিত্রং পাপশোধনম্ ॥ ১১৪
সাক্ষাদ্রামেণ কথিতং সর্ববেদান্তসংগ্রহম্।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৫
ব্রহ্মহত্যাদি পাপানি বহুজন্মার্জিতান্যপি।
নশ্যন্ত্যেব ন সন্দেহো রামস্য বচনং যথা ॥ ১১৬

নিষ্পাপে সীতে! পরমাত্মা আমার এই হৃদয়—চেতঃস্বরূপ অতিশয় গোপনীয়; কারণ, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর আমি তোমার (পাপরহিতা তোমার) নিকট বলিলাম। (ইহার তাৎপর্য্য হইল—পরমাত্মা আমার হৃদ্‌গত শুদ্ধ জ্ঞান যাহাদের মধ্যে পাপ নাই, তাহাদেরই নিকট কীর্ত্তনীয়।) ইন্দ্রপালিত রাজ্য হইতেও অধিক কাম্য বস্তু এই জ্ঞান মদ্ভক্তিহীন ব্যক্তিকে ও শঠকে তুমি কখনও প্রদান করিবে না। ১১৩

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! আমি তোমার নিকট অতিশয় গুহ্যতম, রমণীয়, পবিত্র ও পাপক্ষয়কারী এই শ্রীরাম-হৃদয় বর্ণনা করিলাম। ১১৪

সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীরাম সমস্ত বেদান্তের (ব্রহ্মপ্রতিপাদনকারী দর্শনশাস্ত্রের) সার বর্ণনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে সতত ইহা পাঠ করিবে, সে মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১১৫

বহু জন্ম ধরিয়া অর্জিত ব্রহ্মহত্যাদি পাপসকলও রামের বাক্যানুসারে অবশ্যই নষ্ট হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। ১১৬

জাতিভ্রষ্টোঽতিপাপী পরধনপরদারেষু নিত্যোদ্যতো বা
স্তেয়ী ব্রহ্মঘ্নমাতাপিতৃবধনিরতো যো গিবৃন্দাপকারী।
যঃ সংপূজ্যাভিরামং পঠতি চ হৃদয়ং রামচন্দ্রস্য ভক্ত্যা
যোগীন্দ্রৈরপ্যলভ্যং পদমিহ লভতে সর্বদেবৈঃ
স পূজ্যঃ ॥ ১১৭

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
আদিকাণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

যে ব্যক্তি জাতিভ্রষ্ট, অতিপাপী, পরধনাপহারী, পরস্ত্রী-হরণকারী, চৌর্য্যকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী, পিতৃঘাতক, মাতৃঘাতক এবং যোগিগণের অপকারী, সেই ব্যক্তিও যদি অভিরাম শ্রীরাম-হৃদয় ভক্তিসহকারে অর্চনা করিয়া পাঠ করে, তাহা হইলে যোগশ্রেষ্ঠগণেরও দুর্লভ পরমপদ তাহার লাভ হইবে এবং সমস্ত দেবগণের সে পূজনীয় হইবে। ১১৭

শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে আদিকাণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

[রাবণপীড়িতানাং দেবানাং মন্ত্রণম্, ব্রহ্মাদিভিঃ শ্রীহরেঃ স্তুতিঃ, রাবণবধায় মানবকুলে জন্ম গ্রহীতুং বিষ্ণোঃ প্রতিজ্ঞা চ ।]

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

ধন্যাঽস্ম্যনুগৃহীতাঽস্মি কৃতার্থাঽস্মি জগৎপ্রভো ।
বিচ্ছিন্নো মেঽতিসন্দেহগ্রন্থির্ভবদনুগ্রহাৎ ॥ ১

ত্বন্মুখাদ্ গলিতং রামতত্ত্বামৃতরসায়নম্ ।
পিবন্ত্যা মে মনো দেব ন তৃপ্যতি ভবাপহম্ ॥ ২

শ্রীরামস্য কথাতত্ত্বং শ্রুতং সংক্ষেপতো ময়া ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ স্ফুটাক্ষরম্ ॥ ৩

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং মহৎ ।
অধ্যাত্মরামচরিতং রামেণোক্তং পুরা মম ॥ ৪

তদদ্য কথয়িষ্যামি শৃণু তাপত্রয়াপহম্ ।
যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে জন্তুরজ্ঞানোত্থমহাভয়াৎ ।
প্রাপ্নোতি পরমামৃদ্ধিং দীর্ঘায়ুঃ পুত্রসন্ততিম্ ॥ ৫

ভূমির্ভারেণ মগ্না দশবদনমুখাশেষরক্ষোগণানাং
ধৃত্বা গোরূপমাদৌ দিবিজমুনিজনৈঃ সাকমব্জাসনস্য ।
গত্বা লোকং রুদন্তী ব্যসনমুপগতং ব্রহ্মণে প্রাহ সর্বং
ব্রহ্মা ধ্যাত্বা মুহূর্তং সকলমপি হৃদাবেদশেষাত্মতত্ত্বম্ ॥ ৬

তস্মাৎ ক্ষীরসমুদ্রতীরমগমদ্ ব্রহ্মাথ দেবৈর্বৃতো
দেব্যা চাখিললোকহৃৎস্থমজরং সর্বজ্ঞমীশং হরিম্ ।
অস্তৌষীচ্ছ্রুতিসিদ্ধনির্মলপদৈঃ স্তোত্রৈঃ পুরাণোদ্ভবৈ-
র্ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরাঽতিবিমলৈরানন্দবাষ্পৈর্বৃতঃ ॥ ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[রাবণপীড়িত দেবগণের মন্ত্রণা, ব্রহ্মাদির শ্রীহরির স্তুতি এবং রাবণবধের জন্য মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিতে বিষ্ণুর প্রতিজ্ঞা।]

শ্রীপার্বতী কহিলেন,—জগতের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ সমর্থ পরমেশ্বর! আপনি আমার যে এই অতি সংশয়গ্রন্থি (রাম যদি পরম ব্রহ্ম হন, তাহা হইলে কিভাবে তাঁহাতে মানবোচিত শোক-মোহাদি রহিল? সীতার ক্ষণিক বিচ্ছেদে তিনি বিরহ কাতরের ন্যায় কিভাবে সন্তাপ ও প্রলাপাদি করিয়াছিলেন? যদি শোকসন্তাপময় জীব বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে তাঁহার উপাস্যত্ব কি ভাবে থাকে? এই সব সন্দেহপরম্পরা) ছিল, তাহা কৃপা করিয়া অপসারিত করিলেন, সেইজন্য আমি ধন্যা, কৃতার্থা ও অনুগৃহীতা হইয়াছি। ১

দেব! আপনার শ্রীমুখনির্গত সংসারনাশন রামতত্ত্বরূপ অমৃতরসায়নপানকারিণী আমার মন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না (বরং পানস্পৃহা আরও বর্দ্ধিত হইতেছে।)। ২

আপনার নিকট আমি সংক্ষেপে শ্রীরামের 'কথাতত্ত্ব' শ্রীরামের বাণীর প্রকৃত তথ্য শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু এখন আমি সবিস্তরে স্পষ্ট ভাষায় শ্রীরামতত্ত্ব শুনিতে বাসনা করিতেছি। ৩

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! গুহ্য হইতেও অতি গুহ্য পরম পবিত্র অধ্যাত্ম-রামচরিত আমি তোমাকে বলিব, তুমি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে রাম আমার নিকট এই চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ৪

সেইহেতু আধ্যাত্মিক (রোগাদিজ ও কাম-ক্রোধাদিজাত), আধিভৌতিক (চৌরাদিজনিত) এবং আধিদৈবিক (গ্রহাদির আবেশ নিমিত্ত)—এই ত্রিবিধ তাপহারী অধ্যাত্ম-রামায়ণ আজ আমি তোমাকে বলিব, শ্রবণ কর। যাহা শ্রবণ করিয়া জীব অজ্ঞান হইতে উত্থিত মহাসংসার হইতে মুক্তি লাভ করে, অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, দীর্ঘ আয়ু এবং পুত্র কন্যা লাভ করে। ৫

পূর্ব্বে পৃথিবী রাবণাদি অসংখ্য রাক্ষসগণের ভারে প্রপীড়িতা হইয়া নিজের আধারভূত জলে নিজেকে মগ্না হইতে দেখিয়া গোরূপ ধারণ করত দেবতা ও মুনিজনগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করত ক্রন্দন করিতে করিতে যতই উপস্থিত নিজের বিপদের সব কথা ব্রহ্মাকে বলিলেন। তখন ব্রহ্মা মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করিয়া হৃদয়মধ্যে পৃথিবীর দুঃখের কারণ ও সেই দুঃখ হইতে নিবৃত্তির কারণ জানিতে পারিলেন; কারণ, তিনি সকল পরমাত্মতত্ত্ব ও সকল জীবতত্ত্ব জানিতেন। ৬

প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিলেন বলিয়া ব্রহ্মা ভূদেবী ও দেবগণে পরিবৃত হইয়া ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন করিলেন। তথায় তিনি সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত সর্ব্বান্তর্যামী ('স বা এষ আত্মা হৃদি'—ছান্দো০ ৮।৩।৩ ইতি শ্রুতেঃ) অজর ('এষ মহানাত্মা অজরঃ—বৃ০ ৪।৪।২৫. ইতি শ্রুতেঃ) জরারহিত অর্থাৎ সদা একরূপধারী, সর্ব্বজ্ঞ ('যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ'—মাণ্ডু০ ১।১।৯, ইতি শ্রুতেঃ) ঈশ অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা ('এষ সর্ব্বেশ্বরঃ'—বৃহ ৪।৪।২২, ইতি শ্রুতেঃ) হরিকে * বেদসিদ্ধ নির্ম্মল পদযুক্ত পুরাণোদ্ভব স্তোত্র দ্বারা ভক্তি সহকারে গদগদ বাক্যে পরম পবিত্র আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুত হইয়া স্তব করিলেন। ৭

* হরামঘং হি স্মর্তৄণাং হবির্ভাগং ক্রতৌ তথা ।
বর্ণশ্চ মে হরির্যস্মাৎ তস্মাদ্ধরিরহং স্মৃতঃ ॥ —ইতি স্মৃতেঃ ।

ততঃ স্ফুরৎসহস্রাংশুসহস্রসদৃশপ্রভঃ ।
আবিরাসীদ্ধরিঃ প্রাচ্যাং দিশাং ব্যপনয়ংস্তমঃ ॥৮
কথঞ্চিদ্ দৃষ্টবান্ ব্রহ্মা দুর্দর্শমকৃতাত্মনাম্ ।
ইন্দ্রনীলপ্রতীকাশং স্মিতাস্যং পদ্মলোচনম্ ॥ ৯
কিরীট-হার-কেয়ূর-কুণ্ডলৈঃ কটকাদিভিঃ ।
বিভ্রাজমানং শ্রীবৎসকৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্ ॥ ১০
স্তুবদ্ভিঃ সনকাদ্যৈশ্চ পার্ষদৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালাবিরাজিতম্ ॥ ১১
স্বর্ণযজ্ঞোপবীতেন স্বর্ণবর্ণাম্বরেণ চ ।
শ্রিয়া ভূম্যা চ সহিতং গরুড়োপরিসংস্থিতম্ ।
হর্ষগদ্গদয়া বাচা স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ

নতোঽস্মি তে পদং দেব প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভিঃ ।

তারপর সহস্র সূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী শ্রীহরি পূর্ব্ব দিকের অন্ধকার নিরাকরণ করিয়া ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন । ৮

অকৃতাত্মা অর্থাৎ পুণ্যহীন অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাঁহাকে দর্শন করিতেই পারে না, সেই ইন্দ্রনীলমণিতুল্য প্রভাশালী ঈষৎহাস্য-সুশোভিত বদন পদ্মলোচন শ্রীহরিকে (কৃতাত্মা) ব্রহ্মাও কোনরূপে দর্শন করিলেন—সম্যগ্‌রূপে নহে । ৯

শ্রীহরি তখন মুকুট, হার, কেয়ূর, কুণ্ডল ও বলয়াদি অলঙ্কার-সমূহে সুশোভিত এবং শ্রীবৎস (চিহ্নবিশেষ) ও কৌস্তুভমণির প্রভায় বিভূষিত ছিলেন । ১০

স্তুতিকারী সনকাদি পার্ষদগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন এবং শ্রীহরি স্বয়ং শঙ্খ (পাঞ্চজন্য) চক্র (সুদর্শন), গদা (কৌমুদকী), পদ্ম ও বনমালায় পরিশোভিত ছিলেন । ১১

স্বর্ণময় যজ্ঞোপবীত ও স্বর্ণবর্ণ বস্ত্রে বিভূষিত শ্রীহরি লক্ষ্মীদেবী ও ভূদেবীর সহিত গরুড়ের উপর অবস্থান করিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা হর্ষগদ্গদ বাক্যে তাঁহার স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন । ১২

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেব (জ্যোতির্ময় প্রভো !)। আমি প্রাণ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আপনার সেই পাদপদ্ম প্রণাম করিতেছি, যে পাদপদ্ম মুক্তিকামী মুনিগণ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য সর্ব্বদা ধ্যান করেন । ১৩

আপনি নিজের গুণময়ী মায়ার দ্বারা এই জগৎ সৃজন, পালন ও বিলোপসাধন অর্থাৎ সংহার করিতেছেন ; কিন্তু এইজন্য আপনার কোনরূপ অভিমান নাই, যেহেতু আপনি আত্মানন্দের অনুভব করিতে করিতে তাহাতেই নিমগ্ন রহিয়াছেন । ১৪

ভক্তিমান্ ব্যক্তিগণ সদা স্বতঃ পবিত্রহৃদয় আপনার যশোগানে যেরূপ শুদ্ধাত্মা হন, মলিনচিত্ত ব্যক্তিগণ দান ও অধ্যয়নাদি কর্ম্মসমূহের দ্বারা সেরূপ আত্মশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না । ১৫

যচ্চিন্ত্যতে কর্ম্মপাশাদ্ধৃদি নিত্যং মুমুক্ষুভিঃ ॥ ১৩
মায়য়া গুণময্যা ত্বং সৃজস্যবসি লুম্পসি ।
জগত্তেন ন তে লেপঃ স্বানন্দানুভবাত্মনঃ ॥ ১৪
তথা শুদ্ধির্ন দুষ্টানাং দানাধ্যয়নকর্মভিঃ ।
শুদ্ধাত্মনস্তে যশসি সদা ভক্তিমতাং যথা ॥ ১৫
অতস্তবাঙ্ঘ্রির্মে দৃষ্টশ্চিত্তদোষাপনুত্তয়ে ।
সদ্যোঽন্তর্হৃদয়ে নিত্যং মুনিভিঃ সাত্ত্বতৈর্বৃতঃ ॥ ১৬
ব্রহ্মাদ্যৈঃ স্বার্থসিদ্ধ্যর্থমস্মাভিঃ পূর্ব্বসেবিতঃ ।
অপরোক্ষানুভূত্যর্থং জ্ঞানিভির্হৃদি ভাবিতঃ ॥ ১৭
তবাঙ্ঘ্রিপূজানির্মাল্যতুলসীমালয়া বিভো ।
স্পর্দ্ধতে বক্ষসি পদং লব্ধ্বাপি শ্রীঃ সপত্নীবৎ ॥১৮
অতস্ত্বৎপাদভক্তেষু তব ভক্তিঃ শ্রিয়োঽধিকা ।
ভক্তিমেবাভিবাঞ্ছন্তি ত্বদ্‌ভক্তাঃ সারবেদিনঃ ॥ ১৯

যাঁহারা কাম্যকর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া একান্ত মনে একমাত্র শ্রীহরিকেই ভজনা করেন,* সেই সাত্ত্বত অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত মুনিগণ নিত্য ধ্যানযোগে হৃদয়ে বরণ করিয়া যে শ্রীচরণ দর্শন করেন, সেই শ্রীচরণ আমার এখন চিত্তের সমস্ত দোষ দূর করুন ।১৬

পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি আমরা সকলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনার শ্রীচরণ সেবা করিয়াছিলাম কিন্তু জ্ঞানিগণ নিজেদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য উহা নিজ নিজ হৃদয়ে ভাবনা করেন । ১৭

প্রভো ! তুলসীমালা আপনার শ্রীচরণপূজায় প্রযুক্ত হইয়া তথায় নির্মাল্যরূপে অবস্থান করে ; কিন্তু লক্ষ্মীদেবী আপনার হৃদয়ে অবস্থান করিয়াও সেই শ্রীচরণাশ্রিত তুলসীর সহিত সপত্নীর ন্যায় বিবাদ করে। অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী তুলসীদেবীকে নিজ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া তাঁহাকে ঈর্ষ্যা করেন । ১৮

সেইহেতু আপনার শ্রীচরণসেবকগণে লক্ষ্মী অপেক্ষা আপনার অধিক প্রীতি আছে ; ইহা দেখিয়া সারগ্রাহী আপনার ভক্তগণ কেবল ভক্তিই কামনা করেন (মুক্তি নহে) । ১৯

---

* সাত্ত্বত ভক্তের লক্ষণ পাদ্মে উত্তরখণ্ডে আছে, যথা—
"সত্ত্বং সত্ত্বাশ্রয়ং সত্ত্বগুণং সেবেত কেশবম্ ।
যোঽনন্যত্বেন মনসা সাত্ত্বতঃ সমুদাহৃতঃ ।
বিহায় কাম্যকর্ম্মাদীন্ ভজেদেকাকিনং হরিম্ ।
সত্যং সত্ত্বগুণোপেতো ভক্ত্যা তং সাত্ত্বতং বিদুঃ ।
মুকুন্দপাদসেবায়াং তন্নামশ্রবণেঽপি চ ।
কীর্ত্তনে চ রতো ভক্তো মায়ঃ স্যাৎ স্মরণে হরেঃ ।
বন্দনার্চনয়োর্ভক্তিরনিশং দাস্য সেবয়োঃ ।
রতিরাত্মার্পণে যস্য দৃঢ়ানন্যঃ সাত্ত্বতঃ ।"

অতস্ত্বৎপাদকমলে ভক্তিরেব সদাঽস্তু মে।
সংসারাময়তপ্তানাং ভেষজং ভক্তিরেব তে ॥ ২০

ইতি ব্রুবাণং ব্রহ্মাণং বভাষে ভগবান্ হরিঃ।
কিং করোমীতি তে বেধাঃ প্রত্যুবাচাতিহর্ষিতঃ ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ।

ভগবন্ রাবণো নাম পৌলস্ত্যতনয়ো মহান্।
রাক্ষসানামধিপতির্মদ্দত্তবরদর্পিতঃ ॥ ২২
ত্রিলোকীং লোকপালাংশ্চ বাধতে বিশ্ববাধকঃ।
মানুষেণ মৃতিস্তস্য ময়া কল্যাণ কল্পিতা।
অতস্ত্বং মানুষো ভূত্বা জহি দেবরিপুং বিভো ॥ ২৩

অতএব আপনার শ্রীচরণকমলে সদা আমার ভক্তি হউক; কারণ, এই সংসাররূপ রোগে পীড়িত ব্যক্তিগণের আপনার ভক্তিই একমাত্র ঔষধ। ২০

এরূপ বাক্যভাষী ব্রহ্মাকে ভগবান্ শ্রীহরি বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমাকে কি করিতে হইবে বল? তখন ব্রহ্মা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন। ২১

ব্রহ্মা কহিলেন,—ভগবন্! মহর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবার তনয় বিশালদেহ রাবণ(১) নামে রাক্ষসগণের এক রাজা আছে, যে বর্ত্তমানে আমার প্রদত্ত বরে(২) দর্পিত হইয়া উঠিয়াছে। ২২

এই বিশ্বপীড়ক রাবণ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই ত্রিভুবন এবং ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋর্ত, বরুণ, পবন, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত—এই দশদিক্‌পালগণকে পীড়িত করিতেছে। কল্যাণময় প্রভো! আমি মানুষেরই দ্বারা তাহার মৃত্যুর বিধান করিয়া রাখিয়াছি। অতএব আপনি মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই দেবশত্রু রাবণকে বধ করুন। ২৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! মহর্ষি কশ্যপ পূর্ব্বে কঠোর

(১) মহর্ষিবংশসম্ভূত হইলেও দশাননের রাবণ নামের কারণ—বাল্মীকিরামায়ণে—'যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্রাবিতং ভয়মাগতম্। তস্মাৎ ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন্ ভবিষ্যসি।' ৭।১৬।৩৭। 'মহাভারতে চ—রাবয়ামাস লোকান্ যত্তস্মাদ্ রাবণ উচ্যতে'॥

(২) ব্রহ্মাকর্ত্তৃক রাবণকে প্রদত্ত বর—'সুপর্ণ-নাগ-যক্ষাণাং দৈত্য-দানব-রক্ষসাম্। অবধ্যঃ স্যাং প্রজাধ্যক্ষ দেবতানাঞ্চ সর্ব্বশঃ। নহি চিন্তা মমান্যেষু প্রাণিষু প্রপিতামহ। তৃণভূতা হি তে সর্ব্বে প্রাণিনো মানুষাদয়ঃ। এবমুক্তস্তু ধর্ম্মাত্মা দশগ্রীবেণ রক্ষসা। ভবিষ্যত্যেতদেবং তে তব রাক্ষসপুঙ্গব। বাল্মীকি-রামায়ণ—৭।১০

শ্রীভগবানুবাচ।

কশ্যপস্য বরো দত্তস্তপসা তোষিতেন মে।
যাচিতঃ পুত্রভাবায় তথেত্যঙ্গীকৃতং ময়া ॥ ২৪
স ইদানীং দশরথো ভূত্বা তিষ্ঠতি ভূতলে।
তস্যাহং পুত্রতামেত্য কৌশল্যায়াং শুভোদয়ে।
চতুর্দ্ধাত্মানমেবাহং সৃজামীতরয়োঃ পৃথক্ ॥ ২৫
যোগমায়াঽপি সীতেতি জনকস্য গৃহে তদা।
উৎপৎস্যতে তয়া সার্দ্ধং সর্ব্বং সম্পাদয়াম্যহম্ ॥ ২৬
ইত্যুক্ত্বাঽন্তর্দধে বিষ্ণুর্ব্রহ্মা দেবানথাব্রবীৎ ॥ ২৭

ব্রহ্মোবাচ।

বিষ্ণুর্মানুষরূপেণ ভবিষ্যতি রঘোঃ কুলে।
যূয়ং সৃজধ্বং সর্ব্বেঽপি বানরেষ্বংশসম্ভবান্ ॥ ২৮

তপস্যা করিয়া আমায় সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আমি বরদান করিয়াছি। তিনি আমাকে পুত্ররূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং আমিও 'তাহাই হইবে' বলিয়া তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি। ২৪

তিনি এখন দশরথরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। আমি শুভলগ্নে কৌশল্যার গর্ভে তাঁহার পুত্র রাম-রূপে উৎপন্ন হইয়া এবং অন্য দুই মাতা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা—এই দুইজনের গর্ভে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন—এই তিন পুত্ররূপে, অতএব নিজেকে চার পুত্ররূপে বিভক্ত করিয়া সৃজন করিব। ২৫

অন্যদিকে যোগমায়াও (যোগঃ—মৎসঙ্কল্পঃ, তদ্বশবর্ত্তিনী মায়া যোগমায়া। 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ'। ইতি গীতা।) সেই সময় মিথিলাপতি জনকরাজার গৃহে 'সীতা' রূপে উৎপন্না হইবেন। আমি তাঁহার সহিত অর্থাৎ তাঁহাকে সহকারিণী করিয়া সব কিছুই সম্পাদন করিব। ২৬

বিষ্ণু ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। তখন ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন। ২৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ!(৩) বিষ্ণু মানুষরূপ ধারণ করিয়া রঘুবংশে অবতীর্ণ হইবেন,

(৩) বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডে ২০ সর্গে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—দেবগণের নানা যোনিতে জন্মগ্রহণের কথা, যথা—

"অপ্সরঃসু চ মুখ্যাসু গন্ধর্ব্বীনাং তনুষু চ।
যক্ষ-পন্নগকন্যাসু তথা বিদ্যাধরীষু চ। ৫
কিন্নরাণাঞ্চ যোষিৎসু বানরাণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
জনয়ধ্বমপত্যানি হরীন্ হরিপরাক্রমান্। ৬

বিষ্ণোঃ সহায়ং কুরুত যাবৎ স্থাস্যতি ভূতলে ।
ইতি দেবান্ সমাদিশ্য সমাশ্বাস্য চ মেদিনীম্ ।
যযৌ স্বভবনং ব্রহ্মা বিজ্বরঃ সুসমাহিতঃ ॥ ২৯
দেবাশ্চ সর্ব্বে হরিরূপধারিণঃ
স্থিতাঃ সহায়ার্থমিতস্ততো হরেঃ ।
মহাবলাঃ পর্বতবৃক্ষযোধিনঃ
প্রতীক্ষমাণা ভগবন্তমীশ্বরম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

অতএব তোমরাও সকলে বানরকুলে নিজ নিজ অংশে নিজেদের সৃষ্টি কর অর্থাৎ তোমরা বানররূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হও। ২৮

যতকাল তোমরা পৃথিবীতে থাকিবে, ততকাল বিষ্ণুর সহায়তা কর। ব্রহ্মা দেবগণকে এইরূপে আদেশ করিয়া এবং প্রপীড়িতা মেদিনীকে আশ্বস্ত করিয়া নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ২৯

এইরূপে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সমস্ত দেবগণ বানররূপ ধারণ করত শ্রীহরিকে সাহায্য করিবার জন্য নানাদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সব মহাশক্তিশালী বানরগণ পর্ব্বত ও বৃক্ষ লইয়া যুদ্ধ করেন এবং জগদীশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্‌অধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

[দশরথস্য পুত্রেষ্টিযাগকরণম্, যজ্ঞে অগ্নিদত্তপায়সবিভাগঃ, শ্রীরাম-ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নরূপেণ শ্রীভগবত আবির্ভাবঃ বাল্যলীলাবর্ণনঞ্চ ।]

সূর্য্যবংশেঽভবদ্‌রাজা দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ ।
তস্য পুত্রো রঘুর্নাম মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ১
যশ্চক্রে হয়মেধানাং শতমিন্দ্রসমপ্রভঃ ।
তস্য পুত্রোঽভবন্নাম্না অজ ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ২
তস্য পুত্রো দশরথঃ শ্রীমান্ সত্যপরাক্রমঃ ।
অযোধ্যাধিপতির্বীরঃ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ৩
সোঽনপত্যত্বদুঃখেন পীড়িতো গুরুমেকদা ।
বশিষ্ঠং মুনিশার্দ্দূলমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ ॥ ৪
স্বামিন্ পুত্রাঃ কথং মে স্যুঃ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাঃ
পুত্রহীনস্য মে রাজ্যং সর্ব্বং দুঃখায় কল্পতে ॥ ৫
নানপত্যস্য লোকোঽস্তি শ্রুতিরেষা সনাতনী ।
অপুত্রস্য ধনং ব্যর্থমপুত্রস্যাফলং কুলম্ ॥ ৬

তৃতীয় অধ্যায়।

[দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞকরণ, যজ্ঞে অগ্নিপ্রদত্ত পায়সের বিভাগ, শ্রীরাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নরূপে শ্রীভগবানের আবির্ভাব এবং বাল্যলীলা বর্ণন।]

সূর্য্যবংশে 'দিলীপ' নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম 'রঘু', ইনি অতিশয় বলবান্ ও পরাক্রমশালী ছিলেন। ১

ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী রাজা রঘু একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র 'অজ' এই নামে জগদ্‌বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ২

এই অজের পুত্রের নাম 'দশরথ'। ইনি ঐশ্বর্য্যশালী, সত্যাশ্রয়ী ও পরাক্রমী বীর ছিলেন। অযোধ্যাপতি দশরথ তখন সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ৩

এই দশরথ সন্তানহীন ছিলেন বলিয়া অত্যন্ত দুঃখে পীড়িত হইয়া একদিন মুনিশ্রেষ্ঠ গুরু বশিষ্ঠকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন। ৪

প্রভো! সমস্ত রাজোচিত লক্ষণে বিভূষিত বহু পুত্র আমার কিভাবে হইবে? কারণ, পুত্রহীন আমার এই সমস্ত রাজ্যও দুঃখের কারণ হইয়াছে (যেহেতু 'মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্ম্মণা'। ইতি শ্রুতেঃ—বৃহ ৩১।১৬)। ৫

সন্তানহীন ব্যক্তির কোনও সদ্‌গতিলাভ হয় না,—ইহা সনাতন বেদবাণী, ('অনপত্যস্য লোকেষু গতিঃ কা চ ন বিদ্যতে।' ইতি স্মৃতেঃ।) অপুত্রের ধন বৃথা এবং অপুত্রের কন্যাদির দ্বারা কুল অর্থাৎ বংশপ্রবৃত্তি, তাহাও বিফল (কারণ, 'পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পুত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে'। এবং 'পুন্নাম্নস্ত্রায়তে পুত্রস্তেনাসৌ পুত্রসংজ্ঞকঃ' এই সব শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা পুত্রেরই নরকোদ্ধারণাদির সামর্থ্য আছে, ইহা জ্ঞাত হওয়ায় অন্য কোনও ভাবে বংশধারা রক্ষা করা বিফল।)। ৬

অধোগতিরপুত্রস্য ভবতীত্যনুশুশ্রুম।
ধিগ্ জন্ম তেষাং বিপ্রেন্দ্র যেষাং গেহেঽনপত্যতা।
নিরাশাঃ পিতরো যান্তি হ্যনপত্যস্য নিত্যশঃ ॥ ৭
ততোঽব্রবীদ্ বশিষ্ঠস্তং ভবিষ্যন্তি সুতাস্তব।
চত্বারঃ সত্ত্বসম্পন্না লোকপালা ইবাপরাঃ ॥ ৮

শান্তাভর্ত্তারমানীয় ঋষ্যশৃঙ্গং তপোধনম্।
অস্মাভিঃ সহিতঃ পুত্রকামেষ্টিং শীঘ্রমাচর ॥ ৯

[একদা স ত্বনাবৃষ্টিকারণাৎ সুমহাতপাঃ।
আনীতো লোমপাদেন অনাবৃষ্টিনিবৃত্তয়ে ॥
শান্তাং কন্যাং দদৌ তস্মৈ দক্ষিণার্থে মহীপতিঃ ॥ ১
ইতি শ্রুত্বা দশরথঃ পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমম্।
কো বা কস্য সুতঃ কীদৃক্ প্রভাবস্তস্য তদ্ বদ ॥২
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য মুনিঃ প্রোবাচ সাদরম্।
বিভাণ্ডকস্য বিপ্রর্ষেস্তপসা ভাবিতাত্মনঃ ॥৩
অমোঘবীর্য্যস্য সুতঃ প্রজাপতিসমদ্যুতিঃ।
শৃণু পুত্রো যথা জাত ঋষ্যশৃঙ্গঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪
মহর্ষিঃ স মহাতেজা বাল্যঃ স্থবিরসম্মতঃ।
মহাহ্রদং সমাসাদ্য কাশ্যপস্তপসি স্থিতঃ ॥ ৫
দীর্ঘকালং পরিশ্রান্ত ঋষিদেবর্ষিসত্তমঃ।
তস্য রেতঃ প্রচস্কন্দ দৃষ্ট্বাপ্সরসমুর্ব্বশীম্ ॥ ৬
অপ্সু স্পৃশ্যতো রাজন্ মৃগী তচ্চাপিবত্তদা।
সহ তোয়েন তৃষিতা গর্ভিণী সাঽভবত্ততঃ ॥ ৭
সা পুরোক্তা ভগবতা ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
দেবকন্যে মৃগী ভূত্বা মুনিং সূয় বিমোক্ষ্যসে ॥ ৮
অমোঘং তদৃষেগীর্থ্যং ভাবিত্বাদ্ দেবানির্মিতম্ ॥ ৯
তস্যাং মৃগ্যাং সমভবৎ তস্য পুত্রো মহানৃষিঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গস্তপোনিষ্ঠো বন এবাভ্যবর্দ্ধত ॥ ১০
তস্যর্ষেঃ শৃঙ্গং শিরসি রাজন্মহাত্মনঃ।
তেনর্ষ্যশৃঙ্গ ইত্যেব তদা স প্রথিতোঽভবৎ ॥ ১১
ন তেন দৃষ্টপূর্ব্বোঽন্যঃ পিতুরন্যত্র মানুষঃ।
তস্মাত্তস্য মনো নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যেঽভবন্নৃপঃ ॥১২
এতস্মিন্নেব কালে তু সখা তব মহামতে।
তেন কামাৎ কৃতং মিথ্যা ব্রহ্মণস্যেতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১৩
স ব্রহ্মণৈঃ পরিত্যক্তস্তদা বৈ জগতীপতিঃ।
পুরোহিতাপচারাচ্চ তস্য রাজ্ঞো যদৃচ্ছয়া।
ন ববর্ষ সহস্রাক্ষস্ততোঽপীড্যন্ত তৎপ্রজাঃ ॥ ১৪
স ব্রাহ্মণান্ পর্য্যপৃচ্ছত্তপোযুক্তান্ মনীষিণঃ।
প্রবর্ষণে সুরেন্দ্রস্য সমর্থান্ পৃথিবীপতে ॥ ১৫
কথং প্রবর্ষেৎ পর্জ্জন্য উপায়ঃ পরিদৃশ্যতাম্।
উচুশ্চোদিতাস্তেন স্বমতানি মনীষিণঃ ॥ ১৬
তত্র ত্বেকো মুনিবরস্তং রাজানমুবাচ হ।
কুপিতাস্তব রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণা নিষ্কৃতিশ্চর ॥১৭
ঋষ্যশৃঙ্গং মুনিসুতমানয়স্ব চ পার্থিব।
বালোঽয়মনভিজ্ঞোঽপি নারীণামার্জ্জবে রতঃ ॥ ১৮

অপুত্রক ব্যক্তির অধোগতি হয়,—ইহা আমরা শুনিয়াছি। হে বিপ্রেন্দ্র! তাহাদের জন্ম ধিক্ অর্থাৎ নিন্দনীয়, যাহাদের গৃহে সন্তান নাই, পিতৃগণ সেই অপুত্রকের গৃহ হইতে প্রতিদিন নিরাশ* হইয়া ফিরিয়া যান। ৭

অনন্তর বশিষ্ঠ সেই রাজা দশরথকে বলিলেন,—নিষ্পাপ রাজন্! তোমার চার জন পুত্র হইবে। তাহারা সকলে পরাক্রমশালী এবং দ্বিতীয় লোকপালদিগের ন্যায় প্রভাবশালী হইবে। ৮

অতএব তুমি শান্তার (দশরথের ঔরসে সুমিত্রার গর্ভে জাতা কন্যার নাম শান্তা। মহারাজ দশরথ তাঁহার নিজের বন্ধু অঙ্গরাজ রোমপাদকে স্বীয় কন্যার ন্যায় পালনের জন্য প্রদান করেন। রোমপাদ পরে বিভাণ্ডকমুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার বিবাহ দেন।) পতি তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিয়া আমাদের সহিত পুত্র কামনা করিয়া সত্বর একটি যজ্ঞ কর। ৯(১)

---

* 'পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
উপাসতে সুতং জাতং শকুন্তা ইব পিপ্পলম্ ॥
মধুমাংসৈশ্চ শাকৈশ্চ পয়সা পায়সেন চ।
এষ নো দাস্যতি শ্রাদ্ধং বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥'
ইতি দেবলবচনম্।

(১) ৯ শ্লোকের পর অতিরিক্ত আরও ১১টি শ্লোক দেখা যায়। কিন্তু প্রখ্যাত টীকাকারগণ ইহা গ্রহণ না করায় আমরাও ব্যাখ্যা না করিয়া কেবল মূল প্রকাশ করিলাম।

স চেদবতরেদ্ রাজন্ বিষয়ন্তে মহাতপাঃ।
সত্য প্রবর্ষেৎ পর্জন্য ইতি তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯
ইতি শ্রুত্বা বচো রাজন্ কৃত্বা নিষ্কৃতিমাত্মনঃ।
স গত্বা পুনরাগচ্ছৎ প্রসন্নেষু দ্বিজাতিষু ॥ ২০
রাজানমাগতং দৃষ্ট্বা প্রতিসংজহৃষু প্রজাঃ।
ততোঽঙ্গপতির হুয় সচিবান্মন্ত্রকোবিদান্ ॥ ২১
ঋষ্যশৃঙ্গাগমে যত্নমকরোন্ম স্রানশ্চয়াৎ।
সোঽধ্যাগমত্বপায়স্ত তৈরমাত্যৈর্মহীপতে।
শাস্ত্রজ্ঞৈরখিলার্থজ্ঞৈর্নীত্যাঞ্চ পরিনিষ্ঠিতৈঃ ॥ ২২
তত্র চাজ্ঞাপয়ামাস বারমুখ্যা মহীপতিঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গং মুনেঃ পুত্রমানয়ধ্বমুপায়তঃ।
লোভয়িত্বা সমাশ্বাস্য বিষয়ং মম শোভনাঃ ॥ ২৩
ত. রাজভয় ীতাশ্চ পাপভীতাশ্চ যোষিতঃ।
অশক্যমূচুস্তৎ কর্ম বিবর্ণা গতচেতসঃ ॥ ২৪
তত্র ত্বেকা বারযোষা রাজানমিদমব্রবীৎ।
প্রযতিষ্যে মহারাজ তমানেতুং তপোধনম্ ॥ ২৫
অভিপ্রেতাংস্তু মে কামাস্ত্বমাজ্ঞপ্তুমিহার্হসি।
ততঃ শক্ষ্যামানয়িতুমৃষ্যশৃঙ্গমৃষেঃ সুতম্ ॥ ২৬
তস্যাঃ সর্ব্বমভিপ্রেতমন্বজানাৎ স পার্থিবঃ।
নাবি বৃক্ষানথারোপ্য ফলাকারাংশ্চ মোদকান্।
সুরসাংশ্চ সুগন্ধীনি মধুনি রসবন্তি চ ॥ ২৭
ততো রূপেণ সম্পন্না বয়সা চ মহীপতে।
স্ত্রিয় আদায় কাশ্চিৎ সা জগাম বনমঞ্জসা ২৮
সা তু স্থিত্বা কিয়দ্দূরং সংস্থাপ্যাশ্রমমুত্তমম্।
সন্দেশ চ্চৈব নৃপতেঃ স্ববুদ্ধ্যা চৈব র.খব ॥ ২৯
নানাপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈঃ কৃত্রিমৈরুপশোভিতম্।
কৃত্বা নাব্যাশ্রমং রম্যমদ্ভুতং সৌম্যদর্শনম্ ॥ ৩০
ততো নিরুহ্য তাং নাবমদূরে কাশ্যপাশ্রমাৎ।
বাহয়ামাস পুরুষৈর্বিহারং তস্য বৈ মুনেঃ ॥ ৩১
ততো দুহিতরং বেশ্যাং সমাধায়েতিকর্তৃতাম্।
দৃষ্ট্বাঽন্তরং কাশ্যপস্য প্রাহিণোদ বুদ্ধিসম্মতাম্ ॥ ৩২
সা তত্র গত্বা কুশলা তপোনিষ্ঠস্য সন্নিধৌ।
আশ্রমং তং সমাসাদ্য দদর্শ তমৃষেঃ সুতম্।
উবাচ মধুরং বাক্যং প্রক্ষ্যং মধুরয়া গিরা ॥ ৩৩

কচ্চিন্মুনে কুশলং তাপসানাং
পিত্তা চ তে কচ্চিদহীনতেজাঃ।
কচ্চিৎ প্রিয়ান্ রমতে চাঽঽশ্রমেঽস্মিং
ত্বাং বৈ দ্রষ্টুং সাম্প্রতঞ্চাগতোঽস্মি ॥ ৩৪
কচ্চিত্তপো বর্দ্ধতে তাপসানাং
কচ্চিত্তরোর্মূলফলং প্রভূতম্।
কচ্চিৎত্বয়াঽধী তে চৈব বিপ্র
কচ্চিৎ স্বাধ্যায়ঃ ক্রিয়তে চর্ষ্যশৃঙ্গঃ ॥ ৩৫
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য মুনিবেশধরস্য হি।
উব চ বাক্যং বাক্যজ্ঞাং মুনিবেশাবধারিণীম্ ॥ ৩৬
ঋদ্ধ্যা ভবাঞ্জ্যোতিরিব প্রকাশতে
মন্যে চাহং ত্বামভিবাদনীয়ম্।
পাদ্যং বৈ তে সংপ্রদাস্যামি
কামাদ্ যথাকামং মূলফলানি চৈব ॥ ৩৭
কৌশ্যাং বৃষ্যামাস্ব যথাপ যে যং
কৃষ্ণাজিনেনাবৃতায়াঞ্চ ভূমৌ।
ক চাশ্রমস্তব কিং নাম চেদং
ব্রতং বাক্যং ভাতি তদেব ব্যক্তম্ ॥ ৩৮
ততো বেশ্যা প্রত্যুবাচ দ্বিজেন্দ্রং
শঙ্ক মুক্তা কাশ্যপস্যাগমে তু।
মমাশ্রমঃ কাশ্যপপুত্র রম্য-
স্ত্রিয়োজনং শৈল্যমিমং পরেণ ॥ ৩৯
তত্র স্বধর্মোঽনভিবাদনং মে
ন চোদকং পাদ্যমুপস্পৃশামি ॥ ৪০
ভবতা নাভিবাদ্যোঽমভিবাদ্যো ভবান্ ময়া।
ব্রতমেতাদৃশং ব্রহ্মন্ পরিষ্বজ্যো ভবান্ ময়া ॥ ৪১
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য পুনরাহ তপোধনঃ ॥ ৪২
ফলানি পক্কানি দদানি তেঽহং
ভল্লাতকাদ্যামলকানি চৈব।
করূষকাণীঙ্গুদিকানি চৈব
যথোপযোষং ফলমত্র ভুঙ্ক্ষ ॥ ৪৩
স তানি সর্বাণি বিবর্জয়িত্বা
ভক্ষ্যং মহার্হং প্রদদৌ ততোঽস্য।
তান্যৃষ্যশৃঙ্গস্য মহারসানি
ভৃশং স্বরূপাণি রুচিং দদুর্হি ॥ ৪৪

দদৌ চ মাল্যানি সুগন্ধবন্তি
চিত্রাণি বাসাংসি চ ভানুমন্তি।
পানানি চাগ্র্যাণি ততো গৃহীত্বা
মুমোদ চিক্রীড় জহাস চোচ্চৈঃ ॥৪৫
তদা চুচুম্বাবনতস্য গণ্ডং
বিলজ্জমানা ফলিতা লতেব।
গাত্রৈশ্চ গাত্রাণি নিষেবমাণা
সমাশ্লিষচ্চাসকৃদৃষ্যশৃঙ্গম্ ॥ ৪৬
বিলজ্জমানেব বলাভিভূতা
প্রলোভয়ামাস সুতং মহর্ষেঃ
অথর্ষ্যশৃঙ্গং বিকৃতং নিরীক্ষ্য
পুনঃ পুনঃ পীড্য চ কায়মস্য ॥ ৪৭
অবেক্ষমাণা শনকৈর্জ্জগাম
সা ত্বগ্নিহোত্রস্য তদাপদেশম্।
তস্যাং গতায়াং মদনেন মত্তো
বিচেতনঃ প্রাভবদৃষ্যশৃঙ্গঃ ॥ ৪৮
তামেব চিত্তেন গতেন শূন্যো
বিনিশ্বসন্নার্ত্তরূপো বভূব।
ততো মুহূর্ত্তং হরিপিঙ্গলাক্ষঃ
প্রবেষ্টিতো রোমভিরানখাগ্রম্ ॥ ৪৯
স্বাধ্যায়বাংশ্চিত্তসমাধিযুক্তো
বিভাণ্ডকঃ কাশ্যপঃ প্রাদুরাসীৎ ॥
সোঽপশ্যদাসীনমুপেত্য পুত্রং
ধ্যায়ন্তমেবং বিপরীতচিত্তম্ ॥ ৫০
বিনিশ্বসন্তং মুহুরূর্দ্ধদৃষ্টিং
বিভাণ্ডকঃ পুত্রমুবাচ দীনম্।
ন বৈ যথাপূর্ব্বমিবাসি পুত্র
চিন্তাপরশ্চাপি বিচেতনশ্চ ॥ ৫১
দীনোঽতিমাত্রং ত্বমিহাদ্য কিম্,
পৃচ্ছামি ত্বাং ক ইহাভ্যাগতোঽভূৎ।
ন কল্প্যন্তে সমিধঃ কিন্নু তাত
কচ্চিদ্ধুতঞ্চাগ্নিহোত্রং ত্বয়াঽদ্য ॥৫২
সুনির্ণিক্তং স্রুক্-স্রুবং হোমধেনুঃ
কচ্চিৎ সবৎসা চ কৃতা ত্বয়াদ্য ॥ ৫৩

ইতি শ্রুত্বা বচনস্য পিতুর্মুখাক্ষরং পরম্।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞং পিতরং করুণান্বিতম্ ॥৫৪
ইহাগতো জটিলো ব্রহ্মচারী
ন বৈ হ্রস্বো নাতিদীর্ঘো মনস্বী।
সুবর্ণবর্ণঃ কমলায়তাক্ষঃ
সুতঃ সুরাণামিব শোভমানঃ ॥ ৫৫
সুস্নিগ্ধরূপঃ সবিতেব দীপ্তঃ
সুশুক্লকৃষ্ণাক্ষিরতীব গৌরঃ।
নীলা বিবিক্তাশ্চ জটাঃ সুগন্ধা
হিরণ্যরজ্জুদ্গ্রথিতাঃ সুদীর্ঘাঃ ॥ ৫৬
আলোলমানা পুনরস্য কণ্ঠে
বিদ্যোততে বিদ্যুদিবান্তরীক্ষে।
দ্বৌ মাংসপিণ্ডাবুরসি স্থিতৌ
তাবলোমশৌ চাপি মনোহরৌ চ ॥ ৫৭
বিশীর্ণমধ্যাশ্চ স নাভিদেশে
কটিশ্চ তস্যাতিবৃহৎপ্রমাণা।
তথাস্য চীরান্তরতঃ প্রভাতি
হিরণ্ময়ী মেখলা মে যথেয়ম্ ॥৫৮
অন্যচ্চ তস্যাদ্ভুতদর্শনীয়ং
বিকূজিতং পাদযুগে বিরৌতি।
পাণ্যোশ্চ তদ্বদ্ রুচিরং নিবদ্ধৌ
কলাপকাবক্ষমালা যথেয়ম্ ॥ ৫৯
বিচেষ্টমানস্য চ নাভিপার্শ্বে
কূজন্তি হংসাঃ শরদীব মত্তাঃ।
চীরাণি তস্যাদ্ভুতদর্শনানি
নেমানি তদবন্মম রূপবন্তি ॥৬০
বক্ত্রঞ্চ তস্যাদ্ভুতদর্শনীয়ং
প্রব্যাহৃতং হ্লাদয়তীব চেতঃ।
পুংস্কোকিলস্যেব চ তস্য বাণী
তাং শৃণ্বতো মে ব্যথিতোঽন্তরাত্মা ॥ ৬১
স মে সমাশ্লিষ্য পুনঃ শরীরং
জটাসু গৃহ্যাভ্যবনাম্য বক্ত্রম্।
বক্ত্রেণ বক্ত্রং প্রণিধায় শব্দং
চকার তন্মে জনয়েৎ প্রহর্ষম্ ॥ ৬২

ন চাপি পাদ্যং বহু মন্যতেঽসৌ
ফলানি চেমানি ময়া হৃতানি।
এবংব্রতোঽস্মীতি চ মামবোচৎ
ফলানি পাদ্যানি ন চাদদামি ॥ ৬৩

ময়োপভুক্তানি ফলানি তস্য
নেমানি তুল্যানি রসেন তেষাম্।
তোয়ানি চৈবাতিরসানি মহ্যং
প্রাদাৎ স বৈ পাতুমুদাররূপঃ ॥ ৬৪

পীত্বৈব যান্যত্যধিকপ্রহর্ষো
সমাভবৎ ভূশ্চলিতেব চাসীৎ।
ইমানি চিত্রাণি চ গন্ধবন্তি
মাল্যানি তস্যৈ দ্‌গ্রথিতানি পট্টৈঃ ॥ ৬৫

যানি প্রকীর্য্যেহ গতঃ স্বমেব স
আশ্রমং তপসা দ্যোতমানাঃ।
গতেন তেনাস্মি কৃতো বিচেতা
গাত্রঞ্চ মে সংপরিদহ্যতীব ॥৬৬

ইচ্ছামি তস্যান্তিকমাশু গন্তুং
তঞ্চেহ নিত্যং পরিবর্ত্তমানম্।
গচ্ছামি তস্যান্তিকমেব তাত
কা নাম সা ব্রতচর্য্যা নু তস্য ॥ ৬৭

ইচ্ছাম্যহঞ্চরিতং তেন সার্দ্ধং
যথা তপঃ স চরত্যুগ্রকর্মা।
ইত্যেব বাক্যং মুনিরাত্মজস্য
শ্রুত্বা মহাবাক্যবিশারদোঽসৌ ॥ ৬৮

উবাচ বাক্যং পরিসান্ত্বয়ন্ বৈ
বিভাণ্ডকস্তপসা জ্ঞাততত্ত্বঃ।
রক্ষাংসি চৈতানি চরন্তি পুত্র
রূপেণ তেনাদ্‌ভুতদর্শনেন ॥ ৬৯

অতুল্যবীর্য্যাণ্যভিরূপবন্তি
বিঘ্নং সদা বৈ তপসশ্চরন্তি।
ন তানি সেবেত মুনির্যতাত্মা
সতাং লোকং প্রার্থয়ানঃ কদাচিৎ ॥ ৭০

কৃত্বা বিঘ্নং তাপসানাং চরন্তি
পাপাচারাস্তপসাং তানবেহি।
অসজ্জনেনাচরিতানি পুত্র
পানানি পেয়ানি মধূনি তানি ॥ ৭১

মাল্যানি চৈতানি ন বৈ মুনীনাং
প্রাহ্যাণি চিত্রোৎপলগন্ধবন্তি।
রক্ষাংসি তানীতি নিবার্য পুত্রং
বিভাণ্ডকস্তপসে নির্জগাম ॥ ৭১

যদা পুনঃ কাশ্যপো নির্জগাম
ফলানি হর্ত্তুং বিধিনা বনাদ্ধি।
তদা পুনর্লোভয়িতুং জগাম
সা বারযোষা মুনিমৃষ্যশৃঙ্গম্ ॥ ৭৩

দৃষ্ট্বৈব তামৃষ্যশৃঙ্গঃ প্রহৃষ্টঃ
সংভ্রান্তরূপো হ্যতপত্তদানীম্।
প্রোবাচ চৈনাং ভবদাশ্রয়ায়
গচ্ছাব যাবন্ন পিতা মমৈতি ॥ ৭৪

ততো বেশ্যাঃ কাশ্যপস্যৈকপুত্রং
প্রবেশ্য যোগেন বিমুচ্য নাবম্।
প্রবাহয়ন্ত্যো বিবিধৈরুপায়ৈ-
রাজগ্মুরঙ্গাধিপরাজধানীম্ ॥ ৭৫

অন্তঃপুরে তন্তু নিবেশ্য রাজা
বিভাণ্ডকস্যাত্মজমেকপুত্রম্।
দদর্শ দেবং সহসা প্রবৃষ্ট-
মাপূর্য্যমাণঞ্চ জগজ্জলেন ॥ ৭৬

স লোমপাদঃ পরিপূর্ণকামঃ
সুতাং দদাবৃষ্যশৃঙ্গায় শান্তাম্।
ক্রোধপ্রতীকারকরঞ্চ চক্রে
গাশ্চৈব মার্গেষু চ কর্ষণানি ॥ ৭৭

বিভাণ্ডকস্যাব্রজতঃ স রাজা
পশূন্ সভৃত্যান্ পশুপাংশ্চ বীরান্।
সমাদিশৎ পুত্র গৃহ্ণো মহর্ষি-
বিভাণ্ডকঃ পরিপৃচ্ছেদ্ যদা বঃ ॥ ৭৮

স বক্তব্যঃ প্রাঞ্জলিভির্ভবদ্‌ভিঃ
পুত্রস্য তে পশবঃ কর্ষণঞ্চ।
অথোপয়াতঃ স মুনিশ্চুকোপ
স্বমাশ্রমং মূলফলং গৃহীত্বা ॥ ৭৯

অন্বেষমাণশ্চ ন তত্র পুত্রং
দদর্শ চুক্রোধ ততো ভৃশং সঃ।
ততঃ স কোপেন বিদীর্য্যমাণ-
মাশঙ্কমানো নৃপতের্বিধানম্ ॥৮০
জগাম চম্পাং প্রতিবীক্ষ্যমাণ-
স্তমঙ্গরাজং সপুরং সরাষ্ট্রম্।
স বৈ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতঃ কাশ্যপস্তান্
ঘোষান্ দেশান্ সাদিচরান্ সমৃদ্ধান্ ॥৮১
গোপৈশ্চ তৈর্বিধিবৎ পূজ্যমানো
রাজেব তাং রাত্রিমুবাস তত্র।
অবাপ সৎকারমতীব তস্য
প্রোবাচ কস্য প্রহিতাঃ স্থ গোপাঃ ॥ ৮২
উচুস্ততস্তেঽভ্যুপগম্য সর্বে
ধনং তবেদং বিহিতং সুতস্য।
এবং স দেশেষ্বভিপূজ্যমান-
স্তাংশ্চৈব শৃণ্বন্ মধুরান্ প্রলাপান্ ॥৮৩
প্রশান্তভূয়িষ্ঠরজাঃ প্রহৃষ্টঃ
সমাসসাদাঙ্গপতিং পুরস্থম্।
স পূজিতস্তেন নরর্ষভেণ
দদর্শ দেবং বিবিশং যথেন্দ্রম্ ॥ ৮৪
শান্তাং স্নুষাঞ্চৈব দদর্শ তত্র
সৌদামনীমুচ্চরতীং তথৈব।
গ্রামাংশ্চ ঘোষাংশ্চ সুতস্য দৃষ্ট্বা
শান্তাঞ্চ শান্তো হ্যস্য পরঃ স কোপঃ ॥৮৫
চকার তস্মৈ চ পরং প্রসাদং
বিভাণ্ডকো ভূমিপতের্নরেন্দ্র।

স তত্র নিক্ষিপ্য সুতং মহর্ষি-
রুবাচ সূর্য্যাগ্নিসমপ্রভাবঃ ॥ ৮৬
জাতে তু পুত্রে বনমাব্রজেথা
রাজ্ঞঃ প্রিয়াণ্যস্য সর্ব্বাণি কৃত্বা।
স তদ্বচঃ কৃতবানৃষ্যশৃঙ্গো
যযৌ চ যত্রাস্য পিতা বভূব ॥ ৮৭
শান্তা চৈনং পর্য্যচরদ্ যথা বৈ
খে রোহিণী সোমমেবং যথা সা।
অরুন্ধতীবৎ সুভগা বশিষ্ঠং
লোপামুদ্রা বাপি যথা হ্যগস্ত্যম্ ॥ ৮৮
তথা শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গং বনস্থং
পৌত্যা যুক্তা পর্য্যচর্যন্নরেন্দ্র ॥ ৮৯
ইতি তে সর্বমাখ্যাত ঋষ্যশৃঙ্গপরাক্রমঃ।
তমানায় মহারাজ যজ্ঞং যজ্ঞং করিষ্যতি ॥ ৯০
ইত্যুক্তো গুরুণা তেন পুত্রাকাঙ্ক্ষী নরর্ষভঃ ॥ ৯১]
তথেতি মুনিমানীয় মন্ত্রিভিঃ সহিতঃ শুচিঃ।
যজ্ঞকর্ম্ম সমারেভে মুনিভিস্তৈরকল্মষৈঃ ॥ ১০
শ্রদ্ধয়া হূয়মানেঽগ্নৌ তপ্তজাম্বূনদপ্রভঃ।
পায়সং স্বর্ণপাত্রস্থং গৃহীত্বোবাচ হব্যবাট্ ॥ ১১
গৃহাণ পায়সং দিব্যং পুত্রীয়ং দেবনির্মিতম্।
লপ্স্যসে পরমাত্মানং পুত্রত্বেন ন সংশয়ঃ ॥১২
ইত্যুক্ত্বা পায়সং দত্ত্বা রাজ্ঞে সোঽন্তর্দধেঽনলঃ।
ববন্দে মুনিশার্দুলৌ রাজা লব্ধমনোরথঃ ॥ ১৩

তখন দশরথ 'তাহাই হউক' বলিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন করত (কিভাবে আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহা বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডের নবম সর্গে দ্রষ্টব্য।) মন্ত্রিগণের সহিত পবিত্র হইয়া নিষ্পাপ মুনিদিগের দ্বারা যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। ১০

শ্রদ্ধার সহিত অগ্নিতে হোম করিতে থাকিলে তপ্তস্বর্ণের ন্যায় কান্তিমান্ হব্যবহনকারী অগ্নিদেব এক স্বর্ণ পাত্রে পায়স লইয়া দশরথকে বলিলেন(১)। ১১

রাজন্! এই দিব্য পায়স গ্রহণ কর। ইহা পুত্র প্রদান করে এবং দেব কর্ত্তৃক প্রস্তুত। তুমি ইহার দ্বারা নিঃসংশয়ে পরমাত্মাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবে। ১২

এই কথা বলিয়া অগ্নিদেব রাজা দশরথকে সেই পায়স প্রদান করত অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। তখন রাজা দশরথ পূর্ণমনোরথ হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করিলেন। ১৩

(১) মহর্ষি বাল্মীকি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—
"ততোঽস্য যজমানস্য পাবকাদতুলপ্রভম্।
প্রাদুর্ভূতং মহদ্ভূতং প্রদীপ্তানলসন্নিভম্।
কৃষ্ণাজিনধরং কৃষ্ণং হরিচ্ছশ্রুজটাধরম্।
পদ্মরক্তাননয়নং মেঘদুন্দুভিনিস্বনম্।
শুভলক্ষণসম্পন্নং দিব্যাভরণভূষিতম্।
শৈলশৃঙ্গসমুৎসেধং সিংহোদরকটীকণম্।
কাঞ্চনীং পিহিতাং দোর্ভ্যাং পরিগৃহ্য দত্তভোপমাম্।
দিব্যপায়সসম্পূর্ণাং পাত্রীং পত্নীমিব প্রিয়াম্।
১।১৬।৩-৬

বশিষ্ঠ-ঋষ্যশৃঙ্গাভ্যামনুজ্ঞাতো দদৌ হবিঃ ।
কৌশল্যায়ৈ সকৈকেয্যৈ হ্যর্দ্ধমর্দ্ধং বিভজ্য সঃ ॥১৪
ততঃ সুমিত্রা সম্প্রাপ্তা জগৃধ্নুঃ পৌত্রিকং চরুম্ ॥ ১৫
কৌশল্যা তু স্বভাগার্দ্ধং দদৌ তস্যৈ মুদান্বিতা ।
কৈকেয়ী চ স্বভাগার্দ্ধং দদৌ প্রীতিসমন্বিতা ॥ ১৬

উপভুজ্য চরুং সর্বাঃ স্ত্রিয়ো গর্ভসমন্বিতাঃ ।
দেবতা ইব তা রেজুঃ স্বভাসা রাজমন্দিরে ॥ ১৭
দশমে মাসি কৌশল্যা সুষুবে পুত্রমদ্ভুতম্ ।
মধুমাসে সিতে পক্ষে নবম্যাং কর্কটে শুভে ॥ ১৮

তারপর বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের অনুমতিক্রমে সেই দিব্য অগ্নি-প্রদত্ত পায়স অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগ করিয়া সেই রাজা দশরথ কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে প্রদান করিলেন ॥ ১৪

তদনন্তর সেই স্থলে সুমিত্রা উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রের প্রয়োজনে সেই যজ্ঞীয় চরু আকাঙ্ক্ষা করিলেন অর্থাৎ কৌশল্যা এবং কৈকেয়ীর নিকট প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৫

তখন কৌশল্যাদেবী আনন্দিত হইয়া নিজের ভাগের অর্দ্ধভাগ সুমিত্রাদেবীকে প্রদান করিলেন এবং কৈকেয়ীদেবী প্রীতিসহকারে নিজের ভাগের অর্দ্ধভাগ তাঁহাকে দিলেন । (১)

চরুভাগের পর সেই সব রাজমহিষীগণ চরু ভক্ষণ করিয়া গর্ভধারণ করিলেন এবং রাজভবনে তাঁহারা সকলে নিজ নিজ দীপ্তিতে দেবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮-১৭

তারপর কৌশল্যাদেবী দশম মাসে, মুখ্যচান্দ্রের চৈত্রমাসে, শুক্লপক্ষে, নবমী তিথিতে, শুভলগ্নে এবং কর্কটরাশিতে অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপ রামকে পুত্ররূপে প্রসব করিলেন ॥ ১৮

---

(১) বাল্মীকি রামায়ণে এই পায়সভাগ নিম্নলিখিত ভাবে দেখা যায়—

'কৌশল্যায়ৈ নরপতিঃ পায়সার্দ্ধং দদৌ তদা ।
অর্দ্ধাদর্দ্ধং দদৌ চাপি সুমিত্রায়ৈ নরাধিপঃ ॥
কৈকেয্যৈ চাবশিষ্টার্দ্ধং দদৌ পুত্রার্থকারণাৎ ।
প্রদদৌ চাবশিষ্টার্দ্ধং পায়সস্যামৃতোপমম্ ॥
অনুচিন্ত্য সুমিত্রায়ৈ পুনরেব মহীপতিঃ ॥

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশনামক মহাকাব্যে বলিয়াছেন,—

স তেজো বৈষ্ণবং পত্ন্যোর্বিভেজে চরুসংজ্ঞিতম্ ।
দ্যাবাপৃথিব্যোঃ প্রত্যগ্রমহর্পতিরিবাতপম্ ॥
অর্চিতা তস্য কৌশল্যা প্রিয়া কেকয়বংশজা ।
অতঃ সম্ভাবিতাং তাভ্যাং সুমিত্রামৈচ্ছদীশ্বরঃ ॥
তে বহুজ্ঞস্য চিত্তজ্ঞে পত্ন্যৌ পত্যুর্মহীক্ষিতঃ ।
চরোরর্দ্ধার্দ্ধভাগাভ্যাং তামযোজয়তামুভে ॥
সা হি প্রণয়বত্যাসীৎ সপত্ন্যোরুভয়োরপি ।

(রঘুব ১০ম০ ৫৪ ৫৭)

এই পায়স বিভাগ লইয়া বহু গ্রন্থের ও সেই সব গ্রন্থের ব্যাখ্যাতাদিগের মধ্যে প্রভূত মতভেদ রহিয়াছে। তাহা এই স্থলে কিছু উদ্ধৃত হইল। পদ্মপুরাণের সহিত এই অধ্যাত্ম-রামায়ণের ঐকামত্য আছে,—

যথা,—"বশিষ্ঠ-ঋষ্যশৃঙ্গাভ্যামনুজ্ঞাতো দদৌ হবিঃ ।
কৌশল্যায়ৈ স কৈকেয্যৈ অর্দ্ধমর্দ্ধং প্রযত্নতঃ ॥
ততঃ সুমিত্রা সম্প্রাপ্তা জগৃধ্নুঃ পৌত্রিকং চরুম্ ।
কৌশল্যা তু স্বভাগার্দ্ধং দদৌ তস্যৈ মুদান্বিতা ॥
কৈকেয়ী চ স্বভাগার্দ্ধং দদৌ প্রীতিসমান্বিতা ॥"

ইতি পাদ্মে ৫।১০ ১২

ক্ষেমেন্দ্রের সহিত মতভেদ—

"ততোঽর্দ্ধং প্রাপ কৌশল্যা চতুর্ভাগঞ্চ কৈকয়ী ।
চতুর্ভাগং সুমিত্রা চ স্বয়ং তেন দ্বিধা কৃতম্ ।"

প্রাচ্যে বাল্মীকীয়ে আদিকাণ্ডে,—

"ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তস্যৈ হবিষোঽর্দ্ধং নরাধিপঃ ।
সমমেব সমং কৃত্বা ভাগং ভাগচতুষ্টয়ম্ ॥
অর্দ্ধাদর্দ্ধং দদৌ চাপি কৈকেয্যৈ স নরাধিপঃ ।
চতুর্ভাগং দ্বিধা কৃত্বা সুমিত্রায়ৈ দদৌ তদা ॥
প্রদদৌ চাবশিষ্টং তৎ পায়সং দেবনির্মিতম্ ।
অনুচিন্ত্য সুমিত্রায়ৈ পুনরেব নরাধিপঃ ॥

রামাদির আবির্ভাব উপলক্ষ্যে বাল্মীকিরামায়ণে—

"বিষ্ণোর্বীর্য্যার্দ্ধতো জজ্ঞে রামো রাজীবলোচনঃ ।
তথা লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাজনয়ৎ সুতৌ ॥
তাবপ্যাস্তাং চতুর্ভাগৌ বিষ্ণোঃ সংশিতব্রতৌ ।
এক এব চতুর্ভাগাদপরস্মাদজায়ত ।
ভরতো নাম কৈকেয্যাঃ পুত্রঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥"

১।১১।১৩-১৭

শ্রীরামোত্তর তাপনীয়োপনিষদি—

"অকারাক্ষরসম্ভূতঃ সৌমিত্রিবিশ্বভাবনঃ ।
উকারাক্ষরসম্ভূতঃ শত্রুঘ্নস্তৈজসাত্মকঃ ॥
প্রাজ্ঞাত্মকস্তু ভরতো মকারাক্ষরসম্ভবঃ ;
অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ ॥—২।১-২

পুনর্বস্বৃক্ষসহিত উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে।
মেষং পূষণি সংপ্রাপ্তে পুষ্পবৃষ্টিসমাকুলে ॥ ১৯

আবিরাসীজ্জগন্নাথঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
নীলোৎপলদলশ্যামঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ২০

জলজারুণনেত্রান্তঃ স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতঃ।
সহস্রার্কপ্রতীকাশঃ কিরীটী কুঞ্চিতালকঃ ॥ ২১

শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিরাজিতঃ
অনুগ্রহাখ্যহৃৎস্থেন্দু সূচকস্মিতচন্দ্রিকঃ ॥ ২২

করুণারসসম্পূর্ণো বিশালোৎপললোচনঃ।
শ্রীবৎসহারকেয়ূর-নূপুরাদিবিভূষণঃ ॥ ২৩

সনাতন পরমাত্মা জগন্নাথ যখন আবির্ভূত হইলেন, তখন পুনর্বসু নক্ষত্র উদিত ছিল, গ্রহপঞ্চক—রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি—এই পঞ্চ গ্রহ উচ্চ রাশিতে অর্থাৎ মেষ, মকর, কর্কট, মীন ও তুলা রাশিতে অবস্থান করিতেছিলেন। সূর্য্য মেষরাশিতে উপস্থিত ছিলেন এবং দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করিতেছিলেন। পীতবর্ণের বস্ত্রপরিহিত, চতুর্বাহুধারী, নীলোৎপলতুল্য শ্যামবর্ণ, পদ্মের ন্যায় অরুণবর্ণ নেত্রপ্রান্তশোভিত, দেদীপ্যমান কুণ্ডলে বিভূষিত, সহস্র সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, কিরীটধারী, কুঞ্চিত চূর্ণ কুন্তলশোভিত, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বনমালায় বিভূষিত, অনুগ্রহরূপ হৃদয়স্থিত চন্দ্রকে প্রকাশিত করিতে উদ্যত, স্মিত "ঈষদ্বিকসিতৈর্গণ্ডৈঃ কটাক্ষৈঃ সৌষ্ঠবান্বিতৈঃ। অলক্ষিতদ্বিজং ধীরৈরুত্তমানাং স্মিতং ভবেৎ"।—এইরূপ ঈষৎহাস্যচ্ছটায় উদ্দীপিত, করুণারসে পরিপূর্ণ, বিশাল পদ্মসদৃশ নয়নসমন্বিত, শ্রীবৎস, হার, কেয়ূর, নূপুরাদি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন কৌশল্যা দেবী বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া সেই পরমাত্মাকে দর্শন করত হর্ষাশ্রুতে তাঁহার নয়নদ্বয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন ॥ ১৯-২৪

কৌশল্যাদেবী বলিলেন,—দেবতাদিগেরও দেবতা, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী নারায়ণ। তোমাকে প্রণাম করি। তুমি পরমাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, নিজ স্বরূপ হইতে কখনও চ্যুত হও না। ('শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্'—ইতি শ্রুতেঃ), অনন্ত—অনন্ত গুণসম্পন্ন বা নিত্য বলিয়া অন্তরহিত, পূর্ণ 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। অতএব পুরুষোত্তম—সর্ব্বপুরুষশ্রেষ্ঠ ॥ ২৫

দৃষ্ট্বা তং পরমাত্মানং কৌশল্যা বিস্ময়াকুলা।
হর্ষাশ্রুপূর্ণনয়না নত্বা প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥ ২৪

কৌশল্যোবাচ।

দেবদেব নমস্তেঽস্তু শঙ্খচক্রগদাধর।
পরমাত্মাঽচ্যুতোঽনন্তঃ পূর্ণস্ত্বং পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৫

বদন্ত্যগোচরং বাচাং বুদ্ধ্যাদীনামতীন্দ্রিয়ম্।
ত্বাং বেদবাদিনঃ সত্তামাত্রং জ্ঞানৈকবিগ্রহম্ ॥ ২৬

ত্বমেব মায়য়া বিশ্বং সৃজস্যবসি হংসি চ
সত্ত্বাদিগুণসংযুক্তস্তুর্য্য এবামলঃ সদা ॥ ২৭

করোষীব ন কর্ত্তা ত্বং গচ্ছসীব ন গচ্ছসি।
ন শৃণোষি শৃণোষীব পশ্যসীব ন পশ্যসি ॥ ২৮

বেদবাদী অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ তোমাকে বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অগোচর (অবিষয়) ('যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইতি শ্রুতেঃ।) বলেন অর্থাৎ তুমি ইন্দ্রিয়গণের দ্রষ্টা বলিয়া তাহাদের বিষয় হইতে পার না; কারণ, ঘটপ্রকাশক দীপ ঘটের বিষয় নহে, সেইহেতু তুমি অতীন্দ্রিয়; সত্তামাত্র অর্থাৎ সর্ব্বত্র স্বসম্বন্ধযুক্ত 'সৎ' এই ব্যবহারোপপাদক ('সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ' ইতি শ্রুতেঃ।) এবং জ্ঞানৈকবিগ্রহ অর্থাৎ কেবল জ্ঞানস্বরূপ ('সত্যং জ্ঞানম্' ইতি শ্রুতেঃ।) বলিয়াও তাঁহারা অভিহিত করেন ॥ ২৬

তুমি নিজ মায়ার দ্বারা বিশ্বের সৃজন, পালন ও নাশ কর; সেইজন্য তুমি সত্ত্বাদিগুণত্রয়যুক্ত অর্থাৎ কারণীভূতসত্ত্বগুণাবচ্ছিন্ন বিষ্ণু বলিয়া পালক; কারণীভূত রজ উপহিত ব্রহ্মা বলিয়া স্রষ্টা এবং কারণীভূত তমউপহিত রুদ্র বলিয়া সংহর্ত্তা—এইভাবে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র তোমারই অবতার, অতএব তাঁহারা স্বতন্ত্র কেহ নহেন। সেই কারণে তুমি তুর্য্য অর্থাৎ চতুর্থ—এই সত্ত্বাদিগুণত্রয়যুক্ত ত্রিবিধ মূর্ত্তি (বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র) হইতে বিলক্ষণ অথবা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থায় বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ (অত্রায়ং বোদ্ধব্যঃ—অবিদ্যান্তঃকরণস্থূলশরীরাবচ্ছিন্নো জাগ্রদবস্থাভিমানী বিশ্বঃ, স এব স্থূলশরীরাভিমানরহিত উপাধিদ্বয়োপহিতঃ স্বপ্নাবস্থাভিমানী তৈজসঃ, শরীরান্তঃকরণোপাধিদ্বয়রহিতোঽন্তঃকরণসংস্কারাবচ্ছিন্নাবিদ্যামাত্রোপহিতঃ সুষুপ্ত্যবস্থাভিমানী প্রাজ্ঞঃ।) হইতে শ্রেষ্ঠ চতুর্থ ('শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে' ইতি শ্রুতেঃ) সাক্ষী পুরুষ বলিয়াই তুমি সদা অমল—মায়াগুণাস্পৃষ্টস্বরূপ ॥ ২৭

মনে হয়, তুমিই সব কিছু করিতেছ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি কিছুই কর না। এইরূপ তুমি গমন করিতেছ মনে হইলেও গমন

অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুদ্ধ ইত্যাদি শ্রুতিরব্রবীৎ
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্নপি ন লক্ষ্যসে ॥ ২৯
অজ্ঞানধ্বান্তচিত্তানাং ব্যক্ত এব সুমেধসাম্ ;
জঠরে তব দৃশ্যন্তে ব্রহ্মাণ্ডাঃ পরমাণবঃ ॥ ৩০
ত্বং মদোদর সম্ভূত ইতি লোকান্ বিড়ম্বসে ।
ভক্তেষু পরবশ্যং তে দৃষ্টং মেঽদ্য রঘূত্তম ॥ ৩১
সংসারসাগরে মগ্না পতিপুত্রধনাদিষু ।
ভ্রমামি মায়য়া তেঽদ্য পাদমূলমুপাগতা ॥৩২
দেব ত্বদ্রূপমেতন্মে সদা তিষ্ঠতু মানসে ।

কর না ; কারণ, তুমি নির্ব্বিকার অক্ষর পুরুষ ('অকুর্ব্বন্ সর্ব্বকৃচ্ছুদ্ধস্তিষ্ঠন্নত্যেতি ধাবতঃ। মায়য়া সর্ব্বশক্তিত্বাদজঃ স বহুধা মতঃ।') ॥ ২৮

নির্ব্বিকারের কারণ বলিতেছেন,—স্বয়ং শ্রুতি তোমাকে অপ্রাণ, অমনাঃ অর্থাৎ প্রাণাদিশূন্য, অতএব শুদ্ধ—রাগাদিদোষ-রহিত ('দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোঽক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ' ইতি শ্রুতেঃ।), সকল প্রাণীতেই সমদৃষ্টিসম্পন্ন—শত্রুমিত্রবিবেকশূন্য কিংবা রাগ-দ্বেষ-রহিত। সর্ব্বভূতে অবস্থান করিলেও তুমি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত চিত্তব্যক্তিগণের দ্বারা লক্ষিত হও না জ্ঞানবেদ্য তোমাকে সামান্য চর্ম্মচক্ষু বা চক্ষু ইন্দ্রিয় কিভাবে দর্শন করিবে ? (যেরূপ দুগ্ধের যে শুভ্র রূপ, তাহাই চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু দুগ্ধের মাধুর্য্য গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরে বিরাজমান তোমাকে চক্ষু দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু তপঃস্বাধ্যায়-গুরুকৃপালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তোমার তত্ত্ব বুঝা যায়।) কিন্তু যাঁহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল, তাঁহাদের নিকট তুমি সদা প্রকাশিত হও ; কারণ, তাঁহাদের সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্ফুরণ হয়। ('সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতেঃ)। আমি কিন্তু তোমার উদরে ব্রহ্মাণ্ডসকল পরমাণুর ন্যায় দর্শন করিতেছি (ইহা তোমার অপার করুণা) ॥ ২৯-৩০

তুমি আমার উদর হইতে সঞ্জাত হইয়াছ, ইহার দ্বারা লোক-সকলকে তুমি বঞ্চনা করিতেছ—সেইজন্য তোমার প্রকৃত স্বরূপ তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। রঘূত্তম! আজ আমি যে তোমাকে দর্শন করিতেছি, তাহা ভক্তগণের প্রতি তোমার পরাধীনতা ('অহং ভক্তপরাধীনো ন স্বতন্ত্রঃ কদাচন' ইতি লক্ষণাৎ) অর্থাৎ তুমি নিজের ভক্তবশ্যতা দেখাইবার জন্য আমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছ ॥ ৩১

আবৃণোতু ন মাং মায়া তব বিশ্ববিমোহিনী ॥ ৩৩
উপসংহর বিশ্বাত্মন্নেতদ্রূপমলৌকিকম্ ।
দর্শয়স্ব মহানন্দ বালভাবং সুকোমলম্ ।
ললিতালিঙ্গনালাপৈস্তরিষ্যাম্যুৎকটং তমঃ ॥ ৩৪
শ্রীভগবানুবাচ ।
যদ্ যদিষ্টং তবাস্ত্যম্ব তত্তদ্ ভবতু নান্যথা ॥ ৩৫
অহন্তু ব্রহ্মণা পূর্বং ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে ।
প্রার্থিতো রাবণং হন্তুং মানুষত্বমুপাগতঃ ॥ ৩৬
ত্বয়া দশরথেনাহং তপসারাধিতঃ পুরা ;
মৎপুত্রত্বাভিকাঙ্ক্ষিণ্যা তথা কৃতমনিন্দিতে ॥ ৩৭

মায়ার দ্বারা মোহিতা আমি পতি, পুত্র ও ধনাদিতে আসক্ত হইয়া এই সংসাররূপ সাগরে নিমগ্না হইয়াছি এবং সতত ভ্রমণ করিতেছি অর্থাৎ জনন-মরণাদিচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া যাতায়াত করিতেছি, সেই কারণে আজ আমি তোমার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি—পাদপদ্মের শরণগ্রহণ করিয়াছি ॥ ৩২

দেব ! এই যে তোমার রূপ আজ আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা সর্ব্বদা আমার মানসে অঙ্কিত হইয়া থাকুক। আর তোমার এই যে বিশ্ববিমোহিনী মায়া অর্থাৎ অঘটনঘটনপটীয়সী প্রকৃতিরূপা ('মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ' ইতি শ্রুতেঃ) মায়া আমাকে যেন আবৃত করিতে না পারে ॥ ৩৩

হে বিশ্বাত্মন্! তোমার এই অলৌকিক অর্থাৎ লোকাতিগ (—কোনও ব্যক্তি যাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না) রূপ সংবরণ কর। সুকোমল অর্থাৎ অনায়াসেই যাহাকে অনুভব করা যায় এবং যাহা হইতে সর্ব্বাতিশয় আনন্দলাভ হয়, সেই বালভাব দেখাও ; তাহা হইলেই তোমার অতি মনোরম আলিঙ্গন ও নানাবিধ আলাপের দ্বারা আমি ভয়ঙ্কর তমোরাশি অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব ॥ ৩৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—মাতঃ! তোমার যাহা যাহা অভিরুচি, অন্যথা না হইয়া তৎসমস্তই তোমার পূর্ণ হউক ॥ ৩৫

পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই পৃথিবীর ভারাপনোদনের জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করে, আমি তাহারই প্রার্থনায় রাবণকে বধ করিবার জন্য এই মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছি ॥ ৩৬

অনিন্দিতে জননি! পূর্ব্বে দশরথের সহিত তুমি তপস্যা করিয়া আমার আরাধনা করিয়াছিলে। তখন তুমি কামনা করিয়াছিলে যে, আমি যেন তোমার পুত্র হই। আজ আমি তোমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম ॥ ৩৭

রূপমেতৎ ত্বয়া দৃষ্টং প্রাক্তনং তপসঃ ফলম্।
মদ্দর্শনং বিমোক্ষায় কল্পতে হ্যন্যদুর্লভম্ ॥ ৩৮

সংবাদমাবয়োর্যস্তু পঠেদ্ বা শৃণুয়াদপি।
স যাতি মম সারূপ্যং মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ ॥ ৩৯

ইত্যুক্ত্বা মাতরং রামো বালো ভূত্বা রুরোদ হ।
বালত্বেঽপীন্দ্রনীলাভো বিশালাক্ষোঽতিসুন্দরঃ ॥ ৪০

বালারুণপ্রতীকাশো লালিতাখিললোকপঃ ॥ ৪১

অথ রাজা দশরথঃ শ্রুত্বা পুত্রভবোৎসবম্।
আনন্দার্ণবমগ্নোঽসাবাযযৌ গুরুণা সহ ॥ ৪২

রামং রাজীবপত্রাক্ষং দৃষ্ট্বা হর্ষাশ্রুসংপ্লুতঃ।
গুরুণা জাতকর্মাণি কর্ত্তব্যানি চকার সঃ ॥ ৪৩

কৈকেয়ী চাথ ভরতমসূত কমলেক্ষণম্।
সুমিত্রায়াং যমৌ জাতৌ পূর্ণেন্দুসদৃশাননৌ ॥ ৪৪

তদা গ্রামসহস্রাণি ব্রাহ্মণেভ্যো মুদা দদৌ।
সুবর্ণানি চ রত্নানি বাসাংসি সুরভীঃ শুভাঃ ॥ ৪৫

যস্মিন্ রমন্তে মুনয়োঽবিদ্যাজ্ঞানবিপ্লবে।
তং গুরুঃ প্রাহ রামেতি রমণাদ্ রাম ইত্যপি ॥ ৪৬

ভরণাদ্ ভরতো নাম লক্ষ্মণং লক্ষণান্বিতম্
শত্রুঘ্নং শত্রুহন্তারমেবং গুরুরভাষত ॥ ৪৭

লক্ষ্মণো রামচন্দ্রেণ শত্রুঘ্নো ভরতেন চ।
দ্বন্দ্বীভূয় চরন্তৌ তৌ পায়সাংশানুসারতঃ ॥ ৪৮

রামস্তু লক্ষ্মণেনাথ বিচরন্ বাললীলয়া।
রময়ামাস পিতরৌ চেষ্টিতৈর্মুগ্ধভাষিতৈঃ ॥ ৪৯

এখন তুমি আমার এই যে রূপ দর্শন করিতেছ, ইহা তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত তপস্যার ফল। অন্যের অর্থাৎ ভক্ত ব্যতীত অন্য ব্যক্তির যাহা দুর্লভ, সেই আমার দর্শন মোক্ষদান অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-বন্ধন প্রভৃতি হইতে মুক্তি দান করিয়া বিষ্ণুসাযুজ্য দান করিতে সমর্থ। ৩৮

আমাদের এই উভয়ের সংবাদ অর্থাৎ পারস্পরিক আলাপ যে ব্যক্তি পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুকালে আমার স্মৃতি লাভ করে। ৩৯

রাম মাতা কৌশল্যাকে এই কথা বলিয়া বালকরূপ ধারণ করত রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি তখন বালক হইলেও ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় অঙ্গকান্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার লোচনদ্বয় বিশাল ছিল এবং তিনি অতিসুন্দর ছিলেন। ৪০

নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় তিনি নির্ম্মল ও শান্তপ্রভ ছিলেন এবং রাবণাদি দেবশত্রুগণের বিনাশসাধন করিয়া তিনি সমস্ত ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালগণের সন্তোষবিধান করিয়াছিলেন। ৪১

অনন্তর রাজা দশরথ পুত্রের জন্মোৎসবের কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং গুরু বশিষ্ঠদেবের সহিত তথায় আগমন করিলেন। ৪২

তারপর পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামকে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুত হইলেন এবং তিনি গুরুদেবের দ্বারা নবজাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি করণীয় সংস্কারকর্ম্মসকল সম্পাদিত করিলেন। ৪৩

তাহার পর কৈকেয়ী কমললোচন ভরতকে প্রসব করিলেন এবং পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মনোহরবদন দুই পুত্র সুমিত্রাদেবীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইলেন। ৪৪

সেই সময় রাজা দশরথ আনন্দসহকারে ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গ্রাম দান করিলেন এবং সুবর্ণ, রত্ন ও বস্ত্রসকল এবং সুখে দোহনযোগ্যা দুগ্ধবতী বহু ধেনু প্রদান করিলেন। ৪৫

মুনিগণ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞাননাশ হইলে পর যাঁহাতে রমণ করেন, তাঁহাকে গুরু বশিষ্ঠদেব 'রাম' এই কথা বলিলেন অর্থাৎ তাঁহার 'রাম' এই নাম রাখিলেন। রমণহেতু অর্থাৎ ভক্তগণকে আনন্দদান করেন বলিয়া বা যোগিগণকে আনন্দমগ্ন করিয়া রাখেন বলিয়া কিংবা সকলেরই পরমানন্দের হেতু বলিয়া ইঁহাকে 'রাম' বলা হয়। ৪৬

ভরণ অর্থাৎ ধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া ভরত, সমস্ত সু-লক্ষণসমূহে যুক্ত বলিয়া 'লক্ষ্মণ' এবং শত্রুকে হত্যা করেন বলিয়া 'শত্রুঘ্ন', অন্য তিন বালকের এই তিন নাম গুরু বশিষ্ঠদেব রাখিলেন। ৪৭

পায়সের বিভাগ অনুসারে অর্থাৎ রাজা দশরথ হোমের চরু দুই ভাগ করিয়া কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে প্রদান করেন। তারপর সুমিত্রাদেবী আসিয়া পুত্রকামনা করিলে কৌশল্যাদেবী নিজ অংশ হইতে অর্দ্ধেক (সম্পূর্ণ চরু অর্থাৎ ষোল আনা চরুকে অর্দ্ধেক করিয়া আট আনা আট আনা করিয়া, আট আনা কৌশল্যাকে এবং আট আনা কৈকেয়ীকে প্রদান করা হয়, সেই আট আনা চরু অর্দ্ধেক করিয়া অর্থাৎ চার আনা চার আনা করিয়া এক ভাগ—চার আনা ভাগ) সুমিত্রাকে দান করেন। এইভাবে কৈকেয়ীও নিজ ভাগ হইতে অর্দ্ধেক সুমিত্রাকে দান করেন, এইভাবে ভাগানুসারে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সহিত এবং শত্রুঘ্ন ভরতের সহিত যুগ্মভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪৮

তারপর রাম লক্ষ্মণের সহিত বাল্যক্রীড়া সহকারে বিচরণ

ভালে স্বর্ণময়াশ্বত্থ-পর্ণমুক্তাফলপ্রভম্ ।
কণ্ঠে রত্নমণিব্রাতমধ্যদ্বীপিনখাঞ্চিতম্ ॥ ৫০
কর্ণয়োঃ স্বর্ণসম্পন্নরত্নার্জুনচলালকম্ ।
শিঞ্জানমণিমঞ্জীরকটিসূত্রাঙ্গদৈর্বৃতম্ ॥ ৫১
স্মিতবক্ত্রাল্পদশনমিন্দ্রনীলমণিপ্রভম্ ।
অঙ্গনে রিঙ্গমাণং তং তর্ণকাননু সর্বতঃ ॥ ৫২
দৃষ্ট্বা দশরথো রাজা কৌশল্যা মুমুদে তদা ।
ভোক্ষ্যমাণো দশরথো রামমেহীতি চাসকৃৎ ॥ ৫৩
আহ্বয়ত্যতি হার্দেন প্রেম্না নায়াতি লীলয়া ।
আনয়েতি চ কৌশল্যামাহ সা সস্মিতা সুতম্ ॥ ৫৪
ধাবত্যপি ন শক্নোতি স্প্রষ্টুং যোগিমনোঽগতিম্ ।
প্রহসন্ স্বয়মায়াতি কর্দমাঙ্কিতপাণিনা ॥ ৫৫
কিঞ্চিদ্ গৃহীত্বা কবলং পুনরেব পলায়তে ।
কৌশল্যা জননী তস্য মাসি মাসি প্রকুর্বতী ॥ ৫৬

বায়নানি বিচিত্রাণি সমলঙ্কৃত্য রাঘবম্ ।
অপূপান্ মোদকান্ কৃত্বা কর্ণশষ্কুলিকাস্তথা ॥ ৫৭
কর্ণপূরাংশ্চ বিবিধান্ বর্ষবৃদ্ধৌ চ বায়নম্ ।
গৃহকৃত্যং তয়া ত্যক্তং তস্য চাপল্যকারণাৎ ॥ ৫৮
একদা রঘুনাথোঽসৌ গত্বা মাতরমন্তিকে ।
ভোজনং দেহি মে মাতর্ন শ্রুতং কার্যসক্তয়া ॥ ৫৯
ততঃ ক্রোধেন ভাণ্ডানি লগুড়েনাহনত্তদা ।
শিক্যস্থং পাতয়ামাস গব্যঞ্চ নবনীতকম্ ॥ ৬০
লক্ষ্মণায় দদৌ রামো ভরতায় যথাক্রমম্ ।
শত্রুঘ্নায় দদৌ পশ্চাদ্দধি দুগ্ধং তথৈব চ ॥ ৬১
সূদেন কথিতং মাত্রে হাস্যং কৃত্বা প্রধাবতি ।
আগতাং তাং বিলোক্যাথ ততঃ সর্বৈঃ পলায়িতম্ ॥ ৬২
কৌশল্যা ধাবমানাঽপি প্রস্খলন্তী পদে পদে ।
রঘুনাথং করে ধৃত্বা কিঞ্চিন্নোবাচ ভাবিনি ॥ ৬৩

করিতে করিতে নিজেদের নানা উদ্যোগ ও সুন্দর আলাপ আলোচনায় পিতা-মাতাকে প্রীতিদান করিতে লাগিলেন । ৪৯

এই সময় রামের শ্রীঅঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার ছিল । তাঁহার ললাটে স্বর্ণনির্ম্মিত অশ্বত্থপত্র এবং তাহার প্রান্তভাগে মনোহর মুক্তাফলরাজি শোভা পাইতেছিল । কণ্ঠে রত্ন ও মণিসমূহ গ্রথিত ব্যাঘ্রনখের চিহ্নযুক্ত হার ছিল । ৫০

দুই কর্ণে স্বর্ণাঢ্য রত্নসমূহে শুভ্রবর্ণ চঞ্চল চূর্ণকুন্তলশোভা পাইতেছে এবং শব্দায়মান মণিখচিত মঞ্জীর (নূপুর), কটিসূত্র ও অঙ্গদ তাঁহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে । ৫১

ঈষৎ হাসিতে সুললিত ও অল্প দন্তযুক্ত যাঁহার বদন এবং ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ, সেই শ্রীরাম অঙ্গনে গোবৎসগণের পুচ্ছ ধরিয়া বালসুলভ ক্রীড়া করিতেছিলেন । ৫২

তখন রাজা দশরথ ও মাতা কৌশল্যাদেবী রামকে এইভাবে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন । তারপর দশরথ ভোজন করিবার জন্য 'রাম ! এস' এই কথা বলিয়া বার বার অতিশয় স্নেহ ও প্রেমের সহিত আহ্বান করিলেও রাম খেলায় মত্ত ছিলেন বলিয়া যখন আসিলেন না, তখন দশরথ কৌশল্যাকে বলিলেন, —রামকে আনয়ন কর । ইহাতে কৌশল্যাদেবী ঈষৎ হাস্যমুখে পুত্রকে আনিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেও যোগিগণের মন যাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, সেই রামকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইলেন না । তখন রাম হাস্য করিতে করিতে স্বয়ংই কর্দমলিপ্ত হস্তে আসিলেন । ৫৩-৫৫

কিছু গ্রাস অন্ন ভোজনের পর পুনরায় তিনি পলায়ন করিলেন । মাতা কৌশল্যা রঘুবংশধর রামকে বেশভূষায় সর্ব্বদা ভূষিত করিয়া রাখিতেন । তিনি পুত্রের কল্যাণকামনায় মাসে মাসে নানাবিধ পিষ্টক, মোদক কর্ণশষ্কুলিকা ও কর্ণপূরাদি খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া সধবা স্ত্রীগণকে ভোজন করাইতেন । এইরকম বর্ষারম্ভদিনেও ভক্ষ্য বিশেষ প্রদান করিতেন । রামের বালসুলভ চঞ্চলতার জন্য কৌশল্যাকে সমস্ত গৃহকর্ম্মই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল । ৫৬-৫৮

একদিন এই রঘুনাথ মাতা কৌশল্যার নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন—মাতঃ ! ভোজন দান কর অর্থাৎ খাইতে দাও ; কিন্তু মাতা অন্য কার্য্যে আসক্ত থাকায় রামের এই কথা শুনিতে পান নাই । ৫৯

তখন রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া লাঠির দ্বারা খাদ্যভাণ্ডে আঘাত করিলেন এবং শিকায় স্থিত দধি, দুগ্ধ ও নবনীত ভূতলে পাতিত করিলেন । ৬০

রাম তাহা গ্রহণ করত লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে প্রদান করিলেন । পরে স্বয়ং সেই দধি ও দুগ্ধ ভোজন করিলেন । ৬১

গৃহের পাচক সেই কথা মাতার নিকট বলিলে তিনি সহাস্য-বদনে ধাবিত হইলেন এবং তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলেই পলায়ন করিলেন । ৬২

সদ্ভাববতী কৌশল্যা পাদস্খলন হইতে থাকিলেও ছুটিয়া

বালভাবং সমাশ্রিত্য মন্দং মন্দং রুরোদ হ ।
তে সর্বে লালিতা মাত্রা গাঢ়মালিঙ্গ্য যত্নতঃ ॥ ৬৪
এবমানন্দসন্দোহজগদানন্দকারকঃ ।
মায়াবালবপুর্ধৃত্বা রময়ামাস দম্পতী ॥ ৬৫
অথ কালেন তে সর্বে কৌমারং প্রতিপেদিরে ।
উপনীতা বশিষ্ঠেন সর্ববিদ্যাবিশারদাঃ ॥ ৬৬
ধনুর্বেদে চ নিরতাঃ সর্বশাস্ত্রার্থবেদিনঃ ।
বভূবুর্জগতাং নাথা লীলয়া নররূপিণঃ ॥৬৭
লক্ষ্মণস্তু সদা রামমনুগচ্ছতি সাদরম্ ।
সেব্যসেবকভাবেন শত্রুঘ্নো ভরতং তথা ॥ ৬৮
রামশ্চাপধরো নিত্যং তূণীবাণান্বিতঃ প্রভুঃ ।
অশ্বারূঢ়ো বনং যাতি মৃগয়ায়ৈ সলক্ষ্মণঃ ॥ ৬৯
হত্বাহত্বস্টমৃগান্ বন্যান্ পিত্রে সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥৭০
প্রাতরুত্থায় সুস্নাতঃ পিতরাবভিবাদ্য চ ।
পৌরকার্য্যাণি সর্বাণি করোতি বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৭১ ।
বন্ধুভিঃ সহিতো নিত্যং ভুক্ত্বা মুনিভিরন্বহম্ ।
ধর্ম্মশাস্ত্ররহস্যানি শৃণোতি ব্যাকরোত্যপি ॥ ৭২
এবং পরাত্মা মনুজাবতারো
মনুষ্যলোকাননুসৃত্য সর্বান্ ।
চক্রেহবিকারী পরিণামহীনো
বিচার্য্যমাণো ন করোতি কিঞ্চিৎ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
আদিকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩

যাইয়া রঘুনাথকে হস্তে ধারণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না ৷ ৬৩

তখন রাম বালস্বভাব অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে রোদন করিতে লাগিলেন। ইহাতে মাতা কৌশল্যা সযত্নে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া সান্ত্বনাদান করিলেন ৷ ৬৪

বহুবিধ আনন্দসমূহের দ্বারা নিখিল প্রাণীর আনন্দবিধায়ক রাম মায়াবলে মনুষ্যদেহ ধারণ করত রাজদম্পতী দশরথ এবং কৌশল্যাকে আনন্দদান করিতে লাগিলেন ৷ ৬৫

তারপর কালক্রমে তাঁহারা কৌমার অবস্থা* পাঁচ বৎসরের অধিক বয়স প্রাপ্ত হইলেন। তখন বশিষ্ঠদেব সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ কুমারগণের উপনয়ন সংস্কার করিলেন। (এস্থলে সংশয় হইতে পারে যে, "গর্ভাষ্টমেহষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্। গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাৎ তু দ্বাদশে বিশঃ" ৷ —মনু০২।৩৬ এই মনুবাক্যানুসারে একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন প্রাপ্ত, তাহা হইলে পাঁচ বৎসরের পর ষষ্ঠে বর্ষে রামের উপনয়ন কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইল না? এই সংশয় নিরসনের জন্য মনুর আর একটি বিশেষ বাক্য স্মরণ করিতে হইবে—"ব্রহ্মবর্চসকামেন কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে। রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোহষ্টমে" ৷ মনু ০২।৩৭ মনুর বিশেষ বচনে বলার্থী হইয়া রামাদির ষষ্ঠবর্ষে উপনয়ন শাস্ত্রসম্মতই হইয়াছে ৷) ৬৬

তারপর ধনুর্বিদ্যা শিক্ষায় নিরত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন সমস্ত শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলেন। এইভাবে তাঁহারা লীলাচ্ছলে নররূপ ধারণ করিয়া জগতের রক্ষক হইলেন ৷ ৬৭

লক্ষ্মণ সর্ব্বদাই পরমাদরে রামের অনুগামী হইলেন। (পায়সবিভাগানুসারে লক্ষ্মণ রামানুচর হইবেন ।) এবং শত্রুঘ্নও সেবক ভাবে সেব্য ভরতের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। (পায়সবিভাগানুসারে শত্রুঘ্ন ভরতানুচর হইবেন ।) ৬৮

প্রভু রাম প্রত্যহ ধনুর্ধারী হইয়া তূণ ও বাণ গ্রহণ করত অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়া করিবার জন্য লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন করেন ৷ ৬৯

তথায় বনজাত যজ্ঞকর্ম্মোপযোগী মৃগগণকে বধ করিয়া আনিয়া সমস্তই পিতাকে প্রদান করিতেন ৷ ৭০

রামচন্দ্র প্রত্যহ প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া স্নান করত পিতা ও মাতাকে প্রণাম করিয়া বিনয়সহকারে পৌরকার্য্যসকল সম্পন্ন করিতেন ৷ ৭১

বন্ধুদিগের সহিত নিত্য একসঙ্গে ভোজন করিতেন এবং মুনিগণের সহিত প্রতিদিন ধর্ম্মশাস্ত্রের গোপনীয় তত্ত্ব শ্রবণ করিতেন ও তদ্বিষয়ে বিবিধ আলোচনা করিতেন ৷ ৭২

অবিকারী পরিণামহীন পরমাত্মা রাম এইরূপে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যলোকের অনুকরণ করত সব কিছুই করিতে লাগিলেন ; কিন্তু এই বিষয়ে যথাযথভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি স্বয়ং কিছুই করেন না ৷ ৭৩

---

* কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি ।
কৈশোরমাপঞ্চদশ যৌবনন্তু ততঃ পরম্ ৷

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে আদিকাণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[দশরথসমীপে বিশ্বামিত্রস্যাগমনম্, রাম-লক্ষ্মণৌ নীত্বা যজ্ঞরক্ষার্থং তস্য গমনম্, বিশ্বামিত্রেণ রামায় বলাতিবলানাম বিদ্যাদানম্, তাড়কাবধশ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ :

কদাচিৎ কৌশিকোঽভ্যায়াদযোধ্যাং জ্বলনপ্রভঃ।
দ্রষ্টুং রামং পরাত্মানং জাতং জ্ঞাত্বা স্বমায়য়া ॥ ১

দৃষ্ট্বা দশরথো রাজা প্রত্যুত্থায়াচিরেণ তু।
বশিষ্ঠেন সমাগম্য পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ২

প্রত্যুবাচ মুনিং রাজা প্রাঞ্জলির্ভক্তিনম্রধীঃ।
কৃতার্থোঽস্মি মুনীন্দ্রাহং ত্বদাগমনকারণাৎ ॥ ৩

ত্বদ্বিধা যদ্ গৃহং যান্তি তত্রৈবায়ান্তি সম্পদঃ ॥ ৪
যদর্থমাগতোঽসি ত্বং ব্রূহি সত্যং করোমি তৎ।
বিশ্বামিত্রোঽপি তং প্রীতঃ প্রত্যুবাচ মহামতিঃ ॥৫

অহং পর্বণি সংপ্রাপ্তে ইষ্ট্বা যষ্টুং সুরান্ পিতৄন্।
যদারভে তদা দৈত্যা বিঘ্নং কুর্বন্তি নিত্যশঃ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ পরে চানুচরাস্তয়োঃ ॥৬

অতস্তয়োর্বধার্থায় জ্যেষ্ঠং রামং প্রযচ্ছ মে।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা তব শ্রেয়ো ভবিষ্যতি।
বশিষ্ঠেন সহামন্ত্র্য দীয়তাং যদি রোচতে ॥ ৭

পপ্রচ্ছ গুরুমেকান্তে রাজা চিন্তাপরায়ণঃ।
কিং করোমি গুরো রামং ত্যক্তুং নোৎসহতে মনঃ ॥ ৮

বহুবর্ষসহস্রান্তে কষ্টেনোৎপাদিতাঃ সুতাঃ।
চত্বারো মম তুল্যাস্তে তেষাং রামোঽতিবল্লভঃ ॥ ৯

চতুর্থ অধ্যায়।

[দশরথের নিকট বিশ্বামিত্রের আগমন, রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া যজ্ঞ রক্ষার জন্য তাঁহার গমন, বিশ্বামিত্র কর্তৃক রামকে বলা ও অতিবলা নামক দুইটি বিদ্যাদান এবং তাড়কাবধ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—তারপর কোনও এক সময়ে অগ্নিতুল্য তেজস্বী গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র 'পরমাত্মা ('রামঃ পরাত্মা প্রকৃতেরনাদিঃ' ইতি বাক্যাৎ) রাম নিজ মায়াবলে মনুষ্যলোকে আবির্ভূত হইয়াছেন ইহা জানিয়া তাঁহাকে দর্শন* করিবার জন্য অযোধ্যায় শুভাগমন করিলেন। ১

রাজা দশরথ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সত্বর গাত্রোত্থান করত বশিষ্ঠের সহিত নিকটে আসিয়া মুনি বিশ্বামিত্রকে বিধানানুসারে পূজা করিয়া রাজা ভক্তিভরে নম্রভাব অবলম্বনপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার শুভাগমনানিমিত্ত আমি কৃতার্থ হইলাম। ২-৩

আপনার ন্যায় মহাত্মগণ যাহার গৃহে গমন করেন, তাঁহারই গৃহে সমস্ত সম্পৎ (ধনসম্পৎ ও যোগসম্পৎ—উভয় সম্পৎকে বুঝাইবার জন্য এ স্থলে বহুবচনে সম্পৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।) শুভাগমন করিয়া থাকে। ৪

মহাত্মন্! আপনি যাহার জন্য এস্থানে শুভাগমন করিয়াছেন, তাহা বলুন। আমি তাহা যথার্থই নিষ্পাদন করিব। তখন মহামতি বিশ্বামিত্রও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৫

রাজন্! পর্বকাল(১) উপস্থিত হইলে পর যখন যজ্ঞের

* বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়, বিশ্বামিত্র দশরথকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন,—

'এতস্মিন্নেব কালে তু বিশ্বামিত্র ইতি শ্রুতঃ।
মহর্ষিরভ্যগাদ্ দ্রষ্টুমযোধ্যায়াং নরাধিপম্ ॥' ২।২।১

(১) চতুর্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবি-সংক্রান্তিরেব চ'।
বিষ্ণুপুরাণ ১১।১১৫

যারা দেবতা ও পিতৃগণের(২) আরাধনা আরম্ভ করি, তখন দৈত্যদল অর্থাৎ দৈত্য ও রাক্ষসগণ আসিয়া প্রতিনিয়তই বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ঐ দলে মারীচ, সুবাহু ও তাহাদের অনুচরবর্গই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ৬

অতএব অনুচরবর্গের সহিত মারীচ ও সুবাহুকে বধ করিবার জন্য ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত রামকে আমায় প্রদান কর। ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। এ বিষয়ে বশিষ্ঠের সহিত পরামর্শ করিয়া যদি অভিরুচি হয়, তবে লক্ষ্মণের সহিত রামকে প্রদান কর। ৭

ইহাতে রাজা দশরথ বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়া নির্জনে গুরু বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরো! আমি কি করিব? রামকে পরিত্যাগ করিতে আমার মন চাহিতেছে না। ৮

বহুবর্ষসহস্র(৩) অতিবাহিত হইলে পর অতি কষ্টে চারিটি

(২) পর্বকালে পিতৃযজ্ঞে অধিক ফল লাভ হয়। যথা ব্রহ্মপুরাণে—

'নিত্যং দ্বয়োরয়নয়োর্নিত্যং বিষুবতোর্দ্বয়োঃ।
চন্দ্রার্কয়োর্গ্রহণয়োর্ব্যতীপাতেষু পর্বসু ॥
অহোরাত্রোষিতঃ স্নানং শ্রাদ্ধং দানং তথা জপম্।
যঃ করোতি প্রসন্নাত্মা তস্য স্যাদক্ষয়ং তৎ' ॥

(৩) বহুবর্ষসহস্রান্ত—এই স্থলে বর্ষসংখ্যা দেওয়া নেই, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণাদিতে তাহা আছে। সেই পাঠ আবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যভেদে ভিন্ন দেখা যায়; যথা—পাশ্চাত্যে—"ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম কৌশিক"। ১।২০।১০ "কৃচ্ছ্রেণোৎপাদিতশ্চায়ং ন রামং নেতুমর্হসি"। ১।২০।১১। প্রাচ্যে—'নব বর্ষসহস্রাণি মম জাতস্য সাম্প্রতম্' ১।২৩।৯। 'নববর্ষসহস্রাণি ব্যতীতানি মমায়ুষঃ। রামায়ণমঞ্জরী। ১।৯১। সুতরাং এরূপ স্থলে কোন্ মত গ্রহণীয়? আমার মতে প্রাচ্য মত; কারণ ত্রেতাযুগে মানুষের আয়ুর পরিমাণ ১০ হাজার বৎসর। অতএব 'নব বর্ষসহস্রাণি' এই বাক্য যথার্থ।

রামশ্চিতো গচ্ছতি চেন্ন জীবামি কথঞ্চন।
প্রত্যাখ্যাতো যদি মুনিঃ শাপং দাস্যত্যসংশয়ম্ ॥১০
কথং শ্রেয়ো ভবেন্মহ্যমসত্যঞ্চাপি ন স্পৃশেৎ ॥১১

বশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু রাজন্ দেবগুহ্যং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।
রামো ন মনুষ্যো জাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ১২
ভূমের্ভারাবতারায় ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা।
স এব জাতো ভগবান্ কৌশল্যায়াং তবানঘ ॥ ১৩
ত্বন্তু প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং কশ্যপো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
কৌশল্যা চাদিতিঃ পূর্ব্বং দেবমাতা যশস্বিনী ॥১৪
ভবন্তৌ তপ উগ্রং বৈ তেপাতে বহুবৎসরম্।
অগ্রাম্যবিষয়ৌ বিষ্ণুপূজাধ্যানৈকতৎপরৌ ॥ ১৫

পুত্র উৎপাদিত হইয়াছে। আমার এই পুত্রগণ সকলেই তুল্য-গুণশালী; তাহাদের মধ্যে রাম আবার আমার অতিপ্রিয়। ৯

রাম যদি এস্থান হইতে যায়, তাহা হইলে আমি কোনরূপেই জীবিত থাকিতে পারিব না। আবার মুনি বিশ্বামিত্র যদি প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া যান, তবে তিনি যে শাপদান করিবেন এ বিষয়ে আমার কোনও সংশয় নাই। ১০

হে গুরো! অতএব আমার কিভাবে মঙ্গল হইবে এবং মিথ্যাও আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, এবিষয়ে আপনি উপদেশ করুন। ১১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজন্! দেবগণের অপ্রকাশ্য, অতএব গোপনীয় তথ্য যত্নসহকারে শ্রবণ কর। রাম মানুষ নন, স্বয়ং সনাতন পরমাত্মা নরাকারে রামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ১২

পৃথিবীর ভারলাঘবের জন্য পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াছিলেন। নিষ্পাপ ভূপাল! সেই ভগবান্ নারায়ণই কৌশল্যার গর্ভে তোমার পুত্ররূপে উদ্ভূত হইয়াছেন। ১৩

তুমি ত' ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি কশ্যপ ছিলে এবং এই কৌশল্যা পূর্ব্বে দেবমাতা যশস্বিনী অদিতি ছিল। (এস্থলে সংশয় হইতে পারে যে, কশ্যপ মরীচির পুত্র, তবে কেন এখানে ব্রহ্মার পুত্র বলা হইল? ব্রহ্মপুত্রকথন উপচারবশতঃ বুঝিতে হইবে। অথবা "নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ"। এই হরিবংশ প্রভৃতির মতে মরীচি প্রভৃতিকেও ব্রহ্মা বলা হইয়াছে, অতএব ব্রহ্মরূপী মরীচির পুত্র—এই অর্থগ্রহণ করিলে কোন সংশয় থাকিবে না।) ১৪

তোমরা উভয়ে বহু বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলে। গ্রাম্য বিষয় সম্ভোগ না করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পূজা ও ধ্যানেই তোমরা আসক্ত ছিলে। ১৫

তদা প্রসন্নো ভগবান্ বরদো ভক্তবৎসলঃ।
বৃণীষ্ব বরমিত্যুক্তো ত্বং মে পুত্রো ভবানঘ ॥১৬
ইতি ত্বয়া যাচিতো বৈ ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
তথেত্যুক্ত্বাদ্য পুত্রস্তে জাতো রামঃ স এব হি ॥১৭
শেষস্তু লক্ষ্মণো রাজন্ রামমেবান্বপদ্যত।
জাতৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ শঙ্খচক্রে গদাভৃতঃ ॥ ১৮
যোগমায়াঽপি সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী।
বিশ্বামিত্রোঽপি রামায় তাং যোজয়িতুমাগতঃ ॥ ১৯
এতদ্ গুহ্যতমং রাজন্ ন বক্তব্যং কদাচন ॥ ২০
অতঃ প্রীতেন মনসা পূজয়িত্বাথ কৌশিকম্।
প্রেষয়স্ব রমানাথং রাঘবং সহলক্ষ্মণম্ ॥ ২১
বশিষ্ঠেনৈবমুক্তস্তু রাজা দশরথস্তদা।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মেনে প্রমুদিতান্তরঃ ॥ ২২

তখন তোমাদের এই কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া বরদাতা ভক্তবৎসল ভগবান্ বিষ্ণু 'বর প্রার্থনা কর' এই বলিয়াছিলেন। নিষ্পাপ রাজন্! সেই সময় তুমি 'তুমি আমার পুত্র হও' এই প্রার্থনা করিয়াছিলে। তখন ভূত-ভাবন (ভূতমাত্রের জনক—জগৎপিতা) ভগবান্ নারায়ণ 'তাহাই হইবে' এই কথা বলায়, সেই নারায়ণই আজ তোমার পুত্র রাম হইয়া জন্মপরিগ্রহণ করিয়াছেন। ১৬-১৭

রাজন্! লক্ষ্মণ শেষনাগ অর্থাৎ অনন্তদেব, (১) তিনি রামেরই তুল্য শক্তিশালী বলিয়া রামের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। আর এই ভরত ও শত্রুঘ্নরূপে শঙ্খ চক্র ও গদাধারী নারায়ণের চক্র ও গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ১৮

যোগমায়াও জনকনন্দিনী 'সীতা' এই নামে উদ্ভূতা হইয়াছেন। আর এই বিশ্বামিত্রও রামের সহিত সীতার সংযোগ সাধন করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। ১৯

রাজন্! ইহা অত্যন্ত গোপনীয় তত্ত্ব, সুতরাং কোথাও ইহা প্রকাশ করিবে না। ২০

অতএব প্রসন্ন মনে বিশ্বামিত্রের পূজা করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রঘুবংশভূষণ লক্ষ্মীপতি শ্রীরামচন্দ্রকে প্রেরণ করুন। ২১

বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে পর রাজা দশরথ তখন অন্তরে আনন্দিত হইয়া নিজেকে যেন কৃতকৃত্য বলিয়াই মনে করিলেন। ২২

(১) লক্ষ্মণাদির আবির্ভাব সম্বন্ধে পাদ্মে উত্তর খণ্ডে ২৪২ অধ্যায়ে দেখা যায়,—

"কৈকেয্যাং ভরতো জজ্ঞে পাঞ্চজন্যাংশচোদিতঃ।
সুমিত্রা জনয়ামাস লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
শত্রুঘ্নঞ্চ মহাভাগা দেবশত্রুপ্রতাপনম্।
অনন্তাংশেন সম্ভূতো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
সুদর্শনাংশঃ শত্রুঘ্নঃ শঙ্খোঽমিতবিক্রমঃ" ১৪-১৬

আহূয় রাম রামেতি লক্ষ্মণেতি চ সাদরম্ ।
আলিঙ্গ্য মূর্ধ্ন্যবঘ্রায় কৌশিকায় সমর্পয়ৎ ॥২৩
ততোঽতিহৃষ্টো ভগবান্ বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ।
আশীর্ভিরভিনন্দ্যাথ রাজানং রামলক্ষ্মণৌ ।
গৃহীত্বা চাপতূণীরবাণখড়্গধরৌ যযৌ ॥ ২৪
কিঞ্চিদ্দেশমতিক্রম্য রামমাহূয় ভক্তিতঃ ।
দদৌ বলাঞ্চাতিবলাং বিদ্যে দ্বে দেবনির্মিতে ।
যয়োর্গ্রহণমাত্রেণ ক্ষুৎক্ষামাদি ন জায়তে ॥২৫
তত উত্তীর্য গঙ্গাং তে তাড়কাবনমাগমন্ ।

তারপর 'রাম রাম' ও 'লক্ষ্মণ' এই বলিয়া সাদরে আহ্বান করত তাঁহাদের আলিঙ্গন করিয়া ও মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া বিশ্বামিত্রের নিকট সমর্পণ করিলেন । ২৩

অনন্তর প্রতাপশালী ভগবান্ বিশ্বামিত্র অতিশয় হৃষ্ট হইয়া আশীর্বাদদানে রাজা দশরথকে অভিনন্দিত করিয়া ধনু, তূণীর, বাণ ও খড়্গধারী রাম ও লক্ষ্মণকে গ্রহণ করত গমন করিলেন । ২৪

যাইতে যাইতে কিছু দেশ অতিক্রম করিয়া বিশ্বামিত্র ভক্তিভাবে রামকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে দেবসৃষ্টা বলা (শরীরের সামর্থ্য সম্পাদন করিয়া ইষ্টসাধিকা—'বলং দেহি তনূষু নঃ' ইতি মন্ত্রলিঙ্গাৎ।) এবং অতিবলা (সঙ্কল্পমাত্রেই ইষ্টজনিকা)—এই দুই বিদ্যা প্রদান করিলেন । যে বিদ্যা গ্রহণ করিবামাত্রই ক্ষুধা ও ক্ষাম (ক্ষামত্ব—দুর্বলতা, কৃশতা) প্রভৃতি (১) উৎপন্ন হয় না । ২৫

বিশ্বামিত্রস্তদা প্রাহ রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ২৬
অত্রাস্তি তাড়কা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী ।
বাধতে লোকমখিলং জহি তামবিচারয়ন্ ॥ ২৭
তথেতি ধনুরাদায় সগুণং রঘুনন্দনঃ
টঙ্কারমকরোৎ তেন শব্দেনাপূরয়ন্ বনম্ ॥ ২৮
তচ্ছ্রুত্বাঽসহমানা সা তাড়কা ঘোররূপিণী ।
ক্রোধসমূর্চ্ছিতা রামমভিদুদ্রাব মেঘবৎ ॥ ২৯
তামেকেন শরেণাশু তাড়য়ামাস বক্ষসি ।
পপাত বিপিনে ঘোরা বমন্তী রুধিরং মুহুঃ ॥ ৩০

তারপর তাঁহারা সকলে গঙ্গা (২) পার হইয়া তাড়কা রাক্ষসীর বনে উপস্থিত হইলেন । তখন বিশ্বামিত্র সত্যপরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন । ২৬

রাম ! এই বনে স্বেচ্ছায় নানারূপ ধারণ করিতে সমর্থা তাড়কানাম্নী এক রাক্ষসী আছে । সে সকল লোককে পীড়িত করে, অতএব তাকে বধ কর ; এ বিষয়ে 'সে স্ত্রীলোক, সুতরাং অবধ্যা' ; এরূপ কোন বিচার করিও না । (তুমি কেবল আমার আদেশ পালন কর, তাহা হইলেই তোমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে) । ২৭

তখন রঘুনন্দন রাম 'তথাস্তু' বলিয়া গুণযুক্ত ধনু গ্রহণ করত টঙ্কার ধ্বনি করিলেন, ইহাতে সেই শব্দে সম্পূর্ণ বনভূমি নিনাদিত হইয়া উঠিল । ২৮

ভয়ঙ্করী তাড়কারাক্ষসী সেই ধনুষ্টঙ্কার শব্দ শ্রবণ করিয়া উহা সহ্য করিতে পারিল না, তখন সে ক্রোধে মূর্চ্ছিতা হইয়া মেঘের ন্যায় কাল ও বিশাল আকার ধারণ করত রামের দিকে ধাবিত হইল । ২৯

সেই সময় রাম সত্বর তাহার বক্ষে একটি বাণে বিদ্ধ করিলেন, ইহাতে সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী পুনঃ পুনঃ রক্ত বমন করিতে করিতে গভীর বনমধ্যে পতিত হইল এবং প্রাণত্যাগ করিল । ৩০

(১) বাল্মীকি রামায়ণে এবিষয়ে দেখা যায়,—
"গৃহাণ দ্বে ইমে বিদ্যে বলামতিবলাং তথা ।
ন তে শ্রমো জরা বাভ্যাং ভবিতা নাঙ্গবৈকৃতম্ ।
ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ধর্ষয়িষ্যন্তি নৈঋর্তাঃ ।
ন চ তে সদৃশো রাম বীর্যেণান্যো ভবিষ্যতি ।
সদেব-নর-নাগেষু লোকেষ্বিহ পুমাংস্ত্রিষু ।
ন সৌভাগ্যে ন দাক্ষিণ্যে ন বুদ্ধি-শ্রুতি-পৌরুষে ।
নোত্তরে প্রতিপত্তব্যে তৎতুল্যো বা ভবিষ্যতি ।
এতদ্‌ বিদ্যাদ্বয়ং প্রাপ্য যশশ্চাব্যয়মাপ্স্যসি ।
বলামতিবলাঞ্চৈব জ্ঞান-বিজ্ঞানমাতরৌ ।
ক্ষুৎ-পিপাসে চ তে রাম নাত্যর্থং পীড়য়িষ্যতঃ ।
জয়শ্চ দুর্গ-কান্তারপ্রদেশেষ্বটবীষু চ ।
সারভাং ত্রিষু লোকেষু গমিষ্যসি চ রাঘব ।
১।২৫।১২-১৬

(২) বাল্মীকি-রামায়ণে কিন্তু গঙ্গাপার হওয়ার কথা নাই । সরযূ নদীর অনতিদূরে স্থিত কোনও এক দেবনদীর দর্শনমাত্র উল্লিখিত আছে । সেই দেবনদীর তীরে ঋষিদিগের আশ্রমসমূহ দর্শন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের কৌতূহল এবং সেই সবের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা । এস্থানেই কামাশ্রম দর্শন এবং মহর্ষি কর্তৃক তাহার সারাংশ বর্ণন অতঃপর সরযূ নদীর পারে গমন যথা,—'ততার সরিতং পুণ্যাং সরযূং বিমলোদকাম্' । ১।২৭।৪

ততোঽতিসুন্দরী যক্ষী সর্বাভরণভূষিতা ।
শাপাৎ পিশাচতাং প্রাপ্তা মুক্তা রামপ্রসাদতঃ ।
নত্বা রামং পরিক্রম্য গত্বা রামাজ্ঞয়া দিবম্ ॥ ৩১
ততোঽতিহৃষ্টঃ পরিরভ্য রামং
মূর্দ্ধ্যবঘ্রায় বিচিন্ত্য কিঞ্চিৎ ।
সর্বাস্ত্রজালং সরহস্যমন্ত্রং
প্রীত্যাঽভিরামায় দদৌ মুনীন্দ্রঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
আদিকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

তারপর সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা অতিশয় সুন্দরী যে যক্ষী শাপবশতঃ পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই যক্ষী রামের করুণায় মুক্ত হইয়া রামকে প্রদক্ষিণ করত প্রণাম করিয়া এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইল । ৩১

অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া রামকে আলিঙ্গন করত মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কিছু চিন্তাপূর্ব্বক রহস্য ও মন্ত্রের সহিত সর্ব্বাস্ত্রসমূহ প্রীতি সহকারে রামকে প্রদান করিলেন । ৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে আদিকাণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

[রামেণ রাক্ষসান্ হত্বা যজ্ঞস্য রক্ষা, অহল্যায়াঃ শাপমোচনম, তয়া চ শ্রীরামচন্দ্রস্য স্তুতিঃ ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

তত্র কামাশ্রমে রম্যে কাননে মুনিসঙ্কুলে ।
উষিত্বা রজনীমেকাং প্রভাতে প্রস্থিতাঃ শনৈঃ ।
সিদ্ধাশ্রমং গতাঃ সর্বে সিদ্ধ-চারণসেবিতম্ ॥ ১
বিশ্বামিত্রেণ সন্দিষ্টা মুনয়স্তন্নিবাসিনঃ ।
পূজাঞ্চ মহতীং চক্রু রাম-লক্ষ্মণয়োস্তদা ॥ ২
শ্রীরামঃ কৌশিকং প্রাহ মুনে দীক্ষা প্রবিশ্যতাম্
দর্শয়স্ব মহাভাগ কৃতস্তৌ রাক্ষসাধমৌ ॥ ৩
তথেত্যুক্ত্বা মুনির্যষ্টুমারেভে মুনিভিঃ সহ ॥ ৪
মধ্যাহ্নে দদৃশাতে তৌ রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বর্ষন্তৌ রুধিরাস্থিনী ॥ ৫
রামোঽপি ধনুরানম্য দ্বৌ বাণৌ সন্দধে সুধীঃ ।
আকর্ণান্তং সমাকৃষ্য বিসসর্জ তয়োঃ পৃথক্ ॥ ৬
তয়োরেকস্তু মারীচং ভ্রাময়ন্ শতযোজনম্ ।
পাতয়ামাস জলধৌ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৭

পঞ্চম অধ্যায় ।

[রাম কর্ত্তৃক রাক্ষস বধ করিয়া যজ্ঞ রক্ষা, অহল্যার শাপ-মোচন এবং তৎকর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের স্তব ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি ! তারপর সেই মুনিগণে পরিপূর্ণ রমণীয় বনে কামাশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন এবং তাঁহারা সকলে সিদ্ধ ও চারণ-গণে সেবিত সিদ্ধাশ্রমে (১) যাইয়া উপস্থিত হইলেন । ১

তথায় বিশ্বামিত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণ অতি সত্বর শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের বিশেষ আড়ম্বরের সহিত পূজা করিলেন । ২

তারপর শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মুনে ! যজ্ঞে দীক্ষিত হউন অর্থাৎ যজ্ঞ আরম্ভ করুন । মহাভাগ ! কোথায় সেই দুই রাক্ষসাধম মারীচ ও সুবাহু আছে, তাহা দেখাইয়া দিন । ৩

'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া মুনিগণের সহিত মুনি বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন । ৪

মধ্যাহ্নকালে সেই দুই কামরূপী রাক্ষস মারীচ ও সুবাহুকে রক্ত এবং অস্থি (হাড়) বর্ষণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইতে দেখা যাইল । ৫

তখন ধীরচিত্ত রামও ধনু আনত করিয়া গুণযোজনা করত দুইটি বাণ সন্ধান করিলেন এবং কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া সেই বাণ দুইটিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিক্ষেপ করিলেন । ৬

সেই বাণ দুইটির মধ্যে একটি বাণ মারীচকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে শত যোজন দূরে সমুদ্রমধ্যে পাতিত করিল । তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল । ৭

(১) সিদ্ধাশ্রম সম্বন্ধে বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—
"এষ পূর্ব্বাশ্রমো রাম বামনস্য মহাত্মনঃ ।
সিদ্ধাশ্রম ইতি খ্যাতঃ সিদ্ধো যত্র মহাযশাঃ ।"
বা ০ ১।৩২।২

দ্বিতীয়োঽগ্নিময়ো বাণঃ সুবাহুমদহৎ ক্ষণাৎ ।
অপরে লক্ষ্মণেনাশু হতাস্তদনুযায়িনঃ ॥ ৮

পুষ্পৌঘৈরাকিরন্ দেবা রাঘবং সহলক্ষ্মণম্ ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধ-চারণাঃ ॥ ৯

বিশ্বামিত্রস্তু সম্পূজ্য পূজাহং রঘুনন্দনম্ ।
অঙ্কে নিবেশ্য চালিঙ্গ্য ভক্ত্যা বাষ্পাকুলেক্ষণঃ ॥ ১০

ভোজয়িত্বা সহ ভ্রাত্রা রামং পক্বফলাদিভিঃ ।
পুরাণবাক্যৈর্মধুরৈর্নিনায় দিবসত্রয়ম্ ॥ ১১

চতুর্থেঽহনি সম্প্রাপ্তে কৌশিকো রামমব্রবীৎ ।
রাম রাম মহাযজ্ঞং দ্রষ্টুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ১২

বিদেহরাজনগরে জনকস্য মহাত্মনঃ ।
তত্র মাহেশ্বরং চাপমস্তি ন্যস্তং পিনাকিনা ।
দ্রক্ষ্যসি ত্বং মহাসত্ত্বং পূজ্যসে জনকেন চ ॥ ১৩

আর দ্বিতীয় অগ্নিময় বাণটি ক্ষণকালের মধ্যেই সুবাহুকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। লক্ষ্মণ (১) এই সময় সেই দুই রাক্ষসের অনুগামী অন্য রাক্ষসদিগকে সত্বর বধ করিলেন। ৮

ইহাতে প্রসন্ন হইয়া দেবগণ রাম ও লক্ষ্মণের উপর পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, দেবদুন্দুভিসকল ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব করিতে লাগিলেন। ৯

এই সময় বিশ্বামিত্র পূজাযোগ্য রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষভাবে পূজা করিয়া ভক্তিভরে ক্রোড়ে বসাইয়া আলিঙ্গন করিলে আনন্দাশ্রুতে তাঁহার নয়নদ্বয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ১০

তারপর পক্ব ফলাদির দ্বারা ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ রামকে ভোজন করাইয়া বিশ্বামিত্র তথায় তিন দিন মধুর পুরাণ বাক্যসমূহ আলোচনা করিতে করিতে অতিবাহিত করিলেন। ১১

চতুর্থ দিন উপস্থিত হইলে পর বিশ্বামিত্র শ্রীরামকে বলিলেন,—রাম, রাম। আমরা এক মহাযজ্ঞ দর্শনের ইচ্ছায় মহাত্মা জনকের বিদেহরাজনগরে মিথিলায় যাইব। তথায় পিনাকধারী ভগবান্ মহেশ্বরের দ্বারা স্থাপিত এক 'মাহেশ্বর' ধনু আছে। তুমি সেই মহাশক্তিধর ধনু দর্শন করিবে এবং মহাত্মা জনক কর্তৃক পূজিত হইবে। ১২-১৩

(১) বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায় রামচন্দ্র অনুগামীদিগকেও বিনাশ করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ নন,—

'অন্যানপি চ বায়ব্যমস্ত্রমাদায় রাঘবঃ ।
নিজঘান চ রক্ষাংসি মুনীনাং বর্দ্ধয়ন্ মুদম্' ।

ইত্যুক্ত্বা মুনিভিস্তাভ্যাং যযৌ গঙ্গাসমীপতাম্ ।
গৌতমস্যাশ্রমং পুণ্যং যত্রাহল্যা শিলাময়ী ॥ ১৪

দিব্যপুষ্পফলোপেতপাদপৈঃ পরিবেষ্টিতম্
মৃগপক্ষিগণৈর্হীনং নানাজন্তুবিবর্জিতম্ ॥ ১৫

দৃষ্ট্বোবাচ মুনিং শ্রীমান্ রামো রাজীবলোচনঃ ।
কস্যৈতদাশ্রমপদং তপতাং সুখদং মহৎ ॥ ১৬

পত্রপুষ্পফলৈর্যুক্তং জন্তুভিঃ পরিবর্জিতম্ ।
আহ্লাদয়তি মে চেতো ভগবন্ ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ১৭

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

শৃণু রাম পুরাবৃত্তং গৌতমো লোকবিশ্রুতঃ ।
সর্বধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠস্তপসারাধয়ন্ হরিম্ ॥ ১৮

তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ কন্যামহল্যাং লোকসুন্দরীম্ ।
ব্রহ্মচর্যেণ সন্তুষ্টঃ শুশ্রূষণপরায়ণাম্ ॥ ১৯

এই কথা বলিয়া মহামুনি বিশ্বামিত্র মুনিগণ এবং রাম ও লক্ষ্মণের সহিত গঙ্গা নদীর সমীপে মহর্ষি গৌতমের পুণ্য আশ্রমে গমন করিলেন, যথায় গৌতমভার্য্যা অহল্যা শিলাময়ী রহিয়াছেন। ১৪

গৌতমের এই আশ্রম দিব্য পুষ্প ও ফলযুক্ত বৃক্ষসমূহে পরিবেষ্টিত, মৃগ ও পক্ষিগণশূন্য এবং অন্যান্য নানা জন্তুগণবর্জিত ছিল। ১৫

পদ্মলোচন শ্রীমান্ রাম সেই বন দর্শন করিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—তপস্বিগণের সুখপ্রদ এই বিশাল আশ্রমস্থান কাঁহার? ১৬

এই আশ্রমের স্থান পত্র, পুষ্প ও ফলসমূহে যুক্ত বটে; কিন্তু জন্তুগণ এই স্থানকে সর্ব্বতোভাবে বর্জন করিয়াছে। ভগবন্! ইহার যথার্থ বিষয় শুনিবার জন্য আমার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, অতএব আপনি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বর্ণনা করুন। ১৭

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাম! তুমি এক পূর্ব্বের ইতিহাস শ্রবণ কর। সমস্ত ধার্মিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জগদ্বিখ্যাত মহর্ষি গৌতম তপস্যা দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিতেছিলেন। ১৮

তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা ভুবনসুন্দরী সেবাপরা-

তয়া সার্দ্ধমিহাবাৎসীদ্ গৌতমস্তপতাং বরঃ।
শক্রস্তু তাং ধর্ষয়িতুমন্তরং প্রেপ্সুরন্বহম্ ॥ ২০
কদাচিন্মুনিবেশেন নির্গতে গৌতমে গৃহাৎ।
তাং ধর্ষয়িত্বা নিরগাৎ ত্বরিতং মুনিরপ্যগাৎ ॥ ২১
দৃষ্ট্বা যান্তং স্বরূপেণ মুনিঃ পরমকোপনঃ।
পপ্রচ্ছ কস্ত্বং দুষ্টাত্মন্ মম রূপধরোঽধমঃ ॥ ২২
সত্যং ব্রূহি ন চেদ্ ভস্ম করিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
সোঽব্রবীদ্ দেবরাজোঽহং পাহি মাং কামকিঙ্করম্ ॥২৩
কৃতং জুগুপ্সিতং কর্ম্ম ময়া কুৎসিতচেতসা।
গৌতমঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ শশাপ দিবিজাধিপম্ ॥ ২৪
যোনিলম্পট দুষ্টাত্মন্ সহস্রভগবান্ ভব।
শপ্ত্বা তং দেবরাজানং প্রবিশ্য স্বাশ্রমং দ্রুতম্ ॥ ২৫
দৃষ্ট্বাঽহল্যাং বেপমানাং প্রাঞ্জলিং গৌতমোঽব্রবীৎ।
দুষ্টে ত্বং তিষ্ঠ দুর্বৃত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম ॥ ২৬
নিরাহারা দিবারাত্রং তপঃ পরমমাস্থিতা ॥ ২৭
আতপানিলবর্ষাদিসহিষ্ণু পরমেশ্বরম্।
ধ্যায়ন্তী রাম রামেতি মনসা হৃদি সংস্থিতম্ ॥ ২৮
নানাজন্তুবিহীনোঽয়মাশ্রমো মে ভবিষ্যতি ॥ ২৯

ব্রহ্মা অহল্যা (১) নাম এক কন্যা সেই গৌতমকে প্রদান করেন। ১৯

তপস্বিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গৌতম অহল্যার সহিত এখানে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইন্দ্র তাঁহাকে ধর্ষণ করিবার জন্য প্রতিদিন সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ২০

কোন একদিন গৌতম গৃহ হইতে বহির্গত হইলে ইন্দ্র মুনির (গৌতমের) বেশ ধারণ করিয়া সেই অহল্যাকে ধর্ষণ (২) করত সত্বর নির্গত হইলেন এবং অন্যদিকে মুনি গৌতমও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ২১

অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ মুনি গৌতম নিজের রূপ ধারণ করিয়া অন্য এক জনকে গৃহ হইতে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—রে দুষ্টাত্মন্! নীচ! আমার রূপ ধারণ করিয়াছ, তুমি কে? ২২

সত্য করিয়া বল, তাহা না হইলে আমি তোমাকে ভস্মীভূত করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তখন তিনি বলিলেন, আমি দেবরাজ, এই কামের দাসকে আপনি রক্ষা করুন। ২৩

আমি কুৎসিতচিত্ত কামকলুষিতচিত্ত হইয়া এই নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছি (৩)। তখন গৌতম (সব কিছু জানিতে পারিয়া) ক্রোধে নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে শাপদান করিলেন। ২৪

যে যোনিলুব্ধ দুষ্ট নীচাশয়! তুমি সহস্র ভগ(যোনি)যুক্ত হও। (৪) দেবরাজকে এই শাপদান করিয়া নিজ আশ্রমে দ্রুত প্রবেশ করত কম্পিতা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিতা অহল্যাকে দেখিয়া গৌতম বলিলেন,—দুষ্টে! দুঃশীলে! তুমি আমার আশ্রমে এই শিলায় শিলাময়ী হইয়া থাক এবং আহার পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা অবলম্বন পূর্ব্বক বাস কর। ২৫-২৭

রৌদ্র, বাতাস ও বর্ষাদি সহ্য করিয়া হৃদয়গহ্বরে বিরাজমান পরমেশ্বরকে 'রাম রাম' এই নাম করিতে করিতে মনে মনে ধ্যান

(১) অহল্যা সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য সম্মত বাল্মীকিরামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মার বাক্য—

"সোঽহং তাসাং বিশেষার্থং স্ত্রিয়মেকাং বিনির্ম্মমে।
যদ্ যৎ প্রজানাং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টং তত্তদুদ্ধৃতম্।
ততো ময়া রূপ-গুণৈরহল্যা স্ত্রী বিনির্ম্মিতা।
হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভবং ভবেৎ ॥
যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা।
অহল্যেত্যেব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
নির্ম্মিতায়াঞ্চ দেবেন্দ্র তস্যাং নার্য্যাং সুরর্ষভ।
ভবিষ্যতীতি কস্যৈষা মম চিন্তা ততোঽভবৎ ॥
ত্বং তু শক্র তদা নারীং জানীষে মনসা প্রভো।
স্থানাধিকতয়া পত্নী মমৈষেতি পুরন্দর ॥
সা ময়া ন্যাসভূতা তু গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
ন্যস্তা বহূনি বর্ষাণি তেন নির্য্যাতিতা চ হ ॥ ২১-২৬

(২) ধর্ষণ (বলাৎকার) বিষয়ে এই অধ্যাত্মরামায়ণেই আছে। কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে উভয়ের সম্মতিতেই পরস্পর সম্ভোগ কথিত আছে,—"মুনিবেশধরং শক্রং মা জ্ঞাত্বাপি পরন্তপ। মতিং চকার দুর্ম্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ॥ অথাব্রবীচ্চ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থং সা বচস্তদা। কৃতার্থেঽসি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমলক্ষিতঃ। আত্মানং মাঞ্চ দেবেশ সর্ব্বথা রক্ষ মানদ ॥ ১।৪৮।১৯-২০

(৩) বাল্মীকিরামায়ণে অন্য শাপের কথা আছে যথা,—'মম রূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্ম্মতে। অকর্ত্তব্যমিদং যস্মাৎ তস্মাৎ ত্বং বিফলো ভব'। ১।৪৮।২৬

(৪) পুরাণান্তরে দেখা যায়—দেবরাজ গৌতমকে প্রসন্ন করিয়া সহস্র ভগ (যোনি) হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সহস্র নয়ন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার পর হইতেই ইন্দ্রকে 'সহস্রলোচন' বলা হয়।

এবং বর্ষসহস্রেষু হ্যনেকেষু গতেষু চ।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমানাগমিষ্যতি সানুজঃ॥ ৩০
যদা ত্বদাশ্রয়শিলাং পাদাভ্যামাক্রমিষ্যতি।
তদৈব ধূতপাপা ত্বং রামং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ॥ ৩১
পরিক্রম্য নমস্কৃত্য স্তুত্বা পাপাদ্ বিমোক্ষ্যসে।
পূর্ববন্মম শুশ্রূষাং করিষ্যসি যথাসুখম॥ ৩২
ইত্যুক্ত্বা গৌতমঃ প্রাগাদ্ধিমবন্তং নগোত্তমম্।
তদাপ্রভৃত্যহল্যা ভূতানামদৃশ্যা স্বাশ্রমে শুভে॥ ৩৩
তব পাদরজঃস্পর্শং কাঙ্ক্ষন্তী পাপনাশনম্।
আস্তেঽদ্যাপি রঘুশ্রেষ্ঠ তপো দুষ্করমাস্থিতা॥ ৩৪
পাবয়স্ব মুনের্ভার্য্যামহল্যাং ব্রহ্মণঃ সুতাম্॥ ৩৫
ইত্যুক্ত্বা রাঘবং হস্তে গৃহীত্বা মুনিপুঙ্গবঃ।
দর্শয়ামাস চাহল্যামুগ্রেণ তপসা স্থিতাম্॥ ৩৬
রামঃ শিলাং পদা স্পৃষ্ট্বা তাঞ্চাপশ্যত্তপোধনাম্।
ননাম রাঘবোঽহল্যাং রামোঽহমিতি চাব্রবীৎ॥ ৩৭
ততো দৃষ্ট্বা রঘুশ্রেষ্ঠং পীতকৌষেয়বাসসম্
ধনুর্বাণধরং রামং লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্॥ ৩৮
স্মিতবক্ত্রং পদ্মনেত্রং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্।
নীলমাণিক্যসঙ্কাশং দ্যোতয়ন্তং দিশো দশ॥ ৩৯
দৃষ্ট্বা রামং রমানাথং হর্ষবিস্ফারিতেক্ষণা
গৌতমস্য বচঃ স্মৃত্বা জ্ঞাত্বা নারায়ণং পরম্॥ ৪০
সম্পূজ্য বিধিবদ্ রামমর্ঘ্যাদিভিরনিন্দিতা
হর্ষাশ্রুজলনেত্রান্তা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য সা॥ ১
উত্থায় চ পুনর্দৃষ্ট্বা রামং রাজীবলোচনম্।
পুলকাঙ্কিতসর্বাঙ্গা গিরা গদ্‌গদয়েড়য়ৎ॥ ৪২
অহো কৃতার্থাঽস্মি জগন্নিবাস তে
পাদাব্জসংলগ্নরজঃ কণানহম্।
স্পৃশামি যৎ পদ্মজশঙ্করাদিভি-
র্বিমৃগ্যতে রন্ধিতমানসৈঃ সদা॥ ৪৩

কর। অতঃপর আমার এই আশ্রম সর্বপ্রকার জন্তুহীন হইয়া যাইবে। ২৮-২৯

এইরূপে বহু সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে পর দশরথনন্দন শ্রীরাম অনুজ লক্ষ্মণের সহিত এই আশ্রমে শুভাগমন করিবেন। ৩০

তারপর যখন তিনি তোমার এই আশ্রয় শিলাকে দুই চরণ-দ্বারা স্পর্শ করিবেন, তখনই তুমি নিষ্পাপা হইবে। সেই সময় তুমি ভক্তিভরে শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষভাবে অর্চনা করত প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও স্তুতি করিয়া পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং তুমি পুনরায় পূর্ববৎ যথাসুখে আমার সেবা করিবার অধিকার লাভ করিবে। ৩১-৩২

এই কথা বলিয়া মহামুনি গৌতম পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে চলিয়া যাইলেন। অন্যদিকে অহল্যাও সেইদিন হইতে সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া সেই শুভ আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। ৩৩

রঘুশ্রেষ্ঠ! তোমার পাদপদ্মের পাপনাশক ধূলিকণা স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে কঠোর তপস্যা অবলম্বন করত আজ পর্য্যন্ত সেই আশ্রমে অবস্থান করিতেছি। ৩৪

অতএব ব্রহ্মার কন্যা ও মুনি গৌতমের ভার্য্যা অহল্যাকে তুমি পবিত্র কর। ৩৫

এই কথা বলিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র রঘুবংশধর শ্রীরামকে হস্তে ধারণ করিয়া কঠোর তপস্যায় নিরতা সেই অহল্যাকে দর্শন করাইলেন। ৩৬

তখন রাম পদের দ্বারা সেই শিলাকে স্পর্শ করিয়া তপোধনা অহল্যাকে নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর রামচন্দ্র অহল্যাকে প্রণাম করিলেন এবং 'আমি রাম' আসিয়াছি এই কথা বলিলেন। ৩৭

তাহার পর পীত-কৌষেয় বস্ত্রপরিহিত, ধনু ও বাণধারী, লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিত ঈষৎ হাসিতে পূর্ণ বদন, পদ্মলোচন, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্নধারী, নীলমণির ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, দশদিককে নিজ অঙ্গকান্তিতে আলোকিত করিতে করিতে বিরাজমান রঘুবংশশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীপতি শ্রীরামকে দর্শন করিয়া অহল্যার নয়নদ্বয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি তখন গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া এবং পরমাত্মা নারায়ণ শ্রীরামকে জানিয়া অর্ঘ্যাদির দ্বারা বিধি অনুসারে শ্রীরামের পূজা করত অনিন্দিতা অর্থাৎ নিষ্পাপ হইয়া যাইলেন। তখন উহার নয়নদ্বয়ের প্রান্তভাগ আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি শ্রীরামকে দণ্ডবৎ অর্থাৎ ভূতলে নিজশরীর পাতিত করিয়া প্রণাম করিলেন। ৩৮-৪১

তারপর উত্থিত হইয়া পুনরায় পদ্মনয়ন শ্রীরামকে দর্শন করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি গদ্‌গদ বাক্যে শ্রীরামের স্তব করিতে লাগিলেন। ৪২

হে জগন্নিবাস! আমি কৃতার্থ (আমার প্রয়োজন—সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ায় পরিপূর্ণ) হইলাম। আশ্চর্য্য!

অহো বিচিত্রং তব রাম চেষ্টিতং
মনুষ্যভাবেন বিমোহয়ন্ জগৎ ।
চলস্যজস্রং চরণাদিবর্জ্জিতঃ
সম্পূর্ণ আনন্দময়োঽতিমায়িকঃ ॥ ৪৪

যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রগাত্রা
ভাগীরথী ভববিরিঞ্চিমুখান্ পুনাতি ।
সাক্ষাৎ স এষ মম দৃগ্বিষয়ে যদাস্তে
কিং বর্ণ্যতে মম পুরাকৃতভাগধেয়ম্ ॥ ৪৫

মর্ত্ত্যাবতারে মনুজাকৃতিং হরিং
রামাভিধেয়ং রমণীয়দেহিনম্ ।
ধনুর্দ্ধরং পদ্মবিশাললোচনং
ভজামি নিত্যং ন পরান্ ভজিষ্যে ॥ ৪৬

যৎপাদপঙ্কজরজঃ শ্রুতিভির্বিমৃগ্যং
যন্নাভিপঙ্কজভবঃ কমলাসনশ্চ ।
যন্নামসাররসিকো ভগবান্ পুরারি-
স্তং রামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি ॥৪৭

যস্যাবতারচরিতানি বিরিঞ্চিলোকে
গায়ন্তি নারদমুখা ভবপদ্মজাদ্যাঃ ।
আনন্দজাশ্রুপরিষিক্তকুচাগ্রসীমা
বাগীশ্বরী চ তমহং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪৮

সোঽয়ং পরাত্মা পুরুষঃ পুরাণ
এষ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ ।
মায়াতনুং লোকবিমোহিনীং যো
ধত্তে পরানুগ্রহ এষ রামঃ ॥৪৯

আজ আমি তোমার চরণাগ্রে সংলগ্ন ধূলিকণাসমূহ স্পর্শ করিতেছি। যে পাদপদ্মের রজ ব্রহ্মা ও শঙ্করাদি দেবগণও বন্দনাযুক্ত মানসে সর্ব্বদা অন্বেষণ করেন, আজ আমি তাহা স্পর্শ করিতে পাইতেছি, কি আশ্চর্য্য ! ৪৩

হে রাম ! তোমার চেষ্টিত—লীলা বিচিত্র—নানারূপ, ইহা আশ্চর্য্য ! আজ তুমি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া জগৎকে বিমোহিত করিতে করিতে অনন্ত লীলাবিহার করিতেছ ; ইহাই আশ্চর্য্য ; কারণ, তুমি চরণাদি অবয়বশূন্য ('অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা'—ইতি শ্রুতেঃ ।), সম্পূর্ণ—সর্ব্বব্যাপ্ত, আনন্দময় ও অতিমায়িক অর্থাৎ সমস্ত মায়াময় বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট, এই কারণেই তুমি চরণ না থাকিলেও চলিতে পার, কর্ণ না থাকিলেও শুনিতে পাও—এইরূপ পরস্পর বিরোধ তোমাতেই শোভা পায় ; কারণ, তুমি সম্পূর্ণ । ৪৪

যাঁহার পাদপদ্মের পরাগে (রেণুতে) পবিত্রদেহা ('বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতা—ইতি পুরাণবচনাৎ ।) হইয়া ভাগীরথী গঙ্গা শিব ও ব্রহ্মাদি দেবগণকেও পবিত্র করেন, সেই পাদপদ্ম আজ আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতেছে, অতএব আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সৌভাগ্যকে কি করিয়া বর্ণনা করিব ? ৪৫

অতএব মনুষ্যাবতারে মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট, রমণীয় দেহধারী, ধনুর্দ্ধর, পদ্মবিশাললোচন রামনামে অভিহিত শ্রীহরীকেই নিত্য ভজনা করিব, অন্য কোন দেবগণকে ভজনা করিব না ! ৪৬

যাঁহার পাদপদ্মের রজ (যস্য পাদো বিশ্বং 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি' ইতি পুরুষসূক্তম্ । তদেব পঙ্কজং তস্য রজো রজ ইব সারাংশঃ । যথা কমলে সৌগন্ধসম্পাদকতয়া অন্তর্বিদ্যমান-রজ এব সারম্, তথা বিশ্বস্য সত্তামানসম্পাদকতয়া ব্রহ্মৈব মায়াং-শত্বাদ্ রজঃ, তৎ শ্রুতিভির্বিমৃগ্যম্ ।) শ্রুতি—বেদসকলও অন্বেষণ করেন, যাঁহার নাভিপদ্ম ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান, সেই কমলাসন ব্রহ্মা এবং যাঁহার নামসমূহের মধ্যে সার নাম 'রাম' আস্বাদনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সেই রসাস্বাদে নিমগ্ন ও ভগবান—ঐশ্বর্য্য, ধর্ম, যশ, লক্ষ্মী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ষড়্‌বিধ ভগযুক্ত (১) (অথবা উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্ । বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি । "বিষ্ণুপুরাণম্, ষষ্ঠাংশঃ ৫ ৩৮)— এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট ত্রিপুরারি শিব যাঁহার ধ্যান করেন, সেই রামচন্দ্রকে আমি সর্ব্বদা হৃদয়ে ভাবনা করি ! ৪৭

নারদাদি মুনিগণ, শঙ্কর ও ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং আনন্দাশ্রুতে যাঁহার স্তনের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অভিষিক্ত হইয়াছে, সেই বাগীশ্বরীদেবী যাঁহার অবতারচরিতসমূহ ব্রহ্মলোকে গান করেন, আমি সেই শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলাম ! ৪৮

এই যে আমার নয়নগোচর হইয়া প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন, সেই রাম পরাত্মা (সমস্ত জীব ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মা), পুরুষ (শরীররূপ পুরে অধিষ্ঠিত), পুরাণ (সর্বদা বিদ্যমান), স্বয়ংজ্যোতি (স্বপ্রকাশ), অনন্ত (অবিনাশী) ও আদ্য (সর্ব্বকারণ)

(১) 'ভগ' শব্দে অন্য ছয় প্রকারকেও বুঝায় । যথা,— "ঐশ্বর্য্যস্য চ বীর্য্যস্য শ্রিয়ো যশস এব চ । জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষড়্‌ভগঃ কথ্যতে বুধৈঃ" ।

অয়ং হি সৃষ্টিস্থিতিসংযমানা-
মেকঃ স্বমায়াগুণবিম্বিতো যঃ।
বিরিঞ্চিবিষ্ণ্বীশ্বরনামভেদান্
ধত্তে স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণ আত্মা ॥ ৫০
নমোঽস্তু তে রাম তবাঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজং
শ্রিয়া ধৃতং বক্ষসি লালিতং প্রিয়াৎ।
আক্রান্তমেকেন জগত্ত্রয়ং পুরা
ধ্যেয়ং মুনীন্দ্রৈরভিমানবর্জিতৈঃ ॥ ৫১
জগতামাদিভূতস্ত্বং জগৎ ত্বং জগদাশ্রয়ঃ।
সর্বভূতেষু সংসক্ত একো ভাতি ভবান্ পরঃ ॥৫২
ওঙ্কারবাচ্যস্ত্বং রাম বাচামবিষয়ঃ পুমান্।
বাচ্য-বাচকভেদেন ভবানেব জগন্ময়ঃ ॥ ৫৩
কার্য্যকারণকর্তৃত্বফলসাধনভেদতঃ।
একো বিভাসি রাম ত্বং মায়য়া বহুরূপয়া ॥ ৫৪
ত্বন্মায়ামোহিতধিয়স্ত্বাং ন জানন্তি তত্ত্বতঃ।
মানুষং ত্বাঽভিমন্যন্তে মায়িনং পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৫
আকাশবৎ ত্বং সর্বত্র বহিরন্তর্গতোঽমলঃ।
অসঙ্গো হ্যচলো নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সদাঽব্যয়ঃ ॥ ৫৬
যোষিন্মূঢ়াঽহমজ্ঞা তে তত্ত্বং জানে কথং বিভো।
তস্মাত্তে শতশো রাম নমস্কুর্য্যামনন্যধীঃ ॥ ৫৭

হইয়াও মায়ার দ্বারা ভুবনমোহিনী যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তাহা পরের (জীবের) প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য। ৪৯

এই রামই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র স্বতন্ত্র কর্ত্তা, তথাপি তিনি নিজমায়া গুণের দ্বারা বিম্বিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অর্থাৎ রজোগুণবিম্বিত (রজোগুণোপহিত) ব্রহ্মা, সত্ত্ব-গুণোপহিত হইয়া বিষ্ণু ও তমোগুণোপহিত হইয়া মহেশ্বর—এই নাম বিশেষ ধারণ করেন; কারণ, ইনিই পরিপূর্ণ আত্মা। ৫০

হে রাম! তোমার যে চরণপঙ্কজ লক্ষ্মীদেবী অতিশয় প্রণয়ভাবশতঃ বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং সদা সংবাহ-নাদির দ্বারা সেবা করিতেছেন, পুরাকালে (বলির দর্প বিনাশ কালে) যে এক পদের দ্বারা জগৎত্রয়কে অর্থাৎ ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোককে আক্রান্ত অর্থাৎ পরিমাপের জন্য পদ স্থাপন করিয়া ব্যাপ্ত ('ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্'—ইতি শ্রুতেঃ।) করিয়াছিলে এবং যে পদপঙ্কজ অভিমান বর্জিত হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠগণ সদা ধ্যান করেন ('তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ'—কঠো ৩৩৯) (১) তোমার সেই পাদপদ্মে আমার প্রণাম। ৫১

রাম! তুমি এই পরিদৃশ্যমান জগতের আদি কারণ, তুমি জগৎ; কারণ, তোমা ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে'তি—ছান্দো ৩।১৪।১), তুমি জগদাশ্রয় অর্থাৎ তোমাকে অবলম্বন করিয়াই এই জগৎ অবস্থান করিতেছে, তুমি সর্ব্বভূতে বিরাজমান থাকিলেও তোমার যে স্পষ্ট বৈলক্ষণ্য দেখা যায় তাহার কারণ হইল তুমি পর—ভিন্ন অথবা প্রকৃতির পরপারে স্থিত কূটস্থ অক্ষর পুরুষোত্তম, এই কারণে তুমি এক—অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতিভাত হও ৫২

হে রাম! তুমি ওঙ্কারবাচ্য ('তস্য বাচকঃ প্রণবঃ'—সমাধিপাদ ০২৭ ইতি পাতঞ্জলসূত্রাৎ অর্থাৎ অকার-উকার-মকারবাচ্য বিষ্ণু-শিব-ব্রহ্মাত্মক; অথবা ওঙ্কারবাচ্য নিরুপাধিক ব্রহ্মরূপী (অবতীতি ওম্—ইতি ব্যুৎপত্তিঃ) পরংব্রহ্ম ('বাচ্যং তু পরমং ব্রহ্ম) তুমিই বাচ্য ও বাচক—এই উভয়রূপে অর্থাৎ রূপ ও নাম ভেদে জগন্ময় হইয়া রহিয়াছ। ৫৩

রামের এই জগন্ময় রূপ যে মায়িক, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—হে রাম! তুমি এক হইয়াও বহুরূপা মায়ার দ্বারা কার্য্য, কারণ, কর্তৃত্ব, ফল ও সাধন ভেদে জগদ্রূপে শোভা পাইতেছ। ৫৪

তোমার এই মায়ার দ্বারা বুদ্ধি মোহিত হওয়ায় সাধারণ মনুষ্যগণ তোমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে না, তাহারা মনে করে—পরমেশ্বর মায়া দ্বারা মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৫৫

তাহা হইলে রামের স্বরূপ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, রাম! তুমি অমল—দ্বন্দ্বরহিত, অসঙ্গ—আসক্তিশূন্য, অচল—নির্গুণ বলিয়া স্থিরস্বভাব, নিত্য—আদি অন্তরহিত বলিয়া কালাতীত, শুদ্ধ—অন্তঃকরণাদি উপাধিশূন্য বা রাগাদিশূন্য, বুদ্ধ—জ্ঞানস্বরূপ এবং সদাব্যয়—সত্তামাত্রপরিচ্ছেদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ তুমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-অনন্ত-অব্যয়স্বভাব ॥ ৫৬

হে বিভো! আমি একজন জ্ঞানহীনা মোহগ্রস্তা স্ত্রী, সুতরাং তোমার তত্ত্ব কিরূপে জানিব? হে রাম! সেইহেতু আমি একান্তচিত্তে শত শত বার কেবল তোমাকে নমস্কার করি (তাহা হইলেই তোমার করুণায় আমি তোমার তত্ত্ব জানিতে সমর্থা হইব—'তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' ইতি শাস্ত্রবচনাৎ)। ৫৭

(২) এ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—চক্রা চ ত্রীন্ ক্রমান্ বিষ্ণুঃ কৃত্বা রূপমথাদ্ভুতম্। ত্রিভিঃ ক্রমৈস্তদা লোকানাজহার ত্রিবিক্রমঃ। একেন হি পদা কৃৎস্নাং পৃথিবীং সোঽধ্যতিষ্ঠত। দ্বিতীয়েনাব্যয়ং ব্যোম দ্যাং তৃতীয়েন রাঘব। ১।৩২।১৩-১৪।

দেব মে যত্র কুত্রাপি স্থিতায়া অপি সর্বদা।
ত্বৎপাদকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাঽস্তু মে ॥ ৫৮
নমস্তে পুরুষাধ্যক্ষ নমস্তে ভক্তবৎসল।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ ৫৯
ভবভয়হরমেকং ভানুকোটিপ্রকাশং
করধৃতশরচাপং কালমেঘাবকাশম্।
কনকরুচিরবস্ত্রং রত্নবৎকুণ্ডলাঢ্যং
কমলবিশদনেত্রং সানুজং রামমীড়ে ॥৬০
স্তুত্বৈবং পুরুষং সাক্ষাদ্ রাঘবং পুরতঃ স্থিতম্।
পরিক্রম্য প্রণম্যাশু সাঽনুজ্ঞাতা যযৌ পতিম্ ॥৬১
অহল্যয়া কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ ভক্তিসংযুতঃ।
পুত্রাদ্যর্থে পঠেদ্ ভক্ত্যা রামং হৃদি নিধায় চ।
সংবৎসরেণ লভতে বন্ধ্যায়ামপি পুত্রকম্ ॥ ৬৩
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি রামচন্দ্রপ্রসাদতঃ ॥ ৬৪
ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগোঽপি পুরুষঃ
স্তেয়ী সুরাপোঽপি বা
মাতৃভ্রাতৃবিহিংসকোঽপি সততং
ভোগৈকবাঞ্ছাতুরঃ।
নিত্যং স্তোত্রমিদং জপন্ রঘুপতিং
ভক্ত্যা হৃদিস্থং স্মরন্
ধ্যায়ন্ মুক্তিমুপৈতি কিং পুনরসৌ
স্বাচারযুক্তো নরঃ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
আদিকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

হে দেব (জ্যোতির্ময় পুরুষ)! আমি সর্ব্বদা স্বর্গে বা নরকে যে কোন স্থানেই অবস্থান করি, সদা সব অবস্থাতেই তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার ভক্তি যেন অচলা হইয়াই থাকে। ॥ ৫৮ ॥

হে পুরুষাধ্যক্ষ (ব্রহ্মাদি সকল পুরুষের সাক্ষিস্বরূপ বা নিয়ামক পরমাত্মন্)! তোমায় নমস্কার। হে ভক্তবৎসল! তোমায় নমস্কার। হে হৃষীকেশ (১) ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক! তোমায় নমস্কার। হে নারায়ণ (২)! তোমায় নমস্কার ॥ ৫৯

যিনি সংসারের সর্ব্ববিধ ভয় হরণ করেন। যিনি এক—অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ, যিনি সূর্য্যকোটির ন্যায় সমুজ্জ্বল, যিনি হস্তে বাণ ও ধনু ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি আষাঢ় মাসের কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ নবঘন শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি, যিনি কনকসদৃশ মনোহর বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, রত্ননির্মিত কুণ্ডলদ্বয়ে পরিশোভিত এবং যিনি কমলতুল্য মনোরম লোচনদ্বয় সংযুত, সেই অনুজ লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের আমি স্তব করি। ৬০

সেই অহল্যা এইভাবে সাক্ষাৎ পরমপুরুষকে স্তব করিয়া নিজের সম্মুখে অবস্থিত রঘুবংশভূষণ শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করত তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পতি গৌতমের নিকট গমন করিলেন। ৬১

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে অহল্যাকৃত এই স্তোত্র পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ মুক্ত হইবে এবং অন্তে পরংব্রহ্ম-পদ লাভ করিবে। ৬২

যে স্ত্রী শ্রীরামচন্দ্রকে হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে পুত্রাদি লাভ করিবার জন্যও ভক্তি সহকারে প্রত্যহ এই স্তোত্র পাঠ করিবে, সেই স্ত্রী যদি বন্ধ্যাও হয়, তাহা হইলেও এক বৎসরের মধ্যে সে পুত্র লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ৬৩

শ্রীরামচন্দ্রের করুণায় স্তোত্রপাঠক সমস্ত কাম্যবস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬৪

কেবল ইহাই নহে, যে মানুষ ব্রহ্মহত্যাকারী গুরুপত্নীগামী, চোর, সুরাপায়ী, মাতৃহত্যাকারী, ভ্রাতৃঘাতক (কিংবা মাতৃহিংসাপরায়ণ ও ভ্রাতৃহিংসুক) এবং বিষয় ভোগ করিতেই সতত ব্যাকুল, এরূপ মনুষ্যগণও যদি ভক্তিসহকারে হৃদয়ে স্থিত শ্রীরামচন্দ্রকে (ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি'—ইতি গীতোক্তেঃ।) স্মরণ করিতে করিতে এবং তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে প্রত্যহ এই স্তোত্র পাঠ করে, তবে তাহারাও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। সুতরাং সদাচারপরায়ণ মানুষ যে এই স্তোত্রপাঠে মুক্তিলাভ করিবে, সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে। ৬৫

(১) হৃষীকগণের ইন্দ্রিয়গণের ঈশ নিয়ামক। 'হৃষ্যন্তি বিষয়ৈঃ' ইতি হৃষীকাণি ইন্দ্রিয়াণি। 'হৃষীকেশং ভয়েষু চ' ইতি বিষ্ণুধর্মোক্তেঃ। অহল্যাদেবীও ভয়েই এস্থলে হৃষীকেশ এই নাম স্মরণ করিয়াছেন।

(২) "নরতীতি নরঃ প্রোক্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ। নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি ততো বিদুঃ॥ তান্যেব চায়নং তস্য তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ"॥ —ইতি মহাভারতম্।

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ"। —ইতি মনুঃ।

নারায়ণমন্ত্র সংসারভয় নাশ করেন বলিয়া অহল্যাদেবী ইহা স্মরণ করিয়াছেন। নৃসিংহপুরাণে দেখা যায়,—'নারায়ণায় নম ইত্যয়মেব সত্যঃ। সংসারঘোরবিষসংহরণায় মন্ত্রঃ'। —ইতি।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে আদিকাণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[বিশ্বামিত্রেণ সহ রাম-লক্ষ্মণয়োর্মিথিলাগমনম্, ধনুর্ভঙ্গঃ, সীতয়া সহ শ্রীরামচন্দ্রস্য বিবাহশ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বিশ্বামিত্রোঽপি তং প্রাহ রাঘবং সহলক্ষ্মণম্।
গচ্ছামো বৎস মিথিলাং জনকেনাভিপালিতাম্ ॥ ১
দৃষ্ট্বা ক্রতুবরং পশ্চাদযোধ্যাং গন্তুমর্হসি।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ গঙ্গামুত্তীর্য্য সহরাঘবঃ ॥ ২
বিদেহস্য পুরং প্রাতর্ঋষিবাটং সমাবিশৎ।
প্রাপ্তং কৌশিকমাকর্ণ্য জনকোঽতিমুদান্বিতঃ ॥ ৩
পূজাদ্রব্যাণি সংগৃহ্য সোপাধ্যায়ঃ সমাযযৌ।
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাথ পূজয়ামাস কৌশিকম্ ॥ ৪
পপ্রচ্ছ রাঘবৌ দৃষ্ট্বা সর্বলক্ষণলক্ষিতৌ।
দ্যোতয়ন্তৌ দিশঃ সর্বাশ্চন্দ্র-সূর্য্যাবিবাপরৌ ॥৫
কস্যৈতৌ নরশার্দুলৌ পুত্রৌ দেবসুতোপমৌ।
মনঃপ্রীতিকরৌ মেঽত্র নর-নারায়ণাবিব ॥ ৬
প্রত্যুবাচ মুনিঃ প্রীতো হর্ষয়ঞ্জনকং তদা।
পুত্রৌ দশরথস্যৈতৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥ ৭
মখসংরক্ষণার্থায় ময়ানীতৌ পিতুঃ পুরাৎ।
আগচ্ছন্ রাঘবো মার্গে তাড়কাং বিশ্বঘাতিনীম্ ॥ ৮

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[বিশ্বামিত্রের সহিত রাম লক্ষ্মণের মিথিলায় গমন, ধনুর্ভঙ্গ এবং সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,— তারপর বিশ্বামিত্রও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন,— বৎস। আমরা এখন রাজা জনক-পালিতা মিথিলা নগরীতে গমন করিব। ১

তথায় এক শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ দর্শন করিয়া পরে তুমি অযোধ্যায় যাইবে। এই কথা বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্র গঙ্গাপার হইয়া মিথিলা অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। ২*

তারপর প্রভাতে বিদেহরাজ জনকের পুরী মিথিলায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা ঋষিনিবাসে প্রবিষ্ট হইলেন। এদিকে জনক 'বিশ্বামিত্র উপস্থিত হইয়াছেন,' এই কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ৩

তখন তিনি পূজার দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া উপাধ্যায় শতানন্দের সহিত আগমন করিলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিশ্বামিত্রকে অর্চ্চনা করিলেন। ৪

তারপর নানা শুভচিহ্নসমূহে চিহ্নিত এবং দ্বিতীয় চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থিত, সেই দুই রঘুনন্দন রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫

মুনে। দেবশিশুতুল্য এই দুই নরশ্রেষ্ঠ কাঁহার পুত্র? নর-নারায়ণের ন্যায় (বা শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের ন্যায়) (১) অর্থাৎ নর ও নারায়ণ ঋষিকে দর্শন করিলে যেরূপ মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে, সেইরূপ ইঁহাদের উভয়কে দেখিয়া আমার মন হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। ৬

তখন মুনি বিশ্বামিত্র প্রসন্ন হইয়া জনককে আনন্দিত করিতে করিতে বলিলেন,—এই দুই ভ্রাতা রাজা দশরথের পুত্র এবং ইঁহাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। ৭

আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য পিতা দশরথের নিকট হইতে আমি এই দুই জনকে আনিয়াছি। পথে আসিবার সময় এই অমিতবিক্রম রাম আমার আদেশে বিশ্বঘাতিনী তাড়কাকে একটি মাত্র বাণেই বধ করিয়াছে। (২) তারপর আমার

* ইহার পর কোনও কোনও পুস্তকে অধিক পাঠ দেখা যায় যথা,—"তস্মিন্ কালে নাবিকেন নিষিদ্ধো রঘুনন্দনঃ। নাবিক উবাচ—ক্ষালয়ামি তব পাদপঙ্কজং, নাথ দারুদৃষদোঃ কিমন্তরম্। মানুষীকরণচূর্ণমস্তি তে, পাদয়োরিতি কথা প্রথীয়সী। পাদাম্বুজং তে বিমলং হি কৃত্বা, পশ্চাৎ পরং তীরমহং নয়ামি। নো চেৎ তরিঃ সদ্যুবতী মলেন, স্যাচ্চেদ্ বিভো বিদ্ধি কুটুম্বহানিঃ। ইত্যুক্ত্বা ক্ষালিতৌ পাদৌ পরং তীরং ততো গতাঃ। কৌশিকো রঘুনাথেন সহিতো মিথিলাং যযৌ।"

(১) "নর-নারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
তাবিমাবনুজানীহি হৃষীকেশ-ধনঞ্জয়ৌ"।
ইতি মহাভারতোক্তেঃ।

(২) রাজর্ষি জনক সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই রাম 'স্ত্রী' হত্যা করিয়াছে? সেই সংশয় নিরসনের জন্য বিশ্বামিত্র বলিলেন 'আমার আদেশে'। ঋষি তপোধন হইয়া কিরূপে আপনি স্ত্রী-হত্যার আদেশ দিলেন? এই শঙ্কা অপনোদনের জন্য বলিলেন 'বিশ্বঘাতিনী' তাড়কা। রাজা জনকের মনে বিস্ময় সৃষ্টির জন্য আরও বলিলেন—সেই বিশ্বঘাতিনী দুর্দ্ধর্ষা রাক্ষসী তাড়কাকে এই রাম একটি মাত্র বাণেই বধ করিয়াছে। বিস্ময়ে অভিভূত করিবার জন্য অতঃপর বিশ্বামিত্র শ্রীরামের আরও গুণকীর্ত্তন করিতেছেন।

শরেণৈকেন হতবাংশ্চোদিতো মেঽমিতবিক্রমঃ।
ততো মমাশ্রমং গত্বা মম যজ্ঞবিহিংসকান্ ॥ ৯
সুবাহুপ্রমুখান্ হত্বা মারীচং সাগরেঽক্ষিপৎ।
ততো গঙ্গাতটে পুণ্যে গৌতমস্যাশ্রমে শুভে ॥ ১০
গত্বা তত্র শিলারূপা গৌতমস্য বধূঃ স্থিতা।
পাদপঙ্কজসংস্পর্শাৎ কৃতা মানুষরূপিণী ॥ ১১
দৃষ্ট্বাহল্যাং নমস্কৃত্য তয়া সম্যক্ প্রপূজিতঃ।
ইদানীং দ্রষ্টুকামস্তে গৃহে মাহেশ্বরং ধনুঃ ॥
পূজিতং রাজভিঃ সর্ব্বৈর্দৃষ্টমিত্যনুশুশ্রুম ॥ ১২
অথো দর্শয় রাজেন্দ্র দৈবং চাপমনুত্তমম্।
দৃষ্ট্বাযোধ্যাং জিগমিষুঃ পিতরং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥ ১৩
ইত্যুক্তো মুনিনা রাজা পূজার্হাবিতি পূজয়া।
পূজয়ামাস ধর্মজ্ঞো বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১৪
তত সংপ্রেষয়ামাস মন্ত্রিণং বুদ্ধিমত্তরম্।
শীঘ্রমানয় বিশ্বেশচাপং রামায় দর্শয় ॥ ১৫
ততো গতে মন্ত্রিবরে রাজা কৌশিকমব্রবীৎ।
যদি রামো ধনুর্ধৃত্বা কোট্যামারোপয়েদ্ গুণম্ ॥ ১৬
তদা মমাত্মজা সীতা দীয়তে রাঘবায় হি।
তথেতি কৌশিকঃ প্রাহ রামমুদ্বীক্ষ্য সস্মিতম্ ॥ ১৭
শীঘ্রং দর্শয় চাপাগ্র্যং রামায়ামিততেজসে।
এবং বদতি মৌনীশে আগতাশ্চাপবাহকাঃ।
চাপং গৃহীত্বা বলিনঃ পঞ্চসাহস্রসংখ্যকাঃ ॥ ১৮
ঘণ্টাশতসমাযুক্তং স্বর্ণপট্টৈর্বিভূষিতম্।
দর্শয়ামাস রামায় মন্ত্রী মন্ত্রবিদাং বরঃ ॥ ১৯
দৃষ্ট্বা রাম প্রহৃষ্টাত্মা বদ্ধা পরিকরং দৃঢ়ম্।
গৃহীত্বা বামহস্তেন লীলয়াতোলয়দ্ধনুঃ
আরোপয়ামাস গুণং পশ্যৎস্বখিলরাজসু ॥ ২০
ঈষদাকর্ষয়ামাস পাণিনা দক্ষিণেন সঃ।
বভঞ্জাখিলহৃৎসারো দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥ ২১

আশ্রমে যাইয়া আমার যজ্ঞবিঘ্নকারী সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসদিগকে বধ করত মারীচনামে এক রাক্ষসকে বাণের দ্বারা সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছে। তদনন্তর গঙ্গাতীরে গৌতমের পবিত্র ও মঙ্গলকর আশ্রমে গমন করত তথায় গৌতমের স্ত্রী অহল্যা (গৌতমেরই শাপে) পাষাণময়ী হইয়া রহিয়াছে, সেই পাষাণে নিজের পাদপদ্ম দিয়া স্পর্শ করিয়া পাষাণময়ী অহল্যাকে পুনরায় মানুষরূপিণী করিয়াছে। ৮-১১

মানুষাকারে পরিণতা সেই অহল্যাকে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র নমস্কার করে এবং অহল্যাও তাঁহাকে বিধি অনুসারে পূজা করে। তারপর সেস্থান হইতে বিদায় লইয়া এখন তোমার গৃহে মহেশ্বরপ্রদত্ত পূজিত ধনু দর্শন করিবার বাসনায় আমরা আসিয়াছি। শুনিয়াছি যে, সমস্ত রাজারা সেই মাহেশ্বর ধনু কেবল দর্শনই করিয়াছে, তাহারা ইহাতে গুণ সংযোজন করিতে পারে নাই। ১২

রাজেন্দ্র! অতএব সর্ব্বোত্তম মাহেশ্বর ধনু তুমি দেখাও। এই রাম সেই ধনু দর্শন করিয়া অযোধ্যায় যাইতে অভিলাষী হইয়াছে; কারণ, সে এখন পিতা দশরথকে দর্শন করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছে। ১৩

মুনি বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে ধর্ম্মজ্ঞ রাজা জনক সেই দুই রাজকুমার পূজাযোগ্য বিবেচনা করিয়া পূজার সামগ্রী লইয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুসারে তাঁহাদের অর্চ্চনা করিলেন। ১৪

তারপর রাজা জনক তাঁহার অতিশয় বুদ্ধিমান্ মন্ত্রীকে পাঠাইলেন এবং বলিলেন,—তুমি সত্বর মাহেশ্বর ধনু আনয়ন কর ও সেই ধনু এই রামকে দর্শন করাও। ১৫

তদনন্তর সেই মন্ত্রিবর গমন করিলে রাজা জনক কুশিকবংশধর বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—যদি এই রাম সেই ধনু লইয়া তাহার অগ্রভাগে গুণ আরোপণ করিতে পারে, তাহা হইলে আমার কন্যা সীতাকে এই রামের হস্তে সমর্পণ করিব। তখন বিশ্বামিত্র ঈষৎ হাস্যবদনে রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—'তথাস্তু'। ১৬-১৭

তুমি সত্বর অমিততেজস্বী শ্রীরামকে সেই শ্রেষ্ঠ ধনুদর্শন করাও। মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্র এইভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এরূপ সময়ে বলবান্ পাঁচ হাজার ধনুর্বাহক সেই ধনু লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ১৮

মন্ত্রণাবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী তখন শতঘণ্টাযুক্ত ও স্বর্ণপট্টে বিভূষিত সেই দিব্যধনু শ্রীরামচন্দ্রকে দেখাইলেন। ১৯

শ্রীরাম সেই ধনু দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং নিজের পরিকর (পরিচ্ছদ) দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া বাম হস্তে ধনু ধারণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে উত্তোলন করিয়া সমস্ত রাজাদিগের সাক্ষাতেই উহাতে গুণ আরোপণ করিলেন। ২০

সেই সময় তিনি দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ধনুটিকে ঈষৎ আকর্ষণ করিলেন। তারপর নিখিল লোকের হৃদয়ের বলসমন্বিত অর্থাৎ নিখিল প্রাণিগণের অপেক্ষা অধিক বলশালী শ্রীরাম শব্দের (টঙ্কার ধ্বনির) দ্বারা দশদিক পূরিত করিতে করিতে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ২১

দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব স্বর্গং মর্ত্ত্যং রসাতলম্।
তদদ্ভুতমভূত্তত্র দেবানাং দিবি পশ্যতাম্ ॥ ২২
আচ্ছাদয়ন্তঃ কুসুমৈর্দেবাঃ স্তুতিভিরীড়িরে।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ২৩
দ্বিধা ভগ্নং ধনুর্দৃষ্ট্বা রাজালিঙ্গ্য রঘূদ্বহম্
বিস্ময়ং লেভিরে সীতামাতরোঽন্তঃপুরাজিরে ॥ ২৪
সীতা স্বর্ণময়ীং মালাং গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।
স্মিতবক্ত্রা স্বর্ণবর্ণা সর্বাভরণভূষিতা ॥ ২৫
মুক্তাহারৈঃ কর্ণপত্রৈঃ ক্বণচ্চরণনূপুরা।
দুকূলপরিসংবীতা বস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিতস্তনী।
রামস্যোপরি নিক্ষিপ্য স্ময়মানা মুদং যযৌ ॥ ২৬
ততো মুমুদিরে সর্বে রাজদারাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
গবাক্ষজালরন্ধ্রেভ্যো দৃষ্ট্বা লোকবিমোহনম্ ॥ ২৭

এই সময় আকাশে থাকিয়া দেবতাগণ শ্রীরামচন্দ্রের ধনুর্ভঙ্গ লীলা দর্শন করিতেছিলেন, অতএব পূর্ব্বাদি চারি দিক্, ঈশানাদি চারি কোণ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালমধ্যে সেই শ্রীরামের কার্য্য যেন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ২১

এই সময় দেবগণ পুষ্পবর্ষণের দ্বারা শ্রীরামকে আবৃত করিতে করিতে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবদুন্দুভিসকল ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে থাকিলেন। ২৩

রাজা জনক সেই মাহেশ্বর ধনুটিকে দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়া আনন্দে রঘুবংশধর শ্রীরামকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজান্তঃপুরে অবস্থিত সীতামাতা জনকপত্নীগণও অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ২৪

তারপর সীতাদেবী দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণময়ী মালা ধারণ করত উপস্থিত হইলেন। এই সময় তাঁহার বদন ঈষৎ হাস্যময় ছিল। স্বর্ণসদৃশ কান্তিমতী সীতাদেবী সর্ব্ব আভরণে ভূষিতা ছিলেন। মুক্তাহার ও কর্ণপত্রের দ্বারা তিনি অলঙ্কৃতা ছিলেন। তাঁহার আগমনের সময় শ্রীচরণাশ্রিত নূপুরদ্বয় সুমধুর ধ্বনি করিতেছিল। তিনি বিচিত্র বস্ত্রে আচ্ছাদিতা ছিলেন। বস্ত্রে আবৃত থাকিলেও তাঁহার স্তনদ্বয়ের অবস্থান বুঝা যাইতেছিল (ইহার দ্বারা সীতাদেবীর কৈশোরাবস্থা সূচিত হইতেছে।) এইভাবে সীতাদেবী স্বর্ণমাল্য লইয়া আগমন করত ঈষৎ হাস্যমধুর বদনে রামের উপরে সেই মাল্য নিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ২৫-২৬

ততোঽব্রবীন্মুনিং রাজা দূতং প্রেষয় সত্বরম্।
রাজা দশরথঃ শীঘ্রমাগচ্ছতু সপুত্রকঃ।
বিবাহার্থং কুমারাণাং সদারঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥২৮
তথেতি প্রেষয়ামাস দূতাংস্ত্বরিতবিক্রমান্।
তে গত্বা রাজশার্দুলং রামশ্রেয়ো ন্যবেদয়ন্ ॥ ২৯
শ্রুত্বা রামকৃতং রাজা হর্ষেণ মহতাপ্লুতঃ
মিথিলাগমনার্থায় ত্বরয়ামাস মন্ত্রিণম্ ৩০
গচ্ছন্তু মিথিলাং সর্বে গজাশ্বরথপত্তয়ঃ।
রথমানয় মে শীঘ্রং গচ্ছাম্যদ্যৈব মা চিরম্ ॥ ৩১
বশিষ্ঠস্ত্বগ্রতো যাতু সদারঃ সহিতোঽগ্নিভিঃ।
রামমাতৄঃ সমাদায় মুনির্মে ভগবান্ গুরুঃ ॥ ৩২
এবং প্রস্থাপ্য সকলং রাজর্ষিবিপুলং রথম্।
মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধমারুহ্য ত্বরিতো যযৌ ॥ ৩৩

তখন নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা সকল রাজপত্নীগণ জানালাসমূহের ছিদ্রপথ দিয়া ভুবনমোহন শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দলাভ করিলেন। ২৭

তদনন্তর রাজা জনক মুনি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মুনে! আপনি সত্বর দূত প্রেরণ করুন। কুমারগণের বিবাহের জন্য রাজা দশরথ পত্নী, পুত্র ও মন্ত্রিসকলের সহিত শীঘ্র মিথিলায় আগমন করুন। ২৮

তখন বিশ্বামিত্র 'তাহাই হউক' বলিয়া দ্রুতগামী দূতগণকে অযোধ্যায় পাঠাইলেন। তাহারা তথায় যাইয়া রাজশ্রেষ্ঠ দশরথকে রামের শুভ সংবাদ নিবেদন করিল। ২৯

রাজা দশরথ শ্রীরামের কার্য্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং মিথিলায় গমন করিবার জন্য মন্ত্রীকে সত্বর উদ্যোগী হইতে বলিলেন। ৩০

আরও বলিলেন,—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসৈন্য—এই চতুরঙ্গবাহিনী সকলে মিথিলায় গমন করুক। সত্বর আমার রথ আনয়ন কর, আমি আজই মিথিলা অভিমুখে যাত্রা করিব, বিলম্ব করিব না। ৩১

আমার গুরু ভগবান্ বশিষ্ঠমুনি অগ্নি ও পত্নীর সহিত রামমাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া আমার রথের অগ্রে অগ্রে গমন করুন। ৩২

এইভাবে সকলকে প্রেরণ করিয়া রাজর্ষি দশরথ বিরাট্ রথে আরোহণ করিয়া বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সত্বর গমন করিলেন। ৩৩

আগতং রাঘবং শ্রুত্বা রাজা হর্ষসমাকুলঃ।
প্রত্যুজ্জগাম জনকঃ শতানন্দপুরোধসা।
যথোক্তপূজয়া পূজ্যং পূজয়ামাস সৎকৃতম্ ॥ ৩৪
রামস্তু লক্ষ্মণেনাশু ববন্দে চরণৌ পিতুঃ।
ততো হৃষ্টো দশরথো রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৫
দিষ্ট্যা পশ্যামি তে রাম মুখং ফুল্লাম্বুজোপমম্।
মুনেরনুগ্রহাৎ সর্বং সম্পন্নং মম শোভনম্ ॥ ৩৬
ইত্যুক্ত্বাঘ্রায় মূর্ধানমালিঙ্গ্য চ পুনঃ পুনঃ
হর্ষেণ মহতা বিষ্টো ব্রহ্মানন্দং গতো যথা ॥ ৩৭
ততো জনকরাজেন মন্দিরে সন্নিবেশিতঃ।
শোভনে সর্বভোগাঢ্যে সদারঃ সসুতঃ সুখী ॥ ৩৮
ততঃ শুভে দিনে লগ্নে সুমুহূর্ত্তে রঘূত্তমম্।
আনয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সভ্রাতৃপিতৃকং তথা ॥ ৩৯
রত্নস্তম্ভসুবিস্তারে সুবিতানে সুতোরণে।
মণ্ডপে সর্বশোভাঢ্যে মুক্তাপুষ্পফলান্বিতে ॥ ৪০

রঘুবংশজাত দশরথ উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া পুরোহিত শতানন্দের সহিত রাজা জনক হর্ষপূর্ণমানসে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং যথাবিহিত পূজার দ্বারা পূজনীয় দশরথের পূজা করত তাঁহার স্বাগত সৎকার করিলেন। ৩৪

তারপর রাম লক্ষ্মণের সহিত সত্বর পিতার চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। তখন হৃষ্ট দশরথ শ্রীরামকে এই কথা বলিলেন। ৩৫

রাম! সৌভাগ্যবশতঃ আজ আমি তোমার প্রফুল্ল পদ্মসদৃশ মুখপদ্ম দেখিতে পাইলাম। মুনি বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে আমার সব কিছুই সৌন্দর্য্যময় ও মঙ্গলময় হইয়াছে। ৩৬

এইকথা বলিয়া রাজা দশরথ শ্রীরামের মস্তক আঘ্রাণ করত বার বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ব্রহ্মানন্দভোগের ন্যায় অত্যন্ত আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ৩৭

তারপর রাজা জনক সুন্দর ও সমস্ত ভোগৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ মন্দিরে (রাজভবনে) পুত্র ও পত্নীদিগের সহিত সুখী দশরথকে বাসের জন্য প্রবেশ করাইলেন। ৩৮

তারপর শুভদিন, শুভলগ্ন ও মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে পর ধর্মজ্ঞ রাজা জনক পিতা দশরথ এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত রঘূত্তম রামকে আনয়ন করিলেন। ৩৯

যে মণ্ডপ সুবিস্তৃত রত্নস্তম্ভসমূহে সুশোভিত ছিল। সুন্দর বিতান (চাঁদোয়া) এবং তোরণদ্বার ইহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। সর্ব্বশোভায় পূর্ণ মণ্ডপ মুক্তাপুষ্প ও মুক্তাফলে

বেদবিদ্ভিঃ সুসম্বাধে ব্রাহ্মণৈঃ স্বর্ণভূষণৈঃ।
সুবাসিনীভিঃ পরিতো নিষ্ককণ্ঠীভিরাবৃতে ॥৪১
ভেরীদুন্দুভিনির্ঘোষে নৃত্যগীতসমাকুলে।
দিব্যরত্নাঞ্চিতে স্বর্ণপীঠে রামং ন্যবেশয়ৎ ॥৪২
বশিষ্ঠং কৌশিকঞ্চৈব শতানন্দপুরোহিতম্।
যথাক্রমং পূজয়িত্বা রামস্যোভয়পার্শ্বয়োঃ ॥ ৪৩
স্থাপয়িত্বা স তত্রাগ্নিং জ্বালয়িত্বা যথাবিধি।
সীতামানীয় শোভাঢ্যাং নানারত্নবিভূষিতাম্ ॥৪৪
সভার্য্যো জনকঃ প্রাদাদ্ রামং রাজীবলোচনম্।
পাদৌ প্রক্ষাল্য বিধিবত্তদপো মূর্দ্ধ্যধারয়ৎ ॥
যা ধৃতা মূর্ধ্নি শর্বেণ ব্রহ্মণা মুনিভিঃ সদা ॥ ৪৫
ততঃ সীতাং করে ধৃত্বা সাক্ষতোদকপূর্বকম্।
রামায় প্রদদৌ প্রীত্যা পাণিগ্রহবিধানতঃ ॥ ৪৬
সীতা কমলপত্রাক্ষী স্বর্ণমুক্তাদিভূষিতা।
দীয়তে মে সুতা তুভ্যং প্রীতো ভব রঘূত্তম ॥ ৪৭

ভূষিত ছিল। নানাবিধ স্বর্ণভূষণে ভূষিত বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণে পূর্ণ, চারিদিকে সুন্দর বস্ত্রপরিহিতা কণ্ঠে নিষ্কধারিণী স্ত্রীবর্গে পরিবৃত, ভেরী ও দুন্দুভির ধ্বনিতে মুখরিত এবং গীতে আমোদিত মণ্ডপমধ্যে দিব্যরত্নে মণ্ডিত এক স্বর্ণপীঠে শ্রীরামকে উপবেশন করাইলেন। ৪০-৪২

তারপর বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও নিজের পুরোহিত শতানন্দকে ক্রমানুসারে পূজা করিয়া রামের উভয় পার্শ্বে বসাইলেন। তারপর বিধি অনুসারে সেই মণ্ডপমধ্যে বিবাহস্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া নানা রত্নাভরণসমূহে বিভূষিতা, অতএব শোভাসম্পন্না সীতাদেবীকে আনয়ন করত ভার্য্যাসহ রাজা জনক রাজীবলোচন শ্রীরামকে প্রদান করিলেন। তারপর বিধি অনুসারে শ্রীরামের চরণদ্বয় ধৌত করিয়া শিব, ব্রহ্মা ও মুনিগণ যাহা সদা মস্তকে ধারণ করেন, সেই শ্রীরামচরণধৌত জল নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। ৪৩-৪৫

তারপর সীতাকে হস্তে ধারণ করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দান পূর্ব্বক পাণিগ্রহ বিধানানুসারে অর্থাৎ পাণিগ্রহ হইতে সপ্তপদীগমন পর্য্যন্ত বিবাহবিধানানুযায়ী প্রসন্নচিত্তে শ্রীরামকে প্রদান করিলেন। ৪৬

স্বর্ণ ও মুক্তাদি আভরণসমূহে বিভূষিতা পদ্মপত্রসদৃশ আয়তলোচনা আমার কন্যা সীতাকে তোমার সম্প্রদান করিলাম, হে রঘূত্তম! ইহাতে তুমি প্রসন্ন হও। ৪৭

ইতি প্রীতেন মনসা সীতাং রামকরেঽর্পয়ন্ ।
মুমোদ জনকো লক্ষ্মীং ক্ষীরাব্ধিরিব বিষ্ণবে ॥ ৪৮
ঊর্মিলাঞ্চৌরসীং কন্যাং লক্ষ্মণায় দদৌ তদা ॥ ৪৯
তথৈব শ্রুতকীর্তিঞ্চ মাণ্ডবীং ভ্রাতৃকন্যকে ।
ভরতায় দদাবেকাং শত্রুঘ্নায়াপরাং দদৌ ॥ ৫০
চত্বারো দারসম্পন্না ভ্রাতরঃ শুভলক্ষণাঃ ।
বিরেজুঃ প্রভয়া সর্বে লোকপালা ইবাপরে ॥ ৫১
ততোঽব্রবীদ্ বশিষ্ঠায় বিশ্বামিত্রায় মৈথিলঃ ।
স্বসুতায়া যথোদন্তং নারদেনাভিভাষিতম্ ॥ ৫২
যজ্ঞভূমিবিশুদ্ধ্যর্থং কৃষ্যতো লাঙ্গলেন মে ।
সীতামুখাৎ সমুৎপন্না কন্যকা শুভলক্ষণা ॥ ৫৩
তামহং দৃষ্টবান্ প্রীত্যা পুত্রিকাভাবভাবিতা ।
অর্পিতা প্রিয়ভার্যায়ৈ শরচ্চন্দ্রনিভাননা ॥ ৫৪
একদা নারদোঽপ্যাগাদ্ বিবিক্তে ময়ি সংস্থিতে ।
রণয়ন্ মহতীং বীণাং গায়ন্ নারায়ণং বিভুম্ ॥৫৫
পূজিতঃ সুখমাসীনো মামুবাচ মুদান্বিতঃ ॥ ৫৬
শৃণুষ্ব বচনং গুহ্যং তবাভ্যুদয়কারণম্ ।
পরমাত্মা হৃষীকেশো ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ৫৭
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং রাবণস্য বধায় চ ।
জাতো রাম ইতি খ্যাতো মায়ামানুষবেশধৃক্ ।
আস্তে দাশরথির্ভূত্বা চতুর্ধা পরমেশ্বরঃ ॥ ৫৮
যোগমায়াঽপি সীতেতি জাতা বৈ তব বেশ্মনি ।
অতস্ত্বং রাঘবায়ৈব দেহি সীতাং প্রযত্নতঃ ॥ ৫৯

এইভাবে প্রীতমনে রাজা জনক সীতাকে রামহস্তে সমর্পণ করিয়া ক্ষীরসাগর যেরূপ বিষ্ণুকরে লক্ষ্মীকে সমর্পণ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দলাভ করিলেন। ৪৮

এই সময় নিজের ঔরসজাতা(১) অন্য এক কন্যা ঊর্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ৪৯

এইরূপ ভ্রাতার দুই কন্যা শ্রুতকীর্তি ও মাণ্ডবীকে ভরত ও শত্রুঘ্নের হস্তে অর্পণ করিলেন অর্থাৎ ভরতের হস্তে মাণ্ডবীকে এবং শত্রুঘ্নের হস্তে শ্রুতকীর্তিকে সমর্পণ করিলেন(২)।৫০

তখন শুভ লক্ষণান্বিত চারি ভ্রাতা শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন ভার্য্যাসম্পন্ন হইয়া সকলে নিজ নিজ তেজে দ্বিতীয় লোকপালগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৫১

তদনন্তর মিথিলাধিপতি জনক বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে নারদ যেরূপ বলিয়াছিলেন,তদনুসারে নিজের কন্যার জন্মবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৫২

যজ্ঞভূমির বিশুদ্ধির জন্য যখন আমি লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ করিতেছিলাম, তখন এই শুভলক্ষণা কন্যা 'সীতা' লাঙ্গলের দ্বারা কৃষ্ট সীতামুখ (ভূবিবর) হইতে আবির্ভূ‌তা হয়। ৫৩

সেই সময় আমি সেই কন্যাকে প্রীতি সহকারে দুহিতৃভাবে দর্শন করত গ্রহণ করিলাম এবং শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় মনোরম-বদনা এই কন্যাকে প্রিয়তমা ভার্য্যার হস্তে সমর্পণ করিলাম। ৫৪

তারপর একদিন দেবর্ষি নারদ নিজের 'মহতী'(৩) নাম্নী বীণাবাদন সহকারে বিভু নারায়ণের নামগান (বা গুণগান) করিতে করিতে আমি যে নির্জন স্থানে অবস্থান করিতেছিলাম, তথায় উপস্থিত হইলেন। ৫৫

তাঁহাকে দর্শন করিয়াই আমি যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলে তিনি পরমসুখে উপবেশন করিলেন এবং আনন্দ সহকারে আমাকে বলিলেন। ৫৬

রাজন্। তোমার অভ্যুদয়ের (সমুন্নতির) কারণ পরম গোপনীয় বাক্য শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক পরমাত্মা নারায়ণ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশের ইচ্ছায়, রাবণবধের জন্য অর্থাৎ রাবণবধাদি দেবকার্য্যসমূহ নিষ্পন্ন করিবার জন্য মায়ামানুষ বেশ ধারণ পূর্ব্বক 'রাম' এই নামে বিখ্যাত হইয়া ধরাতলে আবির্ভূত হইয়াছেন। পরমেশ্বর দশরথের পুত্ররূপে চার ভাগে অর্থাৎ রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন—এই চার পুত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন। ৫৭-৫৮

আর দেবী যোগমায়াও 'সীতা' এই নামে তোমার গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছেন। অতএব তুমি বিশেষ সমাদরের সহিত রঘুবংশজাত শ্রীরামকেই এই সীতা প্রদান কর। ৫৯

(১) ঊর্মিলা রাজা জনকের ঔরসজাতা কন্যা বলিয়া সীতা-দেবী পালিতা কন্যা বলিয়া উল্লেখিত হইল। এই বৃত্তান্ত রাজা জনক স্বয়ংই ৫২ শ্লোক হইতে বলিবেন।

(২) এই স্থলে ৫০ নং শ্লোকে ভ্রাতৃকন্যাদ্বয়ের দানে যথার্থ তথ্য না থাকায় বাল্মীকি-রামায়ণে কথিত তথ্যানুসারে ব্যাখ্যাত হইল। "তমেবমুক্ত্বা জনকো ভরতং কেকয়ীসুতম্। চোদয়ামাস ধর্মাত্মা মাণ্ডব্যাঃ পাণিসংগ্রহে। শত্রুঘ্নমপি চাসীনং জনকো বাক্যমব্রবীৎ। শ্রুতকীর্ত্ত্যা গৃহাণ ত্বং পাণিনা পাণিমুদ্যতম্।" ইতি ১।৭৩।২১-২২ বাল্মীকি-রামায়ণম্।

(৩) বিশ্বাবসোস্তু বৃহতী তুম্বুরোস্তু কলাবতী।
মহতী নারদস্য স্যাৎ সরস্বত্যাস্তু কচ্ছপী।
রুদ্রস্য বীণা নালম্বী মহতী নারদস্য চ।
কচ্ছপী তু সরস্বত্যা গণানাঞ্চ প্রভাবতী।
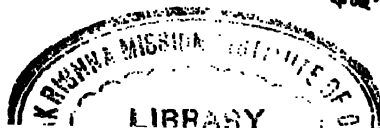
নান্যেভ্যঃ পূর্ব্বভার্য্যৈষা রামস্য পরমাত্মনঃ।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ দেবগতিং দেবমুনিস্তদা ॥ ৬০
তদারভ্য ময়া সীতা বিষ্ণোর্লক্ষ্মীর্বিভাব্যতে ॥ ৬১
কথং ময়া রাঘবায় জানকী দীয়তে শুভা।
ইতি চিন্তাসমাবিষ্টঃ কার্য্যমেকমচিন্তয়ম্ ॥ ৬২
মৎপিতামহগেহে তু ন্যাসভূতমিদং ধনুঃ।
ঈশ্বরেণ পুরা ক্ষিপ্তং পুরদাহাদনন্তরম্ ॥ ৬৩
ধনুরেতৎ পণং কার্য্যমিতি চিন্ত্য তথা কৃতম্।
সীতাপাণিগ্রহার্থায় সর্ব্বেষাং মাননাশনম্ ॥ ৬৪
ত্বৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ রামো রাজীবলোচনঃ।
আগতোঽত্র ধনুর্দ্রষ্টুং ফলিতো মে মনোরথঃ ॥৬৫
অদ্য মে সফলং জন্ম রাম ত্বাং সীতয়া সহ।
একাসনস্থং পশ্যামি ভ্রাজমানং রবিং যথা ॥ ৬৬
ত্বৎপাদাম্বুধরো ব্রহ্মা সৃষ্টিচক্রপ্রবর্ত্তকঃ।
বলিস্ত্বৎপাদসলিলং ধৃত্বাঽভূদ্দিবিজাধিপঃ ॥ ৬৭
ত্বৎপাদপাংশুসংস্পর্শাদহল্যা ভর্তৃশাপতঃ।
সদ্য এব বিনির্মুক্তা কোঽন্যস্ত্বত্তোঽধিরক্ষিতা ॥ ৬৮
ত্বৎপাদপঙ্কজপরাগসরাগযোগি-
বৃন্দৈর্জিতং ভবভয়ং জিতকালচক্রৈঃ।
যন্নামকীর্ত্তনপরা জিতদুঃখশোকা
দেবাস্তমেব শরণং সততং প্রপদ্যে ॥ ৬৯
ইতি স্তুত্বা নৃপঃ প্রাদাদ্ রাঘবায় মহাত্মনে।
দীনারাণাং কোটিশতং রথানামযুতং তথা ॥ ৭০

অন্য কাহাকেও প্রদান করিও না; কারণ, ইনি পরমাত্মা শ্রীরামের পূর্ব্বপত্নী লক্ষ্মীদেবী। দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া সেই সময় দেবলোকে গমন করিলেন। ৬০

সেই সময় হইতেই আমি সীতাকে বিষ্ণুর ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী বলিয়াই মনে করি। ৬১

কিভাবে আমি শুভলক্ষণা জানকীকে শ্রীরামহস্তে সমর্পণ করিব? এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া একটি কার্য্যের কথা চিন্তা করিলাম। ৬২

পূর্ব্বে মহেশ্বর ত্রিপুরদহনের পর এই প্রসিদ্ধ ধনু আমার পিতামহগৃহে ন্যাসরূপে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ৬৩

সেই ধনুই এখন পণরূপে ব্যবহার করিব, এই চিন্তা করিয়া আমি সীতার পাণিগ্রহণের জন্য সকল রাজন্যবর্গের অহঙ্কার-নাশক ধনুর্ভঙ্গপণ স্থির করিয়াছি। মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার করুণায় রাজীবলোচন রাম সেই ধনু দর্শন করিবার জন্য মিথিলায় আসিয়াছে, ইহাতে আমার মনোরথ সফল হইয়াছে। ৬৪-৬৫

রাম! সীতার সহিত তোমাকে দেদীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় একাসনে অবস্থান করিতে দর্শন করিতেছি, ইহাতে আজ আমার জন্মও সফল হইল। ৬৬

রাম! তোমার পাদজল ধারণ করিয়াই ব্রহ্মা সৃষ্টিচক্র পরিচালনা করিতেছেন এবং বলি তোমার পাদজল ধারণ করিয়া স্বর্গাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ৬৭

তোমার পাদরজঃ সংস্পর্শে অহল্যা পতির শাপ হইতে সদ্যই মুক্তিলাভ করিয়াছেন; অতএব তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রক্ষক আর কে আছে? ৬৮

রাম! তোমার পাদপদ্মের যে পরাগ, উহাতে অনুরাগী হওয়ায় যোগিগণ সংসারভয়কে জয় করিয়াছেন এবং কালভয়কে জয় করিয়াছেন, দেবগণ যাঁহার নামকীর্ত্তনপরায়ণ হইয়া সমস্ত দুঃখ ও শোককে জয় করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীরামের সতত শরণ গ্রহণ করিলাম। ৬৯

নরপতি জনক এইরূপে স্তব করিয়া মহাত্মা শ্রীরামকে কোটি-শত দীনার (১), অযুত (দশ হাজার) রথ, নিযুত (দশ লক্ষ) অশ্ব, ছয় শত হস্তী, একলক্ষ পদাতি এবং তিনশত দাসী প্রদান করিলেন। ৭০-৭১

---

(১) দীনার বিষয়ে অভিমত—

"দীনারো রূপকৈরষ্টাবিংশত্যা পরিকীর্ত্তিতঃ।
সুবর্ণসপ্ততিতমো ভাগো রূপক ইষ্যতে।"
—ইতি বিষ্ণুগুপ্তোক্তেঃ।

"কার্ষাপণোঽন্তিকা জ্ঞেয়াস্তাশ্চতস্রস্তু ধানকঃ।
তে দ্বাদশ সুবর্ণাস্তু দীনারশ্চিত্রকঃ স্মৃতঃ।"
—ইতি কাত্যায়নোক্তেঃ।

কাত্যায়নমতসংগ্রহে দণ্ডবিষয়ঃ ৩৬১।
"কার্ষাপণো দক্ষিণস্যাং দিশি রৌপ্যঃ প্রবর্ত্ততে।
পণৈর্নিবদ্ধঃ পূর্ব্বস্যাং ষোড়শৈব পণাঃ স তু।"
ইতি ষোড়শপণরূপঃ দক্ষিণস্থঃ কার্ষাপণ ইত্যর্থঃ।

অশ্বানাং নিযুতং প্রাদাদ্ গজানাং ষট্‌শতং তথা।
পত্তীনাং লক্ষমেকঞ্চ দাসীনাং ত্রিশতং দদৌ ॥ ৭১
দিব্যাম্বরাণি হারাংশ্চ মুক্তারত্নময়োজ্জ্বলান্।
সীতায়ৈ জনকঃ প্রাদাৎ প্রীত্যা দুহিতৃবৎসলঃ ॥৭২
বশিষ্ঠাদীন্ সুসম্পূজ্য ভরতং লক্ষ্মণং তথা।
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং তথা দশরথং নৃপম্ ॥ ৭৩
প্রস্থাপয়ামাস নৃপো রাজানং রঘুসত্তমম্।
সীতামালিঙ্গ্য রুদতীং মাতরঃ সাশ্রুলোচনাঃ ॥ ৭৪

ইহা ব্যতীত দুহিতৃবৎসল জনক সীতাকে প্রীতিসহকারে দিব্য বস্ত্রসমূহ এবং মুক্তা ও রত্নসমূহে সমুজ্জ্বল বহু হার প্রদান করিলেন। ৭২

বশিষ্ঠাদি পূজনীয় ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে পূজা করিয়া রাজা দশরথ, ভরত, লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন প্রভৃতি সকলেরই ন্যায়ানুসারে পূজা করিয়া রাজা জনক রঘুবর শ্রীরামকে প্রেরণ অর্থাৎ অযোধ্যায় যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এই সময় জনকপত্নীগণ অশ্রুপূর্ণনয়নে রোদনপরায়ণা সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া এবং কন্যা সীতার মুখে অশ্রুমার্জন করিতে করিতে ধীর-ভাবে গদ্‌গদস্বরে বলিলেন,—বৎসে! তুমি শ্বশ্রূমাতা ও শ্বশুরের

অব্রুবন্ গদ্‌গদং ধীরা মৃজন্ত্যো দুহিতুর্মুখম্ :
শ্বশ্রূশুশ্রূষণপরা নিত্যং রামমনুব্রতা।
পাতিব্রত্যমুপালম্ব্য তিষ্ঠ বৎসে যথাসুখম্ ॥ ৭৫
প্রয়াণকালে রঘুনন্দনস্য
ভেরীমৃদঙ্গানকতূর্য্যঘোষৈঃ।
স্বর্বাসিভেরী-ঘনতূর্য্যশব্দঃ
সম্মূর্চ্ছিতো ভূতভয়ঙ্করোঽভূৎ ॥ ৭৬
ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

সেবাপরায়ণা হইবে, সতত রামের অনুগতা হইবে এবং পাতিব্রত্যধর্ম্ম পালন করিবে, ইহাতেই তুমি সুখের সহিত অবস্থান করিতে পারিবে অর্থাৎ ইহাতে তুমি চিরসুখিনী হইবে। ৭৩-৭৫

এই সময় যখন রঘুনন্দন রাম অযোধ্যায় গমন করিতেছিলেন, তখন ভেরী, মৃদঙ্গ, তূর্য্য, কাংস্য ও শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যের গভীর শব্দে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল এবং স্বর্গস্থিত দেবগণের বাদ্য ভেরী, কাংস্য ও তূর্য্যাদি শব্দ জনকভবনের বাদ্যশব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া ভূতগণের (প্রাণিগণের) ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিল। ৭৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে আদিকাণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[বিবাহাৎ পরং পুত্রৈঃ সহ দশরথস্যাযোধ্যামভিগমনম্, পথি রামেণ পরশুরামস্য দর্পচূর্ণশ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।
অথ গচ্ছতি শ্রীরামে মৈথিলাদ্ যোজনত্রয়ম্।
নিমিত্তান্যতিঘোরাণি দদর্শ নৃপসত্তমঃ ॥ ১
নত্বা বশিষ্ঠং পপ্রচ্ছ কিমিদং মুনিপুঙ্গব :
নিমিত্তানীহ দৃশ্যন্তে বিষমাণি সমন্ততঃ ॥ ২

বশিষ্ঠস্তমথ প্রাহ ভয়মাগামি সূচ্যতে।
পুনরপ্যভয়ং তেঽদ্য শীঘ্রমেব ভবিষ্যতি ॥ ৩
মৃগাঃ প্রদক্ষিণং যান্তি ত্বপশ্যন্ শুভসূচকাঃ।
ইত্যেবং বদতস্তস্য ববৌ ঘোরতরোঽনিলঃ।
মুষ্ণংশ্চক্ষূংষি সর্বেষাং পাংশুবৃষ্টিভিরর্দয়ন্ ॥ ৪

সপ্তম অধ্যায়।

[বিবাহের পর পুত্রগণের সহিত দশরথের অযোধ্যা-অভিমুখে যাত্রা এবং পথে রাম কর্ত্তৃক পরশুরামের দর্পচূর্ণ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! মিথিলা হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীরাম তিন যোজন পথ গমন করিলে পর নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ অতি ভয়ানক বহু নিমিত্ত—অপশকুন দেখিতে পাইলেন। ১

তখন রাজা দশরথ বশিষ্ঠকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! এই যে চারিদিক প্রতিকূল নিমিত্তসকল দেখা যাইতেছে, ইহার কারণ কি? ২

বশিষ্ঠ তখন সেই রাজা দশরথকে বলিলেন,—রাজন্! এই সব প্রতিকূল নিমিত্তের দ্বারা আপনার সম্মুখে ভয়ের সূচনা হইতেছে; কিন্তু পুনরায় আজ সত্বরই আপনার সেই ভয় আর থাকিবে না। ৩

আপনারা দেখুন—এই মৃগগণ আপনার দক্ষিণ দিয়া গমন করিতেছে, ইহার দ্বারা আপনার শুভ সূচনা করিতেছে। যখন বশিষ্ঠ এই কথা বলিতেছিলেন, তখন অতি ভয়ঙ্কর বায়ু বহিতে

ততো দদর্শ ভগবান্ জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।
নীলমেঘনিভঃ প্রাংশুর্জটামণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ৫
ধনুঃ-পরশুপাণিশ্চ সাক্ষাৎ কাল ইবান্তকঃ ।
কার্ত্তবীর্য্যান্তকো রামো দৃপ্তক্ষত্রিয়মর্দনঃ ।
প্রাপ্তো দশরথস্যাগ্রে কালমৃত্যুরিবাপরঃ ॥ ৬
তং দৃষ্ট্বা ভয়সন্ত্রস্তো রাজা দশরথস্তদা ।
অর্ঘ্যাদিপূজাং বিস্মৃত্য ত্রাহি ত্রাহীতি চাব্রবীৎ ॥ ৭
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাহ পুত্রপ্রাণান্ প্রযচ্ছ মে ॥ ৮
ইতি ব্রুবাণং রাজানমনাদৃত্য রঘূত্তমম্ ।
উবাচ নিষ্ঠুরং বাক্যং ক্রোধাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৯
ত্বং রাম ইতি নাম্না মে চরসি ক্ষত্রিয়াধম ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রযচ্ছাশু যদি ত্বং ক্ষত্রিয়োঽসি বৈ ॥ ১০
পুরাণং জর্জরং চাপং ভঙ্‌ক্ত্বা ত্বং কত্থসে মৃষা ।
অস্মিংস্তু বৈষ্ণবে চাপে আরোপয়সি চেদ্ গুণম্ ।
তদা যুদ্ধং ত্বয়া সার্দ্ধং করোমি রঘুবংশজ ॥১১
নো চেৎ সর্বান্ হনিষ্যামি ক্ষত্রিয়ান্তকরো হ্যহম্ ॥ ১২
ইতি ব্রুবতি বৈ তস্মিংশ্চচাল বসুধা ভৃশম্ ।
অন্ধকারো বভূবাথ সর্বেষামপি চক্ষুষাম্ ॥ ১৩
রামো দাশরথির্বীরো বীক্ষ্য তং ভার্গবং রুষা ।
ধনুরাচ্ছিদ্য তদ্ধস্তাদারোপ্য গুণমঞ্জসা ॥ ১৪
তূণীরাদ্ বাণমাদায় সন্ধায়াকৃষ্য বীর্য্যবান্ ।
উবাচ ভার্গবং রামং শৃণু ব্রহ্মন্ বচো মম ॥ ১৫
লক্ষ্যং দর্শয় বাণস্য হ্যমোঘো রামসায়কঃ ।
লোকান্ পাদযুগং বাপি বদ শীঘ্রং মমাজ্ঞয়া ॥ ১৬

লাগিল অর্থাৎ হঠাৎ ঝড় উঠিল। সেই বায়ু ধূলিবর্ষণের দ্বারা সকলকে পীড়িত করিল এবং সকলের দৃষ্টিশক্তি হরণ করিল। ৪

তদনন্তর প্রতাপশালী, নীলমেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ, উন্নত, জটা-সমূহে বিভূষিত জমদগ্নিনন্দন ভগবান্ পরশুরাম দশরথ প্রভৃতিকে দর্শন করিলেন। ৫ (১)

পরশুরামের হস্তে তখন ধনু ও পরশু ছিল। তাঁহাকে প্রলয়কালে সাক্ষাৎ যমের ন্যায় মনে হইতেছিল। কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুনকে তিনি বধ করিয়াছেন। উদ্ধত ক্ষত্রিয়গণের মর্দনকারী এই রাম তখন রাজা দশরথের অগ্রে দ্বিতীয় কাল-মৃত্যুর ন্যায় উপস্থিত হইলেন। ৬

সেই সময় রাজা দশরথ তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিবার কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন' এই কথা বলিতে লাগিলেন। রাজা ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—আমাকে পুত্রগণের প্রাণভিক্ষা দিন। ৭-৮

কিন্তু চঞ্চলেন্দ্রিয় পরশুরাম রাজা দশরথের এই বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া রঘূত্তম শ্রীরামকে এই কঠোর বাক্যে বলিলেন। ৯

রে ক্ষত্রিয়াধম। তুমি 'রাম' এই আপনার নাম নিয়া ভূতলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। যদি তুমি ক্ষত্রিয় হও, তবে আমাকে সত্বর দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর। ১০

তুমি একটা পুরাতন জর্জর ধনু ভাঙ্গিয়া বৃথা নিজের প্রশংসা করিতেছ। রঘুবংশজাত রাম। যদি তুমি এই বৈষ্ণব ধনুতে গুণ আরোপণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। ১১

আর তাহা যদি না পার, তাহা হইলে আমি তোমাদের সকলকেই বধ করিব; কারণ, আমি ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংসকারী জমদগ্নিনন্দন রাম। ১২

পরশুরাম যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন ঘোরতর ভূমিকম্প হইল এবং সকলেরই চক্ষু ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ১৩

তারপর দশরথপুত্র বীরবর রাম রোষভরে সেই ভৃগুবংশজাত পরশুরামকে দেখিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ধনু টানিয়া লইয়া দ্রুত গুণারোপণ করত তূণ হইতে বাণ লইয়া উহা সন্ধান পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ভৃগুবংশজাত রামকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্। আমার কথা শ্রবণ করুন। ১৪-১৫

আপনি আমার এই বাণের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করুন; কারণ, রামের বাণ অব্যর্থ। আমি আপনার ইহলোক ও পরলোক—এই উভয়লোকে গতি রুদ্ধ করিব কিংবা আপনার পাদদ্বয়ই বাণপ্রহারে চিরকালের মত রুদ্ধ করিয়া দিব? আমার আদেশে তাহা সত্বর বলুন। ১৬

(১) পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের স্থানে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি কোনও কোনও পুস্তকে দেখা যায়,—"ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে তেজোরাশিমুপস্থিতম্। কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং বিদ্যুৎপুঞ্জসম-প্রভম্। তেজোরাশিং দদর্শাথ জামদগ্ন্যং প্রতাপবান্। নীলমেঘ-নিভপ্রাংশু-জটামণ্ডলমণ্ডিতম্। ধনুঃ-পরশুপাণিঞ্চ সাক্ষাৎ কালমিবান্তকম্। কার্ত্তবীর্য্যান্তকং রামং দৃপ্তক্ষত্রিয়মর্দ্দনম্। প্রাপ্তং দশরথস্যাগ্রে কালমৃত্যুমিবাপরম্।"

এবং বদতি শ্রীরামে ভার্গবো বিকৃতাননঃ।
সংস্মরন্ পূর্ববৃত্তান্তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৭
রাম রাম মহাবাহো জানে ত্বাং পরমেশ্বরম্।
পুরাণপুরুষং বিষ্ণুং জগৎসর্গলয়োদ্ভবম্ ॥ ১৮
বালে২হং তপসা বিষ্ণুমারাধয়িতুমঞ্জসা।
চক্রতীর্থশুভং গত্বা তপসা বিষ্ণুমব্যয়ম্।
অতোষয়ং মহাত্মানং নারায়ণমনন্যধীঃ ॥ ১৯
ততঃ প্রসন্নো দেবেশঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
উবাচ মাং রঘুশ্রেষ্ঠ প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ ॥ ২০
শ্রীভগবান্ উবাচ।
উত্তিষ্ঠ তপসো ব্রহ্মন্ ফলিতং তে তপো মহৎ
মচ্চিদংশেন যুক্তস্ত্বং জহি হৈহয়পুঙ্গবম্।
কার্ত্তবীর্য্যং পিতৃহণং যদর্থং তপসঃ শ্রমঃ ॥২১
ততস্ত্রিঃসপ্তকৃত্বস্ত্বং হত্বা ক্ষত্রিয়মণ্ডলম্।
কৃৎস্নাং ভূমিং কশ্যপায় দত্ত্বা শান্তিমুপাবহ ॥ ২২
ত্রেতাযুগে দাশরথির্ভূত্বা রামোঽহমব্যয়ঃ।
উৎপৎস্যে পরয়া শক্ত্যা তদা দ্রক্ষ্যসি মাং পুনঃ ॥ ২৩
মত্তেজঃ পুনরাদাস্যে ত্বয়ি দত্তং ময়া পুরা।
তদা তপশ্চরন্ লোকে তিষ্ঠ ত্বং ব্রহ্মণো দিনম্ ॥২৪
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবস্তথা সর্বকৃতং ময়া।
স এব বিষ্ণুস্ত্বং রামো জাতোঽসি ব্রহ্মণাঽর্থিতঃ ॥ ২৫
ময়ি স্থিতন্তু যত্তেজস্ত্বয়ৈব পুনরাহৃতম্।
অদ্য মে সফলং জন্ম প্রতীতোঽসি মম প্রভো ॥২৬
ব্রহ্মাদিভিরলভ্যস্ত্বং প্রকৃতেঃ পারগো মতঃ।
ত্বয়ি জন্মাদিষড়্ভাবা ন সন্ত্যজ্ঞানসম্ভবাঃ ॥২৭
নির্বিকারোঽসি পূর্ণস্ত্বং গমনাদিবিবর্জিতঃ।
তথা জলে ফেনবৃন্দং ধূমো বহ্নৌ তথা ত্বয়ি।
ত্বদাধারা ত্বদ্বিষয়া মায়া কার্য্যং সৃজত্যহো ॥২৮

শ্রীরাম এইরূপ বলিলে পর ভৃগুবংশজাত পরশুরামের মুখ ভয়ে বিকৃত হইয়া যাইল। তিনি পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া রামকে এই কথা বলিলেন। ১৭

রাম! মহাবাহো (আজানুলম্বিত বাহো) রাম!! তুমি যে পুরাণপুরুষ, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর, তাহা আমি জানি। ১৮

আমি বাল্যকালে তপস্যার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে সত্বর আরাধনা করিবার জন্য পবিত্র চক্রতীর্থে গমন করত প্রত্যহ অনন্য মতি-সহকারে তপস্যা করিয়া মহাত্মা নারায়ণকে সন্তুষ্ট করি। ১৯

রঘুশ্রেষ্ঠ! তারপর শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী দেবদেব বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া নির্ম্মল মুখপদ্মে আমাকে বলিলেন। ২০

শ্রীভগবান্ নারায়ণ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তুমি উঠ, তোমার তপস্যার মহৎফল আজ ফলিত হইয়াছে। তুমি আমার চিদংশের দ্বারা যুক্ত হইলে। তুমি তোমার পিতৃহত্যাকারী হৈহয়শ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীর্য্যকে বধ কর; কারণ, যাহার জন্য তুমি শ্রমসাধ্য তপস্যা করিতেছ। ২১

তুমি ত্রিসপ্তকৃত্ব অর্থাৎ (৩×৭=২১) একুশবার ক্ষত্রিয়মণ্ডল বধ করিয়া এই সম্পূর্ণ পৃথিবী কশ্যপকে প্রদান করত শান্তিলাভ করিবে। ২২

অব্যয় পরমাত্মা আমি ত্রেতাযুগে দশরথপুত্র রাম হইয়া পরমা শক্তি লক্ষ্মীদেবীর সহিত আবির্ভূত হইব, তখন তুমি পুনরায় আমাকে দর্শন করিবে। ২৩

তোমাকে আমি পূর্ব্বে যে আমার তেজ (চিদংশ) প্রদান করিয়াছিলাম, তোমার সহিত যখন আমার সাক্ষাৎকার হইবে, তখন আমি সেই তেজ পুনরায় গ্রহণ করিব। আর তুমি ব্রহ্মার দিনপরিমিত ('চতুর্যুগসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে'।) চারি যুগসহস্র কাল তপস্যা আচরণ করিয়া ভুবনে অবস্থান করিবে।২৪

এই কথা বলিয়া সেই দেব নারায়ণ অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন এবং আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে সব কিছুই করিয়াছি। সে-ই বিষ্ণুই তুমি, ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ।২৫

আমার মধ্যে স্থিত তোমার যে তেজ, তাহা তুমিই পুনরায় গ্রহণ করিয়াছ। আজ আমার জন্ম সফল হইল। প্রভো! আমি তোমাকে জানিতে পারিয়াছি। ২৬

নাথ! ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণও তোমাকে লাভ করিতে পারেন না; কারণ, তুমি প্রকৃতির পারগামী অর্থাৎ প্রকৃতির সীমাতিগ বলিয়া অভিহিত হও। তোমার মধ্যে জন্মাদি ছয় বিকার (জায়তে, অস্তি, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বর্দ্ধতে, নশ্যতীতি ষড়্ভাবাঃ।) নাই; যেহেতু তুমি জ্ঞানে পূর্ণ, অতএব ব্রহ্মস্বরূপ; কিন্তু ছয় বিকার অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় অথবা অজ্ঞান জড়—দেহ, তাহার মধ্যেই এই ছয় বিকার উৎপন্ন হয়, আর তুমি দেহত্রয়াতীত নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া তোমার মধ্যে এই ছয় বিকার নাই। ২৭

অতএব তুমি নির্বিকার, পূর্ণ (ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণযুক্ত), গমনাদি ক্রিয়াবর্জিত বলিয়া অভিহিত হও। তাহা হইলে ক্রিয়া-

যাবন্মায়াবৃতা লোকাস্তাবৎ ত্বাং ন বিজানতে।
অবিচারিতসিদ্ধেষাঽবিদ্যা বিদ্যাবিরোধিনী ॥ ২৯
অবিদ্যাকৃতদেহাদিসঙ্ঘাতে প্রতিবিম্বিতা।
চিচ্ছক্তির্জীবলোকেঽস্মিঞ্জীব ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩০
যাবদ্ দেহ-মনঃ-প্রাণ-বুদ্ধ্যাদিষভিমানবান্।
তাবৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বসুখদুঃখাদিভাগ্ ভবেৎ ॥ ৩১
আত্মনঃ সংসৃতির্নাস্তি বুদ্ধের্জ্ঞানং ন জাত্বিতি ॥৩২
অবিবেকাদ্ভ্রমং যুক্ত্বা সংসারীতি প্রবর্ত্ততে।
জড়স্য চিৎসমাযোগাচ্চিত্ত্বং ভূয়াচ্চিতেস্তথা।
জড়সঙ্গাজ্জড়ত্বং হি জলাগ্ন্যোর্মেলনং যথা ॥ ৩৩
যাবৎ ত্বৎপাদভক্তানাং সঙ্গসৌখ্যং ন বিন্দতি।
তাবৎ সংসারদুঃখৌঘান্ন নিবর্ত্তেন্নরঃ সদা ॥৩৪
সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা যদা ত্বাং সমুপাসতে।
তদা মায়া শনৈর্যাতি তানবং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৫
ততস্ত্বজ্জ্ঞানসম্পন্নঃ সদ্গুরুস্তেন লভ্যতে।
বাক্যজ্ঞানং গুরোর্লব্ধ্বা ত্বৎপ্রসাদাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ৩৬

সমূহ কিভাবে অনুষ্ঠিত হয়; যেরূপ জলে জলাধারে পরস্পর-মিলিত তরঙ্গসমূহ ফেনবৃন্দ সৃজন করে এবং যেরূপ বহ্নিতে বহ্নির আধার আর্দ্র কাষ্ঠ ধূম উৎপাদন করে, সেইরূপ মায়া তোমার আশ্রয়ে তোমারই অধীনে তোমাকে উদ্দেশ্য করিয়া গমনাদি কার্য্যসকল সম্পাদন করে। অর্থাৎ ফেন যেমন জলের বিকার নয়, কিন্তু জল নিমিত্ত, বায়ু উপাদান; এইরূপ ধূম অগ্নির বিকার নয়, কিন্তু অগ্নি নিমিত্ত আর আর্দ্রকাষ্ঠ ধূমের উপাদান; সেইরূপ জগৎপ্রপঞ্চের তুমি নিমিত্তমাত্র, মায়া প্রকৃতি উপাদান (তথাপি লোকে যে ব্যবহার আছে—রাম জন্মিয়াছেন প্রভৃতি, তাহা অতাত্ত্বিকী প্রতীতি বলিয়া জানিবে)। ২৮

যতকাল মানুষ মায়ার দ্বারা আবৃত থাকে, ততকাল সে তোমাকে যথার্থভাবে জানিতে সমর্থ হয় না। মায়া অবিদ্যা। এই অবিদ্যা দ্বিবিধা—(১) অবিচারিতসিদ্ধা ও (২) বিদ্যা-বিরোধিনী। অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিতে অসমর্থা অবিচারিতসিদ্ধা এবং বিদ্যাবিরোধিনী বিদ্যাপ্রতিবন্ধিকা অর্থাৎ যতকাল অবিদ্যা কৃতকার্য্যা থাকিবে, ততকাল তোমাকে জানা যাইবে না; কিন্তু বিদ্যার উদয়ে যখন অবিদ্যা নাশপ্রাপ্ত হইবে, তখন তোমাকে জানিতে পারিবে। ২৯

অবিদ্যাকৃত দেহ ইন্দ্রিয়াদিসমূহে প্রতিবিম্বিত (প্রতিফলিত) চিৎ শক্তিই এই প্রাণিলোকে প্রাণধারক বলিয়া "জীব" এই নামে অভিহিত হয়। ৩০

যতকাল এই জীবের দেহ, মন, প্রাণ ও অন্তঃকরণাদিতে অভিমান অর্থাৎ 'অহং' এই বুদ্ধি থাকে; ততকালই সেই জীব 'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী ও আমি দুঃখী' এইরূপ কর্তৃত্বাদির আরোপ করিয়া কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখ ও দুঃখের ভাগী হয়। ৩১

কিন্তু আত্মার অর্থাৎ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমানকারী প্রত্যগাত্মার অপরিণামিত্বনিবন্ধন সংসার নাই এবং বুদ্ধির জড়ত্ব-বশতঃ কখনও জ্ঞান লাভ হয় না। অথবা আত্মার পরমার্থতঃ সংসার নাই এবং অন্তঃকরণের কদাচিৎ ক্ষণিকবিজ্ঞান নাই। ৩২

তাহা হইলে আত্মার সংসারিত্বরূপে কিভাবে আত্মজ্ঞান হয়? তাহার উত্তর বলিতেছেন—অবিবেকবশতঃ ভ্রমসংযোগ করিয়া আত্মা আমি সংসারী এরূপ ব্যবহার করে, যেরূপ জড়ের চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যের সহিত সংযোগে চিত্ত্ব অর্থাৎ চৈতন্যের সহিত সংযোগে আমি কর্ত্তা, এরূপ অবিবেকপ্রসূত ভ্রম উৎপন্ন হয়। যেরূপ জল স্বাভাবিক শীতল অগ্নির সংস্পর্শে উষ্ণ হয়, সেইরূপ জড়ের চেতনসংস্পর্শে চৈতন্য লাভ হয়। আবার অগ্নির যেরূপ স্বাভাবিক প্রকাশ ও দাহ শক্তি থাকিলেও জলের সংস্পর্শে তাহার হানি হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মার স্বাভাবিক চৈতন্য-শক্তি থাকিলেও দেহাদি জড়পদার্থসমূহের সংস্পর্শে চৈতন্যের হানি হয়। ৩৩

মানুষ তোমার শ্রীপাদভজনপরায়ণ সেবকগণের সঙ্গজনিত সুখ যে পর্য্যন্ত না লাভ করে, সেই পর্য্যন্ত তাহার সংসারের নানা দুঃখ সঙ্ঘাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ হয় না। ৩৪

সৎপুরুষগণের অর্থাৎ তোমার ভজনপরায়ণ সেবকগণের সঙ্গ করিয়া লব্ধ ভক্তির দ্বারা যখন মানুষ তোমার উপাসনা (উপ—সমীপে, আসনা—জপ ধ্যানাদির দ্বারা অবস্থান) করে, তখন মায়া (অবিদ্যা) ধীরে ধীরে সরিয়া যায় এবং তোমাকে সেই মানুষ জানিতে পারে। ৩৫

তারপর অর্থাৎ অবিদ্যাপসরণের পর তোমার সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করিয়া সে জ্ঞানী হয়। এই সময় 'সদ্গুরু' লাভ হইয়া থাকে। (শ্রুতি বলিয়াছেন—'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভি-গচ্ছেৎ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্'। মুণ্ডকোপনিষদি ১।২।১২, 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'।—কঠোপনিষদি ৫।৯, 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'—ছান্দোগ্যোপ-নিষদি ১।১৪।২, 'উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ'—শ্রীগীতায়াম্ ৪।৩৪।—এই সব শাস্ত্রপ্রমাণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, গুরুকৃপা ব্যতীত প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। তত্ত্ব সঙ্গে,

তস্মাদ্ ত্বদ্ভক্তিহীনানাং কল্পকোটিশতৈরপি।
ন মুক্তিশঙ্কা বিজ্ঞানশঙ্কা নৈব সুখং তথা ॥৩৭
অতস্ত্বৎপাদযুগলে ভক্তির্মে জন্মজন্মনি।
স্যাৎ ত্বদ্ভক্তিমতাং সঙ্গোঽবিদ্যা যাভ্যাং বিনশ্যতি ॥৩৮
লোকে ত্বদ্ভক্তিনিরতাস্ত্বদ্ধর্মামৃতবর্ষিণঃ।
পুনন্তি লোকমখিলং কিং পুনঃ স্বকুলোদ্ভবান্ ॥ ৩৯
নমোঽস্তু জগতাং নাথ নমস্তে ভক্তিভাবন।
নমঃ কারুণিকানন্ত রামচন্দ্র নমোঽস্তু তে ॥৪০
দেব যদ্ যৎ কৃতং পুণ্যং ময়া লোকজিগীষয়া।
তৎ সর্বং তব বাণায় ভূয়াদ্ রাম নমোঽস্তু তে ॥৪১
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীরামঃ করুণাকরঃ।
প্রসন্নোঽস্মি তব ব্রহ্মন্ যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৪২
দাস্যে তদখিলং কামং মা কুরুষ্বাত্র সংশয়ম্।
ততঃ প্রীতেন মনসা ভার্গবো রামমব্রবীৎ ॥ ৪৩
যদি মেঽনুগ্রহো রাম তবাস্তি মধুসূদন।
ত্বদ্ভক্তসঙ্গস্ত্বৎপাদে দৃঢ়া ভক্তিঃ সদাঽস্তু মে ॥ ৪৪
স্তোত্রমেতৎ পঠেদ্ যস্তু ভক্তিহীনোঽপি সর্বদা।
ত্বদ্ভক্তিস্তস্য বিজ্ঞানং ভূয়াদন্তে স্মৃতিস্তব ॥ ৪৫

সদ্গ্রন্থপাঠে এবং কৌলিক ও শাস্ত্রীয় আচারাদি পালনে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা ভাসা ভাসা অবস্থায় থাকে, গাঢ় হয় না; কিন্তু করুণাময় কল্যাণময় সদ্গুরু শিষ্যের মধ্যে দিব্য শক্তি সঞ্চারিত করিয়া যে জ্ঞান দান করেন, তাহা গাঢ় হইতে গাঢ়তর বলিয়া সহজে ধ্যানরাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে এবং সমাধিপূত হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। সেই কারণে সাক্ষাৎ করুণাঘনবিগ্রহ শ্রীরামের সাক্ষাতে ব্রহ্মজ্ঞ পরশুরাম সদ্গুরু লাভের সময় নির্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি কথাটি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—'সদ্গুরুস্তেন লভ্যতে'।) অথবা তদ্বিষয়ে জ্ঞানে জ্ঞানী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী সদ্গুরু সেই সাধক লাভ করে। তদনন্তর সেই শ্রীগুরু হইতে বাক্য জ্ঞান অর্থাৎ 'তত্ত্বমস্যাদি' বাক্যজন্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তোমার করুণায় মুক্তি লাভ করে। ৩৬

সেইহেতু যাহাদের তোমার প্রতি ভক্তি নাই, তাহারা কোটিশত কল্পেও মুক্তিলাভ করিতে পারে না, বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না এবং সুখলাভ করিতেও সমর্থ হয় না। (যতো ন বিজ্ঞানমপরোক্ষজ্ঞানমতো ন মুক্তিঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ৩।৮) । ৩৭

অতএব তোমার শ্রীপাদযুগলে আমার জন্মে জন্মে ভক্তিলাভ হউক এবং তোমার প্রতি যাহারা ভক্তিমান্, সেই ভক্তগণের সঙ্গ আমার লাভ হউক; কারণ ভক্তি ও ভক্তসঙ্গ—এই উভয়ের দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হয়। ৩৮

জগতে যাহারা তোমার ভক্তিনিরত অর্থাৎ ত্বদ্ভক্তিপরিনিষ্ঠিত ও ত্বদ্ধর্মামৃতবর্ষী—তোমার চরিতামৃত পানকারী, তাহারাও এই সম্পূর্ণ জগৎসংসারকে পবিত্র করে; সুতরাং যাঁহারা বৈষ্ণবকুলজাত, তাঁহাদের কথা আর কি বলিবার আছে? ৩৯

হে জগন্নাথ! (যেহেতু তুমি জগতের নাথ, সেইহেতু তুমি আমারও নাথ।) তোমায় নমস্কার। হে ভক্তিভাবন (ভক্তির উৎপাদক, তোমার করুণা ব্যতীত ভক্তি লাভ হয় না)। তোমায় নমস্কার। হে কারুনিক! (যদিও আমি অপরাধ করিয়াছি, তথাপি তোমার আমার উপর কোনও দ্বেষ নাই; কারণ, তুমি করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ।) হে অনন্ত (অপরিচ্ছিন্ন) রামচন্দ্র! তোমায় নমস্কার। ৪০

হে দেব (দ্যুতিবিশিষ্ট অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়)! আমি লোকসকল জয় করিবার ইচ্ছায় যাহা যাহা পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি, সেই সমস্ত পুণ্য কর্ম্ম তোমার বাণের লক্ষ্য হউক অর্থাৎ তুমি বাণের দ্বারা আমার সমস্ত কর্ম্মক্ষয় করিয়া দাও, এইরূপে আমার সমস্ত কর্ম্মক্ষয় করিয়া দিয়া আমায় মুক্তি প্রদান কর। হে রাম! তোমায় নমস্কার। ৪১

পরশুরাম এইরূপে প্রার্থনাত্মক স্তব করিলে তাহাতে প্রসন্ন হইয়া করুণাকর ভগবান্ শ্রীরাম বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার মনে যাহা অভিলষিত আছে, তোমার সেই সমস্ত অভিলাষ আমি পূর্ণ করিব। এ বিষয়ে তুমি কোন সংশয় করিও না। তখন ভৃগুবংশভূষণ পরশুরাম প্রীত মনে শ্রীরামকে বলিলেন। ৪২-৪৩

হে মধুসূদন রাম! যদি তোমার আমার উপর অনুগ্রহ থাকে, তবে আমার যেন সর্ব্বদা তোমার ভক্তগণের সঙ্গলাভ হয় এবং তোমার পাদপদ্মে আমার দৃঢ়া ভক্তি লাভ হয়। ৪৪

যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করিবে, সে যদি ভক্তিহীনও হয়, তথাপি সেই ব্যক্তি যেন সতত তোমার ভক্তি লাভ করে, তাহার যেন বিজ্ঞান (হৃদয়ে অনুভূত জ্ঞান কিংবা অভেদ সাক্ষাৎকার) লাভ হয় এবং অন্তে অর্থাৎ মরণকালে তোমার স্মৃতি সে যেন প্রাপ্ত হয়। (পরশুরাম লোকোপকারের জন্য এই প্রার্থনা

তথেতি রাঘবেণোক্তঃ পরিক্রম্য প্রণম্য তম্ ।
পূজিতস্তদনুজ্ঞাতো মহেন্দ্রাচলমন্বগাৎ ॥ ৪৬
রাজা দশরথো হৃষ্টো রামং মৃতমিবাগতম্ ।
আলিঙ্গ্যালিঙ্গ্য হর্ষেণ নেত্রাভ্যাং জলমুৎসৃজৎ ॥ ৪৭
ততঃ প্রীতেন মনসা স্বস্থচিত্তঃ পুরং যযৌ ॥ ৪৮
রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্নভরতা দেবসম্মিতাঃ ।
স্বাং স্বাং ভার্য্যামুপাদায় রেমিরে স্ব-স্ব-মন্দিরে ॥ ৪৯
মাতাপিতৃভ্যাং সংহৃষ্টো রামঃ সীতাসমন্বিতঃ ।
রেমে বৈকুণ্ঠভবনে শ্রিয়া সহ যথা হরিঃ ॥ ৫০
যুধাজিন্নাম কৈকেয়ীভ্রাতা ভরতমাতুলঃ ।
ভরতং নেতুমাগচ্ছৎ স্বরাজ্যং প্রীতিসংযুতঃ ॥ ৫১
প্রেষয়ামাস ভরতং রাজা স্নেহসমন্বিতঃ ।
শত্রুঘ্নঞ্চাপি সম্পূজ্য যুধাজিতমরিন্দমঃ ॥ ৫২
কৌশল্যা শুশুভে দেবী রামেণ সহ সীতয়া ।
দেবমাতেব পৌলোম্যা শচ্যা শক্রেণ শোভনা ॥ ৫৩
সাকেতে লোকনাথপ্রথিতগুণগণো লোকসঙ্গীতকীর্ত্তিঃ
শ্রীরামঃ সীতয়াস্তেঽখিলসুরনিকরানন্দসন্দোহমূর্ত্তিঃ ।
নিত্যশ্রীর্নির্বিকারো নিরবধিবিভবো নিত্যমায়ানিরাসো
মায়াকার্য্যানুসারী মনুজ ইব সদা ভাতি দেবোঽখিলেশঃ ॥৫৪

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
আদিকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

আদিকাণ্ডং সম্পূর্ণম্ ।

করিয়াছেন । প্রথম ভক্তিলাভ, দ্বিতীয় সেই ভক্তির ফল বিজ্ঞান প্রাপ্তি এবং তৃতীয়তঃ এই বিজ্ঞান যদি কোনপ্রকারে লাভ-না হয়, তবে যেন অন্তিমকালে সেই ব্যক্তি তোমাকে স্মরণ করিতে পারে ; যাহা যোগী ভিন্ন অন্যত্র একান্ত দুর্লভ । কারণ, "অন্তে যাঃ মতিঃ সা গতিরিতি ন্যায়াৎ । তৎস্মৃতৌ তল্লাভোঽবশ্যম্ভাবীতি ভাবঃ") । ৪৫

তখন রঘুকুলভূষণ শ্রীরামচন্দ্র 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিলে পরশুরাম শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া এবং শ্রীরাম কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে মহেন্দ্র পর্ব্বত অভিমুখে গমন করিলেন । ৪৬

অন্যদিকে রাজা দশরথ হৃষ্ট হইয়া রামকে যেন পুনর্জ্জাত ভাবিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করত দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন । ৪৭

তারপর সুস্থচিত্ত হইয়া প্রসন্নমনে অযোধ্যানগরীর দিকে গমন করিলেন । ৪৮

দেবোপম শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নিজ নিজ ভার্য্যা গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব মন্দিরে আনন্দভোগ করিতে লাগিলেন । ৪৯

যেরূপ শ্রীহরি বৈকুণ্ঠধামে লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিহার করেন, সেইরূপ শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর সহিত মাতা কৌশল্যা ও পিতা দশরথকে অত্যন্ত আনন্দদান করিতে করিতে অযোধ্যায় বিহার করিতে লাগিলেন । ৫০

এইভাবে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে একদিন কৈকেয়ীর ভ্রাতা যুধাজিৎ নামে ভরতের মাতুল নিজ রাজ্যে ভরতকে লইয়া যাইবার জন্য প্রসন্নমনে অযোধ্যায় আগমন করিলেন । ৫১

তখন শত্রুদমন রাজা দশরথ সস্নেহে যুধাজিৎকে সমাদর করিয়া সস্নেহে শত্রুঘ্নের সহিত ভরতকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিলেন । ৫২

অন্যদিকে পুলোমদানবের কন্যা শচীদেবীর সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা দেবমাতা অদিতিদেবী যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ সীতাদেবীর সহিত শ্রীরামের দ্বারা কৌশল্যাদেবী শোভা পাইতে লাগিলেন । ৫৩

লোকসকলের মধ্যে যাঁহার গুণসমূহ প্রসিদ্ধ আছে, যাঁহার কীর্ত্তি সকল মানুষ কীর্ত্তন করে, যাঁহার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সমস্ত দেবতাগণ আনন্দ ধারায় আপ্লুত হন, যাঁহার শোভা সতত বিদ্যমান আছে (অথবা পরাশক্তিসম্পন্ন), অতএব অনন্ত ঐশ্বর্য্য-শালী, যাঁহার দ্বারা মায়া (অবিদ্যা) সদা নিরাস হইয়া যায় (অথবা মায়া যাঁহার অধীনস্থা), জন্ম-মরণাদি বিকারশূন্য সর্ব্বেশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শ্রীরাম সীতা দেবীর সহিত অযোধ্যা নগরীতে মায়াকার্য্যের অনুসারী হইয়া সাধারণ মানুষের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন । ৫৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদবিষয়ক আদিকাণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

আদিকাণ্ড সম্পূর্ণ ।

অযোধ্যাকাণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীরামসমীপে নারদস্যাগমনম্, রাবণং হন্তুং নারদস্য প্রার্থনা, রাবণং বিনাশয়িতুং শ্রীরামস্য প্রতিজ্ঞা চ।)

শ্রীমহাদেব উবাচ

একদা সুখমাসীনং রামং স্বান্তঃপুরাজিরে।
সর্বাভরণসম্পন্নং রত্নসিংহাসনে স্থিতম্॥ ১

নীলোৎপলদলশ্যামং কৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্।
সীতয়া রত্নদণ্ডেন চামরেণাথ বীজিতম্॥ ২

বিনোদয়ন্তং তাম্বূলচর্বণাদিভিরাদরাৎ।
নারদোঽবাতরদ্ দ্রষ্টুমম্বরাদ্ যত্র রাঘবঃ॥ ৩

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ শরচ্চন্দ্র ইবামলঃ।
অতর্কিতমুপাযাতো নারদো দিব্যদর্শনঃ॥ ৪

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় রামঃ প্রীত্যা কৃতাঞ্জলিঃ।
ননাম শিরসা ভূমৌ সীতয়া সহ ভক্তিমান্॥ ৫

উবাচ নারদং রামঃ প্রীত্যা পরময়া যুতঃ।
সংসারিণাং মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্লভং তব দর্শনম্।
অস্মাকং বিষয়াসক্তচেতসাং নিতরাং মুনে॥ ৬

অবাপ্তং মে পূর্বজন্মকৃতং পুণ্যমহোদয়ম্।
সংসারিণাঽপি হি মুনে লভ্যতে সৎসমাগমঃ॥ ৭

অতস্ত্বদ্দর্শনাদেব কৃতার্থোঽস্মি মুনীশ্বর।
কিং কার্য্যং তে ময়া কার্য্যং ব্রূহি তৎ করবাণি ভোঃ॥ ৮

অথ তং নারদোঽপ্যাহ রাঘবং ভক্তবৎসলম্।
কিং মোহয়সি মাং রাম বাক্যৈর্লোকানুসারিভিঃ॥ ৯

সংসার্য্যহমিতি প্রোক্তং সত্যমেব ত্বয়োদিতম্।
জগতামাদিভূতা যা সা মায়া গৃহিণী তব।
ত্বৎসন্নিকর্ষাজ্জায়ন্তে তস্যাং ব্রহ্মাদয়ঃ প্রজাঃ॥ ১০

অযোধ্যাকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

[শ্রীরামের নিকট নারদের আগমন, রাবণকে বধ করিবার জন্য নারদের প্রার্থনা এবং রাবণকে বধ করিতে শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা।]

(এই দ্বিতীয় অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথমে নারদমুখে রাবণবধ-প্রতিজ্ঞা প্রস্তাবনা করিতে নারদের আগমন কথা বলিতেছেন। বাল্মীকিরামায়ণে ইহা নাই। ভগবান্ বেদব্যাসের ইহা এক অভিনব প্রয়াস।) শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পার্ব্বতি! একদিন শ্রীরাম নিজের অন্তঃপুরাঙ্গণে সমস্ত আভরণে বিভূষিত হইয়া রত্নসিংহাসনে অবস্থান করত সুখে উপবিষ্ট আছেন। কৌস্তুভমণির দ্বারা যাঁহার স্কন্ধ ভূষিত আছে, সেই নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ রামচন্দ্রকে সীতাদেবী রত্নদণ্ডযুক্ত চামরের দ্বারা বীজন করিতেছেন এবং শ্রীরামও তাম্বূলচর্ব্বণাদির দ্বারা আদর সহকারে সীতাদেবীর চিত্ত বিনোদন করিতেছেন। এমন সময় নারদ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য যথায় শ্রীরামচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন, তথায় আকাশ হইতে অবতরণ করিলেন। ১-৩

শুদ্ধ স্ফটিক মণির ন্যায় শুভ্রবর্ণ শরৎকালের পূর্ণ চন্দ্রের তুল্য নির্ম্মল দিব্যদর্শন অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টা নারদ অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। ৪

তাঁহাকে দর্শন করত শ্রীরাম প্রীতিসহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিভরে সীতাদেবীর সহিত ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

(ঊর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে।
—ইতি বচনাৎ)। ৫

তারপর শ্রীরাম অত্যন্ত প্রীতিসহকারে নারদকে বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ! বিষয়াসক্তচিত্ত আমাদের ন্যায় সংসারী মনুষ্যগণের আপনার দর্শনলাভ নিতান্তই দুর্লভ। ৬

মুনে! পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যের মহাফল আজ আমার লাভ হইয়াছে; কারণ, আমি সংসারী হইয়াও আজ সৎসঙ্গ লাভ করিলাম। ৭

হে মুনীশ্বর! অতএব আজ আমি আপনার দর্শনলাভেই কৃতার্থ হইলাম। আপনার কি কার্য্য আমার করিতে হইবে? আপনি তাহা বলুন, আমি তাহা নিষ্পন্ন করিব। ৮

অনন্তর নারদ রঘুকুলনাথ ভক্তবৎসল শ্রীরামকে বলিলেন,—রাম! তুমি লোকানুসারী অর্থাৎ মনুষ্যোচিত বাক্যের দ্বারা আমাকে মোহগ্রস্ত করিতেছ কেন? ৯

তুমি যে বলিলে 'আমি সংসারী'। ইহা তুমি সত্যই বলিয়াছ; কারণ, যিনি জগতের আদিভূতা—মূল প্রকৃতি যে মায়া, সেই

ত্বদাশ্রয়া সদা ভাতি মায়া যা ত্রিগুণাত্মিকা।
সূতেঽজস্রং শুক্লকৃষ্ণলোহিতাঃ সর্বদা প্রজাঃ।
লোকত্রয়মহাগেহে গৃহস্থস্ত্বমুদাহৃতঃ ॥ ১১
ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মীঃ শিবস্ত্বং জানকী শিবা।
ব্রহ্মা ত্বং জানকী বাণী সূর্যস্ত্বং জানকী প্রভা ॥ ১২
ভবাঞ্ শশাঙ্কঃ সীতা তু রোহিণী শুভলক্ষণা।
শক্রস্ত্বমেব পৌলোমী সীতা স্বাহাঽনলো ভবান্ ॥ ১৩
যমস্ত্বং কালরূপশ্চ সীতা সংযমনী প্রভো।
নির্ঋতিস্ত্বং জগন্নাথ তামসী জানকী শুভা ॥ ১৪
রাম ত্বমেব বরুণো ভার্গবী জানকী মতা।
বায়ুস্ত্বং রাম সীতা তু সদাগতিরিতীরিতা ॥ ১৫
কুবেরস্ত্বং রাম সীতা সর্বসম্পৎ প্রকীর্ত্তিতা।
রুদ্রাণী জানকী প্রোক্তা রুদ্রস্ত্বং লোকনাশকৃৎ ॥ ১৬
লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎ সর্বং জানকী শুভা।
পুন্নামবাচকং যাবৎ তৎ সর্বং ত্বং হি রাঘব।
তস্মাল্লোকত্রয়ে দেব যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন ॥ ১৭
ত্বদাভাসোদিতাজ্ঞানমব্যাকৃতমিতীর্য্যতে।
তস্মান্মহাংস্ততঃ সূত্রং লিঙ্গং সর্বাত্মকং ততঃ ॥ ১৮
অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ পঞ্চ প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ।
লিঙ্গমিত্যুচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্জন্ম-মৃত্যু-সুখাদিমৎ ॥ ১৯

মায়াই তোমার গৃহিণী ('মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনং তু মহেশ্বরম্'। ইতি শ্রুতেঃ।) অর্থাৎ সংসারের কারণ যে মায়া সেই মায়াই যখন তোমার গৃহিণী, তখন তোমার সংসারিত্ব বিষয়ে আশ্চর্য্যের কি আছে? যদিও মায়া অচেতনাত্মিকা, তথাপি মায়া চেতনরূপ তোমার সান্নিধ্যবশতঃ অর্থাৎ তোমার ঈক্ষণ দ্বারাই ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। তখন তাহাতে ব্রহ্মাদি প্রজাসকল উৎপন্ন হয়। ১০

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণময়ী যে মায়া তোমাকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বদা বিরাজিত আছে, সেই মায়াই সতত শুক্ল, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণের প্রজাপুঞ্জকে নিরন্তর উৎপন্ন করিতেছে। অতএব স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই তিনলোকরূপ বিশাল গৃহে তুমি গৃহস্থ বলিয়া কথিত হও। ১১

রাম! তুমি বিষ্ণু, জানকী (জনকনন্দিনী সীতা) লক্ষ্মী; তুমি শিব, জানকী শিবা (দুর্গা); তুমি ব্রহ্মা, জানকী বাণী (সরস্বতী); তুমি সূর্য্য, জানকী প্রভা। ১২

তুমি শশচিহ্নাঙ্কিত চন্দ্র, সীতা শুভলক্ষণা রোহিণী; তুমিই ইন্দ্র, সীতা পুলোমদানবকন্যা শচী; তুমি অগ্নি এবং সীতা স্বাহা। ১৩

প্রভো! তুমি কালরূপী যম ও সীতা সংযমনী (ধূম্রবর্ণা-যমপত্নী)। হে জগন্নাথ! তুমি নিঋ'তি এবং মঙ্গলময়ী জানকী তামসী (নিঋ'তিপত্নী)। ১৪

রাম! তুমিই বরুণ এবং জানকী ভার্গবী, হে রাম! তুমি তুমি বায়ু ও সীতা সদাগতি (বায়ুপত্নী কিংবা সতত গমনশক্তি) বলিয়া কথিত হও। ১৫

রাম! তুমি কুবের এবং সীতা সর্ব্বসম্পত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত। তুমি লোকনাশকারী রুদ্র ও জানকী রুদ্রাণী বলিয়া কথিত। ১৬

রঘুবংশভূষণ রাম! জগতে যাহা কিছু স্ত্রীবাচক বস্তু আছে, তৎ সমস্তই এই কল্যাণময়ী সীতা এবং পুরুষবাচী যত বস্তু আছে, তৎসমুদায়-ই তুমি; দেব! সেইহেতু ত্রিভুবনে তোমরা দুই জন ব্যতীত অর্থাৎ সীতা ও রাম ব্যতীত অন্য আর কিছুই নাই। ১৭

তোমার আভাসে অর্থাৎ চিৎশক্তি সম্বন্ধে উদিত সৃষ্ট্যুন্মুখত্ব প্রাপ্ত যে সম্যগ্ জ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যা যাহাকে অব্যাকৃত বলা হয়, সেই অব্যাকৃত হইতে মহান্ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধিতত্ত্ব) হইয়াছে (ইহা প্রথম বিকার) এবং এই মহান্ হইতে সূত্র (অহঙ্কার) অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিযুক্ত দ্বিতীয় বিকার। এই সূত্র হইতেই সর্ব্বাত্মক অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যাত্মক লিঙ্গ—লিঙ্গদেহ। ১৮

(সর্ব্বকার্য্যাত্মক লিঙ্গ দেহ বর্ণনা করিতেছেন,—মন ও অহঙ্কার সমানপর্য্যায় বলিয়া কেবল অহঙ্কারই এস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি) অহঙ্কার, বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি), পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান।) এবং দশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ত্বক্ ও জিহ্বা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্ত্বগুণযুক্ত আকাশাদি পঞ্চ ভূত হইতে উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় রজোগুণোযুক্ত আকাশাদি পঞ্চ ভূত হইতে উৎপন্ন হয়।) —এই সকল মিলিত হইয়া লিঙ্গ শরীর হয়। ("প্রাণপঞ্চমনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্"।—পঞ্চীকরণবার্ত্তিক ৩৬ শ্লোক)। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ জন্ম, মৃত্যু ও সুখাদি বিশিষ্ট অহঙ্কার প্রভৃতিকেই লিঙ্গ দেহ বলেন। ১৯

স এব জীবসংজ্ঞশ্চ লোকে ভাতি জগন্ময়ঃ।
অবাচ্যানাদ্যবিদ্যৈব কারণোপাধিরুচ্যতে ॥ ২০
স্থূলং সূক্ষ্মং কারণাখ্যমুপাধিত্রিতয়ং চিতেঃ।
এতৈর্বিশিষ্টো জীবঃ স্যাদ্ বিমুক্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥২১
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যা সংসৃতির্যা প্রবর্ত্ততে।
তস্যা বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রস্ত্বং রঘূত্তম ॥ ২২
ত্বত্ত এব জগজ্জাতং ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বয্যেব লীয়তে কৃৎস্নং তস্মাৎ ত্বং সর্বকারণম্ ॥২৩
রজ্জাবহিমিবাত্মানং জীবং জ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ।
পরাত্মাহমিতি জ্ঞাত্বা ভবদুঃখৈর্বিমুচ্যতে ॥ ২৪
চিন্মাত্রজ্যোতিষা সর্বাঃ সর্বদেহেষু বুদ্ধয়ঃ।
ত্বয়া যস্মাৎ প্রকাশ্যন্তে সর্বস্যাত্মা ততো ভবান্ ॥ ২৫
অজ্ঞানান্ন্যস্যতে সর্বং ত্বয়ি রজ্জৌ ভুজঙ্গবৎ।
ত্বজ্জ্ঞানাল্লীয়তে সর্বং তস্মাজ্জ্ঞানং সদাভ্যসেৎ॥২৬

সেই লিঙ্গদেহাভিমানীই লোকে জীব নামে অভিহিত হইয়া জগন্ময়রূপে (সমষ্টিগতভাবে) প্রতিভাত হয় ('জীব-রূপাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ' ইতি গীতোক্তেঃ।) অবাচ্যা (বর্ণনাতীতা) ও অনাদি (নিত্যা) অবিদ্যাই (মায়াই) কারণোপাধি অর্থাৎ সংসারকারণরূপ কূটস্থ ব্রহ্মের উপাধি বলিয়া কথিত। ২০

চিতির অর্থাৎ এক চৈতন্যের তিনটি উপাধি; স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থূল দেহ, তৎ সমষ্টি-উপাধি বিরাট্; সূক্ষ্ম—লিঙ্গদেহ, তৎসমষ্টি উপাধি হিরণ্যগর্ভ; কারণ—কারণোপাধি ঈশ্বর। এই উপাধিত্রয়যুক্ত জীব এবং উপাধিত্রয়মুক্ত তুরীয়—চতুর্থ পরমেশ্বর ("বিরাড্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ। ঈশস্য যৎ ত্রিভি-হীনং তুরীয়ং তৎ পদং বিদুঃ" । ইতি বার্ত্তিকোক্তেঃ)। ২১

হে রঘূত্তম। (এই যে তুমি স্থূল দেহ ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে বিরাজমান আছ, মায়া তোমার গৃহিণী এবং আমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইয়াছ, এরূপ অবস্থায় তুমিও 'জীব' বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু তাহা নহে;) জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামে যে ত্রিবিধ অবস্থা চলিতেছে অর্থাৎ জাগ্রৎ—ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তিযুক্তা যে জাগ্রদ অবস্থা, তাহা বিশ্বসাক্ষিণী, যে কালে ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তির অভাব থাকিলেও অথচ অন্তঃকরণে বাসনা বর্ত্তমান থাকায় বাসনামূলক সিদ্ধিলাভকারিকা যে স্বপ্ন অবস্থা, তাহা তৈজস-সাক্ষিণী এবং স্বপ্নবৃত্তির অতিরিক্ত সমস্ত বৃত্তির অভাবরূপা যে সুষুপ্তি অবস্থা, তাহা প্রজ্ঞাসাক্ষিণী; তুমি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা তুরীয়; অতএব তুমি বিলক্ষণ অর্থাৎ জীব হইতে ভিন্ন; কারণ, যিনি দ্রষ্টা, তিনি কখনও দৃশ্য হইতে পারেন না। এই হেতু তুমি চিন্মাত্র—কেবল অনুভবস্বরূপ। ২২

রাম। তোমা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তোমাতেই সব কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে অর্থাৎ তোমাতেই অবস্থান করত বৃদ্ধিলাভ করিতেছে এবং শেষে তোমাতেই সব লয় প্রাপ্ত হইবে ("যতো-বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি"—তৈত্তি ৩।১।১), অতএব তুমি সর্ব্বকারণ ব্রহ্মস্বরূপ (জগৎ প্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে। তেজস্যাপঃ প্রলীয়ন্তে তেজো বায়ৌ প্রলীয়তে। বায়ুশ্চ লীয়তে ব্যোম্নি তচ্চাব্যক্তে প্রলীয়তে। অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্কলে সংপ্রলীয়তে।—ইতি বিষ্ণুপুরাণেঽপি)। ২৩

রজ্জুতে সর্প ভ্রমবশতঃ যেরূপ মানুষ ভীত হইয়া উঠে এবং ভ্রম দূর হইয়া রজ্জু জ্ঞান হইলে আর ভয় থাকে না, সেইরূপ আত্মাকে ভ্রমবশতঃ জীব মনে করিয়া ভীত হয় এবং তারপর 'নাহং জীবঃ, চিদাত্মেতি' এইরূপ আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া 'আমি পরমাত্মা' ইহা জানিয়া ভবদুঃখরাশি হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ২৪

পরমাত্মার সহিত দেহধারী জীবের অত্যন্ত ভেদ আছে, তাহা হইলে জীবের কিভাবে 'আমি পরমাত্মা' এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্তি বা উৎপন্ন হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—চিন্মাত্র জ্যোতিরূপে তুমি সর্ব্বদেহে বর্ত্তমান থাকিয়া সমস্ত অন্তঃকরণকে প্রকাশিত কর; কারণ, এই সব অন্তঃকরণ জড় বলিয়া তোমার অধীন; অতএব তোমার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিতচিত্ত জীব তোমার সহিত অভেদভাব পোষণ করে; এবং 'সোঽহং' 'পরমাত্মাঽহং' ইত্যাদি মহাভাব প্রাপ্ত হয়। জীব যখন তোমার করুণায় সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তোমার ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হয় এবং 'দাসোঽহং' 'দাসোঽহং' বলিয়া তোমার শরণাপন্ন হয়, তখন তুমি অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামী তাহার 'দাসোঽহং' এর 'দা' কাড়িয়া লইয়া অর্থাৎ মূল সূত্র যে 'একোঽহং, বহু স্যাম্' সেই বহুত্ব নষ্ট করিয়া দিয়া 'সোঽহং' এ লইয়া যাও। এইভাবে জীব ধীরে ধীরে তোমার করুণায় শিব হইয়া যায় বলিয়া তাহার পৃথকত্ব নষ্ট হয় এবং এই কারণে তুমি প্রতি জীবের অন্তরে আত্মারূপে বাস কর বলিয়া তুমি সর্ব্বাত্মা। ২৫

যেরূপ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভ্রমাত্মক, সেইরূপ সর্ব্বাত্মা তোমাতে সর্ব্ব অবিদ্যাকার্য্য অজ্ঞান ভ্রমাত্মক জীব অবিদ্যা ও মায়ামোহে

ত্বৎপাদভক্তিযুক্তানাং জ্ঞানং ভবতি বিক্রমাৎ।
তস্মাত্ত্বদ্ভক্তিযুক্তা যে ভক্তিভাজস্ত এব হি ॥ ২৭

অহং ত্বদ্ভক্তভক্তানাং তদ্ভক্তানাঞ্চ কিঙ্করঃ।
অতো মামনুগৃহ্ণীষ্ব মোহয়স্ব ন মাং প্রভো ॥ ২৮

ত্বন্নাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা মে জনকঃ প্রভো।
অতস্তবাহং পৌত্রোঽস্মি ভক্তং মাং পাহি রাঘব ॥ ২৯

ইত্যুক্ত্বা বহুশো নত্বা আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতঃ।
উবাচ বচনং রামং ব্রহ্মণা চোদিতোঽস্ম্যহম্ ॥ ৩০

রাবণস্য বধার্থায় জাতোঽসি রঘুসত্তম।
ইদানীং রাজ্যরক্ষার্থং পিতা ত্বামভিষেক্ষ্যতি ॥ ৩১

যদি রাজ্যাভিসংসক্তো রাবণং ন হনিষ্যসি।
প্রতিজ্ঞা তে কৃতা রাম ভূভারহরণায় বৈ ॥ ৩২

তাং সত্যাং কুরু রাজেন্দ্র সত্যসন্ধত্বমেব হি।
শ্রুত্বৈতদ্ গদিতং রামো নারদং প্রাহ সস্মিতম্ ॥ ৩৩

শৃণু নারদ মে কিঞ্চিদ্ বিদ্যতেঽবিদিতং ক্বচিৎ।
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ যৎ পূর্বং করিষ্যে তন্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪

কিন্তু কালানুরোধেন তত্তৎপ্রারব্ধসংক্ষয়াৎ।
হরিষ্যে সর্বভূভারং ক্রমেণাসুরমণ্ডলম ॥ ৩৫

বিমোহিত হইয়া তোমাতে এই সর্ব্ব জগৎ আরোপিত করে। কিন্তু যখন জীবের তোমার স্বরূপ জ্ঞান হয়, তখন এই সব কিছুই লয় হইয়া যায় অর্থাৎ তখন আর জগৎ থাকে না, তখন 'তত্ত্বমসি' জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। সেইহেতু এই জ্ঞানেরই সর্ব্বদা অভ্যাস করিতে হয় অর্থাৎ "তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোঽন্যং তৎপ্রবোধনম্। এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ"। এইভাবে জ্ঞানের অভ্যাস কর্ত্তব্য। ২৬

তোমার প্রভাবে তোমার পাদপদ্মে ভক্তিমান্ অর্থাৎ নববিধ ভক্তিযুক্ত ("শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্"। ইতি ভাগবতোক্তেঃ) সেবকগণের সেই জ্ঞান লাভ হয়। (তোমার বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তোমার পাদপদ্মে ভক্তিই কারণ।) অতএব যাঁহারা তোমার প্রতি ভক্তিমান্, তাঁহারাই মুক্তিভাগী হন। ২৭

তোমার ভক্তদিগের ভক্তগণের যাহারা ভক্ত, আমি সেই ভক্তসকলের কিঙ্কর (কর্ম্মকারী ভৃত্য); হে প্রভো। অতএব অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে কিঙ্কর বলিয়া আমাকে অনুগ্রহ কর, আমাকে মোহগ্রস্ত করিও না। ২৮

প্রভো। তোমার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা হইলেন আমার পিতা, (সেইজন্য ব্রহ্মা তোমার পুত্র) (১) অতএব আমি তোমার পৌত্র (২) (কেবল যে আমি তোমার ভৃত্য তাহাই নহে, তোমার সহিত আমার সম্বন্ধও আছে।) রঘুবংশধর রাম। তোমার ভজনপরায়ণ আমাকে রক্ষা কর। ২৯

নারদ এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুত হইয়া শ্রীরামকে এই কথা বলিলেন—ব্রহ্মা আমাকে (এই সংবাদ দিয়া) পাঠাইয়াছেন। ৩০

রঘুসত্তম। আপনি রাবণকে বধ করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। এখন আপনার পিতা দশরথ রাজ্য রক্ষার জন্য আপনাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। ৩১

যদি আপনি সেই রাজ্যে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া (রাজ্যপালনেই রত থাকেন এবং) রাবণকে বধ না করেন, তাহা হইলে রাম। আপনি ভূভারহরণের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন (উৎপৎস্যতে তয়া সার্দ্ধং সর্ব্বং সম্পাদয়াম্যহম্। ১।২।২৬ তাহা বৃথা হইবে)। ৩২

হে রাজেন্দ্র। আপনি নিজ সেই প্রতিজ্ঞা সত্য করুন; কারণ, আপনিই হইলেন—সত্যসন্ধ অর্থাৎ সত্যপ্রতিজ্ঞ। শ্রীরাম ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে নারদকে বলিলেন। ৩৩

নারদ। তুমি শ্রবণ কর,—আমার কোন কিছুই অবিদিত নাই। আমি পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিব—এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ৩৪

কিন্তু কালের অনুরোধে এবং তাহাদের নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম্মক্ষয়বশতঃ অর্থাৎ এই সব অসুরগণ পূর্ব্বে তপস্যাদি করিয়া

---

(১) যোগনিদ্রামগ্ন নারায়ণের নাভি[illegible]হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে—

"যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ"। ১।৩।২।

২। নারদের পিতা ব্রহ্মা, এবিষয়েও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমাণ যথা—

"কল্পান্ত ইদমাদায় শয়ানেঽম্ভস্যুদন্বতঃ।
শিশয়িষোরনুপ্রাণং বিবিশেঽন্তরহং বিভোঃ।
সহস্রযুগপর্য্যন্ত উত্থায়েদং সিসৃক্ষতঃ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ঃ প্রাণেভ্যোঽহঞ্চ জজ্ঞিরে"।
১।৬।৩০-৩১

রাবণস্য বিনাশার্থং শ্বো গন্তা দণ্ডকাননম্।
চতুর্দশ সমাস্তত্র হ্যুষিত্বা মুনিবেশধৃক্।
সীতামিষেণ তং দুষ্টং সকুলং নাশয়াম্যহম্ ॥ ৩৬
এবং রামে প্রতিজ্ঞাতে নারদঃ প্রমুমোদ হ।
প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য তম্।
অনুজ্ঞাতশ্চ রামেণ যযৌ দেবগতিং মুনিঃ ॥ ৩৭
সংবাদং পঠতি শৃণোতি সংস্মরেদ্ বা
যো নিত্যং মুনিবররামযোঃ স ভক্ত্যা।
সংপ্রাপ্নোত্যমরসুদুর্লভং বিমোক্ষং
কৈবল্যং বিরতিপুরঃসরং ক্রমেণ ॥ ৩৮
ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

বরপ্রভাবেই এরূপ উদ্ধত ও দুর্দ্দান্ত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে যখন তাহাদের সেই সব পুণ্যরাশি ক্ষয় হইবে, তখনই আমি সেই সব অসুরকুলকে (সুরবিরোধীদিগকে) বধ করিব এবং পৃথিবীরও ভার লাঘব করিব। ৩৫

রাবণকে বিনাশ করিবার জন্য আমি আগামী কালই দণ্ডক বনে গমন করিব এবং চৌদ্দ বৎসর যাবৎ তথায় মুনিবেশধারী হইয়া বাস করত সীতা উদ্ধারছলে আমি সেই দুষ্ট রাবণকে সবংশে বধ করিব। ৩৬

রাম এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে পর নারদ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। মুনিবর নারদ তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত রামের অনুমতি লইয়া দেবলোকে গমন করিলেন। ৩৭

যে ব্যক্তি মুনিবর নারদ ও শ্রীরামের সংবাদ নিত্য ভক্তি সহকারে পাঠ করে বা শ্রবণ করে কিংবা স্মরণ করে, সেই ব্যক্তি অমরগণের অত্যন্ত দুর্লভ ইহলোক ও পরলোকে কর্ম্মফল ভোগের পর বৈরাগ্য লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৈবল্য মোক্ষ (ব্রহ্মৈকত্বলক্ষণ মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীরামস্য রাজ্যাভিষেকং কর্ত্তুমুদ্যতস্য দশরথস্য মন্থরামোহিতয়া রাজ্ঞ্যা কৈকেয্যা নিবারণম্)

অথ রাজা দশরথঃ কদাচিদ্রহসি স্থিতঃ।
বশিষ্ঠং স্বকুলাচার্যমাহূয়েদমভাষত ॥ ১
ভগবন্ রামমখিলাঃ প্রশংসন্তি মুহুর্মুহুঃ।
পৌরাশ্চ নৈগমা বৃদ্ধা মন্ত্রিণশ্চ বিশেষতঃ ॥ ২
ততঃ সর্বগুণোপেতং রামং রাজীবলোচনম্।
জ্যেষ্ঠং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি বৃদ্ধোঽহং মুনিপুঙ্গব ॥ ৩

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক করিতে উদ্যত রাজা দশরথকে মন্থরামোহিত রাজ্ঞী কৈকেয়ী কর্ত্তৃক নিবারণ।]

শ্রীরামকে নারদের নিবেদনের পর একদিন রাজা দশরথ নির্জ্জনে স্বকুল গুরু বশিষ্ঠকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন। ১

(১) ভগবন্। পুরবাসী, বেদবিৎ (বা বণিক্‌গণ), বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত এবং মন্ত্রিগণ সকলেই শ্রীরামের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করেন। ২

হে মুনিশ্রেষ্ঠ। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সেইহেতু সর্ব্বগুণে

---

(১) যদিও রাজনীতি রত্নাকরে
"যদা রাজা জরাযুক্তো রোগার্ত্তো নিস্পৃহোঽপি চ।
আত্মমৃত্যুং বিজ্ঞায় কুলধর্মং বিচারয়ন্।
তদা পৌর-জনান্ সর্ব্বানাহূয় মন্ত্রয়েচ্চ তৈঃ"।
পৌরজনগণের সহিত মন্ত্রণা করিবার উপদেশ আছে, তথাপি —সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষি বশিষ্ঠ তৎকালীন অযোধ্যাবাসিগণের সকলেরই প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন বলিয়া রাজা দশরথের তাঁহার একাকীর সহিত পরামর্শ এস্থলে দোষের নহে।

এবিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি কর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা যথা,—
"তং তস্য ভাবং ভাবজ্ঞা বিজ্ঞায় সুধিয়ো জনাঃ।
গুরবো মন্ত্রিণশ্চৈব পৌর-জানপদাস্তথা।
সমেত্য মন্ত্রয়ামাসুর্মন্ত্রয়িত্বা চ নিশ্চয়ম্।
উচুঃ সমস্ততঃ সর্ব্বে বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্।"

ভরতো মাতুলং দ্রষ্টুং গতঃ শত্রুঘ্নসঙ্গতঃ।
অভিষেক্ষ্যে শ্ব এবাশু ভবাংস্তচ্চানুমোদতাম্ ॥ ৪
সম্ভারাঃ সন্ত্রিয়ন্তাঞ্চ গচ্ছ মন্ত্রয় রাঘবম্।
উচ্ছ্রীয়ন্তাং পতাকাশ্চ নানাবর্ণাঃ সমন্ততঃ
তোরণানি বিচিত্রাণি স্বর্ণমুক্তাময়ানি বৈ ॥ ৫
আহূয় মন্ত্রিণং রাজা সুমন্ত্রং মন্ত্রিসত্তমম্।
আজ্ঞাপয়তি যদ্ যৎ ত্বাং মুনিস্তত্তৎ সমানয়।
যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি শ্বো ভূতে রঘুনন্দনম্ ॥ ৬
তথেতি হর্ষাৎ স মুনিং কিং করোমীত্যভাষত।
তমুবাচ মহাতেজা বশিষ্ঠো জ্ঞানিনাং বরঃ ॥ ৭
শ্বঃ প্রভাতে মধ্যকক্ষে কন্যকাঃ স্বর্ণভূষিতাঃ।
তিষ্ঠন্তু ষোড়শ গজঃ স্বর্ণরত্নাদিভূষিতঃ ॥ ৮
চতুর্দন্তঃ সমায়াতু ঐরাবতকুলোদ্ভবঃ।
নানাতীর্থোদকৈঃ পূর্ণাঃ স্বর্ণকুম্ভাঃ সহস্রশঃ ॥ ৯
স্থাপ্যন্তাং নব বৈয়াঘ্রত্রীণি চর্মাণি চানয়।
শ্বেতচ্ছত্রং রত্নদণ্ডং মুক্তামণিবিরাজিতম্ ॥ ১০
দিব্যমাল্যানি বস্ত্রাণি দিব্যান্যাভরণানি চ।
মুনয়ঃ সংকৃতাস্তত্র তিষ্ঠন্তু কুশপাণয়ঃ ॥ ১১
নর্ত্তক্যো বারমুখ্যাশ্চ গায়কা বৈদিকাস্তথা।
নানাবাদিত্রকুশলা বাদয়ন্তু নৃপাঙ্গণে ॥ ১২
হস্ত্যশ্বরথপাদাতা বহিস্তিষ্ঠন্তু সায়ুধাঃ।
নগরে যানি তিষ্ঠন্তি দেবতায়তনানি চ।
তেষু প্রবর্ততাং পূজা নানাবলিভিরাবৃতা ॥ ১৩

গুণবান্ জ্যেষ্ঠ পুত্র (১) কমললোচন শ্রীরামকে অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করিব। ৩

শত্রুঘ্নের সহিত ভরত মাতুল যুধাজিৎকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিয়াছে। আমি আগামী কালই শ্রীরামের অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিব, আপনি তাহা অনুমোদন করুন। ৪

অভিষেক কার্য্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করান আপনি যান, রামচন্দ্রের সহিত এবিষয়ে আলোচনা করিয়া তাহাকে কর্ত্তব্যসম্বন্ধে উপদেশ করুন। চারিদিকে নানা বর্ণের পতাকাসমূহ উত্তোলিত হউক এবং স্বর্ণ ও মুক্তাসমূহে রচিত বিচিত্র বর্ণের তোরণসকল নির্ম্মাণ করান হউক। ৫

এই সময় রাজা দশরথ মন্ত্রীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন,—এই মুনিবর বশিষ্ঠদেব তোমাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিবেন, তুমি তৎ তৎ সমস্ত কিছুই লইয়া আসিবে; কারণ আমি আগামী কাল রঘুনন্দন শ্রীরামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। ৬

তখন সেই মন্ত্রী সুমন্ত্র হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া মুনি বশিষ্ঠকে বলিলেন,—আমি কি করিব? জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী বশিষ্ট সেই সুমন্ত্রকে বলিলেন। ৭

আগামী কাল প্রভাতে মধ্যদ্বারে যেন স্বর্ণাভরণে ভূষিতা ষোল জন (২) কন্যা অবস্থান করে। ঐরাবতকুলে উৎপন্ন প্রধান চারিটি দন্তযুক্ত স্বর্ণ ও রত্নময় আভরণে বিভূষিত এক গজরাজকে তথায় আনা হউক। নানাতীর্থসমূহের জলে পূর্ণ সহস্র সহস্র স্বর্ণকুম্ভ স্থাপিত হউক। ব্যাঘ্র হইতে সংগৃহীত তিনটি চর্ম্ম আনয়ন করা হউক। মুক্তা ও মণিবিজড়িত রত্নদণ্ডযুক্ত শ্বেতচ্ছত্র সংগ্রহ করা হউক। ৮-১০

দিব্য মাল্যসমূহ, বস্ত্রসকল এবং দিব্য আভরণসমূহ আনয়ন কর। মুনিগণ সংকৃত হইয়া হস্তে কুশ ধারণ করত তথায় অবস্থান করুন। ১১

নর্ত্তকী, বেশ্যা, গায়ক, বেদপাঠক ও নানা বাদ্য বাদনে নিপুণ বাদকগণ নৃপাঙ্গনে আসিয়া নৃত্য গীতাদি আরম্ভ করুক। ১২

হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী অস্ত্র সজ্জিত হইয়া নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করুক। নগরে যে সব দেবস্থান (দেবমন্দির) আছে, সেই সব স্থানে নানা পূজা-উপহারসমূহে পূজার ব্যবস্থা করা হউক। ১৩

---

(১) বিধায় দৃষ্টঃ বহূনাং রাজ্যং জ্যেষ্ঠায় দাপয়েৎ।

এই বাল্মীকিরত্নাকরের বচনানুসারে মহারাজ দশরথের এই প্রস্তাব শাস্ত্রসম্মত।

"সপ্তাঙ্গানি চ রাজ্যানি জ্যেষ্ঠপুত্রায় দাপয়েৎ।
শাশ্বতোঽয়ং স্মৃতো ধর্ম্মঃ পার্থিবানাং নরর্ষভ।
ন যবীয়ান্ স্থিতে জ্যেষ্ঠে রাজা ভবিতুমর্হতি॥"

এই বাক্যও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য প্রদান অনুমোদন করিতেছে। বাল্মীকি-রামায়ণেও এবিষয়ে উল্লিখিত আছে,—

"তস্মাজ্জ্যেষ্ঠেষু পুত্রেষু রাজ্যতন্ত্রাণি পার্থিবাঃ।
আসজন্ত্যনবদ্যাঙ্গি গুণবৎস্বিতরেষু বা।
তেঽপি জ্যেষ্ঠাঃ স্বপুত্রেষু জ্যেষ্ঠেষ্বেব ন সংশয়ঃ।
আসজন্ত্যখিলং রাজ্যং ন ভ্রাতৃষু কথঞ্চন।" ২।৭।১৯ ২০

(২) বাল্মীকি রামায়ণে দুইবার করিয়া আট জন কন্যা উল্লিখিত আছে—

"অষ্টৌ কন্যাশ্চ রুচিরা মত্তশ্চ বরবারণঃ।
অষ্টৌ কন্যাশ্চ মাঙ্গল্যা বরাভরণভূষিতাঃ।"

রাজানঃ শীঘ্রমায়ান্তু নানোপায়নপাণয়ঃ ॥ ১৪
ইত্যাদিশ্য মুনিঃ শ্রীমান্ সুমন্ত্রং নৃপমন্ত্রিণম্ ।
স্বয়ং জগাম ভবনং রাঘবস্যাতিশোভনম্ ॥ ১৫
রথমারুহ্য ভগবান্ বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ।
ত্রীণি কক্ষাণ্যতিক্রম্য রথাৎ ক্ষিতিমবাতরৎ ॥ ১৬
অন্তঃ প্রবিশ্য ভবনং স্বাচার্যত্বাদবারিতঃ ।
গুরুমাগতমাজ্ঞায় রামস্তূর্ণং কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৭
প্রত্যুদ্গম্য নমস্কৃত্য দণ্ডবদ্ ভক্তিসংযুতঃ ।
স্বর্ণপাত্রেণ পানীয়মানিনায়াঽঽশু জানকী ॥ ১৮
রত্নাসনে সমাবেশ্য পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ ।
তদপঃ শিরসা ধৃত্বা সীতয়া সহ রাঘবঃ ।
ধন্যোঽস্মীত্যব্রবীদ্ রামস্তব পাদাম্বুধারণাৎ ॥ ১৯
শ্রীরামেণৈবমুক্তস্তু প্রহসন্ মুনিরব্রবীৎ ।
ত্বৎপাদসলিলং ধৃত্বা ধন্যোঽভূদ্ গিরিজাপতিঃ ॥ ২০
ব্রহ্মাঽপি মৎপিতা তে হি পাদতীর্থহতাশুভঃ ।
ইদানীং ভাষসে যত্ত্বং লোকানামুপদেশকৃৎ ॥ ২১
জানামি ত্বাং পরমাত্মানং লক্ষ্ম্যা সঞ্জাতমীশ্বরম্ ।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং ভক্তানাং ভক্তিসিদ্ধয়ে ॥ ২২
রাবণস্য বধার্থায় জাতং জানামি রাঘব ।
তথাঽপি দেবকার্য্যার্থং গুহ্যং নোদ্ঘাটয়াম্যহম্ ॥২৩
যথা ত্বং মায়য়া সর্বং করোষি রঘুনন্দন ।
তথৈবানুবিধাস্যেঽহং শিষ্যস্ত্বং গুরুরিত্যহম্ ॥ ২৪
গুরুর্গুরূণাং ত্বং দেব পিতৃণাং ত্বং পিতামহঃ ।
অন্তর্যামী জগদ্‌যন্ত্রবাহকস্ত্বমগোচরঃ ॥ ২৫
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দেহং ধৃত্বা স্বাধীনসম্ভবম্ ।
মনুষ্য ইব লোকেঽস্মিন্ ভাসি ত্বং যোগমায়য়া ॥ ২৬

রাজারা নানাবিধ উপঢৌকন হস্তে লইয়া সত্বর আগমন করুন। ১৪

শ্রীমান্ বশিষ্ঠ মুনি রাজমন্ত্রী সুমন্ত্রকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের অতি সুন্দর ভবনে গমন করিলেন ॥ ১৫

মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বশিষ্ঠ রথে আরোহণ করত রাজভবনের তিনটি দ্বার অতিক্রম করিয়া রথ হইতে ভূতলে নামিলেন। ১৬

তারপর ভবনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তিনি কুলগুরু ছিলেন বলিয়া তাঁহার গমনাগমনে কেহ বাধা দান করিত না। শ্রীরামচন্দ্র গুরুদেব আসিতেছেন জানিতে পারিয়া সত্বর কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুদ্গমন করত ভক্তিভরে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অন্য দিকে সীতাদেবীও স্বর্ণপাত্রে করিয়া ত্বরাসহকারে জল লইয়া আসিলেন (এবং প্রণাম করিলেন)। ১৭-১৮

রত্নাসনে বশিষ্ঠদেবের চরণদ্বয় রাখিয়া ভক্তিসহকারে জলে প্রক্ষালন করত সেই চরণধৌত জল সীতার সহিত রামচন্দ্র মস্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার পাদোদক ধারণ করিয়া অদ্য আমি ধন্য হইলাম। ১৯

শ্রীরাম এই কথা বলিলে পর মুনি বশিষ্ঠ সহাস্যবদনে বলিলেন,—রাম! তোমার পাদোদক ধারণ করিয়া গিরিজাপতি শিব ধন্য হইয়াছেন ॥ ২০

আমার পিতা ব্রহ্মাও (১) তোমার পাদজলের দ্বারা সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হওয়ায় ধন্য হইয়াছেন। তুমি এখন যে বলিতেছ 'আমি ধন্য হইলাম', তাহা জগৎকে উপদেশ দিবার জন্য বলিয়াছ (শ্রীগীতায় কথিত আছে—'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে'।)। ২১

আমি জানি, তুমি স্বয়ং পরমাত্মা জগদীশ্বর নারায়ণ, লক্ষ্মীদেবীর সহিত দেবগণের করণীয় কর্ম্মসকলের নিষ্পত্তির জন্য এবং ভক্তদিগের ভক্তিসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ তোমার মূর্ত্তি ব্যতীত ভক্তগণের অর্চ্চন-বন্দনাদিরূপা ভক্তি সিদ্ধ হইবে না—সেইজন্য এই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। ২২

রাঘব! রাবণকে বধ করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছ, ইহা আমি জানি; তথাপি দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য আমি সেই সব গুহ্য কথা উদ্ঘাটন করিব না। ২৩

রঘুনন্দন! তুমি যেরূপ মায়া অবলম্বন করিয়া সব কিছু ব্যবহার করিতেছ, সেইরূপ আমিও 'তুমি শিষ্য ও আমি গুরু' এরূপ ব্যবহার করিব। ২৪

দেব! তুমি ব্রহ্মাদি গুরুগণেরও গুরু (আরাধ্যনিধি উপদেষ্টা), দক্ষাদি পিতৃবর্গের তুমি পিতামহ (ব্রহ্মার পিতা), অতএব সর্ব্বান্তর্যামী নারায়ণ, জগদ্ যন্ত্রের পরিচালক (লোকযাত্রানির্ব্বাহক) এবং অগোচর অর্থাৎ বাক্য ও মনের অবিষয় ('যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। তৈত্তি ০ ২ ৪।১)। ২৫

(সেই কিরূপে অন্তর্য্যামী হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন) তুমি লীলা-বিলাসের জন্য স্বেচ্ছায় জন্মলাভ করত তুমি স্বাধীন এবং (জীব কর্ম্মের অধীন হইয়া জন্মায় বলিয়া তাহার

---

(১) বশিষ্ঠ প্রভৃতির পিতা ব্রহ্মা, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়,—"অথাভিধ্যায়তঃ সর্গং দশ পুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে। ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য লোকসন্তানহেতবঃ। মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। ভৃগুর্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ। উৎসঙ্গান্নারদো জজ্ঞে দক্ষোঽঙ্গুষ্ঠাৎ স্বয়ম্ভুবঃ। প্রাণাদ্ বশিষ্ঠঃ সঞ্জাতো ভৃগুস্ত্বচি করাৎ ক্রতুঃ। পুলহো নাভিতো যজ্ঞে পুলস্ত্যঃ কর্ণয়োঋষিঃ। অঙ্গিরা মুখতোঽক্ষ্ণোঽত্রির্মরীচির্মনসোঽভবৎ। ৩।১২।২১-২৪

পৌরহিত্যমহং জানে বিগর্হ্যং দূষ্যজীবনম্।
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে রাম পরমাত্মা জনিষ্যতে।
ইতি জ্ঞাতং ময়া পূর্ব্বং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা ২৭
ততোঽহমাশয়া রাম তব সম্বন্ধকাঙ্ক্ষয়া।
অকার্য্যং গর্হিতমপি তবাঽঽচার্য্যত্বসিদ্ধয়ে।
ততো মনোরথো মেঽদ্য ফলিতো রঘুনন্দন ॥ ২৮
ত্বদধীনা মহামায়া সর্বলোকৈকমোহিনী।
মাং যথা মোহয়েন্নৈব তথা কুরু রঘূদ্বহ ॥২৯
গুরুনিষ্কৃতিকামস্ত্বং যদি দেহ্যেতদেব মে।
প্রসঙ্গাৎ সর্বমপ্যুক্তং ন বাচ্যং কুত্রচিন্ময়া ॥ ৩০
রাজ্ঞা দশরথেনাহং প্রেষিতোঽস্মি রঘূদ্বহ।
ত্বামামন্ত্রয়িতুং রাজ্যে শ্বোঽভিষেক্ষ্যতি রাঘব ॥ ৩১

সহিত তোমার এই বিশেষ ভেদ স্বতই অনুভূত হয়।) শুদ্ধ সত্ত্বময় অর্থাৎ প্রাকৃত দেহ নয় বলিয়া অপ্রাকৃত দেহ ধারণ করিয়া এই ভূলোকে যে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছ, তাহা কেবল তোমার যোগমায়ার অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব। ২৬

আমি জানি যে, পৌরহিত্য কার্য্য নিন্দনীয় ও ইহলোকে জীবন ধারণের এক অসৎ উপায় (কারণ, পরলোকযাত্রা-নির্ব্বাহক কার্য্যই অনবদ্য বলিয়া স্বীকৃত।)। স্বয়ং পরমাত্মা ইক্ষ্বাকুকুলে 'রাম'-রূপে অবতীর্ণ হইবেন, এই কথা পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন সেইহেতু আমি ইহা পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত আছি। ২৭

রাম! সেইহেতু 'আমি তোমার গুরু হইব' এই সম্বন্ধ আশা করিয়া পৌরহিত্য নিন্দনীয় ও অকার্য্য হইলেও তোমার আচার্য্যত্বসিদ্ধির জন্য স্বীকার করিয়া লইয়াছি। রঘুনন্দন! অতএব আজ আমার সেই মনোরথ পূর্ণ হইল। ২৮

যিনি একা সকল লোককে মোহিত ('একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'। 'জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি'।—ইতি সপ্তশতীবচনাৎ) করেন, সেই দেবী মহামায়া তোমার অধীন। রঘুবংশধর রাম! তিনি যাহাতে আমাকে মোহিত অর্থাৎ বিবেক-শূন্য না করেন, তুমি তাহাই কর। ২৯

রাম! যদি তোমার গুরুর প্রত্যুপকার করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাকে ইহাই প্রদান কর। প্রসঙ্গক্রমে আমি তোমাকে সব কিছুই বলিলাম, ইহা আমি আর অন্য কোথাও বলিব না। ৩০

রঘুকুলপালক রাম! রাজা দশরথ আমাকে পাঠাইয়াছেন, তোমাকে এই কথা জানাইবার জন্য যে, আগামী কাল তোমাকে তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন (১)। ৩১

রাম! অতএব তুমি আজ সীতার সহিত যথাবিধি উপবাস করিয়া শুদ্ধভাবে অবস্থান কর এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভূতলে শয়ন করিবে। ৩২

অদ্য ত্বং সীতয়া সার্দ্ধমুপবাসং যথাবিধি।
কৃত্বা শুচির্ভূমিশায়ী ভব রাম জিতেন্দ্রিয়ঃ ৩২
গচ্ছামি রাজসান্নিধ্যং ত্বম্ভ প্রাতর্গমিষ্যসি।
ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য যযৌ রাজগুরুদ্রুতম্ ॥৩৩
রামোঽপি লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ।
সৌমিত্রে যৌবরাজ্যে মে শ্বোঽভিষেকো ভবিষ্যতি ॥৩৪
নিমিত্তমাত্রমেবাহং কর্ত্তা ভোক্তা ত্বমেব হি।
মম ত্বং হি বহিঃপ্রাণো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৫
ততো বশিষ্ঠেন যথা ভাষিতং তত্তথাঽকরোৎ।
বশিষ্ঠোঽপি নৃপং গত্বা কৃতং সর্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩৬
বশিষ্ঠস্য পুরো রাজ্ঞা হ্যুক্তং রামাভিষেচনম্।
যদা তদৈব নগরে শ্রুত্বা কশ্চিৎ পুমান্ জগৌ।
কৌশল্যায়ৈ রামমাত্রে সুমিত্রায়ৈ তথৈব চ ॥ ৩৭

আমি এখন রাজা দশরথের নিকট গমন করিতেছি, তুমি প্রভাতে গমন করিবে। এই কথা বলিয়া রাজগুরু বশিষ্ঠ রথে আরোহণ করত দ্রুত গমন করিলেন। ৩৩

রামও লক্ষ্মণকে দেখিয়া হাস্যসহকারে এই কথা বলিলেন,—সুমিত্রানন্দন! আগামী কাল আমার যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে। ৩৪

আমি এই রাজ্যে নিমিত্তমাত্র অর্থাৎ উপলক্ষ হইয়া থাকিব; তুমিই এই রাজ্যের কর্ত্তা অর্থাৎ রাজ্যপালনকারী ও ভোক্তা—রাজ্যসুখভোগকারী; কারণ, তুমি যে আমার বহিশ্চর প্রাণ, এবিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নাই। ৩৫

তারপর বশিষ্ঠ যেরূপ বলিয়া গিয়াছেন, তদনুরূপ সব কিছুই করিলেন। এদিকে বশিষ্ঠও রাজা দশরথের নিকট যাইয়া বলিলেন,—সব কিছুই নিষ্পাদন করা হইয়াছে। ৩৬

রাজা দশরথ যখন বশিষ্ঠের সম্মুখে রামের অভিষেকের কথা বলিয়াছিলেন, তখনই নগরবাসী এক ব্যক্তি উহা শ্রবণ করিয়া নগরে উহা প্রচার করে ও রামমাতা কৌশল্যা এবং সুমিত্রা দেবীকেও তাহা জানায়। ৩৭

---

(১) "পরস্পরোপকারীদং সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে। অমাত্য-রাষ্ট্র দুর্গাণি কোষো দণ্ডশ্চ পঞ্চমঃ। এতাঃ প্রকৃতয়স্তদ্বদ্ বিজিগীষোরুদাহৃতাঃ। এতাঃ পঞ্চ তথা মিত্রং সপ্তমং পৃথিবীপতিঃ। সপ্তপ্রকৃতিকং রাজ্যমিত্যুবাচ বৃহস্পতিঃ। পৌরশ্রেণী তদঙ্গঞ্চ ক্রমতে শব্দবেদিনঃ। স্বাম্যমাত্যাঃ সুহৃৎ কোষো রাষ্ট্রং দুর্গং বলং তথা। পৌরশ্রেণী চ রাজ্যাঙ্গং প্রকৃতিশ্চ ভবেদ্ বয়ম্।"

• • •

"লক্ষাধিপত্যং রাজ্যং স্যাৎ সাম্রাজ্যং দশলক্ষকে। শতলক্ষে মহেশানি মহাসাম্রাজ্যমুচ্যতে"।

• • •

"স্বাম্যমাত্যশ্চ রাষ্ট্রঞ্চ দুর্গং কোষো বলং সুহৃৎ। পরস্পরোপকারীদং সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে। পৌরশ্রেণ্যা সহাষ্টাঙ্গমপি রাজ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।"

শ্রুত্বা তে হর্ষসম্পূর্ণে দদতুর্হারমুত্তমম্ ।
তস্মৈ ততঃ প্রীতমনাঃ কৌশল্যা পুত্রবৎসলা ।
লক্ষ্মীং পর্য্যচরদ্ দেবীং রামস্যার্থপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৮
সত্যবাদী দশরথঃ করোত্যেব প্রতিশ্রুতম্ ।
কৈকেয়ীবশগঃ কিন্তু কামুকঃ কিং করিষ্যতি ।
ইতি ব্যাকুলিতাত্মা সা দুর্গাং দেবীমপূজয়ৎ ॥ ৩৯
এতস্মিন্নন্তরে দেবা দৈবীং বাণীমচোদয়ন্ ।
গচ্ছ দেবি ভুবো লোকমযোধ্যায়াং প্রযত্নতঃ ॥৪০
রামাভিষেকবিঘ্নার্থং যতস্ব ব্রহ্মবাক্যতঃ ।
মন্থরাং প্রবিশস্বাদৌ কৈকেয়ীঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৪১
ততো বিঘ্নে সমুৎপন্নে পুনরেহি দিবং শুভে ।
তথেত্যুক্ত্বা তথা চক্রে প্রবিবেশাথ মন্থরাম্ ॥ ৪২

কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবী এই কথা শুনিয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেই ব্যক্তিকে একটি উত্তম হার উপহাররূপে প্রদান করেন। তারপর পুত্রবৎসলা কৌশল্যাদেবী অত্যন্ত প্রীতমানসে শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক কার্য্যের সিদ্ধির জন্য লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিলেন। ৩৮

রাজা দশরথ সত্যবাদী, অতএব তিনি অবশ্যই এই প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন। কিন্তু তিনি কামুক ও কৈকেয়ীর বশীভূত, জানি না তিনি কি করিবেন? এই ব্যাকুলিতচিত্তে দেবী কৌশল্যা 'দুর্গা' দেবীর পূজা করিলেন ('দুর্গাৎ তারয়সে দুর্গে তেন দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ'। এই ভাবিয়া মাতা কৌশল্যা সকল সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের জন্য দুর্গার আরাধনা করিলেন)। ৩৯

এই সময়ের মধ্যে দেবগণ দেবতাদিগের উপকারকারিণী সরস্বতীকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন—দেবি! তুমি যত্নসহকারে ভূলোকে অযোধ্যায় গমন কর। (বাল্মীকি রামায়ণে এই প্রসঙ্গ দেখা যায় না)। ৪০

তুমি তথায় যাইয়া ব্রহ্মার বাক্যানুসারে রামের অভিষেকে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য চেষ্টা কর। প্রথমে মন্থরার মধ্যে তুমি প্রবিষ্টা হও এবং তারপরে তুমি কৈকেয়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে। ৪১

শুভে! তদনন্তর বিঘ্ন উৎপন্ন হইলে তুমি পুনরায় স্বর্গে চলিয়া আসিবে। দেবী সরস্বতীও 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া মন্থরার মধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। ৪২

এই মন্থরা কটি, বক্ষ ও কণ্ঠ—এই তিন অঙ্গে বক্রা ছিল এবং কুব্জাও ছিল। সরস্বতী কর্ত্তৃক আবিষ্টা হইয়া মন্থরা প্রাসাদের

সাঽপি কুব্জা ত্রিবক্রা তু প্রাসাদাগ্রমথাঽরুহৎ ।
নগরং পরিতো দৃষ্ট্বা সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৪৩
নানাতোরণসম্বাধং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ।
সর্বোৎসবসমাযুক্তং বিস্মিতা পুনরাগমৎ ॥ ৪৪
ধাত্রীং পপ্রচ্ছ মাতঃ কিং নগরং সমলঙ্কৃতম্ ।
নানোৎসবসমাযুক্তা কৌশল্যা চাতিহর্ষিতা ।
দদাতি বিপ্রমুখ্যেভ্যো বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৪৫
তামুবাচ তদা ধাত্রী রামচন্দ্রাভিষেচনম্ ।
শ্বো ভবিষ্যতি তেনাদ্য সর্বতোঽলঙ্কৃতং পুরম্ ॥ ৪৬
তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতং গত্বা কৈকেয়ীং বাক্যমব্রবীৎ ।
পর্য্যঙ্কস্থাং বিশালাক্ষীমেকান্তে পর্য্যবস্থিতাম্ ॥ ৪৭
কিং শেষে দুর্ভগে মূঢ়ে মহদ্ ভয়মুপস্থিতম্ ।
ন জানীষেঽতিসৌন্দর্য্যমানিনী মত্তগামিনী ॥ ৪৮

শিখরে অর্থাৎ ছাদে উঠিল। সে তথা হইতে সমগ্র অযোধ্যা নগরীকে চারিদিকে সুসজ্জিতা, নানা তোরণসমূহে পরিব্যাপ্তা, বহু পতাকাশ্রেণীতে বিভূষিতা এবং সর্ব্ব উৎসব উদ্দীপনায় পরিপূর্ণা দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল। ৪৩-৪৪

সে ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল,—মাতঃ! এই নগরকে কেন সুসজ্জিত করা হইয়াছে? আর দেবী কৌশল্যা অতিশয় হৃষ্টা ও নানা উৎসবান্বিতা হইয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্ত্রসকল কেন দান করিতেছেন? ৪৫

তখন ধাত্রী সেই মন্থরাকে বলিল—আগামী কাল শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইবে, সেইজন্য আজ এই নগরকে সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছে। ৪৬

ধাত্রীর এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্থরা সত্বর গমন করত পালঙ্কে শয়ানা ও একান্তে অবস্থিতা কৈকেয়ীকে বলিল। ৪৭

দুর্ভগে! (কৈকেয়ীর পুত্র ভরত রাজ্য পাইতেছে না দেখিয়া মন্থরা কৈকেয়ীকে দুর্ভগে বলিয়া সম্বোধন করে।) মূঢ়ে! (সেই বিষয়ে কৈকেয়ীকে চিন্তাশূন্যা দেখিয়া অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেকশূন্যা দেখিয়া মূঢ়ে বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে।) শুইয়া আছ কি? নিজেকে তুমি অতিশয় সুন্দরী বলিয়া মনে কর এবং রূপমদে মত্ত হইয়া রঙ্গভরে গমন কর; কিন্তু এদিকে যে ভয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিতেছ না। ৪৮

রামস্যানুগ্রহাদ্ রাজ্ঞঃ শ্বোঽভিষেকো ভবিষ্যতি ।
উচ্ছ্রিত্বা সহসোত্থায় কৈকেয়ী প্রিয়বাদিনী ॥ ৪৯
তস্যৈ দিব্যং দদৌ স্বর্ণনূপুরং রত্নভূষিতম্ ।
হর্ষস্থানে কিমিতি মে কথ্যতে ভয়মাগতম্ ॥ ৫০
ভরতাদধিকো রামঃ প্রিয়কৃন্মে প্রিয়ংবদঃ ।
কৌশল্যাং মাং সমং পশ্যন্ সদা শুশ্রূষতে হি মাম্ ॥৫১
সমাস্তয়ং কিমাপন্নং তব মূঢ় বদস্ব মে ।
উচ্ছ্রিত্বা বিষসাদাথ কুব্জা কারণবৈরিণী ॥ ৫২
শৃণু মদ্বচনং দেবি যথার্থং তে মহদ্ ভয়ম্ ।
ত্বাং তোষয়ন্ সদা রাজা প্রিয়বাক্যানি ভাষতে ॥ ৫৩
কামুকোঽতথ্যবাদী চ ত্বাং বাচা পরিতোষয়ন্ ।
কার্যং করোতি তস্যা বৈ রামমাতুঃ সুপুষ্কলম্ ॥৫৪
মনস্যেতন্নিধায়ৈব প্রেষয়ামাস তে সুতম্ ।
ভরতং মাতুলকুলে প্রেষয়ামাস সানুজম্ ॥ ৫৫

সুমিত্রায়াঃ সমীচীনং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
লক্ষ্মণো রামমন্বেতি রাজ্যং সোঽনুভবিষ্যতি ॥ ৫৬
ভরতো রাঘবস্যাগ্রে কিঙ্করো বা ভবিষ্যতি ।
বিবাস্যতে বা নগরাৎ প্রাণৈর্বা হাপ্যতেঽচিরাৎ ॥ ৫৭
ত্বন্তু দাসীব কৌশল্যাং নিত্যং পরিচরিষ্যসি ।
অতোঽপি মরণং শ্রেয়ো যৎ সাপত্ন্যৈঃ পরাভবঃ ॥ ৫৮
অতঃ শীঘ্রং যতস্বাদ্য ভরতস্যাভিষেচনে ।
রামস্য বনবাসার্থং বর্ষাণি নব পঞ্চ চ ॥৫৯
ততো রূঢ়োঽভয়ে পুত্রস্তব রাজ্ঞি ভবিষ্যতি ।
উপায়ং তে প্রবক্ষ্যামি পূর্বমেব সুনিশ্চিতম্ ॥ ৬০
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে রাজা দশরথঃ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রেণ যাচিতো ধন্বী সহায়ার্থং মহারথঃ ॥ ৬১
জগাম সেনয়া সার্দ্ধং ত্বয়া সহ শুভাননে ।
যুদ্ধং প্রকুর্বতস্তস্য রাক্ষসৈঃ সহ ধন্বিনঃ ॥৬২

রাজা দশরথের অনুগ্রহে আগামীকাল রামের রাজ্যাভিষেক হইবে। এই কথা শুনিয়া প্রিয়ভাষিণী কৈকেয়ী সহসা উত্থিতা হইয়া তাহাকে রত্নবিজড়িত স্বর্ণময় নূপুর প্রদান করিলেন এবং বলিলেন—কি বলিতেছ ? কোথায় আনন্দের দিন, আর তুমি বলিতেছ কিনা ভয় আসিয়াছে ? ৪৯ ৫০

প্রিয়ভাষী ও প্রিয়কারী রাম ভরত হইতেও অধিক আমার প্রিয়। সে আমাকে ও কৌশল্যাকে তুল্যভাবে দেখিয়া সদা আমার সেবা করে। ৫১

মূঢ়ে। (কোথায় কি বলিতে হয় জান না, এই কারণে এস্থলে মন্থরাকে 'মূঢ়ে' বলিয়া কৈকেয়ীদেবী সম্বোধন করিলেন।) সমদর্শী সেই রাম হইতে তোমার কি ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমাকে বল। কৈকেয়ীর এই কথা শুনিয়া সরস্বতীর আবেশরূপ কারণে শত্রুভাবাপন্না কুব্জা বিষণ্ণা হইল (এবং প্রত্যুত্তরে বলিল)। ৫২

দেবি। তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। সত্যই তোমার গুরুতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে। রাজা দশরথ তোমাকে তুষ্ট করিতে করিতে সদা নানারূপ প্রিয় কথাই বলেন। ৫৩

এই রাজা কামুক ও মিথ্যাবাদী, তিনি তোমাকে কেবল বাক্যের দ্বারাই অর্থাৎ চাটুবাক্যেই তুষ্ট করেন; কিন্তু তিনি সেই রামজননী কৌশল্যার অতি মহত্তর কার্য্য সাধন করিতেছেন। ৫৪

তিনি রামের রাজ্যাভিষেক করিবেন, এই কথা মনে রাখিয়াই তোমার পুত্র ভরতকে অনুজ শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ৫৫

সুমিত্রার পক্ষে কিন্তু ইহা সমীচীন অর্থাৎ যুক্তিযুক্তই হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই; কারণ, লক্ষ্মণ রামকে অনুসরণ করে অর্থাৎ রামের অনুগত, অতএব সে-ও এই রাজ্য ভোগ করিবে। ৫৬

কিন্তু ভরত ? সে রামের অগ্রে কিঙ্কর হইয়া থাকিবে কিংবা তাহাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে অথবা অচিরেই তাহার প্রাণনাশ করা হইবে। ৫৭

আর তুমিও দাসীর ন্যায় সতত কৌশল্যার পরিচর্য্যা করিবে। সপত্নীগণের দ্বারা পরাভূত হওয়া অপেক্ষা বরং মরণই তোমার ভাল। ৫৮

অতএব আজ সত্বর চেষ্টা কর, যেন ভরতের রাজ্যাভিষেক হয় এবং রামের চৌদ্দ বৎসর যাবৎ বনবাস হয়। ৫৯

রাজ্ঞি। তাহা হইলে তোমার পুত্র ভরত নির্ভয়ে রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। এবিষয়ে আমি পূর্ব্বেই যাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া নিশ্চয় করিয়াছি, সেই উপায় আমি তোমাকে বলিব। ৬০

পূর্ব্বে যখন দেবগণের সহিত অসুরদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল,

• মহর্ষি বাল্মীকি এই দেবাসুর-সংগ্রাম বর্ণনায় বলিয়াছেন,—"পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে যুদ্ধসজ্জঃ পতিস্তব। যাচিতো দেবরাজেন যুদ্ধং কর্ত্তুমিতো গতঃ। দিশমাস্থায় কৈকেয়ি দক্ষিণাং দণ্ডকাং প্রতি। বৈজয়ন্তমিতি খ্যাতং পুরং যত্র তিমিধ্বজঃ। স শম্বর ইতি খ্যাতো বহুমায়ো মহাসুরঃ। দদৌ শক্রায় সংগ্রামং দেবসঙ্ঘৈরনির্জ্জিতঃ। তস্মিন্ মহতি সংগ্রামে রাজা শস্ত্রপরিক্ষতঃ। বিজিত্যাভ্যাগতো দেবি ত্বয়োপচরিতঃ স্বয়ম্। ২।৮।১১-১৪

তদাক্ষকীলো হ্যপতচ্ছিন্নস্তস্য ন বেদ সঃ ।
ত্বন্তু হস্তং সমাবেশ্য কীলরন্ধ্রেঽতিধৈর্য্যতঃ ॥ ৬৩
স্থিতবত্যসিতাপাঙ্গী পতিপ্রাণপরীপ্সয়া ।
ততো হত্বাঽসুরান্ সর্বান্ দদর্শ ত্বামরিন্দমঃ ॥ ৬৪
আশ্চর্য্যং পরমং লেভে ত্বমালিঙ্গ্য মুদান্বিতঃ ।
বৃণীষ্ব যত্তু মনসি বাঞ্ছিতং বরদোঽস্ম্যহম্ ।
বরদ্বয়ং বৃণীষ্ব ত্বমেবং রাজাঽবদৎ স্বয়ম্ ॥ ৬৫
ত্বয়োক্তো বরদো রাজন্ যদি দত্তং বরদ্বয়ম্
ত্বয্যেব তিষ্ঠতু চিরং ন্যাসভূতং মমানঘ ॥৬৬
যদা মেঽবসরো ভূয়াত্তদা দেহি বরদ্বয়ম্ ।
তথেত্যুক্ত্বা স্বয়ং রাজা মন্দিরং ব্রজ সুব্রতে ॥৬৭
ত্বত্তঃ শ্রুতং ময়া পূর্বমিদানীং স্মৃতিমাগতম্ ।
অতঃ শীঘ্রং প্রবিশ্যাস্য ক্রোধাগারং রুষান্বিতা ॥ ৬৮
বিমুচ্য সর্বাভরণং সর্বতো বিনিকীর্য্য চ ।
ভূমাবেব শয়ানা ত্বং তূষ্ণীমাতিষ্ঠ ভামিনী ॥
যাবৎ সত্যং প্রতিজ্ঞায় রাজাঽভীষ্টং করোতি তে ॥৬৯
শ্রুত্বা ত্রিবক্রয়োক্তং তৎ তদা কৈকেয়নন্দিনী ।
তথ্যমেবাখিলং মেনে দুঃসঙ্গাহিতবিভ্রমা ॥ ৭০
তামাহ কেকয়ী হৃষ্টা কুতস্তে বুদ্ধিরীদৃশী ।
এবং ত্বাং বুদ্ধিসম্পন্নাং ন জানে বক্রসুন্দরী ॥ ৭১
ভরতো যদি রাজা মে ভবিষ্যতি সুতঃ প্রিয়ঃ ।
গ্রামাঞ্ছতং প্রদাস্যামি মম ত্বং প্রাণবল্লভা ॥ ৭২
ইত্যুক্ত্বা কোপভবনং প্রবিশ্য সহসা রুষা ।
বিমুচ্য সর্বাভরণং পরিকীর্য্য সমন্ততঃ ।
ভূমৌ শয়ানা মলিনা মলিনাম্বরধারিণী ॥ ৭৩

তখন মহারথ ধনুর্দ্ধারী রাজা দশরথ স্বয়ং ইন্দ্রের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য সসৈন্যে তোমার সহিত গমন করেন। সুবদনে! ধনুর্দ্ধারী রাজা দশরথ রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এই অবস্থায় সেই সময় তাঁহার রথের অক্ষকীল ছিন্ন হইয়া পতিত হয়, কিন্তু রাজা তাহা জানিতে পারেন নাই। কৃষ্ণাপাঙ্গী কৈকেয়ী তুমি তখন নিজ পতির প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই অক্ষকীলের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া অতিশয় ধৈর্য্যের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলে। তারপর শত্রুদমন রাজা দশরথ সমস্ত অসুরগণকে বধ করিয়া তোমাকে সেই অবস্থায় দেখিলেন। ৬১-৬৪

রাজা দশরথ ইহাতে আনন্দিত হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করত অত্যন্ত আশ্চর্য্য প্রাপ্ত হইলেন। তারপর তিনি তোমাকে বলিলেন,—তোমার মনে যাহা বাসনা আছে, তদনুসারে তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বরদান করিব। তুমি আমার নিকট দুইটি বর গ্রহণ কর, এই কথা স্বয়ং রাজা তোমাকে বলিয়াছিলেন। ৬৫

কিন্তু তুমি তখন বলিয়াছিলে,—রাজন্! তুমি যে বলিলে, আমি তোমাকে বর দান করিব। তুমি যে দুইটি বর দিয়াছ, নিষ্পাপ! তাহা তোমারই নিকট আমার গচ্ছিত ধনরূপে থাকুক। ৬৬

তারপর যখন আমার সময় হইবে, তখন এই বর দুইটি প্রদান করিও।" রাজা 'তথাস্তু' বলিয়া কহিলেন,—সুব্রতে! তুমি এখন গৃহে চল। ৬৭

এই সংবাদ আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট হইতেই শুনিয়াছি, এখন তাহা আমার স্মরণ হইতেছে। অতএব তুমি ক্রুদ্ধা হইয়া আজই ক্রোধাগারে প্রবেশ করত সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিবে, ভূমিতে শুইয়া থাকিবে এবং রাজা যতক্ষণ না তোমার মনোরথ পূরণের জন্য সত্য প্রতিজ্ঞা করেন, ততক্ষণ ক্রোধপরায়ণা হইয়া মৌন থাকিবে। ৬৮-৬৯

ত্রিবক্রা মন্থরার এই কথা শুনিয়া সেই সময় কৈকেয়নন্দিনী দুঃসঙ্গজনিত ('সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ'—ইতি নীতিবচনাৎ।) মতিভ্রমে অহিতকর হইলেও হিত ভাবিয়া সব কিছুই যথার্থ (যুক্তিযুক্ত) বলিয়া মনে করিলেন। ৭০

তখন কৈকেয়ী হৃষ্টভাবে আবিষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন,—তোমার এরূপ বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল? বক্রসুন্দরি! তুমি যে এরূপ বুদ্ধিমতী, তাহা ত' আমি জানিতাম না। ৭১

যদি আমার প্রিয় পুত্র ভরত রাজা হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে এক শত গ্রাম প্রদান করিব; কারণ, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। ৭২

এই কথা বলিয়া কৈকেয়ী রোষভরে সহসা কোপগৃহে প্রবেশ করত নিজের গাত্রের আভরণসমূহ খুলিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিলেন এবং মলিন বস্ত্র ধারণ করত মলিন বেশে ভূতলে শুইয়া রহিলেন। ৭৩

প্রোবাচ শৃণু মে কুব্জে যাবদ্ রামো বনং ব্রজেৎ।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যেঽথবা বক্রে শায়য়ে তাবদেব হি ॥ ৭৪
নিশ্চয়ং কুরু কল্যাণি কল্যাণং তে ভবিষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ কুব্জা গৃহং সাঽপি তথাঽকরোৎ ॥৭৫
ধীরোঽত্যন্তদয়াঽন্বিতোঽপি সুগুণাচারান্বিতো বাঽথবা
নীতিজ্ঞো বিধিবাদদেশিকপরো বিদ্যাবিবেকোঽথবা।

দুষ্টানামতিপাপভাবিতধিয়াং সঙ্গং সদা চেদ্ ভজেৎ
তদ্বুদ্ধ্যা পরিভাবিতো
ব্রজতি তৎসাম্যং ক্রমেণ স্ফুটম্ ॥ ৭৬
অতঃ সঙ্গঃ পরিত্যাজ্যো দুষ্টানাং সর্ব্বদৈব হি।
দুঃসঙ্গী চ্যবতে স্বার্থাদ্ যথেয়ং রাজকন্যকা ॥ ৭৭
ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

তারপর বলিলেন,—কুব্জে! তুমি আমার কথা শ্রবণ কর,—যতক্ষণ না রাম বনে যায়, ততক্ষণ আমি এই ভাবেই শুইয়া থাকিব। বক্রে! অথবা যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব। ৭৪

তখন মন্থরা বলিল,—কল্যাণি! তুমি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অর্থাৎ নিজ মতে স্থির থাক, ইহাতে তোমার অবশ্যই কল্যাণ হইবে। এই কথা বলিয়া কুব্জা গৃহে চলিয়া গেল এবং কৈকেয়ীও সেইরূপ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭৫

কৈকেয়ীর এইরূপ দুর্মতি হওয়ার কারণ যে, তাঁহার অসৎসঙ্গ; ইহাই দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন,—অত্যন্ত দয়ালু, ক্ষমাদি সদ্গুণসমূহে বিভূষিত, স্নান-শৌচাদি আচারপরায়ণ, নীতিজ্ঞ, বিধি উপদেশকারী শ্রীগুরুর সেবা করিয়া সমস্ত বিধি-নিষেধ জ্ঞানলাভকারী, বিদ্যা অর্থাৎ বস্তুতত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিচারপরায়ণ, ধীর—বাহ্যবিষয় পরিত্যাগ করায় মনঃস্থৈর্য্যযুক্ত ব্যক্তিও যদি অতিপাপবুদ্ধিসম্পন্ন দুষ্টগণের সঙ্গ করে, তবে সেই ব্যক্তি দুষ্টগণের বুদ্ধিদোষে আক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদেরই সমান হইয়া যায়, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। ৭৬

অতএব দুষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গ সর্ব্বদাই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য কারণ, দুষ্টগণের সঙ্গকারী ব্যক্তি নিজের স্বার্থ হইতেও ভ্রষ্ট হয়, যেরূপ এই রাজকন্যা কৈকেয়ী দুষ্ট প্রলোভনে স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া স্বার্থচ্যুত হইলেন। ৭৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[মহারাজেন দশরথেন কৈকেয্যা মানভঞ্জনম্, তৎসমীপে কৈকেয্যা 'ভরতস্য রাজ্যাভিষেকঃ, রামস্য বনবাসশ্চে'তি বরদ্বয়প্রার্থনা, রামস্য বনগমনোদ্যোগশ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।
ততো দশরথো রাজা রামাভ্যুদয়কারণাৎ।
আদিশ্য মন্ত্রি-প্রকৃতীঃ সানন্দো গৃহমাবিশৎ ॥ ১
তত্রাদৃষ্ট্বা প্রিয়াং রাজা কিমেতদিতি বিহ্বলঃ।
যা পুরা মন্দিরং তস্যাঃ প্রবিষ্টে ময়ি শোভনা ॥ ২
হসন্তী মামুপায়াতি সা কিং নৈবাদ্য দৃশ্যতে।
ইত্যাত্মন্যেব সঞ্চিন্ত্য মনসাঽতিবিদূয়তা। ৩
পপ্রচ্ছ দাসীনিকরং কুতো বঃ স্বামিনী শুভা।
নায়াতি মাং যথাপূর্ব্বং মৎপ্রিয়া প্রিয়দর্শনা ॥ ৪
তা ঊচুঃ ক্রোধভবনং প্রবিষ্টা নৈব বিদ্মহে।
কারণং তত্র দেব ত্বং গত্বা নিশ্চেতুমর্হসি ॥ ৫

তৃতীয় অধ্যায়।

[মহারাজ দশরথ কর্ত্তৃক কৈকেয়ীর মানভঞ্জন, তাঁহার নিকট কৈকেয়ীর দ্বারা ভরতের রাজ্যাভিষেক ও রামের বনবাস—এই দুইটি বর প্রার্থনা এবং রামের বনগমনোদ্যোগ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পার্ব্বতি! অন্তদিকে রাজা দশরথ শ্রীরামের রাজ্যপ্রাপ্তিরূপ অভ্যুন্নতির অথবা মাঙ্গলিক কার্য্যের নিমিত্ত বশিষ্ঠ প্রমুখ মন্ত্রিগণকে এবং সৈন্য ও প্রজাদি প্রকৃতিবর্গকে আদেশ করিয়া আনন্দের সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন*। ১

(১) রাজা তথায় প্রিয়া কৈকেয়ীকে না দেখিয়া 'এ কি' বলিয়া ব্যাকুল হইলেন এবং যে সুন্দরী পূর্ব্বে আমি তাহার গৃহে প্রবেশ করিলে হাস্য করিতে করিতে আমার নিকটে আসে, তাহাকে আজ দেখিতেছি না কেন? এই কথা রাজা মনে মনে ভাবিয়া অতিশয় বিষণ্ণ মনে দাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাদের হিতকারিণী স্বামিনী কোথায়? সেই প্রিয়দর্শনা আমার প্রিয়া কৈকেয়ী পূর্ব্বের ন্যায় আমার নিকট আসিতেছে না কেন? ২-৪

তখন সেই দাসীরা বলিল,—রাণীমা ক্রোধভবনে প্রবেশ

*

(১) মহর্ষি বাল্মীকি অন্য ভঙ্গীতে এই কথাটি বলিয়াছেন,—"আজ্ঞাপ্য তু মহারাজো রাঘবস্যাভিষেচনম্। কৈকেয্যাঃ প্রিয়মাখ্যাতুং বিবেশান্তঃপুরং নৃপঃ"। ২।১১।১

ইত্যুক্তো ভয়সন্ত্রস্তো রাজা তস্যাঃ সমীপগঃ।
উপবিশ্য শনৈর্দেহং স্পৃশন্ বৈ পাণিনাঽব্রবীৎ ॥ ৬

কিং শেষে বসুধাপৃষ্ঠে পর্য্যঙ্কাদীন্ বিহায় চ।
মাং ত্বং খেদয়সে ভীরু যতো মাং নাভিভাষসে ॥ ৭

অলঙ্কারং পরিত্যজ্য ভূমৌ মলিনবাসসা।
কিমর্থং ব্রূহি সকলং বিধাস্যে তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ৮

কো বা তবাহিতং কর্ত্তা নারী বা পুরুষোঽপি বা।
স মে দণ্ড্যশ্চ বধ্যশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯

ব্রূহি দেবি যথা প্রীতিস্তদবশ্যং মমাগ্রতঃ।
তদিদানীং সাধয়িষ্যে সুদুর্লভমপি ক্ষণাৎ ॥ ১০

জানাসি ত্বং মম স্বান্তং প্রিয়ং মাং ত্বদ্ বশে স্থিতম্।
তথাপি মাং খেদয়সে বৃথা তব পরিশ্রমঃ ॥ ১১

প্রবেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ আমার কিছুই জানি না। দেব। আপনি স্বয়ং গিয়া ইহার কারণ নির্ণয় করুন। ৫

তাহারা এই কথা বলিলে পর রাজা দশরথ ভয়সন্ত্রস্তচিত্তে কৈকেয়ীর সমীপে গমন করিলেন এবং তথায় বসিয়া হস্তের দ্বারা ধীরে ধীরে স্পর্শ করত বলিলেন। ৬

প্রিয়ে। তুমি পালঙ্ক শয্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কেন ভূতলে শুইয়া আছ? ভীরু। আজ তুমি আমাকে মনকষ্ট দিতেছ; কারণ, তুমি আমার সহিত কথা বলিতেছ না। ৭

দেবি। অলঙ্কার খুলিয়া দিয়া মলিনবদনে কেন মাটীতে শুইয়া আছ? ইহার কারণ তুমি আমাকে বল, আমি তোমার সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ করিব। ৮

কে তোমার অনিষ্টাচরণ করিয়াছে? সে পুরুষই হউক কিংবা নারীই হউক, তাহাকে অবশ্যই আমি দণ্ড দান করিব বা অপরাধের গুরুত্ববিচারে তাহাকে বধও করিতে পারি, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৯

দেবি। যাহাতে (দণ্ডদানে বা বধসাধনে) তোমার প্রীতি-সাধন হইবে, তাহা এখন তুমি বল; আমি তোমার সম্মুখে তাহা যদি অত্যন্ত দুর্লভও হয়, তথাপি ক্ষণকালের মধ্যে অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। ১০

তুমি আমার অন্তঃকরণ জান এবং আমি তোমার বশীভূত প্রিয় স্বামী, ইহাও জান; তথাপি যে আমাকে এইরূপ কষ্ট দিতেছ, তাহা তোমার বৃথা পরিশ্রমমাত্র। ১১

ব্রূহি কিং ধনিনং কুর্য্যাদ্ দরিদ্রং তে প্রিয়ঙ্করম্।
ধনিনং ক্ষণমাত্রেণ নির্ধনঞ্চ তবাহিতম্ ॥ ১২

ব্রূহি কং বা বধিষ্যামি বধার্হো বা বিমোক্ষ্যতে।
কিমত্র বহুনোক্তেন প্রাণান্ দাস্যামি তে প্রিয়ে ॥ ১৩

মম প্রাণাৎ প্রিয়তরো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
তস্যোপরি শপে ব্রূহি ত্বদ্বাঞ্ছিতং তৎ করোম্যহম্ ॥ ১৪

ইতি ব্রুবাণং রাজানং শপন্তং রাঘবোপরি।
শনৈর্বিমৃজ্য নেত্রে সা রাজানং প্রত্যভাষত ॥ ১৫

যদি সত্যপ্রতিজ্ঞোঽসি শপথং কুরুষে যদি।
যাচ্ঞাং মে সফলাং কর্ত্তুং শীঘ্রমেব ত্বমর্হসি ॥ ১৬

পূর্ব্বং দেবাসুরে যুদ্ধে ময়া ত্বং পরিরক্ষিতঃ।
তদা বরদ্বয়ং দত্তং ত্বয়া মে তুষ্টচেতসা।
তদ্দ্বয়ং ন্যাসভূতং মে স্থাপিতং ত্বয়ি সুব্রত ॥ ১৭

বল, তোমার প্রিয়কারী কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে কি ধনী করিয়া দিব? কিংবা তোমার অনিষ্টকারী কোন ধনী ব্যক্তিকে ক্ষণকালের মধ্যেই ধনহীন করিব? ১২

অথবা বল, কোনও ব্যক্তিকে বধ করিব বা বধযোগ্য কোনও ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিব? এভাবে বহু কথা বলিয়া কি লাভ আছে? প্রিয়ে! আমি তোমার জন্য আমার প্রাণদানও করিব। ১৩

আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় হইল সত্যপরাক্রমী রাম তাহার উপর শপথ করিয়া বলিতেছি, বল, তোমার যাহা প্রিয়, আমি তাহাই করিব। ১৪(১)

রামের উপর শপথ করিয়া নানাবিধ বাক্যভাষী রাজাকে লক্ষ্য করিয়া সেই কৈকয়ী নিজ হস্তে নয়নদ্বয়কে ধীরে ধীরে মার্জ্জনা করিতে করিতে রাজা দশরথকে বলিলেন। ১৫

যদি তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ হও এবং যখন শপথ করিতেছ, তখন আমার প্রার্থনা সত্বর পূর্ণ করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। ১৬

পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধের সময় আমি তোমাকে রক্ষা করিয়াছি, ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তুমি আমাকে দুইটি বর দিয়াছ। সুব্রত! আমি সেই দুইটি বর তোমার নিকট গচ্ছিতরূপে রাখিয়া দিয়াছি। ১৭

---

(১) বাল্মীকি রামায়ণে অনুরূপ শপথ দেখা যায়— "বলমাত্মনি পশ্যন্তী ন বিশঙ্কিতুমর্হসি। করিষ্যতি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে।" ২/১/২২

তত্রৈকেন বরেণাশু ভরতং মে প্রিয়ং সুতম্।
এভিঃ সম্ভৃতসম্ভারৈর্যৌবরাজ্যেঽভিষেচয় ॥ ১৮
অপরেণ বরেণাশু রামো গচ্ছতু দণ্ডকান্।
মুনিবেশধরঃ শ্রীমান্ জটাবল্কলভূষণঃ ॥ ১৯
চতুর্দশ সমাস্তত্র কন্দমূলফলাশনঃ।
পুনরায়াতু তস্যান্তে বনে বা তিষ্ঠতু স্বয়ম্ ॥ ২০
প্রভাতে গচ্ছতু বনং রামো রাজীবলোচনঃ।
যদি কিঞ্চিদ্ বিলম্বেত প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যে তবাগ্রতঃ।
ভব সত্যপ্রতিজ্ঞত্বমেতদেব মম প্রিয়ম্ ॥ ২১
শ্রুত্বৈব তদ্দারুণং বাক্যং কৈকেয্যা রোমহর্ষণম্।
নিপপাত মহীপালো বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ২২
শনৈরুন্মীল্য নয়নে বিমৃজ্য পরয়া ভিয়া।
দুঃস্বপ্নো বা ময়া দৃষ্টো হ্যথবা চিত্তবিভ্রমঃ। ২৩

সেই দুইটি বরের মধ্যে এক বরে আমার প্রিয় পুত্র ভরতকে সংগৃহীত এই সব অভিষেক দ্রব্যসম্ভারের দ্বারা অতি সত্বর যৌবরাজ্যে (যুবরাজ-পদে) অভিষিক্ত কর। ১৮

আর অন্য দ্বিতীয় বরের দ্বারা শ্রীমান্ রাম মুনিবেশ ধারণ করত জটা ও বল্কলধারী হইয়া দণ্ডকারণ্যে শীঘ্র গমন করুক। ১৯

রাম তথায় কন্দ, মূল ও ফল ভোজন করত চতুর্দশ বৎসর বাস করুক। এই চতুর্দশ বৎসরের শেষে পুনরায় অযোধ্যায় ফিরিয়া আসুক অথবা স্বয়ং স্বেচ্ছায় সেই বনেই বাস করুক। ২০

কমললোচন রাম প্রভাতেই বনে গমন করুক। যদি ইহার কিছু মাত্র বিলম্বিত হয়, তাহা হইলে আমি তোমার সম্মুখেই প্রাণ ত্যাগ করিব। তুমি নিজের প্রতিজ্ঞা সত্য কর; আমার ইহাই প্রিয় বলিয়া জানিও। ২১

ভূপাল দশরথ কৈকেয়ীর এই রোমাঞ্চকর নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বজ্রাঘাতে জর্জরিত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ২২

তারপর ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া অত্যন্ত ভয়ে অশ্রু মার্জনা করিতে করিতে ভাবিলেন— আমি কি কোন দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি কিংবা আমার মতিভ্রম হইয়াছে? এরূপ মনে মনে আলোচনা করত পুনরায় সম্মুখে স্থিতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় পত্নী কৈকেয়ীকে দেখিয়া বলিলেন,—ভদ্রে! আমার প্রাণহরকারী এ কি বাক্য বলিতেছ? ২৩-২৪

কমললোচন রাম তোমার কি অপরাধ করিয়াছে? তুমিও আমার সম্মুখে সতত রামের সদ্‌গুণসকলই বর্ণনা কর। ২৫

রাম কৌশল্যা ও আমাকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া সর্ব্বদা আমার

ইত্যালোক্য পুনঃ পত্নীং ব্যাঘ্রীমিব পুরঃস্থিতাম্।
কিমিদং ভাষসে ভদ্রে মম প্রাণহরং বচঃ ॥ ২৪
রামঃ কমপরাধং তে কৃতবান্ কমলেক্ষণঃ।
মমাগ্রে রাঘবগুণান্ বর্ণয়স্যনিশং শুভান্ ॥ ২৫
কৌশল্যাং মাং সমং পশ্যন্ শুশ্রূষাং কুরুতে সদা।
ইতি ব্রুবন্তী ত্বং পূর্ব্বমিদানীং ভাষসেঽন্যথা ॥ ২৬
রাজ্যং গৃহাণ পুত্রায় রামস্তিষ্ঠতু মন্দিরে।
অনুগৃহ্ণীষ্ব মাং বামে রামান্নাস্তি ভয়ং তব ॥ ২৭
ইত্যুক্ত্বাশ্রুপরীতাক্ষঃ পাদয়োর্নিপপাত হ।
কৈকেয়ী প্রত্যুবাচেদং সাপি রক্তান্তলোচনা ॥ ২৮
রাজেন্দ্র কিং ত্বং ভ্রান্তোঽসি উক্তং তদ্ ভাষসেঽন্যথা।
মিথ্যা করোষি চেৎ স্বীয়ং ভাষিতং নরকো ভবেৎ ॥২৯

সেবা করে, এই কথা তুমি পূর্ব্বে বলিতে; আর এখন তুমি অন্য কথা বলিতেছ (কি ব্যাপার?)। ২৬

তুমি পুত্রের জন্য রাজ্য(১) গ্রহণ কর, কিন্তু রাম গৃহে থাকুক। বামে (কুটিলে)!(২) আমাকে অনুগ্রহ কর, রাম হইতে তোমার কোনও ভয় নাই। ২৭

এই কথা বলিয়া রাজা দশরথ অশ্রুপূর্ণনয়নে কৈকেয়ীর দুই পদতলে পতিত হইলেন। তখন সেই কৈকেয়ীও ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত প্রত্যুত্তরে বলিলেন। ২৮

মহারাজ! তুমি কি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছ? একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে তাহার বিপরীত অন্য কথা বলিতেছ! যদি তুমি নিজ প্রতিজ্ঞাবাক্য মিথ্যা কর, তাহা হইলে তোমার নরক হইবে। ২৯

(১) "স্বাম্যমাত্যো জনপদো দুর্গং দণ্ডস্তথৈব চ। কোষো মিত্রঞ্চ ধর্মজ্ঞ সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে। সপ্তাঙ্গস্যাপি রাজ্যস্য মূলং স্বামী প্রকীর্ত্তিতঃ। তন্মূলত্বাৎ তথাঙ্গানাং রাজা রক্ষ্যঃ প্রযত্নতঃ। অঙ্গেভ্যো যত্নথৈকস্ত দ্রোহমাচরতেঽল্পধীঃ। বধস্তস্য তু কর্ত্তব্যঃ শীঘ্রমেব মহীক্ষিতা। ম°পুরা° ১১৪ অধ্যায়ঃ।

(২) যদিও "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।" এই নীতিবাক্য আছে, তথাপি বাল্মীকি-রামায়ণে অতি কঠোর ভাবে দশরথ কৈকেয়ীকে তিরস্কার করিয়াছেন—"নৃশংসে দুষ্টচরিত্রে কুলস্যাস্য বিনাশিনি। কিং কৃতং তব রামেণ ময়া বা পাপনিশ্চয়ে।" ২/১২/৩৭ তিনি নিজেকেও ধিক্কার দিয়াছেন,— "ত্বং ময়াত্মবিনাশায় ভবনং স্বং প্রবেশিতা। রাজপুত্রীতি বিজ্ঞাতা ব্যালী তীক্ষ্ণমহাবিষা। ২/১২/৩৯

বনং ন গচ্ছেদ্ যদি রামচন্দ্রঃ
প্রভাতকালেঽজিনচীরযুক্তঃ।
উদ্বন্ধনং বা বিষভক্ষণং বা
কৃত্বা মরিষ্যে পুরতস্তবাহম্ ॥ ৩০

সত্যপ্রতিজ্ঞোঽহমিতীহ লোকে
বিড়ম্বসে সর্বসভাস্তু রঘু।
রামোপরি ত্বং শপথঞ্চ কৃত্বা
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো নরকং প্রয়াহি ॥ ৩১

ইত্যুক্তঃ প্রিয়য়া দীনো মগ্নো দুঃখার্ণবে নৃপঃ।
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ বিসংজ্ঞো মৃতকো যথা ॥ ৩২

এবং রাত্রির্গতা তস্য দুঃখাৎ সংবৎসরোপমা।
অরুণোদয়কালে তু বন্দিনো গায়কা জগুঃ।
নিবারয়িত্বা তান্ সর্বান্ কৈকেয়ী রোষমাস্থিতা ॥ ৩৩

ততঃ প্রভাতসময়ে মধ্যকক্ষমুপস্থিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ঋষয়ঃ কন্যকাস্তথা ॥ ৩৪
ছত্রঞ্চ চামরং দিব্যং গজো বাজী তথৈব চ ॥ ৩৫

অন্যাশ্চ বারমুখ্যা যাঃ পৌরজানপদাস্তথা।
বশিষ্ঠেন যথাজ্ঞপ্তং তৎ সর্বং তত্র সংস্থিতম্ ॥ ৩৬

স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ রাত্রৌ নিদ্রাং ন লেভিরে।
কদা দ্রক্ষ্যামহে রামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥ ৩৭

সর্বাভরণসম্পন্নং কিরীটকনকোজ্জ্বলম্।
কৌস্তুভাভরণং শ্যামং কন্দর্পশতসুন্দরম্ ॥ ৩৮

অভিষিক্তং সমায়ান্তং গজারূঢ়ং স্মিতাননম্।
শ্বেতচ্ছত্রধরং তত্র লক্ষ্মণং লক্ষণান্বিতম্ ॥ ৩৯

রামং কদা বা দ্রক্ষ্যামঃ প্রভাতং বা কদা ভবেৎ।
ইত্যুৎসুকধিয়ঃ সর্বে বভূবুঃ পুরবাসিনঃ ॥ ৪০

নেদানীমুত্থিতো রাজা কিমর্থঞ্চেতি চিন্তয়ন্।
সুমন্ত্রঃ শনকৈঃ প্রায়াদ্ যত্র রাজাঽবতিষ্ঠতে ॥ ৪১

মহারাজ! তুমি কি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছ? একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে তাহার বিপরীত অন্য কথা বলিতেছ? যদি তুমি নিজ প্রতিজ্ঞাবাক্য মিথ্যা কর, তাহা হইলে তোমার নরক হইবে। ২৯

যদি রাম প্রভাতকালে মৃগচর্ম ও বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিয়া বনে গমন না করে, তাহা হইলে আমি উদ্‌বন্ধন (গলায় দড়ি দিয়া) কিংবা বিষ ভক্ষণ করিয়া তোমার সম্মুখেই মৃত্যু বরণ করিব। ৩০

তুমি এ জগতে সকল সভামধ্যে 'আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ' এই কথা বলিয়া আত্মপ্রশংসা কর; কিন্তু তুমি রামের উপর শপথ করিয়া যদি সেই শপথ মিথ্যা কর, তাহা হইলে তুমি মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ হইয়া নরকে গমন করিবে। ৩১

প্রিয়া পত্নী কৈকেয়ী যখন এই কথা বলিলেন, তখন রাজা দশরথ দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া কাতর হইয়া পড়িলেন এবং জ্ঞানশূন্য হওয়ায় মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ৩২

এইভাবে রাজা দশরথের সেই রাত্রি দুঃখবশতঃ এক বৎসরের ন্যায় অনুভূত হইয়া অতিবাহিত হইল।(১) অন্যদিকে প্রভাতকাল উপস্থিত হওয়ায় বন্দী ও গায়কগণ স্তুতিগান করিতে আরম্ভ করিল। কৈকেয়ী তাহাদের সকলকে নিবারিত করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ৩৩

তারপর সেই প্রভাতসময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ঋষিগণ এবং কন্যা (কুমারী)-সকল ছত্র, দিব্য চামর, হস্তী, অশ্ব, অন্য বারবনিতাগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসীরা মধ্যকক্ষে আসিয়া সমবেত হইলেন। বশিষ্ঠ যেরূপ আদেশ করিলেন, তদনুসারে তাঁহারা সকলে যথাস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৪-৩৬

স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণ সকলে এ দিনের রাত্রিতে কেহ নিদ্রা যাইতে পারেন নাই; কারণ, পীত-কৌষেয় বস্ত্রপরিহিত, সমস্ত আভরণে বিভূষিত, কিরীটস্থিত স্বর্ণের প্রভায় উদ্‌ভাসিত, কৌস্তুভাভরণে অলঙ্কৃত, শত মদনবিমোহন শ্যামসুন্দর, ঈষৎ-হাস্যময়বদন, রাজোচিত লক্ষণযুক্ত, শ্বেতচ্ছত্রধারী লক্ষ্মণসমন্বিত এবং অভিষেকের পর গজরাজে আরোহণ করিয়া গমনকারী রামকে আমরা কখন দর্শন করিব? (এরূপ উদগ্র বাসনায় তাহাদের নিদ্রা হইল না)। ৩৭-৩৯

কখন আমরা রামকে দর্শন করিব এবং কখনই বা প্রভাত হইবে? সমস্ত নাগরিকগণ সেই সময় এরূপ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৪০

রাজা এখনও উঠিলেন না কেন? ইহার কারণ কি? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সুমন্ত্র ধীরে ধীরে যথায় রাজা ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। ৪১

(১) এ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—ত্রিযামাপি তদার্তস্য সা রাত্রিরভবৎ তদা। তথা বিলপতস্তস্য রাজ্ঞো বর্ষশতোপমা।" ২।১০।১৭

বর্দ্ধয়ঞ্জয়শব্দেন প্রণম্য শিরসা নৃপম্।
অতিথিম্নং নৃপং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ীং সমপৃচ্ছত ॥ ৪২
দেবি কৈকেয়ি বর্দ্ধস্ব কিং রাজা দৃশ্যতেঽন্যথা।
তমাহ কৈকয়ী রাজা রাত্রৌ নিদ্রাং ন লব্ধবান্ ॥ ৪৩
রাম রামেতি রামেতি রামমেবানুচিন্তয়ন্।
প্রজাগরেণ বৈ রাজা হ্যস্বস্থ ইব লক্ষ্যতে।
রামমানয় শীঘ্রং ত্বং রাজা দ্রষ্টুমিহেচ্ছতি ॥ ৪৪

সুমন্ত্র উবাচ।

অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি।
তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণো বাক্যং রাজা মন্ত্রিণমব্রবীৎ ॥ ৪৫
সুমন্ত্র রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রমানয় সুন্দরম্।
ইত্যুক্তস্ত্বরিতং গত্বা সুমন্ত্রো রামমন্দিরম্ ॥ ৪৬
অবারিতপ্রবিষ্টোঽয়ং ত্বরিতং রামমব্রবীৎ।
শীঘ্রমাগচ্ছ ভদ্রন্তে রাম রাজীবলোচন ॥ ৪৭
পিতুর্গৃহং ময়া সার্দ্ধং রাজা ত্বং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।
ইত্যুক্তো রথমারুহ্য সম্ভ্রমাৎ ত্বরিতো যযৌ ॥ ৪৮
রামঃ সারথিনা সার্দ্ধং লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
মধ্যকক্ষে বশিষ্ঠাদীন্ পশ্যন্নেব ত্বরান্বিতঃ।
পিতুঃ সমীপং সঙ্গম্য ননাম চরণৌ পিতুঃ ॥ ৪৯
রামমালিঙ্গিতুং রাজা সমুত্থায় সসম্ভ্রমঃ।
বাহূ প্রসার্য্য রামেতি দুঃখান্মধ্যে পপাত হ।
হা হেতি রামস্তং শীঘ্রমালিঙ্গ্যাঙ্কে ন্যবেশয়ৎ ॥ ৫০
রাজানং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা চুক্রুশুঃ সর্বযোষিতঃ।
কিমর্থং রোদনমিতি বশিষ্ঠোঽপি সমাবিশৎ ॥ ৫১
রামঃ পপ্রচ্ছ কিমিদং রাজ্ঞো দুঃখস্য কারণম্।
এবং পৃচ্ছতি রামে সা কৈকেয়ী রামমব্রবীৎ ॥ ৫২
ত্বমেব কারণং হ্যত্র রাজ্ঞো দুঃখোপশান্তয়ে।
কিঞ্চিৎ কার্য্যং ত্বয়া রাম কর্ত্তব্যং নৃপতেহিতম্।
কুরু সত্যপ্রতিজ্ঞস্ত্বং রাজানং সত্যবাদিনম্ ॥ ৫৩

'রাজা দশরথের জয় হউক' এই কথা বলিয়া এবং নরপতিকে মস্তকের দ্বারা প্রণাম করিয়া রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই রাজাকে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত দর্শন করত সুমন্ত্র কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪২

দেবি কৈকেয়ি! আপনার জয় হউক। আজ রাজাকে যেন কিরূপ অস্বস্থ দেখিতেছি? তখন কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে বলিলেন,—রাজা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। ৪৩

কেবল 'রাম, রাম, রাম' এই নাম করিয়াছেন এবং রামকেই সদা চিন্তা করিয়াছেন। রাজা রাত্রিতে নিদ্রা না গিয়া জাগরণ করায় অস্বস্থের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছেন। তুমি সত্বর রামকে আনয়ন কর, রাজা রামকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ৪৪

সুমন্ত্র বলিলেন,—ভামিনি (কোপনে)! আমি রাজার কথা না শুনিয়া কি করিয়া যাই? মন্ত্রীর এই কথা শ্রবণ করত রাজা দশরথ মন্ত্রী সুমন্ত্রকে বলিলেন। ৪৫

সুমন্ত্র! আমি রামকে দেখিব। তুমি সত্বর সুন্দর রামকে এখানে আনয়ন কর। রাজা এই কথা বলিলে পর সুমন্ত্র ত্বরাসহকারে রামভবনে গিয়া অবারিতভাবে রামভবনে প্রবেশ করত সত্বর রামকে বলিলেন,—কমললোচন রাম! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি শীঘ্র আগমন কর। ৪৬-৪৭

তুমি আমার সহিত পিতার গৃহে চল; কারণ, রাজা তোমাকে দেখিতে বাসনা করিয়াছেন। সুমন্ত্র এই কথা বলিলে পর রাম সসম্ভ্রমে রথে আরোহণ পূর্ব্বক ত্বরাসহকারে গমন করিলেন। ৪৮

রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া সারথির সহিত মধ্যকক্ষে বশিষ্ঠাদিকে দেখিয়াই (প্রণামাদি না করিয়াই) দ্রুতগতিতে পিতার নিকট গমন করত পিতার চরণযুগলে প্রণাম করিলেন। ৪৯

তখন রাজা দশরথ সসম্ভ্রমে উঠিয়া রামকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া 'রাম' এই কথা বলিয়াই দুঃখবশতঃ মধ্যস্থলে পতিত হইলেন। ইহাতে রাম 'হায় হায়' করিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করত ক্রোড়ে বসাইলেন। ৫০

রাজাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সকল রমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন বশিষ্ঠও 'কি জন্য রোদন করিতেছে' এই চিন্তা করিয়া তথায় প্রবিষ্ট হইলেন। ৫১

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজার এই দুঃখের কারণ কি? রাম এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে সেই কৈকেয়ী রামকে বলিলেন। ৫২

তুমিই এস্থলে দুঃখের কারণ; রাম! রাজার দুঃখনাশের জন্য তোমাকে এক কার্য্য করিতে হইবে। রাজার হিত করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি নিজে সত্যপ্রতিজ্ঞ, অতএব এই রাজাকেও তুমি সত্যবাদী কর। ৫৩

(১) এস্থলে বাল্মীকি অন্যভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—
"স্থিতং সংপ্রশ্রিতং দৃষ্ট্বা রামং দশরথো নৃপঃ।
নাশক্নোদভিপ্রিয়ং বক্তুং প্রিয়ং পুত্রমনাগসম্।
রামেত্যুক্ত্বা তু বচনং কম্পবেগজড়ীকৃতঃ।
নাশক্নোৎ পুরতো বক্তুং নেক্ষিতুং দয়িতং সুতম্।
২।১৩।৪-৫

রাজা বরদ্বয়ং দত্তং মম সন্তুষ্টচেতসা।
ত্বদধীনস্তু তৎ সর্বং বক্তুং ত্বাং লজ্জতে নৃপঃ॥ ৫৪
সত্যপাশেন সম্বদ্ধং পিতরং ত্রাতুমর্হতি।
পুত্রশব্দেন চৈতদ্ধি নরকাৎ ত্রায়তে পিতা॥ ৫৫
রামস্তয়োদিতং শ্রুত্বা শূলেনাভিহতো যথা।
ব্যথিতঃ কৈকেয়ীং প্রাহ কিং মামেবং প্রভাষসে॥ ৫৬
পিত্রর্থে জীবিতং দাস্যে পিবেয়ং বিষমুল্বণম্।
সীতাং ত্যক্ষ্যেঽথকৌশল্যাং রাজ্যঞ্চাপি ত্যজাম্যহম্॥৫৭
অনাজ্ঞপ্তোঽপি কুরুতে পিতুঃ কার্যং স উত্তমঃ।
উক্তঃ করোতি যঃ পুত্রঃ স মধ্যম উদাহৃতঃ॥ ৫৮
উক্তোঽপি কুরুতে নৈব স পুত্রো মল উচ্যতে।
অথ করোমি তৎ সর্বং যন্মামাহ পিতা মম॥ ৫৯
সত্যং সত্যং করোম্যেব রামো দ্বির্নৈব ভাষতে।
ইতি রামপ্রতিজ্ঞাং সা শ্রুত্বা বক্তুং প্রচক্রমে॥ ৬০
রাম ত্বদভিষেকার্থসম্ভারাঃ সম্ভৃতাশ্চ যে।
তৈরেব ভরতোঽবশ্যমভিষেচ্যঃ প্রিয়ো মম॥ ৬১
অপরেণ বরেণাশু চীরবাসা জটাধরঃ।
বনং প্রয়াহি শীঘ্রং ত্বমদ্যৈব পিতুরাজ্ঞয়া॥ ৬২
চতুর্দশ সমাস্তত্র বস উৎপন্নভোজনঃ।
এতদেব পিতুস্তেঽদ্য কার্যং ত্বং কর্তুমর্হসি।
রাজা তু লজ্জতে বক্তুং ত্বামেবং রঘুনন্দন॥ ৬৩

শ্রীরাম উবাচ।

ভরতস্যৈব রাজ্যং স্যাদহং গচ্ছামি দণ্ডকান্।
কিন্তু রাজা ন বক্তীহ মাং ন জানেঽত্র কারণম্॥ ৬৪
শ্রুত্বৈতদ্ রামবচনং দৃষ্ট্বা রামং পুরঃস্থিতম্।
প্রাহ রাজা দশরথো দুঃখিতো দুঃখিতং বচঃ॥ ৬৫
স্ত্রীজিতং ভ্রান্তহৃদয়মুন্মার্গপরিবর্তিনম্।
নিগৃহ্য মাং গৃহাণেদং রাজ্যং পাপং ন তে ভবেৎ॥ ৬৬
এবঞ্চেদনৃতং নৈব মাং স্পৃশেদ্ রঘুনন্দন।
ইত্যুক্ত্বা দুঃখসন্তপ্তো বিললাপ নৃপস্তদা॥ ৬৭

রাজা সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে দুইটি বর দিয়াছেন। কিন্তু তৎসমস্তই তোমার অধীন, রাজা কিন্তু তোমাকে উহা বলিতে লজ্জিত হইতেছেন। ৫৪

সত্যপাশে আবদ্ধ পিতাকে তুমি পরিত্রাণ কর; কারণ, 'পুত্র'(১) শব্দে ইহাই বুঝায় যে, নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করা। ৫৫

কৈকেয়ী কর্তৃক কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম যেন শূলাঘাতের ন্যায় ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন—আপনি আমাকে এরূপ কথা বলিতেছেন কেন? ৫৬

আমি পিতার জন্য জীবন দান করিব, উগ্র বিষ পান করিব, সীতাকে পরিত্যাগ করিব, মাতা কৌশল্যাকে এবং এই রাজ্যকেও ত্যাগ করিব। ৫৭

কারণ, আজ্ঞা না করিলেও যে পুত্র পিতার কার্য্য করে, সেই উত্তম পুত্র। আজ্ঞা করিলে যে কার্য্য করে, সে মধ্যম পুত্র বলিয়া কথিত হয়। ৫৮

পিতা বলিলেও যে পিতৃকার্য্য করে না, সেই পুত্রকে পিতার মল বলা হয়। অতএব পিতা আমাকে যাহা বলিয়াছেন, আমি তৎ সমস্তই পালন করিব। ৫৯

আমি এই কথা আপনাকে সত্য, সত্য করিয়া বলিতেছি, রাম কখনও দুই কথা বলে না। রামের এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ী তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৬০

রাম। তোমার অভিষেকের জন্য যে সমস্ত অভিষেক-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই সবের দ্বারা আমার প্রিয় পুত্র ভরতকে অবশ্যই অভিষিক্ত করা হউক। ৬১

আর অন্য বরের দ্বারা তুমি বল্কলখণ্ডপরিধান ও জটাধারণ করিয়া আজই পিতার আদেশে সত্বর বনে গমন কর। ৬২

রাম। তুমি চতুর্দশ বৎসর বনে বাস কর এবং বনজাত ফলমূলই ভোজন কর। ইহাই তোমার পিতার কার্য্য, সেই পিতৃকার্য্য আজ তুমি পালন কর। রঘুনন্দন। রাজা তোমাকে এই কথা বলিতে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিতেছেন। ৬৩

শ্রীরাম বলিলেন,—ভরতেরই রাজ্য হউক, আমি দণ্ডকারণ্যে গমন করিতেছি। কিন্তু রাজা আমাকে এবিষয়ে কিছু বলিতেছেন না কেন? জানি না, ইহার কি কারণ আছে? ৬৪

রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং রামকে সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া রাজা দশরথ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া দুঃখভরে এই কথা রামকে বলিলেন। ৬৫

রাম। আমি স্ত্রীর বশবর্ত্তী, ভ্রান্তবুদ্ধি ও বিপথগামী, সুতরাং আমাকে নিগৃহীত করিয়া এই রাজ্য গ্রহণ কর, ইহাতে তোমার কোনও পাপ হইবে না। ৬৬

তুমি যদি এরূপ করিয়া রাজ্য গ্রহণ কর, রঘুনন্দন। তাহা

---

(১) পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ 'পুত্র' ইতি খ্যাতঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।

হা রাম হা জগন্নাথ হা মম প্রাণবল্লভ।
মাং বিসৃজ্য কথং ঘোরং বিপিনং গন্তুমর্হসি।
ইতি রামং সমালিঙ্গ্য মুক্তকণ্ঠো রুরোদ হ ॥ ৬৮
বিমৃজ্য নয়নে রামঃ পিতুঃ সজলপাণিনা।
আশ্বাসয়ামাস নৃপং শনৈঃ স নয়কোবিদঃ ॥ ৬৯
কিমত্র দুঃখেন বিভো রাজ্যং শাসতু মেঽনুজঃ।
অহং প্রতিজ্ঞাং নিস্তীর্য্য পুনর্যাস্যামি তে পুরম্।
রাজ্যাৎ কোটিগুণং সৌখ্যং মম রাজন্ বনে সতঃ ॥৭০
ত্বৎসত্যপালনং দেবকার্য্যং বাপি ভবিষ্যতি।
কৈকেয্যাশ্চ প্রিয়ো রাজন্ বনবাসো মহাগুণঃ ॥ ৭১
ইদানীং গন্তুমিচ্ছামি ব্যেতু মাতুশ্চ হৃজ্জ্বরঃ।
সম্ভারাশ্চাপনীয়ন্তামভিষেকার্থমাগতাঃ ॥ ৭২
মাতরঞ্চ সমাশ্বাস্য অনুনীয় চ জানকীম্।
আগত্য পাদৌ বন্দিত্বা তব যাস্যে সুখং বনম্ ॥ ৭৩
ইত্যুক্ত্বা তং পরিক্রম্য মাতরং দ্রষ্টুমাযযৌ।
কৌশল্যাঽপি হরেঃ পূজাং কুরুতে রামকারণাৎ ॥ ৭৪
হোমঞ্চ কারয়ামাস ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ ধনম্।
ধ্যায়ন্তী বিষ্ণুমেকাগ্রমনসা মৌনমাস্থিতা ॥ ৭৫
অন্তঃস্থমেকং ঘনচিৎপ্রকাশং নিরস্তসর্বাতিশয়স্বরূপম্।
বিষ্ণুং সদানন্দময়ং হৃদব্জে সা ভাবয়ন্তী ন দদর্শ রামম্ ॥ ৭৬
ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে উমামহেশ্বর-
সংবাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

হইলে মিথ্যা আমাকে স্পর্শ করিবে না অর্থাৎ আমি সত্যচ্যুত হইব না (১) এই কথা বলিয়া নরপতি দশরথ সেই সময় দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৬৭

'হা রাম। হা জগন্নাথ! হা আমার প্রাণপ্রিয়। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া কিরূপে ঘোর কাননে যাইবে?' এই কথা বলিয়া রামকে গাঢ় ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপবাক্য বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিলেন। ৬৮

নীতিনিপুণ রাম এই সময় সজল হস্তে ধীরে ধীরে পিতার নয়নদ্বয় মুছাইয়া দিয়া রাজাকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন ।৬৯

প্রভো। এতে দুঃখের কি আছে? আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত রাজ্যশাসন করুক। আমি প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া পুনরায় আপনার এই নগরে ফিরিয়া আসিব। রাজন্! রাজ্যে বাস করা অপেক্ষা বনে অবস্থান করা আমার অধিক সুখদায়ক বলিয়া জানিবেন। ৭০

রাজন্! আপনার সত্যপালন করা আমার কর্ত্তব্য, ইহাতে দেবকার্য্য সাধিত হইবে। আমার বনবাস মাতা কৈকেয়ীর প্রিয়, অতএব দেখিতেছি যে, আমার বনবাস বহু গুণসাধক হইবে। ৭১

পিতঃ! আমি এখন বনে গমন করিতে ইচ্ছুক, সুতরাং মাতার হৃদয়ের উদ্বেগ অর্থাৎ মনোব্যথা দূর হউক। আর আমার অভিষেকের জন্য যে সব দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করা হইয়াছিল, সেই সমস্ত অপসারণ করা হউক। ৭২

মাতা কৌশল্যাকে আশ্বাসদান করিয়া এবং জনকনন্দিনী সীতাকে অনুনয় সহকারে বুঝাইয়া আপনার নিকট আগমন করত আপনার চরণদ্বয় বন্দনা (অবনতমস্তকে প্রণাম) করিয়া সুখে বনগমন করিব। ৭৩

এই কথা বলিয়া রাম তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া (প্রণামপূর্ব্বক) মাতা কৌশল্যাকে দর্শন করিবার জন্য আসিলেন। তখন কৌশল্যাও রামেরই কারণে শ্রীহরির পূজা করিতেছিলেন। ৭৪

মাতা কৌশল্যা মৌন থাকিয়া একাগ্রমনে বিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণকে দিয়া হোম করাইতেছিলেন। তারপর সেই সব ব্রাহ্মণগণকে তিনি ধনদান করিলেন। ৭৫

অনন্তর সেই কৌশল্যা দেবী অন্তরস্থিত, অদ্বিতীয়, ঘনচৈতন্যময়, স্বয়ংপ্রকাশ, সর্ব্বাতিশায়ী নিত্যানন্দময় বিষ্ণুকে অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে ভাবনা করিতে থাকায় রামচন্দ্র আসিলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। ৭৬

(১) বাল্মীকিরামায়ণে কঠোর ভাষায় অন্যরূপে দেখা যায়,—"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথং প্রতিপন্নস্য দণ্ড এব বিধীয়তে।" ২।২১।১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে উমা-মহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[রামস্য বনগমনসন্দেশং শ্রুত্বা কৌশল্যায়া বিলাপঃ, রামেণ তস্যৈ সান্ত্বনাদানম্, লক্ষ্মণস্য ক্রোধঃ, সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ রামস্য দণ্ডকারণ্যগমনঞ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততঃ সুমিত্রা দৃষ্ট্বৈনং রামং রাজ্ঞীং সসম্ভ্রমা।
কৌশল্যাং বোধয়ামাস রামোঽয়ং সমুপস্থিতঃ ॥১

শ্রুত্বৈব রামনামৈষা বহির্দৃষ্টিপ্রবাহিতা।
রামং দৃষ্ট্বা বিশালাক্ষমালিঙ্গ্যাঙ্কে ন্যবেশয়ৎ ॥ ২

মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় পস্পর্শ গাত্রং নীলোৎপলচ্ছবিম্।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব পুত্রেতি চ প্রাহ মিষ্টমন্নং ক্ষুধার্দিতঃ ॥ ৩

রামঃ প্রাহ ন মে মাতর্ভোজনাবসরঃ কুতঃ।
দণ্ডকাগমনে শীঘ্রং মম কালোঽদ্য নিশ্চিতঃ ॥ ৪

কৈকেয়ীবরদানেন সত্যসন্ধঃ পিতা মম।
ভরতায় দদৌ রাজ্যং মমাপ্যরণ্যমুত্তমম্ ॥ ৫

চতুর্দশং সমাস্তত্র হ্যুষিত্বা মুনিবেশধৃক্।
আগমিষ্যে পুনঃ শীঘ্রং ন চিন্তাং কর্তুমর্হসি ॥ ৬

তচ্ছ্রুত্বা সহসোদ্বিগ্না মূর্চ্ছিতা পুনরুত্থিতা।
আহ রামং সুদুঃখার্ত্তা দুঃখসাগরসংপ্লুতা ॥ ৭

যদি রাম বনং সত্যং যাসি চেন্নয় মামপি।
ত্বদ্বিহীনা ক্ষণার্দ্ধং বা জীবিতং ধারয়ে কথম্ ॥ ৮

যথা গৌর্বালকং বৎসং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠেন্ন কুত্রচিৎ।
তথৈব ত্বাং ন শক্নোমি ত্যক্তুং প্রাণাৎ প্রিয়ং সুতম্ ॥৯

ভরতায় প্রসন্নশ্চেদ্ রাজ্যং রাজা প্রযচ্ছতু।
কিমর্থং বনবাসায় ত্বামাজ্ঞাপয়তি প্রিয়ম্ ॥১০

কৈকেয্যা বরদো রাজা সর্বস্বং বা প্রযচ্ছতু।
ত্বয়া কিমপরাদ্ধং হি কৈকেয্যা বা নৃপস্য বা ॥ ১১

চতুর্থ অধ্যায়।

[রামের বনগমনের সংবাদ শুনিয়া কৌশল্যার বিলাপ, রাম কর্ত্তৃক তাঁহাকে সান্ত্বনা দান, লক্ষ্মণের ক্রোধ এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামের দণ্ডকারণ্যগমন।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পার্ব্বতি! তারপর সুমিত্রা এই রামকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে মহারাণী কৌশল্যাকে জানাইলেন যে, এই রাম উপস্থিত হইয়াছে। ১

সেই কৌশল্যা তখন রামনাম শ্রবণ করিয়াই বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তারপর বিশাললোচন রামকে দেখিয়া আলিঙ্গন করত ক্রোড়ে বসাইলেন। ২

অনন্তর মস্তক আঘ্রাণ করিয়া নীলকমল-তুল্য কান্তিমান্ রামের গাত্র স্পর্শ করিলেন এবং বলিলেন,—পুত্র! তুমি মিষ্টান্ন ভোজন কর, নিশ্চয়ই তুমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ। ৩

তখন রাম বলিলেন,—মাতঃ! আমার ভোজন করিবার মত সময় নাই; কারণ, আমাকে সত্বর দণ্ডকারণ্যে যাইতে হইবে এবং যাইবার সময় 'আজই', ইহা নিশ্চয় করা হইয়াছে।৪

সত্যপ্রতিজ্ঞ আমার পিতা কৈকেয়ীকে বরদান করিয়াছেন, সেই বরে তিনি ভরতকে রাজ্যদান করিয়াছেন এবং আমাকে উত্তম দণ্ডকারণ্যে যাইবার আদেশ দিয়াছেন। ৫

আমি মুনিবেশ ধারণ করত চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিয়া পুনরায় সত্বর ফিরিয়া আসিব। মা! তুমি এবিষয়ে চিন্তা করিও না। ৬

কৌশল্যাদেবী এই কথা শুনিয়া সহসা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং মূর্চ্ছিতা হইলেন। তারপর দুঃখসাগরে নিমগ্না কৌশল্যা অত্যন্ত দুঃখে পীড়িত হইয়াও পুনরায় উঠিয়া রামকে বলিলেন। ৭

রাম! যদি তুমি সত্যই বনে যাও, তাহা হইলে আমাকেও তুমি সঙ্গে লইয়া চল; কারণ, তোমাকে ছাড়িয়া আমি ক্ষণার্দ্ধ কালও কিভাবে প্রাণ ধারণ করিব? ৮

যেরূপ নবপ্রসূতা গাভী তাহার শিশু বৎসকে ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারে না, সেইরূপ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পুত্র তোমাকে ত্যাগ করিয়া আমি থাকিতে পারিব না। ৯

রাজা প্রসন্ন হইয়া ভরতকে রাজ্য যদি প্রদান করেন, তাহা করুন; কিন্তু কি জন্য প্রিয় পুত্র তোমাকে বনবাস করিতে আজ্ঞা করিলেন? ১০

রাজা কৈকেয়ীকে বর দান করুন কিংবা সর্ব্বস্বই প্রদান করুন, (তাহাতে আমার কি বলিবার আছে? তিনি সবই তাহাকে দান করুন), কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য হইল—তুমি রাজার বা কৈকেয়ীর কি অপরাধ করিয়াছ, যে তোমাকে বনবাসে পাঠাইতেছেন? ১১

পিতা গুরুর্যথা রাম তবাহমধিকা ততঃ ।
পিত্রাজ্ঞপ্তো বনং গন্তুং বারয়েয়মহং সুতম্ ॥ ১২
যদি গচ্ছসি মদ্বাক্য মুল্লঙ্ঘ্য নৃপবাক্যতঃ ।
তদা প্রাণান্ পরিত্যজ্য গচ্ছামি যমসাদনম্ ॥ ১৩
লক্ষ্মণোঽপি ততঃ শ্রুত্বা কৌশল্যাবচনং রুষা ।
উবাচ রাঘবং বীক্ষ্য দহন্নিব জগৎত্রয়ম্ ॥ ১৪
উন্মত্তং ভ্রান্তমনসং কৈকেয়ীবশবর্ত্তিনম্
বদ্ধা নিহন্মি ভরতং তদ্বন্ধূন্ মাতুলানপি ॥ ১৫
অদ্য পশ্যন্তু মে শৌর্য্যং লোকান্ প্রদহতঃ পুরা ।
রাম ত্বমভিষেকায় কুরু যত্নমরিন্দম ॥ ১৬
ধনুষ্পাণিরহং তত্র নিহন্যাং বিঘ্নকারিণঃ ।
ইতি ব্রুবন্তং সৌমিত্রিমালিঙ্গ্য রঘুনন্দনঃ ॥ ১৭

রাম! পিতা যেরূপ তোমার গুরু, আমি সেরূপ তাঁহা অপেক্ষা অধিক ('গর্ভধারণ-পোষাভ্যাং পিতুর্মাতা গরীয়সী' ও 'পিতুর্দশগুণং মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে',—এই সব শাস্ত্র-বাক্যই তাহার প্রমাণ।)(১) সেই আমি পুত্র তোমাকে পিতার আজ্ঞায় বনে যাইতে নিষেধ করিতেছি। ১২

যদি আমার বাক্য অতিক্রম করিয়া রাজার বাক্যানুসারে তুমি বনে গমন কর, তাহা হইলে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যমভবনে যাইব। ১৩

অন্যদিকে লক্ষ্মণও কৌশল্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষবশতঃ ত্রিভুবনকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন। ১৪

কৈকেয়ীর বশীভূত, অতএব উন্মত্ত অর্থাৎ পাগলের ন্যায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এবং সেই কারণে ভ্রান্তচিত্ত রাজাকে বন্ধন করিয়া ভরতকে ও তাহার পক্ষ গ্রহণ করিয়া সাহায্যকারী মাতুলগণকে বধ করিব। ১৫

পুরাকালে লোকসকলকে দগ্ধকারী কালানলের ন্যায় আমার পরাক্রম আজ সকলে প্রত্যক্ষ করুক। শত্রুদমন রাম! তুমি অভিষেকের জন্য যত্ন কর। ১৬

ইহাতে যাহারা বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে, আমি হস্তে ধনু ধারণ করিয়া তাহাদের সকলকে বিনাশ করিব। সুমিত্রানন্দন

শূরোঽসি রঘুশার্দূল মমাত্যন্তং হিতে রতঃ ।
জানামি সর্বং তে সত্যং কিন্তু তে সময়ো ন হি ॥ ১৮
যদিদং দৃশ্যতে বিশ্বং রাজ্যদেহাদিকঞ্চ যৎ ।
যদি সত্যং ভবেত্তত্র আয়াসঃ সফলশ্চ তে ॥১৯
ভোগা মেঘবিতানস্থবিদ্যুল্লেখেব চঞ্চলাঃ ।
আয়ুরপ্যগ্নিসন্তপ্তলোহস্থজলবিন্দুবৎ ॥ ২০
যথা ব্যালগলস্থোঽপি ভেকো দংশানপেক্ষতে ।
তথা কালাহিনা গ্রস্তো লোকো ভোগানশাশ্বতান্ ॥ ২১
করোতি দুঃখেন হি কর্মতন্ত্রং শরীরভোগার্থমহর্নিশং নরঃ ।
দেহস্তু ভিন্নঃ পুরুষাৎ সমীক্ষ্যতে কো বাত্র ভোগঃ পুরুষেণ ভুজ্যতে ॥ ২২

লক্ষ্মণকে এই কথা বলিতে শুনিয়া রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—রঘুশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! আমি জানি তুমি পরাক্রমশালী বীর, আমার অত্যন্ত হিতে রত আছ এবং তুমি যাহা বলিলে, তৎসমস্তই সত্য; কিন্তু এরূপ করা তোমার উচিত হইবে না। (অথবা তাহার করিবার সময় এখন নয়—চতুর্দ্দশ বৎসর পরে।) ১৭-১৮

এই যে দৃশ্যমান বিশ্ব, রাজ্য ও দেহাদি যদি সত্য হইত, তাহা হইলে তোমার প্রয়াস কোনরূপ সফল হইতে পারিত। ১৯

কারণ, এই ভোগসকল মেঘমণ্ডলে বিলসিত বিদ্যুদ্রেখার ন্যায় চঞ্চল অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী আর আয়ুও অগ্নিতে সন্তাপিত লৌহের মধ্যে স্থিত জলবিন্দুর ন্যায় অত্যল্পকালস্থায়ী ।২০

যেরূপ সর্পগলবর্ত্তী ভেক নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথা না জানিয়াই দংশ (ডাঁস)-সকলের জন্য অপেক্ষা করে, অর্থাৎ সম্মুখে দংশসকল আসিলে ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ কালরূপী সর্পকবলিত মানুষ অস্থায়ী ভোগের জন্য অপেক্ষা করে। (অহো! মোহমহিমা! "অজানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপদহনং, ন মীনোঽপি জ্ঞাত্বা বৃতবড়িশমশ্নাতি পিশিতম্। বিজানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্ ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা॥") ২১

মানুষ দেহের ভোগের জন্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াও দিবারাত্র কর্মতন্ত্র অর্থাৎ ধনার্জনাদি ব্যাপার কাম্য ও বৈদিক কর্ম করে, কিন্তু সেই দেহ পুরুষ হইতে ভিন্ন—ইহা সমীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে; কারণ, দেহ জড় বলিয়া ভোগে অসমর্থ। পুরুষই বা কোন ভোগ্যবস্তু ভোগ করেন? অর্থাৎ পুরুষও কিছুই ভোগ

(১) পিতা হইতে মাতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বাল্মীকি-রামায়ণে দেখা যায়,—"পিতৄন্ দশ চ মাতৈকা সর্ব্বাং বা পৃথিবীং বিত্তো। গুরুত্বেনাতিভবতি কোঽস্তি মাতৃসমো গুরুঃ। পতিতা গুরবস্ত্যাজ্যা মাতা তু ন কথঞ্চন। গর্ভধারণ-পোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী। ২।২২।১৩-১৪

পিতৃমাতৃসুহৃদ্ভ্রাতৃদারবন্ধ্বাদিসঙ্গমঃ।
প্রপায়ামিব জন্তূনাং নদ্যাং কাষ্ঠৌঘবচ্চলঃ ॥ ২৩
ছায়েব লক্ষ্মীশ্চপলা প্রতীতা তারুণ্যমম্বাম্বুবদধ্রুবঞ্চ।
স্বপ্নোপমং স্ত্রীসুখমায়ুরল্পং তথাপি জন্তোরভিমান এষঃ॥২৪
সংসৃতিঃ স্বপ্নসদৃশী সদা রোগাদিসঙ্কুলা।
গন্ধর্বনগরপ্রখ্যা মূঢ়স্তামনুবর্ত্ততে ॥ ২৫
আয়ুঃ সংক্ষীয়তে যস্মাদাদিত্যস্য গতাগতৈঃ।
দৃষ্ট্বান্যেষাং জরামৃত্যু কথঞ্চিন্নৈব বুধ্যতে ॥ ২৬
স এব দিবসঃ সৈব রাত্রিরিত্যেবমূঢ়ধীঃ।
ভোগাননুপতত্যেব কালবেগং ন পশ্যতি ॥ ২৭

প্রতিক্ষণং ক্ষরত্যেতদায়ুরামঘটাম্বুবৎ।
সপত্না ইব রোগৌঘাঃ শরীরং প্রহরন্ত্যহো ॥ ২৮
জরা ব্যাঘ্রীব পুরতস্তর্জয়ন্ত্যবতিষ্ঠতে।
মৃত্যুঃ সহৈব যাত্যেষ সময়ং সম্প্রতীক্ষতে ॥ ২৯
দেহেঽহংভাবমাপন্নো রাজাহং লোকবিশ্রুতঃ।
ইত্যস্মিন্মনুতে জন্তুরস্তে বিড্‌ভস্মসংজ্ঞিতে ॥ ৩০
ত্বগস্থিমাংসবিণ্মূত্ররেতোরক্তাদি সংযুতঃ।
বিকারী পরিণামী চ দেহ আত্মা কথং বদ।
যমাস্থায় ভবাল্লোঁকং দগ্ধুমিচ্ছতি লক্ষ্মণ ॥ ৩১

করেন না, কারণ, ঐহিক বিষয় ভোগ অপারমার্থিক বলিয়া পুরুষ (জীবাত্মা) উহা হইতে বিরত থাকেন। ২২

পিতা, মাতা, সুহৃৎ, ভ্রাতা, স্ত্রী ও বন্ধু প্রভৃতির যে সঙ্গম অর্থাৎ মিলন, পানীয়শালায় জীবগণের সমাগমের ন্যায় এবং নদীতে স্রোতোবাহিত কাষ্ঠরাশির সমাগমের ন্যায় চল অর্থাৎ অস্থির। ২৩

লক্ষ্মী—সম্পদ ছায়ার ন্যায় চপল, যৌবন পদ্মপত্রে জলের ন্যায় অস্থির, স্ত্রীসম্ভোগ-সুখ স্বপ্নতুল্য এবং পরমায়ু অল্প; অহো! তথাপি জীবের এই অভিমান। ২৪

সংসার (১) স্বপ্নের ন্যায় অর্থাৎ স্বপ্নে দৃষ্ট কোনও বস্তু স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন দেখা যায় না, সেইরূপ যে প্রাক্তন কর্ম্মের জন্য এই গন্ধর্ব্বনগর তুল্য অর্থাৎ গন্ধর্ব্বনগর যেমন কখনও আকাশে উদিত হয়, আবার পরক্ষণে মিলিয়া যায়, সেইরূপ আপাতমধুর সুখ সংসারে কখনও আসে, আবার পরক্ষণেই তাহা চলিয়া যায়। (এই গন্ধর্ব্বনগর কাহারও মতে আকাশে ভ্রমদৃষ্ট বিচিত্র সৌধ এবং কাহারও মধ্যে মায়ানগর) কিন্তু যে ব্যক্তি মূঢ় অর্থাৎ সদসৎ ও নিত্যানিত্য বস্তু বিচার করিতে অসমর্থ সেই ব্যক্তিই এই সংসারের অনুসরণ করে। ২৫

সূর্য্যের গত হওয়ায় অর্থাৎ অস্তমিত হওয়ায় এবং আগত হওয়ায় অর্থাৎ উদয় হওয়ায় আয়ুঃ যে স্বতঃই ক্ষয় হইয়া যাইতেছে ও অন্য প্রাণিগণের যে জরা, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু হইতেছে, ইহা দেখিয়াও মূঢ় ব্যক্তি কোনরূপেই বুঝিতে পারিতেছে না যে, এ সব আমারও আসিবে। অহো! কি বিচিত্র সংসার। ২৬

যাহার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত, সেই ব্যক্তি এই সেই দিবস এবং এই সেই রাত্রি আসিয়াছে এরূপ ভাবিয়া কেবল ভোগসমূহেই উন্মুখ হয়; হায়! সে কালের গতিকে দেখিতে পাইতেছে না। (কি আশ্চর্য্য! যে দিবসও রাত্রিকে দেখিয়া মানুষের বৃথা কালতিপাতে আয়ুক্ষয় হইতেছে ভাবিয়া অনুতাপ বশতঃ বৈরাগ্য হওয়ার কথা, না সেই দিবস ও রাত্রিকে দেখিয়া তাহার ভোগ বাসনা বাড়িতেছে।) ২৭

আয়ু প্রতিক্ষণ অপক্ক আর্দ্র ঘটে (কাঁচা ভিজে মাটির ঘটে) স্থিত জলের ন্যায় ক্ষরিত হইতেছে অর্থাৎ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে এবং রোগসমূহ শত্রুর ন্যায় এই শরীরকে প্রহার করিতেছে অর্থাৎ কেবল যে আয়ুই ক্ষয় হইতেছে তাহা নহে জীব নানা রোগের দ্বারাও সতত দগ্ধ হইতেছে- তথাপি সেইদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই—ইহাও আশ্চর্য! ২৮

জরা (বার্দ্ধক্যদশা) সম্মুখে ব্যাঘ্রীর ন্যায় তর্জন-গর্জন করিতে করিতে অর্থাৎ ভীতি প্রদর্শন করিতে করিতে অবস্থান করিতেছে এবং মৃত্যুও সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে, কেবল সে কালের অপেক্ষা করিতেছে—কখন তাহার প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ ভোগকাল শেষ হইবে—ভোগকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিবে—হায়, এবিষয়েও সচেতনতা নাই।২৯

যে দেহ অবসানে একদিন কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে পরিণত হইবেই, সেই দেহেই অহংভাবের সমাবেশে 'আমি জগদ্‌বিখ্যাত রাজা', সাধারণ জীব তাহাই মনে করে।৩০

ত্বক্ (চর্ম্ম), অস্থি, মাংস, বিষ্ঠা (মল), মূত্র, বীর্য্য ও রক্তাদি

(১) সংসার-শব্দে 'সংসারস্থিতি' বা 'শরীর'—এই দুই প্রকার অর্থ দেখা যায়। সংসার অর্থে 'শরীর' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন টীকাকার। ভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ংও ২৮ শ্লোক হইতে 'শরীর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'সম্যক্ সরতি গচ্ছতীতি সংসারঃ, যথায় কিছুই থাকে না, সবই চলিয়া যায়—তাহা সাংসার—সংসার-স্থিতি। আবার 'সম্যক্ সরতি' গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি সংসারঃ—যথায় শ্রীভগবান্‌কে সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও সংসার।

দেহাভিমানিনঃ সর্ব্বে দোষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি হি।
দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩২
নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে।
অবিদ্যা সংসৃতের্হেতুর্বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা ॥ ৩৩
তস্মাদ্ যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ।
কামক্রোধাদয়স্তত্র শত্রবঃ শত্রুসূদন ॥ ৩৪
তত্রাপি ক্রোধ এবালং মোক্ষবিঘ্নায় সর্বদা :
যেনাবিষ্টঃ পুমান্ হন্তি পিতৃ-মাতৃ-সুহৃৎ-সখীন্ ॥ ৩৫
ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারবন্ধনঃ।
ধর্মক্ষয়করঃ ক্রোধস্তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ ॥ ৩৬

ক্রোধ এব যমঃ সাক্ষাৎ তৃষ্ণা বৈতরণী নদী।
সন্তোষো নন্দনবনং শান্তিরেব হি কামধুক্ ॥ ৩৭
তস্মাচ্ছান্তিং ভজস্বাদ্য শত্রুরেবং ভবেন্ন তে।
দেহেন্দ্রিয়মনঃ প্রাণবুদ্ধ্যাদিভ্যো বিলক্ষণঃ ॥ ৩৮
আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরবিকারী নিরাকৃতিঃ।
যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈর্ভিন্নত্বং নাত্মনো বিদুঃ ॥ ৩৯
তাবৎ সারসারদুঃখৌঘৈঃ পীড্যন্তে মৃত্যুসংযুতাঃ।
তস্মাত্ত্বং সর্বদা ভিন্নমাত্মানং হৃদি ভাবয় ॥ ৪০
বুদ্ধ্যাদিভ্যো বহিঃ সর্বমনুবর্ত্তস্ব মা খিদ।
ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমখিলং সুখং বা দুঃখমেব বা ॥ ৪১

সংযুক্ত এই দেহ বিকারী অর্থাৎ উৎপত্তি নাশাদিমান্ এবং পরিণামী অর্থাৎ ভস্মাদি পরিণামবান্, সুতরাং উহা 'আত্মা' হইবে কিভাবে—বল? (কারণ আত্মা অবিকারী ও অপরিণামী) লক্ষ্মণ। যে দেহকে তুমি 'আমি' ভাবিয়া জগৎকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, তাহা নশ্বর (অতএব এই নশ্বর দেহে তাদৃশ ক্রোধ তোমার অনুচিত)। ৩১

দেহ আত্মা—এই বোধে ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন,—দেহাভিমানীর মধ্যে কাম-ক্রোধ-মাৎসর্য্যাদি দোষসমূহ উৎপন্ন হয়। (লক্ষ্মণ প্রশ্ন না করিলেও সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর শ্রীরাম 'দেহে আত্মবুদ্ধি কিরূপ?' ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—) দেহ আমি এই যে বুদ্ধি, তাহাই দেহাত্ম-বুদ্ধি এবং সেই বুদ্ধি 'অবিদ্যা' বলিয়া কথিত হয়। ৩২

(দেহ যদি আমি না হই, তবে আমি কি?) ইহার উত্তরে বলিতেছেন—) আমি দেহ নই, আমি চিদাত্মা চৈতন্যময় আত্ম-স্বরূপ,—এই যে বুদ্ধি, তাহাকেই মনীষিগণ 'বিদ্যা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অবিদ্যা এই সংসারের হেতু অর্থাৎ সংসারের প্রবর্ত্তক এবং বিদ্যা সেই সংসারের নিবর্ত্তক। ৩৩

সেইহেতু যাঁহারা মুক্তিকামী, তাঁহাদের বিদ্যাভ্যাসে সর্ব্বদা যত্ন করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ তাঁহারা সদা বিদ্যাভ্যাসে রত থাকিবেন। শত্রুসূদন! ইহাতে কিন্তু কাম-ক্রোধাদি বহু শত্রু আছে অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি শত্রুগণ এই বিদ্যাভ্যাসে শত্রুতা করিবে; নিজেদের উৎপাদক অবিদ্যা যাহাতে সমূলে নাশপ্রাপ্ত না হয়, সেজন্য এই শত্রুতা। বিদ্যার্জনের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। (সুতরাং সদা সতর্ক থাকিয়া এই সব শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। আত্মরক্ষার উপায় শ্রীগুরুর নিকট জ্ঞাতব্য।) ।৩৪

এই সব শত্রুদের মধ্যে আবার ক্রোধই সর্ব্বদা মোক্ষের বিঘ্ন করিতে বিশেষ ভাবে সমর্থ; কারণ, যে ক্রোধের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া মানুষ পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুদিগকেও হত্যা করে। ৩৫

মনস্তাপের মুখ্য কারণ এই ক্রোধ, ক্রোধ জীবকে সংসারে বন্ধন করিয়া রাখে এবং ক্রোধ ধর্ম্মক্ষয় করে, অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ৩৬

ক্রোধই সাক্ষাৎ যম (কারণ, ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তি আত্মহত্যাও করে।) এবং তৃষ্ণা বৈতরণী নদী অর্থাৎ তৃষ্ণা সর্ব্বদা পীড়া দান করে এবং তৃষ্ণাকে সহজে অতিক্রম করা যায় না। (ক্রোধ ও তৃষ্ণা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বলিতেছেন)—সন্তোষ অর্থাৎ যথালাভ তুষ্টি নন্দনবন নন্দনবনতুল্য সদা সুখদাতা এবং শান্তিই অর্থাৎ ভোগবিমুখতাই হইল কামধুক্ অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্ট প্রদানকারী। ৩৭

লক্ষ্মণ। সেইহেতু তুমি আজ শান্তি অর্থাৎ শান্তভাব অবলম্বন কর, তাহা হইলে তোমার কোন শত্রুই থাকিবে না। আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়বর্গ, মন, প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন, শুদ্ধ (সমস্ত দোষহীন, কিন্তু দেহাদি দোষযুক্ত) স্বয়ংজ্যোতি (স্বপ্রকাশ কিন্তু দেহাদি অপ্রকাশ), অবিকারী (জন্ম-মরণাদিশূন্য, কিন্তু দেহাদি জন্মাদিমান্) ও নিরাকার (কিন্তু দেহাদি আকারবিশিষ্ট)। যে পর্য্যন্ত আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিতে না পারা যায়, সেই পর্য্যন্ত জীবগণ মৃত্যুযুক্ত হইয়া থাকিবে এবং সংসারের নানা দুঃখসমূহে পীড়িত হইবে। লক্ষ্মণ। অতএব সর্ব্বদা তুমি নিজ হৃদয়ে আত্মাকে দেহ-ইন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন বলিয়া ভাবনা কর। ৩৮-৪০

বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে আমি ভিন্ন—ইহা অন্তরে ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে সেই সব বুদ্ধি প্রভৃতিকেই অবলম্বন করিয়া লোকব্যবহারে সাধারণ লোকতুল্য ব্যবহারের অনুবর্ত্তন কর এবং প্রাক্তন কর্ম্মের ফলস্বরূপ এই লোকব্যবহারের সুখ বা দুঃখ সবই ভোগ কর, কিন্তু ইহাতে কোনরূপ খিন্ন হইও না। ৪১

প্রবাহপতিতং কার্য্যং কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে।
বাহ্যে সর্বত্র কর্তৃত্বমাবহন্নপি রাঘব।
অন্তঃশুদ্ধস্বভাবস্ত্বং লিপ্যসে ন চ কর্মভিঃ ॥ ৪২

এতন্ময়োদিতং কৃৎস্নং হৃদি ভাবয় সর্বদা
সংসারদুঃখৈরখিলৈর্বাধ্যসে ন কদাচন ॥ ৪৩

ত্বমপ্যম্ব ময়াদিষ্টং হৃদি ভাবয় নিত্যদা।
সমাগমং প্রতীক্ষস্ব ন দুঃখৈঃ পীড্যসে চিরম্ ॥ ৪৪

ন সদৈকত্র সংবাসঃ কর্মমার্গানুবর্ত্তিনাম্।
যথা প্রবাহপতিতপ্লবানাং সরিতাং তথা ॥ ৪৫

চতুর্দশ সমাঃ সংখ্যা ক্ষণার্দ্ধমিব জায়তে ॥ ৪৬

অনুমন্যস্ব মামম্ব দুঃখং সন্ত্যজ্য দূরতঃ।
এবঞ্চেৎ সুখসংবাসো ভবিষ্যতি বনে মম ॥৪৭

সংসারে কার্য্যপরম্পরায় প্রবাহতুল্য উপস্থিত কার্য্য (অনাসক্ত ভাবে) করিলেও মানুষ উহাতে লিপ্ত অর্থাৎ বদ্ধ হয় না। হে রাঘব! যেহেতু তুমি অন্তরে শুদ্ধভাবপরায়ণ, সেইহেতু বাহিরে সর্ব্বত্র কর্তৃত্বাভিমান দেখাইলেও তুমি কর্ম্ম সমূহে-লিপ্ত হইবে না ॥ ৪২

এই আমি তোমাকে যে সব উপদেশ করিলাম, তৎ সমস্তই তুমি সর্ব্বদা হৃদয়ে ভাবনা কর, তাহা হইলেও কখনও সংসারের নানা দুঃখে পীড়িত হইবে না। ৪৩

মাতঃ! তুমিও আমার এই উপদেশ সতত হৃদয়ে ভাবনা কর এবং আমার আগমনের প্রতীক্ষা কর, ইহাতে তোমাকে বহু দিন দুঃখভোগ করিতে হইবে না। ৪৪

যেরূপ নদীর প্রবাহে পতিত নৌকাসকল সদা একত্রে থাকে না; পরন্তু ক্ষণকালের জন্যই একত্রে অবস্থান করে, সেইরূপ কর্ম্মপথানুসারী (প্রাক্তন কর্ম্মাধীন) জীবগণের সদা একত্রে সংবাস হয় না অর্থাৎ বর্ত্তমান সংসারে পিতা, মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত বাস কিছুকালের জন্যই হইয়া থাকে, চিরকালের জন্য নয় ॥ ৪৫

মা, তুমি যদি এইরূপ তত্ত্বকথা অন্তরে সদা ভাবনা কর, তাহা হইলে গণনানুসারে চতুর্দ্দশ বৎসর সংখ্যাও তোমার নিকট ক্ষণার্দ্ধ কালের ন্যায় হইয়া যাইবে। ৪৬

মা, সমস্ত দুঃখ দূরে পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমার এই বনগমন অনুমোদন কর, তাহা হইলে আমার বনবাস সুখকর হইবে। ৪৭

ইত্যুক্ত্বা দণ্ডবন্মাতুঃ পাদয়োরপতৎ স্থিরম্।
উত্থায়াঙ্কে সমাবেশ্য আশীর্ভিরভিনন্দয়ৎ ॥ ৪৮

সর্বে দেবাঃ সগন্ধর্বা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ।
রক্ষন্তু ত্বাং সদা যান্তং তিষ্ঠন্তং নিদ্রয়া যুতম্ ॥ ৪৯

ইতি প্রস্থাপয়ামাস সমালিঙ্গ্য পুনঃ পুনঃ।
লক্ষ্মণোঽপি তদা রামং নত্বা হর্ষাশ্রুগদ্‌গদঃ ॥ ৫০

আহ রামং মমান্তঃস্থঃ সংশয়োঽয়ং ত্বয়া হৃতঃ।
যাস্যামি পৃষ্ঠতো রাম সেবাং কর্ত্তুং তদাদিশ ॥ ৫১

অনুগৃহ্নীষ্ব মাং রাম নো চেৎ প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্ ॥
তথেতি রাঘবোঽপ্যাহ লক্ষ্মণং যাহি মা চিরম্ ॥ ৫২

প্রতস্থে তাং সমাধাতুং সীতাং সীতাপতির্বিভুঃ।
আগতং পতিমালোক্য সীতাং সুস্মিতভাষিণী ॥ ৫৩

এই কথা বলিয়া শ্রীরাম মাতার চরণদ্বয়ে স্থিরভাবে দণ্ডবৎ পতিত রহিলেন। তখন মাতা কৌশল্যা তাঁহাকে উত্থাপন করত ক্রোড়ে বসাইয়া নানাবিধ আশীর্ব্বাদবাক্যে অভিনন্দিত করিলেন। ৪৮

তিনি বলিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি সমস্ত দেবগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ গমনে শয়নে ও নিদ্রাকালে তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ৪৯

এই কথা বলিয়া মাতা কৌশল্যা রামকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া বনে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। অন্যদিকে লক্ষ্মণ আনন্দাশ্রুতে গদ্‌গদ হইয়া রামকে প্রণাম করত তখন তাঁহাকে বলিলেন,—রাম! তুমি আমার অন্তরের সংশয় অপনোদন করিয়াছ। আমি তোমার সেবা করিবার জন্য তোমার পশ্চাতে গমন করিব, তাহা তুমি আদেশ কর অর্থাৎ তোমার সঙ্গে যাইবার জন্য আমাকে অনুমতি প্রদান কর। ৫০-৫১

রাম! তুমি আমাকে অনুগ্রহ কর, অন্যথায় আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। তখন রাম বলিলেন—'তথাস্তু'। লক্ষ্মণ! তুমি চল, বিলম্ব করিও না। ৫২

তারপর সীতাপতি প্রভু শ্রীরাম সীতাকে সান্ত্বনাদান করিবার জন্য মাতৃভবন হইতে সীতাগৃহ অভিমুখে গমন করিলেন। সুস্মিতভাষিণী সীতা পতি রামচন্দ্রকে উপস্থিত দেখিয়া স্বর্ণপাত্রস্থিত জলে তাঁহার চরণদ্বয় ভক্তিভরে প্রক্ষালিত করিয়া আসনে উপবেশন করাইয়া পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

স্বর্ণপাত্রস্থসলিলৈঃ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ।
পপ্রচ্ছ পতিমাসীনং দেব কিং সেনয়া বিনা ॥ ৫৪
আগতোঽসি গতং কুত্র শ্বেতচ্ছত্রঞ্চ চামরম্ ।
বাদিত্রাণি ন বাদ্যন্তে কিরীটাদিবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৫
সামন্তরাজসহিতঃ সসম্ভ্রমাদ্নাগতোঽসি কিম্ ।
ইতি স্ম সীতয়া পৃষ্টো রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ ॥ ৫৬
রাজ্ঞা মে দণ্ডকারণ্যে রাজ্যং দত্তং শুভেঽখিলম্ ।
অতস্তৎপালনার্থায় শীঘ্রং যাস্যামি ভামিনি ॥ ৫৭
অদ্যৈব যাস্যামি বনং ত্বন্তু শ্বশ্রূসমীপগা ।
শুশ্রূষাং কুরু মে মাতুর্ন মিথ্যাবাদিনো বয়ম্ ॥ ৫৮
ইতি ব্রুবন্তং শ্রীরামং সীতা ভীতাঽব্রবীদ্ বচঃ ।
কিমর্থং বনরাজ্যং তে পিত্রা দত্তং মহাত্মনা ॥ ৫৯
তামাহ রামঃ কৈকেয্যৈ রাজা প্রীতো বরং দদৌ ।
ভরতায় দদৌ রাজ্যং বনবাসং মমানঘে ॥ ৬০
চতুর্দ্দশ সমাস্তত্র বাসো মে কিল যাচিতঃ ।
তয়া দেব্যা দদৌ রাজা সত্যবাদী দয়াপরঃ ॥ ৬১
অতঃ শীঘ্রং গমিষ্যামি মা বিঘ্নং কুরু ভামিনি ।
শ্রুত্বা তদ্রামবচনং জানকী প্রীতিসংযুতা ॥ ৬২
অহমগ্রে গমিষ্যামি বনং পশ্চাৎ ত্বমেষ্যসি ।
ইত্যাহ মাং বিনা গন্তুং তব রাঘব নোচিতম্ ॥ ৬৩
তামাহ রাঘবঃ প্রীতঃ স্বপ্রিয়াং প্রিয়বাদিনীম্ ।
কথং বনং ত্বাং নেষ্যেঽহং বহুব্যালমৃগাকুলম্ ॥৬৪

দেব! তুমি কোথায় গিয়াছিলে? সঙ্গে সেনা (প্রহরী) নাই কেন? এইভাবে আসিয়াছ, কি ব্যাপার? শ্বেতচ্ছত্র ও চামর নাই, বাদ্যসকলও বাদিত হইতেছেনা কেন? কিরীটাদি রাজভূষণও নাই, সামন্তরাজ (অধীনস্থ রাজ)-গণের সহিত সসম্ভ্রমে না আসিয়া একাকী আসিলে কেন? সীতা এই সব জিজ্ঞাসা করিলে (১) পর রামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য সহকারে (২) বলিলেন। ৫৩-৫৬

কল্যাণি। রাজা আমাকে দণ্ডকারণ্যের সমস্ত রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। ভামিনি। সেইহেতু আমি দণ্ডকারণ্যের রাজ্য পালন করিবার জন্য শীঘ্র গমন করিব। ৫৭

আমি আজই বনে যাইব। তুমি শ্বশ্রূর নিকটে গমন কর। তথায় তোমার শ্বশ্রূর—আমার মাতার সেবা কর। আমার এই কথা 'পরিহাস' বলিয়া মনে করিও না; কারণ, আমরা মিথ্যাবাদী নই। ৫৮

তখন সীতা ভীতা হইয়া তাদৃশ বাক্যভাষী শ্রীরামকে এই কথা বলিলেন,—মহাত্মা পিতা কিজন্য তোমাকে বনরাজ্য প্রদান করিলেন? ৫৯

তখন রাম সীতাকে বলিলেন,—রাজা প্রীত হইয়া কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিয়াছেন। নিষ্পাপে। সেই বরদ্বয়ের মধ্যে এক বরে ভরতকে রাজ্যদান করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় বরে আমাকে বন-বাস প্রদান করিয়াছেন। ৬০

সেই দেবী কৈকেয়ী চৌদ্দ বৎসর যাবৎ আমার বনবাস প্রার্থনা করেন। রাজা সত্যবাদী (সত্যবাদী—এই বিশেষণের দ্বারা রাজার স্ত্রৈজিতত্ব খণ্ডিত হইল) এবং দয়াপর (দয়াপর—এই বিশেষণের দ্বারা রাজার নির্দয়ত্ব খণ্ডিত হইল) অর্থাৎ দয়ালু বলিয়া তাঁহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। ৬১

অতএব আমি শীঘ্র বনে গমন করিব; ভামিনি। (প্রণয়-মধুর রাগযুক্তা রমণীকে ভামিনী বলে।) তুমি এ বিষয়ে বিঘ্ন-সৃষ্টি করিও না। রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সীতা (কোনরূপ ক্রোধ বা ক্ষোভপ্রকাশ না করিয়া) প্রসন্নবদনে বলিলেন—আমি অগ্রে বনে গমন করিব পশ্চাৎ তুমি আসিবে; কারণ, রাঘব। আমাকে ত্যাগ করিয়া তোমার বনে গমন করা উচিত নয়। ৬২-৬৩

তখন রাম প্রসন্ন হইয়া প্রিয়ভাষিণী স্বপ্রিয়া সেই সীতাকে বলিলেন,—তোমাকে বনে কিরূপে লইয়া যাইব? কারণ, সেই

(১) সীতাসমীপে উপস্থিত রামের প্রতি সন্দেহোদ্বেলিত-চিত্তা সীতার প্রশ্নপর্য্যায় বাল্মীকি-রামায়ণে,—"কস্মাচ্ছত-শলাকেন পূর্ণেন্দুপ্রতিমেন তে। আবৃতং বদনং চারু ছত্রেণ ন বিরাজতে। চামর-ব্যজনাভ্যাঞ্চ চারুপদ্মদলেক্ষণম্। ন বীজ্যতে তেঽদ্য মুখং কস্মাৎ পূর্ণেন্দুসপ্রভম্।

ন তে ক্ষৌদ্রঞ্চ দধি চ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। মূর্দ্ধ্নি মূর্ধাভিষেকার্থং দদতে বিধিবচ্চ কিম্। কস্মাৎ প্রকৃতিমুখ্যাস্তে শ্রেণী-মুখ্যাশ্চ রাঘব। কিঙ্করা নাদ্য তিষ্ঠন্তি যৌবরাজ্যাভিষেচনে। অষ্টাশ্বরথযুক্তস্তে মণিকাঞ্চনভূষণঃ। নাদ্যঃ পুষ্পরথঃ কস্মাৎ কস্মাদ্ রিপুনিষূদন। ত্রিপ্রস্রুতো গজবৃষঃ শুভলক্ষণলক্ষিতঃ পৃষ্ঠতো নানুযাতি ত্বাং কস্মাদদ্যাভিষেচনে। শুভলক্ষণসম্পন্নঃ শ্বেতশ্চ তুরগোত্তমঃ। ন তেঽদ্য যাতি পুরতঃ কস্মাৎ শ্রীবিজয়াবহঃ। ২।২৩।৩-১৯

(২) 'সস্মিত' এই বাক্যে রামের গাম্ভীর্য্য উক্ত হইয়াছে—"ভী-শোক-ত্রাস-হর্ষাদৌ গাম্ভীর্য্যং নির্বিকারতা।"

রাক্ষসা ঘোররূপাশ্চ সন্তি মানুষভোজিনঃ।
সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহশ্চ সঞ্চরন্তি সমন্ততঃ ॥ ৬৫
কট্বম্ল-ফলমূলানি ভোজনার্থং সুমধ্যমে।
অপূপব্যঞ্জনাদীনি বিদ্যন্তে ন কদাচন ॥ ৬৬
কালে কালে ফলং বাপি বিদ্যতে কুত্র সুন্দরি।
মার্গো ন দৃশ্যতে কাপি শর্করাকণ্টকান্বিতঃ ॥ ৬৭
গুহাগহ্বরসংবাধং ঝিল্লীদংশাদিভির্যুতম্।
এবং বহুবিধদোষং বনং দণ্ডকসংজ্ঞিতম্ ॥ ৬৮
পাদচারেণ গন্তব্যং শীতবাতাতপাদিমৎ।
রাক্ষসাদীন্ বনে দৃষ্ট্বা জীবিতং হাস্যসেঽচিরাৎ।

বন ব্যাঘ্র ও সর্প প্রভৃতি নানা হিংস্র জন্তুগণে পরিপূর্ণ, তথায় মনুষ্যভোজী ভয়ঙ্কর রূপধারী রাক্ষসেরা বাস করে এবং সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণ চারিদিকে বিচরণ করে। ৬৩-৬৫

সুমধ্যমে! এই বনে কটু—তীক্ষ্ণ-রসযুক্ত ও অম্ল—অমধুর (টক) ফল এবং মূল ভোজনের জন্য পাওয়া যায় অর্থাৎ বনে এরূপ ফল-মূল খাইয়াই থাকিতে হয়। তথায় পিষ্টক ও ব্যঞ্জন (তরী-তরকারী) প্রভৃতি মুখরোচক খাদ্য কখনও পাওয়া যায় না। ৬৬

সুন্দরি! কালে কালে কোথাও ফল পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ; বনে কোথাও পথ দেখা যায় না, যদি বা দেখা যায় তাহাও আবার কঙ্কর ও কণ্টকসমূহে সমাচ্ছন্ন। ৬৭

এই বন গুহা গহ্বরে পূর্ণ এবং ঝিল্লী (কীটবিশেষ) ও বন-মাছি প্রভৃতিতে পরিব্যাপ্ত। এইরূপ বহুবিধ দোষে পূর্ণ হইল এই দণ্ডকনামক বন। ৬৮

শীত, বায়ু ও রৌদ্রাদিযুক্ত বনে পদব্রজে গমন করিতে হইবে। তুমি বনে সেই সব রাক্ষস প্রভৃতিকে দেখিয়া ভয়ে সত্বর প্রাণত্যাগ করিবে। সেইহেতু ভদ্রে! তুমি গৃহেই থাক, তুমি অতি সত্বর পুনরায় আমাকে দেখিতে পাইবে। ৬৯

রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সীতা দুঃখিতা হইলেন। তারপর কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্টা হইয়া স্ফুরিতবদনে (দুঃখে ও কোপে সীতার ওষ্ঠ কাঁপিতেছিল) সীতা প্রত্যুত্তরে বলিলেন (১)। ৭০

তস্মাদ্ ভদ্রে গৃহে তিষ্ঠ শীঘ্রং দ্রক্ষ্যসি মাং পুনঃ ॥৬৯
রামস্য বচনং শ্রুত্বা সীতা দুঃখসমন্বিতা।
প্রত্যুবাচ স্ফুরদ্বক্ত্রা কিঞ্চিৎ কোপসমন্বিতা ॥৭০
কথং মামিচ্ছসে ত্যক্তুং ধর্মপত্নীং পতিব্রতাম্।
ত্বদনন্যামদোষাং মাং ধর্মজ্ঞোঽসি দয়াপর ॥ ৭১
ত্বৎসমীপে স্থিতাং রাম কো বা মাং ধর্ষয়েদ্ বনে।
ফলমূলাদিকং যদ্ যত্তব ভুক্তাবশেষিতম্।
তদেবামৃততুল্যং মে তেন তুষ্টা রমাম্যহম্ ॥ ৭২
ত্বয়া সহ চরন্ত্যা মে কুশাঃ কাশাশ্চ কণ্টকাঃ।
পুষ্পাস্তরণতুল্যা বৈ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৩

ত্বদনন্যা—তুমি ব্যতীত অন্য আর কেহ যার নাই, অথবা তোমার সহিত ভেদহীনা; কারণ, আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গ বা শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ নাই বলিয়া তোমার সহিত আমার অভিন্নত্ব আছে, যার কোনও দোষ নাই, সেই পতিব্রতা ধর্মপত্নী আমাকে তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও দয়ালু হইয়াও কিরূপে ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? ৭১

রাম! তোমার নিকটে থাকিলে বনে আমাকে কে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে? (২) বনে ফল-মূলাদি যাহা কিছু তোমার ভোজনের পর অবশিষ্ট থাকিবে, সেই সব অমৃতোপম ফল-মূল ভোজন করিয়াই আমি তুষ্টা হইয়া তোমার সহিত আনন্দে কালযাপন করিব। ৭২

তোমার সহিত বিচরণ করিতে করিতে আমার নিকট কুশ, কাশ ও কণ্টকসমূহও পুষ্পশয্যাসদৃশ হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৭৩

(১) বাল্মীকিরামায়ণে এই অবস্থায় সীতা যাহা বলিয়াছেন—"ইত্যপ্রিয়মিদং বাক্যং শ্রুত্বা সা প্রিয়ভাষিণী। সাসূয়মিব ভর্তারং সীতা বচনমব্রবীৎ। * * * * ভার্য্যৈকা পতি-ভাগ্যানি ভুঙ্ক্তে পতিপরায়ণা। সাহং ত্বামনুযাস্যামি যত্র যত্র গমিষ্যসি। শপেঽহং তে প্রসাদেন জীবিতেন চ রাঘব। যথা নেচ্ছাম্যহং বস্তুং স্বর্গেঽপি রহিতা ত্বয়া। ত্বং মে নাথো গুরুশ্চৈব গতির্দৈবতমেব চ। গমিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধমেষ মে নিশ্চয়ঃ পরঃ। যদি ত্বমুদ্যতো গন্তুং দুর্গং কণ্টকিতং বনম্। অহং তবাগ্রে যাস্যামি মৃদ্গন্তী কুশ-কণ্টকম্। ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সুহৃজ্জনঃ। গতির্ভবতি সংস্ত্রীণাং পতিস্ত্বেকঃ পরা গতিঃ। হর্ম্ম্য-প্রাসাদ-ভবন-বিমানেভ্যোঽপি মে প্রভো। তব পাদাশ্রয়ঃ শ্রেয়ান্ স্বর্গাদপি সুদুর্লভঃ। ইত্যাদি ২।২৭। ১-১০

(২) এবিষয়ে বাল্মীকি বলিয়াছেন,—"ন মমাভিভবে শক্তো মহেন্দ্রোঽপি ত্বদাশ্রয়াৎ। অতো নার্হসি মাং ত্যক্তুং নিবর্ত্তয়িতুমাতুরাম্।" ২।২৭।১৫

অহং ত্বাং ক্লেশয়ে নৈব ভবেয়ং কার্য্যসাধিনী ॥৭৪
বাল্যেঽপি কশ্চিন্মাং বীক্ষ্য জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদঃ।
প্রাহ তে বিপিনে বাসঃ পত্যা সহ ভবিষ্যতি।
সত্যবাদী দ্বিজো ভূয়াদ্ গমিষ্যামি ত্বয়া সহ ॥ ৭৫
অন্যৎ কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি শ্রুত্বা মাং নয় কাননম্।
রামায়ণানি বহুশঃ শ্রুতানি বহুভির্দ্বিজৈঃ।
সীতাং বিনা বনং রামো গতঃ কিং কুত্রচিদ্ বদ ॥ ৭৬
অতস্ত্বয়া গমিষ্যামি সর্বথা ত্বৎসহায়িনী।
যদি গচ্ছসি মাং ত্যক্ত্বা প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি তেঽগ্রতঃ॥৭৭
ইতি তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা সীতায়া রঘুনন্দনঃ।
অব্রবীদ্ দেবি গচ্ছ ত্বং বনং শীঘ্রং ময়া সহ ॥ ৭৮
অরুন্ধত্যৈ প্রযচ্ছাশু হারানাভরণানি চ।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং সর্বং দত্ত্বা গচ্ছামহে বনম্।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণেনাশু দ্বিজানাহূয় ভক্তিতঃ ॥ ৭৯
দদৌ গবাং বৃন্দশতং ধনানি
বস্ত্রাণি দিব্যানি বিভূষণানি।
কুটুম্ববদ্ভ্যঃ শ্রুতশীলবদ্ভ্যো
মুদা দ্বিজেভ্যো রঘুবংশকেতুঃ ॥৮০
অরুন্ধত্যৈ দদৌ সীতা মুখ্যান্যাভরণানি চ।
রামো মাতুঃ সেবকেভ্যো দদৌ ধনমনেকধা ॥ ৮১
স্বকান্তঃপুরবাসিভ্য সেবকেভ্যস্তথৈব চ।
পৌরজানপদেভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ ॥ ৮২
লক্ষ্মণোঽপি সুমিত্রান্তু কৌশল্যায়ৈ সমর্পয়ৎ।
ধনুষ্পাণিঃ সমাগত্য রামস্যাগ্রে ব্যবস্থিতঃ।
রামঃ সীতা লক্ষ্মণশ্চ জগ্মুঃ সর্বে নৃপালয়ম্ ॥ ৮৩

আমি তোমাকে কোনও ক্লেশ দিব না; বরং তোমার কার্য্য-সকল সাধনে প্রধান সহায়িকা হইব। ৭৪

জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ কোনও এক পণ্ডিত বাল্যকালে আমাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, পতির সহিত তোমার বন-বাস হইবে; সুতরাং সেই ব্রাহ্মণ সত্যবাদী হউন। আমি তোমার সহিত বনে গমন করিব। ৭৫

আমি আরও কিছু তোমাকে বলিতেছি তাহা শুনিয়া তুমি আমাকে বনে লইয়া চল। আমি অনেক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে বহুবার রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু সীতা বিনা রাম বনে গিয়াছেন, ইহা কি কোথাও আছে, বল? ৭৬(১)

অতএব সর্বতোভাবে তোমার সহায়ে থাকিয়া তোমার সহিত আমি গমন করিব। যদি তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া বনে যাও, তাহা হইলে তোমার সম্মুখে আমি প্রাণত্যাগ করিব। ৭৭

রঘুবংশের আনন্দবর্দ্ধনকারী রাম সীতার এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জানিয়া বলিলেন,—দেবি! তুমি শীঘ্র আমার সহিত বনে গমন কর। ৭৮

তুমি হার ও অন্যান্য আভরণসমূহ সত্বর বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীকে প্রদান কর। ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত ধন (অন্তঃপুরস্থিত যৌতুকাদিরূপে প্রাপ্ত ধন) দান করিয়া আমরা বনে গমন করিব। এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ভক্তি-ভরে আহ্বান করিয়া আনাইয়া রঘুবংশতিলক শ্রীরাম শ্রুতবান্ (বেদবিৎ), শীলবান্ (সচ্চরিত্র) ও স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবার-বর্গযুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে আনন্দের সহিত শতবৃন্দ গো, বহু ধন, বস্ত্র এবং দিব্য আভরণসমূহ প্রদান করিলেন। ৭৯-৮০

সীতা অরুন্ধতীকে প্রধান আভরণসকল দান করিলেন এবং রাম মাতৃসেবকগণকে অনেক প্রকার ধন প্রদান করিলেন। ৮১

নিজের অন্তঃপুরবাসী সেবকদিগকে এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকেও বহুধন প্রদান করিলেন। ৮২

অন্যদিকে লক্ষ্মণ মাতা সুমিত্রাকে কৌশল্যার নিকট সমর্পণ করিলেন। তারপর হস্তে ধনু ধারণ করিয়া আগমন করতঃ রামের অগ্রে অবস্থান করিলেন। অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সকলে একসঙ্গে রাজভবনে গমন করিলেন। ৮৩

(১) এই শ্লোক পাঠ করিলে বুঝা যায়, সীতাদেবীর পূর্ব্বেই রামায়ণ তখন প্রচারিত ছিল। যদি তাহাই হয়, তবে "প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ। চকার চরিতং চিত্রং বিচিত্রপদমর্থবৎ ॥" ১।৩।১ মহর্ষি বাল্মীকির এই বাক্যের সহিত গুরুতর বিরোধ হয়। এই বিরোধের সমাধানকল্পে কল্পভেদে রামায়ণেরও ভেদ স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কারণ স্বয়ং বাল্মীকিই বলিয়াছেন—"পবিত্রং বৈষ্ণবং দিব্যমিদ-মাখ্যানমুত্তমম্। বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সমিতমিতিহাসং পুরা-তনম্ ॥" ১।৩।২।

প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বন করিয়া 'প্রতিকল্পং রামায়ণম্' এই মত সমর্থন করত মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং রামায়ণের মধ্যে যে সব মতভেদ আছে, তৎ সমস্তই কল্পভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীরামঃ সহ সীতয়া নৃপপথে গচ্ছঞ্ছনৈঃ সানুজঃ
পৌরান্ জানপদান্ কুতূহলদৃশঃ সানন্দমুদ্বীক্ষয়ন্
শ্যামঃ কামসহস্রসুন্দরবপুঃ কান্ত্যা দিশো ভাসয়ন্
পাদন্যাসপবিত্রিতাখিলজগৎ প্রাপালয়ং তৎ পিতুঃ ॥৮৪

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

সহস্র কামদেবের ন্যায় সুন্দর দেহধারী, শ্যামবর্ণ শ্রীরাম নিজ দেহলাবণ্যে দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত করিতে করিতে সীতা দেবী ও লক্ষ্মণের সহিত ধীরে ধীরে রাজপথে যাইতে লাগিলেন। নিজের চরণবিন্যাসে যিনি নিখিল জগৎকে পবিত্র করিয়াছেন, সেই শ্রীরাম পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই যাঁহাকে কৌতূহল বশতঃ দেখিতে ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে সানন্দে দর্শন দান করিতে করিতে পিতৃভবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ৮৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[লক্ষ্মণেন সীতাদেব্যা চ সাকং শ্রীরামস্য বনগমনম্, মার্গমধ্যে গুহেন সহ সাক্ষাৎকারঃ, গঙ্গাতীরে রাত্রিযাপনঞ্চ]

শ্রীমহাদেব উবাচ।

আয়ান্তং নাগরা দৃষ্ট্বা মার্গে রামং সজানকীম্।
লক্ষ্মণেন সমং বীক্ষ্য ঊচুঃ সর্বে পরস্পরম্।
কৈকেয্যা বরদানাদি শ্রুত্বা দুঃখসমাবৃতাঃ ॥ ১
বত রাজা দশরথঃ সত্যসন্ধঃ প্রিয়ং সুতম্।
স্ত্রীহেতোরত্যজৎ কামী তস্য সত্যাত্মতা কুতঃ ॥ ২
কৈকেয়ী বা কথং দুষ্টা রামং সত্যং প্রিয়ঙ্করম্।
বিবাসয়ামাস কথং ক্রূরকর্মাতিমূঢ়ধীঃ ॥ ৩
হে জনা নাত্র বস্তব্যং গচ্ছামোঽদ্যৈব কাননম্।
যত্র রামঃ সভার্য্যশ্চ সানুজো গন্তুমিচ্ছতি ॥৪
পশ্যন্তু জানকীং সর্বে পাদচারেণ গচ্ছতীম্ ॥ ৫
পুম্ভিঃ কদাচিদ্ দৃষ্টা বা জানকী লোকসুন্দরী।
সাপি পাদেন গচ্ছন্তী জনসঙ্ঘৈর্ঘনাবৃতা ॥ ৬

পঞ্চম অধ্যায়।

[লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সহিত শ্রীরামের বনে গমন, পথিমধ্যে গুহের সহিত সাক্ষাৎকার এবং গঙ্গাতীরে রাত্রি যাপন।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পার্ব্বতি! জনকনন্দিনী সীতাদেবী এবং লক্ষ্মণের সহিত রামকে পথে আসিতে দেখিয়া ও কৈকেয়ীকে রাজার বরদানাদির কথা শুনিয়া নগরবাসিগণ সকলে দুঃখে অভিভূত হইয়া পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলাবলি করিতে লাগিল,—হায় হায়! রাজা দশরথ সত্য-প্রতিজ্ঞ, অথচ আজ কামের বশীভূত হইয়া স্ত্রীর কারণে প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে রাজার সত্য-নিষ্ঠা কোথায় রহিল? ১-২

কৈকেয়ীই বা (এস্থলে 'বা' শব্দ প্রয়োগে ইহাই বুঝাইতেছে যে, পূর্ব্বে কৈকেয়ী রামের উপর অতিশয় প্রসন্না ছিলেন, আর এখন কি করিয়াই বা) এরূপ দুষ্টা হইলেন কেন? যিনি প্রিয়কারী সত্যশীল পুত্র রামকে নির্ব্বাসিত করিলেন? কৈকেয়ী কিরূপ ক্রূর কর্ম্ম করিয়াছেন এবং তাঁহার বুদ্ধি কিরূপ কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে? ৩

(সুতরাং আমাদেরও বিপদ আসা সম্ভাবনা আছে।) অতএব হে জনগণ! আমাদেরও আর এস্থানে বাস করা উচিত নয়। যথায় রামচন্দ্র ভার্য্যা এবং অনুজ ভ্রাতার সহিত যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, আমরা আজই (ইঁহাদের সহিত) সেই কাননে যাইব। ৪

তোমরা সকলে আরও দেখ, জনকরাজার কন্যা (আমাদের যুবরাজের ভার্য্যা) সীতাদেবী পদব্রজে গমন করিতেছেন। ৫(১)

লোকসুন্দরী যে জনকনন্দিনীকে অন্য পুরুষগণ (শ্বশুর-দেবরাদি ব্যতীত) কখনও দেখিতে পায় নাই, আজ তিনিও এই বিশাল জনতার মধ্যে প্রকাশ্যভাবে পদব্রজে যাইতেছেন (যিনি কখনও যান ব্যতীত গমনাগমন করেন না, তিনি আজ রাজার দোষে জনসাধারণের মধ্যে পটাদির আবরণ বিনাই প্রকাশ্যভাবে পায়ে হাঁটিয়া যাইতেছে; অহহ! আমাদের রাজাকে ধিক্!) ৬

---

(১) এস্থলে বাল্মীকি বলিয়াছেন,—"যা ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং দেবৈরাকাশগৈরপি। সীতাং তামপি পশ্যন্তি রাজমার্গে পৃথগ্ জনাঃ।" ২।৩৩।৯

রামোঽপি পাদচারেণ গজাশ্বাদিবিবর্জ্জিতঃ।
গচ্ছতি দ্রক্ষ্যথ বিভুং সর্বলোকৈকসুন্দরম্ ॥ ৭
রাক্ষসী কৈকেয়ী নাম্নী জাতা সর্ববিনাশিনী।
রামস্যাপি ভবেদ্ দুঃখং সীতায়াঃ পাদযানতঃ ॥ ৮
বলবান্ বিধিরেবাত্র পুংপ্রযত্নো হি দুর্বলঃ ॥ ৯
ইতি দুঃখাকুলে বৃন্দে সাধূনাং মুনিপুঙ্গবঃ।
অব্রবীদ্ বামদেবোঽথ সাধূনাং সজ্জনমধ্যগঃ।
মাঽনুশোচথ রামং বা সীতাং বা বচ্মি তত্ত্বতঃ ॥ ১০
এষ রামঃ পরো বিষ্ণুরাদির্নারায়ণঃ স্মৃতঃ।

শ্রীরামচন্দ্রও হস্তী ও অশ্বাদি বাহনহীন হইয়া পদব্রজে যাইতেছেন। (ইহা আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।) সমস্ত লোকসমূহের মধ্যে যিনি একমাত্র পরম সুন্দর, সেই প্রভু শ্রীরামকে তোমরা আজ দর্শন কর। ৭

হায়! কৈকেয়ী নামে এক সর্ব্বনাশিনী রাক্ষসী জন্মিয়াছে (অন্যথায় এত ক্রূর কিভাবে হইতে পারে?) এই যে সীতা দেবী পদব্রজে যাইতেছেন, ইহাতে রামেরও নিশ্চয় দুঃখ হইবে। ৮

(রাম দুঃখ পাইলেও তিনি কিছুই করিতেছেন না, যে রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন এবং পরশুরামের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, তিনি যেহেতু কিছুই করিতেছেন, না; ইহাতে বুঝিতে হইবে—) বিধিই এবিষয়ে বলবান্ অর্থাৎ অলঙ্ঘ্য শক্তিশালী, আর পুরুষকার দুর্ব্বল অর্থাৎ পুরুষকার বিধির—দৈবের দ্বারা প্রতিরোধ্য। ৯

এইভাবে যখন সেই সজ্জনগণ দুঃখে হাহাকার করিতেছেন, তখন সাধুদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বামদেব এই কথা বলিলেন,—হে সজ্জনগণ! আপনারা রাম বা সীতার জন্য অনুশোচনা করিবেন না; কারণ, এই রাম ও সীতাদেবীর প্রকৃত তত্ত্ব আমি আপনাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি। ১০

এই রাম পরম বিষ্ণু আদি নারায়ণ বলিয়া অভিহিত এবং এই যিনি জনকনন্দিনী সীতা, তিনি যোগমায়া লক্ষ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১১

সম্প্রতি যিনি লক্ষ্মণ নাম ধারণ করিয়া ইঁহাদের অনুগমন করিতেছেন, ইনিই সেই শেষ নাগ—অনন্ত। এই রাম স্বীয় মায়াগুণের সাহায্যে এরূপ আকার ধারণ করিয়াছেন—প্রকৃত পক্ষে ইঁহাদের দেহ আমাদের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক নহে (সুতরাং ইঁহাদের জন্য শোক করিবেন না।) ১২

এষা সা জানকী লক্ষ্মীর্যোগমায়েতি বিশ্রুতা ॥ ১১
অসৌ শেষস্তমন্বেতি লক্ষ্মণাখ্যশ্চ সাম্প্রতম্।
এষ মায়াগুণৈর্যুক্তস্তত্তদাকারবানিব ॥ ১২
এষ এব রজোযুক্তো ব্রহ্মাঽভূদ্ বিশ্বভাবনঃ।
সত্ত্বাবিষ্টস্তথা বিষ্ণুস্ত্রিজগৎপ্রতিপালকঃ।
এষ রুদ্রস্তমস্যুক্তে জগৎপ্রলয়কারণম্ ॥ ১৩
এষ মৎস্যঃ পুরা ভূত্বা ভক্তং বৈবস্বতং মনুম্।
নাব্যারোপ্য লয়স্যান্তং পালয়ামাস রাঘবঃ ॥ ১৪

(১) এই রাম এক (অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বরূপ) হইয়াও রজোগুণোযুক্ত বিশ্বভাবন (বিশ্বসৃষ্টিকারী) ব্রহ্মা হইয়াছেন, সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া ত্রিভুবনের পরিপালক বিষ্ণু হইয়াছেন এবং ইনিই অন্তে তমোগুণযুক্ত হইয়া রুদ্ররূপ ধারণ করত জগদ্ধ্বংসের করণ হন অর্থাৎ সংহার করেন। ১৩

এই রঘুবংশধর রাম পুরাকালে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া প্রিয় ভক্ত বৈবস্বত মনুকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া প্রলয় কাল পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। ১৪(২)

(১) 'এষ এব' ইহার ব্যাখ্যা টীকাকার 'এষ রাম এক এব' এরূপ করিয়াছেন। এই রাম এক হইয়াও যে ব্রহ্মাদি মূর্ত্তিত্রয় ধারণ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কূর্ম্মপুরাণেও দেখা যায়। যথা—

"একোঽপি সন্ মহাদেবস্ত্রিধাসৌ সমবস্থিতঃ
সর্গ-রক্ষা-লয়গুণৈর্নির্গুণোঽপি নিরঞ্জনঃ। ৪।৫৩

এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটি শ্লোকে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে—ব্রহ্মাদি রূপপরিগ্রহের মুখ্যতম কারণ যথা—

রজোগুণময়ঞ্চান্যদ্ রূপং তস্যৈব ধীমতঃ।
চতুর্ম্মুখঃ স ভগবান্ জগৎসৃষ্টৌ প্রবর্ত্ততে। ৪।৫০
সৃষ্টঞ্চ পাতি সকলং বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ।
সত্ত্বগুণমুপাশ্রিত্য বিষ্ণুর্বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্। ৪।৫১
অন্তকালে স্বয়ং দেবঃ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ।
তমোগুণং সমাশ্রিত্য রুদ্রঃ সংহরতে জগৎ। ৪।৫২

(২) এ বিষয়ে অগ্নিপুরাণে দেখা যায়,—"আসীদতীত-কল্পান্তে ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ। সমুদ্রোপপ্লুতাস্তত্র লোকা ভূরাদিকা মুনে। মনুর্বৈবস্বতস্তেপে তপো বৈ ভুক্তিমুক্তয়ে। একদা কৃতমালায়াং কুর্ব্বতো জলতর্পণম্। তস্যাঞ্জল্যুদকে মৎস্যঃ স্বল্প একোঽভ্যপদ্যত। ক্ষেপ্তুকামং জলে প্রাহ ন মাং ক্ষিপ নরোত্তম। গ্রাহাদিভ্যো ভয়ং মেঽত্র তৎশ্রুত্বা কলসেঽক্ষিপৎ।

সমুদ্রমন্থনে পূর্ব্বং মন্দরে সুতলং গতে।
অধারয়ৎ স্বপৃষ্ঠেঽদ্রিং কূর্ম্মরূপী রঘূত্তমঃ ॥ ১৫

পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থনকালে মন্দর-পর্ব্বত রসাতলে প্রবিষ্ট হইলে (১) পর এই রঘূত্তম রামই কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া নিজ পৃষ্ঠে সেই মন্দরপর্ব্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন। ১৫

মহী রসাতলং যাতা প্রলয়ে শূকরোঽভবৎ।
তোলয়ামাস দংষ্ট্রাগ্রে তাং ক্ষৌণীং রঘুনন্দনঃ ॥১৬

পূর্ব্বে মহাপ্রলয়কালে যখন এই পৃথিবী রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তখন রঘুবংশের আনন্দবর্দ্ধনকারী এই রাম শূকররূপ ধারণ করত দংষ্ট্রাগ্রে সেই পৃথিবীকে উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়াছিলেন। ১৬ (২)

স তু বৃদ্ধঃ পুনর্মৎস্যঃ প্রাহ তং দেহি মে বৃহৎ। স্থানমেতদ্ বচঃ শ্রুত্বা রাজাথোদঞ্চনেঽক্ষিপৎ। তত্র বৃদ্ধোঽব্রবীদ্ ভূপং পৃথু দেহি পদং মনো॥ সরোবরে পুনঃ ক্ষিপ্তো ববৃধে তৎ প্রমাণবান্। ঊচে দেহি বৃহৎ স্থানং প্রাক্ষিপচ্চাম্বুধৌ মনুঃ। লক্ষযোজন-বিস্তীর্ণঃ ক্ষণমাত্রেণ সোঽভবৎ। মৎস্যং তমদ্ভুতং দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ প্রাব্রবীন্মনুঃ। কো ভবান্ ননু বৈ বিষ্ণুর্নারায়ণ নমোঽস্তু তে। মায়য়া মোহয়সি মাং কিমর্থং ত্বং জনার্দ্দন। মনুনোক্তোঽব্রবীন্মৎস্যো মনুং বৈ পালনে রতম্। অবতীর্ণো ভবায়াস্য জগতো নষ্ট-দুষ্টয়ে। সপ্তমে দিবসে ত্বব্ধিঃ প্লাবয়িষ্যতি বৈ জগৎ। উপস্থিতায়াং নাবি ত্বং বীজাদীনি বিধায় চ। সপ্তর্ষিভিঃ পরিবৃতো নিশাং ব্রাহ্মীং চরিষ্যসি। উপস্থিতস্য মে শৃঙ্গে নিবধ্নীহি মহাহিনা। ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে মৎস্যো মনুঃ কালপ্রতীক্ষকঃ। স্থিতঃ সমুদ্র উদ্বেলে নাবমারুরুহে তদা। একশৃঙ্গধরো মৎস্যো হৈমো নিযুতযোজনঃ। নাবং ববন্ধ তচ্ছৃঙ্গে মৎস্যাখ্যঞ্চ পুরাণকম্ ॥ ২।৩-১৭”

(১) মন্দর পর্ব্বত যে সমুদ্রজলে নিমজ্জিত হয়, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখা যায়—“মথ্যমানেঽর্ণবে সোঽদ্রিরনাধারো হ্যপোঽবিশৎ। ধ্রিয়মাণোঽপি বলিভির্গৌরবাৎ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৮।৭।৬” কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সেই অদ্রিকে ভগবান্ স্বপৃষ্ঠে ধারণ করেন, ইহাও শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে, যথা—“বিলোক্য বিঘ্নেশবিধিং তদেশ্বরো দুরন্তবীর্য্যোঽবিতথাভিসন্ধিঃ। কৃত্বা বপুঃ কচ্ছপমদ্ভুতং মহৎ প্রবিশ্য তোয়ং গিরিমুজ্জহার ॥৮।৭।৮”

এ বিষয়ে কূর্ম্মপুরাণের পূর্ব্বভাগে দেখা যায়—পুরামৃতার্থং দৈতেয়দানবৈঃ সহ দেবতাঃ। মন্থানং মন্দরং কৃত্বা মমন্থু ক্ষীরসাগরম্॥ মথ্যমানে তদা তস্মিন্ কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনঃ। বভার মন্দরং দেবো দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১।২৭-২৮

(২) এ বিষয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখা যায়, ব্রহ্মা পৃথিবীকে জলমধ্যে নিমগ্না দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন যথা—“পরমেষ্ঠী ত্বপাং মধ্যে তথা মগ্নামবেক্ষ্য গাম্। কথমেনাং সমুন্নেষ্য ইতি দধ্যৌ ধিয়া চিরম্॥ ৩।১৩।১৬” এইরূপে ধ্যান করিতে করিতে তিনি বলিলেন,—“যস্যাহং হৃদয়াদাসং স ঈশো বিদধাতু মে। কর্ত্তব্যং করুণাসিন্ধুস্তীর্থকীর্ত্তিরধোক্ষজঃ ॥ ৩।১৭।১৭” এইভাবে যখন তিনি (ব্রহ্মা) বিষ্ণুর উপর নিজের সমস্ত কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিলেন, তখন ব্রহ্মার নাসিকা বিবর হইতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ এক সূক্ষ্ম বরাহরূপে বিষ্ণু নির্গত হইলেন,—যথা “ইত্যভিধ্যায়তো নাসা বিবরাৎ সহসানঘ। বরাহতোকো নিরগাদঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ ॥ ৩।১৩।১৮” এই সূক্ষ্ম শূকররূপধারী বিষ্ণু ক্রমশঃ বৃহদাকার হইয়া জলমগ্না এই পৃথিবীকে নিজ দংষ্ট্রার দ্বারা উপরে উত্তোলিত করেন যথা—“স্বদংষ্ট্রয়োদ্ধৃত্য মহীং বিলগ্নাং স উত্থিতঃ সংরুরুচে রসায়াঃ। তত্রাপি দৈত্যং গদয়াপতন্তং সুনাভসন্দীপিত-তীব্রমন্যুঃ ॥ ৩।১৩।৩১

কূর্ম্ম পুরাণে অন্যরূপ দেখা যায়, তথায় ব্রহ্মাই বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করেন,—যথা—“একার্ণবে তদা তস্মিন্ নষ্টে স্থাবর-জঙ্গমে। তদা সমভবদ্ ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ। ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্তু সুষ্বাপ সলিলে তদা॥” ৬।২-৩ কূর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বভাগ।

* * *

“ততস্তু সলিলে তস্মিন্ বিজ্ঞায়ান্তর্গতাং মহীম্। অনুমানাৎ তদুদ্ধারং কর্ত্তুকামঃ প্রজাপতিঃ। জলক্রীড়াসু রুচিরং বারাহং রূপমাস্থিতঃ। অধৃষ্যং মনসাঽপ্যন্যৈর্বাঙ্ময়ং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্। পৃথিব্যুদ্ধারণার্থায় প্রবিশ্য চ রসাতলম্। দংষ্ট্রয়াভ্যুজ্জহারৈনামাত্মাধারো ধরাধরঃ।” ঐ ৬।৭-৯

এস্থলে উল্লিখিত কূর্ম্মপুরাণের বাক্যের সহিত এই অধ্যাত্ম-রামায়ণ ও ভাগবতের প্রমাণ বাক্যের সহিত বিরোধ নাই; কারণ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অভিন্নতা শাস্ত্রে স্বীকৃত। মহাভারতে বিষ্ণুসহস্রনামে বিষ্ণুর ‘ব্রহ্মা’ এই নাম বর্ণিত আছে যথা,—“ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকৃদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মবিবর্দ্ধনঃ।”

নারসিংহবপুঃ কৃত্বা প্রহ্লাদবরদঃ পুরা।
ত্রিলোককণ্টকং বক্ষঃ পাটয়ামাস তং নখৈঃ॥ ১৭
পুত্ররাজ্যং হৃতং দৃষ্ট্বা হ্যদিত্যা যাচিতঃ পুরা।
বামনত্বমুপাগম্য যাচ্ঞয়া চাহরৎ পুনঃ॥ ১৮

পুরাকালে প্রহ্লাদকে বরদানকারী এই রামচন্দ্র নরসিংহ দেহ ধারণ করিয়া ত্রিলোকের শত্রু সেই হিরণ্যকশিপুর বক্ষ স্বীয় নখসমূহের দ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন এবং তদীয় পুত্র ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদকে বর দান করেন। ১৭ (১)

প্রাচীনকালে দেবমাতা অদিতি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র ইন্দ্রের রাজ্য অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য দৈত্যরাজ বলি সবলে কাড়িয়া লইয়াছে, তখন তিনি নারায়নের নিকট পুত্ররাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির প্রার্থনা করেন। ইহাতে এই রাম বামনরূপ ধারণ করিয়া বলির নিকট গমন করত যাচ্ঞাচ্ছলে সেই স্বর্গরাজ্য পুনরায় উদ্ধার করেন। ১৮ (২)

দুষ্টক্ষত্রিয়-ভূভারনিবৃত্তৌ ভার্গবোঽভবৎ
স এব জগতাং নাথ ইদানীং রামতাং গতঃ॥ ১৯
রাবণাদীনি রক্ষাংসি কোটিশো নিহনিষ্যতি।
মানুষেণৈব মরণং তস্য দৃষ্টং দুরাত্মনঃ॥ ২০

দুষ্ট ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা ভূমির ভার হওয়ায় সেই ভূভার-হরণের জন্য যিনি ভৃগুবংশজাত পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হন, সেই জগন্নাথ বর্তমানে রামরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১৯ (৩)

এই রাম রাবণাদি কোটি কোটি রাক্ষসগণকে বধ করিবেন; কারণ, সেই দুরাত্মা রাবণের মনুষ্যের দ্বারা মৃত্যু নির্দ্ধারিত আছে, ইহা দেখা যায়। ২০

(১) নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া শ্রীভগবান্ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মিলে হরিবংশে যথা—"এবমুক্ত্বা স ভগবান্ বিসৃজ্য ত্রিদশেশ্বরান্। হিরণ্যকশিপো রাজন্নাজগাম হরিঃ সভাম্॥ নরস্য কৃত্বার্দ্ধতনুং সিংহস্যার্দ্ধতনুং প্রভুঃ। নারসিংহেন বপুষা পাণিং সংস্পৃশ্য পাণিনা॥ জীমূতঘনসঙ্কাশো জীমূতঘননিঃস্বনঃ। জীমূত ইব দীপ্তৌজা জীমূত ইব বেগবান্॥ দৈত্যং সোঽতিবলং দীপ্তং দৃপ্তশার্দ্দূলবিক্রমম্। দৃপ্তৈর্দৈত্যগণৈর্গুপ্তং হতবানেকপাণিনা॥৪১-৭৫-৭৮

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবানের যে চতুর্বিংশতি অবতার বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১৮ শ্লোকে চতুর্দশ অবতাররূপে এই নরসিংহের উল্লেখ আছে, যথা—

চতুর্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্ দৈত্যেন্দ্রমূর্জিতম্
দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্ যথা॥ ১।৩।১৮

(২) শ্রীমদ্ভাগবতে বামনাবতারকে পঞ্চদশ অবতাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—

"পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ।
পাদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্॥" ১।৩।১৯

মহাবল দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। যথা কূর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বভাগে—

"স তস্য পুত্রো মতিমান্ বলির্নাম মহাসুরঃ।
ব্রহ্মণ্যো ধার্ম্মিকোঽত্যর্থং বিজিগ্যেঽথ পুরন্দরম্॥
কৃত্বা তেন মহদ্ যুদ্ধং শক্রঃ সর্ব্বামরৈর্বৃতঃ।
জগাম নির্জিতো বিষ্ণুং দেবং শরণমচ্যুতম্॥" ১৭।১২-১৩

এই সময় দেবমাতা অদিতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেন, ভগবন্! আপনি আমায় পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া বলির নিকট হইতে স্বর্গরাজ্য ফিরাইয়া আনুন।

"দৃষ্ট্বা সমাগতং বিষ্ণুমদিতির্ভক্তিসংযুতা।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং তোষয়ামাস কেশবম্॥ ১৭।১৮
* * * *
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ সা বব্রে বরমুত্তমম্।
ত্বামেব পুত্রং দেবানাং হিতায় বরয়ে বরম্॥ ১৭।২৫

তারপর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু অদিতিগর্ভে বামনরূপে আবির্ভূত হইয়া স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করিয়া আনেন, যথা কূর্ম্মপুরাণে—

বিজ্ঞায় বিষ্ণুর্ভগবান্ ভরদ্বাজপ্রচোদিতঃ।
আস্থায় বামনং রূপং যজ্ঞদেশমথাগমৎ॥ ১৭।৪৮
* * * *
সম্প্রাপ্যাসুররাজস্য সমীপং ভিক্ষুকো হরিঃ।
সপাদৈর্বিমিতং দেশমযাচত বলিং ত্রিভিঃ॥ ১৭।৫০
* * * *
দাস্যে তথেদং ভবতে পদত্রয়ং প্রীণাতু দেবো হরিরব্যয়াকৃতিঃ।
বিচিন্ত্য দেবস্য করাগ্রপল্লবে নিপাতয়ামাস সুশীতলং জলম্॥১৭।৫২
বিচক্রমে পৃথিবীমেব চৈতামথান্তরীক্ষং দিবমাদিদেবঃ।
ব্যপেতরাগং দিতিজেশ্বরং তং প্রকর্তুকামঃ শরণং প্রপন্নম্॥১৭।৫৩

(৩) ভৃগুবংশজাত জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম দুষ্ট অর্থাৎ ব্রাহ্মণদ্রোহী ও বেদবিরোধী ক্ষত্রিয়গণকে বধ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইনি ষোড়শাবতার, যথা—

"অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্॥" ১।৩।২০

রাজ্ঞা দশরথেনাপি তপসারাধিতো হরিঃ ।
পুত্রত্বাকাঙ্ক্ষয়া বিষ্ণোস্তথা পুত্রোঽভবদ্ধরিঃ ॥ ২১
স এব বিষ্ণুঃ শ্রীরামো রাবণাদিবধায় হি ।
গন্তাঽদ্যৈব বনং রামো লক্ষ্মণেন সহায়বান্ ।
এষা সীতা হরের্মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥ ২২
রাজা বা কৈকয়ী বাপি নাত্র কারণমণ্বপি ।
পূর্বেদ্যুর্নারদঃ প্রাহ ভূভারহরণায় চ ॥ ২৩
রামোঽপ্যাহ স্বয়ং সাক্ষাৎ শ্বো গমিষ্যাম্যহং বনম্ ।
অতো রামং সমুদ্দিশ্য চিন্তাং ত্যজত বালিশাঃ ॥ ২৪
রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি ।
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন ॥ ২৫

রাজা দশরথও বিষ্ণুকে পুত্ররূপে পাইবার বাসনা করিয়া তপস্যার দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন। সেইহেতু শ্রীহরি (রাবণাদি রাক্ষসগণকে বধ করিবার জন্য) রাজা দশরথের পুত্র হইয়াছেন। ২১

সেই বিষ্ণুই এই শ্রীরাম। রাবণাদিকে বধ করিবার জন্য লক্ষ্মণকে সহায়করূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীরাম আজই বনে গমন করিবেন। আর এই সীতাদেবী শ্রীহরির মায়া গুণময়ী প্রকৃতি। সত্ত্বগুণময়ী, রজোগুণময়ী ও তমোগুণময়ী—এই ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী (১)। ২২

(তথায় জনসাধারণ সকলে রাজা দশরথ ও কৈকেয়ীর যে নিন্দা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি বামদেব বলিতেছেন,—) রাজা দশরথ কিংবা রাণী কৈকেয়ী ইঁহারা উভয়েই এই রামের বনবাসে অতিঅল্প কারণও নহেন। কিন্তু এবিষয়ে মুখ্য কারণ হইল এই যে, পূর্ব্বদিনে নারদ আসিয়া রামের নিকট ভূভারহরণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং রামও তখন স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, আমি আগামী কাল বনে গমন করিব; অতএব হে বালিশগণ অর্থাৎ প্রকৃত তথ্যসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ জনগণ! তোমরা রামের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ কর। ২৩-২৪

(১) শ্রীরামোত্তরতাপিনী উপনিষদে এই সীতাদেবীর বিষয়ে যে তত্ত্ব বর্ণিত আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা হইল,—"শ্রীরাম-সান্নিধ্যবশাজ্জগদাধারকারিণী। উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাম্॥ যা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা। প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া"।

কা পুনস্তস্য রামস্য দুঃখশঙ্কা মহাত্মনঃ ।
রামনাম্নৈব মুক্তিঃ স্যাৎ কলৌ নান্যেন কেনচিৎ ॥ ২৬
মায়ামানুষরূপেণ বিড়ম্বয়তি লোককৃৎ ।
ভক্তানাং ভজনার্থায় রাবণস্য বধায় চ ।
রাজ্ঞশ্চাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং মানুষং বপুরাশ্রিতঃ ॥২৭
ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ বামদেবো মহামুনিঃ ॥ ২৮
শ্রুত্বা তেঽপি দ্বিজাঃ সর্ব্বে রামং জ্ঞাত্বা হরিং বিভুম্ ।
জহুর্হৃৎসংশয়গ্রন্থিং রামমেবান্বচিন্তয়ন্ ॥ ২৯
য ইদং চিন্তয়েন্নিত্যং রহস্যং রাম-সীতয়োঃ ।
তস্য রামে দৃঢ়া ভক্তির্ভবেদ্ বিজ্ঞানপূর্বিকা ॥ ৩০
রহস্যং গোপনীয়ং বো যূয়ং বৈ রাঘবপ্রিয়াঃ ।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রস্তেঽপি রামং পরং বিদুঃ ॥৩১

যে সব মানুষ এ ভূতলে নিরন্তর 'রাম রাম' 'এই নাম জপ করে, তাহাদের কখনও মৃত্যুভয় প্রভৃতি হয় না। ২৫

সুতরাং সেই পরমাত্মা শ্রীরামের জন্য আবার দুঃখশঙ্কা কি আছে? এই কলিযুগে কেবল রামনামের দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়, অন্য কিছুর দ্বারা নহে। (এস্থলে এই শ্লোকটি কোন কোন গ্রন্থে অধিক দেখা যায়,—"রামশব্দোচ্চারণাদেব বহির্নির্যাতি পাতকম্। পুনরাগমনং ভীত্যা মকারস্তু কপাটকম্"।) ২৬

জগৎস্রষ্টা (অথবা লোকসকলকে শিক্ষাদান করিবার জন্যই লোক ব্যবহারের অনুকরণকারী) শ্রীরাম ভক্তগণের ভজনের জন্য এবং রাবণকে বধ করিবার জন্য মায়া অবলম্বন করিয়া মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় আচরণে লোকসকলকে সদাচার শিক্ষাদান করিতেছেন। রাজা দশরথের মনোরথপূরণের জন্যই ইনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন। ২৭

এই কথা বলিয়া সেই মহামুনি বামদেব নিবৃত্ত হইলেন। ২৮

তখন সেস্থানে উপস্থিত সেই সব দ্বিজগণ রামকে সাক্ষাৎ সর্ব্বব্যাপী শ্রীহরিরূপে জানিয়া নিজেদের হৃদয়ের সংশয় বন্ধন পরিহার করিলেন এবং সদা শ্রীরামকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২৯

যে ব্যক্তি শ্রীরাম ও সীতাদেবীর এই গোপনীয় তত্ত্ব সদা চিন্তা করিবে, তাহার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান সহ রামে দৃঢ়া ভক্তি লাভ হইবে। ৩০

এই রাম-সীতারহস্য গোপনীয়, তথাপি তোমরা শ্রীরামের প্রিয় বলিয়া তোমাদের নিকট আমি বর্ণনা করিলাম। এই কথা বলিয়া বিপ্রবর বামদেব প্রস্থান করিলেন এবং তথায় অবস্থিত সকলে তখন রামকে 'পরব্রহ্ম' বলিয়া জানিতে পারিলেন। ৩১

ততো রামঃ সমাবিশ্য পিতৃগেহমবারিতঃ।
সানুজঃ সীতয়া গত্বা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥ ৩২
আগতাঃ স্মো বয়ং মাতস্ত্রয়স্তে সম্মতং বনম্।
গন্তুং কৃতধিয়ঃ শীঘ্রমাজ্ঞাপয়তু নঃ পিতা ॥ ৩৩
ইত্যুক্তা সহসোত্থায় চীরাণি প্রদদৌ স্বয়ম্।
রামায় লক্ষ্মণায়াথ সীতায়ৈ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৪
রামস্তু বস্ত্রাণ্যুৎসৃজ্য বন্যচীরাণি পর্য্যধাৎ।
লক্ষ্মণোঽপি তথা চক্রে সীতা তন্ন বিজানতী ॥ ৩৫
হস্তে গৃহীত্বা রামস্য লজ্জয়া মুখমৈক্ষত।
রামো গৃহীত্বা তচ্চীরমংশুকে পর্য্যবেষ্টয়ৎ ॥ ৩৬
তদ্ দৃষ্ট্বা রুরুদুঃ সর্বে রাজদারাঃ সমন্ততঃ।
বশিষ্ঠস্তু তদাকর্ণ্য রুদিতং ভর্ৎসয়ন্ রুষা ॥ ৩৭

তদনন্তর শ্রীরাম সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত অবারিতভাবে পিতৃভবনে প্রবিষ্ট হইয়া এবং কৈকেয়ীর নিকটে যাইয়া এই কথা বলিলেন। ৩২

মাতঃ! আমরা তিনজনে তোমার অভিমতানুসারে বনে যাইতে নিশ্চয় করিয়া এস্থানে আসিয়াছি, অতএব পিতা আমাদের যাইবার জন্য সত্বর অনুমতি করুন। ৩৩(১)

শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বলিলে পর কৈকেয়ী তৎক্ষণাৎ স্বয়ং উঠিয়া রাম, লক্ষ্মণ, সীতাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চীর অর্থাৎ বস্ত্রখণ্ড (অথবা বনজাত পরিধেয় বল্কলাদি) প্রদান করিলেন। ৩৪

তখন রাম স্বীয় রাজোচিত বস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিয়া বনজাত চীর (বল্কল বস্ত্র) পরিধান করিলেন। লক্ষ্মণও তাহাই করিলেন। কিন্তু সীতা রাজকন্যা ও রাজপত্নী, সুতরাং তিনি কিভাবে সেই চীর পরিধান করিতে হয়, তাহা জানেন না। ৩৫

তিনি তখন উহা হস্তে ধারণ করিয়া লজ্জাসহকারে রামের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর রাম উহা লইয়া

(১) বাল্মীকিরামায়ণে পিতার নিকটই রামের বনগমন প্রার্থনা যথা,—

"মুহূর্ত্তাদিব তং রামো লব্ধসংজ্ঞং মহীপতিম্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা শোকার্ণবপরিপ্লুতম্। ২।৩৪।১৮
আপৃচ্ছে ত্বাং মহারাজ ঈশ্বরোঽসি হি নঃ প্রভো।
প্রস্থিতং বনবাসায় সংপশ্য কুশলেন মাম্। ১৯
লক্ষ্মণঞ্চানুজানীহি বৈদেহীঞ্চ মহীপতে।
নিবর্ত্ত্যমানাবপি হি ন নিবৃত্তাবিমৌ ময়া। ২০
অতো নো বনবাসায় গমনে কৃতনিশ্চয়ান্।
লক্ষ্মণং মাঞ্চ সীতাঞ্চ সমনুজ্ঞাতমর্হসি। ২১

কৈকেয়ীং প্রাহ দুর্বৃত্তে রাম এব ত্বয়া বৃতঃ।
বনবাসায় দুষ্টে ত্বং সীতায়ৈ কিং প্রদাস্যসি ॥ ৩৮
যদি রামং সমন্বেতি সীতা ভক্ত্যা পতিব্রতা।
দিব্যাম্বরধরা নিত্যং সর্বাভরণভূষিতা।
রময়ত্বনিশং রামং বনদুঃখনিবারিণী ॥ ৩৯
রাজা দশরথোঽপ্যাহ সুমন্ত্রং রথমানয়।
রথমারুহ্য গচ্ছন্তু বনং বনচরপ্রিয়াঃ ॥ ৪০
ইত্যুক্ত্বা রামমালোক্য সীতাঞ্চৈব সলক্ষ্মণম্।
দুঃখাগ্নিপতিতো ভূমৌ রুরোদাশ্রুপরিপ্লুতঃ।
আরুরোহ রথং সীতা শীঘ্রং রামস্য পশ্যতঃ ॥ ৪১
রামঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা পিতরং রথমারুহৎ।
লক্ষ্মণঃ খড়্গযুগলং ধনুস্তূণীযুগং তথা ॥ ৪২

সীতার বস্ত্রের উপর জড়াইয়া দিলেন। ৩৬

তাহা দেখিয়া সমস্ত রাজপত্নীগণ তখন চারিদিকে রোদন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ সেই রোদনধ্বনি শ্রবণ করত রোষভরে ভর্ৎসনা করিতে করিতে কৈকেয়ীকে বলিলেন,—রে দুর্বৃত্তে! রামের বনগমনই তুমি বররূপে প্রার্থনা করিয়াছ, তবে তুমি সীতাকে এই চীরখণ্ড প্রদান করিলে কেন? ৩৭-৩৮

সীতা পতিব্রতা, তিনি যদি ভক্তিবশতঃ রামের অনুগমন করেন, তাহা হইলে তিনি সদা সমস্ত আভরণে বিভূষিতা হইয়া দিব্য বস্ত্র পরিধান করত গমন করুন এবং বনবাসের দুঃখ হরণ করিয়া নিরন্তর রামকে সুখদান করুন। ৩৯

এই সময় রাজা দশরথও বলিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি রথ আনয়ন কর। বনে বিচরণকারী মুনিগণের প্রিয় এই রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ রথে আরোহণ করিয়া বনে গমন করুক। ৪০

এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণ, সীতা ও রামকে নিরীক্ষণ করত অশ্রুতে পরিপ্লুত হইয়া দুঃখে ভূমিতে পতিত হইলেন এবং রোদন করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে সীতা রামের সাক্ষাতে সত্বর রথে আরোহণ করিলেন। ৪১

রাম পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া (২) রথে আরোহণ করিলেন। লক্ষ্মণ খড়্গযুগল, ধনু ও তূণীরদ্বয় গ্রহণ করত রথে আরোহণ করিয়া সারথিকে রথ চালাইতে আদেশ করিলেন।

(২) এস্থলে রাম একাকী প্রদক্ষিণ করিলেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা—ইহারা সকলেই প্রদক্ষিণ করিলেন বর্ণিত আছে, যথা,—"কৃতাঞ্জলিস্ততো রামঃ লক্ষ্মণশ্চ মহাযশাঃ। বৈদেহী চৈব রাজানং পরিজগ্মুঃ প্রদক্ষিণম্"। ২।৩৯।১

গৃহীত্বা রথমারুহ্য নোদয়ামাস সারথিম্ ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ সুমন্ত্রেতি রাজা দশরথোঽব্রবীৎ ॥ ৪৩
গচ্ছ গচ্ছেতি রামেণ নোদিতোঽচোদয়দ্ রথম্ ।
রামে দূরং গতে রাজা মূর্চ্ছিতঃ প্রাপতদ্ ভুবি ॥ ৪৪
পৌরাস্তু বালবৃদ্ধাশ্চ বৃদ্ধা ব্রাহ্মণসত্তমাঃ ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি রামেতি ক্রোশন্তো রথমন্বযুঃ ॥ ৪৫
রাজা রুদিত্বা সুচিরং মাং নয়ন্তু গৃহং প্রতি ।
কৌশল্যায়া রামমাতুরিত্যাহ পরিচারকান্ ॥ ৪৬
কিঞ্চিৎ কালং ভবেৎ তত্র জীবনং দুঃখিতস্য মে ।

কিন্তু রাজা দশরথ বলিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি থাক, থাক অর্থাৎ রথ চালনা করিও না ।৪২ ৪৩

রাম বলিলেন,—'চল, চল' বলিয়া যাইতে প্রেরণা দিলে (১) সুমন্ত্র রথ চালাইতে লাগিল। এইভাবে রাম দূরে চলিয়া যাইলে পর রাজা দশরথ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন । ৪৪

এই সময় পুরবাসী বালক ও বৃদ্ধগণ এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ 'রাম! দাঁড়াও, দাঁড়াও' এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে রথের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন । ৪৫ (২)

এদিকে রাজা বহুক্ষণ রোদন করিয়া রামমাতা কৌশল্যার পরিচারকদিগকে বলিলেন,—চল, আমায় কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল । ৪৬

তথায় দুঃখপীড়িত আমার জীবন কিছুকাল হয় ত' থাকিবে ; কারণ, আমি রামকে পরিত্যাগ করিয়া অধিক দিন আর জীবিত থাকিতে পারিব না । ৪৭

তারপর কৌশল্যার গৃহে প্রবেশ করিয়াই রাজা দশরথ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং দীর্ঘকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তথায় মৌন হইয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৪৮ (৩)

এদিকে রাম তমসা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া তথায় সুখে বাস করিলেন। পরে প্রভু ধর্মাত্মা রাম কোন কিছু আহার না করিয়া কেবল জলমাত্র পান করত বৃক্ষমূলে সীতার সহিত শয়ন করিলেন ।(৪) অন্যদিকে সুমন্ত্রের সহিত ধর্মজ্ঞ লক্ষ্মণ হস্তে ধনুর্বাণ

(১) এস্থলে বাল্মীকি বলিতেছেন,—"তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চুক্রোশ রাজা যাহীতি রাঘবঃ। সুমন্ত্রস্যাভবৎ তত্র গাঙ্ক খক্রান্তরা স্থিতিঃ ।" ২।৩৯।৪৫

(২) এস্থলে ব্রাহ্মণগণের পশ্চাদ্ধাবন, কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে ইহাদের বিলাপ বর্ণিত আছে, যথা,—"বিক্রোশতামেব-মপি দ্বিজানাং ন ন্যবর্তত। তূষ্ণীমেব যযৌ বাগ্মী রামঃ সৌমিত্রিণা সহ । ২।৪৫।৩৪

অত ঊর্দ্ধং ন জীবামি চিরং রামং বিনাকৃতঃ ॥ ৪৭
ততো গৃহং প্রবিশ্যৈব কৌশল্যায়াঃ পপাত হ ।
মূর্চ্ছিতশ্চ চিরাদ্ বুদ্ধ্বা তূষ্ণীমেবাবতস্থিবান্ ॥ ৪৮
রামস্তু তমসাতীরং গত্বা তত্রাবসৎ সুখী ।
জলং প্রাশ্য নিরাহারো বৃক্ষমূলেঽস্বপদ্ বিভুঃ ॥ ৪৯
সীতয়া সহ ধর্মাত্মা ধনুষ্পাণিস্তু লক্ষ্মণঃ ।
পালয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সুমন্ত্রেণ সমন্বিতঃ ॥ ৫০
পৌরাঃ সর্বে সমাগত্য স্থিতাস্তস্যাবিদূরতঃ ।
শক্তা রামং পুরং নেতুং নোচেদ্ গচ্ছামহে বনম্ ॥৫১

ধারণ করিয়া রামসীতার রক্ষা বিধান করিতে লাগিলেন ।৪৯-৫০

যে সব পুরবাসীরা রামে অনুগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে রামের অনতিদূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

(৩) বাল্মীকিরামায়ণে রামের বনগমনকালীন লক্ষ্মণ মাতা সুমিত্রাকে প্রণাম করিলে সুমিত্রা লক্ষ্মণকে যাহা উপদেশ করেন, তাহার প্রাসঙ্গিকতা এস্থলে লক্ষ্য করিয়া আদিকবি বাল্মীকির উক্তি উদ্ধৃত হইল,—"তং বন্দমানং চরণং সুমিত্রা পুনরব্রবীৎ। স্নেহান্মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পরিরভ্য চ পীড়িতম্ । ২।৩৯।৩ অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং সহ রামেণ লক্ষ্মণ। শুশ্রূষ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং রামং লোকহিতে রতম্ । ৪ সংসৃষ্টস্ত্বং ত্বয়া বৎস তারিত্বাহং সবান্ধবা। যস্তুং ত্যক্ত্বা প্রিয়ান্ দারান্ মাঞ্চ রামমনুব্রতঃ ।৫ সমস্থো বিষমস্থো বা রামস্তে পরমা গতিঃ। প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা গুরুশ্চ তে। ৬ তস্মাদস্যাপ্রমত্তস্তুং শরীরং প্রতিপালয়। বিজনে বসতোঽরণ্যে সীতয়া সহিতস্য চ । ৭ এষ পুত্র সতাং ধর্মো যং ত্বমিচ্ছসি সেবিতুম্। তস্মাৎ ত্বয়া তৎপরেণ শুশ্রূষ্যোঽয়ং গুণাকরঃ । ৮ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠোঽপ্রমত্তেন রামো রাজীবলোচনঃ। ত্বয়া পুত্র বনে সেব্যঃ পরিপাল্যশ্চ সর্বথা । ৯ উচিতং বঃ কুলে বৎস জ্যেষ্ঠভ্রাত্রনু-পালনম্। দানং দীক্ষা তপশ্চৈব তনুত্যাগো মৃধেষু চ । ১০ রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্। অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ বৎস যথাসুখম্ । ২।৩৯।১১

(৪) বাল্মীকিরামায়ণে সুমন্ত্রের সহিত লক্ষ্মণের শয্যা রচনা বর্ণিত আছে, যথ,—

"উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বা রাত্রিমুপস্থিতাম্ ।
রামস্য শয্যাং সঙ্কক্রে সূতঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥
তাং শয্যাং তমসা তীরে বৃক্ষপর্ণৈঃ কৃতাং তদা ।
রামঃ সৌমিত্রিমামন্ত্র্য সভার্য্যঃ সংবিবেশ হ" ।

২।৪৪।১৩-১৪

ইতি নিশ্চয়মাজ্ঞায় তেষাং রামোঽতিবিস্মিতঃ।
নাহং গচ্ছামি নগরমেতে বৈ ক্লেশভাগিনঃ॥ ৫২
ভবিষ্যন্তীতি নিশ্চিত্য সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ।
ইদানীমেব গচ্ছামঃ সুমন্ত্র রথমানয়॥ ৫৩
ইত্যাজ্ঞপ্তঃ সুমন্ত্রোঽপি রথং বাহৈরযোজয়ৎ।
আরুহ্য রামঃ সীতা চ লক্ষ্মণোঽপি যযুর্দ্রুতম্।
অযোধ্যাভিমুখং গত্বা কিঞ্চিদ্ দূরং ততো যযুঃ॥ ৫৪
তেঽপি রামমদৃষ্টৈব প্রাতরুত্থায় দুঃখিতাঃ।
রথনেমিগতং মার্গং পশ্যন্তস্তে পুরং যযুঃ॥৫৫
হৃদি রামং সসীতং তে ধ্যায়ন্তস্তস্থুরন্বহম্॥ ৫৬
সুমন্ত্রোঽপি রথং শীঘ্রং নোদয়ামাস সাদরম্।
স্ফীতাঞ্জনপদান্ পশ্যন্ রামঃ সীতাসমন্বিতঃ॥ ৫৭

তাঁহারা এরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, রামকে নগরে লইয়া যাইতে পারি ভাল, নতুবা আমরাও তাঁহার সহিত বনে যাইব। ৫১

শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদের এই নিশ্চয় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, আমি অযোধ্যানগরীতে যাইব না, অতএব ইহারা অযথা ক্লেশ ভোগ করিবে। তখন রাম এরূপ স্থির করিয়া সুমন্ত্রকে এই কথা বলিলেন,—সুমন্ত্র! আমরা এখনই গমন করিব, তুমি রথ আনয়ন কর। ৫২-৫৩

শ্রীরামের এরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সুমন্ত্র রথে বাহন সংযোজন করিলেন। তারপর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সেই রথে আরোহণ করিয়া দ্রুত গমন করিলেন। তাঁহারা কিছু দূর পর্য্যন্ত অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন, তাহারপর অন্যদিকে চলিয়া যাইলেন। (শ্রীরাম পুরবাসিগণকে প্রতারিত করিবার জন্য অযোধ্যাভিমুখে কিছুদূর গিয়াছিলেন, ইহাতে শ্রীরামের অন্যায়াচরণ কিছুই হয় নাই; কারণ, তাঁহার লক্ষ্য ছিল—পুরবাসিগণের ক্লেশ হরণ করা। মহর্ষি বাল্মীকিও এই কথাই বলিয়াছেন, যথা,—সূতমাহ ততো রামস্ত্বরিতং তুরগোত্তমৈঃ। উদঙ্মুখঃ প্রযাহি ত্বং রথমাস্থায় সারথে। মুহূর্ত্তং ত্বরিতং গত্বা নিবর্ত্তয় রথং পুনঃ। যথা ন বিদ্যুঃ পৌরা মাং তথা কুরু সমাহিতঃ। ২।৪৪।২৫-২৬)। সেই সব পুরবাসিগণ প্রাতঃকালে উঠিয়া রামকে না দেখিয়াই দুঃখিত হইলেন এবং রথের চক্রের দ্বারা চিহ্নিত পথ লক্ষ করিতে করিতে তাঁহারা নগরে ফিরিয়া আসিলেন। ৫৪-৫৫

গঙ্গাতীরং সমাগচ্ছন্ শৃঙ্গবেরাদ্ বিদূরতঃ।
গঙ্গাং দৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য স্নাত্বা সানন্দমানসঃ।
শিংশপাবৃক্ষমূলে স নিষসাদ রঘূত্তমঃ॥ ৫৮
ততো গুহো জনৈঃ শ্রুত্বা রামাগমমহোৎসবম্।
সখায়ং স্বামিনং দ্রষ্টুং হর্ষাৎ তূর্ণং সমাপতৎ॥ ৫৯
ফলানি মধু পুষ্পাদি গৃহীত্বা ভক্তিসংযুতঃ।
রামস্যাগ্রে বিনিক্ষিপ্য দণ্ডবৎ প্রাপতদ্ ভুবি॥৬০
গুহমুত্থাপ্য তং তূর্ণং রাঘবঃ পরিষস্বজে॥ ৬১
সংপৃষ্টকুশলো রামং গুহঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
ধন্যোঽহমদ্য মে জন্ম নৈষাদং লোকপাবনম্।
বভূব পরমানন্দঃ স্পৃষ্ট্বা তেঽঙ্গং রঘূত্তম॥ ৬২

এদিকে সুমন্ত্রও সাদরে দ্রুত রথ চালাইতে লাগিলেন। রাম সীতার সহিত সেই সময় অতিশয় সমৃদ্ধিশালী জনপদসকল দেখিতে দেখিতে শৃঙ্গবের নগরের নিকটে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গা দর্শন করত নমস্কার করিয়া ও স্নান করিয়া রঘুবংশশ্রেষ্ঠ রাম মনে মনে আনন্দিত হইলেন এবং শিংশপা বৃক্ষের (১) মূলে যাইয়া উপবেশন করিলেন। ৫৭-৫৮

তদনন্তর গুহ লোকসকলের মুখে মহোৎসবের ন্যায় আনন্দদায়ক শ্রীরামের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করত ভক্তিবশতঃ ফল-মূল, মধু ও পুষ্পাদি লইয়া সখা ও প্রভু শ্রীরামকে দর্শন করিবার জন্য অতিশয় আনন্দসহকারে সত্বর উপস্থিত হইলেন এবং রামের সম্মুখে সেই সব ফল-মূলাদি রাখিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ৫৯-৬০

তারপর শ্রীরামও অতি সত্বর গুহকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ৬১

পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পর গুহ কৃতাঞ্জলি হইয়া রামকে বলিলেন—'আমি ধন্য হইলাম, অদ্য আমার নিষাদজন্মও সফল হইল এবং এই নিষাদকুলও সকল লোকের পবিত্রকারক হইল (কারণ, তোমার পাদপদ্ম আজ এস্থানের ভূমি স্পর্শ করিয়াছে।) রঘূত্তম! আজ তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আমার পরমানন্দ লাভ হইয়াছে। ৬২

(১) বাল্মীকিরামায়ণে ইঙ্গুদীবৃক্ষমূলে উপবেশনের কথা বর্ণিত আছে, যথা,—

"অবিদূরে ত্বয়ং নদ্যা বহুপুষ্পপ্রবালবান্।
সুমহানিঙ্গুদীবৃক্ষো বসামোঽত্রৈব সারথে।" ২।৪৭।৫

নৈষাদরাজ্যমেতৎ তে কিঙ্করস্য রঘূত্তম।
ত্বদধীনং বসন্নত্র পালয়াস্মান্ রঘূদ্বহ।
আগচ্ছ যামো নগরং পাবনং কুরু মে গৃহম্॥ ৬৩
গৃহাণ ফলমূলানি ত্বদর্থং সঞ্চিতানি মে।
অনুগৃহ্নীষ ভগবন্ দাসস্তেঽহং সুরোত্তম॥ ৬৪
রামস্তমাহ সুপ্রীতো বচনং শৃণু মে সখে।
ন বেক্ষ্যামি গৃহং গ্রামং বর্ষাণি নব পঞ্চ চ॥ ৬৫
দত্তমন্যেন নো ভুঞ্জে ফলমূলাদি কিঞ্চন।
রাজ্যং মমৈতৎ তে সর্বং ত্বং সখা মেঽতিবল্লভঃ॥৬৬
বটক্ষীরং সমানায্য জটামুকুটমাদরাৎ।
ববন্ধ লক্ষ্মণেনাথ সহিতো রঘুনন্দনঃ॥ ৬৭
জলমাত্রন্তু সম্প্রাশ্য সীতয়া সহ রাঘবঃ।
আস্তৃতং কুশপর্ণাদ্যৈঃ শয়নং লক্ষ্মণেন হি ৬৮
উবাস তত্র নগরে প্রাসাদাগ্রে যথা পুরা।
সুষ্বাপ তত্র বৈদেহ্যা পর্য্যঙ্ক ইব সংস্কৃতে॥ ৬৯
ততোঽবিদূরে পরিগৃহ্য চাপং
সবাণতূণীর ধনুঃ সলক্ষ্মণঃ।
ররক্ষ রামং পরিতো বিপশ্যন্
গুহেন সার্দ্ধং সশরাসনেন॥ ৭০

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫

রঘুনাথ! তোমার কিঙ্করের এই নিষাদরাজ্য তোমারই অধীন। রঘুবংশধর! তুমি এস্থানে বাস করিয়া আমাদের পালন কর। রাম! চল, আমরা নগরে যাই। তুমি আজ আমার গৃহকে পবিত্র করিয়া দাও। ৬৩

তোমার জন্য সংগৃহীত এই সব ফল-মূল গ্রহণ কর; ভগবন্! আমাকে অনুগ্রহ কর। সুরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার দাস। ৬৪

তদনন্তর রাম অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সেই গুহকে বলিলেন,—সখে! তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। আমি চৌদ্দ বৎসরকাল কোন গ্রাম ও গৃহে প্রবেশ করিব না। ৬৫

অন্যের প্রদত্ত ফল-মূলাদি কিছুই ভক্ষণ করিব না। তোমার এই সম্পূর্ণ রাজ্য আমারই, এবং তুমি আমার অতি প্রিয় সখা। ৬৬

(এস্থানে বাল্মীকি বলিয়াছেন,—"যদিদং ভবতা কিঞ্চিৎ প্রীত্যর্থমুপকল্পিতম্। সর্ব্বং তদনুজানামি ন হি বর্ত্তে প্রতিগ্রহে। ২।৫৩।২০) তারপর লক্ষ্মণের সহিত রঘুনন্দন রাম বটের ক্ষীর (আটা) আনাইয়া আদর সহকারে জটার মুকুট বন্ধন করিলেন। ৬৭

রাম তদনন্তর সীতার সহিত কেবল জলপান করিয়া লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক কুশ ও পত্রাদির দ্বারা রচিত শয়নে উপবেশন করিলেন। ৬৮

পূর্ব্বে তিনি যেমন প্রাসাদশিখরে বাস করিতেন, সেইরূপ এস্থানে বাস করিলেন এবং লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক রচিত পালঙ্কের শয্যায় সীতা দেবীর সহিত নিদ্রা যাইলেন। ৬৯

অতদিকে সেই সময় বাণ, তূণীর ও ধনুর্যুক্ত লক্ষ্মণ হস্তে ধনু ধারণ করিয়া ধনুর্ধারী গুহের সহিত অনতিদূরে থাকিয়া চারিদিক্ লক্ষ রাখিতে রাখিতে রামকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৭০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদধ্যাত্ম-রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে উমা-মহেশ্বর সংবাদে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[লক্ষ্মণেন গুহায় তত্ত্বজ্ঞানোপদেশঃ, রামাদীনাং ভরদ্বাজস্য বাল্মীকেশ্চাশ্রমে গমনম্, চিত্রকূটপর্ব্বতে অবস্থানঞ্চ ।]

সুপ্তং রামং সমালোক্য গুহঃ সোঽশ্রুপরিপ্লুতঃ।
লক্ষ্মণং প্রাহ বিনয়াদ্ ভ্রাতঃ পশ্যসি রাঘবম্ ॥ ১

শয়ানং কুশপত্রৌঘসংস্তরে সীতয়া সহ
যঃ শেতে স্বর্ণপর্য্যঙ্কে স্বাস্তীর্ণে ভবনোত্তমে ॥ ২

কৈকেয়ী রামদুঃখস্য কারণং বিধিনা কৃতা।
মন্থরাবুদ্ধিমাস্থায় কৈকেয়ী পাপমাচরৎ ॥ ৩

তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ প্রাহ সখে শৃণু বচো মম।
কঃ কস্য হেতুর্দুঃখস্য কশ্চ হেতুঃ সুখস্য বা ॥ ৪
স্বপূর্বার্জিতকর্মৈব কারণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক গুহকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ, রামাদির ভরদ্বাজ ও বাল্মীকির আশ্রমে গমন এবং চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান।]

রামকে নিদ্রিত অবলোচন করত গুহ নয়নাশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া বিনয় সহকারে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! রঘুনন্দনকে দেখিতেছ? ১

যিনি উত্তম রাজপ্রাসাদে সুন্দর আস্তরণে (রাঙ্কবাদিতে) আস্তীর্ণ স্বর্ণভূষিত পালঙ্কে শয়ন করেন, তিনি কুশপত্রসমূহে আস্তৃত শয্যায় সীতার সহিত শয়ন করিয়াছেন। ২

বিধি কৈকেয়ীকে রামের এই দুঃখের কারণ করিয়াছেন; কারণ, কৈকেয়ী মন্থরার বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া এরূপ পাপাচরণ করিয়াছেন। ৩ (১)

এই কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন,—সখে! তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। কে কাহার দুঃখের কারণ হইতে পারে এবং কেই বা কাহার সুখের হেতু হয়? যেহেতু নিজের পূর্ব্বার্জিত কর্ম্মই এই সুখ ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। ৪-৫

(১) এস্থলে গুহের শোকপ্রকাশ কথিত হইয়াছে, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে লক্ষ্মণ শোকপ্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

"লক্ষ্মণস্তমুবাচেদং রক্ষ্যমাণাস্ত্বয়ানঘ।
নাত্র ভীতা বয়ং সর্ব্বে জাগৃমঃ কিন্ত চিন্তয়া।
কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া।
শক্যা নিদ্রা ময়া লব্ধুং জীবিতং বা সুখানি বা।
যো ন দেবাসুরৈঃ শক্যং প্রসোঢুং সহিতৈর্যুধি।
তং পশ্য গুহ সংবিষ্টং তৃণেষু সহ ভার্য্যয়া। ২।৪৮।৮-১০

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা
অহং করোমীতি বৃথাঽভিমানঃ
স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ ॥ ৬

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনদ্বেষ্যমধ্যস্থবান্ধবাঃ।
স্বয়মেবাচরন্ কর্ম তথা তত্র বিভাব্যতে ॥ ৭

সুখং বা যদি বা দুঃখং স্বকর্মবশগো নরঃ।
যদ্ যদ্ যথাগতং তত্তদ্ ভুক্ত্বা স্বস্থমনা ভবেৎ ॥৮

ন মে ভোগাগমে বাঞ্ছা ন মে ভোগবিসর্জনে।
আগচ্ছত্বথ বা গচ্ছত্ব ভোগবশগো ভবে ॥ ৯

কেহই কাহাকে সুখদান ও দুঃখদান করিতে পারে না। অন্যে আমাকে সুখ বা দুঃখ দান করিতেছে,—ইহা কুবুদ্ধি অর্থাৎ এই জ্ঞান ভ্রমপূর্ণ আর আমিই সুখাদিজনক কর্ম্ম করিতেছি, এই অভিমান বৃথা; (কারণ, তাহার কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই।) যেহেতু লোক—মানুষ নিজ নিজ কৃত কর্ম্মরূপ সূত্রের দ্বারা গ্রথিত হইয়া (বদ্ধ হইয়া) আছে। (ইহার তাৎপর্য্য হইল — যেরূপ সূত্রধার সূত্রযুক্তা কাষ্ঠপুত্তলীকে নানাভাবে সূত্র চালনা করিয়া নানাবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইয়া থাকে, পরন্ত পুত্তলী কিছুই করে না; সেইরূপ শ্রীভগবান্ কর্ম্মরূপ সূত্র চালনার দ্বারা সুখ-দুঃখ ভোগের অনুকূল কর্ম্মসমূহ করাইয়া থাকেন, কর্ম্মরূপ সূত্রে বদ্ধ জীবের কিছুই করার নাই।) ॥৬

মানুষ নিজেই নানা কর্ম্মের আচরণ করিয়া সুহৃৎ (উপকার করিলে উপকারকারী), মিত্র (উপকার বিনা উপকারকারী), অরি (শত্রু), উদাসীন (মিত্রত্ব ও শত্রুভাবরহিত), দ্বেষ্য (হিংসুক), মধ্যস্থ (নিরপেক্ষ) ও বান্ধব (ভ্রাতা প্রভৃতি হিতকারী)—এইরূপ আচরিত কর্ম্মানুকূল নানাবিধ ভাব উপলব্ধি করে (সেইরূপ সুখ-দুঃখ বিষয়েও জানিতে হইবে)। ৭

অতএব নিজের পূর্ব্ব জন্মার্জিত কর্ম্মের বশীভূত মানুষ সুখই আসুক বা দুঃখই আসুক—উভয়ের মধ্যে যাহা যখন আসিবে, তখনই তাহা ভোগ করিয়া 'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম' এই ভাব রাখিয়া সুস্থমনা হইবে অর্থাৎ শান্তচিত্ত হইবে। ৮

সংসারে যে ব্যক্তি ভোগের বশীভূত নহে, সেই ব্যক্তিই 'আমার ভোগের (বিষয় সুখ ভোগের) প্রাপ্তিতে কোন বাসনা নাই এবং ভোগের ত্যাগে অর্থাৎ ভোগপ্রাপ্তি না হইলে দুঃখ

যস্মিন্ দেশে চ কালে চ যস্মাদ্ বা যেন কেন বা :
কৃতং শুভাশুভং কর্ম ভোজ্যং তৎ তত্র নান্যথা ॥ ১০
অলং হর্ষবিষাদাভ্যাং শুভাশুভফলোদয়ে ।
বিধাত্রা বিহিতং যদ্ যৎ তদলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈঃ ॥ ১১
সর্বদা সুখদুঃখাভ্যাং নরঃ প্রত্যবরুধ্যতে ।
শরীরং পুণ্যপাপাভ্যামুৎপন্নং সুখদুঃখবৎ ॥ ১২

হইবে, অতএব ভোগ ত্যাগ করা উচিত—এরূপ ভোগ ত্যাগের বাসনা নাই (বাসনৈব বন্ধনকারণমিতি ভাবঃ।); সুতরাং ভোগ আসুক—তাহাও ভাল অথবা ভোগ না আসুক—তাহাও ভাল—এরূপ মনে করিয়া ভোগবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ৯

যে দেশে, যে কালে, যে বাসনায়, ক্রোধ, ভয়, মোহ ও লোভ-বশতঃ যে কোনও শুভ এবং অশুভ কর্ম করা হইবে, সেই দেশে সেইকালে কামনাদিবশতঃ কৃত শুভ ও অশুভের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে—ইহার কোনরূপ অন্যথা হয় না। (সুতরাং কেহ যদি সুখভোগ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে সুখভোগেরই কর্ম পূর্বে করিয়াছে এবং কেহ যদি দুঃখ ভোগ করে, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, সে তৎকালীন দুঃখ ভোগেরই কর্ম পূর্বে করিয়াছে—"দৈবে পুরুষকারে চ কর্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা। তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্।" এই যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্যানুসারেও সুখ-দুঃখাদিরূপ কর্মসিদ্ধি দৈবেরই অধীন। সেই দৈব হইল—"পূর্ব্বজন্মার্জিতং কর্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।") ॥ ১০

শুভ ফল আসুক অর্থাৎ সুখলাভ হউক কিংবা অশুভ ফল আসুক অর্থাৎ দুঃখলাভ হউক—ইহাতে হর্ষ বা বিষাদ করিবার কিছু নাই (সুখলাভ হইলে হর্ষে উৎফুল্ল এবং দুঃখলাভ হইলে বিষাদগ্রস্ত হইতে নাই); কারণ বিধাতা কর্মানুসারে যখন যাহার প্রাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহা সুরাসুর সকলেরই পক্ষে অলঙ্ঘ্য অর্থাৎ বিধাতা কর্তৃক লিখিত ললাট-লিখন কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১১

(সুখ-দুঃখ যে কেবল হর্ষ ও বিষাদ উৎপন্ন করে, তাহাই নহে; পরন্তু ইহার দ্বারা জীব বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাই বলিতেছেন।) মানুষ সর্ব্বদা সুখ ও দুঃখের দ্বারা বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ কখনও সে পুণ্যফলে সুখ ভোগ করিতে থাকায় তাহাতেই আসক্ত থাকে, আবার কখনও পাপফলের উদয়ে দুঃখে আক্রান্ত হইয়া তাহাতেই অভিভূত থাকে। পুণ্য ও পাপের দ্বারা যেরূপ সুখ এবং দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পুণ্য ও পাপের দ্বারা শরীরও

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্ ।
দ্বয়মেতদ্ধি জন্তূনামলঙ্ঘ্যং দিনরাত্রিবৎ ॥ ১৩
সুখমধ্যে স্থিতং দুঃখং দুঃখমধ্যে স্থিতং সুখম্ ।
দ্বয়মন্যোঽন্যসংযুক্তং প্রোচ্যতে জলপঙ্কবৎ ॥ ১৪
তস্মাদ্ধৈর্য্যেণ বিদ্বাংস ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ।
ন হৃষ্যন্তি ন মুহ্যন্তি সর্বং মায়েতি ভাবনাৎ ॥ ১৫

উৎপন্ন হয়। (পুণ্যজন্ত ও পাপজন্ত হইল—এই শরীর। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—"শরীরজৈঃ কর্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ। বাচিকৈঃ পক্ষি-মৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্" ॥ ১২।৯ "ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্ব্বকৃতৈস্তথা। প্রাপ্নুবন্তি দুরাত্মানো নরা রূপবিপর্য্যয়ম্" ॥ ১১।৪৮ জীবের শরীরবিপর্য্যয়ে স্ব-কর্মদোষই বলবান্। ইহার দ্বারা শরীরের পাপজত্ব, স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, তাহা হইলে পুণ্যজত্ব কিরূপ হইল? ইহার উত্তরে—"পুণ্যাপুণ্যাশ্রয়ময়ী স্থিতির্জন্তোস্তথোদরে ১১।১৭—এই মার্কণ্ডেয় পুরাণের বাক্যানুসারে শরীর ধারণের জন্য জীবের উদরে স্থিতি এবং উহা আবার পুণ্য ও অপুণ্য (পাপ)-কে অবলম্বন করিয়াই নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অতএব মূলে "শরীরং পুণ্যপাপাভ্যাম্" এই কথা যে বলা হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গতই হইয়াছে।) ॥ ১২

সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ আসিবেই; যেরূপ দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিনের আগমনকে প্রতিহত করা যায় না, সেইরূপ প্রাণিগণের সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ এই উভয়কে অতিক্রম করা সম্ভব হয় না (অতএব "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি দুঃখানি চ।" এরূপ অবশ্যম্ভাবী সুখ-দুঃখের জন্য হর্ষ-বিষাদ করিতে নাই—ইহাই হইল তাৎপর্য্য) ॥ ১৩

সুখের মধ্যে দুঃখ থাকে আবার দুঃখের মধ্যে সুখ থাকে। এই সুখ দুঃখ উভয়ই জল ও পঙ্কের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়া কথিত হয়। (সুতরাং সুখও দুঃখাত্মক বলিয়া পরিত্যাজ্য আর দুঃখের কথা কি বলিবার আছে? এজন্য মহামুনি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ"।) ॥ ১৪

সেইহেতু এ জগতে সব কিছুই মায়া—এরূপ নিশ্চয় করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ ধৈর্য্য অবলম্বন করত ইষ্টাগমে হর্ষ ও অনিষ্টাগমে বিষাদগ্রস্ত হন না অর্থাৎ বিদ্বান্‌গণ ইষ্ট ও অনিষ্টকে তুল্যজ্ঞান করেন বলিয়া হৃষ্ট ও বিষণ্ণ হন না। (এবিষয়ে শ্রীগীতায় আছে,—সমদুঃখ-সুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। তুল্যপ্রিয়া-প্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ১৪।২৪)

এইরূপে লক্ষ্মণ ও গুহের কথোপকথন চলিতে চলিতেই

গুহ-লক্ষ্মণয়োরেবং ভাষতোর্বিমলং নভঃ।
বভূব রামঃ সলিলং স্পৃষ্ট্বা প্রাতঃ সমাহিতঃ।
উবাচ শীঘ্রং সুদৃঢ়াং নাবমানয় মে সখে ॥ ১৬
শ্রুত্বা রামস্য বচনং নিষাদাধিপতির্গুহঃ।
স্বয়মেব দৃঢ়াং নাবমানিনায় সুলক্ষণাম্ ॥ ১৭
স্বামিন্নারুহ্যতাং নৌকা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
বাহয়ে জ্ঞাতিভিঃ সার্দ্ধমহমেব সমাহিতঃ ॥ ১৮
তথেতি রাঘবঃ সীতামারোপ্য শুভলক্ষণাম্।
গুহস্য হস্তাবালম্ব্য স্বয়ঞ্চারুহদচ্যুতঃ।
আয়ুধাদীন্ সমারোপ্য লক্ষ্মণোঽপ্যারুরোহ চ ॥ ১৯
গুহস্তান্ বাহয়ামাস জ্ঞাতিভিঃ সহিতঃ স্বয়ম্।
গঙ্গামধ্যে গতা গঙ্গাং প্রার্থয়ামাস জানকী ॥ ২০
দেবি গঙ্গে নমস্তুভ্যং নিবৃত্তা বনবাসতঃ।
রামেণ সহিতাঽহং ত্বাং লক্ষ্মণেন চ পূজয়ে ॥ ২১
সুরামাংসোপহারৈশ্চ নানাবলিভিরাদৃতা।

আকাশ নির্ম্মল হইল অর্থাৎ রাত্রি প্রভাত হইল। তখন রাম একাগ্রমনে প্রাতঃকালে জল স্পর্শ করিয়া অর্থাৎ প্রাতঃকালোচিত শৌচ, স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া গুহকে বলিলেন,—সখে। একটি সুদৃঢ় নৌকা আনয়ন কর। ১৫-১৬

নিষাদরাজ গুহ রামের এই কথা শ্রবণ করত স্বয়ংই একটি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা ও সুদৃঢ়া নৌকা লইয়া আসিলেন। ১৭

তারপর রামচন্দ্রকে বলিলেন,—প্রভো। তুমি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এই নৌকায় আরোহণ কর। আমিই জ্ঞাতিগণের সহিত মিলিত হইয়া এই নৌকা একাগ্রচিত্তে বাহিত করিয়া লইয়া যাইব। ১৮

অচ্যুত রামচন্দ্র 'তাহাই হউক' এইকথা বলিয়া শুভলক্ষণযুতা সীতাকে নৌকায় আরোপিত করিয়া স্বয়ং গুহের হস্ত অবলম্বন করত নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং লক্ষ্মণ অস্ত্রাদি নৌকায় রাখিয়া তারপর নিজে আরূঢ় হইলেন। ১৯

জ্ঞাতিগণের সহিত স্বয়ং নিষাদরাজ গুহ তাঁহাদিগকে বাহিত করিয়া লইয়া চলিলেন। জনকনন্দিনী সীতা গঙ্গার মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়া গঙ্গা দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। ২০

দেবি গঙ্গে। তোমাকে নমস্কার। রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্তা হইয়া আমি সুরা ও মাংস উপহার এবং আরও অন্যান্য নানাবিধ উপহার দিয়া আদর সহকারে তোমার পূজা করিব। এই কথা বলিয়া নৌকা গঙ্গার পরপারে যাইলে তীরে নামিয়া ধীরে ধীরে তাঁহারা উভয়ে গমন করিতে লাগিলেন। ২১-২২

ইত্যুক্ত্বা পরকূলং তৌ শনৈরুত্তীর্য্য জগ্মতুঃ ॥ ২২
গুহোঽপি রাঘবং প্রাহ গমিষ্যামি ত্বয়া সহ।
অনুজ্ঞাং দেহি রাজেন্দ্র নো চেৎ প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্ ॥২৩
শ্রুত্বা নৈষাদবচনং শ্রীরামস্তমথাব্রবীৎ।
চতুর্দ্দশ সমাঃ স্থিত্বা দণ্ডকে পুনরপ্যহম্।
আযাস্যাম্যুদিতং সত্যং নাসত্যং রামভাষিতম্ ॥ ২৪
ইত্যুক্ত্বালিঙ্গ্য তং ভক্তং সমাশ্বাস্য পুনঃ পুনঃ।
নিবর্ত্তয়ামাস গুহং সোঽপি কৃচ্ছাদ্ যযৌ গৃহম্ ॥ ২৫
তত্র মেধ্যং মৃগং হত্বা পক্ত্বা হুত্বা চ তে ত্রয়ঃ।
ভুক্ত্বা বৃক্ষতলে সুপ্ত্বা সুখমাসত তাং নিশাম্ ॥ ২৬
ততো রামস্তু বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
ভরদ্বাজাশ্রমপদং গত্বা বহিরুপস্থিতঃ ॥ ২৭
তত্রৈকং বটুকং দৃষ্ট্বা রামঃ প্রাহ চ হে বটো।
রামো দাশরথিঃ সীতালক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ।
আস্তে বহির্বনস্যেতি হ্যাচ্যতাং মুনিসন্নিধৌ ॥ ২৮

এই সময় গুহও রাঘবকে বলিলেন,—রাজেন্দ্র। আমি তোমার সহিত যাইব, তুমি অনুমতি কর, অন্যথায় আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ২৩

নিষাদরাজ গুহের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—সখে! আমি দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিয়া পুনরায় এখানে আসিব। এই আমি যাহা বলিলাম তাহা সত্য, রামবাক্য কখনও মিথ্যা হয় না। ২৪

এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র আলিঙ্গন করত সেই ভক্ত গুহকে পুনঃ পুনঃ আশ্বাসদান করিয়া গুহকে নিবৃত্ত করিলেন। তখন গুহও অতিকষ্টে গৃহে গমন করিলেন। ২৫

তারপর তথায় পবিত্র মৃগ বধ করিয়া তাহার মাংস পাক করত পক্ক মাংসের দ্বারা হোম করিয়া তাঁহারা তিনজনে সেই হুতাবশিষ্ট মাংস ভোজন করত বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ২৬

তারপর রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম সন্নিধানে গমন করত তথায় বহির্দেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৭

অনন্তর সেই স্থানে এক ব্রহ্মচারী বালককে দেখিয়া রাম তাঁহাকে বলিলেন,—বটো। মুনির নিকটে যাইয়া তুমি বল যে, দশরথনন্দন রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তপোবনের বহির্দেশে উপস্থিত হইয়াছেন। ২৮

তচ্ছ্রুত্বা সহসা গত্বা পাদয়োঃ পতিতো মুনেঃ।
স্বামিন্ রামঃ সমাগত্য বনাদ্ বহিরবস্থিতঃ ॥ ২৯
সভার্য্যঃ সানুজঃ শ্রীমানাহ মাং দেবসন্নিভঃ।
ভরদ্বাজায় মুনয়ে জ্ঞাপয়স্ব যথোচিতম্ ॥ ৩০

তচ্ছ্রুত্বা সহসোত্থায় ভরদ্বাজো মুনীশ্বরঃ।
গৃহীত্বার্ঘ্যঞ্চ পাদ্যঞ্চ রামসামীপ্যমাযয়ৌ ॥ ৩১

দৃষ্ট্বা রামং যথান্যায়ং পূজয়িত্বা সলক্ষ্মণম্।
প্রাহ মে পর্ণশালায়ং রাম রাজীবলোচন।
আগচ্ছ পাদরজসা পুনীহি রঘুনন্দন ॥ ৩২

ইত্যুক্ত্বোটজমানয় সীতয়া সহ রাঘবৌ।
ভক্ত্যা পুনঃ পূজয়িত্বা চকারাতিথ্যমুত্তমম্ ॥ ৩৩
অদ্যাহং তপসঃ পারং গতোঽস্মি তব সঙ্গমাৎ।
জ্ঞাতং রাম তবোদন্তং ভূতঞ্চাগামিকঞ্চ যৎ ॥ ৩৪

জানামি ত্বাং পরাত্মানং মায়য়া কার্য্যমানুষম্।
যদর্থমবতীর্ণোঽসি প্রার্থিতো ব্রহ্মণা পুরা।
যদর্থং বনবাসস্তে তৎ করিষ্যামি বৈ পুনঃ ॥ ৩৫
জানামি জ্ঞানদৃষ্ট্যাঽহং জাতয়া ত্বদুপাসনাৎ।
ইতঃ পরং ত্বাং কিং বক্ষ্যে কৃতার্থোঽহং রঘূত্তম।
যত্ত্বাং পশ্যামি কাকুৎস্থং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৩৬
রামস্তমভিবাদ্যাহং সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ।
অনুগ্রাহ্যাস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ বয়ং ক্ষত্রিয়বন্ধবঃ ॥ ৩৭
ইতি সম্ভাষ্য তেঽন্যোন্যমুষিত্বা মুনিসন্নিধৌ।
প্রাতরুত্থায় যমুনামুত্তীর্য্য মুনিদারকৈঃ ॥ ৩৮
কৃতপ্লবেন মুনিনা দৃষ্টমার্গেণ রাঘবঃ।
প্রযযৌ চিত্রকূটাদ্রিং বাল্মীকের্যত্র চাশ্রমঃ ॥ ৩৯
গত্বা রামোঽথ বাল্মীকেরাশ্রমমৃষিসঙ্কুলম্।
নানামৃগদ্বিজাকীর্ণং নিত্যপুষ্পফলান্বিতম্ ॥ ৪০

ইহা শ্রবণ করত সেই ব্রহ্মচারী সহসা গমন করত মুনির পাদযুগলে পতিত হইয়া অর্থাৎ তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বলিলেন,—প্রভো। ভার্য্যা ও অনুজ ভ্রাতার সহিত দেবোপম পুরুষ শ্রীমান্ শ্রীরাম আশ্রমে আসিয়া তপোবনের বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন এবং আমায় বলিলেন—তুমি গিয়া ভরদ্বাজ মুনিকে আমার সংবাদ যথাযথভাবে নিবেদন কর। ২৯-৩০

এই কথা শুনিবামাত্র মুনীশ্বর ভরদ্বাজ সহসা উত্থিত হইয়া পাদ্য ও অর্ঘ্য গ্রহণ করত শ্রীরামের নিকটে আগমন করিলেন। ৩১

তারপর রামকে দর্শন করিয়া মহামুনি ভরদ্বাজ লক্ষ্মণের (ও সীতার) সহিত রামচন্দ্রকে যথাবিধি পূজা করিয়া বলিলেন,—পদ্মলোচন রাম। তুমি আমার পর্ণকুটীরে আগমন কর এবং রঘুনন্দন। তোমার পাদধূলির দ্বারা তাহা পবিত্র কর। ৩২

এই কথা বলিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে সীতার সহিত পর্ণশালায় আনয়ন করত ভক্তিসহকারে পুনরায় পূজা করিয়া উত্তম অতিথি সংকার করিলেন। ৩৩

অনন্তর মুনিবর বলিলেন,—রাম। আজ আমি তোমার সহিত মিলনবশতঃ (অথবা তোমার সমাগমবশতঃ) তপস্যার পারগামী হইলাম অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা যাঁহাকে লাভ করা যায় না, তোমার করুণাবশতঃ আমি সেই তোমাকেই প্রাপ্ত হইলাম। রাম। আমি তোমার সমস্ত ভূত (অতীত) ও ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত অবগত আছি। ৩৪

তুমি যে সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইয়াও মায়াবলে কৃত্রিম মনুষ্য রূপ ধারণ করিয়াছ, তাহা আমি জানি। পুরাকালে ব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তদনুসারে যেজন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ, যেজন্য তোমার বনবাস এবং পরে যাহা করিবে, তৎ সমস্তই আমি তোমার উপাসনাজাত জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা অবগত আছি। ইহার পর আর আমি তোমাকে কি বলিব? রঘূত্তম। আজ আমি কৃতার্থ হইলাম, কারণ, প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত যে পরমপুরুষ তুমি, সেই তোমাকে আজ আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। ৩৫-৩৬

সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্। আমরা অধম ক্ষত্রিয়, অতএব আপনি আমাদের অনুগ্রহ করুন। ৩৭

এইভাবে তাঁহারা পরস্পর সম্ভাষণ করিয়া এবং মুনির নিকটে সেই রাত্রি বাস করিয়া প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া মুনিবালকগণের দ্বারা বাহিত ভেলার সাহায্যে যমুনার পরপারে গমন করত ভরদ্বাজমুনি-প্রদর্শিত পথে শ্রীরাম চিত্রকূট পর্ব্বত অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন, যথায় বাল্মীকিমুনির আশ্রম আছে। ৩৮-৩৯

তদনন্তর রাম ঋষিগণে পরিপূর্ণ, নানা মৃগ ও পক্ষিদলে ব্যাপ্ত, নিত্য পুষ্প ও ফলসমূহে সংযুক্ত বাল্মীকির আশ্রমে গমন করত তথায় মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে উপবেশন করিয়া

তত্র দৃষ্ট্বা সমাসীনং বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্।
ননাম শিরসা রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া॥ ৪১
দৃষ্ট্বা রামং রমানাথং বাল্মীকির্লোকসুন্দরম্।
জানকীলক্ষ্মণোপেতং জটামুকুটমণ্ডিতম্॥ ৪২
কন্দর্পসদৃশাকারং কমনীয়াম্বুজেক্ষণম্।
দৃষ্ট্বৈব সহ সোত্তস্থৌ বিস্ময়ানিমিষেক্ষণঃ॥ ৪৩
আলিঙ্গ্য পরমানন্দং রামং হর্ষাশ্রুলোচনঃ।
পূজয়িত্বা জগৎপূজ্যং ভক্ত্যাঽর্ঘ্যাদিভিরাদৃতঃ॥ ৪৪
ফলমূলৈঃ সুমধুরৈর্ভোজয়িত্বা চ লালিতঃ।
রাঘবঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ বাল্মীকিং বিনয়ান্বিতঃ॥৪৫
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকানাগতা বয়ম্।
ভবন্তো যদি জানন্তি কিং বক্ষ্যামোঽত্র কারণম্॥ ৪৬
যত্র মে সুখবাসায় ভবেৎ স্থানং বদস্ব তৎ।
সীতয়া সহিতঃ কালং কিঞ্চিত্তত্র নয়াম্যহম্॥ ৪৭
ইত্যুক্তো রাঘবেণাসৌ মুনিঃ সস্মিতমব্রবীৎ।
ত্বমেব সর্বলোকানাং নিবাসস্থানমুত্তমম্॥ ৪৮
তবাপি সর্বভূতানি নিবাসসদনানি হি।
এবং সাধারণং স্থানমুক্তং তে রঘুনন্দন॥ ৯
সীতয়া সহিতস্যেতি বিশেষং পৃচ্ছতস্তব।
তদ্ বক্ষ্যামি রঘুশ্রেষ্ঠ যত্তে নিয়তমন্দিরম্।৫০
শান্তানাং সমদৃষ্টীনামদ্বিষ্টানাঞ্চ জন্তুষু।
ত্বমেব ভজতাং নিত্যং হৃদয়ং তেঽধিমন্দিরম্॥৫১

থাকিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। ৪০-৪১ (১)

বাল্মীকি সেই রমানাথ (লক্ষ্মীপতি) লোকসুন্দর, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত যুক্ত, জটাজালের মুকুট দ্বারা বিভূষিত এবং সাক্ষাৎ কামদেবের ন্যায় সুন্দরাকৃতি কমনীয় কমললোচন রামকে দর্শন করিয়া এবং বিস্ময়ে নির্নিমেষলোচনে এইভাবে তাঁহাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়াই সহসা উত্থিত হইলেন। ৪২-৪৩

তারপর আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে পরমানন্দময় রামকে আলিঙ্গন করত ভক্তি সহকারে অর্ঘ্যাদির দ্বারা জগৎপূজ্য রামচন্দ্রকে পূজা করিয়া বিশেষ সমাদর করিলেন। ৪৪

তারপর সুমধুর ফল-মূলাদির ভোজন করাইয়া বিশেষ আপ্যায়ন করিলেন। তদনন্তর বিনীত রাঘব কৃতাঞ্জলি হইয়া বাল্মীকিকে বলিলেন। ৪৫

পিতার আজ্ঞাপালনের নিমিত্ত আমরা এই দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছি। আপনারা ত' সবই জানেন, সুতরাং তাহার কারণ আর কি আপনাকে বলিব। ৪৬

অতএব যেস্থানে আমাদের বাস সুখকর হইবে, তাহা আমাকে আপনি বলুন। সীতার সহিত কিছুকাল আমি তথায় অতিবাহিত করিব। ৪৭

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে পর মুনিবর বাল্মীকি ঈষৎহাস্য সহকারে বলিলেন,—রাম। তুমিই সমস্ত লোকসমূহের উত্তম নিবাসস্থান। ৪৮

আবার সমস্ত ভূতগ্রাম তোমারও নিবাস স্থান অর্থাৎ তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সুতরাং সকল প্রাণীই তোমার নিবাসনিকেতন। রঘুনন্দন। এই আমি তোমার সাধারণ বাসস্থান বলিলাম। ৪৯

যেহেতু তুমি সীতার সহিত বাস করিবার জন্য বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, রঘুশ্রেষ্ঠ। সেইহেতু আমি তোমার সেই নিয়ত মন্দির অর্থাৎ নির্দিষ্ট বাসস্থান বলিব। ৫০

যাঁহারা শান্ত, সমদর্শী এবং সমস্ত দোষবর্জিত এবং সর্ব্বদা তোমার ভজনা করেন, তাঁহাদের হৃদয়-মন্দিরই তোমার নিয়তবাসস্থান। ৫১

(১) বাল্মীকিরামায়ণে চিত্রকূটপর্ব্বতে বাল্মীকিসমাগম বৃত্তান্ত নাই। বাল্মীকি নামের ব্যুৎপত্তি বাল্মীকিরামায়ণের তিলকটীকাকার বলিয়াছেন—"বল্মীকস্যাপত্যং পুমান্ বাল্মীকিঃ"। 'অতঃ ইঞ্', ইতি ইঞ্ প্রত্যয়ঃ। ইনি ভৃগুপুত্র ঋক্ষ, তবে বল্মীকাপত্য কি ভাবে হইলেন—যথা—বিষ্ণুপুরাণে—"ঋক্ষোঽভূদ্ ভার্গবস্তস্মাদ্ বাল্মীকির্যোঽভিধীয়তে।" আবার অন্যত্র দেখা যায় ইনি প্রচেতা অর্থাৎ বরুণের অপত্য, তাহা হইলে ইনি বল্মীকের অপত্য কিরূপে হইলেন? অত্যন্ত নিশ্চল ভাবে নিদারুণ তপোরত অবস্থায় ভৃগুপুত্র ঋক্ষ বল্মীকের দ্বারা আবৃত হন। সেই অবস্থায় বরুণ তাঁহার উপর নিরন্তর বর্ষণ করায়, তাঁহার প্রাদুর্ভাব হয় অর্থাৎ বল্মীক গলিয়া গিয়া তিনি লোকদৃষ্টিগোচর হন, অতএব সেই ভৃগুপুত্রের পরে প্রচেতার অপত্যত্ব ও বল্মীকের অপত্যত্বরূপে উল্লেখ অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাচেতস ও বাল্মীকি বলিয়া বর্ণনা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে; যেমন গোপীপুত্র কলসীসুত ইত্যাদি ব্যবহার বহু দেখা যায়। সেই জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত আছে,—"তথাব্রবীন্মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। বল্মীকপ্রভবো যস্মাদ্ তস্মাদ্ বাল্মীকিরিত্যসৌ।" আবার দস্যু রত্নাকর কঠোর তপস্যাপ্রভাবে 'বাল্মীকি' হইয়াছেন, ইহাও লোকশ্রুতি আছে। স্বয়ং মহর্ষি ব্যাসদেব বাল্মীকি-মুখে এই অধ্যায়েই তাহা বলিবেন।

ধর্মাধর্মান্ পরিত্যজ্য ত্বামেব ভজতোঽনিশম্।
সীতয়া সহ তে রাম তস্য হৃৎ সুখমন্দিরম্ ॥ ৫২

ত্বন্মন্ত্রজাপকো যস্তু ত্বামেব শরণং গতঃ।
নির্দ্বন্দ্বো নিস্পৃহস্তস্য হৃদয়ং তে সুমন্দিরম্ ॥ ৫৩

নিরহঙ্কারিণঃ শান্তা যে রাগদ্বেষবর্জিতাঃ।
সমলোষ্টাশ্মকনকাস্তেষাং তে হৃদয়ং গৃহম্ ॥ ৫৪

ত্বয়ি দত্তমনোবুদ্ধির্যঃ সন্তুষ্টঃ সদা ভবেৎ।
ত্বয়ি সন্ত্যস্তকর্মা যস্তন্মনস্তে শুভং গৃহম্ ॥ ৫৫

যো ন দ্বেষ্ট্যপ্রিয়ং প্রাপ্য প্রিয়ং প্রাপ্য ন হৃষ্যতি।
সর্বং মায়েতি নিশ্চিত্য ত্বাং ভজেত্তন্মনো গৃহম্ ॥ ৫৬

ষড়্‌বর্গাদিবিকারান্ যো দেহে পশ্যতি নাত্মনি।
ক্ষুৎতৃট্সুখভবং দুঃখং প্রাণবুদ্ধ্যোর্নিরীক্ষতে।

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম—বিহিত কর্ম্ম ও অধর্ম্ম—নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমারই ভজনা করে, হে রাম! তাহার হৃদয়ই সীতার সহিত তোমার সুখকর মন্দির ॥৫২

যে ব্যক্তি তোমার মন্ত্র জপ করে, তোমারই শরণাপন্ন হইয়াছে, নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব সহিষ্ণু এবং বিষয়স্পৃহা বর্জিত, তাহার হৃদয়ই তোমার সুখমন্দির ॥ ৫৩

যাহারা অহঙ্কারশূন্য, শান্ত, রাগ দ্বেষবর্জিত এবং লোষ্ট (মাটীর ঢেলা), প্রস্তর ও স্বর্ণে তুল্যদৃষ্টি, তাহাদের হৃদয় তোমার গৃহ ॥ ৫৪

তোমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া যে ব্যক্তি সদা সন্তুষ্ট থাকে এবং তোমাকে সমস্ত কর্ম্ম (কর্ম্মফল) যে প্রদান করে, তাহার হৃদয় তোমার শুভ বাসস্থান ॥ ৫৫

যে অপ্রিয়কে নিন্দা করে না অর্থাৎ শোক-দুঃখাদি কষ্টদায়ক পাপ কর্ম্মফলের ভোগকাল উপস্থিত হইলে পর দৈব বা ভাগ্যকে কটাক্ষ করিয়া নিন্দা করে না এবং প্রিয়—সুখ প্রাপ্ত হইলে হর্ষপ্রকাশ করে না; পরন্তু এই সবই 'মায়া' এরূপ স্থির করিয়া তোমার ভজনা করে, তাহার মন তোমার গৃহ। (১) ॥ ৫৬

যে ব্যক্তি জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ—এই ছয় প্রকার বিকার দেহের বলিয়া অর্থাৎ দেহধর্ম্ম বলিয়া

(১) এই অধ্যাত্ম-রামায়ণে বাল্মীকির এই সব বাক্য পাঠ করিলে সহজেই শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার কথা স্মরণ হয়। বিশেষতঃ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ই যেন পাঠ করিতেছি—এরূপ বোধ হইবে।

সংসারধর্মৈর্নির্মুক্তস্তস্য তে মানসং গৃহম্ ॥ ৫৭

পশ্যন্তি যে সর্বগুহাশয়স্থং
ত্বাং চিদ্‌ঘনং সত্যমনন্তমেকম্।
অলেপকং সর্বগতং বরেণ্যং
তেষাং হৃদজ্জে সহ সীতয়া বস ॥ ৫৮

নিরন্তরাভ্যাসদৃঢ়ীকৃতাত্মনাং
ত্বৎপাদসেবাপরিনিষ্ঠিতানাম্।
ত্বন্নামকীর্ত্যা হতকল্মষাণাং
সীতাসমেতস্য গৃহং হৃদজ্জে ॥ ৫৯

রাম ত্বন্নামমহিমা বর্ণ্যতে কেন বা কথম্।
যৎপ্রভাবাদহং রাম ব্রহ্মর্ষিত্বমবাপ্তবান্ ॥ ৬০

অহং পুরা কিরাতেষু কিরাতৈঃ সহ বর্দ্ধিতঃ।
জন্মমাত্রদ্বিজত্বং মে শূদ্রাচাররতঃ সদা ॥ ৬১

জানে, পরন্তু আত্মার এই সব থাকে না অর্থাৎ এই ষড়্ ভাব বিকার আত্মধর্ম্ম নয় বলিয়া জানে, এইরূপ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রাণধর্ম্ম এবং সুখোৎপত্তি ও দুঃখকে বুদ্ধিধর্ম্ম বলিয়া দেখে—জানে এবং সংসার-ধর্ম্ম অর্থাৎ সংসারজনক শুভাশুভ অদৃষ্ট হইতে অথবা কামাদি হইতে যে ব্যক্তি মুক্ত, তাহার মন তোমার গৃহ ॥ ৫৭

যাহারা তোমাকে সকলের অন্তঃকরণরূপ গুহার অবস্থানকারী অথবা সকল গুহা-(অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়)-রূপ আশয়ে—স্থানে স্থিত, চৈতন্যস্বরূপ, সত্য (কালত্রয়ে অবাধিত), অনন্ত, অদ্বিতীয়, সর্ব্বগত (সর্ব্বব্যাপক) নির্লেপক (অসঙ্গ) এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, তাহাদের হৃদয়পদ্মে তুমি সীতার সহিত বাস কর ॥ ৫৮

যাহারা নিরন্তর ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে নিজেদের অন্তঃকরণ তোমাতে স্থির করিয়াছে, যাহারা তোমার নাম কীর্ত্তন দ্বারা নিজেদের সমস্ত পাপকে ক্ষয় করিয়া দিয়াছে, তাহাদের হৃদয়পদ্মে তুমি সীতার সহিত বসবাস কর ॥ ৫৯

রাম! তোমার নামের মহিমা কোন্ ব্যক্তি কিরূপে বর্ণনা করিবে? রাম! তোমার 'রাম' এই যে নামের প্রভাবে আমি ব্রহ্মর্ষিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মর্ষি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছি ॥ ৬০

আমি পূর্ব্বে কিরাতগণের মধ্যে থাকিতাম এবং কিরাতগণের সহিত আহার-বিহার করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম। কি বলিব, আমি কেবল ব্রাহ্মণকুলেই জন্মিয়াছিলাম; কিন্তু আমার সদা আচার-বিচার ও বিহারাদি সবই শূদ্রতুল্য ছিল ॥ ৬১

শূদ্রায়াং বহবঃ পুত্রা উৎপন্না মেঽজিতাত্মনঃ।
ততশ্চৌরৈশ্চ সঙ্গম্য চোরোঽহমভবং পুরা ॥ ৬২
ধনুর্ব্বাণধরো নিত্যং জীবানামন্তকোপমঃ।
একদা মুনয়ঃ সপ্ত দৃষ্টা মহতি কাননে।
সাক্ষান্ময়া প্রকাশন্তো জ্বলনার্কসমপ্রভাঃ ॥ ৬৩
তানন্বধাবং লোভেন তেষাং সর্বপরিচ্ছদান্।
গ্রহীতুকামস্তত্রাহং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবম্ ॥ ৬৪
দৃষ্টা মাং মুনয়োঽপৃচ্ছন্ কিমায়াসি দ্বিজাধম ॥ ৬৫
অহং তানব্রুবং কিঞ্চিদাদাতুং মুনিসত্তমাঃ।
পুত্রদারাদয়ঃ সন্তি বহবো মে বুভুক্ষিতাঃ।
তেষাং সংরক্ষণার্থায় চরামি গিরিকাননে ॥ ৬৬
ততো মামূচুরব্যগ্রাঃ পৃচ্ছ গত্বা কুটুম্বকম্।
যো যো ময়া প্রতিদিনং ক্রিয়তে পাপসঞ্চয়ঃ ॥ ৬৭
য়ূয়ং তদ্ভাগিনঃ কিং বা নেতি বেতি পৃথক্ পৃথক্।
বয়ং স্থাস্যামহে তাবদাগমিষ্যসি নিশ্চয়ঃ ॥ ৬৮
তথেত্যুক্ত্বা গৃহং গত্বা মুনিভির্যদুদীরিতম্।
অপৃচ্ছং পুত্রদারাদীন্ তৈরুক্তোঽহং রঘূত্তম।
পাপং তবৈব তৎ সর্বং বয়ন্তু ফলভাগিনঃ ॥ ৬৯
তচ্ছ্রুত্বা জাতনির্বেদো বিচার্য্য পুনরাগমম্।
মুনয়ো যত্র তিষ্ঠন্তি করুণাপূর্ণমানসাঃ ॥৭০
মুনীনাং দর্শনাদেব শুদ্ধান্তঃকরণোঽভবম্।
ধনুরাদীন্ পরিত্যজ্য দণ্ডবৎ পতিতোঽস্ম্যহম্।
রক্ষধ্বং মাং মুনিশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্তং নিরয়ার্ণবম্ ॥ ৭১
ইত্যগ্রে পতিতং দৃষ্ট্বা মামূচুর্মুনিসত্তমাঃ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রন্তে সফলঃ সৎসমাগমঃ।
উপদেক্ষ্যামহে তুভ্যং কিঞ্চিত্তেনৈব মোক্ষ্যসে ॥ ৭২
পরস্পরং সমালোচ্য দুর্বৃত্তোঽয়ং দ্বিজাধমঃ
উপেক্ষ্য এব সদ্বৃত্তৈস্তথাঽপি শরণং গতঃ।
রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নেন মোক্ষমার্গোপদেশতঃ ॥ ৭৩

আমি অজিতেন্দ্রিয় ছিলাম বলিয়া এক শূদ্রার গর্ভে বহু পুত্রও উৎপন্ন করিয়াছি। তারপর একদল চোরের সহিত মিশিয়া পূর্ব্বে আমি চোর হইয়া গিয়াছিলাম। ৬২

সর্ব্বদা হস্তে ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া সকল প্রাণীর পক্ষেই যমসদৃশ হইয়া উঠিয়াছিলাম। সেই সময় একদিন বিশাল কাননে অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী ও প্রকাশমান সাত জন ঋষিকে আমি সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। ৬৩

তাঁহাদের সকল পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া লোভবশতঃ পশ্চাদ্ধাবন করিলাম এবং তোমরা 'দাঁড়াও দাঁড়াও', এই কথা বলিলাম। ৬৪

তখন মুনিগণ আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—দ্বিজাধম! তুমি আসিতেছ কেন? ৬৫

ইহাতে আমি তাঁহাদের বলিলাম,—মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি তোমাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতে আসিতেছি। কারণ, আমার গৃহে স্ত্রী-পুত্রাদি বহু পরিবার আছে, তাহারা সকলেই ক্ষুধার্ত্ত। তাহাদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমি (চোর হইয়া) এই গিরিকাননে বিচরণ করিতেছি। ৬৬

তখন তাঁহারা কোনরূপ ব্যাকুল না হইয়াই বলিলেন,—তুমি যাইয়া তোমার পরিবারবর্গকে পৃথক্ পৃথক্ জিজ্ঞাসা কর, আমি তোমাদের ভরণ-পোষণের জন্য নিত্য যে যে পাপ সঞ্চয় করিতেছি, তোমরা সেই সব পাপভাগী হইবে কিনা? আমরা সেই সময় পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই এস্থানে থাকিব, তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া ফিরিয়া এস। ৬৭-৬৮

'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া গৃহে গমন করত মুনিগণ যাহা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি স্ত্রী ও পুত্রগণ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলাম। রঘূত্তম! কিন্তু তাহারা বলিল—সকল পাপ তোমারই হইবে, সেই পাপকর্ম্ম করিয়া যে ধনাদি উপার্জন কর, আমরা তাহারই ফলভাগী হইব। ৬৯

তাহাদের এই কথা শুনিয়া আমার নির্ব্বেদ (আত্মাবমাননা-বোধ) জন্মিল। আমি মনে মনে বিচার করিতে করিতে যথায় করুণাপূর্ণমানস সেই মুনিগণ রহিয়াছেন, তথায় পুনরায় আসিলাম। ৭০

সেই সময় মুনিগণকে দর্শন করিবামাত্র আমার চিত্ত শুদ্ধ হইল। আমি ধনু প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহাদের প্রণাম করিলাম এবং বলিলাম,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! নরকসাগরে নিমগ্ন আমাকে আপনারা রক্ষা করুন। ৭১

এইভাবে আমাকে সম্মুখে পতিত থাকিতে দেখিয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বলিলেন,—উঠ, উঠ, তোমার মঙ্গল হউক। সৎসঙ্গ আজ তোমার সফল হইয়াছে। আমরা এখন তোমাকে কিছু উপদেশ করিব, তাহারই দ্বারা তোমার মোক্ষলাভ হইবে। ৭২

তারপর তাঁহারা পরস্পর বিচার করিয়া দেখিলেন—এই দ্বিজাধম দুর্বৃত্ত, সুতরাং সদ্বৃত্ত (সজ্জন)-গণের ইহাকে যদিও উপেক্ষা করা উচিত, তথাপি সে এখন আমাদের শরণ গ্রহণ

ইত্যুক্ত্বা রাম তে নাম ব্যত্যস্তাক্ষরপূর্বকম্।
একাগ্রমনসাঽত্রৈব মরেতি জপ সর্বদা ॥ ৭৪
আগচ্ছামঃ পুনর্যাবত্তাবত্তং সদা জপ।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযুঃ সর্বে মুনয়ো দিব্যদর্শনাঃ ॥ ৭৫
অহং যথোপদিষ্টং তৈস্তথাঽকরবমঞ্জসা।
জপন্নেকাগ্রমনসা বাহ্যং বিস্মৃতবানহম্ ॥ ৭৬
এবং বহুতিথে কালে গতে নিশ্চলরূপিণঃ।
সর্বসঙ্গবিহীনস্য বল্মীকোঽভূন্মমোপরি ॥ ৭৭
ততো যুগসহস্রান্তে ঋষয়ঃ পুনরাগমন্।
মামূচুর্নিষ্ক্রমস্বেতি তচ্ছ্রুত্বা তূর্ণমুত্থিতঃ।
বল্মীকান্নির্গতশ্চাহং নীহারাদিব ভাস্করঃ ॥ ৭৮
মামপ্যাহুর্মুনিগণা বাল্মীকিস্ত্বং মুনীশ্বর।
বল্মীকাৎ সম্ভবো যস্মাদ্ দ্বিতীয়ং জন্ম তেঽভবৎ ॥ ৭৯
ইত্যুক্ত্বা তে যযুর্দিব্যগতিং রঘুকুলোত্তম
অহং তে রাম নাম্নশ্চ প্রভাবাদীদৃশোঽভবম্ ॥ ৮০
অদ্য সাক্ষাৎ প্রপশ্যামি সসীতং লক্ষ্মণেন চ।
রামং রাজীবতাম্রাক্ষং ত্বাং মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ
আগচ্ছ রাম ভদ্রং তে স্থলং বৈ দর্শয়াম্যহম্ ॥ ৮১
এবমুক্ত্বা মুনিঃ শ্রীমাল্লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
শিষ্যৈঃ পরিবৃতো গত্বা মধ্যে পর্বত-গঙ্গয়োঃ ॥ ৮২
তত্র শালাং সুবিস্তীর্ণাং কারয়ামাস বাসভূঃ
প্রাক্-পশ্চিম-দক্ষিণোদকশোভনং মন্দিরদ্বয়ম্ ॥ ৮৩
জানক্যা সহিতো রামো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
তত্র তে দেবসদৃশা হ্যবসন্ ভবনোত্তমে ॥ ৮৪

করিয়াছে, অতএব যত্নসহকারে মোক্ষমার্গের উপদেশ দিয়া ইহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য (কিন্তু দুর্বৃত্ত বলিয়া ইহার পক্ষে যোগ সাধন বা তত্ত্বজ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। সেইজন্ত সহজ উপায়ে মোক্ষলাভের পথ উপদেশ করিতে হইবে)। ৭৩

হে রাম! এই কথা বলিয়া তাঁহারা তোমার 'রাম' এই নাম ব্যত্যস্তাক্ষর করিয়া অর্থাৎ অক্ষরের বিপর্যায় ঘটাইয়া (উল্টাইয়া) 'ম-রা' এই নাম একাগ্রমনে এই স্থানেই সর্ব্বদা জপ কর—এরূপ উপদেশ করিলেন। ৭৪

আমরা পুনরায় যতকাল না ফিরিয়া আসি, ততকাল তুমি সদা এই 'ম-রা' নাম জপ কর। এই কথা বলিয়া সেই সব দিব্যদর্শন মুনিগণ চলিয়া যাইলেন। ৭৫

আমিও তাঁহারা যেরূপ উপদেশ করিলেন, তদনুসারে সত্বর জপ আরম্ভ করিলাম। এইরূপে একাগ্রমনে জপ করিতে করিতে আমি সমুদায় বাহ্য বিষয় ভুলিয়া যাইলাম। ৭৬

এইভাবে বহুদিন অতিক্রান্ত হইলে পর আমি নিশ্চল হইয়া পড়ায় এবং সর্ব্বসঙ্গ বিচ্যুত হওয়ায় আমার উপরে বল্মীক (উইঢিপি) হইয়া যাইল। ৭৭

তদনন্তর সহস্র যুগের পর সেই ঋষিগণ পুনরায় শুভাগমন করিলেন এবং আমাকে বলিলেন,—নিষ্ক্রান্ত হও। এই কথা শুনিয়াই আমি সত্বর উঠিলাম ও হিমানী হইতে সূর্য্যের নির্গমনের ন্যায় আমি সেই বল্মীক স্তূপ হইতে নির্গত হইলাম। ৭৮

তখন সেই মুনিগণও আমাকে বলিলেন,—মুনীশ্বর! তুমি আজ হইতে 'বাল্মীকি' হইলে। যেহেতু তোমার উদ্ভব এই বল্মীক হইতে হইল, সেইহেতু ইহা তোমার দ্বিতীয় জন্ম-স্বরূপ বলিয়া জানিও। ৭৯

রঘুকুলোত্তম! এই কথা বলিয়া সেই ঋষিগণ দিব্যলোকে গমন করিলেন। রাম! আমি তোমার 'রাম' নামের প্রভাবে আজ এরূপ (আদিকবি মহর্ষি) বাল্মীকি হইয়াছি। ৮০

আজ আমি লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কমললোচন রাম তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি, অতএব আমি যে মুক্ত হইব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। রাম! তুমি শুভাগমন কর। তোমার কল্যাণ হউক। আমি তোমাকে তোমার বাসোপযোগী স্থান দেখাইতেছি। ৮১

এই কথা বলিয়া শ্রীমান্ মুনি বাল্মীকি লক্ষ্মণের সহিত শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া পর্ব্বত ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থলে বাসস্থান দেখাইয়া দিলেন। ৮২

সেই স্থানে বাসভূমি স্থির হইল এবং একটি সুবিস্তীর্ণ শালা অর্থাৎ মুনিগণের বাসের জন্ত এক বিশাল পর্ণশালা নির্ম্মিত হইল। সীতা ও রাম এবং লক্ষ্মণ—ইঁহাদের পূর্ব্ব ও পশ্চিম লম্বা একটি এবং দক্ষিণ ও উত্তর লম্বা একটি—এই দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করা হইল। ৮৩

জনকনন্দিনী সীতার সহিত ও লক্ষ্মণের সহিত রাম—এই দেবোপম তিন জন সেই দুই মন্দিরে বাস করিলেন। ৮৪

বাল্মীকিনা নিত্যসুপূজিতোঽয়ং
রামঃ সসীতঃ সহ লক্ষ্মণেন।
দেবৈর্ম্মুনীন্দ্রৈঃ সহিতো মুদাস্তে
স্বর্গে যথা দেবপতিঃ স শচ্যা ॥ ৮৫

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

যেরূপ স্বর্গে দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত প্রসিদ্ধ দেবরাজ ইন্দ্র শচীদেবীর সহিত সানন্দে বাস করেন, সেইরূপ মহর্ষি বাল্মীকির দ্বারা নিত্য বিশেষভাবে পূজিত হইয়া সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত রাম তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ৮৫

শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বসংবাদপ্রসঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়।

[সুমন্ত্রস্যাযোধ্যাং প্রত্যাগমনম্ দশরথস্য মৃত্যুঃ, মাতুলালয়তো ভরতস্যাযোধ্যাগমনঞ্চ।]

সুমন্ত্রোঽপি তদাঽযোধ্যাং দিনান্তে প্রবিবেশ হ।
বস্ত্রেণ মুখমাচ্ছাদ্য বাষ্পাকুলিতলোচনঃ ॥ ১
বহিরেব রথং স্থাপ্য রাজানং দ্রষ্টুমাযযৌ।
জয়শব্দেন রাজানং স্তুত্বা তং প্রণনাম হ ॥ ২
ততো রাজা নমন্তং তং সুমন্ত্রং বিহ্বলোঽব্রবীৎ।
সুমন্ত্র রামঃ কুত্রাঽস্তে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ৩
কুত্র ত্যক্তস্ত্বয়া রামঃ কিং মাং পাপিনমব্রবীৎ
সীতা বা লক্ষ্মণো বাপি নির্দয়ং মাং কিমব্রবীৎ ॥৪
হা রাম হা গুণনিধে হা সীতে প্রিয়বাদিনি।
দুঃখার্ণবে নিমগ্নং মাং ম্রিয়মাণং ন পশ্যসি ॥ ৫
বিলপ্যৈবং চিরং রাজা নিমগ্নো দুঃখসাগরে।
এবং মন্ত্রী রুদন্তং তং প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬
রামঃ সীতা চ সৌমিত্রির্ময়া নীতা রথেন তে।
শৃঙ্গবেরপুরাভ্যাসে গঙ্গাকূলে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৭
গুহেন কিঞ্চিদানীতং ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ।
স্পৃষ্ট্বা হস্তেন সম্প্রীত্যা নাগ্রহীদ্ বিসসর্জ তৎ ॥ ৮

সপ্তম অধ্যায়।

[সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, দশরথের মৃত্যু ও মাতুলালয় হইতে ভরতের অযোধ্যায় আগমন।]

অন্যদিকে সুমন্ত্রও দিনের শেষে সেই সময় অযোধ্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। তখন বস্ত্রের দ্বারা মুখকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং নয়নদ্বয় বাষ্পে পরিপূর্ণ ছিল। ১

সুমন্ত্র রাজভবনের বাহিরেই রথ রাখিয়া রাজা দশরথকে দর্শন করিবার জন্য আসিলেন এবং 'রাজার জয় হউক' এই কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ২

তারপর রাজা দশরথ বিহ্বল হইয়া নমস্কারকারী সেই সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম এখন কোথায় আছে? ৩

তুমি রামকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? রাম পাপী আমাকে কি বলিয়াছে? সীতা কিংবা লক্ষ্মণই বা নির্দয় আমাকে কি বলিয়াছে? ৪

হা রাম! হা গুণনিধে! হা সীতে! হা প্রিয়বাদিনি! দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া আমি যে মরিতে বসিয়াছি, তাহা তোমরা কেন দেখিতেছ না? ৫

এইভাবে বহুকাল বিলাপ করিয়া রাজা দুঃখসাগরে পতিত হইলেন। এইভাবে রোদনকারী সেই রাজাকে মন্ত্রী সুমন্ত্র (১) কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন। ৬

আমি রাম, সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে রথে করিয়া লইয়া গিয়া শৃঙ্গবের-পুরের নিকটে গঙ্গার তীরে রাখিয়া আসিয়াছি। ৭

তথায় গুহ ভোজনের জন্য ফল-মূলাদি যাহা কিছু আনিয়াছিলেন, তাহা বন্ধুর প্রতি প্রীতিবশতঃ হস্তে স্পর্শ করিয়াই ত্যাগ করিলেন, কিছুই গ্রহণ করিলেন না। ৮

(১) সুমন্ত্র মন্ত্রী ও সারথি উভয়ই ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রিত্ব সম্বন্ধে বাল্মীকি বলিয়াছেন,—"অষ্টাবস্তে বভূবুশ্চ তস্যামাত্যা মহীপতেঃ। শুচয়শ্চানুরক্তাশ্চ নিত্যং প্রিয়হিতে রতাঃ। ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সিদ্ধার্থোঽপ্যর্থসাধকঃ। অশোকো ধর্ম্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চাষ্টমোঽভবৎ।" ১।৭।২-৩

রামায়ণমঞ্জরীতে এইরূপ দেখা যায় যথা,—
"সদ্ধির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সিদ্ধার্থো রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ। অশোকো ধর্ম্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চাষ্টমোঽভবৎ।" ১।৪৪

বটক্ষীরং সমানায্য গুহেন রঘুনন্দনঃ।
জটামুকুটমাবধ্য মামাহ নৃপতে স্বয়ম্ ॥ ৯
সুমন্ত্র ব্রূহি রাজানং শোকস্তেঽস্তু ন মৎকৃতে।
নিকেতাদধিকং সৌখ্যং বিপিনে নো ভবিষ্যতি ॥ ১০
মাতুর্মে বন্দনং ব্রূহি শোকং ত্যজতু মৎকৃতে।
আশ্বাসয়তু রাজানং বৃদ্ধং শোকপরিপ্লুতম্ ॥ ১১
সীতা চাশ্রুপরীতাক্ষী মামাহ নৃপসত্তম।
দুঃখগদ্‌গদয়া বাচা রামং কিঞ্চিদবেক্ষতী ॥ ১২
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপাতং মে ব্রূহি শ্বশ্ৰ্বাঃ পদাম্বুজে।
ইতি প্ররুদতী সীতা গতা কিঞ্চিদবাঙ্‌মুখী ॥ ১৩
ততস্তেঽশ্রুপরীতাক্ষা নাবমারুরুহুস্তদা।
যাবদ্ গঙ্গাং সমুত্তীর্য্য গতাস্তাবদহং স্থিতঃ।
ততো দুঃখেন মহতা পুনরেবাহমাগতঃ ॥১৪
ততো রুদন্তী কৌশল্যা রাজানমিদমব্রবীৎ।
কৈকেয্যৈ প্রিয়ভার্য্যায়ৈ প্রসন্নো দত্তবান্ বরম্ ॥ ১৫
ত্বং রাজ্যং দেহি তস্যৈব মৎপুত্রঃ কিং বিবাসিতঃ।
কৃত্বা ত্বমেব তৎ সর্বমিদানীং কিং নু রোদিষি ॥ ১৬
কৌশল্যাবচনং শ্রুত্বা ক্ষতে স্পৃষ্ট ইবাগ্নিনা।
পুনঃ শোকাশ্রুপূর্ণাক্ষঃ কৌশল্যামিদমব্রবীৎ ॥ ১৭
দুঃখেন ম্রিয়মাণং মাং কিং পুনর্দুঃখয়স্যলম্।
ইদানীমেব মে প্রাণা উৎক্রমিষ্যন্তি নিশ্চয়ম্।
শপ্তোঽহং বাল্যভাবেন কেনচিন্মুনিনা পুরা ॥ ১৮
পুরাঽহং যৌবনোদ্রিক্তশ্চাপবাণধরো নিশি।
অচরং মৃগয়াসক্তো নদ্যাস্তীরে মহাবনে ॥ ১৯

নৃপতে! তারপর রঘুনন্দন গুহের দ্বারা বটক্ষীর (বটের আটা) আনাইয়া জটাসমূহের মুকুট বাঁধিয়া স্বয়ং রাম আমাকে বলিলেন। ৯

সুমন্ত্র! তুমি রাজাকে প্রণাম করত বলিও যে, আমার জন্য তাঁহার যেন শোক না হয়। অযোধ্যার রাজভবন হইতেও অধিক সুখভোগ আমার এই বনমধ্যে হইবে। ১০

আমার মাতাকে প্রণাম জানাইয়া বলিও, মা আমার জন্য যেন শোক ত্যাগ করেন। বৃদ্ধ এবং শোকাক্রান্ত রাজাকে যেন সদা আশ্বাসদান করেন। ১১

নৃপশ্রেষ্ঠ! অশ্রুপূর্ণলোচনে সীতা রামের দিকে ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিয়া দুঃখগদ্‌গদ বাক্যে আমাকে বলিলেন। ১২ (১)

শ্বশ্রূমাতা ও শ্বশুরমহাশয়ের শ্রীচরণপঙ্কজে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইবেন। এই কথা বলিয়া সীতা ঈষৎ অধোমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যাইলেন। ১৩

তদনন্তর তাঁহারা অশ্রুপূর্ণনয়নে সেই সময় নৌকায় আরোহণ করিলেন। যতক্ষণ না তাঁহারা গঙ্গা পার হইয়া গমন করিলেন, আমি ততক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর অত্যন্ত দুঃখের সহিত পুনরায় আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। ১৪(২)

তখন কৌশল্যাদেবী ক্রন্দন করিতে করিতে রাজা দশরথকে এই কথা বলিলেন,—প্রিয়ভার্য্যা কৈকেয়ীকে প্রসন্ন হইয়া বর দিয়াছ। ১৫

তুমি তাহার পুত্রকে রাজ্য দাও, (তাহাতে আমার বলিবার কি আছে?) কিন্তু আমার পুত্রকে তুমি বনবাস পাঠাইলে কেন? তুমি নিজেই সব কিছু করিয়া এখন কিজন্য আবার রোদন করিতেছ? ১৬ (৩)

কৌশল্যার এই কথা শুনিয়া রাজার ক্ষত অঙ্গে যেন অগ্নি স্পৃষ্ট হইল। তিনি তখন শোকাশ্রুপূর্ণ নয়নে কৌশল্যা-দেবীকে এই কথা বলিলেন। ১৭

রামের বিরহদুঃখে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি, তাহার উপর তুমি পুনরায় কেন আমাকে দুঃখ দিতেছ? (৪) নিশ্চয়ই আমার

(১) এস্থলে বাল্মীকি যাহা বলিয়াছেন,—"জানকী তু বিনিঃশ্বস্য বাষ্পচ্ছন্নস্বরা নৃপ। ভূতোপসৃষ্টচিত্তেব বীক্ষমাণা সমন্ততঃ। অদৃষ্টপূর্ব্বব্যসনা রাজপুত্রী যশস্বিনী। পর্য্যশ্রুবদনা দীনা নৈব মাং কিঞ্চিদব্রবীৎ। উদীক্ষমাণা ভর্তারং মুখেন পরিশুষ্যতা। মুমোচ কেবলং বাষ্পং মাং নিবৃত্তমবেক্ষ্য সা। ২।৫৮।৩৪-৩৬

(২) মহর্ষি বাল্মীকি এ বিষয়ে বলিয়াছেন,—"গুহেন সহ কৃৎস্নঞ্চ তত্রৈব দিবসং স্থিতঃ। আশয়া যদি রামো মাং পুনরেবাহ্বয়েদিতি।" এ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য অভিমত হইল—"গুহেন সার্দ্ধং তত্রৈব স্থিতোঽস্মি দিবসান্ বহূন্।"

(৩) এস্থলে দশরথের প্রতি কৌশল্যার অসূয়াই প্রকাশিত হইয়াছে,—"অসূয়ান্যগুণস্থানামৌদ্ধত্যাদসহিষ্ণুতা। দোষেক্ষণ-ভ্রূবিভেদাবজ্ঞা-ক্রোধেঙ্গিতাদিকৃৎ।" সা০ দ০ ৩ ১৬৬

(৪) আর্ত্ত-দশরথের বাক্যে কৌশল্যার চৈতন্য উদিত হয়, তখন তিনি বলেন,—

"ইতি রাজ্ঞোঽতিকরুণং শ্রুত্বা দীনস্য ভাষিতম্। পুত্র-শোকং পরিত্যজ্য কৌশল্যা পতিবৎসলা। শিরস্যঞ্জলিমাধায় ভৃশং সন্তপ্তমানসা। শিরসা নৃপতেঃ পাদৌ প্রণিপত্যেদমব্রবীৎ।"
বাল্মীকিরামায়ণম্—২ ৬৩।৮৯

তত্রার্দ্ধরাত্রসময়ে মুনিঃ কশ্চিত্তৃষার্দ্দিতঃ।
পিপাসার্দ্দিতয়োঃ পিত্রোর্জলমানেতুমুদ্যতঃ।
অপূরয়জ্জলে কুম্ভং তদা শব্দোঽভবন্মহান্ ॥ ২০
গজঃ পিবতি পানীয়মিতি মত্বা মহানিশি।
বাণং ধনুষি সন্ধায় শব্দবেধনমক্ষিপম্ ॥ ২১
হা হতোঽস্মীতি তত্রাভূচ্ছব্দো মানবসূচকঃ।
কস্যাপি ন কৃতো দোষো ময়া কেন হতো বিধে।
প্রতীক্ষতে মাং মাতা চ পিতা চ জলকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২২
তচ্ছ্রুত্বা ভয়সন্ত্রস্তস্ততোঽহং পৌরুষং বচঃ।
শনৈর্গত্বাথ তৎপার্শ্বে স্বামিন্ দশরথোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৩
অজ্ঞানতো ময়া বিদ্ধস্ত্রাতুমর্হসি মাং মুনে।
ইত্যুক্ত্বা পাদয়োস্তস্য পতিতো গদ্গদাক্ষরঃ ॥ ২৪

তদা মামাহ স মুনির্মা ভৈষীর্নৃপসত্তম।
ব্রহ্মহত্যা স্পৃশেন্ন ত্বাং বৈশ্যোঽহং তপসিস্থিতঃ ॥২৫
পিতরৌ মাং প্রতীক্ষেতে ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং পরিপীড়িতৌ।
তয়োস্ত্বমুদকং দেহি শীঘ্রমেবাবিচারয়ন্।
ন চেৎ ত্বাং ভস্মসাৎ কুর্য্যাৎ পিতা মে যদি কুপ্যতি ॥২৬
জলং দত্বা তু তৌ নত্বা কৃতং সর্বং নিবেদয়।
শল্যমুদ্ধর মে দেহাৎ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি পীড়িতঃ ॥ ২৭
ইত্যুক্তো মুনিনা শীঘ্রং বাণমুৎপাট্য দেহতঃ।
সজলং কলসং ধৃত্বা গতোঽহং যত্র দম্পতী ২৮
অতিবৃদ্ধাবন্ধদৃশৌ ক্ষুৎপিপাসার্দিতৌ নিশি।
নায়াতি সলিলং গৃহ্য পুত্রঃ কিং বাঽত্র কারণম্ ॥ ২৯
অনন্যগতিকৌ বৃদ্ধৌ শোচ্যৌ তৃট্পরিপীড়িতৌ।
আবাং পক্ষতে কিং বা ভক্তিমানাবয়োঃ সুতঃ ॥ ৩০

এখনই প্রাণ উৎক্রান্ত হইবে অর্থাৎ আমার দেহ হইতে প্রাণবায়ু উড়িয়া যাইবে। (আমি তোমাকে আমার পূর্ব্বে শাপপ্রাপ্ত হওয়ার এক বৃত্তান্ত বলিব—) আমি পূর্ব্বে নিজের মূর্খতাবশতঃ কোন এক মুনির দ্বারা অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৮

পূর্ব্বে আমি স্বীয় যৌবনের গর্ব্বে উদ্ধত হইয়া মৃগয়ায় আসক্তিবশতঃ হস্তে ধনু ও বাণ ধারণ পূর্ব্বক রাত্রিতে সরযূ নদীর তীরে এক মহাবনে বিচরণ। (১) করিতেছিলাম। ১৯

তথায় অর্দ্ধরাত্র সময়ে কোন এক মুনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পিপাসাপীড়িত পিতা মাতার জন্য জল আনিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি সরযূ নদীর জলে কুম্ভপূর্ণ করিতে লাগিলেন, ইহাতে তখন জলপূরণের মহাশব্দ হইতে লাগিল। ২০

সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে কোনও হস্তী জলপান করিতেছে, এরূপ মনে করিয়া ধনুতে শব্দবেধী বাণ সংযোজন করত নিক্ষেপ করিলাম। ২১

তখন 'হায়, আমি নিহত হইলাম'—এরূপ মনুষ্যত্বব্যঞ্জক শব্দ সমুত্থিত হইল। বিধাতঃ! আমি ত' কাহারও কোনও দোষ করি নাই তবে কাহার দ্বারা আমি নিহত হইলাম? জলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত আমার পিতা ও মাতা প্রতীক্ষা করিতেছেন। ২২

আমি মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত সেই কথা শ্রবণ করিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইলাম। তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বলিলাম—স্বামিন্! আমি দশরথ। ২৩

মুনে! আমি না জানিয়া আপনাকে বিদ্ধ করিয়াছি, অতএব আমাকে রক্ষা করুন। গদ্গদ্ স্বরে এই কথা বলিয়া আমি তাঁহার চরণদ্বয়ে পতিত হইলাম। ২৪

তখন সেই মুনি আমাকে বলিলেন—নৃপবর! আপনি ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ভীত হইবেন না; কারণ, ব্রহ্মহত্যা আপনাকে স্পর্শ করিবে না। আপনি যে ভাবিতেছেন—আমি ব্রাহ্মণ, তাহা নহে। তপস্যায় রত আমি একজন বৈশ্য। ২৫

আমার পিতা ও মাতা ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনি কোনও কিছু বিচার না করিয়া শীঘ্র তাঁহাদিগকে জল প্রদান করুন; অন্যথায় আমার পিতা যদি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে ভস্মসাৎ করিবেন। ২৬

জল প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করত সব কিছু নিবেদন করুন। আপনি আমার দেহ হইতে শল্য (বাণ) উত্তোলিত করুন। আমি অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিতেছি, অতএব প্রাণত্যাগ করিব। ২৭

মুনি এই কথা বলিলে আমি শীঘ্র তাঁহার দেহ হইতে বাণ উৎপাটিত করিয়া জলপূর্ণ কলস ধারণ করত যথায় সেই দম্পতী রহিয়াছেন, তথায় আমি গমন করিলাম। ২৮

সেই স্থানে যাইয়া দেখি যে, অন্ধনয়ন সেই দুই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা রাত্রিতে ক্ষুধা এবং পিপাসায় কাতর হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা তখন ভাবিতেছেন—আমাদের পুত্র জল লইয়া আসিতেছে না কেন? ইহার কারণ কি? ২৯

(১) "এতস্মিন্নীদৃশে কালে বর্ত্তমানেঽহমঞ্জনে। বদ্ধ্বা তূণৌ ধনুষ্পাণিঃ সরযূমগমং নদীম্।" —এই পাঠ কোন কোন গ্রন্থে অধিক দেখা যায়।

ইতি চিন্তা-বিচারৌ তৌ মৎপাদন্যাসজং ধ্বনিম্।
শ্রুত্বা প্রাহ পিতা পুত্র কিং বিলম্বঃ কৃতস্ত্বয়া।
দেহ্যাবয়োঃ সুপানীয়ং পিব ত্বমপি পুত্রক ॥ ৩১
ইত্যেবং লপতোর্ভীত্যা সকাশমগমং শনৈঃ।
পদয়োঃ প্রণিপত্যাহমব্রুবং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৩২
নাহং পুত্রস্ত্বযোধ্যায়া রাজা দশরথোঽস্ম্যহম্।
পাপোঽহং মৃগয়াসক্তো রাত্রৌ মৃগবিহিংসকঃ ॥ ৩৩
জলাবতারাদ্ দূরেঽহং স্থিত্বা জলগতং ধ্বনিম্।
শ্রুত্বাঽহং শব্দবেধিত্বাদেকং বাণমথাত্যজম্ ॥ ৩৪
হতোঽস্মীতি ধ্বনিং শ্রুত্বা ভয়াত্তত্রাহমাগতঃ।
জটা বিকীর্য্য পতিতং দৃষ্ট্বাঽহং মুনিদারকম্।
ভীতো গৃহীত্বা তৎপাদৌ রক্ষ রক্ষেতি চাব্রুবম্ ॥ ৩৫

মা ভৈষীরিতি মাং প্রাহ ব্রহ্মহত্যাভয়ং ন তে।
মৎপিত্রোঃ সলিলং দত্ত্বা নত্বা প্রার্থয় জীবিতম্ ॥ ৩৬
ইত্যুক্তো মুনিনা তেন হ্যাগতো মুনিহিংসকঃ।
রক্ষেতাং মাং দয়াযুক্তৌ যুবাং হি শরণং গতম্ ॥ ৩৭
ইতি শ্রুত্বা তু দুঃখার্তৌ বিলপ্য বহু শোচ্য তম্।
পতিতৌ নৌ সুতো যত্র নয় তত্রাবিলম্বয়ন্ ॥ ৩৮
ততো নীতৌ সুতো যত্র ময়া তৌ বৃদ্ধদম্পতী।
স্পৃষ্ট্বা সুতং তৌ হস্তাভ্যাং বহুশোঽথ বিলেপতুঃ ॥ ৩৯
হা হেতি ক্রন্দমানৌ তৌ পুত্রপুত্রেত্যবোচতাম্।
জলং দেহীতি পুত্রেতি কিমর্থং ন দদাস্যলম্ ॥ ৪০
ততো মামূচতুঃ শীঘ্রং চিতিং রচয় ভূপতে।
ময়া তদৈব রচিতা চিতিস্তত্র নিবেশিতাঃ।
ত্রয়স্তত্রাগ্নিরুৎসৃষ্টো দগ্ধাস্তে ত্রিদিবং যযুঃ ॥ ৪১

অন্ধ বলিয়া আমাদের আর অন্য কোনও উপায় নাই, আমরা বৃদ্ধ হইয়া শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছি এবং তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়াছি। আমাদের এই পুত্র আমাদের প্রতি ভক্তিমান্, তথাপি আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছে কেন? ৩০

তাঁহারা উভয়ে এইভাবে চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন, এরূপ সময়ে আমার পাদসঞ্চালনোত্থিত ধ্বনি শ্রবণ করত পিতা বলিলেন,—পুত্র! তুমি বিলম্ব করিলে কেন? পুত্র! তুমি আমাদের শীতল পানীয় জল দাও এবং তুমিও পান কর। ৩১(১)

তাঁহারা এই কথা বলিতেছেন, আমি ভয়ে ধীরে ধীরে তাঁহাদের নিকট যাইলাম। তারপর তাঁহাদের চরণদ্বয়ে প্রণত হইয়া বিনয়ের সহিত বলিলাম। ৩২

আমি আপনাদের পুত্র নহি; আমি অযোধ্যার রাজা দশরথ। পাপী আমি মৃগয়াসক্ত হইয়া রাত্রিতে মৃগবধ করি। ৩৩

আমি জলে নামিবার ঘাটের দূরে থাকিয়া জলের মধ্যে শব্দ শ্রবণ করত আমি শব্দবেধী বাণপ্রয়োগের স্থল বুঝিয়া শব্দবেধী নামক বাণ সত্বর নিক্ষেপ করিলাম। ৩৪

সেই বাণে আহত হইয়া 'হায়! আমি হত হইলাম' এরূপ ধ্বনি শ্রবণ করত ভয়ে তথায় আসিলাম। সেইস্থানে এক মুনিপুত্রকে জটা ছড়াইয়া পতিত থাকিতে দেখিয়া তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ করত বলিলাম—আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। ৩৫

তখন তিনি 'মা ভৈঃ' এই কথা বলিয়া অর্থাৎ অভয় দান করিয়া বলিলেন,—আপনার ব্রহ্মহত্যার ভয় নাই। আপনি আমার মাতা ও পিতাকে জলদান করিয়া প্রণাম করত আপনার প্রাণভিক্ষা করুন। ৩৬

সেই মুনি এই কথা বলিলে পর মুনিহিংসক আমি আপনাদের নিকট আসিয়াছি। আমি আপনাদের শরণ গ্রহণ করিলাম, আপনারা দয়াপরবশ হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। ৩৭

এই কথা শুনিয়া তাঁহারা দুঃখে পীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং বহু বিলাপ ও সেই পুত্রের জন্য শোক করিয়া আমাকে বলিলেন,—যথায় আমাদের পুত্র রহিয়াছে, তথায় সত্বর আমাদিগকে লইয়া চল। ৩৮

তারপর সেই দুই বৃদ্ধদম্পতীকে আমি তাঁহাদের পুত্রের নিকটে লইয়া যাইলাম। তখন তাঁহারা উভয়ে দুই হাতে পুত্রকে ধরিয়া বহুভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৩৯

তাঁহারা 'হায়, হায়' করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং 'পুত্র পুত্র' বলিতে লাগিলেন। পুত্র! আমাদের জল দাও, কিজন্য তুমি আমাদের জল দিতেছ না? ৪০

তারপর তাঁহারা আমাকে বলিলেন,—ভূপতে! সত্বর একটি চিতা রচনা কর।(২) আমি তৎক্ষণাৎ চিতা রচনা করিলাম।

(১) এস্থলে বাল্মীকি বলিয়াছেন,—
"শ্রুত্বৈব পদশব্দন্তু ততো মাং সোঽভ্যভাষত।
কিন্তে চিরায়িতং পুত্র পানীয়ং ক্ষিপ্রমানয়।"

(২) বাল্মীকিরামায়ণে এই চিতা-রচনাপ্রসঙ্গ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য রামায়ণে এক চিতায় পিতা-মাতার আরোহণ বৃত্তান্ত আছে, যথা—
"এবং শাপং মম্নি তস্য বিলপ্য করুণং বহু।
চিতামারোপ্য দেহং তন্মিথুনং স্বর্গমভ্যয়াৎ।"

তত্র বৃদ্ধঃ পিতা প্রাহ ত্বমপ্যেবং ভবিষ্যসি।
পুত্রশোকেন মরণং প্রাপ্স্যসে বচনান্মম ॥ ৪২
স ইদানীং মম প্রাপ্তঃ শাপকালোঽনিবারিতঃ।
ইত্যুক্ত্বা বিললাপাথ রাজা শোকসমাকুলঃ ॥ ৪৩
হা রামং পুত্র হা সীতে হা লক্ষ্মণ গুণাকর।
ত্বদ্‌বিয়োগাদহং প্রাপ্তো মৃত্যুং কৈকেয়িসম্ভবম্।
বদন্নেবং দশরথঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা দিবং গতঃ ॥ ৪৪
কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ তথাঽন্যা রাজযোষিতঃ।
চুক্রুশুশ্চ বিলেপুশ্চ উরস্তাডনপূর্ব্বকম্।
বশিষ্ঠঃ প্রযযৌ তত্র প্রাতর্মন্ত্রিভিরাবৃতঃ ॥ ৪৫

তৈলদ্রোণ্যাং দশরথং ক্ষিপ্ত্বা দূতানথাব্রবীৎ।
গচ্ছত ত্বরিতং সাশ্বা যুধাজিন্নগরং প্রতি ॥ ৪৬
তত্রাস্তে ভরতঃ শ্রীমান্ শত্রুঘ্নসহিতঃ প্রভুঃ।
উচ্যতাং ভরতঃ শীঘ্রমাগচ্ছেতি মমাজ্ঞয়া।
অযোধ্যাং প্রতি রাজানং কৈকেয়ীঞ্চাপি পশ্যতু ॥ ৪৭
ইত্যুক্তাস্ত্বরিতং দূতা গত্বা ভরতমাতুলম্।
যুধাজিতং প্রণম্যোচুর্ভরতং সানুজং প্রতি ॥ ৪৮
বশিষ্ঠস্ত্বাঽব্রবীদ্ রাজন্ ভরতঃ সানুজঃ প্রভুঃ।
শীঘ্রমাগচ্ছতু পুরীমযোধ্যামবিচারয়ন্ ॥ ৪৯

তারপর সেই চিতামধ্যে তিনজনকে স্থাপিত করিলাম এবং চিতাতে অগ্নি প্রদান করিলে তাঁহারা তিনজনে দগ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৪১

সেই মুনির পিতা-মাতার মধ্যে তথায় বৃদ্ধ পিতা আমাকে বলিলেন,—তুমিও এরূপ হইবে। তুমি আমার বাক্যে পুত্রশোকে মরণ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪২

আমার সেই অনিবার্য্য শাপকাল এখন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই কথা বলিয়া রাজা শোকে ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

'হা পুত্র রাম! হা সীতে! হা গুণাকর লক্ষ্মণ! তোমাদের বিয়োগবশতঃ আমি মৃত্যু প্রাপ্ত হইলাম। এই মৃত্যু কৈকেয়ী হইতেই আসিল। দশরথ এই কথা বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ(১) করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৪৪

তখন কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং অন্য রাজপত্নীগণ বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং বিলাপ করিতে থাকিলেন। সেই সময় প্রাতঃকালে মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বশিষ্ঠ তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫

তারপর তৈলদ্রোণীতে দশরথের মৃতদেহ স্থাপন করিয়া দূতগণকে বলিলেন,—তোমরা অশ্বে আরোহণ করিয়া দ্রুত যুধাজিৎ রাজার রাজধানী অভিমুখে গমন কর ॥ ৪৬(২)

তথায় প্রভাবশালী শ্রীমান্ ভরত শত্রুঘ্নের সহিত অবস্থান করিতেছে। তোমরা ভরতকে বলিবে—আমার আদেশে শীঘ্র অযোধ্যায় আগমন কর। অযোধ্যায় আসিয়া রাজা দশরথকে এবং কৈকেয়ীকে দর্শন কর ॥ ৪৭

বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে সেই দূতগণ সত্বর ভরতের মাতুলগৃহে গমন করত যুধাজিৎকে প্রণাম করিয়া অনুজ শত্রুঘ্ন ও ভরতকে বলিল ॥ ৪৮

রাজন্! বশিষ্ঠ আপনাকে বলিয়াছেন,—প্রভাবশালী ভরত কোনও বিচার না করিয়া আমার আদেশে অনুজ শত্রুঘ্নের সহিত শীঘ্র অযোধ্যানগরীতে আগমন করুক ॥ ৪৯

---

(১) এ বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—
"তথা স দীনঃ নরাধিপঃ প্রিয়স্য পুত্রস্য বিবাসনংকথম্।
গতেঽর্দ্ধরাত্রে শয়নীয়সংস্থিতো
অহো প্রিয়ং জীবিতমাত্মনস্তদা।"

(২) এ সম্বন্ধে বাল্মীকি—
"সর্ব্বত্রানাবৃতদ্বারো বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
ব্যাদিশ্য নায়য়ামাস রাজস্ত্রীর্ভর্ত্তৃনাদিতঃ।
ততস্তদ্ বিজনীকৃত্য মন্ত্রিভিঃ সহ নিশ্চয়ম্।
কৃত্বা বশিষ্ঠো ভগবান্ প্রাপ্তকালমকারয়ৎ।
শরীরং কোশলেন্দ্রস্য তৈলদ্রোণ্যাং নিবেশ্য তৎ।
মন্ত্রয়ামাস সহিতো মন্ত্রিভিস্তদনন্তরম্।"
দূতপ্রেরণাদি বিষয়েও বাল্মীকি বলিয়াছেন,—
"তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বশিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ তান্।
সুমন্ত্রপ্রভৃতীন্ সর্ব্বান্ ব্রাহ্মণাংস্ত্বিদং বচঃ।
যোঽসৌ মাতামহকুলে কুমারঃ শ্রীমতাং বরঃ।
ভরতো বসতি ভ্রাত্রা শত্রুঘ্নেন গতঃ সহ।
তমিতঃ শীঘ্রগৈর্গত্বা নরাঃ প্রজবিতৈর্হয়ৈঃ।
ইহানয়ত বচনান্নৃপস্যাত্ত্যয়বাদিনঃ।"
পাশ্চাত্যরামায়ণে তৈলদ্রোণীতে স্থাপনাদি কার্য্য অমাত্যগণই করিয়াছেন, যথা,—
"ব্যপনিন্যুঃ সুহৃদ্ভার্ত্তাং কৌশল্যাং ব্যাবহারিকাঃ।"
* * * *
"তৈলদ্রোণ্যাং তদামাত্যাঃ সংবেশ্য জগতীপতিম্।"

হত্যাজ্ঞাপ্তোঽথ ভরতস্তুরিতং ভয়বিহ্বলঃ।
আযয়ৌ গুরুণাদিষ্টঃ সহ দূতৈস্তু সানুজঃ॥ ৫০
রাজ্ঞো বা রাঘবস্যাপি দুঃখং কিঞ্চিদুপস্থিতম্।
ইতি চিন্তাপরো মার্গে চিন্তয়ন্নগরং যযৌ॥ ৫১
নগরং ভ্রষ্টলক্ষ্মীকং জনসংবাসবর্জিতম্।
উৎসবৈশ্চ পরিত্যক্তং দৃষ্ট্বা চিন্তাপরোঽভবৎ॥ ৫২
প্রবিশ্য রাজভবনং রাজলক্ষ্মীবিবর্জিতম্।
অপশ্যৎ কৈকেয়ীং তত্র একামেবাসনে স্থিতাম্।
ননাম শিরসা পাদৌ মাতুর্ভক্তিসমন্বিতঃ॥ ৫৩
আগতং ভরতং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী প্রেমসম্ভ্রমাৎ।
উত্থায়ালিঙ্গ্য রভসাৎ স্বাঙ্কমারোপ্য সংস্থিতা॥ ৫৪
মূর্ধ্ন্যবঘ্রায় পপ্রচ্ছ কুশলং স্বকুলস্য সা।
পিতা মে কুশলী ভ্রাতা মাতা চ শুভলক্ষণা।

বশিষ্ঠ কর্তৃক এরূপ আদিষ্ট হইয়া ভরত ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং গুরুর আদেশানুসারে ভরত শত্রুঘ্ন ও দূতগণের সহিত অযোধ্যায় আগমন করিলেন। ৫০

তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—রাজার বা রাঘবের (রামের) হয় ত' কোনও দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। এইভাবে চিন্তান্বিত হইয়া পথে চিন্তা করিতে করিতে নগরে গমন করিলেন। ৫১

তখন সেই নগরকে শ্রীহীন, জনতাসম্মর্দবর্জিত এবং সর্ব্বপ্রকার উৎসবশূন্য দেখিয়া ভরত চিন্তিত হইলেন। ৫২

রাজলক্ষ্মীহীন রাজভবনে প্রবেশ করিলে তথায় একমাত্র কৈকেয়ীকে আসনে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন।(১) তখন ভরত ভক্তি সহকারে মাতার চরণদ্বয়ে প্রণাম করিলেন। ৫৩

কৈকেয়ী ভরতকে সমাগত দেখিয়া প্রেমব্যগ্রচিত্তে উত্থিত হইয়া আলিঙ্গন করত স্নেহবেগে নিজ ক্রোড়ে লইয়া বসাইলেন। ৫৪

তারপর মস্তক আঘ্রাণ করত তিনি ভরতের এবং নিজ বংশের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র! আমা'র পিতা, ভ্রাতা এবং

(১) "এ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে—
"মহেন্দ্রভবনপ্রখ্যং শ্রীমদদ্ভুতদর্শনম্।
প্রবিশ্য ভবনং সোঽথ পিতরং নাভ্যপশ্যত॥
অনীক্ষমাণঃ পিতরং স তত্র পিতুরালয়ে।
জগাম নিঃসৃত্য ততো ভরতো মাতুরালয়ম্॥"
পাশ্চাত্ত্যরামায়ণে যথা,—
"অপশ্যংস্ত ততস্তত্র পিতরং পিতুরালয়ে।
জগাম ভরতো দ্রষ্টুং মাতরং মাতুরালয়ে॥"

দিষ্ট্যা ত্বমত্র কুশলী ময়া দৃষ্টোঽসি পুত্রক॥ ৫৫
ইতি পৃষ্টঃ স ভরতো মাত্রা চিন্তাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
দূয়মানেন মনসা মাতরং সমপৃচ্ছত॥ ৫৬
মাতঃ পিতা মে কুত্রাস্তে একা ত্বমিহ সংস্থিতা।
ত্বয়া বিনা ন মে তাতঃ কদাচিদ্রহসি স্থিতঃ॥ ৫৭
ইদানীং দৃশ্যতে নৈব কুত্র তিষ্ঠতি মে বদ।
অদর্শনাৎ পিতুর্মহ্যং ভয়ং দুঃখঞ্চ জায়তে॥ ৫৮
অথাহ কৈকেয়ী পুত্রং কিং দুঃখেন তবানঘ।
যা গতির্ধর্মশীলানামশ্বমেধাদিযাজিনাম্।
তাং গতিং গতবানদ্য পিতা তে পিতৃবৎসল॥ ৫৯
তচ্ছ্রুত্বা নিপপাতোর্ব্ব্যাং ভরতঃ শোকবিহ্বলঃ।
হা তাত ক্ব গতোঽসি ত্বং ত্যক্ত্বা মাং বৃজিনার্ণবে।
অসমর্প্যৈব রামায় রাজ্ঞে মাং ক্ব গতোঽসি ভোঃ॥ ৬০

শুভলক্ষণা মাতা কুশলে আছেন ত'? পুত্র! সৌভাগ্যবশতঃ আজ আমি কুশলের সহিত তোমাকে দেখিতে পাইলাম।৫৫(২)

মাতা কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই ভরত অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তারপর উদ্বিগ্ন মনে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫৬

মাতঃ! আমার পিতা কোথায় আছেন? তুমি একাকিনী এস্থানে রহিয়াছ কেন? আমার পিতা নির্জনে তোমাকে বাদ দিয়া কখনও ত' থাকেন না। ৫৭

কিন্তু এখন তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না; তিনি কোথায় আছেন? আমার নিকট বল। আজ পিতাকে না দেখিয়া আমার ভয় ও দুঃখ হইতেছে। ৫৮

অনন্তর কৈকেয়ী পুত্র ভরতকে বলিলেন,—নিষ্পাপ পুত্র! তোমার দুঃখের কি আছে? পিতৃবৎসল পুত্র! অশ্বমেধযজ্ঞকারী ধার্ম্মিক রাজাদের যে (চিরন্তন) গতি নির্দ্দিষ্ট আছে, তোমার পিতা আজ সেই গতিই প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫৯

ইহা শুনিয়া ভরত শোকে ব্যাকুল হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। হা তাত! আমায় এই দুঃখসাগরমধ্যে পরিত্যাগ

(২) মাতার প্রশ্নে এস্থলে ভরত নিরুত্তর, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে স্রুত উত্তরের কথা বর্ণিত আছে, যথা—
"ইতি পৃষ্টোঽথ কৈকেয্যা ভরতো দীনমানসঃ।
শশংস মাতুঃ স ক্ষিপ্রং গমনাগমনক্রমম্॥
অদ্য মে দিবসাঃ সপ্ত নিঃসৃতস্য গিরিব্রজাৎ।
অম্বায়াঃ কুশলী তাতো যুধাজিন্মাতুলশ্চ মে॥"
এবিষয়ে পাশ্চাত্ত্যরামায়ণে যথা—
"এবং পৃষ্টস্তু কৈকেয্যা প্রিয়ং পার্থিবনন্দনঃ।
আচষ্ট ভরতঃ সর্ব্বং মাত্রে রাজীবলোচনঃ॥"

ইতি বিহ্বলিতং পুত্রং পতিতং মুক্তমূর্দ্ধজম্ ।
উত্থাপ্যামৃজ্য নয়নে কৈকেয়ী পুত্রমব্রবীৎ ।
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে সর্বং সম্পাদিতং ময়া ॥ ৬১
তামাহ ভরতস্তাতো ম্রিয়মাণঃ কিমব্রবীৎ
তমাহ কৈকেয়ী দেবী ভরতং ভয়বর্জিতা ॥ ৬২
হা রাম রাম সীতেতি লক্ষ্মণেতি পুনঃ পুনঃ ।
বিলপন্নেব সুচিরং দেহং ত্যক্ত্বা দিবং যযৌ ॥ ৬৩
তামাহ ভরতো হেঽম্ব রামঃ সন্নিহিতো ন কিম্ ।
তদানীং লক্ষ্মণো বাপি সীতা বা কুত্র তে গতাঃ ॥ ৬৪
কৈকয়্যুবাচ ।
রামস্য যৌবরাজ্যার্থং পিত্রা তে সম্ভ্রমঃ কৃতঃ ।
তব রাজ্যপ্রদানার্থং তদাং বিঘ্নমাচরম্ ॥ ৬৫
রাজ্ঞা দত্তং হি মে পূর্বং বরদেন বরদ্বয়ম্ ।
যাচিতং তদিদানীং মে তয়োরেকেন তেঽখিলম্ ।
রাজ্যং রামস্য চৈকেন বনবাসো মুনিব্রতম্ ॥ ৬৬
ততঃ সত্যপরো রাজা রাজ্যং দত্ত্বা তবৈব হি ।
রামং সম্প্রেষয়ামাস বনমেব পিতা তব ॥ ৬৭
সীতাঽপ্যনুগতা রামং পাতিব্রত্যমুপাশ্রিতা ।
সৌভ্রাত্রং দর্শয়ন্ রামমনুযাতোঽপি লক্ষ্মণঃ ॥ ৬৮
বনং গতেষু সর্বেষু রাজা তানেব চিন্তয়ন্ ।
প্রলপন্ রাম রামেতি মমার নৃপসত্তমঃ ॥ ৬৯
ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রাহত ইব দ্রুমঃ ।
পপাত ভূমৌ নিঃসংজ্ঞস্তং দৃষ্ট্বা দুঃখিতা তদা ॥ ৭০
কৈকেয়ী পুনরপ্যাহ বৎস শোকেন কিং তব ।
রাজ্যে মহতি সংপ্রাপ্তে দুঃখস্যাবসরঃ কুতঃ ॥ ৭১
ইতি ব্রুবন্তীমালোক্য মাতরং প্রদহন্নিব ।
অসম্ভাষ্যাঽসি পাপে মে ঘোরে ত্বং ভর্তৃঘাতিনি ॥ ৭২

করিয়া কোথায় গিয়াছেন ? আমাকে রাজা রামের হস্তে সমর্পণ না করিয়া হে পিতঃ! কোথায় গিয়াছেন ? ৬০

এইভাবে শোকাচ্ছন্ন ভূতলে পতিত মুক্তকেশ পুত্র ভরতকে উত্থাপিত করিয়া নয়নদ্বয়ের অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কৈকেয়ী পুত্র ভরতকে পুনরায় বলিলেন—পুত্র! তুমি আশ্বস্ত হও, তোমার মঙ্গল হউক। আমি সব কিছুই সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছি। ৬১

তখন ভরত কৈকেয়ীকে বলিলেন, পিতা মৃত্যুকালে কি বলিয়া গিয়াছেন ? কৈকয়ীদেবী নির্ভয় হইয়া সেই সময় ভরতকে বলিলেন। ৬২

'হা রাম! রাম!! সীতা! লক্ষ্মণ!' এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বিলাপ করিতে করিতেই দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। ৬৩

তদনন্তর ভরত কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—জননি! রাম কি তখন পিতার নিকটে ছিলেন না ? লক্ষ্মণ বা সীতাদেবীও কি সমীপে থাকেন নাই ? তাঁহারা সেই সময় কোথায় গিয়াছিলেন। ৬৪

কৈকেয়ী বলিলেন,– তোমার পিতা রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন; কিন্তু তোমাকে রাজ্যদান করাইবার জন্য আমি সেই কার্য্যে বিঘ্নসৃষ্টি করি। ৬৫

পূর্ব্বে বরদাতা রাজা আমাকে দুইটি বর দান করিয়াছিলেন। (তখন তাহা আমি গ্রহণ করি নাই।) সেই বর দুইটী আমি এখন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি। তাহার মধ্যে এক বরে তোমাকে সম্পূর্ণ রাজ্যদান আর অন্য এক বরে রামের মুনিব্রত অর্থাৎ মুনির ন্যায় ব্রত পালন করিতে করিতে বনবাস। ৬৬

তাহার পর তোমার পিতা সত্যপরায়ণ রাজা তোমাকেই রাজ্যদান করিয়া রামকে বনে পাঠাইয়াছেন। ৭

সীতা পাতিব্রত্য ব্রত অবলম্বন করিয়া রামের অনুগমন করিয়াছে। লক্ষ্মণও ভ্রাতৃবাৎসল্য দেখাইয়া রামের অনুগামী হইয়াছে। ৬৮

তাহারা সকলে বনে গমন করিলে পর রাজা তাহাদের চিন্তা করিতে লাগিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ তারপর 'রাম রাম' বলিয়া প্রলাপ করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। ৬৯

মাতা কৈকেয়ীর এই কথা শুনিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া ভরত বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ভরতকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া কৈকেয়ী দুঃখিতা হইলেন এবং সেই সময় তিনি পুনরায় এই কথা বলিলেন,—বৎস! তোমার শোকের কি আছে ? বিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হওয়ায় তোমার এখন দুঃখ করিবার সময় কোথায় ? ৭০-৭১

মাতা কৈকেয়ীকে এই কথা বলিতে দেখিয়া ভরত নিজ দৃষ্টির দ্বারা যেন মাতাকে দগ্ধ করিতে করিতে বলিলেন,—পাপীয়সি! তোমার সহিত আলাপ করাও এখন আমার উচিত নয়। ভয়ঙ্করি! তুমি ভর্তৃঘাতিনী। ৭২

পাপে ত্বদ্‌গর্ভজাতোঽহং পাপবানস্মি সাম্প্রতম্।
অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি বিষং বা ভক্ষয়াম্যহম্ ॥ ৭৩
খড়্গেন বাথ চাত্মানং হত্বা যামি যমক্ষয়ম্।
ভর্ত্তৃঘাতিনি দুষ্টে ত্বং কুম্ভীপাকং গমিষ্যসি ॥ ৭৪
ইতি নির্ভর্ৎস্য কৈকেয়ীং কৌশল্যাভবনং যযৌ
সাপি তং ভরতং দৃষ্ট্বা মুক্তকণ্ঠা রুরোদ হ ॥ ৭৫
পাদয়োঃ পতিতস্তস্যা ভরতোঽপি তদা রুদন্।
আলিঙ্গ্য ভরতং সাধ্বী রামমাতা যশস্বিনী ॥ ৭৬
কৃশাঽতিদীনবদনা সাশ্রুনেত্রেদমব্রবীৎ।
পুত্র ত্বয়ি গতে দূরমেবং সর্বমভূদিদম্।
উক্তং মাত্রা শ্রুতং সর্বং ত্বয়া তে মাতৃচেষ্টিতম্ ॥ ৭৭
পুত্রঃ সভার্য্যো বনমেব যাতঃ
সলক্ষ্মণো মে রঘুরামচন্দ্রঃ।
চীরাম্বরো বদ্ধজটাকলাপঃ
সন্ত্যজ্য মাং দুঃখসমুদ্রমগ্নাম্ ॥ ৭৮
হা রাম হা মে রঘুবংশনাথ
জাতোঽসি মে ত্বং পরতঃ পরাত্মা।
তথাপি দুঃখং ন জহাতি মাং বৈ
বিধির্বলীয়ানিতি মে মনীষা ॥৭৯
স এবং ভরতো বীক্ষ্য বিলপন্তীং ভৃশং শুচা।
পাদৌ গৃহীত্বা প্রাহেদং শৃণু মাতর্বচো মম ॥ ৮০
কৈকেয্যা যৎ কৃতং কর্ম রামরাজ্যাভিষেচনে।
অন্যদ্ বা যদি জানামি সা ময়া চোদিতা যদি।
পাপং মেঽস্তু তদা মাতর্ব্রহ্মহত্যাশতোদ্ভবম্ ॥ ৮১
হত্বা বশিষ্ঠং খড়্গেন অরুন্ধত্যা সমন্বিতম্।
ভূয়াত্তৎপাপমখিলং মম জানামি যদ্যহম্ ॥ ৮২
ইত্যেবং শপথং কৃত্বা রুরোদ ভরতস্তদা।
কৌশল্যা তমথালিঙ্গ্য পুত্র জানামি মা শুচঃ ॥ ৮৩
এতস্মিন্নন্তরে শ্রুত্বা ভরতস্য সমাগমম্।
বশিষ্ঠো মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং প্রযযৌ রাজমন্দিরম্ ॥৮৪

পাপিনি! তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ আমি পাপী হইয়াছি। আমি এখন অগ্নিতে প্রবেশ করিব অথবা বিষ ভক্ষণ করিব। ৭৩

কিংবা খড়্গের আঘাতে আত্মহত্যা করিয়া আমি যমালয়ে গমন করিব। ভর্ত্তৃঘাতিনি দুষ্টে। তুমি কুম্ভীপাক-নরকে গমন করিবে। ৭৪

ভরত কৈকেয়ীকে এইভাবে নিদারুণ ভর্ৎসনা করিয়া কৌশল্যাদেবীর ভবনে গমন করিলেন। তিনিও ভরতকে দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ৭৫

সেই সময় ভরতও তাঁহার চরণদ্বয়ে পতিত হইয়া রোদন করিতে থাকিলেন। সাধ্বী যশস্বিনী কৃশতনু দীনবদনা রামমাতা কৌশল্যাদেবী ভরতকে আলিঙ্গন করত অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই কথা বলিলেন। ৭৬

পুত্র! তুমি দূরে মাতুলালয়ে গমন করিলে পর এই সব ব্যাপার হইয়াছে। তোমার মাতা তোমাকে নিশ্চয় সব বলিয়াছে, তুমি সেই সব মাতার আচরণ শুনিয়াছ। ৭৭

দুঃখসাগরে নিমগ্না আমাকে ত্যাগ করিয়া পুত্র রামচন্দ্র বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া ও মস্তকে জটাসমূহ বাঁধিয়া ভার্য্যা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে-ই চলিয়া গিয়াছে। ৭৮

হা রাম! হা রঘুবংশনাথ! তুমি পরাৎপর পরমাত্মা হইয়াও আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তথাপি দুঃখ আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে না, ইহাতে আমার এই বোধই হইতেছে যে, বিধিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্। ৭৯

সেই ভরত মাতা কৌশল্যাদেবীকে অত্যন্ত শোকে বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ করত বলিলেন,—মাতঃ! আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন। ৮০

রামের রাজ্যাভিষেকবিষয়ে কৈকেয়ী মাতা যাহা করিয়াছেন, কিংবা তৎসংক্রান্ত অন্য কিছু যদি আমি জানিয়া থাকি, বা কৈকেয়ী মাতাকে যদি এ বিষয়ে কোন প্রেরণা দিয়া থাকি, তাহা হইলে মাতঃ! আমার যেন শত ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হয়। ৮১

যদি সত্যই আমি এবিষয়ে কিছু জানিয়া থাকি, তবে দেবী অরুন্ধতীর সহিত কুলগুরু বশিষ্ঠকে খড়্গের আঘাতে হত্যার যে পাপ, সেই সম্পূর্ণ পাপ যেন আমার হয়। এইভাবে নানা শপথ করিয়া সেই সময় ভরত রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কৌশল্যাদেবী তাঁহাকে আলিঙ্গন করত বলিলেন,—পুত্র! আমি তাহা জানি। তুমি শোক করিও না। ৮২-৮৩

এই সময়ের মধ্যে ভরতের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করত মন্ত্রি-মণ্ডলীর সহিত বশিষ্ঠ রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভরতকে রোদন করিতে দেখিয়া বশিষ্ঠ সমাদরের সহিত বলিলেন,— সত্যপরায়ণ পরাক্রমশালী জ্ঞানী প্রভু বৃদ্ধ রাজা দশরথ সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখভোগ করিয়া বিপুল দক্ষিণার

রুদন্তং ভরতং দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠঃ প্রাহ সাদরম্ ।
বৃদ্ধো রাজা দশরথো জ্ঞানী সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৮৫
ভুক্ত্বা মর্ত্যসুখং সর্বমিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ ।
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈর্লব্ধ্বা রামং সুতং হরিম্ ॥ ৮৬
অন্তে জগাম ত্রিদিবং দেবেন্দ্রার্দ্ধাসনং প্রভুঃ ।
তং শোচসি বৃথৈব ত্বমশোচ্যং মোক্ষভাজনম্ ॥ ৮৭
আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধো জন্মনাশাদিবর্জিতঃ ।
শরীরং জড়মত্যর্থমপবিত্রং বিনশ্বরম্ ।
বিচার্যমাণে শোকস্য নাবকাশঃ কথঞ্চন ॥ ৮৮
পিতা বা তনয়ো বাপি যদি মৃত্যুবশং গতঃ ।
মূঢ়াস্তমনুশোচন্তি স্বাত্মতাড়নপূর্বকম্ ॥ ৮৯
নিঃসারে খলু সংসারে বিয়োগো জ্ঞানিনাং সদা ।
ভবেদ্ বৈরাগ্যহেতুত্বং শান্তিসৌখ্যং তনোতি চ ॥
জন্মবান্ যদি লোকেঽস্মিংস্তর্হি তং মৃত্যুরন্বগাৎ ।
তস্মাদপরিহার্যোঽয়ং মৃত্যুর্জন্মবতাং সদা ॥ ৯১
স্বকর্মবশতঃ সর্বজন্তূনাং প্রভবাপ্যয়ৌ ।
বিজ্ঞানন্নপি বিদ্বান্ কঃ কথং শোচতি বান্ধবান্ ॥ ৯২
ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো নষ্টাঃ সৃষ্টয়ো বহুশো গতাঃ ।
শুষ্যন্তি সাগরাঃ সর্বে কৈবাস্থা ক্ষণজীবিতে ॥ ৯৩
চলপত্রান্তলগ্নাম্বুবিন্দুবৎ ক্ষণভঙ্গুরম্ ।
আয়ুস্ত্যজত্যবেলায়াং কস্তত্র প্রত্যয়স্তব ॥ ৯৪
দেহী প্রাক্তনদেহোত্থকর্মণা দেহবান্ পুনঃ ।
তদ্দেহোত্থেন চ পুনরেবং দেহঃ সদাত্মনঃ ॥ ৯৫
যথা ত্যজতি বৈ জীর্ণং বাসো গৃহ্ণাতি নূতনম্ ।
তথা জীর্ণং পরিত্যজ্য দেহী দেহং পুনর্নবম্ ।
ভজত্যেব সদা তত্র শোকস্যাবসরঃ কুতঃ ॥ ৯৬
আত্মা ন ম্রিয়তে জাতু জায়তে ন চ বর্দ্ধতে ।
ষড়্ভাবরহিতোঽনন্তঃ সত্যপ্রজ্ঞানবিগ্রহঃ ।
আনন্দরূপো বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী লয়বিবর্জিতঃ ॥ ৯৭
এক এব পরো হ্যাত্মা হ্যদ্বিতীয়ঃ সমঃ স্থিতঃ ।
ইত্যাত্মানং দৃঢ়ং জ্ঞাত্বা ত্যক্ত্বা শোকং কুরু ক্রিয়াম্ ॥৯৮

সহিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞের দ্বারা বহু যজ্ঞ করিয়া শ্রীহরিকে পুত্র রামরূপে লাভ করত অন্তে দেবেন্দ্রের অর্দ্ধাসন স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। তুমি বৃথাই তাঁহার জন্য শোক করিতেছ; তিনি শোকের যোগ্য নন্, মোক্ষভাগী মহাপুরুষ। ৮৪ ৮৭

আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ ও জন্ম-মরণাদি বর্জিত। আর এই দেহ জড়, অতিশয় অপবিত্র ও নশ্বর। এইভাবে আত্মা ও অনাত্মা বিষয়ে বিচার করিলেও কোনরূপ শোকের অবকাশ থাকে না। ৮৮

পিতা কিংবা পুত্র যদি মৃত্যু বরণ করে, তাহা হইলে যাহারা মূঢ়, তাহারাই দেহে করাঘাত করিয়া শোক করিয়া থাকে। ৮৯

অসার এই সংসারে কিন্তু প্রিয়জনের বিয়োগ জ্ঞানিগণের বৈরাগ্যের কারণ এবং শান্তি ও সুখদায়ক হইয়া থাকে। ৯০

যদি এজগতে কেহ জন্মলাভ করে, তবে তাহার মৃত্যু অবশ্যই হইয়া থাকে। সেইহেতু জন্মগ্রহণকারীদিগের এই মৃত্যু সতত অপরিহার্য্য বলিয়া জানিবে। ৯১

সমস্ত জীবগণের নিজ নিজ কর্ম্মবশতঃ জন্ম ও বিনাশ হইয়া থাকে অর্থাৎ জন্ম ও মরণ প্রাণিগণের নিজ নিজ কর্ম্মের অধীন; ইহা জানিয়াও অজ্ঞ ব্যক্তি বান্ধবদিগের জন্য কেন শোক প্রকাশ করে? ৯২

দেখ, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হইয়াছে, বহু বহু সৃষ্টিও ধ্বংস হইয়াছে এবং সমস্ত সাগরসকলও শুকাইয়া গিয়াছে, সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর এ জীবনে কি আস্থা আছে, বল? ৯৩

চঞ্চল পত্রের প্রান্তভাগে সংলগ্ন জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর আয়ু অকালেও দেহকে ত্যাগ করিয়া যায়, সেই আয়ুর প্রতি তোমার এত বিশ্বাস কেন? ৯৪

দেহধারী জীব প্রাক্তন দেহে কৃত কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ সেই কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য পুনরায় দেহলাভ করে, আবার এই লব্ধ দেহে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়; এইভাবে (কর্মচক্রের দ্বারা) আত্মার সদা দেহ বন্ধন হইয়া থাকে। ৯৫

যেরূপ মানুষ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহধারী জীব ক্রমানুগত জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে, অতএব তাহার জন্য আর শোকের অবসর কোথায়? ৯৬

এই আত্মা কদাচ মরেন না, জন্মান না এবং বর্দ্ধিত হন না। ইনি জন্ম-মরণাদি ছয় প্রকার বিকারবর্জ্জিত, অনন্ত, সত্য, নির্ব্বিকল্প, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দরূপী, বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী এবং লয়বর্জ্জিত। ৯৭

এই আত্মা এক, প্রকৃতির পরবর্ত্তী, অদ্বিতীয় এবং সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান। আত্মাকে এইরূপে দৃঢ়তাসহকারে জ্ঞাত হইয়া শোক পরিহার পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন কর। ৯৮

তৈলদ্রোণ্যাং পিতুর্দেহমুদ্ধৃত্য সচিবৈঃ সহ।
কৃত্যং কুরু যথান্যায়মস্মাভিঃ কুলনন্দন॥ ৯৯
ইতি সম্বোধিতঃ সাক্ষাদ্ গুরুণা ভরতস্তদা।
বিসৃজ্যাজ্ঞানজং শোকং চক্রে স বিধিবৎ ক্রিয়াম্॥১০০

বংশের আনন্দদায়ক ভরত! মন্ত্রিগণ ও আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তুমি তৈলদ্রোণী হইতে পিতৃদেহ উত্তোলিত করিয়া পিতার যথাশাস্ত্র ঊর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন কর। ৯৯

সাক্ষাৎ কুলগুরু বশিষ্ঠ এইভাবে প্রবোধদান করিলে পর সেই সময় ভরত অজ্ঞানজাত শোক পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে পিতৃকার্য্য নিষ্পাদন করিলেন। ১০০

গুরু বশিষ্ঠের যথাযথ আদেশমত ভরত বিধিবিহিত কর্ম্মানুসারে আহিতাগ্নি অর্থাৎ সাগ্নিক পিতার দেহ সংস্কার করিয়া

গুরুণোক্তপ্রকারেণ আহিতাগ্নের্যথাবিধি।
সংস্কৃত্য স পিতুর্দেহং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥ ১০১
একাদশেঽহনি প্রাপ্তে ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।
ভোজয়ামাস বিধিবচ্ছতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ১০২

একাদশ দিবসে* শত শত সহস্র সহস্র বেদপারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি ভোজন করাইলেন॥ ১০১-১০২(১)

---

* একাদশ সংখ্যার ব্যাখ্যা করিয়াছেন টীকাকার শ্রীনরোত্তম মহোদয় এইরূপ—একঞ্চ একঞ্চ একঞ্চ একানি, একানি চ দশ চ তেষাং পূরণে ত্রয়োদশদিবসে ইত্যর্থঃ"। মনুবাক্যের সহিত বিরোধের পরিহারের জন্য এরূপ ব্যাখ্যা; কারণ, মনু বলিয়াছেন,—ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন অশৌচ এবং দ্বাদশ দিন অশৌচের পর দিবসে অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিবসে ক্ষত্রিয়ের আদ্য পারলৌকিক কৃত্য। "শুধ্যেদ্ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ। বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥" মনু০ ৫।৮৩। অন্যতম টীকাকার শ্রীগোপালচক্রবর্ত্তীমহোদয় এস্থলে "দশরাত্রপদেন স্ব-স্বজাত্যুক্তাশৌচকালস্য গ্রহণাৎ" এই কথা বলিয়াছেন। নিবন্ধকার আচার্য্যপ্রবর রঘুনন্দন তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্ব-গ্রন্থে "দশাহপদমশৌচকালোপলক্ষণম্" এই বলিয়াছেন; অতএব একাদশ দিবসকে ক্ষত্রিয়জাত্যুক্ত অশৌচকাল দ্বাদশ দিবসের পরদিবস ত্রয়োদশদিবস বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে বাল্মীকি-রামায়ণে—"সমতীতে দশাহে তু কৃতশৌচো নৃপাত্মজঃ। চক্রে দ্বাদশিকং শ্রাদ্ধং ত্রয়োদশিকমেব চ॥" এস্থলেও রঘুনন্দন "দশাহপদমশৌচকালোপলক্ষণম্। দ্বাদশিকং দ্বাদশাহেন নিবৃত্তম্। ত্রয়োদশাহবিধেয়মিত্যর্থঃ। এবং ত্রয়োদশিকং চতুর্দ্দশাহ-বিধেয়মিত্যর্থঃ। ইতি শ্রাদ্ধবিবেকঃ"—শুদ্ধিতত্ত্ব। সমতীতে দশাহে স্বজাত্যুক্তাশৌচকালে অতীতে সতি" কাশীরামটীকা। গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"দশাহে সমতীতে একাদশাহে বিধানতঃ কৃতশৌচঃ কৃতদাহাদিসংস্কারঃ ভরতেন মাতামহগৃহাদাগতেন তদানীমেব তৈলদ্রোণীস্থাপিতদশরথশরীরস্য দাহাদিত্যুন্নীয়তে। দ্বাদশাহে তু তদ্দিনবিহিতং পিণ্ডদানাদি চক্রে, ত্রয়োদশাহে তদ্দিনবিহিতং শ্রাদ্ধং চক্রে।" অতএব সর্ব্বমত-সামঞ্জস্য করিয়া দেখা যাইল—'ত্রয়োদশ দিবসেই' ভরত তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।

(১) সংস্কারসম্ভার অবলম্বন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন—

"হোতারস্তে পিতুরিমে বেদ বেদাঙ্গপারগাঃ।
অগ্নিহোত্রমুপাদায় জাবালিপ্রমুখাঃ স্থিতাঃ॥
গন্ধকার্ষ্ঠানি চেমানি সংস্কারার্থং পিতুস্তব।
উপাদায়াগ্রতঃ প্রেষ্যাঃ সজ্জিতাশ্চাপি তে পিতুঃ॥
অগ্নেঃ সমেধনার্থায় গন্ধমাল্যঞ্চ পুষ্কলম্।
গন্ধতৈলানি গন্ধাশ্চ ধূপাশ্চাগুরুসম্ভবাঃ॥
সজ্জিতা শিবিকা চেয়ং পিতুস্তে রত্নভূষিতা॥"

সৎকার সম্বন্ধে বাল্মীকি,—

"অথাস্য নরযুক্তারে বিবিক্তে মৃদুশাদ্বলে।
চন্দনাগুরুকাষ্ঠৈস্তে রাজ্ঞশ্চক্রুশ্চিতাং তদা॥
কালীয়কমৃণালৈশ্চ বালকোশীরপদ্মকৈঃ।
চিতাং তাং বিধিবচ্চক্রুর্বিপুলামথ তে জনাঃ॥
তস্যাং চিতায়াং নৃপতেঃ শরীরং তৎ সুহৃজ্জনঃ।
আশীশসৎ সমুৎক্ষিপ্য শোকব্যাকুললোচনঃ॥
তাং চিতাং পৃথিবীপালমারোপ্য ক্ষৌমবাসসম্।
যজ্ঞপাত্রচয়ং চক্রুস্তস্যোপরি দ্বিজাঃ॥
যথাস্থানেষু বিন্যস্য ত্রীনগ্নীন্ বিধিবদ্ধুতান্।
মন্ত্রানস্তর্মনোভিস্তু জপন্তোঽভ্যাদ্যুতক্রুধাঃ॥
হোতারো যজ্ঞপাত্রাণি পবিত্রৈর্মমৃজুস্তদা।
প্রযুজ্যানন্তরং তস্যাং চিতায়াং পরিচিক্ষিপুঃ॥
স্রুক্পাত্রাণি চষালানি মুষলোদূখলং তথা।
অরণীসহিতং চৈব পবিত্রাণি চ সর্ব্বশঃ॥
বিশস্য চ পশুং মেধ্যং মন্ত্রসংস্কারসংস্কৃতম্।
অন্বাস্তরণিকং রাজ্ঞঃ সমন্তাৎ পরিচিক্ষিপুঃ॥
প্রাগ্গ্রলাঙ্গলবিকৃষ্টাঞ্চ চিতাভূমিং সমন্ততঃ।
কৃত্বা বিধানতো ধেনুং সবৎসামত্যবাসৃজৎ॥
সর্পিস্তৈলবসাভিশ্চ সমন্তাৎ পরিষিচ্য তাম্।
চিতাং প্রজ্বালয়ামাস ভরতঃ সহ বন্ধুভিঃ॥
প্রজজ্বাল ততো বহ্নিঃ সহসৈব সমেধিতঃ।
সোঽর্চিষ্মানদহদ্ রাজ্ঞশ্চিতারূঢ়ং কলেবরম্॥
২।৮৭।২৯—৩৯

উদ্দিশ্য পিতরং তত্র ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং বহু।
দদৌ গবাং সহস্রাণি গ্রামান্ রত্নাম্বরাণি চ ॥১০৩
অবসৎ স্বগৃহে তত্র রামমেবানুচিন্তয়ন্।
বশিষ্ঠেন সহ ভ্রাত্রা মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ১০৪
রামেঽরণ্যং প্রয়াতে সহ জনকসুতা-লক্ষ্মণাভ্যাং সুঘোরং
মাতা মে রাক্ষসীব প্রদহতি হৃদয়ং দর্শনাদেব সদ্যঃ।
গচ্ছাম্যারণ্যমদ্য স্থিরমতিরখিলং দূরতোঽপাস্য রাজ্যং
রামং সীতাসমেতং স্মিতরুচির মুখং নিত্যমেবানুসেবে॥১০৫

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে উমামহেশ্বর-সংবাদে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

সেই দিনেই পিতার অক্ষয় স্বর্গবাস কামনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বহু ধন, বহু সহস্র গো, অনেক গ্রাম, নানাবিধ রত্নসমূহ এবং বস্ত্রসমূহ দান করিলেন। ১০৩

তারপর ভরত রামকেই চিন্তা করিতে করিতে গুরু বশিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন ও মন্ত্রিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেই অযোধ্যাতে বাস করিতে লাগিলেন। ১০৪

জনকনন্দিনী সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম ঘোরতর অরণ্যে গমন করিয়া রাক্ষসীর ন্যায় মাতার সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইলেই তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইত। এই সময় আমি বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া স্থির করিলাম যে, সম্পূর্ণ রাজ্য ত্যাগ করিয়া অদ্যই আমি বনে গমন করিব এবং তথায় সীতাদেবীর সহিত ঈষৎ হাস্যে মধুরবদন রামকে নিত্য সেবা করিব। ১০৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

(বশিষ্ঠস্যানুমতিং লব্ধ্বাপি রাজ্যমসংগৃহ্যৈব রামমানেতুং ভরতস্য বনগমনম্।)

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বশিষ্ঠো মুনিভিঃ সার্দ্ধং মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ।
রাজসভাং দেবসভাসন্নিভামবিশদ্ বিভুঃ ॥ ১
তত্রাসনে সমাসীনশ্চতুর্মুখ ইবাপরঃ।
আনীয় ভরতং তত্র উপবেশ্য সহানুজম্ ॥ ২
অব্রবীদ্ বচনং দেশকালোচিতমরিন্দমম্।
বৎস রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামস্ত্বামদ্য পিতৃশাসনাৎ ॥ ৩
কৈকেয্যা যাচিতং রাজ্যং ত্বদর্থে পুরুষর্ষভ।
সত্যসন্ধো দশরথঃ প্রতিজ্ঞায় দদৌ কিল।
অভিষেকো ভবত্বদ্য মুনিভির্মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥ ৪

অষ্টম অধ্যায়।

[বশিষ্ঠের অনুমতি পাইলেও রাজ্যগ্রহণ না করিয়াই রামকে ফিরাইয়া আনিতে ভরতের বনগমন।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন—প্রভু বশিষ্ঠ মন্ত্রিমণ্ডলীরদ্বারা(১) পরিবেষ্টিত হইয়া মুনিগণের সহিত দেবসভার ন্যায় রাজসভায় প্রবিষ্ট হইলেন। ১

তথায় দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় আসনে উপবিষ্ট হইয়া অনুজ শত্রুঘ্নের সহিত ভরতকে আনয়ন করত সেই রাজসভায় উপবেশন করাইয়া শত্রুসূদন ভরতকে দেশ ও কালোচিত এই কথা বলিলেন,—বৎস। তোমার পিতার আদেশানুসারে আমরা তোমাকে আজ রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। ২-৩(২)

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত। কৈকেয়ী তোমার জন্য এই রাজ্য রাজার নিকট যাচ্ঞা করিয়াছেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ দশরথ পূর্ব্বে দুইটি বর দিবার জন্য তোমার মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য এই রাজ্য তোমাকে প্রদান করিয়াছেন ।৪

(১) এবিষয়ে বাল্মীকি-রামায়ণে যথা,—
সুমন্ত্রং জৈমিনিঞ্চৈব সমন্তং বিজয়ং তথা।
মন্ত্রিণো নৈগমাংশ্চাক্তান্ প্রধানাংশ্চ তথা জনান্।

(২) রাজা যদি উত্তরাধিকারীকে রাজ্যদান না করিয়া মৃত্যুবরণ করেন, তাহা হইলে পুরোহিত প্রভৃতিগণ সেই রাজ্য উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিবেন; যথা—"রাজ্যমদত্ত্বৈব রাজ্ঞি মৃতে রাজপুত্রায় পুরোহিত-মন্ত্রিভিরপি রাজ্যং দাতব্যং বৈদিক-লৌকিককর্ম্মসু রাজপ্রাতিনিধ্যাৎ।" ইতি রাজনীতিরত্নাকরে।

তচ্ছ্রুত্বা ভরতোঽপ্যাহ মম রাজ্যেন কিং মুনে ॥৫
রামো রাজাঽধিরাজশ্চ বয়ং তস্যৈব কিঙ্করাঃ।
শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামো রামমানেতুমঞ্জসা ॥ ৬
অহং যূয়ং মাতরশ্চ কৈকেয়ীং রাক্ষসীং বিনা।
হনিষ্যাম্যধুনৈবাহং কৈকেয়ীং মাতৃগন্ধিনীম্ ॥৭
কিন্তু মাং নো রঘুশ্রেষ্ঠ স্ত্রীহন্তারং সহিষ্যতে।
তচ্ছ্রুত্বাভূতে গমিষ্যামি পাদচারেণ দণ্ডকান্ ॥৮
শত্রুঘ্নসহিতস্তূর্ণং যূয়মায়াত বা ন বা।
রামো যথা বনে যাতস্তথাঽহং বল্কলাম্বরঃ ॥ ৯
ফলমূলকৃতাহারঃ শত্রুঘ্নসহিতো মুনে।
ভূমিশায়ী জটাধারী যাবদ্ রামো নিবর্ত্ততে ॥ ১০
ইতি নিশ্চিত্য ভরতস্তূষ্ণীমেবাবতস্থিবান্।
সাধু সাধ্বিতি তং সর্বে প্রশশংসুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ১১

সুতরাং মুনিগণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আজই তোমার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করুন। বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভরতও বলিলেন,—মুনে। আমার রাজ্য লইয়া কি হইবে।

কারণ, রাম হইলেন আমাদের রাজাধিরাজ, আমরা তাঁহারই সেবক মাত্র। আগামী কাল প্রভাতে আমি, আপনারা এবং রাক্ষসী কৈকেয়ী ব্যতীত অন্য মাতৃগণ—এই আমরা সকলে সত্বর রামকে অযোধ্যায় আনিবার জন্য গমন করিব। আর রাজমাতা হইবার উচ্চাভিলাষিণী কৈকেয়ীকে আমি এখনই হত্যা করিব। ৫-৭

কিন্তু রঘুশ্রেষ্ঠ রাম স্ত্রী হত্যাকারী মহাপাপী আমাকে সহ্য করিতে পারিবেন না। তাহা যাহা হউক, আপনারা আসুন বা না আসুন; আগামীকাল প্রভাতে আমি রাম যেরূপ বল্কল ধারণ করিয়া বনে গিয়াছেন, সেইভাবে আমিও বল্কল বস্ত্র পরিধান করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত অতি দ্রুত পাদব্রজে(১) দণ্ডকারণ্যে গমন করিব। ৮-৯

(১) পদব্রজেগমনের কথা বাল্মীকিরামায়ণে নাই, যথা—
"সজ্জং তদ্বলং জ্ঞাত্বা ভরতো গুরুসন্নিধৌ।
রথং মে ত্বরয়স্বেতি সুমন্ত্রং পার্শ্বতোঽব্রবীৎ।" ২।৮৯।৮
"ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তমাস্থায় স্যন্দনোত্তমম্।
প্রযযৌ ভরতঃ শ্রীমান্ রামদর্শনকাঙ্ক্ষয়া।" ২।৯০।১
ভরত রথে করিয়াই রামের নিকট গিয়াছিলেন, ইহাই বাল্মীকি-রামায়ণে পাওয়া যায়।

ততঃ প্রভাতে ভরতং গচ্ছন্তং সর্বসৈনিকাঃ।
অনুজগ্মুঃ সুমন্ত্রেণ নোদিতাঃ সাশ্বকুঞ্জরাঃ ॥ ১২
কৌশল্যাদ্যা রাজদারা বশিষ্ঠপ্রমুখা দ্বিজাঃ।
ছাদয়ন্তো ভুবং সর্বে পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোঽগ্রতঃ ॥ ১৩
শৃঙ্গবেরপুরং গত্বা গঙ্গাকূলে সমন্ততঃ।
উবাস মহতী সেনা শত্রুঘ্নপরিচোদিতা ॥ ১৪
আগতং ভরতং শ্রুত্বা গুহঃ শঙ্কিতমানসঃ।
মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধমাগতো ভরতঃ কিল ॥ ১৫
পাপং কর্ত্তুং ন বা যাতি রামস্যাবিদিতাত্মনঃ।
গত্বা তদ্ধৃদয়ং জ্ঞেয়ং যদি শুদ্ধস্তরিষ্যতি ॥ ১৬
গঙ্গাং নো চেৎ সমাকৃষ্য নাবস্তিষ্ঠন্তু সায়ুধাঃ।
জ্ঞাতয়ো মে সমায়ত্তাঃ পশ্যন্তঃ সর্বতো দিশম্ ॥ ১৭

মুনিবর। যতকাল রাম এই অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, ততকাল আমি শত্রুঘ্নের সহিত ফল-মূল আহার করিয়া এবং জটা ধারণ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভরত তখন নীরব হইয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন আনন্দসহকারে সভাসদ্গণ সকলেই 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন। ১০-১১

তারপর প্রাতঃকালে ভরতকে গমন করিতে দেখিয়া সুমন্ত্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অশ্ব ও হস্তিগণের সহিত সমস্ত সৈন্যবৃন্দ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। ১২

কৌশল্যাদি রাজপত্নীগণ এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজগণ সকলে পৃথিবীকে আবৃত করিয়া ভরতের পশ্চাতে পশ্চাতে, পার্শ্বে পার্শ্বে ও অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। ১৩

এইভাবে শৃঙ্গবেরপুরে যাইয়া গঙ্গাতীরের চারিদিকে শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক অনুপ্রেরিত হইয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী শিবির স্থাপন করিল। ১৪

'ভরত আসিয়াছেন' এই কথা শুনিয়া গুহ মনে মনে ভীত হইয়া উঠিলেন এবং চিন্তা করিলেন, বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত ভরত আসিয়াছেন। ১৫

সুতরাং তিনি কোন পাপকার্য্য (রামকে বধ) করিতে যাইতেছেন কি না ? কিন্তু রাম ত' এই বৃত্তান্ত কিছুই জানেন না। যাহাই হউক, আমি যাইয়া তাঁহার হৃদ্গত অভিপ্রায়

ইতি সর্বান্ সমাদিশ্য গুহো ভরতমাগতঃ ।
উপায়নানি সংগৃহ্য বিবিধানি বহূন্যপি ॥ ১৮

প্রযযৌ জ্ঞাতিভিঃ সার্দ্ধং বহুভির্বিবিধায়ুধৈঃ ।
নিবেদ্যোপায়নান্যগ্রে ভরতস্য সমন্ততঃ ॥ ১৯

দৃষ্ট্বা ভরতমাসীনং সানুজং সহ মন্ত্রিভিঃ ।
চীরাম্বরং ঘনশ্যামং জটামুকুটধারিণম্ ॥ ২০

রামমেবানুশোচন্তং রাম রামেতি বাদিনম্ ।
ননাম শিরসা ভূমৌ গুহোঽহমিতি চাব্রবীৎ । ২১

শীঘ্রমুত্থাপ্য ভরতো গাঢ়মালিঙ্গ্য সাদরম্ ।
পৃষ্ট্বাঽনাময়মব্যগ্রঃ সখায়মিদমব্রবীৎ ॥ ২২

ভ্রাতস্ত্বং রাঘবেণাত্র সমেতঃ সমবস্থিতঃ ।
রামেণালিঙ্গিতঃ সার্দ্রনয়নেনামলাত্মনা ॥ ২৩

ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি যত্ত্বয়া পরিভাষিতঃ ।
রামো রাজীবপত্রাক্ষো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ॥ ২৪

তত্র রামস্ত্বয়া দৃষ্টস্তত্র মাং নয় সুব্রত ।
সীতয়া সহিতো যত্র সুপ্তস্তদ্ দর্শয়স্ব মে ॥ ২৫

ত্বং রামস্য প্রিয়তমো ভক্তিমানসি ভাগ্যবান্ ।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রামং সাশ্রুবিলোচনঃ ॥২৬

গুহেন সহিতস্তত্র যত্র রামঃ স্থিতো নিশি ।
যযৌ দদর্শ শয়নস্থলং কুশসমাস্তৃতম্ ॥ ২৭

সীতাভরণসংলগ্নস্বর্ণবিন্দুভিরঞ্চিতম্ ।
দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ো ভরতঃ পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ২৮

অহোঽতিসুকুমারী যা সীতা জনকনন্দিনী ।
প্রাসাদে রত্নপর্য্যঙ্কে কোমলাস্তরণে শুভে ॥২৯

রামেণ সহিতা শেতে সা কথং কুশবিষ্টরে ।
সীতা রামেণ সহিতা দুঃখেন মম দোষতঃ ॥ ৩০

ধিঙ্ মাং জাতোঽস্মি কৈকেয্যাং পাপরাশিসমানতঃ
মন্নিমিত্তমিদং ক্লেশং রামস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৩১

অহোঽতিসফলং জন্ম লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ ।
রামমেব সদান্বেতি বনস্থমপি হৃষ্টধীঃ ॥ ৩২

অহং রামস্য দাসা যে তেষাং দাসস্য কিঙ্করঃ ।
যদি স্যাং সফলং জন্ম মম ভূয়ান্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩

বুঝিয়া আসি। যদি দেখি যে তিনি শুদ্ধহৃদয়, তাহা হইলে তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিব। যদি তাহা না হয়, তবে আমার অধীনস্থ জ্ঞাতিগণ অস্ত্রধারণ করতে সাবধান হইয়া চতুর্দ্দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে নৌকাসকল সবলে ধরিয়া রাখিবে। ১৬-১৭

এইভাবে সকলকে আদেশ করিয়া গুহ ভরতের নিকট আসিলেন। প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ উপায়নসকল লইয়া বহুবিধ অস্ত্রধারী জ্ঞাতিগণের সহিত গুহ প্রস্থিত হইলেন এবং ভরতের সম্মুখে চারিদিকে উপায়নসমূহ নিবেদন করিলেন। ১৮-১৯।

অনুজ শত্রুঘ্ন ও মন্ত্রিবর্গের সহিত উপবিষ্ট, বল্কখণ্ড পরিধায়ী, মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ, জটাসমূহকে মুকুটের ন্যায় ধারণকারী, রামেরই জন্য অনুশোচনাকারী, এবং 'রাম রাম' এই নাম গ্রহণকারী ভরতকে দেখিয়া মস্তকের দ্বারা ভূমিতে প্রণাম করিলেন ও বলিলেন—আমি গুহ (আসিয়াছি)। ২০-২১

ভরত সত্বর তাঁহাকে তুলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করত মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া ধীরভাবে সখা গুহকে এই কথা বলিলেন। ২২

ভ্রাতঃ। তুমি এস্থানে রাঘবের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করিয়াছিলে এবং নির্ম্মল হৃদয় রাম প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। ২৩

লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কমললোচন রাম যখন তোমার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন, তখন তুমি ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়া গিয়াছ। ২৪

সুব্রত। তুমি রামকে যথায় দর্শন করিয়াছিলে, আমাকে তথায় লইয়া চল। সীতার সহিত তিনি যে স্থানে নিদ্রা গিয়াছিলেন, সেই স্থানও তুমি আমাকে দর্শন করাও। ২৫

তুমি রামের প্রিয়তম ভক্ত এবং ভাগ্যবান্। ভরত অশ্রুপূর্ণ নয়নে এইভাবে রামকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া যেখানে রাম রাত্রিতে বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গুহের সহিত গমন করিলেন। কুশসমূহে সমাচ্ছন্ন এবং সীতার আভরণসমূহের স্বর্ণখণ্ডের দ্বারা অলঙ্কৃত শয়নস্থল ভরত যখন দর্শন করিলেন, তখন দুঃখ সন্তপ্ত হৃদয়ে ভরত বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২৬-২৮

অহো। অতিশয় সুকুমারী (কোমলাঙ্গী) জনকনন্দিনী যে সীতা রাজপ্রাসাদে সুন্দর কোমল আস্তরণে (বিছানার চাদরে) আচ্ছাদিত রত্নভূষিত পালঙ্কে রামের সহিত শয়ন করিতেন, রামের সহিত সেই সীতা কিরূপে আমারই দোষে অতিশয় দুঃখ সহকারে এই কুশশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। ২৯-৩০

ভ্রাতর্জানাসি যদি তৎ কথয়স্ব মমাখিলম্ ।
যত্র তিষ্ঠতি তত্রাহং গচ্ছাম্যানেতুমঞ্জসা ॥ ৩৪
গুহস্তং শুদ্ধহৃদয়ং জ্ঞাত্বা সস্নেহমব্রবীৎ ।
দেব ত্বমেব ধন্যোঽসি যস্য তে ভক্তিরীদৃশী ॥ ৩৫
রামে রাজীবপত্রাক্ষে সীতায়াং লক্ষ্মণে তথা ।
চিত্রকূটাদ্রিনিকটে মন্দাকিন্যাবিদূরতঃ ॥ ৩৬
মুনীনামাশ্রমপদে রামস্তিষ্ঠতি সানুজঃ ।
জানক্যা সহিতো নন্দাৎ সুখমাস্তে কিল প্রভুঃ ॥ ৩৭
তত্র গচ্ছামহে শীঘ্রং গঙ্গাং তর্তুমিহার্হসি ।
ইত্যুক্ত্বা ত্বরিতং গত্বা নাবঃ পঞ্চশতানি চ ॥ ৩৮
সমানয়ৎ সসৈন্যস্য তর্ত্তুং গঙ্গাং মহানদীম্ ।

হায়, আমাকে ধিক্ ! কারণ, মূর্ত্তিমান্ পাপরাশির সমান কৈকেয়ীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি । (হায় ! হায় !!) আমার জন্যই পরমাত্মা রামকে এই ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে । ৩১

অহো ! মহাত্মা লক্ষ্মণের জন্মই অতিশয় সফল হইয়াছে, কারণ, রাম বনে বাস করিলেও সে হৃষ্টচিত্তে রামেরই অনুসরণ করিতেছে । ৩২

রামের যাঁহারা দাস, আমি যদি তাঁহাদের দাসের কিঙ্কর (সেবক) হইতে পারি, তাহা হইলেই আমার জন্ম সফল হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ৩৩

ভ্রাতঃ ! রাম যথায় আছেন, ইহা যদি তুমি জান, তাহা হইলে সব কিছুই আমাকে বল । আমি রামকে আনিবার জন্য তথায় সত্বর গমন করিব । ৩৪

গুহ সেই ভরতকে শুদ্ধহৃদয় (১) জানিতে পারিয়া স্নেহের সহিত এই কথা বলিলেন,—দেব ! তুমিই ধন্য ; কারণ, পদ্মপত্র-

(১) এস্থলে গুহ প্রশ্ন না করিয়াই ভরতের হৃদয়ের পবিত্রতা জানিতে পারিলেন ; কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে প্রশ্নের পর যথা,—গুহের প্রশ্ন—

"কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ।
অতিভীমা হি সেনেয়ং শঙ্কাং জনয়তীব মে ।"
২।৯২।১৬

ভরতের উত্তর যথা,—
"মা ভূৎ স কালো যৎ কষ্টং ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি ।
রাঘবার্থং স হি ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো মম ।
উপাবর্ত্তয়িতুং যামি কাকুৎস্থং বনবাসিনম্ ।
বুদ্ধিরন্যা ন তে কার্য্যা সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ।
২।৯২।১৮-১৯

স্বয়মেবানিনায়ৈকাং রাজনাবং গুহস্তদা ॥ ৩৯
আরোপ্য ভরতং তত্র শত্রুঘ্নং রামমাতরম্ ।
বশিষ্ঠঞ্চ তথান্যত্র কৈকেয়ীং চান্যযোষিতঃ ॥ ৪০
তীর্ত্বা গঙ্গাং যযৌ শীঘ্রং ভরদ্বাজাশ্রমং প্রতি ।
দূরে স্থাপ্য মহাসৈন্যং ভরতঃ সানুজো যযৌ ॥৪১
আশ্রমে মুনিমাসীনং জ্বলন্তমিব পাবকম্ ।
দৃষ্ট্বা ননাম ভরতঃ সাষ্টাঙ্গমতিভক্তিতঃ ॥ ৪২
জ্ঞাত্বা দাশরথিং প্রীত্যা পূজয়ামাস মৌনিরাট্ ।
পপ্রচ্ছ কুশলং দৃষ্ট্বা জটাবল্কলধারিণম্ ॥ ৪৩
রাজ্যং প্রশাসতস্তেঽস্য কিমেতদ্ বল্কলাদিকম্ ।
আগতোঽসি কিমর্থং ত্বং বিপিনং মুনিসেবিতম্ ॥৪৪

সদৃশ বিশালনয়নশোভিত রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের উপর তোমার এরূপ ভক্তি আছে । চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকটে মন্দাকিনীর অনতিদূরে মুনিগণের আশ্রমসন্নিধানে জানকীর সহিত ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছেন । প্রভু তথায় আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে সুখের সহিত বাস করিতেছেন ।৩৫-৩৭

আমরা তথায় শীঘ্র গমন করিব । এস্থানেই তোমাকে গঙ্গা পার হইতে হইবে । এই কথা বলিয়া সত্বর গমন করত সৈন্যসহ ভরতের গঙ্গাপারের জন্য পাঁচশত নৌকা আনিলেন । স্বয়ং গুহ একাকীই একটি রাজযোগ্য নৌকা আনিলেন । ৩৯

সেই নৌকায় ভরত, শত্রুঘ্ন, রামমাতা কৌশল্যা ও বশিষ্ঠকে আরোহণ করাইয়া এবং অন্য নৌকায় কৈকেয়ী ও অন্যান্য স্ত্রীগণকে আরোহণ করাইয়া গঙ্গা পার হইয়া ভরদ্বাজের আশ্রমের দিকে গমন করিলেন । আশ্রম হইতে দূরে বিশাল সৈন্যবাহিনীকে রাখিয়া অনুজ শত্রুঘ্নের সহিত ভরত আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । ৪০-৪১ ।

সেই আশ্রমে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ভরদ্বাজমুনিকে আসনে সমাসীন দেখিয়া ভরত অতিশয় ভক্তিসহকারে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন ॥ ৪২

সেই মৌনব্রত পালনকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ তাঁহাকে দশরথের পুত্র বলিয়া জানিয়া প্রীতিসহকারে তাঁহাকে সমাদর করিলেন এবং তাঁহাকে জটাবল্কলধারী দেখিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । ৪৩

বৎস ! তুমি রাজ্যশাসন করিতেছ, অথচ আজ এই বল্কলাদি ধারণ করিয়াছ কেন ? মুনিসেবিত এই নির্জন বনে তুমি কিজন্য আসিয়াছ ? ৪৪

ভরদ্বাজবচঃ শ্রুত্বা ভরতঃ সাশ্রুলোচনঃ।
সর্বং জানাসি ভগবন্ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
তথাপি পৃচ্ছসে কিঞ্চিৎ তদনুগ্রহ এব মে ॥ ৪৫
কৈকেয্যা যৎ কৃতং কর্ম রামরাজ্যবিঘাতনম্।
বনবাসাদিকং বাপি ন হি জানামি কিঞ্চন ॥ ৪৬
ভবৎপাদযুগং মেঽত্র প্রমাণং মুনিসত্তম ৪৭
ইত্যুক্ত্বা পাদযুগলং মুনেঃ স্পৃষ্ট্বার্তমানসঃ।
জ্ঞাতুমর্হসি মাং দেব শুদ্ধো বাশুদ্ধ এব বা ॥ ৪৮
মম রাজ্যেন কিং স্বামিন্ রামে তিষ্ঠতি রাজনি
কিঙ্করোঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রস্য শাশ্বতঃ ॥ ৪৯
অতো গত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ রামস্য চরণান্তিকে।
পতিত্বা রাজ্যসম্ভারান্ সমর্প্যাত্রৈব রাঘবম্ ॥ ৫০
অভিষেক্ষ্যে বশিষ্ঠাদ্যৈঃ পৌরজানপদৈঃ সহ।

ভরদ্বাজের বাক্য শ্রবণ করত ভরত অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি সকল প্রাণীর অভিপ্রায় অবগত আছেন (অথবা আপনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী); সুতরাং সবকিছুই জানেন, তথাপি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কেবল আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্যই। ৪৫

কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকবিঘ্নকর যে কার্য্য করিয়াছেন কিংবা রামের বনবাসাদি যাহা কিছু কর্ম্ম, আমি তাহা কিছুই জানি না। মুনিবর! আপনার শ্রীচরণযুগলই আজ আমার এবিষয়ে প্রমাণ। ৪৬-৪৭

এই কথা বলিয়া ভরত দুঃখিত চিত্তে মুনির শ্রীপাদযুগল স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—মুনিসত্তম! আপনি বিচার করিয়া বলুন যে, আমি শুদ্ধ (নির্দোষ) কিংবা অশুদ্ধ (দোষী)। ৪৮

স্বামিন্! রাম রাজা থাকিতে আমার রাজ্যে কি প্রয়োজন? মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি শ্রীরামচন্দ্রের চিরকালের কিঙ্কর। ৪৯

মুনিশ্রেষ্ঠ! অতএব আমি গমন করত শ্রীরামের শ্রীচরণ সমীপে পতিত হইয়া এবং সেস্থানেই রাঘবকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পুরবাসী ও জনপদবাসিগণের সহিত বশিষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। সেই রমানাথ (লক্ষ্মীপতি) রামকে অযোধ্যায় লইয়া যাইব এবং আমি দাস হইয়া অতি নীচের ন্যায় তাঁহার সেবা করিব। ৫০-৫১

ভরত কর্ত্তৃক কথিত এই বাক্য মুনি ভরদ্বাজ শ্রবণ করত বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রশংসা করিলেন। ৫২

বৎস! আমি পূর্ব্বেই জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা এই ভাবী বৃত্তান্ত

নেষ্যেঽযোধ্যাং রমানাথং দাসঃ সেবেঽতিনীচবৎ ॥৫১
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য ভরতস্য বচো মুনিঃ।
আলিঙ্গ্য মূর্ধ্ন্যবঘ্রায় প্রশশংস সবিস্ময়ঃ ॥ ৫২
বৎস জ্ঞাতং পুরৈবৈতদ্ভবিষ্যং জ্ঞানচক্ষুষা।
মা শুচস্ত্বং পরো ভক্তঃ শ্রীরামে লক্ষ্মণাদপি ॥ ৫৩
আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি সসৈন্যস্য তবানঘ।
অদ্য ভুক্ত্বা সসৈন্যস্ত্বং শ্বো গন্তা রামসন্নিধিম্ ॥ ৫৪
যথা জ্ঞাপয়তি ভবাংস্তথেতি ভরতোঽব্রবীৎ।
ভরদ্বাজস্তপঃ স্পৃষ্ট্বা মৌনী হোমগৃহে স্থিতঃ ॥ ৫৫
দধ্যৌ কামদুঘাং কামবর্ষিণীং কামদো মুনিঃ।
অসৃজৎ কামধুক্ সর্বং যথাকামমলৌকিকম্ ॥ ৫৬
ভরতস্য সসৈন্যস্য যথেষ্টঞ্চ মনোরথম্।
যথা ববর্ষ সকলং তৃপ্তাস্তে সর্বসৈনিকাঃ ॥ ৫৭

অবগত আছি। তুমি শোক করিও না, লক্ষ্মণ অপেক্ষা তুমিই শ্রীরামের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। ৫৩

নিষ্পাপ ভরত! সৈন্যের সহিত তোমার আমি অতিথি-সেবা করিতে ইচ্ছা করি। অদ্য সসৈন্যে তুমি ভোজন করিয়া আগামী কাল রামের নিকটে গমন করিবে। ৫৪

তখন ভরত বলিলেন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই পালন করিব। ইহার পর ভরদ্বাজ মুনি জল স্পর্শ করিয়া মৌন অবলম্বন করত হোমগৃহেই অবস্থান করিলেন। ৫৫

কামনা পূরণকারী মুনি অভিলষিত বস্তু বর্ষণকারিণী কামদুঘা (১) অর্থাৎ কামধেনুকে ধ্যান করিলেন। তখন সেই কামধেনু অলৌকিক সমস্ত অভিলষিত বস্তু সমূহ মুনির ইচ্ছানুসারে সৃজন করিলেন। ৫৬

সসৈন্য ভরতের যাহাতে সমস্ত মনোরথ অভিপ্রায়ানুসারে পূর্ণ হয়, তদনুযায়ী সেই কামধেনু তখন সব কিছুই বর্ষণ করিলেন। ইহাতে সমস্ত সৈন্যগণই তৃপ্ত হইল। ৫৭

(১) এই অধ্যাত্মরামায়ণে অতিথিসৎকারের জন্য ভরদ্বাজের কামধেনুর ধ্যানের কথা বর্ণনা আছে, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে, যথা—

"অগ্নিশালাং প্রবিশ্যাথ পীত্বাপঃ পরিমৃজ্য চ।
আতিথ্যার্থী ভরদ্বাজো বিশ্বকর্ম্মাণমাহ্বয়ৎ।
আহুয় বিশ্বকর্ম্মাণং স্বয়ং ত্বষ্টারমব্রবীৎ।
আতিথ্যং কর্ত্তুমিচ্ছামি তৎ তু মে সংবিধীয়তাম্।"
(২।১০০।১০-১১)

বশিষ্ঠং পূজয়িত্বাঽগ্রে শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা।
পশ্চাৎ সসৈন্যং ভরতং তর্পয়ামাস যোগিরাট্ ॥ ৫৮
উষিত্বা দিনমেকন্তু আশ্রমে স্বর্গসন্নিভে।
অভিবাদ্য পুনঃ প্রাতর্ভরদ্বাজং সহানুজঃ।
ভরতস্তু কৃতানুজ্ঞঃ প্রয়যৌ রামসন্নিধিম্ ॥ ৫৯
চিত্রকূটমনুপ্রাপ্য দূরে সংস্থাপ্য সৈনিকান্।
রামসন্দর্শনাকাঙ্‌ক্ষী প্রযযৌ ভরতঃ স্বয়ম্ ॥ ৬০
শত্রুঘ্নেন সুমন্ত্রেণ গুহেণ চ পরন্তপঃ।
তপস্বিমণ্ডলং সর্বং বিচিন্বানো ন্যবর্ত্তত ॥ ৬১
অদৃষ্ট্বা রামভবনমপৃচ্ছদৃষিমণ্ডলম্।
কুত্রাঽঽস্তে সীতয়া সার্দ্ধং লক্ষ্মণেন রঘূত্তমঃ ॥ ৬২

মুনিরাজ ভরদ্বাজ সর্ব্বাগ্রে বশিষ্ঠকে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের দ্বারা পূজা করিয়া পরে সৈন্যগণের সহিত ভরতের তৃপ্তি সাধন করিলেন। ৫৮

স্বর্গোপম সেই আশ্রমে একদিন বাস করিয়া অনুজ শত্রুঘ্নের সহিত ভরত প্রাতঃকালে ভরদ্বাজ মুনিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করত রামসমীপে গমন করিলেন। ৫৯

তারপর চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া সৈন্যদিগকে দূরে সংস্থাপিত করিয়া রামদর্শনাভিলাষী ভরত স্বয়ং গমন করিলেন। শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র ও গুহকে সঙ্গে লইয়া ভরত সমস্ত তপস্বিস্থানসমূহ অন্বেষণ করত রামভবন দেখিতে না পাইয়া ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রঘূত্তম রাম কোথায় আছেন? ৬০-৬২

উচুরগ্রে গিরেঃ পশ্চাদ্ গঙ্গায়া উত্তরে তটে।
বিবিক্তং রামসদনং রম্যং কাননমণ্ডিতম্ ॥ ৬৩
সফলৈরাম্রপনসৈঃ কদলীষণ্ডসংবৃতম্।
চম্পকৈঃ কোবিদারৈশ্চ পুন্নাগৈর্বকুলৈস্তথা ॥ ৬৪
এবং দর্শিতমালোক্য মুনিভির্ভরতোঽগ্রতঃ।
হর্ষাদ্ যযৌ রঘুশ্রেষ্ঠভবনং মন্ত্রিণা সহ ॥ ৬৫
দদর্শ দূরাদতিভাস্বরং শুভং
রামস্য গেহং মুনিবৃন্দসেবিতম্।
বৃক্ষাগ্রসংলগ্নসুবল্কলাজিনং
রামাভিরামং ভরতঃ সহানুজঃ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

তখন তাঁহারা বলিলেন,—এই যে সম্মুখে পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে মন্দাকিনী নদীর উত্তর তীরে ফলশালী আম, পনস (কাঁটাল), এবং প্রভৃত চম্পক, কোবিদার ও পুন্নাগ বৃক্ষসমূহে রমণীয়, কদলীবৃক্ষশ্রেণীতে আবৃত ও বনবিভূষিত রামভবন দেখা যাইতেছে। ৬৩-৬৪

ভরত সম্মুখে মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত রঘুশ্রেষ্ঠ রামের ভবন অবলোকন করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া মন্ত্রী সুমন্ত্রের সহিত তথায় গমন করিলেন। ৬৫

অনুজ শত্রুঘ্নের সহিত ভরত দূর হইতে দেখিলেন,—অতিশয় ভাস্বর, মুনিবৃন্দসেবিত ও সুন্দর রামের গৃহ রামের দ্বারা পরম রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং সে স্থানের বৃক্ষসকলের শাখাগ্রভাগে উত্তম বল্কল ও অজিন (মৃগচর্ম্ম) বাঁধা আছে। ৬৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্ম রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরামেণ সহ ভরতস্য মিলনং কথোপকথনঞ্চ, শ্রীরামস্য পাদুকে গৃহীত্বা নন্দিগ্রামে ভরতস্য রাজ্যস্থাপনম্, শ্রীরামস্যাত্রিমুনেরাশ্রমে গমনঞ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ :

অথ গত্বাশ্রমপদসমীপং ভরতো মুদা।
সীতারামপদৈর্যুক্তং পবিত্রমতিশোভনম্ ॥ ১

স তত্র বজ্রাঙ্কুশবারিজাঞ্চিত-
ধ্বজাদিচিহ্নানি পদানি সর্বতঃ।
দদর্শ রামস্য ভুবোঽতিমঙ্গলা-
ন্যচেষ্টয়ৎ পাদরজঃসু সানুজঃ ॥ ২

অহো সুধন্যোঽহমমূনি রাম-
পদারবিন্দাঙ্কিতভূতলানি।
পশ্যামি যৎ পাদরজো বিমৃগ্যং
ব্রহ্মাদিদেবৈঃ শ্রুতিভিশ্চ নিত্যম্ ॥ ৩

ইত্যদ্ভুতপ্রেমরসাপ্লুতাশয়ো
বিগাঢ়চেতা রঘুনাথভাবনে।
আনন্দজাশ্রুস্নপিতস্তনান্তরঃ
শনৈরবাপাশ্রমসন্নিধিং হরেঃ ॥ ৪

স তত্র দৃষ্ট্বা রঘুনাথমাস্থিতং
দূর্বাদলশ্যামলমায়তেক্ষণম্।
জটাকিরীটং নববল্কলাম্বরং
প্রসন্নবক্ত্রং তরুণারুণদ্যুতিম্ ॥ ৫

বিনোদয়ন্তং জনকাত্মজাং শুভাং
সৌমিত্রিণা সেবিতপাদপঙ্কজম্।
তদাভিদুদ্রাব রঘূত্তমং শুচা
হর্ষাচ্চ তৎপাদযুগং ত্বরাগ্রহীৎ ॥ ৬

রামস্তমাকৃষ্য সুদীর্ঘবাহু-
র্দোর্ভ্যাং পরিষ্বজ্য সিষিঞ্চ নেত্রজৈঃ।
জলৈরথাঙ্কোপরি সন্ন্যবেশয়ৎ
পুনঃ পুনঃ সম্পরিষস্বজে বিভুঃ ॥ ৭

অথ তা মাতরঃ সর্বাঃ সমাজগ্মুস্ত্বরান্বিতাঃ।
রাঘবং দ্রষ্টুকামাস্তাস্তৃষার্তা গৌর্যথা জলম্ ॥ ৮

নবম অধ্যায়।

[শ্রীরামের সহিত ভরতের মিলন ও কথোপকথন, শ্রীরামের পাদুকাদ্বয় লইয়া নন্দিগ্রামে ভরতের রাজ্য স্থাপন এবং শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রমে গমন।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—অনন্তর ভরত আনন্দ সহকারে সীতা-রামের পদচিহ্নসমূহে যুক্ত, অতএব পবিত্র, অতিশয় সৌন্দর্য্যময় শ্রীরামের আশ্রমস্থান সমীপে গমন করত তথায় ভুবনের অতি মঙ্গলকর বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মযুক্ত ধ্বজাদিরেখাঙ্কিত শ্রীরামের পদচিহ্নসমূহ সর্ব্বত্র দেখিতে পাইলেন। তখন সেই ভরত অনুজ শত্রুঘ্নের সহিত সেই সব পদধূলির উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। ১-২

তারপর ভরত বলিলেন—অহো! অতিশয় ধন্য হইলাম; কারণ, যাঁহার পদধূলি ব্রহ্মাদি দেবগণ ও শ্রুতিসকল সতত অন্বেষণ করেন, সেই শ্রীরামের পাদপদ্মচিহ্নযুক্ত এই আশ্রমভূমি-সমূহ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। ৩

এইরূপ অদ্ভুত প্রেমরসে পরিপ্লুতহৃদয় এবং শ্রীরামচন্দ্রের ভাবনায় অভিভূতচিত্ত ভরত আনন্দাশ্রুধারায় নিজ বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া ধীরে ধীরে শ্রীহরি রামচন্দ্রের আশ্রমপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। ৪

তিনি তথায় নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, আয়তলোচন, জটারূপ কিরীটধারী, নূতন বল্কল বস্ত্রপরিধায়ী, নবোদিত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মঙ্গলময়ী জনকনন্দিনী সীতাকে অবলোকনকারী, সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সেবিতচরণকমল ও প্রসন্নবদন শ্রীরামকে অবস্থান করিতে দেখিয়া সেই সময় রামের নিকট দৌড়াইয়া যাইলেন এবং শোকে ও হর্ষাতিশয্যে সত্বর শ্রীরামের চরণযুগল ধারণ করিলেন(১)। ৫-৬

সুদীর্ঘবাহু (আজানুলম্বিতবাহু) শ্রীরাম তখন ভরতকে টানিয়া লইয়া দুই বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করত নয়নজলে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। তারপর বিভু শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে ক্রোড়ে বসাইয়া পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ৭

তদনন্তর সেই সব রামমাতৃগণ তৃষ্ণাপীড়িতা গাভী যেরূপ ত্বরাসহকারে জলের দিকে গমন করে, তদনুরূপ রামকে দর্শন করিবার অভিলাষে সত্বর উপস্থিত হইলেন। ৮

---

(১) এস্থলে বাল্মীকি বলিয়াছেন,—

"ইত্যাসৌ বিলপন্ দীনঃ প্রস্বিন্নমুখপঙ্কজঃ।
পাদাবুপেত্য রামস্য প্রাপতদ্ ভরতো বশী।
দুঃখাভিতপ্তো ভরতো রাজপুত্রো মহাবলঃ।
উক্ত্বার্য্যেতি সকৃদ্দীনঃ পুনর্নোবাচ কিঞ্চন।
বাষ্পাপিহিতকণ্ঠো হি রামং প্রেক্ষ্য যশস্বিনম্।
আর্য্যেত্যেবং সমাভাষ্য ব্যাহর্ত্তুং ন শশাক সঃ।"

রামঃ স্বমাতরং বীক্ষ্য দ্রুতমুত্থায় পাদয়োঃ।
ববন্দে সাশ্রুণা পুত্রমালিঙ্গ্যাতীব দুঃখিতা ॥ ৯
ইতরাশ্চ তথা নত্বা জননী রঘুনন্দনঃ।
ততঃ সমাগতং দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১০
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাহ ধন্যোঽস্মীতি পুনঃ পুনঃ।
যথার্হমুপবেশ্যাহ সর্বানেব রঘূদ্বহঃ ॥ ১১
পিতা মে কুশলী কিং বা মাং কিমাহাতিদুঃখিতঃ ॥ ১২
বশিষ্ঠস্তমুবাচেদং পিতা তে রঘুনন্দন।
ত্বদ্বিয়োগাভিতপ্তাত্মা ত্বামেব পরিচিন্তয়ন্।
রাম রামেতি সীতেতি লক্ষ্মণেতি মমার হ ॥ ১৩

তখন রাম নিজ মাতা কৌশল্যাদেবীকে দেখিয়া দ্রুত উত্থিত হইয়া তাঁহার পাদযুগলে প্রণাম করিলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে অতীব দুঃখিতা কৌশল্যাদেবী শ্রীরামকে আলিঙ্গন করিলেন। ৯

তাহার পর রঘুনন্দন রাম অন্যান্য মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে উপস্থিত দর্শন করত তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ(১) প্রণাম পূর্বক পুনঃ পুনঃ বলিলেন—'আমি ধন্য হইলাম, আমি ধন্য হইলাম'। তদনন্তর রঘুবংশধর শ্রীরামচন্দ্র সকলকে যথাযথ ভাবে বসাইয়া তাঁহাদের সকলকেই বলিলেন। ১০-১১

আমার পিতা কুশলে আছেন ত? অথবা অতিশয় দুঃখিত তিনি আমাকে কি বলিয়াছিলেন? তখন বশিষ্ঠ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—রঘুনন্দন। তোমার পিতা তোমার বিয়োগে অত্যন্ত পরিতপ্তচিত্ত হইয়া তোমাকেই বিশেষভাবে চিন্তা করিতে করিতে 'রাম। রাম। সীতা। লক্ষ্মণ।' এই কথা বলিতে বলিতে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন (২)। ১২-১৩

শ্রুত্বা তৎ কর্ণশূলাভং গুরোর্বচনমঞ্জসা।
হা হতোঽস্মীতি পতিতো রুদন্ রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ ১৪
ততোঽরুদন্ রুরুদুঃ সর্বা মাতরশ্চ তথাঽপরে।
হা তাত মাং পরিত্যজ্য ক্ব গতোঽসি ঘৃণাকর।
অনাথোঽস্মি মহাবাহো মাং কো বা পালয়েদিতঃ ॥ ১৫
সীতা চ লক্ষ্মণশ্চৈব বিলেপতুরতো ভৃশম্ ॥ ১৬
বসিষ্ঠঃ শান্তবচনৈঃ শময়ামাস তাং শুচম্।
ততো মন্দাকিনীং গত্বা স্নাত্বা তে বীতকল্মষাঃ ॥ ১৭
রাজ্ঞে দদুর্জলং তত্র সর্বে তে জলকাঙ্ক্ষিণে।
পিণ্ডান্নির্বাপয়ামাস রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ ॥ ১৮
ইঙ্গুদীফলপিণ্যাকরচিতান্ মধুসংপ্লুতান্

কর্ণের শূলস্বরূপ সেই গুরুবাক্য শ্রবণ করত রাম ও লক্ষ্মণ রোদন করিতে করিতে 'হা। হতোঽস্মি' এই কথা বলিয়া পতিত হইলেন। ১৪

তারপর সকল মাতৃগণ ও অন্যান্য সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। হা পিতঃ! দয়াময়! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছেন? মহাবাহো! আজ আমি অনাথ হইলাম। অতঃপর আমাকে কে লালন-পালন করিবে? সীতা এবং লক্ষ্মণও এই সময় অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১৫-১৬

তখন বশিষ্ঠ শান্ত বাক্যসমূহে তাঁহাদের শোক অপনোদন করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা সকলে গঙ্গায় যাইয়া স্নান করত পবিত্র হইলেন। রামচন্দ্রাদি সকলে জলাকাঙ্ক্ষী রাজা দশরথকে জলদান অর্থাৎ তাঁহার তর্পণ করিলেন। লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র 'আমাদের যাহা অন্ন, পিতৃগণেরও তাহাই অন্ন, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে'(৩) এই কথা বলিয়া দুঃখে ও অশ্রু-পূর্ণনয়নে ইঙ্গুদীফলের পিণ্যাকের দ্বারা রচিত পিণ্ডসকল মধু-সিক্ত করিয়া পিতার উদ্দেশে প্রদান করিলেন। তারপর পুনরায়

(১) সাষ্টাঙ্গ প্রণাম যথা—
"পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ।"

(২) এই অধ্যাত্মরামায়ণে রামকে পিতৃবিয়োগের কথা বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে আছে ভরত বলিয়াছেন,—
"ত্বামেব শোচংস্তব দর্শনেপ্সুস্ত্বয্যেব সক্তামনিবার্য্য বুদ্ধিম্।
ত্বয়া বিহীনস্তব শোকরুগ্নস্ত্বদর্থমেবাস্তমিতঃ পিতা নঃ।"
২।১০১।৭০

* * * *

"আর্য্য রাজ্যং পরিত্যজ্য কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
গতঃ স্বর্গং মহারাজঃ পুত্রশোকাভিপীড়িতঃ।"
২।১১০।৫

(৩) এই পিণ্ডদান বিষয়ে বাল্মীকি বলিয়াছেন,—
"ততো মন্দাকিনীতীরে শুচৌ দেশে নরাধিপঃ।
পিতুর্ন্যবর্তয়ৎ শ্রীমান্ নিবাপং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
ঐঙ্গুদং বদরোন্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে।
ন্যপ্য রামঃ সুদুঃখার্ত্ত ইদং বচনমব্রবীৎ।
ইদং ভুঙ্ক্ষ মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নঃ পুরুষো নূনং তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ।
২।১১১।৩৪-৩৬

বয়ং যদন্নাঃ পিতরস্তদন্নাঃ স্মৃতিনোদিতাঃ ॥ ১৯
ইতি দুঃখাশ্রুপূর্ণাক্ষঃ পুনঃ স্নাত্বা গৃহং যযৌ।
সর্বে রুদিত্বা সুচিরং স্নাত্বা জগ্মুস্তথাশ্রমম্ ॥ ২০
তস্মিংস্তু দিবসে সর্বে উপবাসং প্রচক্রিরে।
ততঃ পরেদ্যু বিমলে স্নাত্বা মন্দাকিনীজলে।
উপবিষ্টং সমাগম্য ভরতো রামমব্রবীৎ ॥ ২১
রাম রাম মহাভাগ স্বাত্মানমভিষেচয় ॥ ২২
রাজ্যং পালয় পিত্র্যং তে জ্যেষ্ঠস্ত্বং মে পিতা যথা।
ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্মো যৎ প্রজাপরিপালনম্ ॥ ২৩
ইষ্ট্বা যজ্ঞৈর্বহুবিধৈঃ পুত্রানুৎপাদ্য তন্তবে।
রাজ্যে পুত্রং সমারোপ্য গমিষ্যসি ততো বনম্ ॥ ২৪
ইদানীং বনবাসস্য কালো নৈব প্রসীদ মে।
মাতুর্মে দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ স্মর্তুং নার্হসি পাহি নঃ ॥ ২৫
ইত্যুক্ত্বা চরণৌ ভ্রাতুঃ শিরস্যাধায় ভক্তিতঃ।
রামস্য পুরতঃ সাক্ষাদ্ দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি ॥ ২৬
উত্থাপ্য রাঘবং শীঘ্রমারোপ্যাঙ্কেঽতিভক্তিতঃ।

স্নান করত আশ্রমগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। অন্যান্য সকলেও বহুক্ষণ রোদন করিয়া স্নান করত আশ্রমে গমন করিলেন ।১৭-২০

তারপর সেই দিনে সকলেই উপবাস করিয়া রহিলেন। তদনন্তর পরদিবসে পবিত্র গঙ্গাজলে স্নান করিয়া আশ্রমে আগমন করত উপবিষ্ট শ্রীরামকে ভরত বলিলেন। ২১

মহাভাগ রাম! রাম! আপনি নিজেকে রাজ্যে অভিষিক্ত করান। ২২

আপনার পৈতৃক রাজ্য আপনি স্বয়ং পালন করুন। আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব আপনি পিতৃতুল্য। ক্ষত্রিয়গণের ইহাই ধর্ম্ম যে প্রজাপালন করা। ২৩

বহুবিধ যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বংশধারা রক্ষার জন্য পুত্রসকল উৎপাদন করিয়া এবং পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পর বনে গমন করিবেন। ২৪

এখন বনবাসের সময়ই নয়, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমার মাতা যাহা কিছু দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, সেই সব স্মরণ করিবেন না, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ২৫

এই কথা বলিয়া ভক্তিভরে ভ্রাতা রামের চরণদ্বয়ে মস্তক

উবাচ ভরতং রামঃ স্নেহার্দ্রনয়নঃ শনৈঃ ॥ ২৭
শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি ত্বয়োক্তং যত্তথৈব তৎ।
কিন্তু মামব্রবীৎ তাতো নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ২৮
উষিত্বা দণ্ডকারণ্যে পুরং পশ্চাৎ সমাবিশ।
ইদানীং ভরতায়েদং রাজ্যং দত্তং ময়াঽখিলম্ ॥ ২৯
ততঃ পিত্রৈব সুব্যক্তং রাজ্যং দত্তং তথৈব হি।
দণ্ডকারণ্যরাজ্যং মে দত্তং পিত্রা তথৈব চ ॥ ৩০
অতঃ পিতুর্বচঃ কার্য্যমাবাভ্যামতিযত্নতঃ।
পিতুর্বচনমুল্লঙ্ঘ্য স্বতন্ত্রো যস্তু বর্ত্ততে।
স জীবন্নেব মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেৎ ॥ ৩১
তস্মাদ্রাজ্যং প্রশাধি ত্বং বয়ং দণ্ডকপালকাঃ।
ভরতস্ত্বব্রবীদ্রামং কামুকো মূঢ়ধীঃ পিতা ॥ ৩২
স্ত্রীজিতো ভ্রান্তহৃদয় উন্মত্তো যদি বক্ষ্যতি।
তৎ সত্যমিতি ন গ্রাহ্যং ভ্রান্তবাক্যং যথা সুধীঃ ॥ ৩৩

শ্রীরাম উবাচ।

ন স্ত্রীজিতঃ পিতা ব্রূয়ান্ন কামী নৈব মূঢ়ধীঃ।
পূর্বং প্রতিশ্রুতং তস্যৈ সত্যবাদী দদৌ ভয়াৎ ॥ ৩৪

রাখিয়া রামের সম্মুখে ভূতলে সাক্ষাৎ দণ্ডবৎ পতিত হইলেন ।২৬

তখন রঘুবংশধর রাম অতিশয় সমাদরের সহিত শীঘ্র তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া এবং ক্রোড়ে বসাইয়া স্নেহার্দ্রনয়নে ধীরে ধীরে ভরতকে বলিলেন ।২৭

বৎস! আমি যাহা বলিব, তাহা তুমি শ্রবণ কর। তুমি যে কথা বলিলে, তাহা যথার্থই; কিন্তু পিতা আমাকে বলিয়াছেন—চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া পরে তুমি এই অযোধ্যা-নগরীতে প্রবেশ করিবে। এখন আমি ভরতকে এই সম্পূর্ণ রাজ্য প্রদান করিয়াছি। ২৮-২৯

অতএব পিতা যে তোমাকেই রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার বাক্যেই তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। সেইভাবে এই দণ্ডকারণ্যের রাজ্য পিতা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। ৩০

সেই হেতু আমাদের উভয়ের পক্ষেই এই পিতৃবাক্য পালন করা উচিত, কারণ, যে ব্যক্তি পিতৃবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের ইচ্ছার বশীভূত হইয়া অর্থাৎ স্বার্থপরবশ হইয়া কার্য্য করে, সেই ব্যক্তি জীবিত অবস্থাতেই মৃত বলিয়া জানিবে এবং দেহান্তে নরকে গমন করিয়া থাকে। ৩১

অসত্যাদ্ ভীতিরধিকা মহতী নরকাদপি
করোমীত্যহমপ্যেতৎ সত্যং কস্মৈ প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৩৫
কথং বাক্যমহং কুর্য্যামসত্যং রাঘবোঽপি সন্ ।
ইতীরিতং সমাকর্ণ্য রামস্য ভরতোঽব্রবীৎ ॥ ৩৬
তথৈব চীরবসনো বনে বৎস্যামি সুব্রত ।
চতুর্দশ সমাস্ত্বন্তু রাজ্যং কুরু যথাসুখম্ ॥ ৩৭

শ্রীরাম উবাচ ।

পিত্রা দত্তং তবৈবৈতদ্রাজ্যং মহ্যং বনং দদৌ ।
ব্যত্যয়ং যদ্যহং কুর্যামসত্যং পূর্ববৎ স্থিতম্ ॥ ৩৮

ভরত উবাচ ।

অহমপ্যাগমিষ্যামি সেবে ত্বাং লক্ষ্মণো যথা ।
নো চেৎ প্রায়োপবেশেন ত্যজাম্যেতৎ কলেবরম্ ॥৩৯
ইত্যেবং নিশ্চয়ং কৃত্বা দর্ভানাস্তীর্য্য চাতপে ।
মনসাঽপি বিনিশ্চিত্য প্রাঙ্মুখোপবিবেশ সঃ ॥ ৪০
ভরতস্যাতিনির্বন্ধং দৃষ্ট্বা রামোঽতিবিস্মিতঃ ।
নেত্রান্তসংজ্ঞাং গুরবে চকার রঘুনন্দনঃ ॥ ৪১
একান্তে ভরতং প্রাহ বশিষ্ঠো জ্ঞানিনাং বরঃ ।
বৎস গুহ্যং শৃণুষ্বেদং মম বাক্যাৎ সুনিশ্চিতম্ ॥ ৪২
রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণা যাচিতঃ পুরা ।
রাবণস্য বধার্থায় জাতো দশরথাত্মজঃ ॥ ৪৩
যোগমায়াঽপি সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী ।
শেষোঽপি লক্ষ্মণো জাতো রামমন্বেতি সর্বদা ॥ ৪৪
রাবণং হন্তুকামাস্তে গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।

সেই কারণে তুমি অযোধ্যার রাজ্য প্রশাসন কর, আর আমরা এই দণ্ডকারণ্য পরিপালন করিব। তখন ভরত রামচন্দ্রকে এই কথা বলিলেন,—পিতা কামুক, মূঢ়বুদ্ধি, স্ত্রীজিত, ভ্রান্তচিত্ত ও উন্মত্ত অবস্থাতেও যদি কোনও কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি সেই পিতৃবাক্যকে 'সত্য' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? যেহেতু চিন্তাশীল বিদ্বান্ ব্যক্তি বলেন যে, ভ্রান্ত ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য নয়। ৩২-৩৩

শ্রীরাম বলিলেন,—পিতা স্ত্রীবশীভূত, কামুক ও মূঢ়বুদ্ধি হইয়া এই কথা বলেন নাই; তিনি সত্যবাদী ছিলেন, পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয়েই কৈকেয়ীকে বরদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৩৪

যাঁহারা মহৎ ব্যক্তি, তাঁহাদিগের সত্যচ্যুতিই নরক হইতেও অধিক ভয় হইয়া থাকে। আর আমিও 'ইহা করিব' এইরূপ সত্য করিয়া কাহারও নিকট যদি প্রতিশ্রুতি করিয়া থাকি, তবে রঘুবংশে জন্মলাভকারী সেই রাম হইয়া আমিই বা কি করিয়া আমার প্রতিশ্রুত বাক্যকে অসত্য করিব? রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভরত বলিলেন। ৩৫-৩৬

সুব্রত! আমি আপনার প্রতিনিধি হইয়া আপনারই ন্যায় চীরবস্ত্র ধারণ করত চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিব, আর আপনি যথাসুখে রাজ্য পরিপালন করুন। ৩৭

শ্রীরাম বলিলেন,—পিতা তোমাকে এই রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, আমাকে এই বন দান করিয়াছেন, আমি যদি ইহার বিপরীত করিয়া পরিবর্ত্তন করি, তাহা হইলে সেই সত্যচ্যুতিই পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়া যাইল। ৩৮

ভরত বলিলেন,—আমিও বনে আসিব, লক্ষ্মণ যেরূপ আপনার সেবা করিতেছে, আমিও সেইরূপ আপনার সেবা করিব। নতুবা প্রায়োবেশন করিয়া এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব। ৩৯

এই কথা বলিয়াই ভরত সেইরূপ নিশ্চয় করত কুশসমূহ রৌদ্রযুক্ত ভূতলে বিছাইয়া মনে মনে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করত পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইলেন। ৪০

ভরতের এতাদৃশ আগ্রহাতিশয় লক্ষ্য করিয়া রামচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তখন রঘুনন্দন রাম নয়নের দ্বারা গুরু বশিষ্ঠকে ইঙ্গিত করিলেন। ৪১ (১)

(১) বাল্মীকিরামায়ণে রামেরই বাক্যে ভরতের প্রায়োপবেশন ভঙ্গ হয়, যথা—

"পুনরুক্তং ব্রবীমি ত্বাং ভরত প্রতিগম্যতাম্ ।
ইহাবশ্যং হি বক্তব্যং প্রতিজ্ঞাং রক্ষতা ময়া ॥
শাপিতঃ খলু সি ময়া কিমর্থমবলম্ব্যসে ।
সমাগচ্ছুরিমে সর্ব্বে সুহৃদো নো হিতৈষিণঃ ॥
কিমস্মাংস্তে পরিক্লিশ্য ভরত প্রতিগম্যতাম্ ।
মহার্ণবঃ শোষয়িতুং ভবেচ্ছক্যো নদীপতিঃ ॥
বিন্ধ্যো বা বসুধাকীর্ণঃ শক্যশ্চালয়িতুং ক্ষিতেঃ ।
অহং তু শাসনং বীর ন করিষ্যেঽনৃতং পিতুঃ ॥
এতচ্চ প্রতিজানামি সত্যেন চ শপাম্যহম্ ।
এতচ্চৈবোভয়ং শ্রুত্বা সম্যক্ সম্পশ্য রাঘব ॥
এবং তদ্ বচনং শ্রুত্বা ভরতঃ পার্থিবাত্মজঃ ।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা পরং দৈন্যমুপাগতঃ ॥

কৈকেয্যা বরদানাদি যদ্ যন্নিষ্ঠুরভাষণম্ ॥৪৫
সর্ব্বং দেবকৃতং নো চেদেবং সা ভাষতে কথম্।
তস্মাৎ ত্যজাগ্রহং তাত রামস্য বিনিবর্ত্তনে ॥ ৪৬
নিবর্ত্তস্ব মহাসৈন্যৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ পুরম্।
রাবণং সকুলং হত্বা শীঘ্রমেবাগমিষ্যতি ॥ ৪৭
ইতি শ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যং ভরতো বিস্ময়ান্বিতঃ।
গত্বা সমীপং রামস্য বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ৪৮
পাদুকে দেহি রাজেন্দ্র রাজ্যায় তব পূজিতে।
তয়োঃ সেবাং করোম্যেব যাবদাগমনং তব ॥ ৪৯
ইত্যুক্ত্বা পাদুকে দিব্যে যোজয়ামাস পাদয়োঃ।

তাহার পর জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ একান্তে ভরতকে বলিলেন,—বৎস! আমার বাক্যের দ্বারা তুমি এক সুনিশ্চিত ও গোপনীয় তত্ত্ব শ্রবণ কর। ৪২

রাম হইলেন সাক্ষাৎ নারায়ণ; ব্রহ্মা তাঁহার নিকট রাবণকে বধ করিবার জন্য পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি দশরথের পুত্র 'রাম' রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। যোগমায়াও

স দর্ভশয়নাৎ তস্মাদ্ উত্থায় ভরতস্তদা।
উপস্পৃশ্যোদকং বীরো বাক্যমেতদুবাচ হ।" ১।১২১।৪-১০

মুনিগণের উপদেশে ও রামের বাক্যে ভরত স্বদেশে প্রত্যাগমনের স্থির করেন,—

"ততো মুনিগণাঃ সর্ব্বে দশগ্রীববধৈষিণঃ।
ভরতং রাজশার্দ্দূলমিত্যূচুঃ সঙ্গতা বচঃ।
কুলে জাত মহাপ্রাজ্ঞ মহাবৃত্ত মহাযশঃ।
গ্রাহ্যং রামস্য বচনং পিতরং যদ্যবেক্ষসে।
তেনানৃণমিমং রামং বয়মিচ্ছামহে পিতুঃ।
সত্যপ্রতিজ্ঞং কৈকেয্যাং স্বর্গস্থং পিতরঞ্চ তে।"

২।১১২।৪-৬

ভরতের প্রত্যাগমনের জন্য পুনরায় রামবাক্য—

"শাপিতোঽসি ময়া বীর সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
ন চ ত্বামভিভাবেয়ং যদ্যযোধ্যাং ন গচ্ছসি।"

২।১১৩।১০

অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভরত বলিলেন,—

"এবমুক্তস্তু ভরতঃ প্রমৃজ্যাশ্রুহতং মুখম্।
পূর্ব্বমুক্ত্বা প্রসাদেতি রাঘবং স ততোঽব্রবীৎ।
অলং শপ্তেন যাস্যামি যদ্যেবং পরিতপ্যসে।
অহং হি জীবিতেনাপি প্রিয়ং কুর্য্যাং তব প্রভো।"

২।১২৩।১১-১১

রামস্য তে দদৌ রামো ভরতায়াতিভক্তিতঃ ॥ ৫০
গৃহীত্বা পাদুকে দিব্যে ভরতো রত্নভূষিতে।
রামং পুনঃ পরিক্রম্য প্রণনাম পুনঃ পুনঃ ॥ ৫১
ভরতং পুনরাহেদং ভক্ত্যা গদ্‌গদয়া গিরা।
নব পঞ্চসমান্তে তু প্রথমে দিবসে যদি ॥৫২
নাগমিষ্যসি চেদ্রাম প্রবিশামি মহানলম্।
বাঢ়মিত্যেব তং রামো ভরতং সম্প্রবর্ত্তয়ৎ ॥ ৫৩
সসৈন্যঃ সবশিষ্ঠশ্চ শত্রুঘ্নসহিতঃ সুধীঃ।
মাতৃভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং গমনায়োপচক্রমে ॥ ৫৪

জনকনন্দিনী 'সীতা' রূপে জন্মলাভ করিয়াছেন। আর শেষ নাগ অনন্তদেবও 'লক্ষ্মণ' রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা এই রামের অনুগমন করিতেছেন। ৪৩-৪৪

রাবণকে বধ করিবার জন্য তাঁহারা অবশ্যই গমন করিবেন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। কৈকেয়ী 'বরদানাদি' অর্থাৎ পূর্ব্ব প্রদত্ত বরদান দশরথের নিকট প্রার্থনা প্রভৃতি যে যে নিষ্ঠুর বাক্যসকল বলিয়াছেন, তৎসমস্তই দেবকৃত বলিয়া জানিবে; অন্যথায় কৈকেয়ী এইভাবে কখনও বলিতে পারেন কি? বৎস! অতএব রামকে প্রতি নিবৃত্ত করিবার আগ্রহ পরিত্যাগ কর। ৪৫-৪৬

তুমি বিশাল সৈন্যবাহিনী ও ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন কর। রাম সবংশে রাবণকে বধ করিয়া শীঘ্রই শুভাগমন করিবে। ৪৭

গুরু বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভরত বিস্মিত হইলেন এবং বিস্ময়ে বিস্ফারিতনয়ন হইয়া রামসমীপে গমন করত বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! রাজ্যপালন করিবার সামর্থ্যলাভের জন্য জগৎপূজিত আপনার এই পাদুকাযুগল প্রদান করুন। (১)

---

(১) পাদুকাযুগল গ্রহণবিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি—

এতস্মিন্নন্তরে শিষ্যাঃ শরভঙ্গস্য ধীমতঃ।
উপায়নমনুপ্রাপ্তা গৃহীত্বা কুশপাদুকে।"

*   *   *   *

"তে গৃহীত্বা তু ভরতঃ পাদুকে মুনিনাহৃতে।
রাঘবস্যাগু পাদাভ্যামদদৎ কুশপাদুকে।
অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং জনৌঘৈঃ পরিবারিতঃ।
বশিষ্ঠো বাক্যকুশলো দৈন্যং হর্ষঞ্চ বর্দ্ধয়ন্।
অধিরোপ্যার্য্যপাদাভ্যামিমে গৃহ্ণীষ্ব পাদুকে।
এতে হি সর্ব্বলোকস্য যোগক্ষেমং করিষ্যতঃ।"

২।১১৩।১৬, ১৮-২০

কৈকেয়ী রামমেকান্তে প্রবন্নেত্রজলাকুলা।
প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ হে রাম তব রাজ্যাভিঘাতনম্ ॥ ৫৫
কৃতং ময়া দুষ্টধিয়া মায়য়া তে বিমোহিতা।
ক্ষমস্ব মম দৌরাত্ম্যং ক্ষমাসারা হি সাধবঃ ॥ ৫৬
ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরব্যক্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
মায়ামানুষরূপেণ মোহয়স্যখিলং জগৎ।
ত্বয়ৈব প্রেরিতো লোকঃ কুরুতে সাধ্বসাধু বা ॥ ৫৭
ত্বদধীনমিদং বিশ্বমস্বতন্ত্রং করোতি কিম্।
যথা কৃত্রিমনর্তক্যো নৃত্যন্তি কুহকেচ্ছয়া ॥ ৫৮
ত্বদধীনা তথা মায়া নর্তকী বহুরূপিণী।
ত্বয়ৈব প্রেরিতাহঞ্চ দেবকার্য্যং করিষ্যতা ॥ ৫৯
পাপিষ্ঠং পাপমনসা কর্মাচরমরিন্দম।
অদ্য প্রতীতোঽসি মম দেবানামপ্যগোচরঃ ॥ ৬০
পাহি বিশ্বেশ্বরানন্ত জগন্নাথ নমোঽস্তু তে।
ছিন্ধি স্নেহময়ং পাশং পুত্র-বিত্তাদিগোচরম্ ॥ ৬১
ত্বজ্জ্ঞানামলখড়্গেন ত্বামহং শরণং গতা।
কৈকেয্যা বচনং শ্রুত্বা রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ ॥ ৬২
যদাহ মাং মহাভাগে নানৃতং সত্যমেব তৎ।
ময়ৈব প্রেরিতা বাণী তব বক্ত্রাদ্ বিনির্গতা ॥ ৬৩
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থমত্র দোষঃ কুতস্তব।
গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্ ॥ ৬৪
সর্বত্র বিগতস্নেহা মদ্‌ভক্ত্যা মোক্ষ্যসেঽচিরাৎ।
অহং সর্বত্র সমদৃগ্ দ্বেষ্যো বা প্রিয় এব বা ॥ ৬৫
নাস্তি মে কল্পকস্যেব ভজতোঽনুভজাম্যহম্।
মন্মায়ামোহিতধিয়ো হে অম্ব মনুজাকৃতিম্ ॥ ৬৬
সুখদুঃখাদ্যনুগতং জানন্তি ন তু তত্ত্বতঃ।
দিষ্ট্যা মদ্‌গোচরং জ্ঞানমুৎপন্নং তে ভবাপহম্ ॥ ৬৭
স্মরন্তী তিষ্ঠ ভবনে লিপ্যসে ন চ কর্মভিঃ।

আপনার আগমন কাল পর্য্যন্ত আমি ইঁহাদের সেবা করিব। ৪৮-৪৯

এই কথা বলিয়া ভরত এক যোড়া দিব্য পাদুকা শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদযুগলে পরাইয়া দিলেন এবং রামচন্দ্রও তাঁহাকে সেই পাদুকাযুগল প্রদান করিলেন। তখন ভরত অতিশয় ভক্তি সহকারে রত্নভূষিত দিব্য পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া রামকে পুনরায় প্রদক্ষিণ করত পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন। ৫০-৫১

তারপর ভরত গদ্‌গদবাক্যে শ্রীরামকে পুনরায় এই কথা বলিলেন,—চতুর্দ্দশ বৎসরের শেষে পঞ্চদশবৎসর আরম্ভের প্রথম দিনেই যদি আপনি না আগমন করেন, তাহা হইলে আমি কিন্তু মহানলে প্রবেশ করিব। আচ্ছা, তাহাই হইবে, এই কথা বলিয়া শ্রীরাম ভরতকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি করিলেন। ৫২-৫৩

তখন সুমতি ভরত মাতৃগণ, বশিষ্ঠ, শত্রুঘ্ন, মন্ত্রিবর্গ ও সৈন্য-বাহিনী সহ অযোধ্যায় গমন করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ৫৪

অন্যদিকে কৈকেয়ী নির্জনে নেত্রবারিতে পরিপ্লুত হইতে হইতে রামকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—হে রাম! আমি দুর্বুদ্ধি ও তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া তোমার রাজ্য প্রাপ্তিতে বিঘ্নসৃষ্টি করিয়াছি, তুমি আমার এই দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর; কারণ; সাধুগণ হইলেন ক্ষমাসার। ৫৫-৫৬

তুমি সনাতন অব্যক্ত সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু। মায়ায় মানুষরূপ ধারণ করত অখিল জগৎকে মোহিত করিতেছ। তোমার দ্বারা প্রেরিত হইয়া মানুষ সৎকার্য্য ও অসৎ কার্য্য করিয়া থাকে। ৫৭

এই দৃশ্যমান চরাচর জগৎ তোমার অধীনে অবস্থিত; সুতরাং অস্বাধীন এই জগৎ কি করিতে পারে? যেরূপ বাজিকরের ইচ্ছানুসারে গোপনে সূত্র পরিচালনার দ্বারা পুতুলের নর্ত্তকী-সকল নৃত্য করিতে থাকে, সেইরূপ বিচিত্র বহুরূপধারিণী মায়া তোমার অধীনস্থা হইয়া নৃত্য করিতেছে। হে অরিন্দম রাম! তুমিই দেবকার্য্য সাধন করিবার জন্য আমাকে প্রেরণা দিয়াছিলে, সেই কারণে আমি পাপযুক্ত মনে তাদৃশ পাপ কার্য্য করিয়াছি। তুমি দেবগণেরও অগোচর হইলেও আজ আমার নিকট তুমি প্রতিভাত হওয়ায় আমি তোমাকে চিনিতে সমর্থা হইয়াছি। ৫৮-৬০

হে বিশ্বেশ্বর! হে অনন্ত! হে জগন্নাথ! তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তোমার স্বরূপজ্ঞানরূপী নির্ম্মল খড়্গের দ্বারা আমার পুত্র ও ধনাদিবিষয়ক স্নেহযুক্ত বন্ধন ছেদন কর। আমি তোমার শরণাগত হইলাম। কৈকেয়ীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ঈষৎহাস্য সুশোভিত বদনে এই কথা বলিলেন। ৬১-৬২

মহাসৌভাগ্যবতি মাতঃ! তুমি আমাকে যাহা বলিলে তাহা মিথ্যা নয়, সত্যই। দেবকার্য্যসম্পাদনের জন্য আমি

ইত্যুক্তা সা পরিক্রম্য রামং সানন্দবিস্ময়া ॥ ৬৮
প্রণম্য শতশো ভূমৌ যযৌ গেহং মুদান্বিতা ।
ভরতস্তু সহামাত্যৈর্মাতৃভির্গুরুণা সহ ॥ ৬৯
অযোধ্যামগমচ্ছীঘ্রং রামমেবানুচিন্তয়ন্ ।
পৌরজানপদান্ সর্বানয়োধ্যায়ামুদারধীঃ ।
স্থাপয়িত্বা যথান্যায়ং নন্দিগ্রামং যযৌ স্বয়ম্ ॥ ৭০
তত্র সিংহাসনে নিত্যং পাদুকে স্থাপ্য ভক্তিতঃ ॥ ৭১
পূজয়িত্বা যথা রামং গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ।
রাজোপচারৈরখিলৈঃ প্রত্যহং নিয়তব্রতঃ ॥ ৭২
ফলমূলাশনো দান্তো জটাবল্কলধারকঃ ।
অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ॥ ৭৩
রাজকার্য্যাণি সর্বাণি যাবন্তি পৃথিবীতলে ।
তানি পাদুকয়োঃ সম্যঙ্ নিবেদয়তি রাঘবঃ ॥ ৭৪

যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলাম, সেই বাণীই তোমার মুখ দিয়া বিনির্গত হইয়াছে, অতএব ইহাতে তোমার দোষ কোথায়? তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, দিবানিশি সতত আমার ভাবনা করিতে করিতে সর্ব্বত্র স্নেহযুক্ত হও, তাহা হইলেই আমার ভক্তি লাভ করিবে। আমি সর্ব্বত্র সমদর্শী; যেরূপ মায়াবী পুরুষের নিজ মায়াকৃত বস্তুর উপর দ্বেষ বা স্নেহ থাকে না, সেইরূপ আমারও কাহারও প্রতি দ্বেষ বা স্নেহ নাই। যেরূপ কল্পবৃক্ষ প্রার্থনাকারীর কেবল প্রার্থনাই পূরণ করে, সেইরূপ যে ব্যক্তি আমার ভজনা করে, আমিও তাহাকেই ভজনা করি। মাতঃ! আমার মায়ার দ্বারা মোহিতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমাকে মনুষ্যাকৃতি সুখ-দুঃখাদির অনুগামী একজন সাধারণ মানুষ ভাবিয়া থাকে, তাহারা বাস্তবিক আমার স্বরূপ জানিতে পারে না। আমার সংসারনাশক স্বরূপ জ্ঞান ভাগ্যক্রমে তোমার লাভ হইয়াছে। ৬৩-৬৭

আমাকে স্মরণ করিতে করিতে তুমি গৃহে অবস্থান কর, ইহাতে তুমি সুখ-দুঃখাদিজনক কর্ম্মসমূহে লিপ্ত হইবে না। শ্রীরাম এই কথা বলিলে পর কৈকেয়ী আনন্দ ও বিস্ময়ের সহিত রামকে ভূমিতে শত শত বার প্রণাম করিয়া আনন্দে গৃহে গমন করিলেন। ভরতও রামকেই চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্রিমণ্ডলী, মাতৃগণ ও গুরুদেবের সহিত সত্বর অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। উদারবুদ্ধি ভরত পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলকে

গণয়ন্ দিবসান্যেব রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া ।
স্থিতো রামার্পিতমনাঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মমুনির্যথা ॥ ৭৫
রামস্তু চিত্রকূটাদ্রৌ বসন্ মুনিভিরাবৃতঃ ।
সীতয়া লক্ষ্মণেনাপি কঞ্চিৎ কালমুপাবসৎ ॥ ৭৬
নাগরাশ্চ সদা যান্তি রামদর্শনলালসাঃ ।
চিত্রকূটস্থিতং জ্ঞাত্বা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ৭৭
দৃষ্ট্বা তজ্জনসম্বাধিং রামস্তত্যাজ তং গিরিম্ ।
দণ্ডকারণ্যগমনে কার্য্যমপ্যনুচিন্তয়ন্ ॥ ৭৮
অন্বগাৎ সীতয়া ভ্রাত্রা হ্যত্রেরাশ্রমমুত্তমম্ ।
সর্বত্র সুখসংবাসং জনসম্বাধবর্জ্জিতম্ ॥ ৭৯
গত্বা মুনিমুপাসীনং ভাসয়ন্তং তপোবনম্ ।
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাহ রামোঽহমভিবাদয়ে ॥ ৮০
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকানহমাগতঃ ।
বনবাসমিষেণাপি ধন্যোঽহং দর্শনাত্তব ॥ ৮১

যথাযোগ্য স্থানে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং নন্দিগ্রামে গমন করিলেন। ৬৮-৭০

তথায় সিংহাসনে পাদুকাযুগল স্থাপিত করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদির দ্বারা ভক্তিসহকারে রামের ন্যায় এই পাদুকা-যুগলকেও প্রত্যহ রাজোচিত উপকরণসমূহে পূজা করত ভরত এবং শত্রুঘ্ন নিয়তব্রত, ফলমূলভোজী, জিতেন্দ্রিয়, জটাবল্কল ধারী এবং ভূশয্যায় শয়নকারী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে লাগিলেন। ৭১-৭৩

রঘুবংশজাত ভরত পৃথিবীতে যত কিছু রাজকার্য্যসকল উপস্থিত হইত, তৎসমস্তই শ্রীপাদুকাসমীপে(১) বিশেষভাবে নিবেদন করিতেন। ৭৪

রামের আগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া দিনসকল গণনা করিতে করিতে ভরত রামেই মন সমর্পণ করত সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭৫

অন্যদিকে রাম চিত্রকূট পর্ব্বতে মুনিগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাস করিতে করিতে সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত কিছুকাল তথায় অবস্থান করিলেন। ৭৬

(১) এই পাদুকাযুগলের নিকট নিবেদন-সম্বন্ধে বাল্মীকি—
"পাদুকে ত্বভিষিচ্যাথ নন্দিগ্রামে বসংস্তদা ।
ভরতঃ শাসনং সর্ব্বং পাদুকাভ্যাং ন্যবেদয়ৎ ।"
২।১২৭।১৮

শ্রুত্বা রামস্য বচনং রামং জ্ঞাত্বা হরিং পরম্ ।
পূজয়ামাস বিধিবদ্ ভক্ত্যা পরময়া মুনিঃ ॥ ৮২
বন্যৈঃ ফলৈঃ কৃতাতিথ্যমুপবিষ্টং রঘূত্তমম্ ।
সীতাঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব সন্তুষ্টো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮৩
ভার্য্যা মেঽতীব সংবৃদ্ধা হ্যনসূয়েতি বিশ্রুতা ।
তপশ্চরন্তী সুচিরং ধর্মজ্ঞা ধর্মবৎসলা ॥ ৮৪
অন্তস্তিষ্ঠতি তাং সীতা পশ্যত্বরিনিষূদন ।
তথেতি জানকীং প্রাহ রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৮৫
গচ্ছ দেবীং নমস্কৃত্য শীঘ্রমেহি পুনঃ শুভে ।
তথেতি রামবচনং সীতা চাপি তথাঽকরোৎ ॥ ৮৬

রামকে চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থিত জানিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে দর্শন করিবার বাসনায় সদা নগরবাসিগণ গমন করিতে লাগিলেন। ৭৭

কিন্তু রাম দণ্ডকারণ্যে গমনের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়া এবং সেই জনসাধারণের বিশেষ সমাগম লক্ষ্য করিয়া সেই চিত্রকূট পর্ব্বত ত্যাগ(১) করিয়া চলিয়া যাইলেন। ৭৮

শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সর্ব্বত্র সুখে বাসোপযোগী জনসমাগমবর্জিত মহর্ষি অত্রির আশ্রমে গমন করিলেন। ৭৯

তথায় গিয়া তপোবন আলোকিত করিয়া উপবিষ্ট মুনিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন—আমি রাম, আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। ৮০

পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আমি দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছি। এই বনবাসচ্ছলে আপনার দর্শন লাভ করত আমি ধন্য হইয়া যাইলাম। ৮১

(১) চিত্রকূটপর্ব্বত পরিত্যাগ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে—

"রাঘবস্তু প্রয়াতেষু তপস্বিষু চ চিন্তয়ন্ ।
ন তত্রারোচয়দ্ বাসং কারণৈর্বহুভিস্তদা ॥
ইহ মে ভরতো দৃষ্টো মাতরো নাগরাস্তথা ।
সা চ মে স্মৃতিরন্বেতি তান্ নিত্যমনুশোচতঃ ॥
স্কন্ধাবারনিবেশেন তেন তস্য মহাত্মনঃ ।
হয়-হস্তিকরীষাভ্যামপমর্দ্দঃ কৃতো মহান্ ॥
তস্মাদন্যত্র গচ্ছাম ইতি নিশ্চিত্য রাঘবঃ ।
প্রাতিষ্ঠত স বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ ধীমতা ॥"

৩।২।১-৪

দণ্ডবৎ পতিতামগ্রে সীতাং দৃষ্ট্বাঽতিহৃষ্টধীঃ ।
অনসূয়া সমালিঙ্গ্য বৎসে সীতেতি সাদরম্ ॥ ৮৭
দিব্যে দদৌ কুণ্ডলে দ্বে নির্মিতে বিশ্বকর্মণা ।
দুকূলে দ্বে দদৌ তস্যৈ নির্মলে ভক্তিসংযুতা ॥ ৮৮
অঙ্গরাগঞ্চ সীতায়ৈ দদৌ দিব্যং শুভাননা ।
ন ত্যক্ষ্যতেঽঙ্গরাগেণ শোভা ত্বাং কমলাননে ॥ ৮৯
পাতিব্রত্যং পুরস্কৃত্য রামমন্বেহি জানকি
কুশলী রাঘবো যাতু ত্বয়া সহ পুনর্গৃহম্ ॥ ৯০
ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং রামং সীতাসমন্বিতম্ ।
লক্ষ্মণঞ্চ তদা রামং পুনঃ প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৯১

মুনিবর অত্রি রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামকে পরমেশ্বর হরি বলিয়া জানিতে পারিয়া বিধি অনুসারে পরম ভক্তির সহিত তাঁহাকে পূজা করিলেন। ৮২

সন্তুষ্ট মুনি বনজাত ফলসমূহের দ্বারা কৃত অতিথিসৎকার প্রাপ্ত হইয়া উপবিষ্ট রঘূত্তম রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন। ৮৩

আমার অনসূয়া(২) নামে বিখ্যাত ভার্য্যা এখন অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছেন। ধর্মজ্ঞা ও ধর্ম্মবৎসলা অনসূয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা করিতেছেন। ৮৪

হে শত্রুসূদন রাম! তিনি আশ্রমের অভ্যন্তরে আছেন, সীতা গিয়া তাঁহাকে দর্শন করুন। তখন রাজীবলোচন (পদ্মলোচন) রাম 'তাহাই হউক' বলিয়া সীতাকে বলিলেন। ৮৫

শুভে! তুমি যাও, দেবী অনসূয়াকে নমস্কার করিয়া সত্বর আগমন কর। আচ্ছা, তাহাই হউক এই কথা বলিয়া রামবাক্য পালন করিবার জন্য সীতাদেবীও তাহাই করিলেন। ৮৬

(২) অনসূয়াসম্বন্ধে মহর্ষি বাল্মীকি,—

"রামায় চাচচক্ষে তাং ব্রাহ্মণীং ব্রহ্মচারিণীম্ ।
মৌনেন তপসা যুক্তাং নিয়মৈশ্চাপ্যনুত্তমৈঃ ॥
দশ বর্ষসহস্রাণি যয়া তপ্তং মহৎ তপঃ ।
অনসূয়া পুরা তাত ইয়ং মাতেব তেঽনঘ ॥
দশবর্ষাণ্যনাবৃষ্ট্যা দগ্ধে লোকে নিরন্তরম্ ।
যয়া মূল-ফলং সৃষ্টং জাহ্নবী চ প্রবর্ত্তিতা ॥
দেবকার্য্যনিমিত্তঞ্চ যয়া সন্ত্বরমাণয়া ।
দশরাত্রং কৃতা রাত্রিঃ সেয়ং মাতেব তেঽনঘ ॥"

৩।২।৯-১২

রাম ত্বমেব ভুবনানি নিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুরমানুষতির্য্যগাদীন্ ।
দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্ত-
স্ত্বত্তো বিভেত্যখিলমোহকরী চ মায়া ॥৯২

সীতাদেবীকে সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণামের জন্ত ভূতলে পতিতা দেখিয়া দেবী অনসূয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তে (তাঁহাকে উত্থাপিতা করিয়া) আলিঙ্গন করত 'বৎসে। সীতে।' এই কথা বলিয়া সাদরে সম্বোধন করিলেন ॥ ৮৭

ভক্তিমতী অনসূয়া সীতাদেবীকে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুইটি দিব্য কুণ্ডল প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে দুইটি নির্ম্মল বস্ত্রও দান করিলেন ॥ ৮৮

সুবদনা অনসূয়া সীতাকে দিব্য অঙ্গরাগও প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,—কমলনয়নে সীতে। এই অঙ্গরাগের দ্বারা তোমার অঙ্গের শোভা কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে না ॥৮৯

জানকি। পাতিব্রত্য অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ পতি-নারায়ণ ব্রতানুসারে তুমি রামকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিবে। তোমার সহিত রাম সকুশলে পুনরায়গৃহে গমন করুক ॥ ৯০

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯
সম্পূর্ণমিদমযোধ্যাকাণ্ডম্ ।

তারপর যথাযথ রীতি অনুসারে সীতাদেবীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে ভোজন করাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পুনরায় রামকে বলিলেন ॥ ৯১

হে রাম! তুমিই চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্টি করিয়া সেই সব ভুবন (লোক--ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই উর্দ্ধতন সপ্তলোক এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল ও পাতাল—এই অর্বস্তন সপ্ত লোক) সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্ত দেবতা, মনুষ্য এবং পশু প্রভৃতি তির্য্যক্ প্রাণিবর্গের দেহসমূহ ধারণ (অথবা পালন) করিয়াছ ; তুমি স্বয়ং দেহ-গুণের দ্বারা লিপ্ত থাক না। অধিক কি বলিব। দেবাদি সকল প্রাণীর মোহকারিণী এই মায়াও তোমাকে ভয় পান ॥ ৯২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অযোধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ।

অরণ্যকাণ্ডম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরামস্য দণ্ডকারণ্যগমনম, বিরাধেন সহ পরিচিতিঃ, বিরাধমোক্ষণঞ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ তত্র দিনং স্থিত্বা প্রভাতে রঘুনন্দনঃ।
স্নাত্বা মুনিং সমামন্ত্র্য প্রয়াণায়োপচক্রমে ॥ ১

মুনে গচ্ছামহে সর্বে মুনিমণ্ডলমণ্ডিতম্।
বিপিনং দণ্ডকং যত্র ত্বমাজ্ঞাতুমিহার্হসি ॥ ২

মার্গপ্রদর্শনার্থায় শিষ্যানাজ্ঞপ্তুমর্হসি।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং প্রহস্যাত্রির্মহাযশাঃ ॥ ৩

সর্বস্য মার্গদ্রষ্টা ত্বং তব কো মার্গদর্শকঃ।
তথাপি দর্শয়িষ্যন্তি তব লোকানুসারিণঃ। ৪

ইতি শিষ্যান্ সমাদিশ্য স্বয়ং কিঞ্চিত্তমন্বগাৎ।
রামেণ বারিতঃ প্রীত্যা অত্রিঃ স্বভবনং যযৌ ॥ ৫

ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা দদর্শ মহতীং নদীম্।
অত্রেঃ শিষ্যানুবাচেদং রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৬

নদ্যাঃ সন্তরণে কশ্চিদুপায়ো বিদ্যতে ন বা।
উচুস্তে বিদ্যতে নৌকা সুদৃঢ়া রঘুনন্দন ॥ ৭

তারয়িষ্যামহে যুষ্মান্ বয়মেব ক্ষণাদিহ।
ততো নাবি সমারোপ্য সীতাং রাঘব-লক্ষ্মণৌ ॥ ৮

ক্ষণাৎ সন্তারয়ামাসুর্নদীং মুনিকুমারকাঃ।
রামাভিনন্দিতাঃ সর্বে জগ্মুরত্রেরথাশ্রমম্ ॥ ৯

তাবেত্য বিপিনং ঘোরং ঝিল্লীঝঙ্কারনাদিতম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং সিংহব্যাঘ্রাদিভীষণম্ ॥ ১০

রাক্ষসৈর্ঘোররূপৈশ্চ সেবিতং রোমহর্ষণম্।
প্রবিশ্য বিপিনং ঘোরং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ১১

ইতঃ পরং প্রযত্নেন গন্তব্যং সহিতেন মে।
ধনুর্গুণেন সংযোজ্য শরানপি করে দধৎ ॥ ১২

অরণ্যকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

[শ্রীরামের দণ্ডকারণ্যে গমন, বিরাধের সহিত পরিচয় ও বিরাধ-মোক্ষণ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—তদনন্তর রঘুবংশের আনন্দবর্দ্ধক শ্রীরাম মহর্ষি অত্রির আশ্রমে সেই দিন থাকিয়া প্রভাতে স্নান (ও সন্ধ্যাবন্দনাদি) করিবার পর অন্যত্র গমনের জন্য মুনির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে উদ্যোগী হইলেন। ১

মুনে! আমরা সকলে যেস্থান মুনিমণ্ডলবিভূষিত, সেই দণ্ডকারণ্যে গমন করিব, আপনি আমাদের গমনের অনুমতি প্রদান করুন। ২

দণ্ডকারণ্যে যাইবার পথ-প্রদর্শনের জন্য আপনি শিষ্যদিগকে আদেশ দিন। রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশা অত্রি ঈষৎ হাস্য করত বলিলেন,—রাম! তুমিই সকলের পথপ্রদর্শক, তোমার আবার পথপ্রদর্শক কে হইবে? তবে তুমি এখন মনুষ্য-রূপ ধারণ করত লোকব্যবহারের অনুসরণ করিতেছ বলিয়া শিষ্যগণ পথ প্রদর্শন করিবে। ৩-৪

এই কথা বলিয়া শিষ্যদিগকে পথপ্রদর্শন করিতে আদেশ করত স্বয়ং কিছু দূর রামের অনুগমন করিলেন। তারপর রাম কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া অত্রিমুনি প্রীতমনে নিজ ভবনে গমন করিলেন। ৫

এদিকে পদ্মলোচন রাম এক ক্রোশ পথ গমন করিয়া এক বিশাল নদী দেখিতে পাইলেন এবং অত্রি মুনির শিষ্যদিগকে এই কথা বলিলেন। ৬

এই নদী সন্তরণ করিবার কোনও উপায় আছে কিনা? তখন তাঁহারা বলিলেন,—রঘুনন্দন! সুদৃঢ় নৌকা আছে। ৭

আমরা ক্ষণকালের মধ্যেই আপনাদিগকে নদী পার করাইয়া দিব। তদনন্তর নৌকা মধ্যে সীতা, রাম ও লক্ষ্মণকে আরোহণ করাইয়া সেই মুনিকুমারগণ ক্ষণকালের মধ্যেই নদী পার করিয়া দিলেন। তারপর রাম কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া গমনের সম্মতি প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা সকলে অত্রিমুনির আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ৮-৯

অতঃপর রাম ও লক্ষ্মণ ঝিল্লিগণের ঝঙ্কার-রবে নিনাদিত, নানাবিধ মৃগগণে পরিব্যাপ্ত, সিংহ ও ব্যাঘ্রাদির দ্বারা ভয়ঙ্কর, ঘোররূপধারী রাক্ষসবৃন্দের দ্বারা সেবিত, অতএব রোমহর্ষণকর ঘোরতর বনমধ্যে উপস্থিত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর বনে প্রবেশ করত রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন। ১০-১১

অগ্রে যাস্যাম্যহং পশ্চাৎ ত্বমন্বেহি ধনুর্ধরঃ।
আবয়োর্মধ্যগা সীতা মায়েবাত্ম-পরাত্মনোঃ ॥ ১৩
চক্ষুশ্চারয় সর্বত্র দৃষ্টং রক্ষোভয়ং মহৎ।
বিদ্যতে দণ্ডকারণ্যে শ্রুতপূর্বমরিন্দম ॥ ১৪
ইত্যেবং ভাষমাণৌ তৌ জগ্মতুঃ সার্দ্ধযোজনম্
তত্রৈকা পুষ্করিণ্যাস্তে কহ্লারকুমুদোৎপলৈঃ ॥ ১৫
অম্বুজৈঃ শীতলোদেন শোভমানা ব্যদৃশ্যত।
তৎসমীপমথো গত্বা পীত্বা তৎসলিলং শুভম্ ॥ ১৬
উষুস্তে সলিলাভ্যাসে ক্ষণং ছায়ামুপাশ্রিতাঃ।
ততো দদৃশুরায়ান্তং মহাসত্ত্বং ভয়ানকম্ ১৭ ॥
করালদংষ্ট্রবদনং ভীষয়ন্তং স্বগর্জিতৈঃ।
বামাংসে ন্যস্তশূলাগ্রগ্রথিতানেকমানুষম্ ॥ ১৮
ভক্ষয়ন্তং গজব্যাঘ্রমহিষং বনগোচরম্।
জ্যারোপিতং ধনুর্ধৃত্বা রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১৯

ভ্রাতঃ! অতঃপর অতিশয় যত্নসহকারে অর্থাৎ বিশেষ সাবধানতার সহিত আমার সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে। ধনুতে গুণ সংযোজন করিয়া এবং হস্তে বাণসমূহ ধারণ করিয়া আমি অগ্রে অগ্রে যাইব, তুমি পশ্চাতে থাকিয়া ধনু ধারণ করত আমার অনুগমন করিবে।

যেরূপ মায়া আত্মা ও পরমাত্মা—এই উভয়ের মধ্যভাগে অবস্থান করে, সেইরূপ সীতা আমাদের উভয়ের মধ্যভাগে অবস্থান করিয়া গমন করিবে।১২-১৩

অরিন্দম (শত্রুদমন) লক্ষ্মণ! চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে যাইবে; কারণ, এই দণ্ডকারণ্যে ভীষণ রাক্ষসগণের ভয় আছে, ইহা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। ১৪

এইভাবে উভয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে অর্দ্ধযোজন পথ গমন করিলেন। তারপর তথায় এক পুষ্করিণী আছে দেখিতে পাইলেন। এই পুষ্করিণী কহ্লার, কুমুদ (শালুক), উৎপল (পদ্মকহ্লার) ও কমলদলে সুশোভিতা এবং শীতল জলে পরিপূর্ণা রহিয়াছে, দেখা যাইল। তদনন্তর তাঁহারা সকলে সেই পুষ্করিণীর নিকটে গমন করিয়া তাহারা নির্ম্মল জল পান করত জলসমীপে তীরবর্ত্তী বৃক্ষের ছায়ায় যাইয়া ক্ষণকাল উপবেশন করিয়া নানারূপ আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহার পর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন—মহাবল, ভয়ানক, করাল দন্ত ও মুখযুক্ত, নিজের গর্জনে অন্যের ভয় উৎপাদনকারী, বামভাগে শূলের অগ্রে অনেক মনুষ্যকে গ্রথিত করিয়া স্থাপিত, হস্তী, ব্যাঘ্র ও মহিষ ভক্ষণরত ও বনচর এক রাক্ষস আসিতেছে। তখন রাম গুণারোপিত ধনু হস্তে ধারণ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন। ১৫-১৯

পশ্য ভ্রাতর্মহাকায়ো রাক্ষসোঽয়মুপাগতঃ।
আয়াত্যভিমুখং নোঽগ্রে ভীরূণাং ভয়মাবহন্ ॥ ২০
সজ্জীকৃতধনুস্তিষ্ঠ মা ভৈর্জনকনন্দিনি।
ইত্যুক্ত্বা বাণমাদায় স্থিতো রাম ইবাচলঃ ॥ ২১
স তু দৃষ্ট্বা রমানাথং লক্ষ্মণং জানকীং তদা।
অট্টহাসং ততঃ কৃত্বা ভীষয়ন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২২
কৌ যুবাং বাণতূণীরজটাবল্কলধারিণৌ।
মুনিবেশধরৌ বালৌ স্ত্রীসহায়ৌ সুদুর্মদৌ ॥ ২৩
সুন্দরৌ বত মে বক্ত্রপ্রবিষ্টকবলোপমৌ।
কিমর্থমাগতৌ ঘোরং বনং ব্যালনিষেবিতম্ ॥ ২৪
শ্রুত্বা রক্ষোবচো রামঃ স্ময়মান উবাচ তম্।
অহং রামস্ত্বয়ং ভ্রাতা লক্ষ্মণো মম সম্মতঃ ॥ ২৫
এষা সীতা মম প্রাণবল্লভা বয়মাগতাঃ।
পিতৃবাক্যং পুরস্কৃত্য সংক্ষয়ার্থং ভবাদৃশাম্ ॥ ২৬

ভ্রাতঃ! দেখ, বিশালদেহ এই এক রাক্ষস উপস্থিত হইয়াছে। ভীরুগণের ভয় উৎপাদন করিতে করিতে এই রাক্ষস আমাদের দিকে মুখ করিয়া আমাদের সম্মুখেই আসিতেছে। ২০

তুমি ধনুতে গুণ যোজনা করিয়া অবস্থান কর। জনকনন্দিনি! 'মাভৈঃ,—তুমি ভীত হইও না। শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বলিয়া বাণ গ্রহণ করত যেন নিশ্চল হইয়া অথবা অচল পর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২১

সেই রাক্ষস রমানাথ (লক্ষ্মীপতি) রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীকে দেখিয়া অট্টহাস্য করত ভয় দেখাইয়া তারপর এই কথা বলিলেন। ২২

কে তোমরা দুইজন বালক? একদিকে বাণ ও তূণীর ধারণ করিয়াছ, আবার জটাধারণ করিয়া বল্কল পরিধান করিয়াছ? মুনিবেশও ধারণ করিয়াছ, আবার সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও রাখিয়াছ। তোমরা অতিশয় গর্ব্বে গর্ব্বিত হইলেও তোমাদের রূপ সুন্দর। তোমরা আমার মুখে প্রবিষ্ট গ্রাসের তুল্য। হিংস্র জন্তুগণে পরিব্যাপ্ত এই ভয়ঙ্কর বনে তোমরা কি জন্য আসিয়াছ? ২৩-২৪

শ্রুত্বা তদ্রামবচনমট্টহাসমথাকরোৎ।
ব্যাদায় বক্ত্রং বাহুভ্যাং শূলমাদায় সত্বরঃ ॥ ২৭
মাং ন জানাসি রাম ত্বং বিরাধং লোকবিশ্রুতম্।
মদ্ভয়ান্মুনয়ঃ সর্বে ত্যক্ত্বা বনমিতো গতাঃ ॥ ২৮
যদি জীবিতুমিচ্ছাঽস্তি ত্যক্ত্বা সীতাং নিরায়ুধৌ।
পলায়তং ন চেচ্ছীঘ্রং ভক্ষয়ামি যুবামহম্ ॥ ২৯
ইত্যুক্ত্বা রাক্ষস সীতামাদাতুমভিদুদ্রুবে।
রামশ্চিচ্ছেদ তদ্বাহূ শরেণ প্রহসন্নিব ॥ ৩০
ততঃ ক্রোধপরীতাত্মা ব্যাদায় বিকটং মুখম্।
রামমভ্যদ্রবদ্রামশ্চিচ্ছেদ পরিধাবতঃ।
পদদ্বয়ং বিরাধস্য তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৩১
ততঃ সর্প ইবাস্যেন গ্রসিতুং রামমাপতৎ।
ততোঽর্দ্ধচন্দ্রাকারেণ বাণেনাস্য মহচ্ছিরঃ ॥ ৩২
চিচ্ছেদ রুধিরৌঘেন পপাত ধরণীতলে।
ততঃ সীতা সমালিঙ্গ্য প্রশশংস রঘূত্তমম্ ॥ ৩৩
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দেবগণাদিতাঃ।
ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা জগুর্গন্ধর্বকিন্নরাঃ ॥ ৩৪
বিরাধকায়াদতিসুন্দরাকৃতি-
বিভ্রাজমানো বিমলাম্বরাবৃতঃ।
প্রতপ্তচামীকরচারুভূষণো
ব্যদৃশ্যতাগ্রে গগনে রবির্যথা ॥ ৩৫
প্রণম্য রামং প্রণতার্তিহারিণং
ভবপ্রবাহোপরমং ঘৃণাকরম্।
প্রণম্য ভূয়ঃ প্রণনাম দণ্ডবৎ
প্রপন্নসর্বার্তিহরং প্রসন্নধীঃ ॥ ৩৬

বিরাধ উবাচ

শ্রীরাম রাজীবদলায়তাক্ষ
বিদ্যাধরোঽহং বিমলপ্রকাশঃ।
দুর্বাসসাঽকারণকোপমূর্তিনা
শপ্তঃ সোঽদ্য বিমোচিতস্ত্বয়া ॥ ৩৭
ইতঃ পরং ত্বচ্চরণারবিন্দয়োঃ
স্মৃতিঃ সদা মেঽস্তু ভবোপশান্তয়ে।
ত্বন্নামসংকীর্তনমেব বাণী
করোতু মে কর্ণপুটঃ ত্বদীয়ম্ ॥ ৩৮

রাক্ষসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে রাম তাহাকে বলিলেন—আমি রাম এবং ইনি আমার প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ। ২৫

আর ইনি আমার প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যা সীতা। পিতৃবাক্যকে সমাদর করিয়া তোমাদের ন্যায় দুষ্টদিগকে শিক্ষা (দণ্ড-দানের জন্য আমরা বনে আসিয়াছি। ২৬

রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রাক্ষস অট্টহাস্য করিতে লাগিল। তারপর মুখ বিস্তার করিয়া ত্বরাসহকারে দুই বাহুতে শূল ধারণ করত বলিল—রাম! তুমি আমাকে জান না। আমি লোকবিখ্যাত মহারাক্ষস বিরাধ। (১) আমার ভয়ে সমস্ত মুনিগণ এই দণ্ডকারণ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ২৭-২৮

যদি তোমাদের জীবিত থাকিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সীতাকে ত্যাগ করিয়া নিরস্ত্র হইয়া তোমরা দুইজনে পলায়ন কর, নতুবা আমি তোমাদের দুইজনকেই সত্বর ভক্ষণ করিব। ২৯

এই কথা বলিয়া রাক্ষস সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু রাম যেন হাস্য করিতে করিতে অতি সহজেই তাহার দুই বাহু বাণের দ্বারা ছেদন করিলেন। ৩০

তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধচিত্ত রাক্ষস বিরাধ বিকট মুখ বিস্তার করিয়া রামের দিকে ধাবিত হইল। রাম সেই সময় ধাবমান রাক্ষসের পদদ্বয় ছেদন করিলেন। ইহা তখন যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ৩১

তাহপর বিরাধ মুখের দ্বারা রামকে গ্রাস করিবার জন্য সর্পের ন্যায় অর্থাৎ সর্পিল গতিতে রামের দিকে যাইতে লাগিল। তখন রাম অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণের দ্বারা রাক্ষসের বিশাল মস্তক ছেদন করিলেন। সেই ছিন্ন মস্তক রুধিরধারার সহিত ভূতলে পতিত হইল। তারপর সীতাদেবী রামকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৩২-৩৩

তদনন্তর স্বর্গে দেবগণবাদিত দুন্দুভিসমূহ নিনাদিত হইতে লাগিল, অপ্সরাগণ হৃষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ সানন্দে গান করিতে লাগিল। ৩৪

এই সময় বিরাধের দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অতিশয় সুন্দরাকার, দেদীপ্যমান, নির্ম্মল বস্ত্রপরিহিত, তপ্তস্বর্ণের সুন্দর আভরণসমূহে বিভূষিত এবং গগনে সূর্য্যের ন্যায় রামের অগ্রে এক পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইলেন। ৩৫

প্রণতজনের ব্যথাহারী রামকে প্রণাম করিয়া প্রসন্নচিত্ত সেই পুরুষ পুনরায় সংসারপ্রবাহের উপশমকারী দয়ার আকর শ্রীরামকে প্রণাম করত, শরণাগত হইলে যিনি শরণাগতের সমস্ত দুঃখ হরণ করেন, সেই রামকে আবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ৩৬

(১) বিরাধের পরিচয়প্রসঙ্গে বাল্মীকি,—

"পুত্রঃ কিলাহং কালস্য মাতা মম শতহ্রদা।
বিরাধ ইতি মামাহুঃ পৃথিব্যাং সর্ব্বরাক্ষসাঃ।" ৩।৭।২০

কথামৃতং পাতু করদ্বয়ং তে
পাদারবিন্দার্চনমেব কুর্য্যাৎ।
শিরশ্চ তে পাদযুগপ্রণামং
করোতু নিত্যং ভবদীয়মেব ॥ ৩৯
নমস্তুভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেধসে ॥ ৪০
প্রপন্নং পাহি মাং রাম যাস্যামি ত্বদনুজ্ঞয়া।
দেবলোকং রঘুশ্রেষ্ঠ মায়া মাং মাবৃণোতু তে ॥৪১
ইতি বিজ্ঞাপিতস্তেন প্রসন্নো রঘুনন্দনঃ।
দদৌ বরং তদা প্রীতো বিরাধায় মহামতিঃ ॥ ৪২

গচ্ছ বিদ্যাধরাশেষমায়াদোষগুণা জিতাঃ।
ত্বয়া মদ্দর্শনাৎ সদ্যো মুক্তো জ্ঞানবতাং বরঃ ॥ ৪৩
মদ্ভক্তিদুর্লভা লোকে জাতা চেন্মুক্তিদা যতঃ।
অতস্ত্বং ভক্তিসম্পন্নঃ পরং যাহি মমাজ্ঞয়া ॥ ৪৪
রামেণ রক্ষোনিধনং সুঘোরং
শাপাদ্ বিমুক্তির্বরদানমেবম্।
বিদ্যাধরত্বং পুনরেব লব্ধং
রামং গৃণন্নেতি নরোঽখিলার্থান্
ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
অরণ্যকাণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১*

তারপর বিরাধের দেহ হইতে বহির্গত সেই পুরুষ বলিলেন,—পদ্মপত্রের ন্যায় আয়তনয়ন শ্রীরাম! আমি বিমলপ্রকাশ নামে এক বিদ্যাধর। অকারণ কোপমূর্ত্তি অর্থাৎ যিনি কারণে ও অকারণে কোপ করিয়া থাকেন, সেই দুর্ব্বাসামুনি পূর্ব্বে আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, আজ আপনি আমাকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করিলেন। ৩৭

ইহার পর হইতে সংসার-শান্তির জন্য আপনার শ্রীচরণারবিন্দযুগলে আমার সদা স্মৃতি হউক অর্থাৎ আপনার শ্রীচরণারবিন্দযুগল যেন সর্ব্বদা আমার স্মরণে থাকুক। আমার বাণী যেন কেবল আপনার নাম কীর্ত্তন করে, আমার হস্তদ্বয় যেন কেবল আপনার শ্রীচরণপদ্মই অর্চ্চনা করে এবং আমার মস্তক যেন এইরূপ আপনার শ্রীপাদযুগলই নিত্য প্রণাম করে। ৩৮-৩৯

হে ভগবন্! আপনি বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি-স্বরূপ, আপনি আত্মারাম, রাম, সীতারাম ও বিশ্ববিধাতা, আপনাকে প্রণাম করি। ৪০

হে রাম! আমি আপনার শরণাগত সেবক, আমাকে পরিত্রাণ করুন। আপনার আদেশ পাইলে আমি এখন স্বস্থান দেবলোকে গমন করিব। রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনার মায়া যেন আমাকে আর কখনও আচ্ছন্ন না করে। ৪১

বিরাধদেহ-নিঃসৃত সেই দিব্য পুরুষ কর্ত্তৃক এইভাবে নিবেদিত হইলে পর ইহার দ্বারা মহামতি রাম প্রসন্ন হইয়া সেই সময় বিরাধকে প্রীতিসহকারে বর দান করিলেন। ৪২

তারপর বলিলেন,—বিদ্যাধর! তুমি এখন যাও। তুমি আমার দর্শনমাত্রেই মায়ার নিখিল দোষসমূহ-রূপ গুণসকল জয় করিয়া লইয়াছ। তুমি এখন জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া যাইলে। ৪৩

আমার ভক্তি অতিশয় দুর্লভ, কিন্তু সেই ভক্তি যদি উৎপন্ন হয়, তবে সে মুক্তিদান করে। অতএব তুমি যখন ভক্তি লাভ করিয়াছ, তখন শ্রেষ্ঠ লোকে গমন কর অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হও। ৪৪

যে মানব রাম কর্ত্তৃক ভয়ঙ্কর বিরাধরাক্ষসের নিধন, তাহাকে শাপ হইতে মুক্তিদান, এইরূপ বরদান এবং রাক্ষসের পুনরায় বিদ্যাধরত্বপ্রাপ্তি—ইহা পাঠ করে, সেই মানব সমস্ত অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। ৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে অরণ্যকাণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

* বিরাধবধ প্রসঙ্গে বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায় (৩।৮।৩-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য), বিরাধ প্রথমে লক্ষ্মণের সহিত পরে রামের সহিত যুদ্ধ করে। পাশ্চাত্ত্য বাল্মীকিরামায়ণে প্রথমে রামের সহিত পরে রাম-লক্ষ্মণ উভয়ের সহিত যুদ্ধ বর্ণিত আছে। বাল্মীকিরামায়ণে বিরাধ সীতাকে হরণ করিয়া রামের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করে। অধ্যাত্মরামায়ণের ৩৩ শ্লোক হইতে বর্ণিত বৃত্তান্তও বাল্মীকিরামায়ণে নাই। বাল্মীকি রামায়ণে বিরাধবধের বর্ণনা অন্যরূপে দেখা যায়। তথায় রামবাণে ভূপতিত বিরাধের অনুরোধেই বিরাধকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করা হয়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীরামেণ শরভঙ্গমুনয়ে দর্শনদানম্‌, মুনের্দেহত্যাগঃ, সুতীক্ষ্ণমুনেরাশ্রমে শ্রীরামস্য গমনঞ্চ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বিরাধে স্বর্গতে রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ।
জগাম শরভঙ্গস্য বনং সর্বসুখাবহম্‌ ॥ ১

শরভঙ্গস্ততো দৃষ্ট্বা রামং সৌমিত্রিণা সহ ।
আয়ান্তং সীতয়া সার্দ্ধং সম্ভ্রমাদুত্থিতঃ সুধীঃ ॥ ২

অভিগম্য সুসম্পূজ্য বিষ্টরেষূপবেশয়ৎ ।
আতিথ্যমকরোৎ তেষাং কন্দমূলফলাদিভিঃ ॥ ৩

প্রীত্যাহ শরভঙ্গোঽপি রামং ভক্তপরায়ণম্‌ ।
বহুকালমিহৈবাসং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪

তব সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাম ত্বং পরমেশ্বরঃ ।
অদ্য মত্তপসঃ সিদ্ধং যৎ পুণ্যং বহু বিদ্যতে ।
তৎ সর্বং তব দাস্যামি ততো মুক্তিং ব্রজাম্যহম্‌ ॥৫

সমর্প্য রামস্য মহৎসুপুণ্য-
ফলং বিবিক্তঃ শরভঙ্গযোগী ।
চিতিং সমারোপয়দপ্রমেয়ং
রামং সসীতং সহসা প্রণম্য ॥ ৬

ধ্যায়ংশ্চিরং রামমশেষহৃৎস্থং
দূর্বাদলশ্যামলমম্বুজাক্ষম্‌ ।
চীরাম্বরং স্নিগ্ধজটাকলাপং
সীতাসহায়ং সহলক্ষ্মণং তম্‌ ॥ ৭

কো বা দয়ালুঃ স্মৃতিকামধেনু-
রন্যো জগত্যাং রঘুনায়কাদহো ।
স্মৃতো ময়া নিত্যমনন্যভাজা
জ্ঞাত্বা স্মৃতিং মে স্বয়মেব জাতঃ ॥ ৮

পশ্যত্বিদানীং দেবেশো রামো দাশরথিঃ প্রভুঃ ।
দগ্ধ্বা স্বদেহং গচ্ছামি ব্রহ্মলোকমকল্মষঃ ॥ ৯

অযোধ্যাধিপতির্মেঽস্তু হৃদয়ে রাঘবঃ সদা ।
যদ্‌ বামাঙ্কে স্থিতা সীতা মেঘস্যেব তড়িল্লতা ॥১০

ইতি রামং চিরং ধ্যাত্বা দৃষ্ট্বা চ পুরতঃ স্থিতম্‌ ।
প্রজ্বাল্য সহসা বহ্নিং দগ্ধ্বা পঞ্চাত্মকং বপুঃ ।
দিব্যদেহধরঃ সাক্ষাদ্‌ যযৌ লোকপতেঃ পদম্‌ ॥ ১১

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

[শ্রীরামকর্তৃক শরভঙ্গ মুনিকে দর্শনদান ও মুনির দেহত্যাগ এবং সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—বিরাধ স্বর্গে গমন করিবার পর শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত শরভঙ্গমুনির সর্ব্বপ্রকার সুখদায়ক বনে (তপোবনে) গমন করিলেন । ১

তখন সুধী (উত্তম ধ্যানপরায়ণ) শরভঙ্গমুনি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত শ্রীরামকে আগমন করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উত্থিত হইলেন । ২

তিনি শ্রীরাম প্রভৃতির নিকটে গমন করত বিশেষভাবে অর্চনা করিয়া আসনে বসাইলেন এবং কন্দ, মূল ও ফলাদির দ্বারা তাঁহাদের অতিথিসৎকার করিলেন । ৩

তারপর শরভঙ্গমুনি ভক্তিপরায়ণ শ্রীরামকে প্রীতিসহকারে বলিলেন—প্রভো! তপস্যার সঙ্কল্প করিয়া আমি বহুকাল যাবৎ এইস্থানেই অবস্থান করিতেছি । ৪

তোমার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিয়াই রহিয়াছি; কারণ, হে রাম! তুমি পরমেশ্বর। আজ আমার তপস্যা সিদ্ধ অর্থাৎ ফলবতী হইল। তপস্যার দ্বারা সঞ্চিত আমার যে বহু পুণ্য আছে, আজ আমি তৎসমস্তই তোমাকে প্রদান করিব এবং তদনন্তর আমি মুক্তিলাভ করিব । ৫

যোগী শরভঙ্গ বিরক্ত অর্থাৎ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া তপস্যালব্ধ উত্তম মহাপুণ্য ফল শ্রীরামকে সমর্পণ করিয়া সীতাদেবীর সহিত অপ্রমেয় শ্রীরামকে প্রণাম করত সহসা চিতায় আরোহণ করিলেন । ৬

তদনন্তর শরভঙ্গমুনি সকলের হৃদয়স্থিত অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামী, দূর্ব্বাদলশ্যাম, সুন্দর জটাসমূহে বিভূষিত, চীরবসনধারী, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বিরাজিত সেই কমললোচন রামকে ধ্যান করিতে করিতে বলিলেন—অহো! জগতে স্মরণমাত্রেই কামধেনুর ন্যায় কামনা পূরণকারী দয়ালু রঘুনাথ শ্রীরাম ব্যতীত আর কে আছে? আমি নিত্য অনন্যচিত্তে ইঁহাকে স্মরণ করিয়াছি। আমার সেই স্মরণ জ্ঞাত হইয়া স্বয়ংই আমার নিকট শুভাগমন করিয়াছেন । ৭-৮

এখন আমার প্রভু দেবেশ্বর দাশরথি রাম অবলোকন করুন—আমি স্বদেহ দগ্ধ করত নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিব । ৯

যাঁহার বামক্রোড়ে মেঘের ক্রোড়ে বিদ্যুল্লতার ন্যায় সীতাদেবী অবস্থান করিতেছেন, সেই অযোধ্যাধিপতি রঘুবংশভূষণ শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে বাস করুন । ১০

এইভাবে শ্রীরামকে বহুক্ষণ ধ্যান করিয়া এবং নিজ সম্মুখে শ্রীরামকে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া সহসা অগ্নি প্রজ্বালিত

ততো মুনিগণাঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।
আজগ্মুর্দ্রষ্টুং শরভঙ্গনিবেশনম্ ॥ ১২
দৃষ্ট্বা মুনিসমূহং তং জানকীরামলক্ষ্মণাঃ ।
প্রণেমুঃ সহসা ভূমৌ মায়ামানুষরূপিণঃ ॥ ১৩
আশীর্ভিরভিনন্দ্যাথ রামং সর্বহৃদি স্থিতম্ ।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে ধনুর্বাণধরং হরিম্ ॥ ১৪
ভূমের্ভারাবতারায় জাতোঽসি ব্রহ্মণাঽর্থিতঃ ।
জানীমস্ত্বাং হরিং লক্ষ্মীং জানকীং লক্ষ্মণং তথা ॥ ১৫
শেষাংশং শঙ্খচক্রে দ্বে ভরতং সানুজং তথা ।
অতশ্চাদাবৃষীণাং ত্বং দুঃখং মোক্তুমিহার্হসি ॥ ১৬
আগচ্ছ যামো মুনিসেবিতানি
বনানি সর্বাণি রঘূত্তম ক্রমাৎ ।
দ্রষ্টুং সুমিত্রাসুত-জানকীভ্যাং
তদা দয়াস্মৎসু দৃঢ়া ভবিষ্যতি ॥ ১৭
ইতি বিজ্ঞাপিতো রামঃ কৃতাঞ্জলিপুটৈর্বিভুঃ ।
জগাম মুনিভিঃ সার্দ্ধং দ্রষ্টুং মুনিবনানি সঃ ॥ ১৮
দদর্শ তত্র পতিতান্যনেকানি শিরাংসি সঃ ।
অস্থিভূতানি সর্বত্র রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৯
অস্থীনি কেষামেতানি কিমর্থং পতিতানি বৈ ।
তমূচুর্মুনয়ো রাম ঋষীণাং মস্তকানি হি ॥ ২০
রাক্ষসৈর্ভক্ষিতানীশ প্রমত্তানাং সমাধিতঃ ।
অপ্রায়ত্যং মুনীনাং তে পশ্যন্তোঽনুচরন্তি হি ॥ ২১
শ্রুত্বা বাক্যং মুনীনাং স ভয়দৈন্যসমন্বিতম্ ।
প্রতিজ্ঞামকরোদ্রামো বধায়াশেষরক্ষসাম্ ॥ ২২

করত পঞ্চভূতাত্মক দেহ দগ্ধ করিয়া দিব্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক শরভঙ্গ জগৎপতির ধামে গমন করিলেন। ১১

তদনন্তর দণ্ডকারণ্যবাসী সমস্ত মুনিগণ (১) শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে আগমন করিলেন। ১২

সেই সমস্ত মুনিবৃন্দকে দর্শন করিয়া মায়াবলে মনুষ্যরূপধারী জনকনন্দিনী সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ ভূতলে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। ১৩

তখন সেই সব মুনিগণ আশীর্ব্বাদের দ্বারা রামকে অভিনন্দিত করিয়া সর্ব্বান্তর্য্যামী ধনুর্বাণধারী শ্রীহরিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন। ১৪

ভগবন্! পৃথিবীর ভার হরণের জন্য আপনি ব্রহ্মার প্রার্থনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা জানি—আপনি সাক্ষাৎ শ্রীহরি, জনকনন্দিনী সীতা লক্ষ্মীদেবী, লক্ষ্মণ শেষাবতার, ভরত শঙ্খাবতার এবং শত্রুঘ্ন চক্রাবতার; অতএব সর্ব্বাগ্রে ঋষিগণের দুঃখ আপনি মোচন করুন। ১৫ ১৬

হে রঘূত্তম! আপনি আগমন করুন, মুনিগণ সেবিত সকল অরণ্য ক্রমে ক্রমে দর্শন করিবার জন্য সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও জনকদুহিতা সীতার সহিত আমরা গমন করি। তাহা হইলেই আমাদিগের প্রতি আপনার প্রগাঢ় দয়া করা হইবে। ১৭

সেই মুনিগণ এইরূপে নিজেদের অভিপ্রায় নিবেদন করিলে পর সেই বিভু শ্রীরাম কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিগণের সহিত মুনি-সেবিত বনসমূহ দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। ১৮

রাম সেই বনভূমিতে সর্ব্বত্র অস্থিমাত্রাবশিষ্ট বহু মস্তক পতিত থাকিতে দেখিলেন। তখন রাম এই কথা বলিলেন। ১৯

কাহাদের এই সব অস্থি? কেনই বা এস্থানে পতিত রহিয়াছে? ইহাতে মুনিগণ তাঁহাকে বলিলেন,—রাম! এসমস্ত রাক্ষসগণভক্ষিত ঋষিদিগের মস্তক। পরমেশ্বর! অসমাহিত-চিত্ত ঋষিগণের অপবিত্রতা অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই রাক্ষসেরা এই সব বনে বিচরণ করে। ২০-২১

সেই রামচন্দ্র মুনিগণের এইরূপ ভয় ও কাতরতা পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করত সমস্ত রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। ২২

(১) যে সব মুনিগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়,—যথা,

"বৈখানসা বালখিল্যা ঋষয়োঽত্র মরীচিপাঃ ।
অশ্মকুট্টা সুবহবঃ পর্ণাহারাশ্চ তাপসাঃ ॥
দন্তোলূখলিনশ্চৈব দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।
কেচিচ্চ সলিলাহারা জ্বলিতানলবর্চসঃ ॥
অত্রাবকাশিনশ্চান্যে কেচিৎ স্থণ্ডিলশায়িনঃ ।
উপবাসরতাশ্চৈব জলে কল্পান্তবাসিনঃ ॥
তপোরতা মহাত্মানঃ কেচিৎ পঞ্চতপোঽন্বিতাঃ ।
চতুর্মাসকৃতাহারা নিরাহারাস্তথাপরে ॥
বৃক্ষাগ্রসক্তপাদাশ্চ সদা বাকৃশিরসঃ স্থিতাঃ ।
অনাশ্রিতাঃ কর্ম্মফলমাশ্রিতাশ্চাপরে তথা ॥
স্থিতা বসুমতীপৃষ্ঠে কৃষ্টৈকাঙ্গুষ্ঠপীড়িতাম্ ।

পূজ্যমান: সদা তত্র মুনিভির্বনবাসিভি: ।
জনক্যা সহিতো রাম লক্ষ্মণেন সমন্বিত: ॥ ২৩
উবাস কতিচিৎ তত্র বর্ষাণি রঘুনন্দন: ।
এবং ক্রমেণ সম্পশ্যন্নৃষীণামাশ্রমান্ বিভু: ॥ ২৪
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমং প্রাগাৎ প্রখ্যাতমৃষিসঙ্কুলম্ ।
সর্বর্ত্তুগুণসম্পন্নং সর্বকালসুখাবহম্ ॥ ২৫
রামমাগতমাকর্ণ্য সুতীক্ষ্ণ: স্বয়মাগত: ।
অগস্তিশিষ্যো রামস্য মন্ত্রোপাসনতৎপর: ।
বিধিবৎ পূজয়ামাস ভক্ত্যুৎকণ্ঠিতলোচন: ॥ ২৬

সুতীক্ষ্ণ উবাচ ।

ত্বন্মন্ত্রজাপ্যহমনন্তগুণাপ্রমেয়
সীতাপতে শিববিরিঞ্চিসমাশ্রিতাঙ্‌ঘ্রে ।
সংসারসিন্ধুতরণামল-পোতপাদ
রামাভিরাম সততং তব দাসদাস: ॥ ২৭
মামদ্য সর্বজগতামবিগোচরস্ত্বং
ত্বন্মায়য়া সুতকলত্রগৃহান্ধকূপে ।

সেই বনে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বদা বনবাসী মুনিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতে হইতে কয়েক বৎসর তথায় বাস করিলেন। বিভু রঘুনন্দন রাম এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঋষিগণের আশ্রমসমূহ পরিদর্শন করিতে করিতে প্রখ্যাত বহু ঋষিতে পরিব্যাপ্ত, সকল ঋতুগুণসম্পন্ন এবং সর্ব্বকালেই সুখদায়ক সুতীক্ষ্ণ মুনির সুপ্রসিদ্ধ আশ্রমে গমন করিলেন। ২৩-২৫

অগস্ত্যমুনির শিষ্য রামমন্ত্রের উপাসক সুতীক্ষ্ণ মুনি 'রাম শুভাগমন করিয়াছেন' শ্রবণ করিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিপূর্ণ নয়নে শ্রীরামকে দর্শন করত বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। ২৬

তারপর সুতীক্ষ্ণ মুনি বলিলেন,—পরম রমণীয় সীতাপতি রাম! তুমি অনন্ত গুণসম্পন্ন ও অপ্রমেয় (দেশ কালাদ্যপরিচ্ছেদ্য বা প্রত্যক্ষাদি পঞ্চপ্রমাণাগম্য)। শিব এবং ব্রহ্মা তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন; কারণ, তোমার এই চরণ-যুগল সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার নির্মল তরণী। আমি তোমার মন্ত্রজপে নিরত আছি এবং সতত তোমার দাসানুদাস। ২৭

করুণাময় প্রভো! তুমি সর্ব্বলোকের অগোচর হইয়াও তোমারই মায়াবশে আমাকে পুত্র, ভার্য্যা ও গৃহরূপ অন্ধকারময় কূপে নিমগ্ন দেখিয়া এবং মলভূত যে পুদ্গলপিণ্ড অর্থাৎ দেহ,

মগ্নং নিরীক্ষ্য মলমুদ্গলপিণ্ডমোহ-
পাশানুবদ্ধহৃদয়ং স্বয়মাগতোঽসি ॥২৮
ত্বং সর্বভূতহৃদয়েষু কৃতালয়োঽপি
ত্বন্মন্ত্রজাপাবিমুখেষু তনোষি মায়াম্ ।
ত্বন্মন্ত্রসাধনপরেষ্বপয়াতি মায়া
সেবানুরূপফলদোঽসি যথাঽমরাগ: ॥২৯
বিশ্বস্য সৃষ্টিলয়সংস্থিতিহেতুরেক-
স্ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়া বিধিরীশ-বিষ্ণু ।
ভাসীশ মোহিতধিয়াং বিবিধাকৃতিস্ত্বং
যদ্বদ্রবি: সলিলপাত্রগতো হ্যনেক: ॥ ৩০
প্রত্যক্ষতোঽদ্য ভবতশ্চরণারবিন্দং
পশ্যামি রাম তমস: পরত: স্থিতস্য ।
দৃগ্‌রূপতস্ত্বমসতামবিগোচরোঽপি
ত্বন্মন্ত্রপূতহৃদয়েষু সদা প্রসন্ন: ॥ ৩১
পশ্যামি রাম তব রূপমরূপিণোঽপি
মায়াবিড়ম্বনকৃতং সুমনুষ্যবেশম্
কন্দর্পকোটিসুভগং কমনীয়চাপং
বাণং দয়ার্দ্রহৃদয়ং স্মিতচারুবক্ত্রম্ ॥৩২

সেই দেহের প্রতি মোহপাশে আবদ্ধচিত্ত জানিয়া তুমি স্বয়ংই এই দাসের নিকট শুভাগমন করিয়াছ। ২৮

ভগবন্! তুমি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে বাস করিয়াও যাহারা তোমার মন্ত্রজপাদি তোমার আরাধনাবিমুখ, তাহাদিগের প্রতি মায়া বিস্তার কর; কিন্তু যাঁহারা তোমার মন্ত্রজপাদি সাধন-পরায়ণ, মায়া তাঁহাদিগকে পরিহার করেন। সুরতরু যেরূপ আশ্রিতদিগকে প্রার্থনারূপ ফলদান করে, তুমিও সেইরূপ নিজ সেবকগণকে সেবানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। ২৯

এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ তুমিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু। হে সর্ব্বনিয়ামক পরমেশ্বর! যেরূপ নানা জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য অনেক বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ তুমি যাহাদের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত, সেই সব ব্যক্তির নিকট সত্ত্ব, রজঃ ও তম:—এই তিন গুণময়ী মায়ার দ্বারা বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর—এইরূপ বিবিধাকৃতি রূপে প্রতিভাত হও। ৩০

হে রাম! তম: অর্থাৎ সংসারের পরপারে অথবা প্রকৃতির পরপারে স্থিত তোমার শ্রীচরণকমল আজ আমি সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি। তুমি অসদ্ব্যক্তিগণের দৃষ্টিপথের অগোচর হইলেও যাঁহারা তোমার মন্ত্রজপাদি সাধন দ্বারা পূতচিত্ত হইয়াছেন,

সীতাসমেতমজিনাম্বরমপ্রধৃষ্যং
সৌমিত্রিণা নিয়তসেবিতপাদপদ্মম্ ।
নীলোৎপলদ্যুতিমনন্তগুণং প্রশান্তং
মদ্ভাগধেয়মনিশং প্রণমামি রামম্ ॥ ৩৩

জানন্তু রাম তব রূপমশেষদেশ-
কালাদ্যুপাধিরহিতং ঘনচিৎপ্রকাশম্ ।
প্রত্যক্ষতোঽদ্য মম গোচরমেতদেব
রূপং বিভাতু হৃদয়ে ন পরং বিকাঙ্ক্ষে ॥ ৩৪

ইত্যেবং স্তুতস্তস্য রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ ।
মুনে জানামি তে চিত্তং নির্ম্মলং মদুপাসনাৎ ॥ ৩৫

অতোঽহমাগতো দ্রষ্টুং মদৃতে নান্যসাধনম্ ।
মন্মন্ত্রোপাসকা লোকে মামেব শরণং গতাঃ ॥ ৩৬
নিরপেক্ষা নান্যগতাস্তেষাং দৃশ্যোঽহমন্বহম্ ।
স্তোত্রমেতৎ পঠেদ্ যস্তু ত্বৎকৃতং মৎপ্রিয়ং সদা ॥ ৩৭
সদ্ভক্তির্মে ভবেত্তস্য জ্ঞানঞ্চ বিমলং ভবেৎ ।
ত্বং মমোপাসনাদেব বিমুক্তোঽসীহ সর্বতঃ ॥ ৩৮
দেহান্তে মম সাযুজ্যং লপ্স্যসে নাত্র সংশয়ঃ ।
গুরুং তে দ্রষ্টুমিচ্ছামি হ্যগস্ত্যং মুনিনায়কম্ ।
কিঞ্চিৎ কালং তত্র বস্তুং মনো মে ত্বরয়ত্যলম্ ॥ ৩৯
সুতীক্ষ্ণোঽপি তথেত্যাহ শ্বো গমিষ্যসি রাঘব ।
অহমপ্যাগমিষ্যামি চিরাদ্দৃষ্টো মহামুনিঃ ॥ ৪০

তাঁহাদিগের প্রতি তুমি প্রসন্ন থাক অর্থাৎ তাঁহাদিগকে দর্শনদান করিয়া থাক। 'ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্যেঃ' এই শ্রুতিবাক্যানুসারে যদিও নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ তোমার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় না, তথাপি সগুণ তোমার উপাসনা করিয়া চিত্তের একাগ্রতাবশতঃ সেই উপাসনাই তোমার সাক্ষাৎকারের হেতু হইয়া থাকে; যথা—

"নির্বিশেষং পরংব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ ।
যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যান্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ ।
বশীকৃতে মনস্যেষাং সগুণব্রহ্মশীলনাৎ ।
তদেবাবির্ভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধিকল্পনম্ ।" ৩১

হে রাম! তুমি অরূপ হইলেও আজ আমি মায়াচ্ছলে পরিগৃহীত, উত্তম মনুষ্য বেশধারী; রমণীয় ধনু ও বাণধারী, কোটি কন্দর্প (কামদেব) হইতেও সৌন্দর্য্যশালী, দয়ার্দ্রচিত্ত, ঈষদ্‌হাস্য মধুরবদন রূপ ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত দর্শন করিতেছি। ৩২

যিনি মৃগচর্ম্মরূপ বসনধারী, অপ্রধৃষ্য অর্থাৎ কোনরূপেই যাঁহাকে বোধগম্য করা যায় না, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সর্ব্বদা যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন, নীলোৎপলতুল্য কান্তিমান্, অনন্ত গুণে বিভূষিত, প্রশান্ত এবং আমার ভাগ্যের ফলরূপে উপস্থিত, সেই সীতাসহিত শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত প্রণাম করি। ৩৩

রাম! যাঁহারা তোমাকে বাক্য ও মনের অতীত, শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ এবং দেশ-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া জানেন, তাঁহারা তাহাই জানুন, কিন্তু আমি তাহা কোন রূপেই আকাঙ্ক্ষা করি না, কেবল আজ এই যে রূপ আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি, এই রামরূপই আমার হৃদয়ে সদা বিরাজিত থাকুন। ৩৪

এইরূপে স্তবকারী সেই মুনির নিকট শ্রীরাম ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন,—মুনে! আমার আরাধনা করিয়া তোমার চিত্ত যে নির্ম্মল হইয়াছে, তাহা আমি জানি। ৩৫

সেই হেতু আমি তোমাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছি। আমি ব্যতীত অন্য কোন সাধন অর্থাৎ মোক্ষহেতু নাই ("তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যু মেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" —শ্বেতাশ্বতর ৩।৮), সেই কারণে যাহারা নিরপেক্ষ হইয়া আমার মন্ত্রোপাসনা করে এবং আমারই শরণাগত থাকে ও অন্য কোন মূর্ত্তির উপাসনা করে না, আমি সতত তাহাদের নয়নগোচর হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি আমার প্রিয় তোমার কৃত এই স্তোত্র সর্ব্বদা পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তির আমার প্রতি উত্তম ভক্তি ও নির্ম্মল জ্ঞান লাভ হইবে। তুমি আমার উপাসনাতেই সর্ব্বতোভাবে মুক্তিলাভ করিয়াছ। ৩৬-৩৮

তুমি দেহাবসান হইলে পর আমার সহিত সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আমি তোমার গুরু মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তাঁহার তপোবনে কিছুকাল বাস করিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। ৩৯

তখন সুতীক্ষ্ণ মুনি 'তাহাই হইবে' বলিয়া কহিলেন—রাঘব! আগামী কাল তুমি গমন করিবে। আমিও বহুকাল হইল মহামুনিকে দেখিয়াছি, অতএব আমিও তথায় গমন করিব। ৪০

অথ প্রভাতে মুনিনা সমেতো
রামঃ সসীতঃ সহ লক্ষ্মণেন।
অগস্ত্যসম্ভাষণলোলমানসঃ
শনৈরগস্ত্যানুজমন্দিরং যযৌ ॥৪১

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে উমামহেশ্বর-
সংবাদে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ২

তদনন্তর পরদিবস প্রভাতকালে সুতীক্ষ্ণ মুনি, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র অগস্ত্যমুনির সহিত সম্ভাষণ করিবার জন্য ব্যগ্রমনা হইয়া অগস্ত্যানুজের আশ্রম অভিমুখে গমন করিলেন। ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে উমামহেশ্বরসংবাদে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

(শ্রীরামস্যাগস্ত্যাশ্রমগমনম্, তত্র বাসশ্চ)

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ রামঃ সুতীক্ষ্ণেন জানক্যা লক্ষ্মণেন চ।
অগস্ত্যস্যানুজস্থানং মধ্যাহ্নে সমপদ্যত ॥ ১
তেন সম্পূজিতঃ সম্যগ্ ভুক্ত্বা মূলফলাদিকম্।
পরেদ্যুঃ প্রাতরুত্থায় জগ্মুস্তেঽগস্ত্যমণ্ডলম্ ॥ ২
সর্বর্তুফলপুষ্পাঢ্যং নানামৃগগণৈর্যুতম্।
পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ বিবিধৈর্নাদিতং নন্দনোপমম্ ॥ ৩
ব্রহ্মর্ষিভির্দেবর্ষিভিঃ সেবিতং মুনিমন্দিরৈঃ।
সর্বতোঽলঙ্কৃতং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মলোকমিবাপরম্ ॥৪
বহিরেবাশ্রমস্যাথ স্থিত্বা রামোঽব্রবীন্মুনিম্।

তৃতীয় অধ্যায়।

[শ্রীরামের অগস্ত্যাশ্রমে গমন ও তথায় বাস।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—তাহার পর শ্রীরাম সুতীক্ষ্ণ, জনকসুতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মধ্যাহ্নকালে অগস্ত্যের কনিষ্ঠভ্রাতা অগ্নিজিহ্বের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ১

তথায় অগ্নিজিহ্বের দ্বারা বিধি অনুসারে পূজিত হইয়া শ্রীরাম তাঁহার প্রদত্ত ফলমূল ভোজন করত সেই দিন বাস করিলেন। অনন্তর পরদিনে প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া তাঁহারা অগস্ত্যের তপোবনে গমন করিলেন। ২

মহামুনি অগস্ত্যের এই তপোবন সমস্ত ঋতুর ফল-পুষ্পে সমৃদ্ধ, নানাবিধ মৃগ (বা পশু)-গণে পরিপূর্ণ, বিবিধ পক্ষিসঙ্ঘের নাদে নিনাদিত, নন্দনকাননতুল্য, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণের দ্বারা সেবিত, মুনিমন্দিরসমূহে সর্ব্বতোভাবে সুশোভিত এবং সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় অবস্থিত ছিল। ৩-৪

শ্রীরাম আশ্রমের বহির্ভাগে অবস্থান করিয়া মুনিকে

সুতীক্ষ্ণ গচ্ছ ত্বং শীঘ্রমাগতং মাং নিবেদয় ॥ ৫
অগস্ত্যমুনিবর্য্যায় সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা সুতীক্ষ্ণঃ প্রযযৌ গুরোঃ ॥ ৬
আশ্রমং ত্বরয়া তত্র ঋষিসঙ্ঘসমাবৃতম্।
উপবিষ্টং রামভক্তৈর্বিশেষেণ সমাবৃতম্ ॥ ৭
ব্যাখ্যাতরামমন্ত্রার্থং শিষ্যেভ্যশ্চাতিভক্তিতঃ।
দৃষ্ট্বাগস্ত্যং মুনিশ্রেষ্ঠং সুতীক্ষ্ণঃ প্রযযৌ মুনেঃ ॥ ৮
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাহ বিনয়াবনতঃ সুধীঃ।
রামো দাশরথির্ব্রহ্মন্ সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
আগতো দর্শনার্থং তে বহিস্তিষ্ঠতি সাঞ্জলিঃ ॥ ৯

বলিলেন,—সুতীক্ষ্ণ। আপনি গমন করুন এবং লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত আমার আগমনসংবাদ মুনিবর অগস্ত্যকে নিবেদন করুন। তখন সুতীক্ষ্ণ 'মহা অনুগ্রহ' এই কথা বলিয়া গুরু অগস্ত্যের নিকট গমন(১) করিলেন। ৫-৬

ত্বরা সহকারে আশ্রমে যাইয়া তথায় রামভক্তিপরায়ণ ঋষিবৃন্দের দ্বারা বিশেষভাবে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন

(১) বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—সংবাদ জানাইবার জন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণকে আশ্রমে পাঠাইলেন, যথা—

স্থিতস্তুমরমঙ্কাশো মহাবলপরাক্রমঃ।
রাঘবঃ সহ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ।
সংপ্রাপ্তাঃ স্মাশ্রমপদং সৌমিত্রে প্রবিশাগ্রতঃ।
নিবেদয় চ মাং প্রাপ্তমৃষয়ে সহ সীতয়া।
স প্রবিশ্যাশ্রমপদং লক্ষ্মণো রাঘবাজ্ঞয়া।
অগস্ত্যশিষ্যমাসাদ্য বাক্যমেতদুবাচ হ।
রাজা দশরথো নাম জ্যেষ্ঠস্তস্য সুতো বলী।
রামো নাম মহাভাগ মুনিং দ্রষ্টুমিহেচ্ছতি। ৩।১৪।১-৪

অগস্ত্য উবাচ

শ্রীরামানয় ভদ্রং তে রামং মম হৃদি স্থিতম্।
তমেব ধ্যায়মানোঽহং কাঙ্‌ক্ষমাণোঽত্র সংস্থিতঃ ॥১০
ইত্যুক্ত্বা স্বয়মুত্থায় মুনিভিঃ সহিতো দ্রুতম্।
অভ্যয়াৎ পরয়া ভক্ত্যা গত্বা রামমথাব্রবীৎ ॥ ১১
আগচ্ছ রাম ভদ্রং তে দিষ্ট্যা তেঽহত্র সমাগমঃ।
প্রিয়াতিথির্মম প্রাপ্তোঽস্যদ্য মে সফলং দিনম্ ॥ ১২
রামোঽপি মুনিমায়ান্তং দৃষ্ট্বা হর্ষসমাকুলঃ।
সীতয়া লক্ষ্মণেনাপি দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি ॥ ১৩
দ্রুতমুত্থাপ্য মুনিরাড়্ রামমালিঙ্গ্য ভক্তিতঃ।
তদ্‌গাত্রস্পর্শজাহ্লাদস্রবন্নেত্রজলাকুলঃ ॥ ১৪

এবং শিষ্যদিগকে অভিনয় ভক্তিসহকারে রামমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন এই অবস্থায় মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে দর্শন করত সুতীক্ষ্ণ মুনির নিকট গমন করিলেন। ৭-৮

সুষ্ঠু ধ্যানপরায়ণ সুতীক্ষ্ণ গুরু অগস্ত্যকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! দশরথনন্দন রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আপনাকে দর্শন করিবার জন্য শুভাগমন করিয়াছেন। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া এখন আশ্রমের বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন। ৯

অগস্ত্য বলিলেন—যাঁহাকে আমি সতত ধ্যান করিতেছি এবং যাঁহার দর্শন কামনা করিয়া আমি এস্থানে অবস্থান করিতেছি, সেই রামকে সত্বর লইয়া এস। ১০

এই কথা বলিয়া অগস্ত্য স্বয়ং উত্থিত হইয়া মুনিগণের সহিত দ্রুত রাম অভিমুখে গমন করিলেন এবং পরম ভক্তিসহকারে গমন করিয়া রামকে দর্শন করিবার পর বলিলেন। ১১

রাম! তুমি আগমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। আমার সৌভাগ্যবশতঃ অদ্য তোমার শুভাগমন হইয়াছে। তুমি প্রিয় অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছ, আজ আমার দিন সফল হইল ॥১২

(১) প্রাচ্য বাল্মীকি রামায়ণে এস্থলে অগস্ত্যের বিশেষ বর্ণনা দেখা যায়,—

তং দৃষ্ট্বা চোগ্রতপসং প্রজ্বলন্তমিবানলম্।
অগস্ত্যং স মুনিশ্রেষ্ঠং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
অয়মগ্নিরয়ং সোম এব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অস্মানিহাগতানেষ নিষ্ক্রম্যাভ্যুপগচ্ছতি।
ঔদার্য্যেণাবগচ্ছামঃ সোঽগস্ত্যোঽয়ং ন সংশয়ঃ।
নিধানং তপসামেব তেজোরাশির্বিভাবসোঃ।

৩।১৪।২৩-২৫

গৃহীত্বা রামমেকেন করেণ রঘুনন্দনম্।
জগাম স্বাশ্রমং হৃষ্টো মনসা মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১৫
সুখোপবিষ্টং সম্পূজ্য পূজয়া বহুবিস্তরম্।
ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং ভোজ্যৈর্বন্যৈরনেকধা ॥১৬
সুখোপবিষ্টমেকান্তে রামং শশিনিভাননম্।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদমগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ ॥ ১৭
ত্বদাগমনমেবাহং প্রতীক্ষ্য সমবস্থিতঃ।
যদা ক্ষীরসমুদ্রান্তে ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা ॥ ১৮
ভূমের্ভারাপনুত্ত্যর্থং রাবণস্য বধায় চ।
তদাদি দর্শনাকাঙ্‌ক্ষী তব রাম তপশ্চরন্।
বসামি মুনিভিঃ সার্দ্ধং ত্বামেব পরিচিন্তয়ন্ ॥ ১৯

রামও মুনিকে আগমন করিতে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন(১)। ১৩

তখন মুনিরাজ অগস্ত্য সত্বর রামকে উত্থাপিত করিয়া ভক্তিভরে আলিঙ্গন করত তাঁহার অঙ্গস্পর্শজনিত আনন্দাশ্রুতে ঋষির নয়নদ্বয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ১৪

মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য নিজ এক হস্তে রামের হস্ত ধারণ করিয়া রঘুনন্দনকে সঙ্গে লইয়া আনন্দিত মনে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। ১৫

সুখে উপবিষ্ট রামচন্দ্রকে মহা আড়ম্বরের সহিত বিশেষভাবে পূজা করিয়া বনজাত নানাবিধ ফল-মূলাদি যথাবিধি বহুবার ভোজন করাইয়া (সীতা ও লক্ষ্মণকেও যথাযথভাবে সমাদর-সহকারে ভোজন করাইয়া) নির্জনস্থানে চন্দ্রবদন শ্রীরামচন্দ্রকে সুখে উপবেশন করাইয়া ভগবান্ (যোগৈশ্বর্য্যশালী ও জ্ঞানবান্) মহর্ষি অগস্ত্য কৃতাঞ্জলি হইয়া রামকে এই কথা বলিলেন। ১৬-১৭

রাম! পূর্ব্বে যখন ক্ষীরসাগরের তীরে(২) ব্রহ্মা ভূভার হরণের জন্য ও রাবণের বধের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই

(২) বাল্মীকিরামায়ণে অন্তরূপে দেখা যায়। দশরথের যজ্ঞে অযোধ্যায় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু উপস্থিত হইলে পর তথায় ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন,—

"এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুরুপযাতো মহাদ্যুতিঃ...

১।৪।২২-২৩

সৃষ্টেঃ প্রাগেক এবাসীর্নির্বিকল্পোঽনুপাধিকঃ।
ত্বদাশ্রয়া ত্বদ্বিষয়া মায়া তে শক্তিরুচ্যতে ॥ ২০
ত্বামেব নির্গুণং শক্তিরাবৃণোতি যদা তদা।
অব্যাকৃতমিতি প্রাহুর্বেদান্তপরিনিষ্ঠিতাঃ ॥ ২১
মূলপ্রকৃতিরিত্যেকে প্রাহুর্মায়েতি কেচন।
অবিদ্যা সংসৃতির্বন্ধ ইত্যাদি বহুধোচ্যতে ॥ ২২
ত্বয়া সংক্ষোভ্যমাণা সা মহত্তত্ত্বং প্রসূয়তে।
মহত্তত্ত্বাদহঙ্কারস্ত্বয়া সঙ্কোদিতাদভূৎ ॥ ২৩
অহঙ্কারো মহত্তত্ত্বসংবৃতস্ত্রিবিধোঽভবৎ।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চেতি ভণ্যতে ॥ ২৪
তামসাৎ সূক্ষ্মতন্মাত্রাণ্যাসন্ ভূতান্যতঃ পরম্।
স্থূলানি ক্রমশো রাম ক্রমোত্তরগুণানি হি ॥ ২৫
রাজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব সাত্ত্বিকা দেবতা মনঃ।
তেভ্যোঽভবৎ সূত্ররূপং লিঙ্গং সর্বগতং মহৎ ॥ ২৬

সময় হইতে আমি তোমার আগমনের ও তোমার দর্শনের প্রতীক্ষা করিতে করিতে তপোরত হইয়া মুনিগণের সহিত তোমার চিন্তা করিতে করিতে এ স্থানে বাস করিতেছি। ১৮-১৯

রাম! সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়কালে একমাত্র তুমিই ছিলে; কারণ, তুমি নির্বিকল্প—অদ্বৈত ('শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে'—ইতি শ্রুতেঃ) অর্থাৎ প্রকৃতিও তোমার মধ্যে লীন থাকায় বিকল্পরূপ সকল প্রপঞ্চরহিত এবং নিরুপাধিক—দ্রষ্টৃত্বাদি সমস্ত উপাধিহীন। বর্তমানকালে পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চে তোমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতা ও তোমাকে বিষয় করিয়া বিরাজমানা এই যে মায়া, ইহাকেই তোমার শক্তি বলা হয়। ২০

এই তোমার মায়ারূপা শক্তি গুণাতীত পরমাত্মা তোমাকেই আবরণ করিয়া যখন অবস্থান করে, তখন সেই মায়াকে বৈদান্তিকগণ 'অব্যাকৃত' অর্থাৎ প্রধান বলিয়া থাকেন। ২১

তোমার এই আবরণরূপা শক্তিকে কেহ কেহ (সাংখ্যবিদ্গণ) মূলপ্রকৃতি ('মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ'—সাংখ্যকারিকা।) এবং কেহ কেহ (পৌরাণিকগণ) 'মায়া' বলিয়া অভিহিত করেন। আবার কেহ কেহ 'অবিদ্যা' 'সংসার' ও 'বন্ধ' ইত্যাদি বহু নামে বর্ণনা করিয়াছেন। ২২

তোমার দ্বারা সংক্ষোভিত হইয়া অর্থাৎ—বিকার প্রাপ্ত হইয়া সেই মায়া প্রথমে 'মহত্তত্ত্ব'কে উৎপন্ন করে। ("সবিকারাৎ প্রধানাৎ তু মহৎ তত্ত্বমজায়ত। মহানিতি যতঃ খ্যাতির্লোকানাং জায়তে সদা। মৎস্যপুরাণ—৩।১৭) এবং তোমারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া মহত্তত্ত্ব হইতে 'অহঙ্কার' উৎপন্ন হইয়াছে। (অহঙ্কার—'আমি' 'আমার' ইত্যাকার অভিমানরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তি "অহঙ্কারোঽভিমানশ্চ কর্তা মন্তা চ স স্মৃতঃ"—ইতি কৌর্ম্মে পূর্ব্বভাগঃ ৫।২১)। ২৩

(ত্রিগুণাত্মিকা মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হওয়ায় মহত্তত্ত্ব ত্রিগুণাত্মক, এইরূপ ত্রিগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উদ্ভূত হওয়ায় সেই অহঙ্কারও ত্রিগুণাত্মক)। মহত্তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত অহঙ্কার ত্রিবিধ অর্থাৎ অহঙ্কারের উপাদানকারণ মহত্তত্ত্ব এবং সেই মহত্তত্ত্ব আবার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া তাহার কার্য্যভূত অহঙ্কার ত্রিবিধ। সেই অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই তিন প্রকার বলিয়া কথিত হয়। (বিষ্ণুপুরাণেও দেখা যায়,—"সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্"।) ১।২।৩৩। মহান্ ত্রিবিধ বলিয়া তাহার কার্য্যস্বরূপ অহঙ্কারও ত্রিবিধ। ২৪

রাম! এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের মধ্যে তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ সূক্ষ্ম তন্মাত্র—সূক্ষ্মাপঞ্চীকৃত তন্মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই সূক্ষ্মতন্মাত্র হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চ স্থূলভূত ক্রমে অধিক গুণবিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। (এস্থলে প্রথমে পঞ্চীকরণ বলা হইতেছে সম্পূর্ণ আকাশকে দুইভাগ করিয়া অর্থাৎ ষোলআনা আকাশকে আটআনা আটআনা করিয়া দুই ভাগ করিয়া পুনরায় একটি আটআনা ভাগকে দুইআনা করিয়া চারভাগ করিবে। এই দুইআনা করিয়া যে চারভাগ হইল, সেই ভাগ চারিটি আকাশকে বাদ দিয়া অন্য চারিটি ভূত অর্থাৎ বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—এই চারিটিতে মিশ্রণ করিতে হইবে। এইরূপ বায়ুকে প্রথমে দুইভাগ করিয়া, একভাগকে পুনরায় চার ভাগ করিয়া বায়ু বাদ দিয়া অন্য চার—আকাশ, তেজ, জল ও পৃথিবীতে মিশ্রণ করিতে হইবে। অতঃপর তেজকে দুইভাগ করিয়া একভাগকে পুনরায় চারভাগ করত আকাশ, বায়ু, জল ও পৃথিবীতে সেই চারিভাগ মিশ্রণ করিবে। তারপর জলকে দুই ভাগ করিয়া, এক ভাগকে পুনরায় চারভাগ করত আকাশ, বায়ু, তেজ ও পৃথিবীতে সেই চারভাগ মিশ্রণ করিবে। তদনন্তর পৃথিবীকে প্রথমে দুই ভাগ করিয়া পরে সেই অর্দ্ধভাগকে আবার চার ভাগ করত আকাশ, বায়ু, তেজ ও জল চারভূতে উক্ত চার ভাগ সংযোজন করিবে। ইহাকেই বলে পঞ্চীকরণ।) (সূক্ষ্মতন্মাত্র বলিতে বুঝায়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র। এই পঞ্চ সূক্ষ্মতন্মাত্রসমূহ হইতে স্থূল ভূতসকল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হয়।

ততো বিরাট্ সমুৎপন্নঃ স্থূলাদ্ ভূতকদম্বকাৎ।
বিরাজঃ পুরুষাৎ সর্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।
দেব-তির্য্যঙ্-মনুষ্যাশ্চ কালকর্মক্রমেণ তু ॥ ২৭
ত্বং রজোগুণতো ব্রহ্মা জগৎসর্গস্য কারণম্ ॥ ২৮

সত্ত্বাদ্ বিষ্ণুস্ত্বমেবাস্য পালকঃ সদ্ভিরুচ্যতে।
লয়ে রুদ্রস্ত্বমেবাস্য ত্বন্মায়াগুণভেদতঃ ॥ ২৯
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যা বৃত্তয়ো বুদ্ধিজা গুণাঃ।
তাসাং বিলক্ষণো রাম ত্বং সাক্ষী চিন্ময়োঽব্যয়ঃ ॥ ৩০

আকাশাদিক্রমে উল্লিখিত এই পঞ্চ ভূত আবার ক্রমান্বয়ে অধিক গুণসম্পন্ন ;যথা—ভূত সৃষ্টির ক্রম ও ক্রমান্বয়ে গুণবিভাগ,—মহান্ হইতে অহঙ্কার,তামস অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র,শব্দদ্বারা আকাশ এবং এই আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ; আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র, স্পর্শদ্বারা বায়ু ও এই বায়ুর অসাধারণ গুণ স্পর্শ এবং কারণান্বয়-বশতঃ শব্দও বায়ুর গুণ, অতএব ক্রমানুসারে বায়ুর দুইটি গুণ শব্দ ও স্পর্শ ; বায়ু হইতে রূপতন্মাত্র, রূপের দ্বারা তেজ এবং তেজের অসাধারণ গুণ রূপ, কারণগুণের পরম্পরান্বয়বশতঃ শব্দ ও স্পর্শও তেজের গুণ, অতএব তেজের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ—এই তিনটি গুণ ; তেজ হইতে রসতন্মাত্র, রসের দ্বারা জল এবং জলের অসাধারণ গুণ রস, পূর্ব্বের ন্যায় কারণগুণান্বয়বশতঃ জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—এই চার গুণ, জল হইতে গন্ধতন্মাত্র, গন্ধের দ্বারা পৃথিবী এবং এই পৃথিবীর অসাধারণ গুণ গন্ধ, পূর্ব্ববৎ কারণগুণান্বয়বশতঃ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চগুণ পৃথিবীর।) রাজস অহঙ্কার হইতে (রাজস অহঙ্কার উপাদানের দ্বারা) ইন্দ্রিয়বর্গ উদ্ভূত হইয়াছে। (এই ইন্দ্রিয়বর্গ দুই ভাগে বিভক্ত ; যথা—১। কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। ২। জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা ও ঘ্রাণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলের বৃত্তি হইল—বচন (কথা বলা), আদান (গ্রহণ), বিহরণ, আনন্দ ও উৎসর্গ (মলত্যাগ) এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের বৃত্তি হইল—সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক —এই উভয় জ্ঞানরূপা বৃত্তি। সবিকল্পক জ্ঞান হইল—শাস্ত্র-উপদিষ্ট জাগতিক সর্ব্বপদার্থ জ্ঞান আর নির্বিকল্পক জ্ঞান সাধনালব্ধ সমাধিগম্য ব্রহ্মজ্ঞান।) সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ ও মন উৎপন্ন হইয়াছে। (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ—"দিগ্-বাতার্ক-প্রচেতোঽশ্বি-বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র-মিত্রকাঃ।" শ্রীমদ্‌ভাগবত ২।৬।৩০) পূর্ব্বোক্ত মায়া, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে লিঙ্গ সমষ্টিদেহ লিঙ্গ শরীর, ইহা সূত্ররূপ অর্থাৎ পটসূত্রবৎ সর্ব্বানুস্যূত, অতএব সর্ব্বগত ; সুতরাং মহৎ—মহত্তত্ত্ব মহদপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ মায়া, মহৎ ও সূক্ষ্মতন্মাত্রাদি অহঙ্কারের কার্য্য হইতে সূক্ষ্ম সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভরূপ লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়। ইহাকেই সূত্র বলা হয়। ২৫-২৬

এই সূত্র হইতেই স্থূল সমষ্টিরূপ বিরাট্ (১) পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই বিরাট্ পুরুষ হইতে স্থাবর (অচর) ও জঙ্গম (চর)-ময় সম্পূর্ণ জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে দেবতা, তির্য্যক্ (কীটাদি) ও মনুষ্যরূপ জঙ্গম পদার্থ কাল এবং কর্ম্মানুসারে অর্থাৎ কাল ও অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। হে রাম। তুমি কখনও রজোগুণ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা হইয়া এই জগতের কারণ হইয়াছ অর্থাৎ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ। ২৭-২৮

মহাত্মাগণ বলেন—তুমিই সত্ত্বগুণ আশ্রয় করত সেই সৃষ্ট জগতের পালন কর, অতএব তুমিই জগতের পালক। প্রলয়-কাল উপস্থিত হইলে তুমি তোমার মায়া গুণানুসারে তমোগুণ অবলম্বন করিয়া রুদ্ররূপ ধারণ করত সম্পূর্ণ জগতের সংহার কর। ২৯

রাম। যে কালে প্রাণিগণের বুদ্ধি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে, সেই কালে তাহাদের জাগ্রদবস্থায়, (২) এইরূপ প্রাণিগণের বুদ্ধি রজোগুণ অবলম্বন করিলে, তাহাদের স্বপ্নাবস্থা এবং তমোগুণ অবলম্বন করিলে, তাহাদের সুষুপ্তি অবস্থা হইয়া থাকে। তুমি কিন্তু এ সবের বিলক্ষণ, অতএব তুমি সাক্ষী, চিন্ময় ও অব্যয় অর্থাৎ তুমি সাক্ষিস্বরূপ হইয়া তাহাদের এই সব জাগ্রদাদি অবস্থা অবলম্বন করিতেছ, কারণ তুমি চৈতন্যময় নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ। ৩০

---

(১) "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।"
—মার্কণ্ডেয় পুরাণ অ০।৪ শ্লোক
"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে"
—ঋক্‌সংহিতা ১০।১২১

(২) "সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্ রজসঃ স্বপ্নমাদিশেৎ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্।"
* * *
'বুদ্ধের্জাগরণং নিদ্রা সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ'।
—ভাগবত০ ১১।২৫।১৯

সৃষ্টিলীলাং যদা কর্তুং মীহসে রঘুনন্দন।
অঙ্গীকরোষি মায়াং ত্বং তদা বৈ গুণবানিব ॥ ৩১
রাম মায়া দ্বিধা ভাতি বিদ্যাঽবিদ্যেতি তে সদা।
প্রবৃত্তিমার্গনিরতা অবিদ্যাবশবর্ত্তিনঃ ॥ ৩২
নিবৃত্তিমার্গনিরতা বেদান্তার্থবিচারকাঃ।
ত্বদ্ভক্তিনিরতা যে চ তে বৈ বিদ্যাময়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৩
অবিদ্যাবশগা যে তু নিত্যং সংসারিণশ্চ তে।
বিদ্যাঽভ্যাসরতা যে তু নিত্যমুক্তাস্ত এব হি ॥ ৩৪
লোকে ত্বদ্ভক্তিনিরতাস্ত্বন্মন্ত্রোপাসকাশ্চ যে।
বিদ্যা প্রাদুর্ভবেৎ তেষাং নেতরেষাং কদাচন ॥ ৩৫
অতস্ত্বদ্ভক্তিসম্পন্না মুক্তা এব ন সংশয়ঃ।
ত্বদ্ভক্ত্যমৃতহীনানাং মোক্ষঃ স্বপ্নেঽপি নো ভবেৎ ॥ ৩৬
কিং রাম বহুনোক্তেন সারং কিঞ্চিদ্ ব্রবীমি তে।
সাধুসঙ্গতিরেবাত্র মোক্ষহেতুরুদাহৃতঃ ॥ ৩৭
সাধবঃ সমচিত্তা যে নিঃস্পৃহা বিগতৈষণাঃ।
দান্তাঃ প্রশান্তাস্ত্বদ্ভক্তা নিবৃত্তাখিলকামনাঃ।
ইষ্টপ্রাপ্তিবিপত্ত্যোশ্চ সমাঃ সঙ্গবিবর্জিতাঃ ॥ ৩৮
সন্ন্যস্তাখিলকর্মাণঃ সর্বদা ব্রহ্মতৎপরাঃ।
যমাদিগুণসম্পন্নাঃ সন্তুষ্টা যেন কেনচিৎ ॥ ৩৯
সৎসঙ্গমো ভবেদ্ যর্হি ত্বৎকথাশ্রবণে রতিঃ।
সমুদেতি ততো ভক্তিস্ত্বয়ি রাম সনাতনে ॥ ৪০
ত্বদ্ভক্তাবুপপন্নায়াং বিজ্ঞানং বিপুলং স্ফুটম্।
উদেতি মুক্তিমার্গোঽয়মাদ্যশ্চতুরসেবিতঃ ॥ ৪১
তস্মাদ্রাঘব সদ্ভক্তিস্ত্বয়ি মে প্রেমলক্ষণা।
সদা ভূয়াদ্ধরে সঙ্গস্ত্বদ্ভক্তেষু বিশেষতঃ ॥ ৪২
অদ্য মে সফলং জন্ম ভবৎসন্দর্শনাদভূৎ।
অদ্য মে ক্রতবঃ সর্বে বভূবুঃ সফলাঃ প্রভো ॥ ৪৩
দীর্ঘকালং ময়া তপ্তমনন্যমতিনা তপঃ।
তস্যেহ তপসো রাম ফলং তব যদর্চনম্ ॥ ৪৪
সদা মে সীতয়া সার্দ্ধং হৃদয়ে বস রাঘব।
গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাঽপি স্মৃতিঃ স্যান্মে সদা ত্বয়ি ॥ ৪৫

রঘুনন্দন। যখন তুমি জগৎ সৃষ্টির লীলা করিতে ইচ্ছা কর, তখন তুমি মায়াকে গ্রহণ কর, সেইহেতু তুমি নির্গুণ হইলেও গুণবান্ পুরুষের ন্যায় প্রকাশিত হয়। ৩১

রাম। এই তোমার মায়া দুই প্রকার; এক বিদ্যা ও অপর অবিদ্যা। যাহারা অবিদ্যার বশবর্ত্তী, তাহারা প্রবৃত্তিমার্গরত হয়; (অতএব মুক্তি লাভ করিতে পারে না—ক্রমশঃ সংসার-বন্ধনগ্রস্ত হয়।) কিন্তু যাঁহারা বিদ্যার বশবর্ত্তী, তাঁহারা নিবৃত্তি-মার্গে রত হইয়া তোমার প্রতি ভক্তি লাভ করেন এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্বের বিচারপরায়ণ হইয়া বিদ্যাময় হইয়া যান। যাহারা অবিদ্যার বশীভূত, তাহারা সদা 'সংসারী' বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসে নিরত, তাঁহারাই 'নিত্যমুক্ত' বলিয়া কথিত হন। ৩২-৩৪

জগতে যাঁহারা তোমার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া তোমার মন্ত্রের উপাসনা করেন, তাঁহাদেরই বিদ্যালাভ হয়, অন্য ব্যক্তি-গণের কোনরূপেই এই বিদ্যালাভ হয় না, অতএব জগতে যাঁহারা তোমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

তোমার ভক্তিরূপ অমৃতহীন ব্যক্তিগণের স্বপ্নেও মোক্ষলাভ হয় না। রাম। এবিষয়ে আর বহু কথা বলিয়া কি হইবে? কিছু সার কথা তোমার নিকট বলিব। সাধু-সঙ্গই (১) মোক্ষের হেতু বলিয়া কথিত হয়। ৩৫-৩৭

(সাধু কাঁহারা? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—) যাঁহারা সম্পদে ও বিপদে সমচিত্ত, নিঃস্পৃহ, নিরীহ, সংযমপরায়ণ, প্রশান্ত, ভক্ত (ভজনশীল), সমস্ত কামনাশূন্য, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সমভাবাপন্ন, সঙ্গবর্জিত, বিধি অনুসারে কর্ম্মসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ, যমাদি (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি) গুণসম্পন্ন এবং যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট, তাঁহারা সাধু। ৩৮-৩৯

যদি সৎসঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে তোমার কথা শ্রবণে (ত্বৎকথা শ্রবণে) অনুরাগ জন্মে। রাম। সেই অনুরাগ হইতে সনাতন পরম পুরুষ তোমাতে ভক্তি লাভ হয়। ৪০

তোমার প্রতি ভক্তি লাভ হইলে পর প্রত্যক্ষ পরম বিজ্ঞান—অপরোক্ষ অনুভূতি প্রাপ্তি হয়, ইহাতে মুক্তিলাভ হয়। চতুর-সেবিত অর্থাৎ আপ্তজন সেবিত এই মুক্তিমার্গই প্রধান বলিয়া কথিত হয়। ৪১

রাঘব। তোমার প্রতি যে সদ্ভক্তি অর্থাৎ একনিষ্ঠা প্রেম-রূপা ভক্তি, সেই ভক্তি আমার লাভ হউক। হে হরে। বিশেষতঃ তোমার ভক্তগণের যে সঙ্গ, তাহাও যেন আমি প্রাপ্ত হই—এই প্রার্থনা তোমার নিকট করিতেছি। ৪২

---

(১) এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়,—
"সংযোগঃ সংস্মৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতো ধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্।"

ইতি স্তুত্বা রমানাথমগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ।
দদৌ চাপং মহেন্দ্রেণ রামার্থে স্থাপিতং পুরা ॥ ৪৬
অক্ষয্যৌ বাণতূণীরৌ খড়্গো রত্নবিভূষিতঃ।
জহি রাঘব ভূভারভূতং রাক্ষসমণ্ডলম্ ॥ ৪৭
যদর্থমবতীর্ণোঽসি মায়য়া মনুজাকৃতিঃ।
ইতো যোজনযুগ্মে তু পুণ্যকাননমণ্ডিতঃ।
অস্তি পঞ্চবটী নাম্না আশ্রমো গৌতমীতটে ॥ ৪৮
নেতব্যস্তত্র তে কালঃ শেষো রঘুকুলোদ্বহ।
তত্রৈব বহুকার্য্যাণি দেবানাং কুরু সৎপতে ॥ ৪৯
শ্রুত্বা তদাঽগস্ত্যসুভাষিতং বচঃ
স্তোত্রঞ্চ তত্ত্বার্থসমন্বিতং বিভুঃ।
মুনিং সমাভাষ্য মুদাঽন্বিতো যযৌ
প্রদর্শিতং মার্গমশেষবিদ্ধরিঃ ॥৫০

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
অরণ্যকাণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

আজ তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আমার জন্ম সকল হইয়াছে। প্রভো! তোমার দর্শনে আমার যাগ-যজ্ঞ সকলও সফল হইয়াছে। ৪৩

রাম! আমি দীর্ঘকাল অনন্তমতিতে যে তপস্যা করিয়াছি, সেই তপস্যারই এই ফল যে, এস্থানে তোমাকে পূজা করা অর্থাৎ এই পূজা করিবার সৌভাগ্য পাওয়া। ৪৪

হে রাঘব! তুমি সীতা দেবীর সহিত সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে বাস কর এবং আমার গমন বা অবস্থান—এই সব সময়ই যেন আমি তোমাকে স্মরণ করিতে পারি। ৪৫

মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য এইভাবে রমানাথ শ্রীরামের স্তব করিয়া পুরাকালে রামকে প্রদান করিবার জন্য মহেন্দ্র কর্ত্তৃক স্থাপিত ধনু (১) রামকে প্রদান করিলেন। ৪৬

রাঘব! এই দুই অক্ষয় বাণ ও তূণীর এবং এই রত্নভূষিত খড়্গ গ্রহণ কর। পৃথিবীর ভারস্বরূপ রাক্ষসমণ্ডলকে তুমি সংহার কর। ৪৭

যাহার জন্য আজ তুমি মায়ার দ্বারা মনুষ্যাকারে অবতীর্ণ হইয়াছ। এস্থান হইতে দুই যোজন (ক্রোশচতুষ্টয়কে যোজন বলে।) পথ দূরে পুণ্য কানন-শোভিত গৌতমী (গোদাবরী) নদীর তীরে পঞ্চবটী নামে এক আশ্রম আছে। ৪৮

রঘুবংশধর রাম! তথায় তুমি অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত কর। সৎপতে (সজ্জনপালক ভগবন্!) সে-স্থানেই তুমি দেবতাগণের বহুতর কার্য্য সম্পাদন কর। ৪৯

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী শ্রীহরি অগস্ত্যকথিত বাক্য এবং তৎকৃত তত্ত্বপূর্ণ স্তোত্র শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং মুনি অগস্ত্যকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে গমন করিলেন। ৫০

---

(১) এই ধনু প্রভৃতি দানপ্রসঙ্গে বাল্মীকি—

'ধনুর্ব্বরমিদং দিব্যং বজ্রহেমপরিষ্কৃতম্।
বৈষ্ণবং পুরুষব্যাঘ্র নির্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
অমোঘঃ সূর্য্যসঙ্কাশো ব্রহ্মদত্তঃ শরোত্তমঃ।
দত্তো মম মহেন্দ্রেণ তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ।
সংপূর্ণৌ নিশিতৈর্বাণৈর্জ্বলদ্ভিরিব পাবকৈঃ।
মহারজতকোষোঽয়মসির্হেমবিভূষিতঃ।

(৩।১২।৩৭-৩৯)

বাল্মীকিরামায়ণে রামকেই দান করিবার বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ আছে,—

'পুরা চোক্তোঽহমিন্দ্রেণ সহস্রাক্ষেণ রাঘব।
যদা রাম ইহাগচ্ছেৎ তস্মৈ দেয়মিদং ধনুঃ।'

(৩।১২।৩২)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্‌অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে অরণ্যকাণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

(জটায়ুষা সহ শ্রীরামস্য সাক্ষাৎকারঃ, শ্রীরামেণ লক্ষ্মণায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-তত্ত্বস্যোপদেশশ্চ)

শ্রীমহাদেব উবাচ

মার্গে ব্রজন্ দদর্শাথ শৈলশৃঙ্গমিব স্থিতম্।

বৃহন্তং জটায়ুষং রামঃ কিমেতদিতি বিস্মিতঃ ॥ ১ ।

ধনুরানয় সৌমিত্রে রাক্ষসোঽয়ং পুরঃ স্থিতঃ।

ইত্যাহ লক্ষ্মণং রামো হনিষ্যাম্যৃষিভক্ষকম্ ॥ ২

তচ্ছ্রুত্বা রামবচনং গৃধ্ররাড্ ভয়পীড়িতঃ।

বধার্হোঽহং ন তে রাম পিতুস্তেঽহং প্রিয়ঃ সখা ॥ ৩

জটায়ুর্নাম ভদ্রং তে গৃধ্রোঽহং প্রিয়কৃৎ তব।

পঞ্চবট্যামহং বৎস্যে তবৈব প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৪

মৃগয়ায়াং কদাচিত্তু প্রয়াতে লক্ষ্মণেঽপি চ।

সীতা জনককন্যা মে রক্ষিতব্যা প্রযত্নতঃ ॥৫

শ্রুত্বা তদ্ গৃধ্রবচনং রাম সস্নেহমব্রবীৎ ॥ ৬

সাধু গৃধ্র মহারাজ তথৈব কুরু মে প্রিয়ম্।

অত্রৈব মে সমীপস্থো নাতিদূরে বনে বসন্ ॥ ৭

ইত্যামন্ত্র্য তমালিঙ্গ্য যযৌ পঞ্চবটীং প্রভুঃ।

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া রঘুনন্দনঃ ॥ ৮

চতুর্থ অধ্যায়।

[জটায়ুর সহিত শ্রীরামের সাক্ষাৎকার এবং লক্ষ্মণকে শ্রীরামের জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব উপদেশ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—তদনন্তর শ্রীরাম পথে যাইতে যাইতে পর্ব্বত শিখরের ন্যায় অবস্থিত বৃহৎ জটায়ুকে দেখিলেন এবং 'ইহা কি' এই ভাবিয়া বিস্মিত (১) হইলেন। ১

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! আমাদের সম্মুখে এই এক রাক্ষস অবস্থান করিতেছে, ধনু আনয়ন কর, আমি ঋষিভক্ষক এই রাক্ষসকে বধ করিব—এই কথা লক্ষ্মণকে শ্রীরাম বলিলেন। ২

শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া গৃধ্ররাজ জটায়ু ভয়পীড়িত হইয়া বলিল,—রাম! আমি তোমার বধযোগ্য নহি, আমি তোমার পিতা দশরথের প্রিয় সখা। আমি জটায়ু নামে এক গৃধ্র পক্ষী তোমার প্রিয়কারী। তোমারই প্রিয় কামনা করিয়া আমি এই পঞ্চবটীতে বাস করিতেছি। ৩-৪

কোন সময়ে তুমি এবং লক্ষ্মণও মৃগয়া করিতে যাইলে আমি জনকনন্দিনী সীতাকে পরম যত্নের সহিত রক্ষা করিব। গৃধ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাম স্নেহসহকারে তাহাকে বলিলেন। ৫-৬

মহারাজ গৃধ্র! উত্তম কথা, তুমি তোমার কথানুসারেই আমার প্রিয় কার্য্য কর। (২) তুমি এস্থানেই বনে অনতিদূরে বাস করিতে করিতে আমার সমীপে থাক। ৭

(১) পাশ্চাত্ত্য বাল্মীকি রামায়ণেও ইহা দেখা যায়, কিন্তু সেস্থলে ধনু আনয়নাদি নাই এবং প্রাচ্য রামায়ণে রাক্ষসভ্রমও দেখা যায় না। পাশ্চাত্ত্যে—

অথ পঞ্চবটীং গচ্ছন্নন্তরা রঘুনন্দনঃ।

আসসাদ-মহাকায়ং গৃধ্রং ভীমপরাক্রমম্॥

তং দৃষ্ট্বা তৌ মহাভাগৌ বনস্থং রাম-লক্ষ্মণৌ।

মেনাতে রাক্ষসং পক্ষিং ব্রুবাণৌ কো ভবানিতি॥

৩।৪।১-২

প্রাচ্যে—

পঞ্চবটীং তু গচ্ছন্তমন্তরা রঘুনন্দনম্।

আসসাদ মহান্ গৃধ্রো জটায়ুরিতি বিশ্রুতঃ॥

স রামং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সৌম্যয়া প্রীয়মানয়া।

উবাচ বৎস মাং বিদ্ধি বয়স্যং পিতুরাত্মনঃ॥

৩।১০।১-২

(২) এস্থলে জটায়ুকে রাখিয়া শ্রীরাম পঞ্চবটীতে গমন করিলেন, এই কথা আছে; কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে জটায়ুকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরাম পঞ্চবটীতে গমন করিলেন, ইহাই কথিত হইয়াছে,—

"স তত্র সীতাং পরিদায় মৈথিলীং
সহৈব তেনাতিবলেন পক্ষিণা।
জগাম পঞ্চাবটমাশ্রমং ততো
জটায়ুষা তেন সমেত্য বীর্য্যবান্।" ৩।২০।৩৭

* * *

কথাঃ কথয়তস্তস্য সহ ভ্রাত্রা মহাত্মনঃ।

গৃধ্ররাজঃ সমাগম্য রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ।

মহেষ্বাস মহাভাগ মহাবল মহাভুজ।

আপৃচ্ছে ত্বাং নরশ্রেষ্ঠ গমিষ্যামি স্বমালয়ম্। ৩।২৩।৪-৫

* * *

"তমুবাচ ততো রামো লক্ষ্মণঞ্চ খগেশ্বরম্।
গম্যতাং পতগশ্রেষ্ঠ পুনঃ সন্দর্শনায় নঃ।
গৃধ্ররাজে গতে তস্মিন্ রাঘবঃ প্রিয়দর্শনঃ।

পর্ণশালামুপাগম্য প্রাবিশৎ সহ সীতয়া। ৩।২৩।৮-৯

এই উল্লিখিত বাল্মীকিরামায়ণের শ্লোকচতুষ্টয়ের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পঞ্চবটীর আশ্রম হইতেই জটায়ু শ্রীরামের আজ্ঞা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে।

লক্ষ্মণ!...

গত্বা তে গৌতমীতীরং পঞ্চবট্যাং সুবিস্তরম্ ।
মন্দিরং কারয়ামাস লক্ষ্মণেন সুবুদ্ধিনা ॥ ৯
তত্র তে ন্যবসন্ সর্বে গঙ্গায়া উত্তরে তটে ।
কদলীপনসাম্রাদিফলবৃক্ষসমাকুলে ॥ ১০
বিবিক্তে জনসম্বাধবর্জিতে নীরুজস্থলে ।
বিনোদয়ন্ জনকজাং লক্ষ্মণেন বিপশ্চিতা ॥ ১১
অধ্যুবাস সুখং রামো দেবলোক ইবামরঃ ।
কন্দমূলফলাদীনি লক্ষ্মণোঽনুদিনং তয়োঃ ॥ ১২
আনীয় প্রদদৌ রামসেবাতৎপরমানসঃ ।
ধনুর্বাণধরো নিত্যং রাত্রৌ জাগর্ত্তি সর্বতঃ ॥ ১৩
স্নানং কুর্বন্ত্যনুদিনং ত্রয়স্তে গৌতমীজলে ।
উভয়োর্মধ্যগা সীতা কুরুতে চ গমাগমৌ ॥ ১৪
আনীয় সলিলং নিত্যং লক্ষ্মণঃ প্রীতমানসঃ ।
সেবতেঽহরহঃ প্রীত্যা এবমাসন্ সুখং ত্রয়ঃ ॥ ১৫
একদা লক্ষ্মণো রামমেকান্তে সমুপস্থিতম্ ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্ ॥ ১৬
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি মোক্ষস্যৈকান্তিকীং গতিম্ ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ সংক্ষেপাদ্ বক্তুমর্হসি ॥ ১৭
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং ভক্তিবৈরাগ্যবৃংহিতম্ ।
আচক্ষ্ব মে রঘুশ্রেষ্ঠ বক্তা নান্যোঽস্তি ভূতলে ॥১৮

শ্রীরাম উবাচ ।

শৃণু বক্ষ্যামি তে বৎস গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং পরম্ ।
যদ্ বিজ্ঞায় নরো জহ্যাৎ সদ্যো বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥১৯
আদৌ মায়াস্বরূপং তে বক্ষ্যামি তদনন্তরম্ ।
জ্ঞানস্য সাধনং পশ্চাজ্জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতম্ ।
জ্ঞেয়ঞ্চ পরমানন্দং যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ ॥ ২০

এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ প্রভু রঘুনন্দন রাম সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীতে গমন করিলেন। ৮

তাঁহারা গৌতমী (গোদাবরী) (১) নদীর তীরে যাইয়া শ্রীরামচন্দ্র সুমতি লক্ষ্মণকে দিয়া পঞ্চবটীতে এক সুবিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। ৯

সেস্থানে তাঁহারা সকলে গঙ্গার উত্তর তীরে কদম্ব, পনস (কাঁঠাল) ও আম্রাদি ফলশোভিত বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ, নির্জন, লোকোপদ্রবরহিত ও রোগহীন (স্বাস্থ্যকর) স্থানে মহামতি লক্ষ্মণের সহিত জনকনন্দিনী সীতার মনোরঞ্জন করিতে করিতে রাম দেবলোকে দেবতার ন্যায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীরামের সেবায় তৎপরচিত্ত লক্ষ্মণ প্রতিদিন শ্রীরাম ও সীতার ভোজনের জন্য কন্দ (শাকালু প্রভৃতি), মূল (মূলকাদি) ও ফলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিতেন। এবং প্রত্যহ ধনু ও বাণ ধারণ করত সম্পূর্ণ রাত্রি জাগরিত থাকিতেন। ১০-১৩

ইঁহারা তিনজনে প্রতিদিন গৌতমী নদীর জলে স্নান করিতেন এবং রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যভাগে থাকিয়া সীতাদেবী গমনাগমন করিতেন। ১৪

লক্ষ্মণ নিত্য আনন্দিত মনে নদীর জল আনিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা তিনজনেই প্রফুল্লচিত্তে সুখেই বাস করিতে লাগিলেন। ১৫

একদিন লক্ষ্মণ পরমেশ্বর রামকে নির্জন স্থানে উপবেশন করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৬

ভগবন্! কমললোচন রাম! আমি আপনার নিকট হইতে মোক্ষের ঐকান্তিকী গতি অর্থাৎ মোক্ষলাভের মুখ্য কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি সংক্ষেপে উহা আমাকে বলুন। ১৭

রঘুশ্রেষ্ঠ! ভক্তি ও বৈরাগ্যের পরিবর্দ্ধক বিজ্ঞানের অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতির (কিংবা নিদিধ্যাসনজনিত আত্মসাক্ষাৎকার) সহিত জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত মোক্ষলাভের কারণ (কিংবা মননাদির রূপ) আমাকে বলুন; কারণ, আপনি ব্যতীত এ বিষয়ে বক্তা এই ভূতলে আর অন্য কেহ নাই। ১৮

শ্রীরাম বলিলেন,—বৎস! শ্রবণ কর—আমি তোমাকে গুহ্য হইতেও অতিগুহ্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কথা বলিব, যাহা জ্ঞাত হইয়া মানুষ অলীক জাগতিক ভ্রম ত্যাগ করিতে পারিবে। ১৯

(১) গৌতমী নদী যে গোদাবরী, তাহা বাল্মীকিরামায়ণে স্পষ্টই দেখা যায়,—

"ইয়মাদিত্যসঙ্কাশৈঃ পদ্মৈঃ সুরভিগন্ধিভিঃ ।
অদূরে দৃশ্যতে রম্যা পুণ্যা গোদাবরী সরিৎ ॥ ৩.২১।১১

এই শ্লোকেরই মন্দির শব্দে পর্ণশালা বুঝিতে হইবে, তাহা যথা বাল্মীকিরামায়ণে—

পর্ণশালাং স মতিমাংশ্চকার বিপুলাং তদা ।
মনোজ্ঞাং রাঘবস্যার্থে প্রেক্ষণীয়াং মনোরমাম্ ॥৩।২১।২৩

অনাত্মনি শরীরাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু যা ভবেৎ।
সৈব মায়া তয়ৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে ॥ ২১
রূপে দ্বে নিশ্চিতে পূর্বং মায়ায়াঃ কুলনন্দন।
বিক্ষেপাবরণে তত্র প্রথমং কল্পয়েজ্জগৎ ॥ ২২
লিঙ্গাদ্যা ব্রহ্মপর্য্যন্তং স্থূল-সূক্ষ্মবিভেদতঃ।
অপরং ত্বখিলং জ্ঞানং রূপমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ২৩
মায়য়া কল্পিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে।
রজ্জৌ ভুজঙ্গবদ্ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন ॥ ২৪
শ্রূয়তে দৃশ্যতে যদ্ যৎ স্মর্য্যতে বানরৈঃ সদা।
অসদেব হি তৎ সর্বং যথা স্বপ্ন-মনোরথৌ ॥২৫
দেহ এব হি সংসারবৃক্ষমূলং দৃঢ়ং স্মৃতম্।
তন্মূলঃ পুত্রদারাদিবন্ধঃ সোঽপ্যন্যথাত্মনঃ ॥ ২৬
দেহস্তু স্থূল-ভূতানাং পঞ্চ তন্মাত্রপঞ্চকম্।
অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ ইন্দ্রিয়াণি তথা দশ ॥ ২৭
চিদাভাসো মনশ্চৈব মূলপ্রকৃতিরেব চ।
এতৎ ক্ষেত্রমিতি জ্ঞেয়ং দেহ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৮
এতৈর্বিলক্ষণো জীবঃ পরমাত্মা নিরাময়ঃ।
তস্য জীবস্য বিজ্ঞানে সাধনান্যপি মে শৃণু ॥ ২৯
জীবশ্চ পরমাত্মা চ পর্য্যায়ো নাত্র ভেদধীঃ।
মানাভাবস্তথা দেহে হিংসাদিপরিবর্জনম্ ॥ ৩০
পরাক্ষেপাদিসহনং সর্বত্রাবক্রতা তথা।
মনোবাক্কায়সদ্ভক্ত্যা সদ্গুরোঃ পরিষেবণম্ ॥ ৩১
বাহ্যাভ্যন্তরসংশুদ্ধিঃ স্থিরতা সৎক্রিয়াদিষু।
মনোবাক্কায়দণ্ডশ্চ বিষয়েষু নিরীহতা ॥ ৩২
নিরহঙ্কারতা জন্ম-জরাদ্যালোচনং তথা।
অসক্তিঃ স্নেহশূন্যত্বং পুত্রদারধনাদিষু ॥ ৩৩
ইষ্টানিষ্টাগমে নিত্যং চিত্তস্য সমতা তথা।
ময়ি সর্বাত্মকে রামে হ্যনন্যবিষয়া মতিঃ ॥ ৩৪
জনসম্বাধরহিত-শুদ্ধদেশনিষেবণম্।
প্রাকৃতৈর্জনসঙ্ঘৈশ্চ হ্যরতিঃ সর্বদা ভবেৎ ॥ ৩৫

প্রথমে আমি তোমাকে মায়ার স্বরূপ বলিব, তারপর জ্ঞানের সাধন, তদনন্তর বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান এবং পরে জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মার কথা বলিব, যাহা জানিয়া ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ২০

শরীরাদিকে অনাত্ম বলে, সেই শরীরাদিতে যে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাই মায়া। এই মায়ারই দ্বারা সংসার পরিকল্পিত হয় ॥ ২১

বংশের আনন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ। পূর্ব্ব হইতেই মায়ার দুইটি রূপ নিশ্চিত আছে। এক—বিক্ষেপা মায়া (শক্তি), অন্য—আবরণা মায়া। এই দুই মায়ার মধ্যে প্রথম মায়া (বিক্ষেপরূপা) মহত্ত্বাদি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে জগৎকে সৃষ্টি করে* এবং অপর মায়া (আবরণরূপা) সমুদয় জ্ঞান ও রূপকে আবৃত করিয়া অবস্থান করে ॥ ২২-২৩

তখন সেই মায়াকল্পিত বিশ্ব কেবল পরমাত্মার ভ্রান্তিবশতঃ (১) রজ্জুতে সর্পের ন্যায় প্রতীত হয়; কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব বিচার করিলে পর আর কিছুই থাকে না ॥ ২৪

সমস্ত মনুষ্যগণ সদা যাহা যাহা শ্রবণ করে, দর্শন করে বা স্মরণ করে, তৎসমস্তই স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুরই ন্যায় মিথ্যা (অথবা স্বপ্নের ন্যায় ও মনোবাসনার ন্যায় মিথ্যা) ॥ ২৫

দেহই সংসাররূপ বৃক্ষের দৃঢ় মূল বলিয়া কথিত, পুত্র-স্ত্রী প্রভৃতি যে বন্ধন, তাহাই দেহের মূল, অন্যথায় অর্থাৎ দেহ না থাকিলে পুত্র-স্ত্রী প্রভৃতি আত্মার আর কি হইতে পারে ॥ ২৬

পঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূতকে স্থূল দেহ, পঞ্চ তন্মাত্র অহঙ্কার, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয়, ও মন—এই মিলিত অষ্টাদশাত্মক তত্ত্বকে লিঙ্গ দেহ—চিন্ময় সূক্ষ্মদেহ এবং মূল প্রকৃতি ঐশ্বর দেহ; এই সবকে ক্ষেত্র বলিয়া জানিবে এবং ইহারাই দেহ নামে কথিত ॥ ২৭-২৮

এইসব হইতে বিলক্ষণ (ভিন্ন) জীব। এই জীব সর্বোপদ্রব-শূন্য পরমাত্মা। আমি সেই জীবের বিজ্ঞানবিষয়ে কিছু সাধন বলিব, আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ২৯

জীব ও পরমাত্মা—ইহাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি করিবে না, কারণ ইহারা উভয়ে মুখ্যতঃ এক। দেহে অভিমান, দম্ভ, হিংসাদি মানসিক বৃত্তি সর্ব্বদা পরিবর্জন করিবে ॥ ৩০

অপরের দ্বারা কৃত নিন্দা সহন, মন, বাক্য ও দেহের দ্বারা ভক্তিসহকারে সদ্গুরুর সেবা, বাহ্য ও আন্তর শৌচ, সৎকর্ম্মাদিতে স্থৈর্য্য, মন, বাক্য ও দেহকে সংযত রাখা কিংবা মন, বাক্য ও দেহের দ্বারা কাহাকেও আঘাত না করা, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পঞ্চ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকা, অহঙ্কার ত্যাগ করা, জন্ম ও বার্দ্ধক্যাদি বিষয়ে আলোচনা, পুত্র, স্ত্রী, ও ধনাদিতে স্নেহ না করা এবং আসক্তি না রাখা, ইষ্ট ও অনিষ্ট আসিলে পর চিত্তে সমভাব পোষণ করা, অন্য বিষয়ে মতি না রাখিয়া একমাত্র সর্ব্বাত্মা রাম আমাতে মতি স্থির রাখা, জনতাশূন্য পবিত্র স্থানে বাস করা, সদা প্রাকৃত জনসমূহের সহিত সহবাসে অনুরাগ না রাখা, সতত আত্মজ্ঞানে উদ্যোগী হওয়া এবং সময়ে

---

* বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মান্তাং জগৎ সৃজেৎ।
অপরং ত্বখিলং জ্ঞানং রূপমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

(১) ভ্রান্তিবিপর্য্যয়জ্ঞানং দ্বিধা সাপি নিগদ্যতে।
অতত্ত্বে তত্ত্বরূপা সা তত্ত্বে চাত্ত্বরূপিণী ॥

আত্মজ্ঞানে সদোদ্‌যোগো বেদান্তার্থাবলোকনম্।
উক্তৈরেতৈর্ভবেজ্‌জ্ঞানং বিপরীতৈর্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৩৬
বুদ্ধিপ্রাণমনোদেহাহঙ্কৃতিভ্যো বিলক্ষণঃ।
চিদাত্মাহহং নিত্যশুদ্ধো বুদ্ধ এবেতি নিশ্চয়ম্ ॥ ৩৭
যেন জ্ঞানেন সংবেত্তি তজ্‌জ্ঞানং নিশ্চিতঞ্চ মে।
বিজ্ঞানঞ্চ তদৈবৈতৎ সাক্ষাদনুভবেদ্ যথা ॥ ৩৮
আত্মা সর্বত্র পূর্ণঃ স্যাচ্চিদানন্দাত্মকোহব্যয়ঃ।
বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিরহিতঃ পরিণামাদিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৯
স্বপ্রকাশেন দেহাদীন্ ভাসয়ন্ননপাবৃতঃ।
এক এবাদ্বিতীয়শ্চ সত্য-জ্ঞানাদিলক্ষণঃ ॥ ৪০
অসঙ্গঃ স্বপ্রভো দ্রষ্টা বিজ্ঞানেনাবগম্যতে ॥ ৪১
বিচার্য্যশাস্ত্রোপদেশাদৈক্যজ্ঞানং যদা ভবেৎ।
আত্মনোর্জীবপরয়োর্মূলাবিদ্যা তদৈব হি ॥ ৪২
লীয়তে কার্য্যকরণৈঃ সহৈব পরমাত্মনি।
সাহবস্থা মুক্তিরিত্যুক্তা হ্যপচারোহহমাত্মনি ॥৪৩

সময়ে বেদান্তপ্রতিপাদ্য তত্ত্বের আলোচনা—এইসব কথিত সাধন-সমূহের দ্বারা জ্ঞানলাভ হইবে, কিন্তু ইহার বিপরীত আচরণে বিপরীত ফললাভ হইবে অর্থাৎ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। ৩১-৩৬

আত্মা বুদ্ধি, প্রাণ, মন, দেহ ও অহঙ্কার হইতে বিলক্ষণ (অতিরিক্ত) চিৎস্বরূপ, নিত্যশুদ্ধ এবং বুদ্ধ—এইরূপ স্থির বোধই জ্ঞান। ৩৭

যে জ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে এইভাবে সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই জ্ঞান—ইহাই আমার স্থির সিদ্ধান্ত। তাহাই হইল বিজ্ঞান, যখন উক্ত আত্মা সাক্ষাৎ অনুভব হইবে। ৩৮

আত্মা সর্ব্বত্র পূর্ণ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অব্যয়, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিরহিত অর্থাৎ নিরুপাধি, পরিণামাদিবর্জিত, স্বপ্রকাশের দ্বারা দেহাদির প্রকাশক, নির্লিপ্ত, এক, অদ্বিতীয়, সত্যজ্ঞান-স্বরূপ, অসঙ্গ, স্বয়ংপ্রকাশ এবং দ্রষ্টা (সাক্ষিস্বরূপ)। বিজ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে এইরূপে জানা যায়। আচার্য্য ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য (অভেদ) জ্ঞান লাভ হইবে, তখন মূল অবিদ্যা স্থূল ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ সূক্ষ্ম পদার্থের সহিত পরমাত্মায় লীন হইয়া যাইবে। এই মূল অবিদ্যালয়ের অবস্থাকেই 'মুক্তি' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। নিত্যজ্ঞানরূপ আত্মার মুক্তি, ইহা উপচার-

ইদং মোক্ষস্বরূপং তে কথিতং রঘুনন্দন ॥ ৪৪
জ্ঞানবিজ্ঞানবৈরাগ্যসহিতং মে পরাত্মনা।
কিন্ত্বেতদ্ দুর্লভং মন্যে মদ্ভক্তিবিমুখাত্মনাম্ ॥ ৪৫
চক্ষুষ্মতামপি যথা রাত্রৌ সম্যগ্‌ ন দৃশ্যতে।
পদং দীপসমেতানাং দৃশ্যতে সম্যগেব হি ॥ ৪৬
এবং মদ্ভক্তিযুক্তানামাত্মা সম্যক্ প্রকাশতে।
মদ্ভক্তেঃ কারণং কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ ॥ ৪৭
মদ্ভক্তসঙ্গো মৎসেবা মদ্‌ভক্তানাং নিরন্তরম্।
একাদশ্যুপবাসাদি মম পর্বানুমোদনম্ ॥ ৪৮
মৎকথাশ্রবণে পাঠে ব্যাখ্যানে সর্বদা রতিঃ।
মৎপূজাপরিনিষ্ঠা চ মম নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৪৯
এবং সততযুক্তানাং ভক্তিরব্যভিচারিণী।
ময়ি সঞ্জায়তে নিত্যং ততঃ কিমবশিষ্যতে ॥ ৫০
অতো মদ্ভক্তিযুক্তস্য জ্ঞানং বিজ্ঞানমেব চ।
বৈরাগ্যঞ্চ ভবেচ্ছীঘ্রং ততো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥৫১

বশতঃ বুঝিতে হইবে। কারণ, আত্মা বদ্ধ নন বলিয়া উহার মোক্ষই অপ্রসঙ্গ হইয়া যায়। (১) রঘুনন্দন! পরমাত্মা আমার এই জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যের সহিত মোক্ষস্বরূপ তোমাকে আমি বলিলাম। কিন্তু যাহারা আমার ভক্তিবিমুখ, তাহাদের এই মোক্ষলাভ করা দুর্লভ বলিয়াই আমি মনে করি। ৩৯-৪৫

যেরূপ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণও রাত্রিতে (অন্ধকারবশতঃ) সম্যক্ (স্পষ্ট) দেখিতে পায় না, কিন্তু দীপ সহযোগ হইলে পর স্পষ্ট দেখিতে পায়, সেইরূপ আমার ভক্তিসহযোগে ভক্তিমান্ ব্যক্তিগণ আত্মাকে সম্যক্ প্রত্যক্ষ করে। এখন আমি আমার ভক্তিলাভের প্রকৃত কিছু কারণ তোমাকে বলিব, শ্রবণ কর। ৪৬-৪৭

আমার ভক্তগণের সঙ্গ করা, আমার সেবা করা, নিরন্তর আমার ভক্তগণের আলোচনা করা, একাদশীতে উপবাস, রামনবমী প্রভৃতি আমার পর্ব্বদিনের অনুমোদন অর্থাৎ পর্ব্বদিনে আমার উৎসব পালন করা, আমার কথা শ্রবণ, পাঠ ও ব্যাখ্যায়

(১) বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্ ॥
* * * *
অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
শ্রীভাগবত।

কথিতং সর্বমেতৎ তে তত্ত্বং প্রশ্নানুসারতঃ।
অস্মিন্ মনঃ সমাধায় যস্তিষ্ঠেৎ স তু মুক্তিভাক্ ॥ ৫২
ন বক্তব্যমিদং যত্নান্মদ্ভক্তিবিমুখায় হি।
মদ্ভক্তায় প্রদাতব্যমাহূয়াপি প্রযত্নতঃ ॥ ৫৩
য ইদন্তু পঠেন্নিত্যং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
অজ্ঞানপটলধ্বান্তং বিধুয় পরিমুচ্যতে ॥ ৫৪

ভক্তানাং মম যোগিনাং সুবিমলস্বান্তাতিশান্তাত্মনাং
মৎসেবাভিরতাত্মনাঞ্চ বিমলজ্ঞানাত্মনাং সর্বদা।
সঙ্গং যঃ কুরুতে সদোদ্যতমতিঃ সৎসেবনানন্যধী-
র্মোক্ষস্তস্য করে স্থিতোঽহমনিশং দৃশ্যো ভবে নান্যথা ॥৫৫

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
অরণ্যকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

সর্ব্বদা অনুরাগ, আমার পূজায় একান্ত নিষ্ঠা এবং আমার নাম-কীর্ত্তন—এইভাবে যাহারা সতত আমার সহিত যুক্ত থাকে, তাহাদের আমাতে সদা অব্যভিচারিণী (অনন্যা) ভক্তি লাভ হয়; তাহার পর আর কি অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ তাহারা সব কিছুই লাভ করে। ৪৮-৫০

অতএব যে ব্যক্তি আমার ভক্তিপরায়ণ, তাহার সত্বর জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ হয় এবং তাহার পর মুক্তি লাভ করে। ৫১

লক্ষ্মণ! তোমার প্রশ্নানুসারে আমি তোমাকে সব কিছুই বলিলাম; মৎকথিত এই সাধনসমূহে যে ব্যক্তি মনোনিবেশ করিয়া আমার আরাধনায় নিরত থাকে, সেই ব্যক্তিই মুক্তিভাগী হয়। ৫২

যে ব্যক্তি আমার ভক্তিবিমুখ, তাহাকে কোনরূপেই মৎকথিত এই সাধন বলিবে না; কিন্তু যে আমার ভক্ত, তাহাকে যত্নের সহিত নিজের নিকট আহ্বান করিয়া আনিয়া আমার এই উপদেশ তাঁহাকে প্রদান করিবে। ৫৩

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে নিত্য আমার এই উপদেশ পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ অন্ধকাররাশিকে বিধ্বস্ত করিয়া মুক্ত হইয়া যায়। ৫৪

যে সব ব্যক্তি আমার ভক্ত, যোগযুক্ত, অতিশয় বিমলচিত্ত, শান্ত, নির্ম্মলান্তঃকরণ, আমার সেবায় নিরত ও পরম জ্ঞানী, যে মানুষ সদা উদ্যমযুক্ত বুদ্ধিতে ও অনন্যচিত্তে সৎপুরুষের সেবায় নিরত থাকিয়া তাহাদের সঙ্গ করে, আমি তাহার দর্শন-পথে অবস্থান করি এবং মোক্ষ তাহার করস্থিত বলিয়া জানিবে, কোনরূপেই ইহার অন্যথা হয় না। ৫৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্‌অধ্যাত্ম-রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে অরণ্যকাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরামসমীপে শূর্পণখায়া আগমনম্, লক্ষ্মণদ্বারা শূর্পণখায়া নাসা-কর্ণচ্ছেদনম্, খরাদি-রাক্ষসৈঃ সহ রামস্য যুদ্ধম্, রাক্ষসবিনাশঃ, শূর্পণখায়া লঙ্কাগমনম্, রাবণসমীপে স্বস্যা দুরবস্থাবর্ণনঞ্চ]

শ্রীমহাদেব উবাচ।
তস্মিন্ কালে মহারণ্যে রাক্ষসী কামরূপিণী।
বিচচার মহাসত্ত্বা জনস্থাননিবাসিনী ॥ ১
একদা গৌতমীতীরে পঞ্চবট্যাঃ সমীপতঃ।
পদ্মবজ্রাঙ্কুশাঙ্কানি পদানি জগতীপতেঃ ॥ ২
দৃষ্ট্বা কামপরীতাত্মা পদসৌন্দর্য্যমোহিতা।
পশ্যন্তী সা শনৈরায়াদ্ রাঘবস্য নিবেশনম্ ॥ ৩

পঞ্চম অধ্যায়

[শ্রীরামসমীপে শূর্পণখার আগমন, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক শূর্পণখার নাসা-কর্ণচ্ছেদন, খরাদি রাক্ষসগণের সহিত রামের যুদ্ধ ও রাক্ষসবিনাশ, শূর্পণখার লঙ্কায় গমন ও রাবণের নিকট নিজের দুরবস্থা বর্ণন।]

যে সময় রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ পঞ্চবটীতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় জনস্থানবাসিনী স্বেচ্ছায় নানাবিধ রূপ ধারণ করিতে সমর্থা মহাপরাক্রমশালিনী এক রাক্ষসী (১) সেই মহাবনমধ্যে বিচরণ করিতেছিল। ১

একদিন গৌতমী নদীর তীরে পঞ্চবটীর সমীপে জগৎপতি শ্রীরামচন্দ্রের ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশালঙ্কৃত পদচিহ্নসকল দেখিয়া কামলুব্ধচিত্তা হইয়া মুগ্ধচিত্তে পাদসৌন্দর্য্যচিহ্ন দেখিতে দেখিতে

(১) রাক্ষসী আগমনসম্বন্ধে মহর্ষি বাল্মীকি—
"তং দেশং রাক্ষসী কাচিদাজগাম যদৃচ্ছয়া।
সা তু শূর্পণখা নাম দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
ভগিনী রামমাগম্য দদর্শ ত্রিদশোপমম্" ।৩.১৩।-১২-১৩

তত্র সা তং রমানাথং সীতয়া সহ সংস্থিতম্।
কন্দর্পসদৃশং রামং দৃষ্ট্বা কামবিমোহিতা ॥ ৪
রাক্ষসী রাঘবং প্রাহ কস্ত্বং কঃ কিমাশ্রমে।
যুক্তো জটাবল্কলাদ্যৈঃ সাধ্যং কিং তেঽত্র মে বদ ॥ ৫
অহং শূর্পণখা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী।
ভগিনী রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬
খরেণ সহিতা ভ্রাত্রা বসাম্যত্রৈব কাননে।
রাজ্ঞা দত্তঞ্চ মে সর্বং মুনিভক্ষ্যা বসাম্যহম্ ॥ ৭
ত্বাস্তু বেদিতুমিচ্ছামি বদ মে বদতাং বর।
তামাহ রামনামাঽহমযোধ্যাধিপতেঃ সুতঃ ॥ ৮
এষা মে সুন্দরী ভার্য্যা সীতা জনকনন্দিনী।
স তু ভ্রাতা কনীয়ান্ মে লক্ষ্মণোঽতীব সুন্দরঃ ॥ ৯
কিং কৃত্যং তে ময়া ব্রূহি কার্যং ভুবনসুন্দরি।
ইতি রাম বচঃ শ্রুত্বা কামার্ত্তা সাঽব্রবীদিদম্ ॥১০
এহি রাম ময়া সার্দ্ধং রমস্ব গিরিকাননে।
কামার্ত্তাঽহং ন শক্নোমি ত্যক্তুং ত্বাং কমলেক্ষণম্ ॥১১
রামঃ সীতাং কটাক্ষেণ পশ্যন্ সস্মিতমব্রবীৎ।
ভার্য্যা মমৈষা কল্যাণী বিদ্যতে হ্যনপায়িনী ॥ ১২
ত্বন্তু সাপত্ন্যদুঃখেন কথং স্থাস্যসি সুন্দরি।
বহিরাস্তে মম ভ্রাতা লক্ষ্মণোঽতীব সুন্দরঃ ॥ ১৩
তবানুরূপো ভবিতা পতিস্তেনৈব সঞ্চর।
ইত্যুক্তা লক্ষ্মণং প্রাহ পতির্মে ভব সুন্দর ॥ ১৪
ভ্রাতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য সঙ্গচ্ছাবোঽদ্য মা চিরম্।
ইত্যাহ রাক্ষসী ঘোরা লক্ষ্মণং কামমোহিতা ॥ ১৫

ধীরে ধীরে সেই রাক্ষসী শ্রীরামের ভবনে (১) আসিয়া উপস্থিত হইল। ২-৩

এই রাক্ষসী তথায় সীতাদেবীর সহিত অবস্থিত, কামদেবতুল্য কমনীয়কান্তি রমাপতি শ্রীরামকে দেখিয়া কামমোহিতা হইয়া উঠিল। ৪

তখন রাক্ষসী রাঘবকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাহার পুত্র? তোমার নাম কি? কিহেতু জটা-বল্কলাদি ধারণ করিয়া আশ্রমে বাস করিতেছ? এখানে তোমার কি প্রয়োজন? আমার নিকট ইহা বল। ৫

আমি শূর্পণখা নামে রাক্ষসী, স্বেচ্ছায় নানারূপ ধারণ করিতে পারি এবং রাক্ষসরাজ মহাত্মা রাবণের আমি ভগিনী। ৬

ভ্রাতা খরের সহিত আমি এই বনে বাস করি। রাজা রাবণ আমাকে এই সম্পূর্ণ বন দান করিয়াছেন। আমি এখানে মুনিগণকে ভক্ষণ করি ও বাস করি। ৭

বাগ্মিপ্রবর! আমি তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহা আমাকে বল। তখন রাম সেই রাক্ষসীকে বলিলেন,—আমি অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্র, আমার নাম—রাম। ৮

এই সুন্দরী জনকনন্দিনী সীতা আমার ভার্য্যা এবং এই অতিশয় সুন্দর পুরুষ লক্ষ্মণ, সে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ৯

ভুবনসুন্দরি! আমাকে তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা বল। রামের এই কথা শ্রবণ করত কামার্ত্তা হইয়া সেই রাক্ষসী ইহা বলিল। ১০

রাম! তুমি আমার সহিত আগমন কর এবং এই গিরি-কাননে আমার সহিত রমণ কর। আমি অত্যন্ত কামপীড়িতা হইয়াছি। কমললোচন! অতএব আমি তোমাকে কোন রূপেই ত্যাগ করিতে পারিব না। ১১

তখন রাম কটাক্ষপাতে সীতাকে দেখিতে দেখিতে ঈষৎ হাস্যবদনে রাক্ষসীকে বলিলেন,—সুন্দরি! আমার এই কল্যাণ-করী ভার্য্যা সীতা রহিয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করা আমার উচিত নহে; তুমি আমাকে পতি করিয়া কেন সারা জীবন সপত্নীকৃত জনিত জ্বালার দুঃখভোগ করিতে যাইবে। বরং বাহিরে আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণ রহিয়াছে, সে অতিশয় সুন্দর এবং তোমার যোগ্য পতি হইবে, এতএব তাহাকেই পতি করিয়া তুমি এই বনে বিচরণ কর। শ্রীরাম এই কথা বলিলে পর সেই রাক্ষসী লক্ষ্মণকে বলিল—হে সুন্দর! তুমি আমার পতি হও। ১২-১৪

তোমার ভ্রাতার আজ্ঞা মানিয়া আজ আমরা উভয়ে পতি-পত্নীরূপে মিলিত হইব, বিলম্ব করিও না। সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী কামমোহিতা হইয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিল। ১৫

(১) শ্রীরামের নিকট শূর্পণখা উপস্থিত হইলে উভয়ের বর্ণনায় মহর্ষি বাল্মীকি,—

"তং দৃষ্ট্বা দেবসঙ্কাশং রাক্ষসী মদনার্দিতা।
প্রকৃত্যা চৈব দুর্বর্ণা দুঃশীলা দুঃখচারিণী।
দুষ্কুলীনা দুরাসেবা কেবলং স্ত্রী তু সা স্মৃতা।
সুমুখং দুর্ম্মুখী রামং বৃত্তমধ্যং মহোদরী।
বিশালাক্ষং বিরূপাক্ষী সুকেশং তাম্রমূর্দ্ধজা।
অতিরূপং বিরূপা সা সুস্বরং ভৈরবস্বনা।
তরুণং দারুণা বৃদ্ধা দক্ষিণং বামভাষিণী।
তং ন্যায়বৃত্তং দুর্বৃত্তং প্রিয়মপ্রিয়দর্শনা।" ৩ ২৩।১৪-১৭

তামাহ লক্ষ্মণঃ সাধ্বি দাসোঽহং তস্য ধীমতঃ।
দাসী ভবিষ্যসি ত্বন্তু ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ১৬

তমেব গচ্ছ ভদ্রং তে স তু রাজাঽখিলেশ্বরঃ।
তচ্ছ্রুত্বা পুনরপ্যাগাদ্ রাঘবং দুষ্টমানসা ॥ ১৭

ক্রোধাদ্ রাম কিমর্থং মাং ভ্রাময়স্যনবস্থিতঃ।
ইদানীমেব তাং সীতা ভক্ষয়ামি তবাগ্রতঃ ॥ ১৮

ইত্যুক্ত্বা বিকটাকারা জানকীমনুধাবতী।
ততো রামাজ্ঞয়া খড়্গমাদায় পরিগৃহ্য তাম্ ॥ ১৯

চিচ্ছেদ নাসাং কর্ণৌ চ লক্ষ্মণো লঘুবিক্রমঃ।
ততো ঘোরধ্বনিং কৃত্বা রুধিরাক্তবপুর্দ্রুতম্ ॥ ২০

ক্রন্দমানা পপাতাগ্রে খরস্য পরুষাক্ষরা।
কিমেতদিতি তামাহ খরঃ খরতরাক্ষরঃ ॥ ২১

কেনৈবং কারিতাঽসি ত্বং মৃত্যোর্বক্ত্রানুবর্তিনা।
বদ মে ত্বং বধিষ্যামি কালকল্পমপি ক্ষণাৎ ॥ ২২

তমাহ রাক্ষসী রামঃ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ।
দণ্ডকং নির্ভয়ং কুর্বান্নাস্তে গোদাবরীতটে ॥ ২৩

মামেবং কৃতবাংস্তস্য ভ্রাতা তেনৈব চোদিতঃ।
যদি ত্বং কুলজাতোঽসি বীরোঽসি জহি তৌ রিপূ ॥২৪

তয়োস্তু রুধিরং পাস্যে ভক্ষয়ে তৌ সুদুর্মদৌ।
নো চেৎ প্রাণান্ পরিত্যজ্য যাস্যামি যমসাদনম্ ॥ ২৫

তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতং প্রাগাৎ খরঃ ক্রোধেন মূর্চ্ছিতঃ।
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্ ॥২৬

চোদয়ামাস রামস্য সমীপং বধকাঙ্ক্ষয়া।
খরশ্চ ত্রিশিরাশ্চৈব দূষণশ্চৈব রাক্ষসঃ ॥ ২৭

সর্বে রামং যযুঃ শীঘ্রং নানাপ্রহরণোদ্যতাঃ।
শ্রুত্বা কোলাহলং তেষাং রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥ ২৮

তখন লক্ষ্মণ সেই রাক্ষসীকে বলিলেন,—সাধ্বি! আমি সেই মতিমান্ শ্রীরামের দাস, সুতরাং আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিলে তোমাকে দাসী হইতে হইবে। ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের আর কি হইতে পারে? ১৬

অতএব তুমি সেই রামেরই নিকট গমন কর, কারণ, তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর রাজা রামচন্দ্র, ইহাতে তোমার পরম কল্যাণই হইবে। লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া সেই রাক্ষসী দুষ্টমনে পুনরায় রামের নিকট আসিল। ১৭

তারপর ক্রোধবশতঃ রামকে বলিল—রাম! তুমি অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া কেন আমাকে ঘুরাইতেছ? আমি এখনই তোমার সম্মুখে এই সীতাকে ভক্ষণ করিব। ১৮

এই কথা বলিয়া সেই রাক্ষসী বিকটাকার ধারণ করত সীতার দিকে ধাবিত হইল। তখন দ্রুত পরাক্রমশালী লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞানুসারে খড়্গ গ্রহণ করিয়া রাক্ষসীকে সবলে ধারণ করত তাহার নাসিকা ও কর্ণদ্বয় ছেদন করিলেন। (১) তখন সেই কর্কশভাষিণী রাক্ষসী রক্তাক্তদেহে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে খরের সম্মুখে যাইয়া পতিত হইল। অতি ভয়ঙ্করস্বরে গর্জনকারী খর সেই রাক্ষসীকে বলিল—এ-কি? ১৯-২১

কোন্ ব্যক্তি মৃত্যুর মুখে পতিত হইবার জন্য তোমাকে এরূপ বিকৃতাকার করিয়া দিয়াছে? তুমি তাহার নাম বল, সে যদি কালসদৃশও হয়, তাহা হইলেও ক্ষণকালের মধ্যে আমি তাহাকে বধ করিব। ২২

তখন রাক্ষসী শূর্পণখা খরকে বলিল—সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম গোদাবরী নদীর তীরে দণ্ডকারণ্যকে রাক্ষস-ভয় মুক্ত করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছে। ২৩

তাহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাহারই প্রেরণায় আমাকে এইরূপ করিয়াছে। যদি তুমি রাক্ষসকুলে জন্মিয়া থাক এবং বীর হও, তাহা হইলে এই দুই রাক্ষসশত্রুকে বধ কর। ২৪

আমি তাহাদের দুইজনের রক্ত পান করিব এবং সেই দুই অত্যন্ত অহঙ্কারীকে ভক্ষণ করিব। আর যদি তুমি বধ না কর, তাহা হইলে আমি তোমার সম্মুখে প্রাণ ত্যাগ করিয়া যমালয়ে গমন করিব। ২৫

এই কথা শুনিয়া খর ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া দ্রুত গমন করিল এবং ভয়ঙ্কর চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে রামের বধের আশায় রামসমীপে প্রেরণ করিল। খর, ত্রিশিরাঃ ও দূষণ—এই তিন রাক্ষস সকলেই নানা অস্ত্রসমূহ উত্তোলিত করিয়া শীঘ্র রামের নিকট গমন করিল। তাহাদের সেই কোলাহল ধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন। ২৬-২৮

---

(১) নাসা-কর্ণচ্ছেদনবিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে—
"ইত্যুক্তো লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধস্তস্য রামস্য পশ্যতঃ।
খড়্গেন তস্যাশ্চিচ্ছেদ কর্ণ-নাসাং নিগৃহ্য তাম্।"
৩।২৪।২২

শ্রূয়তে বিপুলঃ শব্দো নূনমায়ান্তি রাক্ষসাঃ।
ভবিষ্যতি মহদ্ যুদ্ধং নূনমদ্য ময়া সহ ॥ ২৯
সীতাং নীত্বা গুহাং গত্বা তত্র তিষ্ঠ মহাবল।
হন্তুমিচ্ছাম্যহং সর্বান্ রাক্ষসান্ ঘোররূপিণঃ ॥ ৩০
অত্র কিঞ্চিন্ন বক্তব্যং শাপিতোঽসি মমোপরি।
তথেতি সীতামাদায় লক্ষ্মণো গহ্বরং যযৌ ॥ ৩১
রামঃ পরিকরং বদ্ধ্বা ধনুরাদায় নিষ্ঠুরম্।
তূণীরাবক্ষয়শরৌ বদ্ধ্বা যত্তোঽভবৎ প্রভুঃ ॥ ৩২
তত্র আগত্য রক্ষাংসি রামস্যোপরি চিক্ষিপুঃ।
আয়ুধানি বিচিত্রাণি পাষাণান্ পাদপানপি ॥ ৩৩
তানি চিচ্ছেদ রামোঽপি লীলয়া তিলশঃ ক্ষণাৎ।
ততো বাণসহস্রেণ হত্বা তান্ সর্বরাক্ষসান্ ॥ ৩

লক্ষ্মণ! প্রচণ্ড কোলাহল শুনা যাইতেছে, নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ আসিতেছে; সুতরাং আমার সহিত অবশ্যই তাহাদের মহাযুদ্ধ হইবে। ২৯

মহাবল! তুমি সীতাকে নিয়া গুহায় গিয়া তথায় অবস্থান কর।(১) আমি ভয়ঙ্কর রূপধারী সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ করিতে ইচ্ছা করি। ৩০

এবিষয়ে আমার উপরে তুমি কোনও কিছু বলিও না, আমার দিব্য রহিল। 'তাহাই হউক' বলিয়া লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া গুহার অভ্যন্তরে গমন করিলেন। ৩১

অন্যদিকে প্রভু রাম বদ্ধপরিকর হইয়া কঠোর ধনু গ্রহণ করত অক্ষয় বাণ ও তূণীরদ্বয় বাঁধিয়া যুদ্ধের জন্য সচেষ্ট হইলেন। ৩২

তারপর তথায় রাক্ষসগণ আসিয়া রামের উপরে বিচিত্র অস্ত্র, প্রস্তর ও বৃক্ষসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৩৩

রামচন্দ্রও ক্ষণকালের মধ্যেই সেই সমস্ত অস্ত্র তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন। তারপর সহস্র বাণের দ্বারা সেই সব রাক্ষসগণকে বধ করিয়া রঘুত্তম রাম অর্দ্ধ প্রহরকালের মধ্যে রাক্ষস খর, ত্রিশিরা ও দূষণকে এবং অন্য সব রাক্ষসগণকে সংহার করিলেন। ৩৪-৩৫

(১) রাক্ষসগণকে আসিতে দেখিয়া মহর্ষি বাল্মীকি যাহা বলিয়াছেন,—

"তান্ দৃষ্ট্বা রাঘবঃ ক্রূরান্ রাক্ষসাংস্তাঞ্চ রাক্ষসীম্।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্।
মুহূর্ত্তং ভব সৌমিত্রে বৈদেহ্যাঃ প্রত্যনন্তরঃ।
যাবন্নিহন্মি রক্ষাংসি ঘোরাণীমানি সংযুগে।"

৩।২৬।৩৪

খরং ত্রিশিরসঞ্চৈব দূষণঞ্চৈব রাক্ষসম্।
জঘান প্রহরার্ধেন সর্বানেব রঘূত্তমঃ ॥ ৩৫
লক্ষ্মণোঽপি গুহামধ্যাৎ সীতামাদায় রাঘবে।
সমর্প্য রাক্ষসান্ দৃষ্ট্বা হতান্ বিস্ময়মাযযৌ ॥ ৩৬
সীতা রামং সমালিঙ্গ্য প্রসন্নমুখপঙ্কজা।
শস্ত্রব্রণানি চাঙ্গেষু মমার্জ জনকাত্মজা ॥ ৩৭
সাঽপি দুদ্রাব দৃষ্ট্বা তান্ হতান্ রাক্ষসপুঙ্গবান্।
লঙ্কাং গত্বা সভামধ্যে ক্রোশন্তী পাদসন্নিধৌ ॥৩৮
রাবণস্য পপাতোর্ব্যাং ভগিনী তস্য রক্ষসঃ।
দৃষ্ট্বা তাং রাবণঃ প্রাহ ভগিনীং ভয়বিহ্বলাম্ ॥৩৯
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বৎসে ত্বং বিরূপকরণং তব।
কৃতং শক্রেণ বা ভদ্রে যমেন বরুণেন বা।
কুবেরেণাথ বা ব্রূহি ভস্মীকুর্য্যাং ক্ষণেন তম্ ॥৪০

তদনন্তর লক্ষ্মণও গুহামধ্য হইতে সীতাকে লইয়া রাঘবের নিকট সমর্পণ করত সমস্ত রাক্ষসগণকে নিহত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ৩৬

তখন জনকনন্দিনী সীতা বিকসিতপদ্মসদৃশ প্রসন্নবদনে রামকে আলিঙ্গন করত তাঁহার অঙ্গসমূহে অস্ত্রক্ষতস্থানে হস্তমার্জন করিতে লাগিলেন। ৩৭

অন্যদিকে রাক্ষসী শূর্পণখা রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণকে নিহত দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল এবং লঙ্কায় গিয়া রাক্ষস রাবণের সেই ভগিনী রাবণের পাদসমীপে,(২) সভামধ্যে উচ্চৈঃস্বরে

(২) লঙ্কায় শূর্পণখা উপস্থিত হইলে মহর্ষি বাল্মীকি রাবণের বর্ণনা বহু শ্লোকের দ্বারা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনামূলক শ্লোকসমূহের মধ্যে কয়েকটি শ্লোক এস্থলে পরম উপযোগী বিবেচনায় উল্লিখিত হইল,—

"আজগাম সমুদ্বিগ্না লঙ্কাং রাবণপালিতাম্।
সা দদর্শ বিমানাগ্রে রাবণং লোকরাবণম্।
সহোপবিষ্টং সচিবৈর্মরুদ্ভিরিব বাসবম্।
আসীনং সূর্য্যসঙ্কাশে কাঞ্চনে পরমাসনে।
রুক্মবেদীগতং দেবং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
দশাস্যং বিংশতিভুজং দর্শনীয়পরিচ্ছদম্।
তাম্রাক্ষং বিপুলোরস্কং রাজলক্ষণলক্ষিতম্।
স্নিগ্ধজীমূতসদৃশং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
সুভুজং শুক্লদশনং মহাস্যং পর্ব্বতোপমম্।
দেবদানবযক্ষাণামজয্যানাঞ্চ মহাত্মনাম্।
অজেয়ং সমরে শূরং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্।
দেবাসুরবিমর্দেষু বজ্রাশনিকৃতব্রণম্।

৩।৩৬।৩-৮

রাক্ষসী তমুবাচেদং ত্বং প্রমত্তো বিমূঢ়ধীঃ।
পানাসক্তঃ স্ত্রীবিজিতঃ ষণ্ডঃ সর্বত্র লক্ষ্যসে ॥৪১
চারচক্ষুর্বিহীনস্ত্বং কথং রাজা ভবিষ্যসি।
খরশ্চ নিহতঃ সঙ্খ্যে দূষণস্ত্রিশিরাস্তথা ॥ ৪২
চতুর্দশসহস্রাণি রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্।
নিহতানি ক্ষণেনৈব রামেণাসুরশত্রুণা ॥ ৪৩
জনস্থানমশেষেণ মুনীনাং নির্ভয়ং কৃতম্।
ন জানাসি বিমূঢ়স্ত্বমত এব ময়োচ্যতে ॥৪৪

রাবণ উবাচ।

কো বা রামঃ কিমর্থং বা কথং তেনাসুরা হতাঃ।
সম্যক্ কথয় মে তেষাং মূলঘাতং করোম্যহম্ ॥ ৪৫

শূর্পণখোবাচ।

জনস্থানাদহং যাতা কদাচিদ্ গৌতমীতটে।
তত্র পঞ্চবটী নাম পুরা মুনিজনাশ্রয়া ॥ ৪৬
তত্রাশ্রমে ময়া দৃষ্টো রামো রাজীবলোচনঃ।
ধনুর্বাণধরঃ শ্রীমান্ জটাবল্কলমণ্ডিতঃ ॥ ৪৭
কনীয়াননুজস্তস্য লক্ষ্মণোঽপি তথাবিধঃ।
তথা ভার্য্যা বিশালাক্ষী রূপিণী শ্রীরিবাপরা ॥৪৮
দেবগন্ধর্বনাগানাং মনুষ্যাণাং তথাবিধা।
ন দৃষ্টা ন শ্রুতা রাজন্ দ্যোতয়ন্তী বনং শুভা ॥ ৪৯
আনেতুমহমুদ্যুক্তা তাং ভার্য্যার্থং তবানঘ।
লক্ষ্মণো নাম তদ্ ভ্রাতা চিচ্ছেদ মম নাসিকাম্ ॥ ৫০
কর্ণৌ চ চোদিতস্তেন রামেণ স মহাবলঃ।
ততোঽহমতিদুঃখেন রুদন্তী খরমন্বগাম্ ॥ ৫১
সোঽপি রামং সমাসাদ্য যোদ্ধুং রাক্ষসযূথপৈঃ।
ততঃ ক্ষণেন রামেণ তেনৈব বলশালিনা ॥ ৫২
সর্বে তেন বিনষ্টা বৈ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
যদি রামো মনঃ কুর্য্যাৎ ত্রৈলোক্যং নিমিষার্ধতঃ ॥৫৩

কাঁদিতে কাঁদিতে ভূতলে পতিত হইল। রাবণ সেই ভগিনী শূর্পণখাকে ভয়বিহ্বল দেখিয়া বলিল। ৩৮-৩৯

বৎসে তুমি উঠ উঠ; ভদ্রে! ইন্দ্র, যম, বরুণ, বা কুবের কে তোমাকে এইভাবে বিরূপ করিয়াছে বল। আমি তাহাকে ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মীভূত করিব। ৪০

তখন রাক্ষসী শূর্পণখা সেই রাবণকে বলিল—তুমি প্রমত্ত, মূঢ়বুদ্ধি, পানাসক্ত ও স্ত্রৈণ; তুমি সর্বত্র ষণ্ডবৎ (ষাঁড়ের ন্যায়) পরিলক্ষিত হইতেছ। ৪১

তুমি চররূপ চক্ষুশূন্য, (সেইজন্য কোথায় কি হইতেছে, তাহা জানিতে পারিতেছ না), অতএব তুমি রাজা কিভাবে হইবে অর্থাৎ রাজ্যরক্ষা কিরূপে করিবে? আজ যুদ্ধে খর, দূষণ ও ত্রিশিরা নিহত হইয়াছে। ৪২

চৌদ্দ হাজার বিশালদেহ রাক্ষসকে অসুর-শত্রু রাম ক্ষণকালের মধ্যেই বধ করিয়াছে। ৪৩

এই সব রাক্ষসগণকে বধ করিয়া রাম সম্পূর্ণ জনস্থানকে মুনিদিগের পক্ষে ভয়মুক্ত করিয়া দিয়াছে। তুমি এ সব কিছুই জান না, সেইজন্য আমি তোমাকে বিমূঢ় বলিতেছি। ৪৪

রাবণ বলিল,—রাম কে? কি জন্য কিরূপেই বা রাক্ষসগণকে সে বধ করিয়াছে? তুমি ইহা সবিস্তরে বল, আমি তাহাকে সমূলে বিনষ্ট করিব। ৪৫

শূর্পণখা বলিল,—আমি কোনও এক সময়ে জনস্থান হইতে গৌতমী নদীর তীরে যাইতেছিলাম, যথায় পূর্বে মুনিগণের আশ্রয়স্বরূপ পঞ্চবটী নামে এক বন আছে। ৪৬

সেইস্থানে আশ্রমে কমললোচন, ধনুর্বাণধারী, জটা বল্কল-ভূষিত ও পরম সৌন্দর্য্যশালী রামকে আমি দর্শন করি। ৪৭

তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণও রামেরই ন্যায় দর্শনীয়। তাহার ভার্য্যা বিশাললোচনা সীতা দ্বিতীয় লক্ষ্মীদেবীর সদৃশ রূপবতী। ৪৮

রাজন্! দেব, নাগ ও মনুষ্যগণের মধ্যে সেইরূপ পরমা সুন্দরী রমণী কখনও দেখিনাই এবং সেরূপ রমণীর কথা শুনিও নাই। সেই কল্যাণময়ী রমণী বনকে আলোকিতা করিয়া অবস্থান করিতেছে। ৪৯

নিষ্পাপ রাজন্! আমি সেই রমণীকে তোমার ভার্য্যার জন্য আনিতে উদ্যতা হই, কিন্তু লক্ষ্মণ নামে সেই রামের ভ্রাতা মহাবল রামের দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমার নাসিকা ও কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া দিয়াছে। ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে খরের নিকটে গমন করি। ৫০-৫১

রাক্ষসযূথপতিগণের সহিত সেই খরও রামের নিকট যাইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তদনন্তর বলশালী রাম ক্ষণকালের মধ্যেই সেই সব ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিয়াছে। এই রাম যদি মনে করে, প্রভো! আমার বোধ হয়, সে অর্দ্ধ নিমিষের মধ্যেই ত্রিভুবনকে ভস্মীভূত করিতে পারে, ইহাতে

ভস্মীকুর্য্যান্ন সন্দেহ ইতি ভাতি মম প্রভো।
যদি সা তব ভার্য্যা স্যাৎ সফলং তব জীবিতম্ ॥ ৫৪

অতো যতস্ব রাজেন্দ্র যথা তে বল্লভা ভবেৎ।
সীতা রাজীবপত্রাক্ষী সর্বলোকৈকসুন্দরী ॥ ৫৫

সাক্ষাদ্ রামস্য পুরতঃ স্থাতুং ত্বং ন ক্ষমঃ প্রভো।
মায়য়া মোহয়িত্বা তু প্রাপ্স্যসে তাং রঘূত্তমম্ ॥৫৬

শ্রুত্বা তৎ সূক্তবাক্যৈশ্চ ধনমানাদিভিস্তথা।
আশ্বাস্য ভগিনীং রাজা প্রবিবেশ স্বকং গৃহম্।
তত্র চিন্তাপরো ভূত্বা নিদ্রাং রাত্রৌ ন লব্ধবান্ ॥ ৫৭

একেন রামেণ কথং মনুষ্য-
মাত্রেণ নষ্টঃ সবলঃ খরো মে।
ভ্রাতা কথং মে বলবীর্য্যদর্প-
যুতো বিনষ্টো বত রাঘবেণ ॥ ৫৮

যদ্ বা ন রামো মনুজঃ পরেশো
মাং হন্তুকামঃ সবলং বলৌঘৈঃ।
সম্প্রার্থিতোঽয়ং দ্রুহিণেন পূর্বং
মনুষ্যরূপোঽদ্য রঘোঃ কুলেঽভূৎ ॥ ৫৯

বধ্যো যদি স্যাং পরমাত্মনাঽহং
বৈকুণ্ঠরাজ্যং পরিপালয়েঽহম্।
নো চেদিদং রাক্ষসরাজ্যমেব
ভোক্ষ্যে চিরং রামমতো ব্রজামি ॥৬০

ইত্থং বিচিন্ত্যাখিলরাক্ষসেন্দ্রো
রামং বিদিত্বা পরমেশ্বরং হরিম্
বিরোধবুদ্ধ্যৈবং হরিং প্রয়ামি
দ্রুতং ন ভক্ত্যা ভগবান্ প্রসীদেৎ ॥ ৬১

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই রমণী যদি তোমার ভার্য্যা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সফল হইয়া যাইবে। ৫২-৫৪

রাজেন্দ্র! অতএব তুমি চেষ্টা কর, যাহাতে সে তোমার প্রিয়া হয়; কারণ, কমলপত্র-সদৃশ আয়তলোচনা এই সীতা সমস্ত লোকসমূহের মধ্যে একমাত্র সুন্দরী রমণী। ৫৫

প্রভো! তুমি সাক্ষাৎ রামের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না, তাহাকে মায়ার মোহিত করিতে পারিলে কিন্তু রঘুকুলের শ্রেষ্ঠ রমণী সেই সীতাকে তুমি লাভ করিতে পারিবে। ৫৬

রাজা রাবণ সেই কথা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্য, ধন ও মানাদির দ্বারা ভগিনী শূর্পণখাকে আশ্বস্ত করিয়া নিজ গৃহে প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু তথায় চিন্তান্বিত হইয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিল না। ৫৭

রঘুবংশজাত রাম একাকী সামান্য মানুষ হইয়া কিরূপে আমার ভ্রাতা বীর্য্যদৃপ্ত খরকে সসৈন্যে বিনষ্ট করিল? আশ্চর্য্য! ৫৮

কিংবা এই রাম মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গবাহিনীর সহিত সসৈন্য আমাকে বিনাশ করিবার জন্য পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া পরমেশ্বর এখন মনুষ্যরূপ ধারণ করত রঘুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৫৯

পরমাত্মা রাম যদি আমাকে বধ করেন, তাহা হইলে আমি চিরকালের জন্য বৈকুণ্ঠরাজ্য পালন করিব অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিব। তাহা না হইলে আমি চিরকাল এই রাক্ষসরাজ্য ভোগ করিব, অতএব শত্রুভাবেই রামের নিকট আমি গমন করি। ৬০

এইভাবে সবিশেষ চিন্তা করিয়া সমস্ত রাক্ষসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাবণ রামকে পরমেশ্বর শ্রীহরি বলিয়া জানিয়া ভাবিল—আমি বিরোধ বুদ্ধিতেই হরির নিকট যাইব, কারণ, ভগবান্ ভক্তির দ্বারা দ্রুত প্রসন্ন হন না। ৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[মারীচস্য সমীপে রাবণস্য গমনম্, তত মারীচেন সহালাপঃ, মারীচস্য মায়ামৃগমূর্ত্তিধারণঞ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বিচিন্ত্যৈবং নিশায়াং স প্রভাতে রথমাস্থিতঃ।
রাবণো মনসা কার্য্যমেকং নিশ্চিত্য বুদ্ধিমান্ ॥ ১

যযৌ মারীচসদনং পরং পারমুদন্বতঃ।
মারীচস্তত্র মুনিবজ্জটাবল্কলধারকঃ ॥২

ধ্যায়ন্ হৃদি পরাত্মানং নির্গুণং গুণভাসকম্।
সমাধিবিরমেঽপশ্যদ্ রাবণং গৃহমাগতম্ ॥ ৩

দ্রুতমুত্থায় চালিঙ্গ্য পূজয়িত্বা যথাবিধি।
কৃতাতিথ্যং সুখাসীনং মারীচো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪

সমাগমনমেতৎ তে রথেনৈকেন রাবণ।
চিন্তাপর ইবাভাসি হৃদি কার্য্যং বিচিন্তয়ন্ ॥ ৫

ব্রূহি মে ন হি গোপ্যঞ্চেৎ করবাণি তব প্রিয়ম্।
ন্যায্যং চেদ্ ব্রূহি রাজেন্দ্র বৃজিনং মাং স্পৃশেন্ন হি ॥৬

রাবণ উবাচ

অস্তি রাজা দশরথঃ সাকেতাধিপতিঃ কিল।
রামনামা সুতস্তস্য জ্যেষ্ঠঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৭

বিবাসয়ামাস সুতং বনং বনজনপ্রিয়ম্।
ভার্য্যায়া সহিতং ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্ ॥ ৮

স আস্তে বিপিনে ঘোরে পঞ্চবট্যাশ্রমে শুভে।
তস্য ভার্য্যা বিশালাক্ষী সীতা লোকবিমোহিনী ॥ ৯

রামো নিরপরাধান্মে রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্।
খরঞ্চ হত্বা বিপিনে সুখমাস্তে বিনির্ভয়ঃ ॥ ১০

ভগিন্যা মে শূর্পণখ্যা নির্দোষায়াশ্চ নাসিকাম্।
কর্ণৌ চিচ্ছেদ দুষ্টাত্মা বনে তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ ॥ ১১

অতস্ত্বয়া সহায়েন গত্বা তৎপ্রাণবল্লভাম্।
আনয়িষ্যামি বিপিনে রহিতে রাঘবেণ তাম্ ॥ ১২

ত্বন্তু মায়ামৃগো ভূত্বা হ্যাশ্রমাদপনেষ্যসি।
রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব তদা সীতাং হরাম্যহম্ ॥ ১৩

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[মারীচের নিকট রাবণের গমন, তথায় মারীচের সহিত আলাপ এবং মারীচের মায়ামৃগ মূর্ত্তিধারণ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! রাক্ষসরাজ বুদ্ধিমান্ রাবণ রাত্রিকালে এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে এক কার্য্য স্থির করত প্রভাতকালে রথে আরোহণ করিল। ১

তারপর সাগরের পরপারে স্থিত মারীচভবনে রাবণ গমন করিল। তথায় জটা ও বল্কলধারী মারীচ মুনির ন্যায় নির্গুণ গুণভাসক পরমাত্মাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে সমাধি-মগ্ন ছিল। সমাধি ভঙ্গ হইলে মারীচ রাবণকে গৃহে উপস্থিত দর্শন করিল। ২-৩

তখন মারীচ সত্বর উত্থিত হইয়া আলিঙ্গন করত যথাবিধি পূজা করিয়া রাবণের অতিথি সৎকার করিল এবং সুখে আসনে উপবেশন করিলে মারীচ রাবণকে এই কথা বলিল। ৪

রাবণ! তুমি একমাত্র রথে করিয়াই আগমন করিয়াছ এবং হৃদয়ে কোনও কার্য্য চিন্তা করিতে থাকায় তুমি চিন্তান্বিত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। ৫

যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে আমার নিকট বল। রাজেন্দ্র! যদি তোমার কার্য্য করিলে আমাকে পাপস্পর্শ না করে এবং তোমার কার্য্য যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে আমি তোমার প্রিয় কার্য্য করিব। ৬

রাবণ বলিল,—অযোধ্যাপতি দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সত্যপরাক্রমশালী রাম। ৭

বনবাসী মুনিগণের প্রিয় সেই পুত্র রামকে ভার্য্যা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। ৮

সেই রাম এখন ঘোর বনে স্থিত পঞ্চবটীর সৌন্দর্য্যময় আশ্রমে বাস করিতেছেন। তাঁহার বিশাললোচনা ভার্য্যা সীতা ভুবনমোহিনী সুন্দরী। ৯

তাঁহার কোনও অপরাধ না করিলেও রাম আমার অনুচর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাক্ষসগণকে এবং খরকে বধ করিয়া সেই কাননে নির্ভয় হইয়া সুখের সহিত বাস করিতেছেন। ১০

আমার ভগিনী শূর্পনখা তাঁহার কোনও দোষই করে নাই, তথাপি এই দুষ্টাত্মা রাম তাহার নাসিকা ও কর্ণদ্বয় ছেদন করাইয়া দিয়াছেন এবং নির্ভয়ে সেই বনে অবস্থান করিতেছেন। ১১

অতএব আমি তথায় গমন করিয়া তোমার সাহায্যে রাম যখন বনে থাকিবেন না, সেই সময়ে তাঁহার প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া আনিব। ১২

ভূত্ব তাবৎ সহায়ং মে কৃত্বা স্থাস্যসি পূর্ব্ববৎ।
ইত্যেবং ভাষমাণং তং রাবণং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ।
মারীচঃ প্রাহ তং ভীতশ্চিন্তয়ন্ রামবিক্রমম্ ॥ ১৪
কেনেদমুপদিষ্টং তে মূলঘাতকরং বচঃ।
স এব শক্রর্ব্বধ্যশ্চ যস্ত্বন্নাশং প্রতীক্ষতে ॥ ১৫
রামস্য পৌরুষং স্মৃত্বা চিত্তমদ্যাপি রাবণ।
বালোহপি মাং কৌশিকস্য যজ্ঞসংরক্ষণায় সঃ ॥ ১৬
আগতস্ত্বিষুণৈকেন পাতয়ামাস সাগরে।
যোজনানাং শতং রামস্তদাদি ভয়বিহ্বলঃ। ১৭
স্মৃত্বা স্মৃত্বা তদেবাহং রামং পশ্যামি সর্ব্বতঃ ॥ ১৮
দণ্ডকেহপি পুনরপ্যহং বনে
পূর্ব্ববৈরমনুচিন্তয়ন্ হৃদি।
তীক্ষ্ণশৃঙ্গমৃগরূপমেকদা
মাদৃশৈর্ব্বহুভিরাবৃতোহভ্যয়াম্ ॥ ১৯
রাঘবং জনকজাসমন্বিতং
লক্ষ্মণেন সহিতং ত্বরান্বিতঃ।
আগতোহহমথ হন্তুমুদ্যতো
মাং বিলোক্য শরমেকমক্ষিপৎ ॥ ২০
তেন বিদ্ধহৃদয়োহহমুদ্ভ্রমন্
রাক্ষসেন্দ্র পতিতোহস্মি সাগরে।
তৎ প্রভৃত্যহমিদং সমাশ্রিতঃ
স্থানমূর্জ্জিতমিদং ভয়ার্দিতঃ ॥ ২১
রামমেব সততং বিভাবয়ে
ভীতভীত ইব ভোগরাশিতঃ।
রাজরত্নরমণীরথাদিকং
শ্রোত্রয়োর্যদি গতং ভয়ং ভবেৎ ॥ ২২
রাম আগত ইহেতি শঙ্কয়া
বাহ্যকার্য্যমপি সর্ব্বমত্যজম্।
নিদ্রয়া পরিবৃতো যদা স্বপে
রামমেব মনসানুচিন্তয়ন্ ॥ ২৩
স্বপ্নদৃষ্টিগতরাঘবং তদা
বোধিতো বিগতনিদ্রমাস্থিতঃ।
তদ্ ভবানপি বিমুচ্য চাগ্রহং
রাঘবং প্রতি গৃহং প্রয়াহি ভোঃ ॥ ২৪
রক্ষ রাক্ষসকুলং চিরাগতং
তৎস্মৃতো সকলমেব নশ্যতি।
তব হিতং বদতো মম ভাষিতং
পরিগৃহাণ পরাত্মনি রাঘবে ॥ ২৫
ত্যজ বিরোধমতিং ভজ ভক্তিতঃ
পরমকারুণিকো রঘুনন্দনঃ।

তুমি মায়ামৃগ হইয়া সেই আশ্রম হইতে রামকে ও লক্ষ্মণকে যখন দূরে সরাইয়া লইয়া যাইবে, তখন আমি সীতাকে হরণ করিব। ১৩

তারপর তুমি আমার সহায়তা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থান করিবে। রাবণকে এই কথা বলিতে দেখিয়া মারীচ বিস্মিত হইল এবং রামের পরাক্রমের কথা চিন্তা করিয়া মারীচ ভীত হইয়া রাবণকে বলিল। ১৪

তোমাকে কোন্ ব্যক্তি সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হইবার জন্য এইরূপ বাক্য উপদেশ করিয়াছে? যে ব্যক্তি তোমাকে এইভাবে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, সেই ব্যক্তি তোমার শত্রু এবং বধযোগ্য। ১৫

রাবণ! রামের পুরুষকার অর্থাৎ পরাক্রম স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত অদ্যাপি ভয়ে অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। সেই রাম বালক হইয়াও কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য বনে আসিয়াছিলেন। তথায় আমাকে একটিমাত্র বাণের দ্বারা শতযোজন দূরে স্থিত সাগরে পাতিত করিয়াছিলেন। তদবধি আমি ভয়বিহ্বল হইয়া সেই রামকে স্মরণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিক্ কেবল রামময় দেখিতেছি। ১৬-১৮

একদিন আমি রামের পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া পুনরায় আমার ন্যায় মায়াবী বহু রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া তীক্ষ্ণশৃঙ্গ মৃগরূপ ধারণ করত দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছিলাম। ১৯

আমি ত্বরাসহকারে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে রাম আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ২০

রাক্ষসেন্দ্র! সেই বাণ আসিয়া আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। তখন আমি বাণবেগে উপরে উড়িতে উড়িতে আসিয়া সাগরে পতিত হইলাম। সেই সময় হইতে আমি ভয়ার্ত্ত হইয়া এই উদ্বেগরহিত স্থান আশ্রয় করিয়া এস্থানে নির্ভয়ে বাস করিতেছি। ২১

অন্য কথা আর কি বলিব? সেই সময় হইতে আমার এমন ভয় হইয়া গিয়াছে যে, ভোগসাধন রাজ্য, রত্ন, রমণী, রথ-প্রভৃতিরও নাম শ্রবণ করিলে ইহাদের আদ্য অক্ষরে 'র' থাকায় অত্যন্ত ভীত হইয়া ভয়ে আমি রামকেই চিন্তা করি। ২২

রাম এই বনে আসিয়াছেন, এই ভয়ে আমি বাহিরের সকল কার্য্যই পরিত্যাগ করিয়াছি। অধিক কি বলিব! আমি

অহমশেষমিদং মুনিবাক্যতোঽ-
　　শৃণবমাদিযুগে পরমেশ্বরঃ ॥ ২৬
ব্রহ্মণার্থিত উবাচ তং হরিঃ
　　কিং তবেপ্সিতমহং করবাণি তৎ।
ব্রহ্মণোক্তমরবিন্দলোচন
　　ত্বং প্রয়াহি ভুবি মানুষং বপুঃ।
দশরথাত্মজভাবমঞ্জসা
　　জহি রিপুং দশকন্ধরমাহবে ॥ ২৭
অতো ন মানুষো রামঃ সাক্ষান্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
মায়ামানুষবেশেন বনং যাতোঽতিনির্ভয়ঃ ॥ ২৮
ভূভারহরণার্থায় গচ্ছ তাত গৃহং সুখম্ ॥ ২৯
শ্রুত্বা মারীচবচনং রাবণঃ প্রত্যভাষত।
পরমাত্মা যদা রাম প্রার্থিতো ব্রহ্মণা কিল ॥ ৩০
মাং হন্তুং মানুষো ভূত্বা যত্নাদ্ যদি সমাগতঃ।
করিষ্যত্যচিরাদেব সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ ॥ ৩১
অতোঽহং যত্নতঃ সীতামানেষ্যাম্যেব রাঘবাৎ।
বধে প্রাপ্তে রণে বীর প্রাপ্স্যামি পরমং পদম্ ॥ ৩২
যদ্বা রামং রণে হত্বা সীতাং প্রাপ্স্যামি নির্ভয়ঃ।
অতোত্তিষ্ঠ মহাভাগ বিচিত্রমৃগরূপধৃক্ ॥ ৩৩
রামং সলক্ষ্মণং শীঘ্রমাশ্রমাদতিদূরতঃ।
আকৃষ্য গচ্ছ ত্বং শীঘ্রং সুখং তিষ্ঠ যথা পুরা ॥ ৩৪
অতঃপরং চেদ্ যৎ কিঞ্চিদ্ভাষসে মদ্বিভীষণম্।
হনিষ্যাম্যসিনানেন ত্বামত্রৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫
মারীচস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা স্বাত্মন্যেবাম্বচিন্তয়ৎ।
যদি মাং রাঘবো হন্যাৎ তদা মুক্তো ভবার্ণবাৎ।
মাং হন্যাদ্ যদি চেদ্দুষ্টস্তদা মে নিরয়ো ধ্রুবম্ ॥ ৩৬
ইতি নিশ্চিত্য মরণং রামাদুত্থায় বেগতঃ।
অব্রবীদ্ রাবণং রাজন্ করোম্যাজ্ঞাং তব প্রভো ॥ ৩৭
ইত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় গতো রামাশ্রমং প্রতি।
শুদ্ধজাম্বুনদপ্রখ্যো মৃগোঽভূদ্রৌপ্যবিন্দুকঃ ॥ ৩৮
রত্নশৃঙ্গো মণিখুরো নীলরত্নবিলোচনঃ।

নিদ্রিত হইয়া যখন স্বপ্ন দেখি, তখন এই স্বপ্নে আমি রামকেই দেখি এবং রামকেই মনে মনে চিন্তা করি। ২৩

আবার কখনও স্বপ্নে রামকে দেখিয়াই বীতনিদ্র হইয়া ভয়ে জাগিয়া অবস্থান করি, অতএব তুমিও রামচন্দ্রের প্রতি এরূপ দুরাগ্রহ ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রস্থান কর। ২৪

তুমি দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত রাক্ষসকুলকে রক্ষা কর। রামের শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি আক্রোশ করিলে সকলই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তোমার হিতভাষী আমার কথা তুমি পালন কর। পরমাত্মা রামচন্দ্রে তুমি বিরুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ কর এবং ভক্তিভাবে তাঁহাকে ভজনা কর; এই রঘুনন্দন রাম পরম কারুণিক, তিনি তোমায় করুণা করিবেন। আমি মহামুনি নারদের মুখে এই সব কথা শুনিয়াছি যে, সত্য যুগে ব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া পরমেশ্বর শ্রীহরি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন—তোমার অভীষ্ট কর্ম্ম কি? আমি তাহা সম্পাদন করিব। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—হে কমললোচন হরে! আপনি মনুষ্য রূপ ধারণ করিয়া ভূতলে গমন করুন। দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনি সত্বর দশানন রাবণকে বধ করুন। ২৫-২৭

অতএব রাম মানুষ নন, সাক্ষাৎ অবিনাশী পরমাত্মা নারায়ণ। ভূভারহরণের জন্য মায়াবলে মনুষ্যবেশ ধারণ করিয়া সেই পরমেশ্বর একান্ত নির্ভয় হইয়াই বনে আসিয়াছেন। তাত! রামের সহিত শত্রুতা ত্যাগ করিয়া সুখে গৃহে গমন কর। ২৮-২৯

মারীচের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ প্রত্যুত্তরে বলিল, যখন ব্রহ্মার প্রার্থনায় পরমাত্মা রাম আমাকে বধ করিবার জন্য যত্ন সহকারে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া এই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন অচিরেই তিনি স্বকার্য্য সম্পাদন করিবেন; কারণ, পরমেশ্বর হইলেন সত্যসঙ্কল্প—তাঁহার সঙ্কল্প কখনও অন্যথা হয় না। ৩০-৩১

অতএব আমি বিশেষ যত্নসহকারে রাঘবের নিকট হইতে সীতাকে আনয়ন করিবই। বীর! ইহাতে যদি আমার বিনাশও হয়, তাহা হইলে আমি পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইব। ৩২

অথবা রামকে যুদ্ধে বধ করিয়া নির্ভয় হইয়াই সীতাকে লাভ করিব। মহাভাগ! অতএব তুমি উঠ এবং বিচিত্র মৃগ-রূপ ধারণ কর। ৩৩

তুমি সত্বর লক্ষ্মণের সহিত রামকে আশ্রম হইতে অতি দূর-দেশে লইয়া গমন কর। তুমি শীঘ্র যাও; আমার কার্য্য শেষ করিয়া তুমি পূর্ব্বের ন্যায় সুখে বাস করিবে। ৩৪

অতঃপর তুমি যদি আমার ভয়জনক অন্য কিছু কথা বল,

বিদ্যুৎপ্রভো বিমুগ্ধাস্তো বিচচার বনান্তরে ॥ ৩৯
রামাশ্রমপদস্যান্তে সীতাদৃষ্টিপথে চরন্ ॥ ৪০
ক্ষণঞ্চ ধাবত্যথ তিষ্ঠতে ক্ষণং
সমীপমাগত্য পুনর্ভয়াবৃতঃ।

তবে এই অসির দ্বারা তোমাকে এস্থানেই বধ করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩৫

তখন মারীচ রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া নিজে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—যদি রাম আমাকে বধ করেন, তাহা হইলে আমি এই ভবসাগর হইতে মুক্ত হইয়া যাইব; আর যদি এই দুষ্ট রাবণ আমাকে বধ করে, তবে আমাকে অবশ্যই নরকে যাইতে হইবে। সুতরাং রাম হইতে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, এই চিন্তা করিয়া সবেগে উত্থিত হইয়া রাবণকে বলিল,—প্রভো! রাজন্! আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব।৩৬-৩৭

এই কথা বলিয়া মারীচ রথে আরোহণ করত রামাশ্রম অভিমুখে গমন করিল। তদনন্তর শুদ্ধ সুবর্ণসদৃশ বর্ণযুক্ত,

এবং স মায়ামৃগবেশরূপধৃক্
চচার সীতাং পরিমোহয়ন্ খলঃ ॥ ৩৭
ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে অরণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

অঙ্গে রৌপ্যের বিন্দু পরিশোভিত, রত্নময় শৃঙ্গবিরাজিত, মণিময় খুরভূষিত, নীলরত্নরচিত নয়নযুক্ত এবং বিদ্যুৎতুল্য প্রভাবিশিষ্ট সুন্দরবদন এক মৃগরূপ ধারণ করিয়া সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। ৩৮-৩৯

রামের আশ্রমের সন্নিকটে সীতার দৃষ্টিপথে বিচরণ করিতে করিতে সেই মায়ারূপী স্বর্ণমৃগ কখনও ধাবিত হয়, কখনও অবস্থান করে এবং কখনও বা নিকটে আসিয়া ভীত হয়। এই-ভাবে সেই খল মারীচ মায়ায় মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে মোহিত করিতে করিতে সেই রামাশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিল। ৪০-৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে অরণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সীতাং প্রতি রামস্য নির্দেশঃ, মায়ামৃগবিনাশঃ, সীতাহরণম্, জটায়ুষঃ পক্ষচ্ছেদশ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ রামোঽপি তৎ সর্ব্বং জ্ঞাত্বা রাবণচেষ্টিতম্।
উবাচ সীতামেকান্তে শৃণু জানকি মদ্বচঃ ॥ ১
রাবণো ভিক্ষুরূপেণ আগমিষ্যতি তেঽন্তিকম্।
ত্বন্তু চ্ছায়াং ত্বদাকারাং স্থাপয়িত্বোটজে বিশ ॥ ২
অগ্নাবদৃশ্যরূপেণ বর্ষং তিষ্ঠ মমাজ্ঞয়া।
রাবণস্য বধান্তে মাং পূর্ব্ববৎ প্রাপ্স্যসে শুভে ॥ ৩
শ্রুত্বা রামোদিতং বাক্যং সাপি তত্র তথাকরোৎ।
মায়াসীতাং বহিঃ স্থাপ্য স্বয়মন্তর্দধেঽনলে ॥ ৪

সপ্তম অধ্যায়।

[সীতার প্রতি শ্রীরামের নির্দ্দেশ, মায়ামৃগবধ, সীতাহরণ ও জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ।]

অনন্তর শ্রীরামও সেই সমস্ত রাবণের চেষ্টা জানিয়া একান্তে সীতাকে বলিলেন,—জানকি! তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। ১

রাবণ ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বেশে তোমার নিকট আসিবে। তুমি তোমার আকৃতিকে ছায়ারূপে বাহিরে রাখিয়া নিজে কুটীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর। ২

তারপর আমার আজ্ঞায় অগ্নিতে অদৃশ্যরূপে এক বৎসর অবস্থান কর। মঙ্গলময়ি সীতে! রাবণের বিনাশ হইলে পর তুমি পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৩

রামকথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতাদেবীও তথায় তাহাই করিলেন। তিনি মায়াসীতাকে বাহিরে রাখিয়া স্বয়ং অগ্নিতে অন্তর্হিতা হইলেন (১)। ৪

(১) এই সপ্তমাধ্যায়ে ১ শ্লোক হইতে ৪ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণিত সংবাদ ভাগবত ও অগ্নিপুরাণে বর্ণিত সংবাদ হইতে ভিন্ন।

"রক্ষোঽধমেন বৃকবদ্ বিপিনেঽসমক্ষং
বৈদেহরাজদুহিতর্যপযাপিতায়াম্।"

শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১০।১১

"রাবণোঽপ্যহরৎ সীতাং হত্বা গৃধ্রং জটায়ুষম্।"

অগ্নিপুরাণ—৮।১৭

এবিষয়ে অধ্যাত্মরামায়ণের আদিকাণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের ১৮ শ্লোক ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রে প্রকাশিত অধ্যাত্মরামায়ণের ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মায়াসীতা তদাপশ্যন্মৃগং ময়াবিনির্মিতম্ ।
হসন্তী রামমভ্যেত্য প্রোবাচ বিনয়ান্বিতা ॥ ৫
পশ্য রাম মৃগং চিত্রং কনকং রত্নভূষিতম্ ।
বিচিত্রবিন্দুভির্যুক্তং চরন্তমকুতোভয়ম্ ॥ ৬
বদ্ধা দেহি মম ক্রীড়ামৃগো ভবতু সুন্দরঃ ।
তথেতি ধনুরাদায় গচ্ছন্ লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ৭
রক্ষ ত্বমতিযত্নেন সীতাং মৎপ্রাণবল্লভাম্ ।
মায়িনঃ সন্তি বিপিনে রাক্ষসা ঘোরদর্শনাঃ ॥ ৮
অতোঽত্রাবহিতঃ সাধ্বীং রক্ষ সীতামনিন্দিতাম্ ।
লক্ষ্মণো রামমাহেদং দেবায়ং মৃগরূপধৃক্ ।
মারীচোঽত্র ন সন্দেহ এবম্ভূতো মৃগঃ কুতঃ ॥ ৯

শ্রীরাম উবাচ ।

যদি মারীচ এবায়ং তদা হন্মি ন সংশয়ঃ ।
মৃগশ্চেদানয়িষ্যামি সীতাবিশ্রামহেতবে ॥ ১০
গমিষ্যামি মৃগং বদ্ধা হ্যানয়িষ্যামি সত্বরঃ ।
ত্বং প্রযত্নেন সন্তিষ্ঠ সীতাসংরক্ষণোদ্যতঃ ॥ ১১
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ রামো মায়ামৃগমনুদ্রুতঃ ।
মায়া যদাশ্রয়া লোকমোহিনী জগদাকৃতিঃ ॥ ১২
নির্বিকারশ্চিদাত্মাপি পূর্ণোঽপি মৃগমন্বগাৎ ।
ভক্তানুকম্পী ভগবানিতি সত্যং বচো হরিঃ ॥ ১৩
কর্ত্তুং সীতাপ্রিয়ার্থায় জানন্নপি মৃগং যযৌ ।
অন্যথা পূর্ণকামস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ ॥ ১৪
মৃগেণ বা স্ত্রিয়া বাপি কিং কার্য্যং পরমাত্মনঃ ।
কদাচিদ্ দৃশ্যতেঽভ্যাসে ক্ষণং ধাবতি লীয়তে ॥ ১৫
দৃশ্যতে চ ততো দূরাদেবং রামমপাহরৎ ।
ততো রামোঽপি বিজ্ঞায় রাক্ষসোঽয়মিতি স্ফুটম্ ॥১৬
বিব্যাধ শরমাদায় রাক্ষসং মৃগরূপিণম্ ।
পপাত রুধিরাক্তাস্যো মারীচঃ পূর্বরূপধৃক্ ॥ ১৭
হা হতোঽস্মি মহাবাহো ত্রাহি লক্ষ্মণ মাং দ্রুতম্ ।

সেই সময় মায়াসীতা মায়ারচিত একটি মৃগ দেখিলেন। তখন হাসিতে হাসিতে মায়াসীতা রামের সমীপে যাইয়া বিনয়সহকারে বলিলেন ॥ ৫

রাম। রত্নভূষিত এই এক বিচিত্র স্বর্ণময় মৃগ দর্শন কর। ইহার গাত্রের চারিদিকে কিরূপ বিন্দু বিন্দু চিহ্ন আছে এবং নির্ভয় হইয়া সে এই বনে বিচরণ করিতেছে ॥ ৬

তুমি এই মৃগটিকে বাঁধিয়া আমাকে প্রদান কর। এই সুন্দর মৃগ আমার ক্রীড়ামৃগ (ক্রীড়াসহচর মৃগ) হউক। তখন রাম 'তাহাই হউক' বলিয়া ধনু গ্রহণ করত যাইতে যাইতে লক্ষ্মণকে বলিলেন ॥ ৭

লক্ষ্মণ। তুমি অতিশয় যত্নসহকারে আমার প্রাণপ্রিয়া সীতাকে রক্ষা কর; কারণ, এই বনে ঘোরদর্শন মায়াবী রাক্ষসগণ বাস করে ॥ ৮

অতএব তুমি বিশেষ সাবধানে থাকিয়া অনিন্দিতা সাধ্বী সীতাদেবীকে রক্ষা কর। তখন লক্ষ্মণ রামকে বলিলেন,— দেব। মায়াবী মারীচ মৃগরূপ ধারণ করিয়া নিশ্চয়ই এস্থানে আসিয়াছে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই; অন্যথায় এরূপ মৃগ কোথা হইতে আসিবে ? ৯

শ্রীরাম বলিলেন,—লক্ষ্মণ। যদি এই মৃগ মারীচ হয়, তবে আমি তাহাকে নিঃসংশয়ে বধ করিব; আর যদি সত্যই মৃগ হয়, তাহা হইলে সীতার বিনোদনের জন্য ইহাকে ধরিয়া আনিব ॥ ১০

আমি গমন করিব এবং সত্বর মৃগটিকে ধরিয়া লইয়া আসিব। তুমি ততকাল সীতাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে উদ্যোগী হইয়া সাবধানে অবস্থান কর ॥ ১১

এই কথা বলিয়া রাম মায়ামৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। লোকবিমোহিনী জগদাকারে পরিণতা মায়া যাঁহার আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছেন, সেই নির্ব্বিকার জ্ঞানময় পূর্ণব্রহ্ম রাম হরিণের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন, ইহাতে 'ভগবান্ শ্রীহরি যে ভক্তবৎসল' এই কথাই সত্য হইয়া প্রকাশিত হইতেছে ॥ ১২-১৩

'ইহা মৃগ নহে, মারীচ রাক্ষস'—এই কথা জানিয়াও এই রাম সীতার প্রিয় করিবার বাসনায় গমন করিলেন; তাহা না হইলে পূর্ণকাম বিদিতস্বরূপ পরমাত্মা শ্রীরামের মৃগের দ্বারাই বা কি হইবে ? স্ত্রীর দ্বারাই বা কি প্রয়োজন সাধিত হইবে ? এদিকে সেই মৃগ কখনও রামের নিকটে দৃষ্ট হইল, কখনও বা অদৃশ্য হইয়া যাইল এবং কখনও বা দূর হইতে দেখা যাইতে লাগিল (১)। এইভাবে সেই মায়ামৃগ রামকে দূরে সরাইয়া

(১) মায়ামৃগের কার্য্যবিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণের অনুপম বর্ণনা এস্থলে প্রদর্শিত হইল—

"আবধ্য কবচং চৈব প্রদুদ্রাব বনে মৃগম্ ।
মনোমারুতবেগশ্চ মারীচঃ প্রাদ্রবদ্ বনে ।

ইত্যুক্ত্বা রামবদ্বাচা পপাত রুধিরাশনঃ ॥১৮
যন্নামাজ্ঞোঽপি মরণে স্মৃত্বা তৎসাম্যমাপ্নুয়াৎ।
কিমুতাগ্রে হরিং পশ্যংস্তেনৈব নিহতোঽসুরঃ ॥ ১৯
তদ্দেহাদুত্থিতং তেজঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
রামমেবাবিশদ্ দেবা বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ২০
কিং কর্ম কৃত্বা কিং প্রাপ্তঃ পাতকী মুনিহিংসকঃ।
অথবা রাঘবস্যায়ং মহিমা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১
রামবাণেন সংবিদ্ধঃ পূর্ব্বং রামমনুস্মরন্।
ভয়াৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য গৃহবিত্তাদিকঞ্চ যৎ ॥ ২২
হৃদি রামং সদা ধ্যাত্বা নির্ধূতাশেষকল্মষঃ।
অন্তে রামেণ নিহতঃ পশ্যন্ রামমবাপ সঃ ॥ ২৩
দ্বিজো বা রাক্ষসো বাপি পাপী বা ধার্মিকোঽপি বা।
ত্যজন্ কলেবরং রামং স্মৃত্বা যাতি পরং পদম্ ॥ ২৪
ইতি তেঽন্যোন্যমাভাষ্য ততো দেবা দিবং যযুঃ।
রামস্তচ্চিন্তয়ামাস ম্রিয়মাণোঽসুরাধমঃ ॥ ২৫

লইয়া যাইল। তদনন্তর রামও 'এই মৃগ মারীচ রাক্ষস' ইহা স্পষ্ট অবগত হইয়া একটি বাণ গ্রহণ করত মৃগরূপী রাক্ষস মারীচকে বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে মারীচ রক্তাপ্লুত বদনে পূর্ব্বরূপ ধারণ করত ভূতলে পতিত হইল ।১৪-১৭

তদনন্তর রক্তাপ্লুতবদন মারীচ 'মহাবাহো। লক্ষ্মণ। আমি হত হইলাম, তুমি সত্বর আসিয়া আমাকে রক্ষা কর' অবিকল রামের ন্যায় স্বরে এই কথা বলিয়া (১) পতিত হইল অর্থাৎ প্রাণত্যাগ করিল। ১৮

অজ্ঞান মানুষও মরণকালে যাঁহার নাম স্মরণ করিয়া তৎসাম্য (সাযুজ্য) লাভ করে, আর সেই শ্রীহরিকে সম্মুখে দর্শন করিতে করিতে তাঁহারই দ্বারা নিহত এই মারীচ অসুরের কথা আর কি বলিব? অর্থাৎ মারীচ সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিল। ১৯

তখন সকল লোকের সাক্ষাতেই সেই মারীচের দেহ হইতে উত্থিত এক তেজ রামেরই মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ইহাতে তথায় তখন সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইল। ২০

মুনিহিংসক সেই পাপী রাক্ষস কি কর্ম করিয়া আজ কি লাভ করিল? অথবা ইহা কেবল রামেরই মহিমা—এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ২১

রামবাণের দ্বারা বিশেষভাবে বিদ্ধ হইয়া মারীচ পূর্ব্ব হইতে রামকে স্মরণ করিতে করিতে ভয়ে গৃহ-ধনাদি যাহা কিছু ছিল, সেই সব কিছুই পরিত্যাগ করত হৃদয়ে সদা রামকে ধ্যান করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইল, অন্তিমকালে রামের দ্বারা নিহত হইয়া রামকেই দর্শন করিতে করিতে সেই রাক্ষস রামকে প্রাপ্ত হইল। ২২-২৩

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, রাক্ষস, পাপী কিংবা ধার্ম্মিকও যদি রামকে স্মরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পরম পদ লাভ করিয়া থাকে। ২৪

এইভাবে তাঁহারা পরস্পর আলোচনা করিয়া দেবতাগণ সকলে স্বর্গে গমন করিলেন। এদিকে রাম চিন্তা করিলেন— এই অসুরাধম মারীচ মৃত্যুকালে 'হা লক্ষ্মণ' এইভাবে আমার

নাতিদূরেণ তং রামো গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
স চ রামভয়োদ্বিগ্নো মারীচো দণ্ডকে বনে।
বভূবান্তর্হিতস্তত্র ক্ষণাৎ পুনরদৃশ্যত।
এষোঽয়ময়মেতীতি বেগবান্ রাঘবো যযৌ।
মুহূর্ত্তাদেব দদৃশে মুহূর্ত্তান্ন প্রকাশতে।
অতিবৃত্ত ইষুত্রাসাল্লোভয়ন্ স রঘূত্তমম্।
কচিদ্দৃষ্টঃ কচিন্নষ্টঃ কচিৎ ত্রাসাচ্চ বিক্রুতঃ।
কচিৎস্থিতঃ কচিল্লীনঃ কচিদ্ বেগেন নিঃসৃতঃ।
ভয়েন মহতাচ্ছন্নো মারীচো যাতি কাননে।
তমপশ্যৎ ততো রামস্তত্র যান্তমিবাগ্রতঃ।
মায়ামৃগং প্রদ্রবন্তং ধনূরানম্য ক্রোধনঃ।
তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য রাঘবং ধন্বিনং মৃগঃ।
অন্তর্হিতো মুহূর্ত্তা পুনঃ সন্দর্শয়ত্যপি।
দদৃশে মুহুরাসন্নে মুহুর্দূরাদদৃশ্যত।
দর্শনাদর্শনেনৈবমপাকর্ষৎ স রাঘবম্।
অবেক্ষ্যাবেক্ষ্য ধাবন্তং ধনুষ্পাণির্মহাবনে।
দৃশ্যমানমদৃশ্যঞ্চ বনোদ্দেশেষু কেষুচিৎ।
ছিন্নাভ্রৈরিব সংবীতং শরদীবেন্দুমণ্ডলম্।

৩।৫০।৩-১২

(১) রামের ন্যায় বাক্য বলিবার কারণপ্রসঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি,—

"রামস্য সদৃশং ব্যক্তং স্বরমালম্ব্য পাপকৃৎ।
হা লক্ষ্মণেতি চুক্রোশ ত্রায়স্বেতি মহাবনে।
অন্তকালেঽপি সংপ্রাপ্তে তস্য বুদ্ধিরভূদিয়ম্।
স্বরমেতং যদি শ্রুত্বা লক্ষ্মণং প্রেরয়েদিহ।
সীতা শূন্যেন মনসা ভর্ত্তুস্নেহসমুৎসুকা।
ততো লক্ষ্মণহীনাং তাং রাবণো বৈ হরেদিতি।"

৩।৫০।২২-২৪

হা লক্ষ্মণেতি মদ্‌বাক্যমনুকুর্বন্ মমার কিম্।
শ্রুত্বা মদ্‌বাক্যসদৃশং বাক্যং সীতাপি কিং ভবেৎ ॥২৬
ইতি চিন্তাপরীতাত্মা রামো দূরান্ন্যবর্ত্তত।
সীতা তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা মারীচস্য দুরাত্মনঃ ॥ ২৭
ভীতাঽতিদুঃখসংবিগ্না লক্ষ্মণস্ত্বিদমব্রবীৎ।
গচ্ছ লক্ষ্মণ বেগেন ভ্রাতা তেঽসুরপীড়িতঃ ॥ ২৮
হা লক্ষ্মণেতি বচনং ভ্রাতুস্তে ন শৃণোষি কিম্।
তামাহ লক্ষ্মণো দেবি রামবাক্যং ন তদ্ভবেৎ ॥ ২৯
যঃ কশ্চিদ্‌রাক্ষসো দেবি ম্রিয়মাণোঽব্রবীদ্ বচঃ।
রামস্ত্রৈলোক্যমপি যঃ ক্রুদ্ধো নাশয়তি ক্ষণাৎ।
স কথং দীনবচনং ভাষতেঽমরপূজিতঃ ॥ ৩০
ক্রুদ্ধা লক্ষ্মণমালোক্য সীতা বাষ্পবিলোচনা ॥ ৩১
প্রাহ লক্ষ্মণ দুর্বুদ্ধে ভ্রাতুর্ব্যসনমিচ্ছসি।
প্রেষিতো ভরতেনৈব রামনাশাভিকাঙ্ক্ষিণা ॥ ৩২
মাং নেতুমাগতোঽসি ত্বং রামনাশ উপস্থিতে।
ন প্রাপ্স্যসে ত্বং মামদ্য পশ্য প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্ ॥ ৩৩
ন জানাতীদৃশং রামস্ত্বাং ভার্য্যাহরণোদ্যতম্।
রামাদন্যং ন স্পৃশামি ত্বাং বা ভরতমেব বা ॥ ৩৪
ইত্যুক্ত্বা বধ্যমানা সা স্ববাহুভ্যাং রুরোদ হ।
তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ কর্ণৌ পিধায়াতীব দুঃখিতঃ ॥ ৩৫
মামেবং ভাষসে চণ্ডি ধিক্ ত্বাং নাশমুপৈষ্যসি।
ইত্যুক্ত্বা বনদেবীভ্যঃ সমর্প্য জনকাত্মজাম্ ॥ ৩৬
যযৌ দুঃখাতিসংবিগ্নো রামমেব শনৈঃ শনৈঃ।
ততোঽন্তরং সমালোক্য রাবণো ভিক্ষুবেশধৃক্ ॥ ৩৭
সীতাসমীপমগমৎ স্ফুরদ্দণ্ডকমণ্ডলুঃ।
সীতা তমবলোক্যাশু নত্বা সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ৩৮
কন্দমূলফলাদীনি দত্ত্বা স্বাগতমব্রবীৎ
মুনে ভুঙ্‌ক্ষ্ব ফলাদীনি বিশ্রমস্ব যথাসুখম্ ॥ ৩৯

কথার অনুসরণ করিয়া মরিল কেন? আমার বাক্যের ন্যায় বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতা কত না উদ্বিগ্ন হইবে? এইরূপ চিন্তিতমনে রাম বহু দূর হইতে নিবৃত্ত হইলেন অর্থাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এদিকে সীতা দুরাত্মা মারীচের সেই রামবদ্ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীতা হইলেন এবং দুঃখে অত্যন্ত উদ্বিগ্না হইয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন,—লক্ষ্মণ। তুমি সবেগে গমন কর; তোমার ভ্রাতা অসুরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। ২৫-২৮

তোমার ভ্রাতার 'হা লক্ষ্মণ' বলিয়া আর্ত্তনাদ তুমি কি শুনিতে পাও নাই? তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন,—দেবি। উহা কখনই রামবাক্য হইতে পারে না। ২৯

দেবি। নিশ্চয়ই কোনও রাক্ষস মৃত্যুকালে ঐ কথা উচ্চারণ করিয়াছে। যে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে ত্রিভুবনকে ধ্বংস করিতে পারেন, সেই দেবপূজিত এরূপ কাতরতাপূর্ণ বাক্য বলিবেন কেন? (১)। ৩০

তখন সীতা ক্রুদ্ধা হইয়া লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করত অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন,—দুর্মতি লক্ষ্মণ। তুমি ভ্রাতার বিপদ কামনা করিতেছ? বুঝিয়াছি, রামের বিনাশ অভিলাষ করিয়া ভরতই তোমাকে পাঠাইয়াছে। ৩১-৩২

রাম বিনষ্ট হইলে পর তুমি আমাকে গ্রহণ করিতে বনে আসিয়াছ, কিন্তু তুমি আমাকে আজ গ্রহণ করিতে পারিবে না; দেখ, আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিতেছি। ৩৩

তুমি যে এইভাবে তাঁহার ভার্য্যাহরণ করিতে উদ্যত হইয়া, ইহা রাম জানিতে পারেন নাই, কিন্তু তুমি ইহা জানিও যে, আমি রাম ভিন্ন তোমাকে বা ভরতকে স্পর্শও করিব না। ৩৪

এই কথা বলিয়া সীতা নিজ হস্তদ্বয় দ্বারা বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ দুই হস্তে নিজের কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—চণ্ডি (ক্রোধপরায়ণে)। তুমি আমাকে এরূপ কথা বলিলে? তোমাকে ধিক্। আমার মনে হয়, অতঃপর তুমি নাশপ্রাপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণ বনদেবীগণের (২)

(১) বাল্মীকিরামায়ণে এই প্রসঙ্গে সীতার প্রতি লক্ষ্মণের উক্তি,—

"দেবি। দেব-মনুষ্যেষু গন্ধর্ব্ব-পতগেষু চ।
রাক্ষসেষু পিশাচেষু কিন্নরেষুরগেষু চ।
দানবেষু চ ঘোরেষু বিদ্যতে ন চ শোভনে।
যো রামং প্রতিযুধ্যেত মহেন্দ্রমিব মানুষঃ।
অবধ্যঃ সমরে রামো নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি।
নোৎসহে ত্বাং বিরহিতুং শূন্যেঽহং রাঘবং বিনা।
৩।৫১।১৫-১৭

(২) বনদেবীগণকে লক্ষ্মণবাক্য বাল্মীকিরামায়ণে—
গচ্ছামি যত্র কাকুৎস্থঃ স্বস্তি তেঽস্তু বরাননে।
রক্ষন্তু ত্বাং বিশালাক্ষি সমগ্রা বনদেবতাঃ।" ৩।৫১।৩৭

ইনাদীমেব ভর্ত্তা মে হ্যাগমিষ্যতি তে প্রিয়ম্।
করিষ্যতি বিশেষণ তিষ্ঠ ত্বং যদি রোচতে ॥ ৪০

ভিক্ষুরুবাচ।

কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি কো বা ভর্ত্তা তবানঘে।
কিমর্থমত্র তে বাসো বনে রাক্ষসসেবিতে।
ব্রূহি ভদ্রে ততঃ সর্ব্বং স্ববৃত্তান্তং নিবেদয় ॥ ৪১

সীতোবাচ।

অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথো মহান্।
তস্য জ্যেষ্ঠসুতো রামঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ৪২
তস্যাহং ধর্ম্মতঃ পত্নী সীতা জনকনন্দিনী।
তস্য ভ্রাতা কনীয়াংশ্চ লক্ষ্মণো ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ৪৩
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকে বস্তুমাগতঃ।
চতুর্দশ সমাস্তাস্ত জ্ঞাতুমিচ্ছামি মে বদ ॥ ৪৪

ভিক্ষুরুবাচ।

পৌলস্ত্যতনয়োঽহন্তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
ত্বৎকামপরিতপ্তোঽহং ত্বাং নেতুং পুরমাগতঃ ॥ ৪৫
মুনিবেশেন রামেণ কিং করিষ্যসি মাং ভজ।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্ ময়া সার্দ্ধং ত্যজ দুঃখং বনোদ্ভবম্ ॥৪৬
শ্রুত্বা তদ্বচনং সীতা ভীতা কিঞ্চিদুবাচ তম্।
যদ্যেবং ভাষসে মাং ত্বং নাশমেষ্যসি রাঘবাৎ ॥ ৪৭
আগমিষ্যতি রামোঽপি ক্ষণং তিষ্ঠ সহানুজঃ।
মাং কো ধর্ষয়িতুং শক্তো হরের্ভার্য্যাং শশো যথা ॥৪৮
রামবাণৈর্বিভিন্নস্ত্বং পতিষ্যসি মহীতলে।
ইতি সীতাবচঃ শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৪৯
স্বরূপং দর্শয়ামাস মহাপর্বতসন্নিভম্।
দশাস্যং বিংশতিভুজং কালমেঘসমদ্যুতি ॥ ৫০
তদ্ দৃষ্ট্বা বনদেব্যশ্চ ভূতানি চ বিতত্রসুঃ।

নিকট জনকনন্দিনী সীতাকে সমর্পণ করিয়া দুঃখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ধীরে ধীরে রামেরই অভিমুখে গমন করিলেন। তদনন্তর রাবণ উপযুক্ত সময় (৩) পাইয়া ভিক্ষুকবেশ ধারণ করিল। ৩৫-৩৭

হস্তে সুদৃশ্য দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া ভিক্ষুকবেশী রাবণ সীতার নিকট গমন করিল। সীতা তাহাকে দেখিয়া সত্বর প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিভরে যথাবিধি পূজা করিয়া কন্দ মূল-ফলাদি প্রদান করত 'স্বাগত' প্রশ্ন করিলেন। তারপর বলিলেন,—মুনে। আপনি এই সব ফলাদি ভোজন করুন এবং যথাসুখে বিশ্রাম করুন। ৩৮-৩৯

এখনই আমার স্বামী আসিবেন এবং বিশেষ করিয়া আপনার প্রিয় কার্য্য করিবেন। যদি আপনার অভিরুচি হয়, তবে এইস্থানে বাস করুন। ৪০

ভিক্ষুক বলিল,—পদ্মপত্রতুল্য আয়তলোচনে। তুমি কে? নিষ্পাপে। তোমার স্বামীই বা কে? কি জন্যই বা তোমরা এই রাক্ষসসেবিত বনে বাস করিতেছ? তুমি এই সব আমাকে বল। ভদ্রে। তোমার নিজের বৃত্তান্ত আমার নিকট ব্যক্ত কর। ৪১

শ্রীসীতা বলিলেন,—শ্রীমান্ মহারাজ দশরথ অযোধ্যার অধিপতি। তাঁহার সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেন—রাম। ৪২

আমি সেই রামের ধর্ম্মপত্নী জনকনন্দিনী সীতা। রামের ভ্রাতৃবৎসল কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম লক্ষ্মণ। ৪৩

রাম পিতা দশরথের আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত (ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা আমার সহিত) চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করিবার জন্য এই বনে আসিয়াছেন। আমি আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা আমাকে বলুন। ৪৪

ভিক্ষুক বলিল,—আমি পুলস্ত্যনন্দন বিশ্বশ্রবার পুত্র এবং রাক্ষসগণের রাজা, আমার নাম রাবণ। আমি তোমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কামতপ্ত হইয়াছি, সেইজন্য তোমাকে আমার নগরে লইয়া যাইতে তোমার নিকট আসিয়াছি ॥৪৫

মুনিবেশধারী রামকে লইয়া তুমি কি করিবে? অথবা মুনিবেশধারী রামের দ্বারা তোমার কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে? তুমি আমাকে ভজনা কর এবং আমার সহিত সমস্ত ভোগসকল উপভোগ কর, এই বনজাত দুঃখ অর্থাৎ এই বনে বাস করিবার ক্লেশ পরিত্যাগ কর। ৪৬

রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সীতা ভীতা হইলেন এবং তাহাকে এই কথা বলিলেন,—তুমি যদি এরূপ কুবাক্য বল, তাহা হইলে রাম হইতে তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ রাম তোমাকে বধ করিবেন। ৪৭

---

(৩) সুযোগসন্ধানী রাবণের অভিপ্রায়সম্বন্ধে মহর্ষিবাল্মীকি,
"এতদন্তরমাসাদ্য দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
অভিচক্রাম বৈদেহীং পরিব্রাট্‌রূপধৃগ্ ভদা।" ৩।৫২।৪

ততো বিদার্য্য ধরণীং নখৈরুদ্ধৃত্য বাহুভিঃ ॥ ৫১
তোলয়িত্বা রথে ক্ষিপ্ত্বা যযৌ ক্ষিপ্রং বিহায়সা।
হা রাম হা লক্ষ্মণেতি রুদন্তী জনকাত্মজা ॥ ৫২
ভয়োদ্বিগ্নমনা দীনা পশ্যন্তী ভুবমেব সা।
শ্রুত্বা তৎক্রন্দিতং দীনং সীতায়াঃ পক্ষিসত্তমঃ ॥ ৫৩
জটায়ুরুত্থিতঃ শীঘ্রং নগাগ্রাৎ তীক্ষ্ণতুণ্ডকঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তং প্রাহ কো গচ্ছতি মমাগ্রতঃ ॥ ৫৪
মুষিত্বা লোকনাথস্য ভার্য্যাং শূন্যাদ্ বনালয়াৎ।
শুনকো মন্ত্রপূতং ত্বং পুরোডাশমিবাধ্বরে ॥ ৫৫
ইত্যুক্ত্বা তীক্ষ্ণতুণ্ডেন চূর্ণয়ামাস তদ্রথম্।
বাহান্ বিভেদ পাদাভ্যাং চূর্ণয়ামাস তদ্ধনুঃ ॥ ৫৬
ততঃ সীতাং পরিত্যজ্য রাবণঃ খড়্গমাদদে।
চিচ্ছেদ পক্ষৌ সামর্ষঃ পক্ষিরাজস্য ধীমতঃ ॥ ৫৭
পপাত কিঞ্চিচ্ছেষেণ প্রাণেন ভুবি পক্ষিরাট্।
পুনরন্যরথেনাশু সীতামাদায় রাবণঃ ॥ ৫৮
ক্রোশন্তী রাম রামেতি ত্রাতারং নাধিগচ্ছতী।
হা রাম হা জগন্নাথ মাং ন পশ্যসি দুঃখিতাম্ ॥৫৯
রক্ষসা নীয়মানাং স্বাং ভার্য্যাং মোচয় রাঘব।
হা লক্ষ্মণ মহাভাগ ত্রাহি মামপরাধিনীম্ ॥ ৬০
বাক্শরেণাহতস্ত্বং মে ক্ষন্তুমর্হসি দেবর।
ইত্যেবং ক্রোশমানাং তাং রামাগমনশঙ্কয়া ॥ ৬১
জগাম বায়ুবেগেন সীতামাদায় সত্বরঃ।
বিহায়সা নীয়মানা সীতাপশ্যদধোমুখী ॥ ৬২
পর্বতাগ্রে স্থিতান্ পঞ্চ বানরান্ বারিজাননা।

রাম ভ্রাতার সহিত এখনই আসিবেন, তুমি ক্ষণকাল অবস্থান কর। সিংহের ভার্য্যাকে যেরূপ শশ (খরগোস) ধর্ষণ করিতে পারে না, সেইরূপ আমাকে কে ধর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে? ৪৮

তুমি রামের বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইবে। রাবণ সীতার এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল(১) এবং কালমেঘতুল্য কান্তিমান্, বিংশতি বাহুযুক্ত, দশবদনবিশিষ্ট এবং বিশালপর্ব্বতসদৃশ নিজের স্বরূপ দেখাইল। ৪৯-৫০

তাহার সেই রূপ দেখিয়া বনদেবীগণ এবং সমস্ত ভূতবৃন্দ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তারপর রাবণ নিজ নখসমূহের দ্বারা ভূমি বিদারিত করিয়া(২) বাহুসকলের দ্বারা সেই ভূমিসহ সীতাকে তুলিয়া রথে ক্ষেপণ করত আকাশপথে দ্রুত গমন করিতে লাগিল। তখন সেই জনকনন্দিনী সীতা ভয়ে উদ্বিগ্না হইয়া পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করত 'হা রাম! 'হা লক্ষ্মণ' এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সীতার সেই করুণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তীক্ষ্ণচঞ্চু পক্ষিশ্রেষ্ঠ জটায়ু শীঘ্র পর্ব্বতশিখর হইতে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' এই কথা সেই রাবণকে বলিল। আমার সম্মুখে শূন্য বনগৃহ হইতে জগন্নাথ রামের ভার্য্যাকে হরণ করিয়া কে যাইতেছে? তুমি কুকুর হইয়া দেখিতেছি যে, যজ্ঞে মন্ত্রপূত পুরোডাশ ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? ৫১-৫৫

এই কথা বলিয়া সেই জটায়ু নিজের তীক্ষ্ণ চঞ্চুর দ্বারা রাবণের রথকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল, পাদযুগলের দ্বারা বাহন-

(১) রাবণের রূপান্তরগ্রহণ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে,—

"সীতায়াস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
হস্তে হস্তং বিনিষ্পিষ্য চকার সুমহদ্ বপুঃ॥
স পরিব্রাজকচ্ছদ্মা মহাকায়শিরোধরঃ।
প্রতিপেদে স্বকং রূপং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥
সদ্যঃ সৌম্যং পরিত্যজ্য ভিক্ষুরূপং নিশাচরঃ।
স্বং রূপং কালরূপাভং ভেজে বৈশ্রবণানুজঃ॥
মহাললাটো রক্তাক্ষো ব্যূঢোরস্কো মহাভুজঃ।
সিংহদংষ্ট্রো বৃষস্কন্ধশ্চিত্রাঙ্গো দীপ্তমূর্ধজঃ॥
রুষ্টঃ সংহৃষ্টরোমাঙ্গঃ কৃষ্ণাঞ্জনগিরিপ্রভঃ।
রক্তাম্বরধরো ঘোরস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ॥ ৩৫৫।১-৫

(২) নখের দ্বারা ভূবিদারণের কারণ হইলে—নলকুবর রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, অতঃপর তুমি যদি কোনও পরস্ত্রীকে কামবশে স্পর্শ কর, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু হইবে। সেইজন্য সীতাদেবীকে স্পর্শ না করিয়া রাবণ সীতাদেবী যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানের মৃত্তিকা সহ সীতাকে তুলিয়াছিল। এই ভূবিদারণ প্রসঙ্গ বাল্মীকিরামায়ণে নাই। তথায় সীতা গ্রহণপ্রকার যথা,—

"বৈদেহীং রাবণঃ ক্রুদ্ধো নির্দহন্নিব রাক্ষসঃ।
সব্যেন সীতাং পদ্মাক্ষীং মূর্ধজেষু করেণ সঃ॥
ঊর্বোস্তু দক্ষিণেনৈনামগ্রহীৎ পাণিনা শুভাম্।
সা গৃহীতা বিচুক্রোশ রাক্ষসেন বলীয়সা॥"
৩।৫৫।২৬-২৭

বাল্মীকিরামায়ণে সীতাহরণের সময়ও উল্লিখিত আছে যথা—

"অর্দ্ধরাত্রার্দ্ধদিবসে অর্দ্ধচন্দ্রার্দ্ধভাস্করে।
রক্ষো জগ্রাহ বৈদেহীং শূদ্রো বেদশ্রুতীমিব॥"
৩।৫৫।৩০

উত্তরীয়ার্দ্ধখণ্ডেন বিমুচ্যাভরণাদিকম্ ॥ ৬৩
বদ্ধ্বা চিক্ষেপ রামায় কথয়স্থিতি পর্বতে।
ততঃ সমুদ্রমুল্লঙ্ঘ্য লঙ্কাং গত্বা স রাবণঃ ॥ ৬৪

স্বান্তঃপুরে রহস্যে তামশোকবিপিনেঽক্ষিপৎ।
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতাং মাতৃবুদ্ধ্যানুপালয়ন্ ॥ ৬৫

সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিল এবং রাবণের ধনু খণ্ড খণ্ড করিয়া(১) ফেলিল ॥ ৫৬

তখন রাবণ সীতাকে ত্যাগ করিয়া হস্তে খড়্গ ধারণ করিল এবং অতিশয় অমর্ষবশতঃ বুদ্ধিমান্ পক্ষিরাজ জটায়ুর দুই পক্ষ ছেদন করিল ॥ ৫৭

ইহাতে পক্ষিরাজ জটায়ু কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট প্রাণের সহিত ভূতলে পতিত হইল। এদিকে রাবণ সীতাকে গ্রহণ করত পুনরায় অন্ত এক রথে করিয়া(২) সত্বর গমন করিল। তখন সীতা 'রাম, রাম' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিলেও কাহাকেও রক্ষকরূপে পাইলেন না। ইহাতে দুঃখিতা হইয়া সীতা 'হা রাম! হা জগন্নাথ!! আমাকে যে এই রাক্ষস হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা তুমি দেখিতেছ না কেন? রাঘব! তোমরা ভার্য্যাকে তুমি মুক্ত কর। হা মহাভাগ লক্ষ্মণ! আমি তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি বটে, তথাপি তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি বাক্যবাণের দ্বারা তোমাকে আঘাত করিয়াছি, দেবর! তুমি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা কর।' সীতাকে এইভাবে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া রাবণ রামের আগমনভয়ে ভীত হইল এবং সীতাকে লইয়া সত্বর বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। রাবণ যখন সীতাকে আকাশ-পথে লইয়া যাইতেছিল, তখন কমলবদনা সীতা অধোমুখ করিয়া পর্ব্বতের শিখরে স্থিত পাঁচটি বানরকে দেখিতে যাইলেন। তখন সীতা নিজের আভরণাদি উন্মোচন করিয়া উত্তরীয়ের অর্দ্ধভাগে বন্ধন করত 'রামকে বলিও' এই কথা বলিয়া(৩) পর্ব্বতে নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর সেই রাবণ সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় যাইয়া প্রথমে নিজের অন্তঃপুরে এবং পরে নির্জন স্থানে অশোকবনে (৪) সীতাকে স্থাপন করিল এবং তথায় রাক্ষসীদিগকে সীতার চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়া সীতাকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিল ॥ ৫৮-৬৫

(১) ধনু, বাহন ও রথাদি ধ্বংসকরা বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—
ততোঽস্য সশরং চাপং মণি-মুক্তাবিভূষিতম্।
চরণাভ্যাং মহাতেজা বভঞ্জ পতগেশ্বরঃ ॥" ৩।৫৬ ৪৪
* * * *
কামগন্ত মহাঘোরং চক্রকুবরভূষণম্।
মণি-হেমবিচিত্রাঙ্গং বভঞ্জ চ মহারথম্ ॥
সমাক্ষিপ্য রথাৎ তস্মাৎ সারথিং পতগেশ্বরঃ।
গজাঙ্কুশনিভেনাশু দারয়িত্বা পদাসৃজৎ ॥"
৩।৫৬।৪৭-৫০

এই অবস্থায় রাবণের কার্য্যবর্ণনা প্রসঙ্গে বাল্মীকিরামায়ণে—
"স ভগ্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং পপাত ভুবি রাবণ ॥ ৩।৫৬।৫১

এই অধ্যাত্মরামায়ণে খড়্গের দ্বারা পক্ষাদি ছেদন উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভেদে বাল্মীকিরামায়ণে বাণের দ্বারা ও খড়্গের দ্বারা—এই দুই প্রকারে পক্ষাদি ছেদন বর্ণিত আছে, যথা প্রাচ্যে,—
"তস্য প্রয়তমানস্য রামস্যার্থে স রাবণ;।
পক্ষৌ পাদৌ চ পার্শ্বঞ্চ চিচ্ছেদোদ্যম্য সায়কম্ ॥"
৩.৫৭।৩১

পাশ্চাত্ত্যে—
তস্য ব"াযচ্ছমানস্য রামস্যার্থে স রাবণঃ।
পক্ষৌ পাদৌ চ পার্শ্বৌ চ খড়্গমুদ্ধৃত্য সোঽচ্ছিনৎ ॥"

(২) বাল্মীকিরামায়ণে অন্ত রথের কথা উল্লিখিত হয় নাই যথা—
"স তু তাং রাম রামেতি রুদতীং লক্ষ্মণেতি চ।
জগামাকাশমাদায় রাবণো জনকাত্মজাম্ ॥" ৩।৫৮ ১৮

(৩) অলঙ্কারাদি নিক্ষেপবিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণ,—
"হ্রিয়মাণা তু বৈদেহী কঞ্চিন্নাথমপশ্যতী।
দদর্শ গিরিশৃঙ্গস্থান্ পঞ্চ বানরপুঙ্গবান্ ॥
তেষাং মধ্যে বিশালাক্ষী কৌষেয়ং কনকপ্রভম্।
উত্তরীয়ং বরারোহা শুভাভাভরণানি চ ॥
মুমোচ যদি রামস্য শংসেয়ুরিতি জানকী ॥ ৩।৬০।৫-৭

(৪) সীতাদেবীকে স্থাপনা বিষয়ে বাল্মীকির সহিত কোনও মতান্তর নাই,—
"স প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং সুবিভক্তমহাপথাম্।
নিদধে রাবণঃ সীতাং ময়ো মায়ামিবাসুরঃ ॥ ৩ ৫৪।১৩
আনয়ধ্বং বশং সীতাং বক্তাং গজবধূমিব।
ইতি প্রতিসমাদিষ্টা রাক্ষস্যো রাবণেন তাঃ ॥
অশোকবনিকাং জগ্মুর্মৈথিলীং পরিগৃহ্য তাম্ ॥
৩।৬২.৩৪-৩৫

কৃশাতিদীনা পরিকর্মবর্জিতা
দুঃখেন শুষ্যদ্বদনাতিবিহ্বলা।
হা রাম রামেতি বিলপ্যমানা
সীতা স্থিতা রাক্ষসবৃন্দমধ্যে ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
অরণ্যকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

তখন সীতা কৃশা হইয়া পড়িলেন এবং অতিশয় দীনভাবাপন্না হইলেন। তিনি সেই সময় শরীর সংস্কারাদি কোন কর্ম্মই করিতেন না, দুঃখে তাঁহার মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়া যাইল। ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া 'হা রাম, হা রাম' এই কথা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সীতা এইভাবে তখন সেই রাক্ষসীদিগের (১) মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬৬

(১) রাক্ষসীগণের মধ্যে বাল্মীকিরামায়ণের অনুকূল ব্যাখ্যা—
"সা তু শোকপরীতাত্মা মৈথিলী জনকাত্মজা।
রাক্ষসীনাং বশং প্রাপ্তা ব্যাঘ্রীণাং হরিণী যথা ॥
৩।৬২।৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্অধ্যাত্মরামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[জটায়ুষো মোক্ষলাভবর্ণনম্।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।
রামো মায়াবিনং হত্বা রাক্ষসং কামরূপিণম্।
প্রতস্থে স্বাশ্রমং গন্তুং ততো দূরাদ্ দদর্শ তম্ ॥ ১
আয়ান্তং লক্ষ্মণং দীনং মুখেন পরিশুষ্যতা।
রাঘবশ্চিন্তয়ামাস স্বাত্মন্যেব মহামতিঃ ॥ ২
লক্ষ্মণস্তু ন জানাতি মায়াসীতাং ময়া কৃতাম্।
জ্ঞাত্বাপ্যেনং বঞ্চয়িত্বা শোচামি প্রাকৃতো যথা ॥ ৩
যদ্যহং বিরতো ভূত্বা তূষ্ণীং স্থাস্যামি মন্দিরে।
তদা রাক্ষসকোটীনাং বধোপায়ঃ কথং ভবেৎ ॥ ৪
যদি শোচামি তাং দুঃখসন্তপ্তঃ কামুকো যথা।
তদা ক্রমেণান্বিচিন্বন্ সীতাং যাস্যেঽসুরালয়ম্।
রাবণং সকুলং হত্বা সীতামগ্নৌ স্থিতাং পুনঃ ॥ ৫
ময়ৈব স্থাপিতাং নীত্বা যাতোঽযোধ্যামতন্দ্রিতঃ
অহং মনুষ্যভাবেন জাতোঽস্মি ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥ ৬
মনুষ্যভাবমাপন্নঃ কঞ্চিৎ কালং বসামি কৌ।
ততো মায়ামনুষ্যস্য চরিতং মেঽনুশৃণ্বতাম্ ॥৭
মুক্তিঃ স্যাদপ্রয়াসেন মুক্তিমার্গানুবর্ত্তিনাম্।

অষ্টম অধ্যায়।

[জটায়ুর মোক্ষলাভ বর্ণন।]

শ্রীরাম ইচ্ছানুসারে বহুরূপধারী মায়াবী রাক্ষস মারীচকে বধ করিয়া নিজের আশ্রমে অভিমুখে গমন করিলেন। তদনন্তর তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন,—লক্ষ্মণ শুষ্কবদনে দীনচিত্তে আসিতেছেন। তখন মহামতি রঘুনন্দন রাম নিজেকে নিজেই এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১ ২

আমি যে মায়াসীতা রচনা করিয়াছি, লক্ষ্মণ কিন্তু তাহা জানে না। যাহাই হউক, আমি সব কিছুই জানিয়াও প্রাকৃত সাধারণ মানুষের ন্যায় প্রবঞ্চনা করিয়া লক্ষ্মণের নিকট শোক প্রকাশ করিব। ৩

যদি আমি এখন সীতার জন্য শোক প্রকাশাদি না করিয়া নীরবে আশ্রমে অবস্থান করি, তাহা হইলে আর কোন্ উপায়েই বা কোটি কোটি রাক্ষসকে বধ করিব? ৪

যদি আমি সম্প্রতি কামুক মানুষের ন্যায় দুঃখসন্তপ্ত হইয়া শোকপ্রকাশ করিতে থাকি, তাহা হইলে সীতা অন্বেষণের ছলে ক্রমে ক্রমে আমি অসুর (রাক্ষস)-নিবাসে গমন করিতে পারিব। তারপর নিরলস হইয়া রাবণকে সবংশে ধ্বংস করত আমার দ্বারা স্থাপিতা অগ্নিতে অবস্থিতা সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় গমন করিব। ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে আমি মনুষ্যরূপ ধারণ করত ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছি। ৫-৬

মনুষ্যভাব আশ্রয় করিয়া আমি কিছুকাল এই পৃথিবীতে বাস করিব। অতএব সংসারে আমার মনুষ্য-চরিত অর্থাৎ এই রাম অবতারে আচরিত লীলাসমূহ যাহারা ভক্তি মার্গানুসারী হইয়া শ্রবণ করিবে, তাহারা অনায়াসেই মুক্তি লাভ করিতে

নিশ্চিত্যৈবং তদা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৮
কিমর্থমাগতোঽসি ত্বং সীতাং ত্যক্ত্বা মম প্রিয়াম্।
নীতা বা ভক্ষিতা বাপি রাক্ষসৈর্জনকাত্মজা ॥ ৯
লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ সীতায়া দুর্বচো রুদন্।
হা লক্ষ্মণেতি বচনং রাক্ষসোক্তং শ্রুতং তয়া ॥ ১০
ত্বদ্বাক্যসদৃশং শ্রুত্বা মাং গচ্ছেতি ত্বরাঽব্রবীৎ।
রুদন্তী সা ময়া প্রোক্তা দেবি রাক্ষসভাষিতম্।
নেদং রামস্য বচনং স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে ॥ ১১
ইত্যেবং সান্ত্বিতা সাধ্বী ময়া প্রোবাচ মাং পুনঃ।
যদুক্তং দুর্বচো রাম ন বাচ্যং পুরতস্তব ॥১২
কর্ণৌ পিধায় নির্গত্য যাতোঽহং ত্বাং সমীক্ষিতুম্।
রামস্তু লক্ষ্মণং প্রাহ তথাপ্যনুচিতং কৃতম্ ॥১৩
ত্বয়া স্ত্রীভাষিতং সত্যং কৃত্বা ত্যক্ত্বা শুভাননাম্।
নীতা বা ভক্ষিতা বাপি রাক্ষসৈর্নাত্র সংশয়ঃ ॥১৪

সমর্থ হইবে। এরূপ মনে মনে নিশ্চয় করিয়া শ্রীরাম সেই সময় লক্ষ্মণকে দেখিয়া এই কথা বলিলেন। ৭ ৮

ভ্রাতঃ! তুমি আমার প্রিয়া সীতাকে ত্যাগ করিয়া কিজন্য আসিতেছ? তাহা হইলে কি সেই জনকনন্দিনীকে রাক্ষসগণ লইয়া গিয়াছে কিংবা ভক্ষণ করিয়াছে? ৯

তখন লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া রোদন করিতে করিতে সীতার দুর্বাক্যের কথা বলিলেন। 'হা লক্ষ্মণ!' রাক্ষসকথিত এই বাক্য তিনি (সীতা) শ্রবণ করিলেন। ১০

তোমার বাক্যের ন্যায় সেই রাক্ষস বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি ব্যগ্র হইয়া আমাকে বলিলেন—লক্ষ্মণ! তুমি গমন কর। রোদনপরায়ণা তাঁহাকে আমি বলিলাম,—দেবি! ইহা রাক্ষসের বাক্য, এই বাক্য রামের নহে; অতএব শুচিস্মিতে! আপনি স্বস্থা হউন অর্থাৎ কোন চিন্তা না করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। ১১

এইভাবে সাধ্বী সীতাদেবীকে আমি সান্ত্বনা দান করিলেও তিনি আমাকে পুনরায় যে দুর্বাক্য বলিয়াছেন, হে রাম! আমি তাহা আপনার সম্মুখে বলিতে পারিব না। ১২

তারপর আমি (কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া) দুই হস্তে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া পর্ণশালা হইতে নির্গত হইয়া তোমাকে অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি। তখন রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—তথাপি তুমি অনুচিত কার্য্যই করিয়াছ। ১৩

তুমি স্ত্রীজনের বাক্যকে সত্য মনে করিয়া সেই সুবদনাকে ত্যাগ করিয়াছ। এই সময়ের মধ্যে সেই সীতাকে রাক্ষসগণ লইয়া গিয়াছে কিংবা ভক্ষণ করিয়াছে, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ১৪

ইতি চিন্তাপরো রামঃ স্বাশ্রমং ত্বরিতো যযৌ।
তত্রাদৃষ্ট্বা জনকজাং বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ১৫
হা প্রিয়ে ক গতাসি ত্বং নাসি পূর্ব্ববদাশ্রমে।
অথবা মদ্বিমোহার্থং লীলয়া ক বিলীয়সে ॥ ১৬
ইত্যাচিন্বন্ বনং সর্বং নাপশ্যজ্জানকীং তদা।
বনদেব্যঃ কুতঃ সীতাং ব্রুবন্তু মম বল্লভাম্ ॥ ১৭
মৃগাশ্চ পক্ষিণো বৃক্ষা দর্শয়ন্তু মম প্রিয়াম্।
ইত্যেবং বিলপন্নেব রামঃ সীতাং ন কুত্রচিৎ ॥ ১৮
সর্বজ্ঞঃ সর্বদৃগ্ ব্যাপী নাপশ্যদ্রঘুনন্দনঃ।
আনন্দোঽপ্যন্বশোচৎ তামচলোঽপ্যনুধাবতি ॥ ১৯
নির্মমো নিরহঙ্কারোঽপ্যখণ্ডানন্দরূপবান্।
মম জায়েতি সীতেতি বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ২০
এবং মায়ামনুচরন্নসক্তোঽপি রঘূত্তমঃ।
আসক্ত ইব মূঢ়ানাং ভাতি তত্ত্ববিদাং ন হি ॥ ২১

এইরূপ চিন্তাপরায়ণ হইয়া শ্রীরাম অতিদ্রুত নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় জনকনন্দিনী সীতাকে না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১৫

হা প্রিয়ে! তুমি কোথায় গিয়াছ? তুমি পূর্ব্বের ন্যায় এখন আশ্রমে অবস্থান করিতেছ না কেন? অথবা আমাকে মুগ্ধ করিবার জন্য লীলাচ্ছলে কোথাও লুকাইয়া রহিয়াছ? ১৬

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত বনমধ্যে জানকীকে অন্বেষণ করিয়াও কোথাও দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি বনদেবী ও বন্য পশু-পক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বনদেবীগণ! আমার প্রাণপ্রিয়া সীতা কোথায়? তাহা আমাকে বলুন। ১৭

পশু, পক্ষী ও বৃক্ষসকল! তোমরা আমার প্রিয়া সীতাকে দেখাও। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদ্রষ্টা ও সর্ব্বব্যাপী রঘুনন্দন রাম সীতাদেবীকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া এইরূপ বহু বিলাপ করিলেন। তিনি আনন্দময় পরমপুরুষ হইয়াও সেই সময় শোক করিতে লাগিলেন এবং অচল—নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও তখন সীতান্বেষণচ্ছলে চারিদিকে অনুধাবন করিতে লাগিলেন।১৮-১৯

মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার পূর্ণানন্দস্বরূপ হইয়াও রঘুবংশশ্রেষ্ঠ রাম 'আমার জায়া সীতা' এরূপ বলিতে বলিতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া শোক করিতে লাগিলেন। ২০

এবং বিচিন্বন্ সকলং বনং রামঃ সলক্ষ্মণঃ।
ভগ্নরথং ছত্রচাপং কূবরং পতিতং ভুবি ॥ ২২
দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাহেদং পশ্য লক্ষ্মণ কেনচিৎ।
নীয়মানাং জনকজাং তং জিত্বান্যো জহার তাম্ ॥ ২৩
ততঃ কঞ্চিদ্ভুবো ভাগং গত্বা পর্বতসন্নিভম্।
রুধিরাক্তং বপুর্দৃষ্ট্বা রামো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ২৪
এষ বৈ ভক্ষয়িত্বা তাং জানকীং শুভদর্শনাম্।
শেতে বিবিক্তেঽতিতৃপ্তঃ পশ্য হন্মি নিশাচরম্ ॥ ২৫
চাপমানয় শীঘ্রং মে বাণঞ্চ রঘুনন্দন।
তচ্ছ্রুত্বা রামবচনং জটায়ুঃ প্রাহ ভীতবৎ ॥ ২৬
মাং ন মারয় ভদ্রং তে ম্রিয়মাণং স্বকর্ম্মণা।
অহং জটায়ুস্তে ভার্য্যাহারিণং সমনুদ্রুতঃ ॥ ২৭
রাবণং তত্র যুদ্ধং মে বভূবারিবিমর্দন।

রঘুবংশশ্রেষ্ঠ রাম বাস্তবিক কোনও বিষয়ে আসক্ত না হইলেও মূঢ় অর্থাৎ অবিবেকী ব্যক্তিগণের নিকট বিষয়াসক্ত বলিয়াই প্রতিভাত হন, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের নিকট সেইরূপ প্রতিভাত হন না ॥ ২১

এইভাবে রাম লক্ষ্মণের সহিত সমস্ত বনভূমি অন্বেষণ করিতে করিতে একস্থানে ভগ্ন রথ, ছত্র, ধনু ও রথের কূবর ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! কোনও একজন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেই সময় অন্য একজন আসিয়া তাহাকে পরাজিত করত সেই সীতাকে হরণ করিয়াছে। ২২-২৩

তদনন্তর শ্রীরাম বনভূমির কোনও এক ভাগে যাইয়া রক্তাক্ত-দেহ এবং পর্ব্বততুল্য বিশালকায় জটায়ুকে দেখিয়া এই কথা বলিলেন। ২৪

(১) বাল্মীকিরামায়ণে জটায়ুর অবস্থার বৈচিত্র্য এবং রামের কোপ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল,—"ততঃ পর্ব্বতকূটাভং ছিন্নপক্ষং দ্বিজোত্তমম্। দদর্শ পতিতং ভূমৌ ক্ষতজার্দ্রং জটায়ুষম্। তং দৃষ্ট্বা গিরিশৃঙ্গাভং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ। অনেন সীতা বৈদেহী ভক্ষিতাত্র ন সংশয়ঃ। গৃধ্ররূপমিদং রক্ষো ব্যক্তং ভ্রমতি কাননে। ভক্ষয়িত্বা বিশালাক্ষীং সীতামাস্তে যথাসুখম্। এনং হনিষ্যে দীপ্তাগ্রৈঃ শীঘ্রং বাণৈরজিহ্মগৈঃ। জাতরোষঃ সহস্রাক্ষো বজ্রেণেব মহাচলম্।"

৩।৭২।-১০-১৩

তস্য বাহান্ রথং চাপং ছিত্ত্বাহং তেন ঘাতিতঃ ॥ ২৮
পতিতোঽস্মি জগন্নাথ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি পশ্য মাম্।
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো দীনং কণ্ঠপ্রাণং দদর্শ হ ॥ ২৯
হস্তাভ্যাং সংস্পৃশন্ রামো দুঃখাশ্রুবৃতলোচনঃ ॥ ৩০
জটায়ো ব্রূহি মে ভার্য্যা কেন নীতা শুভাননা।
মৎকার্য্যার্থং হতোঽসি ত্বমতো মে প্রিয়বান্ধবঃ ॥ ৩১
জটায়ুঃ সন্নয়া বাচা বক্ত্রাদ্রক্তং সমুদ্বমন্।
উবাচ রাবণো নাম রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ। ৩২
আদায় মৈথিলীং সীতাং দক্ষিণাভিমুখো যযৌ।
ইতো বক্তুং ন মে শক্তিঃ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি তেঽগ্রতঃ॥৩৩
দিষ্ট্যা দৃষ্টোঽসি রাম ত্বং ম্রিয়মাণেন মেঽনঘ।
পরমাত্মাঽসি বিষ্ণুস্ত্বং মায়ামনুজরূপধৃক্ ॥ ৩৪
অন্তকালেঽপি দৃষ্ট্বা ত্বাং মুক্তোঽহং রঘুসত্তম।
হস্তাভ্যাং স্পৃশ মাং রাম পুনর্যাস্যামি তে পদম্ ॥ ৩৫

এই রাক্ষসই সেই শুভদর্শনা জনকনন্দিনী সীতাকে ভক্ষণ করিয়া অতিশয় তৃপ্তিলাভ করত এই নির্জন স্থানে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। (১) রঘুনন্দন লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র আমার ধনু ও বাণ আনয়ন কর, আমি নিশাচরকে বধ করিব। এই রামবাক্য শ্রবণ করিয়া জটায়ু যেন ভীত হইয়া বলিল। ২৫-২৬

রাম! তুমি আমাকে মারিও না। তোমার কল্যাণ হউক। আমি নিজ কর্ম্মের দ্বারাই মরিতে বসিয়াছি। আমি জটায়ু, তোমার ভার্য্যাপহারী রাবণের আমি পশ্চাদ্ধাবন করি। শত্রুনাশন! তথায় রাবণের সহিত আমার যুদ্ধ হয়। আমি তাহার বাহনসকল, রথ ও ধনু ছেদন করিলে সেই রাবণ আমাকে প্রত্যাঘাত করিয়াছে। ২৭-২৮

জগন্নাথ! সেই কারণে আমি ভূতলে পতিত হইয়াছি। আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তুমি আমাকে কৃপাদৃষ্টিতে অবলোকন কর। এই কথা শুনিয়া রাম কণ্ঠাগতপ্রাণ দীন জটায়ুকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ২৯

তারপর রাম দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে দুই হস্তে জটায়ুকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—জটায়ু, তুমি বল, আমার ভার্য্যা সুবদনা সীতাকে কে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে? তুমি যেহেতু আমার কার্য্য করিবার জন্য নিহত হইয়াছ, অতএব তুমি আমার প্রিয়বান্ধব। ৩০-৩১

তখন জটায়ু মুখ দিয়া রক্ত বমন করিতে করিতে অবসন্ন অর্থাৎ অস্পষ্ট ভাষায় বলিলেন,—রাম! ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী

তথেতি রামঃ পস্পর্শ তদঙ্গং পণিনা স্ময়ন্ ।
ততঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য জটায়ুঃ পতিতো ভুবি ॥ ৩৬
রামস্তমনুশোচিত্বা বন্ধুবৎ সাশ্রুলোচনঃ ।
লক্ষ্মণেন সমানায্য কাষ্ঠানি প্রদদাহ তং ॥ ৩৭
স্নাত্বা দুঃখেন রামোঽপি লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ।
হত্বা বনে মৃগং তত্র মাংসখণ্ডান্ সমন্ততঃ ॥ ৩৮
শাদ্বলে প্রাক্ষিপদ্ রামঃ পৃথক্ পৃথগনেকধা ।
ভক্ষন্তু পক্ষিণঃ সর্বে তৃপ্তো ভবতু পক্ষিরাট্ ॥ ৩৯
ইত্যুক্ত্বা রাঘবঃ প্রাহ জটায়ো গচ্ছ মৎপদম্ ।
মৎসারূপ্যং ভজস্বাদ্য সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ৪০
ততোঽনন্তরমেবাসৌ দিব্যরূপধরঃ শুভঃ ।
বিমানবরমারুহ্য ভাস্বরং ভানুসন্নিভম্ ॥ ৪১
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কিরীটবরভূষণৈঃ ।
দ্যোতয়ন্ স্বপ্রকাশেন পীতাম্বরধরোঽমলঃ ॥ ৪২
চতুর্ভিঃ পার্শ্বদৈর্বিষ্ণোস্তাদৃশৈরভিপূজিতঃ ।
স্তূয়মানো যোগিগণৈ রামমাভাষ্য সত্বরঃ ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা তুষ্টাব রঘুনন্দনম্ ॥ ৪৩

জটায়ুরুবাচ ।

অগণিতগুণমপ্রমেয়মাদ্যং
সকলজগৎস্থিতিসংযমাদিহেতুম্ ।
উপরমপরমং পরাত্মভূতং
সততমহং প্রণতোঽস্মি রামচন্দ্রম্ ॥ ৪৪
নিরবধিসুখমিন্দিরাকটাক্ষং
ক্ষপিতসুরেন্দ্রচতুর্মুখাদিদুঃখম্ ।
নরবরমনিশং নতোঽস্মি রামং
বরদমহং বরচাপবাণহস্তম্ ॥ ৪৫

রাক্ষস রাবণ মিথিলাপতি জনকের কন্যা সীতাকে লইয়া দক্ষিণদিক্ অভিমুখে গমন করিয়াছে।(১) ইহার অধিক আমি আর কিছু বলিতে সমর্থ হইতেছি না, এখন আমি তোমার সম্মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। রাম! আমার সৌভাগ্যবশতঃ আজ আমি মুমূর্ষু অবস্থায় তোমাকে দর্শন করিতেছি। নিষ্পাপ রাম! তুমি সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু, মায়াবলে এই মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছ। ৩২-৩৪

রঘুবংশশ্রেষ্ঠ! এই অন্তিমকালে তোমাকে দর্শন করত আমি মুক্ত হইয়া যাইলাম। রাম! তুমি দুই হস্তের দ্বারা আমাকে স্পর্শ কর, তাহা হইলে আমি পুনরায় তোমার পরপদ প্রাপ্ত হইব। ৩৫

'তাহা হউক' বলিয়া রাম ঈষৎ হাস্যমধুরবদনে হস্তের দ্বারা সেই জটায়ুর অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। তারপর জটায়ু প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। ৩৬

তখন রাম বন্ধুর মরণে শোকপ্রকাশের ন্যায় অশ্রুপূর্ণনয়নে জটায়ুর জন্য শোক প্রকাশ করিতে করিতে লক্ষ্মণের দ্বারা কাষ্ঠসমূহ আনাইয়া সেই জটায়ুকে দাহ করিলেন। ৩৭

তারপর রাম লক্ষ্মণের সহিত দুঃখ সহকারে স্নান করত বনে বহুসংখ্যক মৃগ বধ করিয়া তাহাদের মাংসখণ্ডসমূহ বনের চারিদিকে নবতৃণপূর্ণ ভূভাগে পৃথক্ পৃথক্ ভাগে নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন—বনের সমস্ত পক্ষীরা এই সব মাংস ভক্ষণ করুক এবং ইহাতে পক্ষিরাজ জটায়ু তৃপ্ত হউক। ৩৮-৩৯

এই কথা বলিয়া রাম জটায়ুকে বলিলেন,—জটায়ু তুমি! আমার পরমপদে গমন কর এবং সকল লোকের সাক্ষাতেই আজ তুমি আমার সরূপতা লাভ কর (২)। ৪০

তদনন্তর নির্ম্মল পক্ষিরাজ জটায়ু দিব্যরূপ ধারণ করত পীতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সূর্য্যতুল্য সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিলেন। তখন তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কিরীট প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভূষণসমূহের দ্বারা এবং স্বীয় অঙ্গকান্তির দ্বারা চারিদিক্ উদ্ভাসিত করিলেন। ঐরূপ চারিজন বিষ্ণুর পার্ষদ তথায় আসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। যোগিগণ তৎকালীন

(১) এ বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি—"অথ শ্রান্তস্য মে পক্ষৌ ছিত্ত্বা বৃদ্ধস্য রাবণঃ। অঙ্কেনাদায় বৈদেহীমুৎপপাত বিহায়সা"। ২।২৩।২১

• • • • •

সীতামাদায় বৈদেহীং প্রযাতো দক্ষিণামুখঃ।" ৩।৩৭।১৪

(২) জটায়ুর ঊর্দ্ধ্বগতি লাভের জন্য রামবাক্য বাল্মীকীয়ে—"এবমুক্ত্বা চিতাং দীপ্তামারোপ্য পতগেশ্বরম্। দদাহ রামো ধর্ম্মাত্মা পতগেন্দ্রং জটায়ুষম্। রামোঽথ সহসৌমিত্রির্বিগাহ্য জলমোজসা। কৃত্বা চোদককার্য্যং তু ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। রোহিমাংসানি চোৎকৃত্য পেশীকৃত্য মহাযশাঃ। শকুনেভ্যো দদৌ রামো রম্যে হরিতশাদ্বলে। যৎ তু মৃতস্য মর্ত্ত্যস্য জপন্তীহ দ্বিজাতয়ঃ। তৎ স্বর্গগমনে তস্য মন্ত্রং রামো জজাপ হ। ততো গোদাবরীং গত্বা নদীং নরবরাত্মজৌ। উদকং দদতুস্তস্মৈ গৃধ্রুরাজে জটায়ুষে। ৩।৭।২৩।২৭-৪১

পদ্মপুরাণেও দেখা যায়,—

'ইত্যুক্ত্বা রাঘবস্যাগ্রে সহসা ত্যক্তজীবিতঃ। সংস্কারমকরোদ্ রামস্তস্য ব্রহ্মবিধানতঃ। স্বপদঞ্চ দদৌ তস্মৈ যোগিগম্যং সনাতনম্। রাঘবস্য প্রসাদেন স গৃধ্রুঃ পরমং পদম্। হরেঃ সামান্যরূপেণ মুক্তিং প্রাপ খগোত্তমঃ।

ত্রিভুবনকমনীয়রূপমীড্যং
রবিশতভাস্বরমীহিতপ্রদানম্।
শরণদমনিশং সুরাগমূলে
কৃতনিলয়ং রঘুনন্দনং প্রপদ্যে ॥ ৪৬

ভববিপিনদবাগ্নিনামধেয়ং
ভবমুখদৈবতদৈবতং দয়ালুম্।
দনুজপতিসহস্রকোটিনাশং
রবিতনয়াসদৃশং হরিং প্রপদ্যে ॥ ৪৭

অবিরতভবভাবনাতিদূরং
ভববিমুখৈর্মুনিভিঃ সদৈব দৃশ্যম্।
ভবজলধিসুতারণাঙ্ঘ্রিপোতং
শরণমহং রঘুনন্দনং প্রপদ্যে ॥ ৪৮

গিরিশগিরিসুতামনোনিবাসং
গিরিবরধারিণমীহিতাভিরামম্।
সুরবরদনুজেন্দ্রসেবিতাঙ্ঘ্রিং
সুরবরদং রঘুনায়কং প্রপদ্যে ॥ ৪৯

পরধন-পরদারবর্জিতানাং
পরগুণভূতিষু তুষ্টমানসানাম্।
পরহিতনিরতাত্মনাং সুসেব্যং
রঘুবরমম্বুজলোচনং প্রপদ্যে ॥ ৫০

স্মিতরুচিরবিকসিতাননাব্জ-
মতিসুলভং সুররাজনীলনীলম্।
সিতজলরুহচারুনেত্রশোভং
রঘুপতিমীশগুরোর্গুরুং প্রপদ্যে ॥ ৫১

হরিকমলজশম্ভুরূপভেদাৎ
ত্বমিহ বিভাসি গুণত্রয়ানুবৃত্তঃ।
রবিরিব জলপূরিতোদপাত্রে-
ষ্বমরপতিস্তুতিপাত্রমীশমীড়ে ॥৫২

রতিপতিশতকোটিসুন্দরাঙ্গং
শতপথগোচরভাবনাবিদূরম্।
যতিপতিহৃদয়ে সদা বিভাতং
রঘুপতিমার্তিহরং প্রভুং প্রপদ্যে। ৫৩

দিব্যরূপধারী জটায়ুর স্তব আরম্ভ করিলেন এবং জটায়ু সত্বর রামের নিকট গমনের অনুমতি গ্রহণ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া রঘুনন্দন শ্রীরামের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪১-৪৩

জটায়ু বলিলেন,—যিনি অগণিত গুণাবলিতে বিভূষিত, অতএব অপ্রমেয়—মন-বুদ্ধি প্রভৃতির অগোচর (অথবা অনন্ত শক্তিশালী বলিয়া যিনি দেশ-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য), আদ্য—সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া যিনি পরম কারণ, সকল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের আদি হেতু, শান্তি যাঁহার শোভা অথবা শান্তস্বরূপ, পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত প্রণাম করি। ৪৪

যিনি অখণ্ডব্রহ্মসুখস্বরূপ (অন্তথায় 'সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্' এই ক্রমে সুখ যখন জীবনে আসিবেই, তখন জীব কেন ভগবানের সেবা করিবে? এইজন্য মহর্ষি জটায়ুমুখে বলিলেন—নিরবধিসুখ), যিনি লক্ষ্মীদেবীর একমাত্র কটাক্ষপাত্র, যিনি দেবেন্দ্র ও ব্রহ্মাদির দুঃখ নাশ করিয়াছেন, যিনি হস্তে শ্রেষ্ঠ ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং যিনি বর দান করেন, সেই নরোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত প্রণাম করি। ৪৫

যিনি ত্রিভুবনে একমাত্র কমনীয় রূপধারী অর্থাৎ ত্রিলোকে যিনি একমাত্র পরমসুন্দর, শতসূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান (ইহার দ্বারা 'তমোনাশকারী' বলা হইল।), সকল অভীষ্টপ্রদ, উত্তম প্রীতিমান্ ব্যক্তিগণের চিত্তে যিনি বাস করেন (অথবা সুরাগ সুর+অগ=সুরাগ দেবতরু—কল্পবৃক্ষ তাহার মূলে যিনি বাস করিতেছেন) এবং যিনি সকলেরই রক্ষক ('শরণং গৃহ-রক্ষিত্রোঃ' ইতি কোষাৎ), আমি সেই স্তবনীয় রঘুনন্দন শ্রীরামের শরণ গ্রহণ করিলাম। ৪৬

যাঁহার নাম (রাম)-রূপ দাবাগ্নি সংসাররূপ বনকে দগ্ধ করেন, যিনি শিবাদি দেবতাগণেরও দেবতা, যিনি সদা দয়ালু, যিনি সহস্রকোটি অর্থাৎ অসংখ্য অসুরশ্রেষ্ঠগণকে নাশ করিয়াছেন এবং সূর্য্যকন্যা যমুনার জলের ন্যায় যিনি নীলকান্তি, সেই সর্ব্ব-পাপহারী শ্রীরামের শরণাপন্ন হইলাম। ৪৭

যাহারা অবিরত সংসারভাবনায় নিমগ্ন, তাহাদের পক্ষে যিনি অতিদুর্লভ; কিন্তু যাঁহারা সংসারবিমুখ, সেই মুনিগণের যিনি সদা নয়নগোচর হইয়া থাকেন, এবং যাঁহার শ্রীচরণযুগল ভবসাগর সহজে পার হইবার তরণী, সেই রঘুনন্দন শ্রীরামের আমি শরণ গ্রহণ করিলাম। ৪৮

পর্ব্বতশায়ী শিবের ও হিমালয়কন্যা পার্ব্বতী দুর্গার মন যাঁহার সতত বাসস্থান, যিনি কৃষ্ণাবতারে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিবেন (অথবা যিনি কূর্ম্মরূপে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়া-ছিলেন), যিনি নানা লীলা দ্বারা পরম রমণীয় বলিয়া লীলামনোহর, সুরপতি ও অসুরপতিগণ সদা যাঁহার শ্রীচরণের

ইত্যেবং স্তুবতস্তস্য প্রসন্নোঽভূদ্রঘূত্তমঃ।
উবাচ গচ্ছ ভদ্রং তে মম বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ৫৪

শৃণোতি য ইদং স্তোত্রং লিখেদ্ বা নিয়তঃ পঠেৎ।
স যাতি মম সারূপ্যং সততং মৎপরায়ণঃ ॥৫৫

ইতি রাঘবভাষিতং তদা
শ্রুতবান্ হর্ষসমাকুলো দ্বিজঃ।
রঘুনন্দনসাম্যমাস্থিতঃ
প্রযযৌ ব্রহ্মসুপূজিতং পদম্ ॥৫৬

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
অরণ্যকাণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

সেবা করেন এবং দেবগণকে যিনি বর দান করেন, সেই রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রের আমি শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৪৯

যাঁহারা পরধন ও পরস্ত্রীগ্রহণে লোলুপ নন, যাঁহাদের পরের গুণে ও ঐশ্বর্য্যে মন সন্তুষ্ট থাকে, যাঁহারা অপরের হিতে নিরত থাকেন, সেই ব্যক্তিগণই যাঁহার সুখে সেবা করেন, আমি সেই কমললোচন রঘুবর শ্রীরামের শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৫০

যাঁহার সহাস্য বদন বিকসিতপদ্মের ন্যায় পরম রমনীয়, ভক্তগণের নিকট নিকট যিনি অতিসুলভ, যিনি ইন্দ্রনীল মণিসদৃশ নীল কান্তিসম্পন্ন এবং শুভ্র কমলসদৃশসুন্দর যাঁহার নয়নশোভা, আমি জগদ্গুরু শিবের গুরু সেই রঘুপতি শ্রীরামের শরণগ্রহণ করিলাম ॥ ৫১

হে নাথ! সূর্য্য এক হইয়াও জলপূরিত পাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেরূপ বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, সেইরূপ তুমি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ ভেদে বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব—এই তিনপ্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি এক; অতএব দেবরাজ ইন্দ্রেরও স্তুতিভাজন পরমেশ্বর তোমার আমি স্তুতি করি ॥ ৫২

যিনি শতকোটি রতিপতি কামদেবের ন্যায় পরম সুন্দর অঙ্গসমূহে বিরাজিত অর্থাৎ যিনি ত্রৈলোক্যমোহন সুন্দরমূর্ত্তি, যিনি নানাপথগামী চিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অতিদুর্লভ (অথবা শতপথনামক বেদভাগের গোচরীভূতা ভাবনারও অতিদূরবর্ত্তী; কারণ, তুমি মন আদির অগোচর "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তৈত্তি ০২।৪।১) এবং যিনি সনকাদি যতিরাজগণের হৃদয়ে সদা প্রতিভাত হন, আমি সেই সর্ব্বব্যথাহারী প্রভু শ্রীরামের শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৫৩

এইরূপে স্তবকারী জটায়ুর প্রতি রঘুকুলভূষণ রাম প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—জটায়ু! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা আমার পরম পদে (বৈকুণ্ঠে) গমন কর ॥ ৫৪

যে ব্যক্তি এই জটায়ুকৃত এই স্তব প্রত্যহ শ্রবণ করিবে, নিত্য লিখিবে কিংবা সংযতচিত্তে নিত্য পাঠ করিবে, সেই সদা মৎপরায়ণ (আমিই কেবল যাহার আশ্রয়, সেই ব্যক্তিকেই বলে 'মৎপরায়ণ') ব্যক্তি আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৫

পক্ষিবর জটায়ু শ্রীরামচন্দ্রকথিত এই বাক্য হর্ষপূর্ণমানসে শ্রবণ করিলেন। তদনন্তর তিনি শ্রীরামের সমতা লাভ করত ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সুপূজিত বিষ্ণুর পরমপদ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ৫৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

[কবন্ধমোক্ষণবৃত্তান্তকথনম্ ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ :

ততো রামো লক্ষ্মণেন জগাম বিপিনান্তরম্ ।
পুনর্দুঃখং সমাশ্রিত্য সীতান্বেষণতৎপরঃ ॥ ১
তত্রাদ্ভুতসমাকারো রাক্ষসঃ প্রত্যদৃশ্যত ।
বক্ষস্যেব মহাবক্ত্রশ্চক্ষুরাদিবিবর্জিতঃ ॥ ২
বাহু যোজনমাত্রেণ ব্যাপৃতৌ তস্য রক্ষসঃ ।
কবন্ধো নাম দৈত্যেন্দ্রঃ সর্বসত্ত্ববিহিংসকঃ ॥ ৩
তদ্‌বাহ্বোর্মধ্যদেশে তৌ চরন্তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ।
দদর্শতুর্মহাসত্ত্বং তদ্‌বাহুপরিবেষ্টিতৌ ॥ ৪
রামঃ প্রোবাচ বিহসন্ পশ্য লক্ষ্মণ রাক্ষসম্ ।
শিরঃ-পাদবিহীনোঽয়ং যস্য বক্ষসি চাননম্ ॥ ৫
বাহুভ্যাং লভ্যতে যদ্ যৎ তত্তদ্ভক্ষন্ স্থিতো ধ্রুবম্ ।
আবামপি তয়োর্বাহ্বোর্মধ্যে সঙ্কলিতৌ ধ্রুবম্ ॥ ৬
গন্তুমন্যত্র মার্গো ন দৃশ্যতে রঘুনন্দন ।
কিং কর্তব্যমিতোঽস্মাভিরিদানীং ভক্ষয়েৎ স নৌ ॥৭
লক্ষ্মণস্তমুবাচেদং কিং বিচারেণ রাঘব ।
আবামেকৈকমব্যগ্রৌ ছিন্দ্যাং রক্ষোভুজৌ ধ্রুবম্ ॥৮

নবম অধ্যায় ।

[কবন্ধমোক্ষণ-বৃত্তান্তকথন ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—তদনন্তর শ্রীরাম পুনরায় দুঃখপূর্ণ হৃদয়েই (টীকাকার মতে 'দুঃখের অভিনয় করিয়া') সীতান্বেষণে তৎপর হইয়া লক্ষ্মণের সহিত অন্য বনে (১) গমন করিলেন । ১

তথায় অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট এক রাক্ষস তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল । এই রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে এক বিশাল মুখ (২) আছে, কিন্তু সেই মুখে চক্ষু কর্ণাদি কিছুই নাই । ২

এই রাক্ষসের দুই বাহু লম্বায় যোজনপরিমিত, সর্বপ্রাণি-হিংসক এই দৈত্যরাজের নাম 'কবন্ধ' । ৩

তাহার এই বিস্তৃত বাহুদ্বয়ের মধ্যভাগে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসের দুই বাহুতে পরিবেষ্টিত হইয়া মহাবল রাক্ষসকে দেখিতে লাগিলেন । ৪

তারপর শ্রীরাম হাস্য করিতে করিতে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ ! এই রাক্ষসকে দেখ, এই রাক্ষসের মস্তক ও পদ নাই, কিন্তু ইহার বক্ষে মুখ রহিয়াছে । ৫

এই রাক্ষস দুই হস্তে যাহা যাহা প্রাপ্ত হয়, নিশ্চয়ই তাহা তাহা ভক্ষণ করিয়া জীবিত আছে । আমরা উভয়েও ইহার দুই হস্তের মধ্যেই পতিত হইয়াছি । ৬

রঘুনন্দন ! অন্যত্র চলিয়া যাইবার পথও আমি দেখিতেছি না ; অতএব আমাদের এখন কি করা কর্তব্য ? এই রাক্ষস আমাদের দুই জনকে এখনই ভক্ষণ করিবে । ৭

তখন লক্ষ্মণ শ্রীরামকে এই কথা বলিলেন,—রাঘব ! এখন আবার কর্তব্যবিচারের কি আছে ? আমরা উভয়ে কোনরূপ উদ্বেলিত না হইয়া এক একটি করিয়া রাক্ষসের দুই বাহু ছেদন করি । ৮

(১) এ বিষয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখা যায়,—

"রক্ষোঽধমেন বৃকবদ্‌বিপিনেঽসমক্ষং
বৈদেহরাজদুহিতর্য্যপযাপিতায়াম্ ।
ভ্রাত্রা বনে কৃপণবৎ প্রিয়য়া বিযুক্তঃ
স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশ্চকার ।"

৯।১০।১১

(২) মহর্ষিবাল্মীকি কবন্ধসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন,—

"অথ তত্র মহাঘোরং বিকৃতং তং মহোচ্ছ্রয়ম্ । বিবৃদ্ধ-মশিরোগ্রীবং কবন্ধমুদরে মুখম্ রোমভির্নিচিতং তীক্ষ্মৈর্মহা-গিরিমিবোচ্ছ্রিতম্ । নীলমেঘনিভং ঘোরং মেঘস্তনিতনিস্বনম্ ॥ মহতা চাতিপিঙ্গেন বিপুলেনায়তেন চ । একেনোরসি দীর্ঘেণ নয়নেনাতিদর্শিনা ॥ মহাদংষ্ট্রোপপন্নং তং বলিনং সর্বঘাতিনম্ । ভক্ষয়ন্তং মহাকায়ং ঘোরানৃক্ষমহাদ্বিপান্ ॥ ভুজৌ দীর্ঘৌ বিকুর্বাণং ঘোরৌ যোজনমায়তৌ । আদায় বিবিধাংশ্চৈব করাভ্যাং মৃগপক্ষিণঃ ॥ আকর্ষন্তং বনাৎ তস্মাদনেকান্ মৃগযূথপান্ । স্থিতমাবৃত্য পন্থানং কবন্ধং তাবপশ্যতাম্" ।

৩।৭৪।১৪-১৯

* * * *

পদ্মপুরাণে আছে, শবরীর সহিত মিলনের পর শ্রীরাম কবন্ধকে বিনাশ করেন,—

যথা—"ফলান্যাস্বাদ্য কাকুৎস্থস্তস্যৈ মুক্তিং দদৌ পরাম্ । ততঃ পম্পাসরো গত্বা রাঘবঃ শত্রুসূদনঃ ॥ জঘান রাক্ষসং তত্র কবন্ধং ঘোররূপিণম্" ॥ উত্তরখণ্ডে ২৪২

তথেতি রামঃ খড়্গেন ভুজং দক্ষিণমচ্ছিনৎ।
তথৈব লক্ষ্মণো বামং চিচ্ছেদ ভুজমঞ্জসা ॥ ৯
ততোঽতিবিস্মিতো দৈত্যো কৌ যুবাং সুরপুঙ্গবৌ।
মদ্‌বাহুচ্ছেদকৌ লোকে দিবি দেবেষু বা কুতঃ ॥ ১০
ততোঽব্রবীদ্ধসন্নেব রামো রাজীবলোচনঃ।
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথো মহান্ ॥ ১১
রামোঽহং তস্য পুত্রোঽসৌ ভ্রাতা মে লক্ষ্মণঃ সুধীঃ।
মম ভার্য্যা জনকজা সীতা ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ ১২
আবাং মৃগয়য়া যাতৌ তদা কেনাপি রক্ষসা।
নীতাং সীতাং বিচিন্বন্তৌ চাগতৌ ঘোরকাননে ॥ ১৩

'তাহাই হউক' বলিয়া রাম খড়্গের দ্বারা রাক্ষস কবন্ধের দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিলেন। (১) সেইরূপ লক্ষ্মণও সত্বর রাক্ষসের বাম হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯

তদনন্তর সেই দৈত্য কবন্ধ অতিশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—দেবশ্রেষ্ঠ তোমার দুইজনে কে? জগতে, স্বর্গে বা দেবগণের মধ্যে আমার বাহু ছেদন করিতে পারে এরূপ ত' কেহ কোথাও নাই। ১০

তখন কমললোচন রাম (২) হাস্য করিতে করিতেই সেই রাক্ষসকে বলিলেন—মহারাজ শ্রীমান্ দশরথ হইলেন—অযোধ্যার অধীশ্বর। ১১

আমি তাঁহার পুত্র—রাম, এই জ্ঞানী লক্ষ্মণ আমার ভ্রাতা। ত্রৈলোক্যসুন্দরী জনকনন্দিনী সীতা আমার ভার্য্যা। ১২

আমরা যখন মৃগয়া করিতে বনে গিয়াছিলাম, তখন কোনও এক রাক্ষস আসিয়া তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা দুই জনে সেই সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে এই ভয়ঙ্কর কাননে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ১৩

তারপর তোমার এই দুই বাহুর দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত

বাহুভ্যাং বেষ্টিতাবত্র তব প্রাণপরিরক্ষয়া।
ছিন্নৌ তব ভুজৌ ত্বঞ্চ কো বা বিকটরূপধৃক্ ॥ ১৪

কবন্ধ উবাচ।

ধন্যোঽহং যদি রামস্ত্বমাগতোঽসি মমান্তিকম্।
পুরা গন্ধর্ব্বরাজোঽহং রূপযৌবনদর্পিতঃ ॥ ১৫
বিচরংল্লোকমখিলং বরনারীমনোহরঃ।
তপসা ব্রহ্মণো লব্ধমবধ্যত্বং রঘূত্তম ॥ ১৬
অষ্টাবক্রং মুনিং দৃষ্ট্বা কদাচিদহসং পুরা।
ক্রুদ্ধোঽসাবাহ দুষ্ট ত্বং রাক্ষসো ভব দুর্মতে ॥ ১৭

হইয়া পড়ি। আমরা তোমার প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া কেবল তোমার দুই বাহু ছেদন করিয়া দিয়াছি; কিন্তু এই বিকট রূপধারী তুমি কে? ১৪

কবন্ধ বলিল,—যদি তুমি রাম হও এবং যেহেতু তুমি আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ, অতএব আমি ধন্য হইলাম। আমি পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বরাজ ছিলাম। বারাঙ্গনাদিগের মনোহারী রূপবান্ ও যৌবনমদে গর্ব্বিত হইয়া সমস্ত লোকে বিচরণ করিতাম রঘূত্তম রাম! পূর্ব্বে আমি তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে অবধ্যত্ব বর প্রাপ্ত হই। ১৫-১৬

পুরাকালে একদিন অষ্টাবক্র (৩) মুনিকে দেখিয়া আমি হাস্য করি, ইহাতে সেই মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলিলেন,—

(১) বাহুচ্ছেদনপ্রসঙ্গে মহামুনি বাল্মীকি,—"তাঞ্চ মাঞ্চ পুনস্তূর্ণমাদত্তে রাক্ষসাধমঃ। তস্মাদসিভ্যামস্যাশু বাহূ কৃন্তাব মা চিরম্। ততশ্চ দেশ-কালজ্ঞৌ খড়্গাভ্যামেব রাঘবৌ। বাহূ তস্যাংশদেশাভ্যামূভাবেব নিকৃন্ততাম্। দক্ষিণো দক্ষিণং বাহুমসক্তমসিনা তদা। রামশ্চিচ্ছেদ বেগেন সব্যং বীরস্তু লক্ষ্মণঃ" ৩।৭৫।৪-৬

(২) বাল্মীকিরামায়ণে রামের পরিচয় দিয়াছেন লক্ষ্মণ,—"ইতি তস্য ব্রুবাণস্য লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ। সমাচষ্ট স তস্যাথ কবন্ধস্য মহাবলঃ। অয়মিক্ষ্বাকুদায়াদো রাম নাম মহাযশাঃ। অস্য চাবরজং বিদ্ধি ভ্রাতরং মাং তু লক্ষ্মণম্। ৩।৭৫।৯-১০

(৩) অষ্টাবক্র মুনির বৃত্তান্ত বাল্মীকিরামায়ণে নাই। প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণে যাহা আছে—

"শ্রিয়ো মাং মধ্যমং পুত্রং দনুং নাম্না চ দানবম্। ইন্দ্র-কোপাদিদং রূপং প্রাপ্তবন্তমবেহি চ। অহং হি তপসোগ্রেণ পিতামহমতোষয়ম্। দীর্ঘমায়ুঃ স মে প্রাদাৎ ততোঽহং পূর্ণমানসঃ। দীর্ঘমায়ুর্ময়া প্রাপ্তং কিং মে শক্রঃ করিষ্যতি। ইত্যেবং বুদ্ধিমাস্থায় রণে শক্রমধর্ষয়ম্। তস্য বাহুপ্রমুক্তেন বজ্রেণ শতপর্ব্বণা। সক্থিনী মে শিরশ্চৈব শরীরে সন্নিবেশিতম্। স তু মাং যাচ্যমানোঽপি নানয়দ্ যমসাদনম্। পিতামহবচস্তথ্যং তদস্ত্বিতি চ সোঽব্রবীৎ। এবমুক্তেন তু ময়া নিরন্নেনার-তেজসা। ইদমুক্তঃ সুরপতিমূর্দ্ধি কৃতাঞ্জলিং তদা। অনাহারঃ কথং শক্যো ভগ্নসক্থিশিরোমুখঃ। বজ্রেণাভিহতঃ কালং সুদীর্ঘমপি জীবিতুম্। এবমুক্তো ময়া শক্রো বাহূ যোজনমায়তৌ। প্রাদাদ্ বক্ষসি চাস্যং মে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রমিদং মহৎ। সোঽহং ভুজাভ্যাং দীর্ঘাভ্যামাকৃষ্যাস্মিন্ মহাবনে। গজান্ ব্যাঘ্রান্ মৃগান্ঋক্ষান্ ভক্ষয়ামি সমন্ততঃ। স চ মামব্রবীদিন্দ্রো যদা তে

অষ্টাবক্রঃ পুনঃ প্রাহ বন্দিতো মে দয়াপরঃ।
শাপস্যান্তঞ্চ মে প্রাহ তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ॥ ১৮
ত্রেতাযুগে দাশরথির্ভূত্বা নারায়ণঃ স্বয়ম্।
আগমিষ্যতি তে বাহূ ছিন্দ্যেতে যোজনায়তৌ॥ ১৯
তেন শাপাদ্ বিনির্মুক্তো ভবিষ্যসি যথা পুরা।
ইতি শপ্তোঽহমদ্রাক্ষং রাক্ষসীং তনুমাত্মনঃ॥ ২০
কদাচিদ্ দেবরাজানমভ্যদ্রবমহং রুষা।
সোঽপি বজ্রেণ মাং রাম শিরোদেশেঽভ্যতাড়য়ৎ॥২১
তদা শিরোগতং কুক্ষিং পাদৌ চ রঘুনন্দন।
ব্রহ্মদত্তবরান্মৃত্যুর্নাভূন্মে বজ্রতাড়নাৎ॥ ২২
মুখাভাবে কথং জীবেদয়মিত্যমরাধিপম্।
ঊচুঃ সর্বে দয়াবিষ্টা মাং বিলোক্যাস্যবর্জিতম্॥ ২৩
ততো মাং প্রাহ মঘবা জঠরে তে মুখং ভবেৎ।
বাহূ তে যোজনায়ামৌ ভবিষ্যত ইতো ব্রজ॥২৪
ইত্যুক্তোঽত্র বসন্নিত্যং বাহুভ্যাং বনগোচরান্।
ভক্ষয়াম্যধুনা বাহূ খণ্ডিতৌ মে ত্বয়ানঘ॥ ২৫
ইতঃ পরং মাং শ্বভ্রান্তে নিক্ষিপাগ্নীন্ধনাবৃতে।
অগ্নিনা দহ্যমানোঽহং ত্বয়া রঘুকুলোত্তম॥ ২৬

রে দুষ্ট! অরে দুর্মতে! (আজ আমাকে উপহাস করিয়া তুমি রাক্ষসের কার্য্য করিয়াছ, অতএব) তুমি রাক্ষস হও॥ ১৭

(তাঁহার এই শাপবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র আমি ব্যাকুল হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই এবং) বহু স্তুতি-বন্দনাদি করিয়া পরিতুষ্ট করিলে তপোদীপ্তকান্তি অষ্টাবক্র আমার উপর দয়াপরবশ হইয়া পুনরায় আমাকে শাপাবসানের কথা বলিলেন॥ ১৮

ত্রেতাযুগে স্বয়ং নারায়ণ দশরথ-পুত্র 'রাম' হইয়া আবির্ভূত হইবেন। তিনি তোমার যোজনবিস্তৃত বাহুদ্বয় ছেদন করিবেন॥ ১৯

ইহাতে তুমি শাপ হইতে মুক্ত হইবে এবং পূর্ব্বে যেরূপ ছিলে, সেইরূপই হইয়া যাইবে। এইভাবে অষ্টাবক্র মুনির নিকট হইতে শাপপ্রাপ্ত হইয়া দেখি যে, আমি রাক্ষস দেহ লাভ করিয়াছি॥ ২০

রাম। তারপর আমি কোনও একদিন রোষভরে দেবরাজ ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হই। তখন তিনিও বজ্রের দ্বারা আমার মস্তকে আঘাত করেন॥ ২১

রঘুনন্দন! সেই বজ্রাঘাতে আমার মস্তক ও পাদদ্বয় উদরে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল, কিন্তু ব্রহ্মপ্রদত্ত বরের প্রভাবে সেই বজ্রপ্রহারেও আমার মৃত্যু হইল না॥ ২২

সেই সময় সকলে আমাকে মুখরহিত দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া দেবরাজকে বলিলেন,—এই রাক্ষস মুখবর্জিত হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? ২৩

তখন দেবরাজ আমাকে বলিলেন,—তোমার মুখ উদরে হইবে এবং তোমার দুই বাহু যোজনপরিমিত বিস্তৃত হইবে। তুমি এস্থান হইতে গমন কর॥ ২৪

নিষ্পাপ রাম! দেবরাজ এই কথা বলিলে পর আমি সেই সময় হইতেই এস্থানে নিত্য বাস করত বিস্তৃত বাহুদ্বয় দ্বারা বনবাসী জন্তুদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ করি; কিন্তু এখন আমার সেই দুই বাহু তুমি ছেদন করিয়া দিয়াছ॥ ২৫

রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাম! অতঃপর তুমি আমাকে জলন্ত কাষ্ঠপূর্ণ গর্তমধ্যে নিক্ষেপ কর, ইহাতে আমি সেই অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া পূর্ব্বরূপ লাভ করত তোমার পত্নী সীতাদেবীকে যে পথে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, সেই পথের সংবাদ তোমাকে বলিব। (১)

রাম-লক্ষ্মণৌ। ছেৎস্যতঃ সমরে বাহূ তদা স্বর্গং গমিষ্যসি"॥ ৩।৭৫।২৪-৩০

• • •

পাশ্চাত্ত্য বাল্মীকিরামায়ণে অষ্টাবক্রমুনির পরিবর্ত্তে স্থূলশিরা মুনির বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, যথা—

"পুরা রাম মহাবাহো মহাবলপরাক্রমম্। রূপমাসীন্মমাচিন্ত্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥ যথা সূর্য্যস্য শক্রস্য সোমস্য চ যথা বপুঃ। সোঽহং রূপমিদং কৃত্বা লোকবিত্রাসনং মহৎ॥ ঋষীন্ বনগতান্ রাম ত্রাসয়ামি ততস্ততঃ। ততঃ স্থূলশিরা নাম মহর্ষিঃ কোপিতো ময়া॥ স চিন্বন্ বিবিধং বন্যং রূপেণানেন ধর্ষিতঃ॥ তেনাহমুক্তঃ প্রেক্ষ্যৈব ঘোরশাপাভিধায়িনা॥ এতদেব নৃশংসং তে রূপমস্তু বিগর্হিতম্। স ময়া যাচিতঃ ক্রুদ্ধঃ শাপস্যান্তো ভবেদিতি॥ অভিশাপকৃতস্যেতি তেনেদং ভাষিতং বচঃ। যদা ছিত্ত্বা ভুজৌ রামস্ত্বাং দহেদ্ বিজনে বনে॥ তদা ত্বং প্রাপ্স্যসে রূপং স্বমেব বিপুলং শুভম্॥" ৩।৭১।১-৭

(১) অর্থাৎ বর্ত্তমান এই রাক্ষসদেহে পূর্ব্ববৎ দিব্য জ্ঞানাদি না থাকায় সীতার বৃত্তান্ত বলিতে পারিব না। ইহা বাল্মীকি-রামায়ণে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে,—

"দিব্যমস্তি ন মে জ্ঞানং নাপি জানামি মৈথিলীম্।
যস্তাং জ্ঞাস্যতি তং জ্ঞাস্যে দগ্ধঃ স্বং রূপমাস্থিতঃ॥
যোঽদগ্ধস্য ন বিজ্ঞাতুং শক্তিরস্তি নরর্ষভৌ।
রাক্ষসং তং মহাবীর্য্যং যেন সীতা হৃতা বলাৎ॥"
৩।৭৫।৪২-৪৩

পূর্বরূপমনুপ্রাপ্য ভার্য্যামার্গং বদামি তে।
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণেনাশু শ্বভ্রং নির্মায় তত্র তম্ ॥ ২৭
নিক্ষিপ্য প্রাদহৎ কাষ্ঠৈস্ততো দেহাৎ সমুত্থিতঃ।
কন্দর্পসদৃশাকারঃ সর্বাভরণভূষিতঃ ॥ ২৮
রামং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং ভক্তিগদ্গদয়া গিরা ॥ ২৯

গন্ধর্ব উবাচ।

স্তোতুমুৎসহতে মেঽত্র মনো রামাতিসম্ভ্রমাৎ।
ত্বামনন্তমনাদ্যন্তং মনোবাচামগোচরম্ ॥ ৩০
সূক্ষ্মং তে রূপমব্যক্তং দেহদ্বয়বিলক্ষণম্।
দৃগ্‌রূপমিতরৎ সর্বং দৃশ্যং জড়মনাত্মকম্ ॥ ৩১
তৎকথং ত্বাং বিজানীয়াদ্ ব্যতিরিক্তং মনঃ প্রভো।
বুদ্ধ্যাত্মাভাসয়োরৈক্যং জীব ইত্যভিধীয়তে।
বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী ব্রহ্মৈব তস্মিন্ নির্বিষয়েঽখিলম্ ॥ ৩২
আরোপ্যতেঽজ্ঞানবশান্নির্বিকারেঽখিলাত্মনি।
হিরণ্যগর্ভস্তে সূক্ষ্মং দেহং স্থূলং বিরাট্ স্মৃতম্ ॥ ৩৩
ভাবনাবিষয়ো রাম সূক্ষ্মং তে ধাতৃমঙ্গলম্।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ যত্রেদং দৃশ্যতে জগৎ ॥ ৩৪
স্থূলেঽণ্ডকোষে দেহে তে মহদাদিভিরাবৃতে।
সপ্তভিরুত্তরগুণৈর্বৈরাজো ধারণাশ্রয়ঃ ॥ ৩৫

কবন্ধরাক্ষস এই কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ একটি গর্ত্ত রচনা করিয়া সেই গর্ত্তে কবন্ধকে নিক্ষেপ করত কাষ্ঠ সমূহের দ্বারা তাহাকে দগ্ধ করিলেন। (১) তদনন্তর কবন্ধের দেহ হইতে কামদেবতুল্য অতীব সুন্দর আকৃতবিশিষ্ট এক সর্ব্বাভরণ ভূষিত পুরুষ উদ্‌ভূত হইল। সেই পুরুষ রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তি গদ্‌গদবাক্যে এই কথা বলিল। ২৬ ২৯

গন্ধর্ব্ব বলিল,—রাম! তুমি সর্ব্বব্যাপী, অনাদি, অনন্ত এবং মন ও বাক্যের অগোচর, ইহা জানিয়াও আজ আমার মন অতিশয় সম্ভ্রমবশতঃ তোমার স্তব করিতে উৎসাহিত হইতেছে। ৩০

রাম! তোমার যে দুই মূর্ত্তি হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্, এই দুই মূর্ত্তি হইতে বিলক্ষণ (ভিন্ন) যে অব্যক্ত অশু সূক্ষ্ম মূর্ত্তি আছে, তাহা জ্ঞানস্বরূপ, ইহা ভিন্ন দৃশ্য বস্তুমাত্রই জড়, অতএব অনাত্মক। প্রভো! তোমা হইতে ভিন্ন এই মন তোমাকে কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে? কারণ, বুদ্ধি অর্থাৎ চিত্ত ও চিত্তে আত্ম-প্রতিবিম্ব—এই উভয়ের যে ঐক্য অর্থাৎ অভেদ জ্ঞান, তদ্‌বিষয়ক আধারই জীব বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু এই বুদ্ধপ্রভৃতির সাক্ষী হইলেন ব্রহ্ম। সেই নির্বিষয় অর্থাৎ বাক্য-মনের অগোচর ব্রহ্মে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করিতেছে। ৩১-৩২

অজ্ঞ মানুষ নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ নির্বিকার সর্ব্বাত্মা তোমাতে সব কিছু আরোপ করিয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ তোমার সূক্ষ্মদেহ (২) ও বিরাট্ তোমার স্থূল দেহ। (কেহ কেহ এস্থলে নিম্নরূপ ব্যাখ্যাও করেন—মনুষ্যেরা আপনাকে সেই সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থ না জানিয়া আপনাতে অজ্ঞানবশতঃ সমস্ত লিঙ্গদেহ সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ মূর্ত্তির ও স্থূলদেহ সমষ্টিরূপ বিরাট্ মূর্ত্তির আরোপ করিয়া থাকে।)। ৩৩

রাম! তোমার সূক্ষ্মদেহে ভাবনার বিষয় হইল—যাঁহারা তোমার ধ্যান করেন, তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করা। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালে যথায় এই জগৎ দেখা যায়, তোমার উত্তরোত্তর দশগুণপরিমিত* মহৎ তত্ত্বাদি পরিবৃত স্থূলতম সেই বিরাট্ দেহই ভাবনার বস্তু অর্থাৎ ধ্যানযোগ্য। ৩৪-৩৫

(১) শ্রীমদ্‌ভাগবতে নবমস্কন্ধের ১০ অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে এই বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত আছে,—"দগ্ধ্বাত্মকৃত্যাহতকৃত্যমহন্ কবন্ধম্"।

* * * *

পাশ্চাত্ত্য বাল্মীকিরামায়ণে এবিষয়ে দেখা যায়—

লক্ষ্মণস্তু মহোল্কাভির্জ্বলিতাভিঃ সমন্ততঃ।
চিতামাদীপয়ামাস সা প্রজজ্বাল সর্ব্বতঃ।
তচ্ছরীরং কবন্ধস্য ঘৃতপিণ্ডোপমং মহৎ।
মেদসা পচ্যমানস্য মন্দং দহতি পাবকঃ।" ৩।৭২।২-৩

কবন্ধের রূপান্তর ধারণবিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—

"স বিধূয় চিতামাশু ভূত্বা চানিমিষেক্ষণঃ।
বিমলে বাসসী বিভ্রন্মালাং সন্তানিকীমপি।
ততশ্চিতায়া বেগেন ভাস্বরো বিরজোঽম্বরঃ।
উৎপপাত তদা হৃষ্টঃ সর্ব্বপ্রত্যঙ্গভূষিতঃ।
বিমানে সোঽম্বরে তিষ্ঠন্ হংসযুক্তে মনোরমে।
প্রভয়া চ মহাতেজা দিশো দশ বিরাজয়ন্
। ৩।৭৫।৫৩-৫৫

(২) পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্।

* চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডই শ্রীভগবানের বিরাট্ দেহ। এই ব্রহ্মাণ্ড যে পরিমাণ বৃহৎ, তাহার দশগুণ বৃহৎ গন্ধাবরণ সেই ব্রহ্মাণ্ডকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। এইরূপ গন্ধের

ত্বমেব সর্বকৈবল্যং লোকাস্তেঽবয়বাঃ স্মৃতাঃ।
পাতালং তে পাদমূলং পার্ষ্ণিস্তব মহাতলম্ ॥ ৩৬
রসাতলং তে গুল্ফৌ তু তলাতলমিতীর্য্য তে।
জানুনী সুতলং রাম উরূ তে বিতলং তথা ॥ ৩৭
অতলঞ্চ মহী রাম জঘনং নাভিগং নভঃ।
উরঃস্থলং তে জ্যোতীংষি গ্রীবা তে মহ উচ্যতে ॥ ৩৮
বদনং জনলোকস্তে তপস্তে শঙ্খদেশগম্।
সত্যলোকো রঘুশ্রেষ্ঠ শীর্ষণ্যাস্তে সদা প্রভো ॥ ৩৯
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বাহবস্তে দিশঃ শ্রুতী।
অশ্বিনৌ নাসিকে রাম বক্ত্রং তেঽগ্নিরুদাহৃতঃ ॥ ৪০
চক্ষুস্তে সবিতা রাম মনশ্চন্দ্র উদাহৃতঃ।

তুমিই সর্ব্বকৈবল্যস্বরূপ অথবা তুমিই সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তিদাতা, আর এই লোকসমূহ (লোকসমূহের বর্ণনা পরক্ষণেই বলিতেছেন।) তোমার অবয়ব বলিয়া কথিত হয়। রাম। সেই লোকসমূহের মধ্যে পাতাল তোমার পাদমূল, মহাতল তোমার পার্ষ্ণি, রসাতল দুই গুল্ফ (গোড়ালি), তলাতল গুল্ফের ঊর্দ্ধ ও জানুর অধোভাগ, সুতল জানুদ্বয়, বিতল উরুযুগল, অতল উরুর ঊর্দ্ধ ও জঘনের অধোভাগ; রাম। পৃথিবী অর্থাৎ ভূর্লোক তোমার বিরাট্ দেহের জঘন দেশে আছে। ভুবর্লোক নাভিদেশ, স্বর্গলোক বক্ষঃস্থল, মহর্লোক তোমার গ্রীবা বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৬-৩৮

রঘুশ্রেষ্ঠ। প্রভো। জনলোক তোমার মুখ, তপোলোক ললাট এবং সত্যলোক তোমার মস্তক। ৩৯

ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণ তোমার বাহু, দশদিক্ তোমার

বহির্ভাগে তাহা অপেক্ষা দশ গুণ বৃহৎ জলাবরণ, জলের বহির্ভাগে তাহা অপেক্ষা দশগুণ বৃহৎ তৈজসাবরণ, তাহার বহির্ভাগে দশগুণ বৃহৎ বায়্বাবরণ, বায়্বাবরণের বহির্ভাগে দশগুণ বৃহৎ ব্যোমাবরণ, ব্যোমাবরণের বহির্ভাগে দশগুণ বৃহৎ অহঙ্কারাবরণ এবং অহঙ্কারাবরণের বহির্ভাগে তদপেক্ষা দশগুণ বৃহৎ মহদাবরণ। এইরূপ উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক গন্ধাদি (গন্ধ, জল, তেজ, বায়ু, ব্যোম, অহঙ্কার ও মহৎতত্ত্ব) সপ্ত আবরণে আবৃত রহিয়াছে এই চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড। সর্ব্ববহির্ভাগে অনন্ত মূল প্রকৃতি তাহাকে আবৃত করিয়া বিদ্যমান আছেন। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে—চতুর্দশ ভুবনাত্মক স্থূল ভূশরীর তাহার বহির্ভাগে উক্ত ভূশরীরের দশগুণ পরিমিত অণ্ড এবং তদ্‌বহির্ভাগে যথাক্রমে প্রদর্শিত উক্ত সপ্তাবরণ রহিয়াছে।

ভ্রূভঙ্গ এব কালস্তে বুদ্ধিস্তে বাক্‌পতির্ভবেৎ ॥ ৪১
রুদ্রোঽহঙ্কাররূপস্তে বাচশ্ছন্দাংসি তেঽব্যয়।
যমস্তে দংষ্ট্রদেশস্থো নক্ষত্রাণি দ্বিজালয়ঃ ॥ ৪২
হাসো মোহকারী মায়া সৃষ্টিস্তেঽপাঙ্গমোক্ষণম্।
ধর্মঃ পুরস্তেঽধর্মশ্চ পৃষ্ঠভাগ উদীরিতঃ ॥ ৪৩
নিমেষোন্মেষণে রাত্রির্দিবা চৈব রঘূত্তম।
সমুদ্রাঃ সপ্ত তে কুক্ষির্নাড্যো নদ্যস্তব প্রভো ॥ ৪৪
রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ো রেতো বৃষ্টিস্তব প্রভো।
মহিমা জ্ঞানশক্তিস্তে এবং স্থূলং বপুস্তব ॥ ৪৫
যস্মিন্ স্থূলরূপে তে মনঃ সন্ধার্য্যতে নরৈঃ।
অনায়াসেন মুক্তিঃ স্যাদতোঽন্যন্নহি কিঞ্চন ॥ ৪৬

কর্ণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার দুই নাসিকা; রাম। অগ্নি তোমার মুখমণ্ডল বলিয়া কথিত। ৪০

রাম। সূর্য্য তোমার চক্ষু, চন্দ্র মন, কাল ভ্রূভঙ্গ, বৃহস্পতি বুদ্ধি, রুদ্র অহঙ্কার, হে অব্যয় পরমেশ্বর। তোমার বাক্য বেদ, দন্তমূল যম এবং নক্ষত্রসকল তোমার দন্ত বলিয়া কথিত। ৪১-৪২

তোমার হাস্য মোহকরী মায়া, ('হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া' ইতি শ্রীভাগবতে শুকোক্তেঃ।) তোমার কটাক্ষ সৃষ্টি, ('দুরন্তসর্গো যদপাঙ্গমোক্ষঃ'। ইতি—শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্তেঃ।২।১।৩১) ধর্ম্ম তোমার সম্মুখভাগ এবং অধর্ম্ম তোমার পৃষ্ঠভাগ বলিয়া বর্ণিত আছে। ৪৩

রঘূত্তম। নয়নের নিমিষ (নয়ন মুদ্রিত করা) রাত্রি, উন্মীলন দিবা; হে প্রভো। সপ্ত সমুদ্র তোমার কুক্ষি এবং নাড়ীসমূহ নদী বলিয়া কথিত হয়। ৪৪

প্রভো। তোমার রোমশ্রেণী বৃক্ষ ও ওষধিসমূহ এবং তোমার বীর্য্য বৃষ্টি বলিয়া বর্ণিত। এই বিরাট্ দেহের মহিমা তোমার জ্ঞানশক্তি। রাম। এইরূপ তোমার স্থূল দেহ কথিত হইয়াছে। ৪৫

মনুষ্যগণ যদি তোমার এই স্থূল বিরাট্ দেহে মনকে অর্পণ অর্থাৎ স্থির করিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে উহারা অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও কিছুই নাই অর্থাৎ বিরাট্‌দেহ হইতে পৃথক্ অন্য কোনও স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। ৪৬

রাম। অতএব আমি তোমার এই স্থূল বিরাট্ দেহেরই অর্থাৎ তুমি পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া ভাবনা করিতেছি অথবা তোমার এই 'রাম-রূপকেই আমি বিরাট্‌রূপ বলিয়া ভাবনা

অতোঽহং রাম রূপং তে স্থূলমেবানুভাবয়ে।
যস্মিন্ ধ্যাতে প্রেমরসঃ সরোমপুলকো ভবেৎ ॥ ৪৭
তদৈব মুক্তিঃ স্যাদ্ রাম যদা তে স্থূলভাবকঃ।
তদপ্যাস্তাং তবৈবাহমেতদ্রূপং বিচিন্তয়ে ॥ ৪৮
ধনুর্ব্বাণধরং শ্যামং জটাবল্কলভূষিতম্।
অপীব্যবয়সং সীতাং বিচিন্বন্তং সলক্ষ্মণম্ ॥ ৪৯
ইদমেব সদা মে স্যান্মানসে রঘুনন্দন।
সর্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ পার্বত্যা সহিতঃ সদা ॥ ৫০
ত্বদ্রূপমেবং সততং ধ্যায়ন্নাস্তে রঘূত্তম।
মুমূর্ষূণাং সদা কাশ্যাং তারকং ব্রহ্মবাচকম্ ॥ ১
রাম রামেত্যুপদিশন্ সদা সন্তুষ্টমানসঃ।
অতস্ত্বং জানকীনাথ পরমাত্মা সুনিশ্চিতঃ ॥ ৫২
সর্বে তে মায়য়া মূঢ়াস্ত্বাং ন জানন্তি তত্ত্বতঃ।
নমস্তে রামভদ্রায় বেধসে পরমাত্মনে ॥ ৫৩
অযোধ্যাধিপতে তুভ্যং নমঃ সৌমিত্রিসেবিত।
ত্রাহি ত্রাহি জগন্নাথ মাং মায়া নাবৃণোতু তে ॥ ৫৪

শ্রীরাম উবাচ।

তুষ্টোঽহং দেবগন্ধর্ব ভক্ত্যা স্তুত্যা চ তেঽনঘ।
যাহি মে পরমং স্থানং যোগিগম্যং সনাতনম্ ॥ ৫৫
জপন্তি যে নিত্যমনন্যবুদ্ধ্যা
ভক্ত্যা ত্বদুক্তং স্তবমাগমোক্তম্।
তেঽজ্ঞানসম্ভূতভবং বিহায় মাং
যান্তি নিত্যানুভবানুমেয়ম্ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
অরণ্যকাণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

করিতেছি। যাহা ভাবনা করিলে আমার এই দেহ প্রেমরসাপ্লুত (১) ও রোমাঞ্চিত হইবে। ৪৭

রাম! যখন তোমাকে বিরাট্রূপে ভাবনা করিতে পারিব তখনই মুক্তিলাভ হইবে; অতএব আমার তাহাও হউক, কিন্তু আমি এখন তোমার এইরূপই চিন্তা করিতেছি— । ৪৮

ধনু ও বাণ ধারণ করত জটাসমূহে এবং বল্কলে বিভূষিত হইয়া শ্যামসুন্দর রাম লক্ষ্মণের সহিত সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে যে নবযুবক বয়সে অনুপম রূপ ধারণ করিয়াছেন, রঘুনন্দন! তোমার এইরূপই সদা আমার মানসে প্রতিভাত হউক; কারণ, রঘুবর রাম! সাক্ষাৎ সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর পার্ব্বতী দেবীর সহিত সতত এই রূপই ধ্যান করিতে করিতে শ্রীকাশীক্ষেত্রে বিরাজিত আছেন এবং মুমূর্ষু ব্যক্তিগণের কর্ণে সদা ব্রহ্মবাচক তারক মন্ত্র 'রাম' 'রাম'—এই রাম নাম উপদেশ করিতে থাকিয়া প্রসন্নমনে অবস্থান করিতেছেন। জানকীনাথ! অতএব তুমি সুনিশ্চিত পরমাত্মা। ৪৯-৫২

মূঢ় ব্যক্তিগণ সকলে তোমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তোমাকে যথাযথভাবে জানিতে পারে না। রামভদ্র! তুমি জগৎস্রষ্টা পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার। ৫৩

অযোধ্যাধিপতে রাম! সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তোমার সেবা করেন, তোমাকে নমস্কার। হে জগন্নাথ! তুমি আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। তোমার মায়া যেন আমাকে আর আচ্ছন্ন না করে। ৫৪

শ্রীরাম বলিলেন,—দেবগন্ধর্ব্ব! তোমার ভক্তিতে এবং এই স্তুতির দ্বারা আমি তুষ্ট হইয়াছি। তুমি যোগিগণের লভ্য আমার সনাতন পরম ধামে গমন কর। ৫৫,

গন্ধর্ব্বরাজ! যে সকল ব্যক্তি অনন্যচিত্তে তোমার দ্বারা কৃত আগমবর্ণিত তত্ত্বপূর্ণ এই স্তব ভক্তি সহকারে নিত্য পাঠ করে, তাহারা অজ্ঞানজনিত সংসারবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া নিত্য জ্ঞানস্বরূপ ও অনুমিতিগোচর আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৬

(১) প্রেমের লক্ষণসম্বন্ধে মহামতি শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলিয়াছেন,—
"সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।"

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে অরণ্য-কাণ্ডে উমা-মহেশ্বরসংবাদবিষয়ক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

[শবরীমোক্ষণবৃত্তান্তবর্ণনম্ ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

লব্ধ্বা বরং স গন্ধর্বঃ প্রযাস্যন্ রামমব্রবীৎ ।
শবর্য্যাস্তে পুরোভাগে আশ্রমে রঘুনন্দন ॥ ১
ভক্ত্যা ত্বৎপাদকমলে ভক্তিমার্গবিশারদা ।
তাং প্রয়াহি মহাভাগ সর্বং তে কথয়িষ্যতি ॥ ২
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ সোঽপি বিমানেনার্কবর্চসা ।
বিষ্ণোঃ পদং রামনামস্মরণে ফলমীদৃশম্ ॥ ৩
ত্যক্ত্বা তদ্বিপিনং ঘোরং সিংহব্যাঘ্রাদিদূষিতম্ ।
শনৈরথাশ্রমপদং শবর্য্যা রঘুনন্দনঃ ॥ ৪
শবরী রামমালোক্য লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্ ।
আয়ান্তমারাদ্ধর্ষেণ প্রত্যুত্থায়াচিরেণ সা ॥ ৫
পতিত্বা পাদয়োরগ্রে হর্ষপূর্ণাশ্রুলোচনা ।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যাথ স্বাসনে সংন্যবেশয়ৎ ॥ ৬
রাম-লক্ষ্মণয়োঃ সম্যক্ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ ।
তজ্জলেনাভিষিচ্যাঙ্গমথার্ঘ্যাদিভিরাদৃতা ॥ ৭
সম্পূজ্য বিধিবদ্রামং সসৌমিত্রিং সপর্য্যয়া ।
সংগৃহীতানি দিব্যানি রামার্থং শবরী মুদা ॥ ৮
ফলান্যমৃতকল্পানি দদৌ রামায় ভক্তিতঃ ।
পাদৌ সম্পূজ্য কুসুমৈঃ সুগন্ধৈঃ সানুলেপনৈঃ ॥ ৯

দশম অধ্যায় ।

[শবরীমোক্ষণবৃত্তান্ত বর্ণন ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন—গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীরামের নিকট হইতে বর লাভ করিয়া স্বস্থানে গমন করিবার সময় শ্রীরামকে বলিল,—(১) রঘুনন্দন ! তোমার শ্রীচরণকমলে ভক্তিপরায়ণা ভক্তি-পথবিষয়ে বিশেষ নিপুণা শবরী তোমার সম্মুখভাগে আশ্রমে (তোমার প্রতীক্ষা করিয়া) অবস্থান করিতেছে। মহাভাগ ! তুমি তাহার নিকটে গমন কর, সেই শবরী তোমাকে সব বিষয় অর্থাৎ সীতা কোথায় আছেন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় বলিবে । ১-২

এই কথা বলিয়া সেই গন্ধর্ব্বরাজ সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান বিমানে করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল। রামনাম স্মরণের এইরূপই ফল । ৩

তারপর রঘুনন্দন রাম সিংহ ও ব্যাঘ্রাদিতে দূষিত সেই ভয়ঙ্কর বন পরিত্যাগ করিয়া শবরীর আশ্রমস্থানে ধীরে ধীরে গমন করিলেন । ৪

শবরী লক্ষ্মণের সহিত রামকে অদূরে শুভাগমন করিতে দেখিয়া আনন্দে সত্বর উত্থিত হইয়া রাম অভিমুখে গমন করত আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রীরামের শ্রীচরণদ্বয়ের সম্মুখে পতিত হইয়া স্বাগত সম্ভাষণ পূর্ব্বক উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন । ৫-৬

ভক্তি সহকারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের দুই চরণ প্রক্ষালিত করিয়া সেই পাদপ্রক্ষালিত জলের দ্বারা নিজের অঙ্গ অভিষিক্ত করত সাদরে অর্ঘ্য প্রভৃতির দ্বারা বিধি অনুসারে লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামকে পূজোপচারে বিশেষ পূজা করিয়া আনন্দ সহকারে শবরী (তপঃপ্রভাবে শ্রীরামের আগমন বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া) শ্রীরামের জন্য সংগৃহীত অমৃততুল্য দিব্য ফলসকল ভক্তিভরে শ্রীরামকে প্রদান করিলেন। সুগন্ধ ও চন্দন মিশ্রিত পুষ্পদলের দ্বারা শ্রীরামের চরণদ্বয় পূজা করিয়া তাঁহার অতিথি সৎকার করিলেন (২)। তারপর অনুজ লক্ষ্মণের সহিত রঘুশ্রেষ্ঠ

(১) গন্ধর্ব্বদেহ ধারণ করিবার পর কবন্ধবাক্যরূপে বাল্মীকি-রামায়ণে—

"বিমানে সোঽম্বরে তিষ্ঠন্ হংসযুক্তে মনোরমে ।
প্রভয়া চ মহাতেজা দিশো দশ বিরাজয়ন্ ।
সোঽন্তরীক্ষগতো রামং কবন্ধো বাক্যমব্রবীৎ ।
শৃণু রাঘব তত্ত্বেন সীতাং যেনাধিগমিষ্যসি ।
পম্পানামাভিতো বাপী তদভ্যাসমিতো গিরিঃ ।
ঋষ্যমূক ইতি খ্যাতো বনে বসতি তস্য চ ।
সুগ্রীব ইতি বিখ্যাতঃ কামরূপো মহাবলঃ ।
সোঽভিগম্যশ্চ পূজ্যশ্চ কর্ত্তব্যশ্চ প্রদক্ষিণম্ ।"

৩।৭৫।৫৫-৫৮

"স তু তে রাম ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীবো নাম বানরঃ ।
ভ্রাত্রা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন বালিনা শক্রসূনুনা ।
ঋষ্যমূকে গিরিবরে পম্পাপর্য্যন্তশোভিতে ।
স বসত্যাত্মবান্ শূরশ্চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ ।
বয়স্যং তং কুরু ক্ষিপ্রমিতো গত্বাদ্য রাঘব ।
তৎসহায়স্য পশ্যামি তব কার্য্যবিনিশ্চয়ম্ । ৩।৭৫।৬২-৬৪

(২) শবরীর শ্রীরামপূজাসম্বন্ধে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ২৪২ অধ্যায়ে—

"প্রত্যুদ্গম্য প্রণম্যাথ নিবেশ্য কুশবিষ্টরে ।
পাদপ্রক্ষালনং কৃত্বা তৎ তোয়ং পাপনাশনম্ ।
শিরসা ধার্য্য পীত্বা চ বন্যৈঃ পুষ্পৈরথার্চয়ৎ ।
ফলানি চ সুপক্কানি মূলানি মধুরাণি চ ।
স্বয়মাস্বাদ্য মাধুর্য্যং পরীক্ষ্য পরিভক্ষ্য চ ।
পশ্চান্নিবেদয়ামাস রাঘবাভ্যাং দৃঢ়ব্রতা ।
ফলান্যাস্বাদ্য কাকুৎস্থস্তস্যৈ মুক্তিং পরাং দদৌ ।"

কৃতাতিথ্যং রঘুশ্রেষ্ঠমুপবিষ্টং সহানুজম্।
শবরী ভক্তিসম্পন্না প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১০
অত্রাশ্রমে রঘুশ্রেষ্ঠ গুরবো মে মহর্ষয়ঃ
স্থিতাঃ শুশ্রূষণং তেষাং কুর্বতী সমুপস্থিতা ॥ ১১
বহুবর্ষসহস্রাণি গতাস্তে ব্রহ্মণঃ পদম্।
গমিষ্যন্তোঽব্রুবন্মাং ত্বং বসাত্রৈব সমাহিতা ॥ ১২
রামো দাশরথির্জাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
রাক্ষসানাং বধার্থায় ঋষীণাং রক্ষণায় চ ॥ ১৩
আগমিষ্যতি চৈকাগ্রধ্যাননিষ্ঠা স্থিরা ভব।
ইদানীং চিত্রকূটাদ্রাবাশ্রমে বসতি প্রভুঃ ॥ ১৪

রাম আসনে উপবিষ্ট হইলে ভক্তিমতী শবরী কৃতাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন। ৭-১০

রঘুশ্রেষ্ঠ রাম! পূর্ব্বকালে এই আশ্রমে আমার গুরুগণ (১) অবস্থান করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হই এবং তাঁহাদের সেবা করিতে করিতে বহু সহস্র বৎসর এস্থানে অতিবাহিত করি। তাঁহারা সকলে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন এবং যাইবার পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন—বৎসে! তুমি এস্থানেই সমাহিত চিত্তে অবস্থান কর। ১১-১২

সনাতন পরমাত্মা রাক্ষসদিগের বিনাশের জন্য এবং ঋষিগণকে রক্ষা করিবার জন্য দশরথপুত্র রামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ১৩

তিনি তোমার আশ্রমে শুভাগমন করিবেন। তুমি একাগ্রচিত্তে ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া এস্থানে স্থিরভাবে বাস কর। প্রভু রামচন্দ্র এখন চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। ১৪

যতকাল শ্রীরাম এস্থানে শুভাগমন না করেন, ততকাল তুমি নিজ দেহকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর। তুমি রামকে দর্শন করিয়াই দেহকে যোগানলে দগ্ধ করত বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। ১৫

রাম! আমি তাঁহাদের আদেশানুসারে সবই করিয়াছি। তোমার ধ্যানে নিবিষ্টচিত্তা হইয়া তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে করিতে শ্রীগুরুকথিত বাক্য আজ আমার সফল হইল।১৬

রাম! তোমার দর্শনলাভ আমার গুরুগণেরও হয় নাই। হে অপ্রমেয়স্বরূপ! আমি মূঢ়া স্ত্রী এবং হীনজাতিতে জন্মিয়াছি। ১৭

প্রভো! তোমার দাসের দাস, তাঁহাদের দাস, এই ক্রমে শতসংখ্যক দাসের পর যে দাস, তাঁহারও দাসী হইবার অধিকার আমার নাই; সুতরাং কিভাবে সাক্ষাৎ তোমার দাসী হইব? ১৮

যাবদাগমনং তস্য তাবদ্রক্ষ কলেবরম্।
দৃষ্ট্বৈব রাঘবং দগ্ধ্বা দেহং যাস্যসি তৎপদম্ ॥ ১৫
তথৈবাকরবং রাম ত্বদ্ধ্যানৈকপরায়ণা।
প্রতীক্ষ্যাগমনং তেঽদ্য সফলং গুরুভাষিতম্ ॥ ১৬
তব সন্দর্শনং রাম গুরূণামপি মে ন হি।
যোষিন্মূঢ়াপ্রমেয়াত্মন্ হীনজাতিসমুদ্ভবা ॥ ১৭
তব দাসস্য দাসানাং শতসংখ্যোত্তরস্য বা।
দাসীত্বে নাধিকারোঽস্মি কুতঃ সাক্ষাত্তবৈব হি ॥ ১৮
কথং রামাদ্য মে দৃষ্টস্ত্বং মনোবাগগোচরঃ।
স্তোতুং ন জানে দেবেশ কিং করোমি প্রসীদ মে ॥ ১৯

রাম! তুমি বাক্য ও মনের অগোচর পরমাত্মা হইয়া আজ আমাকে কেন দর্শন দান করিয়াছ? (তাহা তুমিই জান; কারণ, পতিতদিগকে উদ্ধার করা তোমার স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং ইহা আমার উপর তোমার অপার করুণার এক নিদর্শন।) হে দেবেশ্বর! আমি স্তব করিতে জানি না, কি করিব? তুমি আমার উপর (নিজ গুণে) প্রসন্ন হও। ১৯

(১) পুরুষগুরুবর্গ যথা—

"উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ।
মাতুলঃ শ্বশুরস্ত্রাতা মাতামহ-পিতামহৌ।
বন্ধুর্জ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ পুংস্যেতে গুরবঃ স্মৃতাঃ।"

স্ত্রীগুরুবর্গ যথা,—

"মাতামহী মাতুলানী তথা মাতুশ্চ সোদরাঃ।
শ্বশ্রূঃ পিতামহী জ্যেষ্ঠা ধাত্রী চ গুরবঃ স্ত্রীষু।
ইত্যুক্তো গুরুবর্গোঽয়ং মাতৃতঃ পিতৃতো দ্বিজাঃ।"

পঞ্চমহাগুরু যথা—

"যো ভাবয়তি যা সূতে যেন বিদ্যোপদিশ্যতে।
জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ পঞ্চৈতে গুরবঃ স্মৃতাঃ।"

১। জন্মদাতা পিতা, ২। প্রসবকারিণী মাতা, ৩। শিক্ষাদাতা (আচার্য্য), ৪। অগ্রজ ভ্রাতা, ৫। অন্ন দিয়া ভরণ-পোষণকর্ত্তা,—এই পঞ্চ মহাগুরু। গুরুগণের আদেশবিষয়ে মহামুনি বাল্মীকি—

"চিত্রকূটং ত্বয়ি প্রাপ্তে বিমানৈরতুলপ্রভৈঃ।
ইহ তে দিবমারূঢ়া যে ময়াভ্যর্চিতাঃ পুরা।
তৈশ্চাহমুক্তা ধর্ম্মিষ্ঠৈর্মহাভাগৈর্মহর্ষিভিঃ।
আগমিষ্যতি কাকুৎস্থঃ সুপুণ্যমিমমাশ্রমম্।
স তে প্রতিগ্রহীতব্যো রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
তমর্চিত্বা ধ্রুবং স্বর্গো ভবিষ্যতি তবাক্ষয়ঃ। ৩।৭৭।১৩-১৫

শ্রীরাম উবাচ

পুংস্ত্বে স্ত্রীত্বে বিশেষো বা জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ।
ন কারণং মদ্ভজনে ভক্তিরেব হি কারণম্ ॥ ২০
যজ্ঞদানতপোভির্বা বেদাধ্যয়নকর্মভিঃ।
নৈব দ্রষ্টুমহং শক্যো মদ্ভক্তিবিমুখৈঃ সদা ॥২১
তস্মাদ্ভামিনি সংক্ষেপাদ্ বক্ষ্যেঽহং ভক্তিসাধনম্।
সতাং সঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্ ॥ ২২
দ্বিতীয়ং মৎকথালাপস্তৃতীয়ং মদ্‌গুণেরণম্।
ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্বচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ ॥২৩
আচার্যোপাসনং ভদ্রে মদ্‌বুদ্ধ্যামায়য়া সদা।
পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদি-নিয়মাদি চ ॥ ২৪
নিষ্ঠা মৎপূজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্।
মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গং সপ্তমমুচ্যতে ॥ ২৫
মদ্ভক্তেষ্বধিকা পূজা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ।
বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদিসহিতং তথা ॥ ২৬
অষ্টমং নবমং তত্ত্ব-বিচারো মম ভামিনি।
এবং নববিধা ভক্তিসাধনং যস্য কস্য বা ॥ ২৭
স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্যাপি তির্য্যগ্‌যোনিগতস্য বা।
ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেমলক্ষণা শুভলক্ষণে ॥ ২৮
ভক্তৌ সঞ্জাতমাত্রায়াং মত্তত্ত্বানুভবস্তথা।
মমানুভবসিদ্ধস্য মুক্তিস্তত্রৈব জন্মনি ॥২৯
স্যাত্তস্মাৎ কারণং ভক্তির্মোক্ষস্যেতি সুনিশ্চিতম্।
প্রথমং সাধনং যস্য ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু ॥ ৩০
ভবেৎ সর্বং ততো ভক্তির্মুক্তিরেব সুনিশ্চিতম্।
যস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তা ত্বং ততোঽহং ত্বামুপস্থিতঃ ॥ ৩১

শ্রীরাম বলিলেন,—পুরুষ বা স্ত্রী, সৎ বা হীন জাতি, প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ নাম এবং উত্তম বা অধম আশ্রম—এই সব আমার ভজনে অধিকার নিরূপণের কারণ নহে; পরন্তু ভক্তিই আমার ভজনের একমাত্র কারণ (সুতরাং তুমি ভক্তিমতী বলিয়া আমার ভজন করিবার ও আমাকে দর্শন করিবার অধিকার লাভ করিয়াছ। ২০

যাহারা আমার প্রতি ভক্তিমান্ নয়, তাহারা যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদধ্যায়ন ও বেদবিহিত কর্মসমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। ২১

ভামিনি! সেই হেতু আমি সংক্ষেপে তোমাকে আমার ভক্তিলাভের উপায় বলিব, এসংসারে সৎপুরুষগণের সঙ্গই আমার ভক্তিলাভের প্রথম উপায়। ২২

দ্বিতীয় উপায় আমার চরিতবর্ণনামূলক রামায়ণাদি চর্চা, তৃতীয় আমার গুণকীর্তন, আমার তত্ত্বপ্রতিপাদক বাক্য-সমূহের অর্থাৎ উপনিষদ্‌বাক্যসমূহের ব্যাখ্যা করা চতুর্থ উপায়। ২৩

ভদ্রে! আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত...... শ্রীগুরুতে ভগবদ্‌বুদ্ধি করিয়া অকপটে সদা তাঁহার সেবা পঞ্চম উপায়। পবিত্র স্বভাব এবং যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এবং প্রতিদিন আমার পূজায় তৎপরতা—এই সব হইল ষষ্ঠ উপায়। মন্ত্রকল্লোক্ত অঙ্গসহ আমার মন্ত্রসমূহের উপাসনা সপ্তম উপায়। ২৪-২৫

আমার ভক্তগণের পূজা আমার পূজা অপেক্ষা অধিক (আমায় অধিক প্রীতি দান করে।), সর্ব্বভূতে ঈশ্বর বুদ্ধি, বাহ্যার্থসমূহে অর্থাৎ পুত্র-কলত্রাদিতে বৈরাগ্য (অনুরাগ-শূন্যতা), শম—অন্তরিন্দ্রিয় সংযম এবং দম—বহিরিন্দ্রিয় সংযম, —এই সব হইল অষ্টম উপায়। ভামিনি! আমার তত্ত্ব-বিচার অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণ নবম উপায়। শুভলক্ষণে শবরি! স্ত্রী, পুরুষ কিংবা পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্ যোনিজাত—এই যে কোনও জীব যদি নববিধ ভক্তিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে আমার উপর তাহার প্রেমলক্ষণা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৬-২৮

এই প্রেমলক্ষণা ভক্তি উৎপন্ন হইবা মাত্র আমার তত্ত্বের অনুভব হইলে পর অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে পর সেই জন্মেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ২৯

সেই হেতু ভক্তিই মুক্তির সুনিশ্চিত কারণ বলিয়া জানিবে। কিন্তু যাহার প্রথম সাধন লাভ হয়, তাহার ক্রমে ক্রমে সবই অর্থাৎ নববিধা ভক্তিই লাভ হইয়া থাকে; সেই হেতু ভক্তিই মুক্তির সুনিশ্চিত কারণ বলিয়া জানিবে, অতএব যেহেতু তুমি আমার প্রতি ভক্তিমতী, সেই হেতু আমি স্বয়ংই তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ৩০-৩১

ইতো মদ্দর্শনান্মুক্তিস্তব নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
যদি জানাসি মে ব্রূহি সীতা কমললোচনা ॥ ৩২
কুত্রাস্তে কেন বা নীতা প্রিয়া মে প্রিয়দর্শনা ॥ ৩৩
শবর্য্যুবাচ।
দেব জানাসি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বং ত্বং বিশ্বভাবন।
তথাপি পৃচ্ছসে যন্মাং লোকাননুসৃতঃ প্রভো ॥ ৩৪
ততোঽহমভিধাস্যামি সীতা যত্রাধুনা স্থিতা।
রাবণেন হৃতা সীতা লঙ্কায়াং বর্ত্ততেঽধুনা ॥ ৩৫
ইতঃ সমীপে রামাস্তে পম্পানাম সরোবরম্।
ঋষ্যমূকগিরির্নাম তৎসমীপে মহানগঃ ॥ ৩৬
চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
ভীতভীতঃ সদা তত্র তিষ্ঠত্যতুলবিক্রমঃ ॥ ৩৭
বালিনশ্চ ভয়াদ্ ভ্রাতুস্তদগম্যমৃষের্ভয়াৎ।
বালিনস্তত্র গচ্ছ ত্বং তেন সখ্যং কুরু প্রভো ॥ ৩৮
সুগ্রীবেণ স সর্ব্বং তে কার্য্যং সম্পাদয়িষ্যতি।
অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি তবাগ্রে রঘুনন্দন ॥ ৩৯
মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ রাজেন্দ্র যাবদ্দগ্ধ্বা কলেবরম্।
যাস্যামি ভবনং রাম তব বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥৪০

শবরি! তুমি আমার দর্শন লাভ করার এজন্যেই তোমার মুক্তি লাভ হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যদি তুমি জানিয়া থাক, তবে তুমি এখন আমার নিকট বল যে, কমল-লোচনা সীতা কোথায় আছে? (১) প্রিয়দর্শনা আমার প্রিয়া সীতাকে কেই বা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে? ৩২-৩৩

শবরী বলিলেন,—হে বিশ্বসৃষ্টিকারী জ্যোতির্ম্ময় প্রভো! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব সব কিছুই জান, তথাপি লোকব্যবহারের অনুসরণ করিয়া আমাকে যেহেতু জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেইহেতু আমি তোমাকে 'সীতা এখন কোথায় আছেন,' তাহা বলিব। রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া গিয়াছে। এখন সীতা সেই লঙ্কাতেই রহিয়াছেন। ৩৪-৩৫

রাম! এই সন্নিকটেই পম্পা নামে একটি সরোবর আছে। এই সরোবরের সমীপে ঋষ্যমূক নামে এক মহাপর্ব্বত বিদ্যমান আছে। ৩৬

অতুল পরাক্রমশালী বানররাজ সুগ্রীব তাহার চার জন মন্ত্রীর সহিত অতিশয় ভীত হইয়া সেই পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছে। ৩৭

সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী (অতিশয় পরাক্রমশালী, বালী তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে,), হইতে তাহার ভয়, আবার মতঙ্গ ঋষির অভিশাপে (*) বালী এই ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে আসিতে পারে না, বালীর এই শাপভয় জন্য সুগ্রীব এই পর্ব্বতে এখন বাস করিতেছে। প্রভো! অতএব তুমি এই সুগ্রীবের নিকট গমন কর এবং তাহার সহিত সখ্য-স্থাপন কর। ৩৮

(১) এস্থলে 'যদি জানাসি' ইত্যাদি রামের প্রশ্ন এবং 'দেব জানাসি' এই বলিয়া শবরীর উত্তর বাল্মীকিরামায়ণে নাই। তথায় সুগ্রীবের নিকট গমন করিতে কবন্ধেরই উপদেশ বর্ণিত আছে। পাশ্চাত্যবাল্মীকিরামায়ণে যাহা পাওয়া যায়,—

"দনুর্নামাদিতেঃ পুত্রঃ শাপাদ্ রাক্ষসতাং গতঃ।
আখ্যাতস্তেন সুগ্রীবঃ সমর্থো বানরাধিপঃ।
স জ্ঞাস্যতি মহাবীর্য্যস্তব ভার্য্যাপহারিণম্।
এবমুক্ত্বা দনুঃ স্বর্গং ভ্রাজমানো দিবং গতঃ।"৪।৫।১৫-১৬

এবিষয়ে অগ্নিপুরাণে দেখা যায়,—

মৃতোঽথ সংস্কৃতস্তেন কবন্ধস্ত্বাবধীৎ ততঃ।
শাপমুক্তোঽব্রবীদ্ রামং স ত্বং সুগ্রীবমাব্রজ।" ৮।২২

রাম! এই সন্নিকটেই পম্পানামে একটি সরোবর আছে। এই সরোবরের সমীপে ঋষ্যমূক নামে এক মহাপর্ব্বত বিদ্যমান আছে। ৩৬

মতঙ্গমুনির শাপবিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—

"আবিদ্ধস্তেন বলিনা বিনিষ্পিষ্টো মহাসুরঃ।
বিমুঞ্চন্ রুধিরং স্রোতোভ্যঃ প্রাণাংস্তত্যাজ বীর্য্যবান্।
স পপাত মহাকায়ঃ ক্ষিতৌ পঞ্চত্বমাগতঃ।
তং তোলয়িত্বা বাহুভ্যাং গতসত্ত্বমচেতসম্।
চিক্ষেপ বলবান্ বালী পাদেনৈকেন যোজনম্।
তস্য বেগপ্রবৃদ্ধস্য বক্ত্রাৎ ক্ষতজবিন্দবঃ।
প্রপেতুর্মারুতোৎক্ষিপ্তা মতঙ্গস্যাশ্রমে কিল।
তান্ দৃষ্ট্বা পতিতান্ গাত্রে মুনিঃ শোণিতবিন্দুকান্।
উপস্পৃশ্য দদৌ শাপং ক্ষেপ্তারং বালিনং প্রতি।
যেনৈব দানবঃ ক্ষিপ্তো মমাশ্রমপদং প্রতি।
ইহ তে ন প্রবেষ্টব্যমৃষ্যমূকবনং প্রতি।
প্রবিষ্টস্য হি তে সদ্যো জীবিতং ন ভবেদিতি।
ততঃ শাপভয়াদ্ বালী ঋষ্যমূকং মহাগিরিম্।
প্রবেষ্টুং ন স শক্নোতি দ্রষ্টুং বা রঘুনন্দন॥"

৪।১।৮০৮

ইতি রামং সমামন্ত্র্য প্রবিবেশ হুতাশনম্ ।
ক্ষণান্নির্ধূয় সকলমবিদ্যাকৃতবন্ধনম্ ॥ ৪১
রামপ্রসাদাচ্ছবরী মোক্ষং প্রাপাতিদুর্লভম্ ।
কিং দুর্লভং জগন্নাথে শ্রীরামে ভক্তবৎসলে ।
প্রসন্নেঽধমজন্মাপি শবরী মুক্তিমাপ সা ॥ ৪২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণা মুখ্যাঃ পুণ্যাঃ শ্রীরামচিন্তকাঃ ।
মুক্তিং যান্তীতি মদ্ভক্তির্মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩
ভক্তির্মুক্তিবিধায়িনী ভগবতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য হে
লোকাঃ কামদুঘাঙ্‌ঘ্রিপদ্মযুগলং সেবধ্বমত্যুৎসুকাঃ ।
নানাজ্ঞানবিশেষমন্ত্রবিততিং ত্যক্ত্বা সুদূরে ভৃশং
রামং শ্যামতনুং স্মরারিহৃদয়ে ভান্তং ভজধ্বং বুধাঃ ॥৪৩

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
অরণ্যকাণ্ডে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

অরণ্যকাণ্ডং সম্পূর্ণম্ ।

এই সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব করিলে পর সে তোমার সকল কার্য্যই নিষ্পন্ন করিবে। রঘুনন্দন! আমি এখন তোমার সম্মুখে অগ্নিতে প্রবেশ করিব। ৩৯

রাজেন্দ্র! যাবৎ কাল পর্য্যন্ত না এই আমার দেহ দগ্ধ হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তুমি অবস্থান কর। ভগবন্! আমি শরীর দগ্ধ করিয়া বিষ্ণুর পরম পদে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিব। ৪০

এইভাবে রামের অনুমতি গ্রহণ করিয়া শবরী অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইল এবং ক্ষণকালের মধ্যেই অবিদ্যাজনিত সংসার বাসনা ত্যাগ করিয়া শ্রীরামের প্রসাদে অতি দুর্লভ মোক্ষলাভ করিল (১)। ভক্তবৎসল জগন্নাথ শ্রীরাম প্রসন্ন হইলে সংসারে কি দুর্লভ থাকে? দেখ, শবরী নীচকুলে জন্মাইয়াও মুক্তি লাভ করিল। ৪১-৪২

উত্তম বংশসম্ভূত পুণ্যশীল শ্রীরামচিন্তাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ যে মুক্তিলাভ করিবেন, সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? অতএব আমার ভক্তিই মুক্তির কারণ, এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ৪৩

হে লোকসকল! ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তিই মুক্তি দান করিয়া থাকে, অতএব তোমরা সকলে অতিশয় সমুৎসুক হইয়া শ্রীরামের সেবা কর। এই রামের শ্রীচরণযুগল সমস্ত কামনা পূরণ করিয়া থাকেন। জ্ঞানিগণ! তোমরা শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান ও যাগ-যজ্ঞাদি মন্ত্রবহুল কর্ম্মবিস্তার দূরে পরিত্যাগ করিয়া শ্যামসুন্দরবিগ্রহ, শিবহৃদয়ে বিরাজিত রামকে ভজনা কর। ৪৪

বালীর সম্মুখেই মুনি আরও বলেন,—

"মাতঙ্গো বালিনং প্রাহ যদ্যাগন্তাসি মে গিরিম্।
ইতঃপরং ভগ্নশিরা মরিষ্যসি ন সংশয়ঃ।
এবং শপ্তস্তদারভ্য ঋষ্যমূকং ন যাত্যসৌ।
এতজ্জ্ঞাত্বাহমপ্যত্র বসামি ভয়বর্জ্জিতঃ। ৪।১ ৬৬-৬৭

(১) বাল্মীকিরামায়ণেও অনুরূপ অভিমত দেখা যায়,—

"অনুজ্ঞাতা তু রামেণ হুত্বাত্মানং হুতাশনে।
জ্বলন্তী যেন বপুষা স্বর্গমেব জগাম সা।
যত্র তে সুকৃতাত্মানো বিহরন্তি মহর্ষয়ঃ।
তৎপুণ্যং শবরীস্থানং জগামৈব সমাধিনা।
৩।৭৭।৩২-৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্‌অধ্যাত্মরামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে উমামহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

অরণ্যকাণ্ড সম্পূর্ণ।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীরামস্য সুগ্রীবেণ সহ সখ্যস্থাপনম্।]

শ্রীমহাদেব উবাচ

ততঃ সলক্ষ্মণো রামঃ শনৈঃ পম্পাসরস্তটম্।
আগত্য সরসাং শ্রেষ্ঠং দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাযযৌ ॥ ১
ক্রোশমাত্রং সুবিস্তীর্ণমগাধামলশম্বরম্।
উৎফুল্লাম্বুজকহ্লারকুমুদোৎপলমণ্ডিতম্ ॥ ২
হংসকারণ্ডবাকীর্ণ চক্রবাকাদিশোভিতম্।
জলকুক্কুটকোযষ্টিক্রৌঞ্চনাদোপনাদিতম্ ॥ ৩
নানাপুষ্পলতাকীর্ণং নানাফলসমাবৃতম্।
সতাং মনঃস্বচ্ছজলং পদ্মকিঞ্জল্কবাসিতম্ ॥ ৪
তত্রোপস্পৃশ্য সলিলং পীত্বা শ্রমহরং বিভুঃ।
সানুজঃ সরসস্তীরে শীতলেন পথা যযৌ ॥ ৫
ঋষ্যমূকগিরেঃ পার্শ্বে গচ্ছন্তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
ধনুর্বাণকরৌ দান্তৌ জটাবল্কলমণ্ডিতৌ।
পশ্যন্তৌ বিবিধান্ বৃক্ষান্ গিরেঃ শোভাং সুবিক্রমৌ
সুগ্রীবস্তু গিরের্মূর্ধ্নি চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ।
স্থিত্বা দদর্শ তৌ যান্তাবারুরোহ গিরেঃ শিরঃ ॥ ৭
ভয়াদাহ হনূমন্তং কৌ তৌ বীরবরৌ সখে।
গচ্ছ জানীহি ভদ্রং তে বটুর্ভূত্বা দ্বিজাকৃতিঃ ॥ ৮
বালিনা প্রেষিতৌ কিং বা মাং হন্তুং সমুপাগতৌ।
তাভ্যাং সম্ভাষণং কৃত্বা জানীহি হৃদয়ং তয়োঃ ॥ ৯

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

[শ্রীরাম কর্ত্তৃক সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপন।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—তদনন্তর লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরাম সরোবরসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পম্পাসরোবরের (১) তীরে যাইয়া উহাকে দর্শন করত বিস্মিত হইলেন ॥ ১

এই সরোবর এক ক্রোশ বিস্তীর্ণ, অগাধ, নির্ম্মল জলপূর্ণ, বিকসিত পদ্ম, কহ্লার, কুমুদ ও পদ্মকহ্লারে সুশোভিত ॥ ২

হংস ও কারণ্ডব পক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত, চক্রবাকাদি অন্যান্য বহু জলচর পক্ষিদলে সুশোভিত, জলকুক্কুট, কোযষ্টি (টিট্টিভ) এবং ক্রৌঞ্চ পক্ষিগণের ধ্বনিতে মুখরিত ॥ ৩

নানা পুষ্পলতাসমূহে আবৃত, নানা ফলশালী বৃক্ষ সমূহে আবৃত এবং পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধে সুবাসিত এবং সৎপুরুষগণের মনের ন্যায় স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ ॥ ৪

প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পম্পাসরোবরের জল স্পর্শ করত আচমন পূর্ব্বক ক্লান্তিনাশক সেই জল পান করিয়া অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই সরোবরের তীরে শীতল পথ দিয়া গমন করিলেন ॥ ৫

ঋষ্যমূকপর্ব্বতের পার্শ্বে হস্তে ধনুর্বাণধারী জটা-বল্কলভূষিত, নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণী ও পর্ব্বতের শোভা দর্শন করিতে করিতে অতিশয় পরাক্রমশালী রাম এবং লক্ষ্মণ যাইতে লাগিলেন ॥৬

চারিটি বানরের সহিত পর্ব্বতের (ঋষ্যমূকপর্ব্বতের) শিখরে থাকিয়া সুগ্রীব তাঁহাদের উভয়কে যাইতে দেখিলেন এবং সেই পর্ব্বতের আরও উচ্চ শিখরে আরোহণ করিল ॥ ৭

তারপর ভয়বশতঃ হনুমান্‌কে বলিলেন,—সখে! এই দুই বীরবর কে? তুমি দ্বিজরূপী বটু (২) (ব্রহ্মচারী) হইয়া ইহাদের নিকট গমন কর এবং ইহাদের সংবাদ জান ॥ ৮

ইহারা বালী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাকে বধ করিতে আসিতেছে কিংবা অন্য কোনও কারণে আসিতেছে? তুমি যাইয়া ইহাদের সহিত আলাপ করত উভয়ের হৃদ্গত অভিপ্রায় অবগত হও ॥ ৯

(১) পম্পাসরোবর সম্বন্ধে বাল্মীকি—
"স দদর্শ ততঃ পম্পাং শুভ-শীত- জলাশয়াম্।
প্রবৃদ্ধনানাশকুনাং বহুপাদপসঙ্কুলাম্॥
কুমুদোৎপলিনীং রম্যাং শুভাং মণিনিভোদকাম্।
বহুপঙ্কজসম্বাধাং বহুপুষ্করমণ্ডিতাম্॥
হংস-কারণ্ডবাকীর্ণাং মহর্ষিগণসেবিতাম্।
চক্রবাকোপক্রীড়াঙ্ক কাদম্বৈঃ কূজিতাং তথা॥"
ইত্যাদি ৩.৭৮।২৫-২৭

(২) এস্থলে বটুরূপে রামের নিকট হনুমানের গমন বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে আছে ভিক্ষুবেশে হনুমানের গমন—যথা,—"কপিরূপং পরিত্যজ্য হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। ভিক্ষুরূপং ততো ভেজে শঠবুদ্ধিতয়া কপিঃ॥" ৪।৩।৩

যদি তৌ দুষ্টহৃদয়ৌ সংজ্ঞাং কুরু করাগ্রতঃ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা এবং জানীহি নিশ্চয়ম্ ॥১০

তথেতি বটুরূপেণ হনুমান্ সমুপাগতঃ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা রামং নত্বেদমব্রবীৎ ॥ ১১

কৌ যুবাং পুরুষব্যাঘ্রৌ যুবানৌ বীরসম্মতৌ।
দ্যোতয়ন্তৌ দিশঃ সর্বাঃ প্রভয়া ভাস্করাবিব ॥ ১২

যুবাং ত্রৈলোক্যকর্তারাবিতি ভাতি মনো মম।
যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতূ জগন্ময়ৌ ॥ ১৩

মায়য়া মানুষাকারৌ চরন্তাবিব লীলয়া।
ভূভারহরণার্থায় ভক্তানাং পালনায় চ ॥ ১৪

অবতীর্ণাবিহ পরৌ চরন্তৌ ক্ষত্রিয়াকৃতী।
জগৎস্থিতিলয়ৌ সর্গং লীলয়া কর্তুমুদ্যতৌ ॥ ১৫

স্বতন্ত্রৌ প্রেরকৌ সর্বহৃদয়স্থাবিহেশ্বরৌ।
নর-নারায়ণৌ লোকে চরন্তাবিতি মে মতিঃ ॥ ১৬

শ্রীরামো লক্ষ্মণং প্রাহ পশ্যৈনং বটুরূপিণম্।
শব্দশাস্ত্রমশেষেণ শ্রুতং নূনমনেকধা ॥ ১৭

অনেন ভাষিতং কৃৎস্নং ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্।
ততঃ প্রাহ হনূমন্তং রাঘবো জ্ঞানবিগ্রহঃ ॥ ১৮

অহং দাশরথী রামস্ত্বয়ং মে লক্ষ্মণোঽনুজঃ।
সীতয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পিতুর্বচনগৌরবাৎ ॥ ১৯

আগতস্তত্র বিপিনে স্থিতোঽহং দণ্ডকে দ্বিজ।
তত্র ভার্য্যা হৃতা সীতা রক্ষসা কেনচিন্মম।
তামন্বেষ্টুমিহায়াতৌ ত্বং কো বা কস্য বা বদ ॥ ২০

বটুরুবাচ :

সুগ্রীবো নাম রাজা যো বানরাণাং মহামতিঃ।
চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং গিরিমূর্দ্ধনি তিষ্ঠতি ॥ ২১

যদি ইহারা দুষ্টহৃদয় হয়, তাহা হইলে তুমি হস্তের অগ্রভাগের দ্বারা সঙ্কেত করিয়া আমাকে জানাইয়া দিও। তুমি বিনয়াবনত হইয়া তাহাদের সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ কর। ১০

'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া হনুমান্ ব্রাহ্মণের রূপধারণ করত তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং বিনয়াবনত হইয়া রামকে প্রণাম (১) করিয়া এই কথা বলিলেন। ১১

বীরসম্মত যুবক পুরুষ শ্রেষ্ঠ তোমরা দুইজনে কে? দুইটি সূর্য্যের ন্যায় তোমরা নিজেদের দেহপ্রভায় সম্পূর্ণ দিঙ্‌মণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিতেছ? ১২

আমার মন অনুমান করিতেছে যে, তোমরা দুইজনে ত্রিলোকস্রষ্টা, প্রধান পুরুষ, জগন্ময় এবং জগতের হেতু। ১৩

ভূভারহরণের জন্য এবং ভক্তগণকে পালন করিবার জন্য লীলা করিবার বাসনায় মায়াবলে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া যেন বিচরণ করিতেছ। ১৪

পরম পুরুষ তোমরা দুইজনে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয় রূপ ধারণ করত বিচরণ করিতে করিতে লীলাচ্ছলে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতে উদ্যত হইয়াছ। ১৫

স্বতন্ত্র (স্বাধীন), সর্ব্বপ্রবর্ত্তক, সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী, ও পরমেশ্বর নর এবং নারায়ণ আজ এই মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া এই জগতে বিচরণ করিতেছেন—ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস। ১৬

তখন শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—এই বটুরূপীকে দর্শন কর। নিশ্চয়ই এই বটু বহুবিধ শব্দশাস্ত্র (ব্যাকরণ) সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ (২) করিয়াছেন। ১৭

ইনি বহু কথাই বলিলেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ বলেন নাই। তারপর জ্ঞানবিগ্রহ রাঘব হনুমান্‌কে বলিলেন। ১৮

আমি দশরথনন্দন রাম এবং এই ব্যক্তি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। পিতার বাক্যের গৌরবরক্ষার জন্য ভার্য্যা সীতার (ও এই ভ্রাতা লক্ষ্মণের) সহিত আমি বনে আসিয়াছি। দ্বিজ! আমি বনে আসিয়া দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেছিলাম। তথায় কোনও রাক্ষস আমার ভার্য্যা সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি কে এবং কাহার পুত্র? তাহা আমাকে বল। ১৯ ২০

বটু বলিলেন,—মহামতি সুগ্রীব নামে বানরগণের এক রাজা আছেন। তিনি এখন চারিজন মন্ত্রী বানরের সহিত এই পর্ব্বতের শিখরে অবস্থান করিতেছেন। ২১

---

(১) এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে রামকে প্রণাম, বাল্মীকি বলিয়াছেন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়কেই প্রণাম যথা,—

"ততঃ স হনুমান্ বাচা শ্লক্ষ্ণয়া সুমনোজ্ঞয়া।
বিনীতবদুপাগম্য রাঘবৌ প্রণিপত্য চ।" ৪।৩।৩

(২) এই কথা বাল্মীকিরামায়ণেও দেখা যায়—

নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্।" ৪।৩।২৯

ভ্রাতা কনীয়ান্ সুগ্রীবো বালিনা পাপচেতসা।
তেন নিষ্কাশিতো ভার্য্যা হৃতা তস্যেহ বালিনা ॥২২
তস্মাদৃষ্যমূকাখ্যং গিরিমাশ্রিত্য সংস্থিতঃ।
অহং সুগ্রীবসচিবো বায়ুপুত্রো মহামতে ॥ ২৩
হনুমান্ নাম বিখ্যাতো অঞ্জনাগর্ভসম্ভবঃ।
তেন সখ্যং ত্বয়া যুক্তং সুগ্রীবেণ রঘূত্তম ॥ ২৪
ভার্য্যাপহারিণং হন্তুং সহায়স্তে ভবিষ্যতি।
ইদানীমেব গচ্ছাম আগচ্ছ যদি রোচতে ॥ ২৫

শ্রীরাম উবাচ।

অহমপ্যাগতস্তেন সখ্যং কর্ত্তুং কপীশ্বর।
সখ্যুস্তস্যাপি যৎ কার্য্যং তৎ করিষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ২৬
হনুমান্ স্বস্বরূপেণ স্থিতো রামমথাব্রবীৎ।
আরোহতাং মম স্কন্ধৌ গচ্ছাম পর্ব্বতোপরি ॥ ২৭
যত্র তিষ্ঠতি সুগ্রীবো মন্ত্রিভির্বালিনো ভয়াৎ।
তথেতি তস্যারুরোহ স্কন্ধং রামোহথ লক্ষ্মণঃ ॥ ২৮
উৎপপাত গিরের্মূর্দ্ধি ক্ষণাদেব মহাকপিঃ।
বৃক্ষচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য স্থিতৌ তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥২৯
হনুমানপি সুগ্রীবমুপগম্য কৃতাঞ্জলিঃ।
ব্যেতু তে ভয়মায়াতৌ রাজন্ শ্রীরাম-লক্ষ্মণৌ ॥৩০
শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ রামেণ সখ্যং তে যোজিতং ময়া।
অগ্নিং সাক্ষিণমারোপ্য তেন সখ্যং দ্রুতং কুরু। ৩১

পাপমতি বালী তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিয়াছে। এই বালী তাঁহার ভার্য্যাকেও কাড়িয়া লইয়াছে। ২২

এই বালীর ভয়ে সুগ্রীব ঋষ্যমূখ নামে পর্ব্বতকে আশ্রয় করিয়া এখন বাস করিতেছেন। মহামতে! আমি সেই বানররাজ সুগ্রীবের এক মন্ত্রী, আমি বায়ুপুত্র। ২৩

অঞ্জনার গর্ভ হইতে উৎপন্ন আমি হনুমান্ নামে বিখ্যাত। রঘূত্তম! আমার মনে হয়, এই সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপন করা আপনার যুক্তিযুক্ত হইবে। ২৪

এই বানররাজ সুগ্রীব আপনার ভার্য্যাপহারীকে বধ করিবার জন্ত সহায়ক হইবেন। যদি আপনার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে আসুন; আমরা এখনই গমন করিব। ২৫

শ্রীরাম বলিলেন,- বানরশ্রেষ্ঠ! আমিও তাহার সহিত সখ্য (বন্ধুত্ব) স্থাপন করিতে আসিয়াছি; সুতরাং আমার সেই সখারও যে প্রয়োজনীয় কার্য্য উপস্থিত হইবে, আমি তাহা নিঃসংশয়ে সম্পাদন করিব। ২৬

তখন হনুমান্ নিজ রূপ (১) ধারণ করিয়া অবস্থান করত শ্রীরামকে বলিলেন,—আপনারা দুইজনে আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন, আমরা পর্ব্বতের উপরে গমন করিব। ২৭

বালীর ভয়ে যথায় সুগ্রীব মন্ত্রিগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। তখন রাম এবং লক্ষ্মণ 'তাহাই হউক' বলিয়া সেই হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। ২৮

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ লম্ফ প্রদর্শন করত ক্ষণকালের মধ্যেই ঋষ্যমূক (১) পর্ব্বতের শিখরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় সেই রাম ও লক্ষ্মণ এক বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৯

এদিকে হনুমান্‌ও সুগ্রীবের নিকট গমন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! আপনার ভয় দূর হউক অর্থাৎ আপনার কোনও ভয় নাই। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ এস্থানে আসিয়াছেন। ৩০

আপনি শীঘ্র উঠুন, রামের সহিত আপনার সখ্যস্থাপন স্থির করিয়াছি। অগ্নিকে সাক্ষী রাখিয়া আপনি তাঁহার সহিত দ্রুত সখ্যস্থাপন করুন। ৩১

---

(১) বাল্মীকিরামায়ণেও হনুমানের নিজরূপ ধারণের বর্ণনা আছে—

"ততঃ স সুমহাপ্রাজ্ঞো হনুমানিদমব্রবীৎ।
স্বং রূপমভিসংপ্রাপ্য সংহৃষ্টো হেমপিঙ্গলঃ।
আরুহ্যতাং নরশ্রেষ্ঠ মম পৃষ্ঠমরিন্দম।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সুগ্রীবং দ্রষ্টুমর্হসি।
এবমুক্ত্বা মহাকায়ো হনুমান্ পবনাত্মজঃ।
জগামাদায় তৌ বীরৌ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ।

৪।৩।২৭-২৯

(১) ঋষ্যমূক পর্ব্বতের শিখরে সুগ্রীব ছিলেন, অতএব এস্থলে 'ঋষ্যমূক পর্ব্বতের শিখরে এই ব্যাখ্যা করা হইল। কিন্তু বাল্মীকি বলিয়াছেন, রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া হনুমান্ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যান, তারপর তথা হইতে মলয় পর্ব্বতে গিয়া সুগ্রীবকে সংবাদ দেন।

"ঋষ্যমূকাৎ তু হনুমান্ গত্বা মলয়পর্ব্বতম্।
কথয়ামাস তৌ বীরৌ সুগ্রীবায় মহাত্মনে। ৪।৪।১

ততোঽতিহর্ষাৎ সুগ্রীবঃ সমাগম্য রঘূত্তমম্ ।
বৃক্ষশাখাং স্বয়ং ছিত্ত্বা বিষ্টরায় দদৌ মুদা ॥ ৩২
হনুমান্ লক্ষ্মণায়াদাৎ সুগ্রীবায় চ লক্ষ্মণঃ ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টাঃ সর্ব্ব এবাবতস্থিরে ॥ ৩৩
লক্ষ্মণস্ত্বব্রবীৎ সর্ব্বং রামবৃত্তান্তমাদিতঃ ।
বনবাসাভিগমনং সীতাহরণমেব চ ॥ ৩৪
লক্ষ্মণোক্তং বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো রামমব্রবীৎ ।
অহং করিষ্যে রাজেন্দ্র সীতায়াঃ পরিমার্গণম্ ॥ ৩৫
সাহায্যমপি তে রাম করিষ্যে শত্রুঘাতিনঃ ।
শৃণু রাম ময়া দৃষ্টং কিঞ্চিৎ তে কথয়াম্যহম্ ॥ ৩৬
একদা মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং স্থিতোঽহং গিরিমূর্দ্ধনি ।
বিহায়সা নীয়মানা কেনচিৎ প্রমদোত্তমা ॥ ৩৭

ক্রোশন্তী রাম রামেতি দৃষ্ট্বাস্মান্ পর্ব্বতোপরি ।
আমুচ্যাভরণান্যাশু স্বোত্তরীয়েণ ভামিনী ॥ ৩৮
নিরীক্ষ্যাধঃ পরিত্যজ্য ক্রোশন্তী তেন রক্ষসা ।
নীতাহং ভূষণান্যাশু গুহায়ামক্ষিপং প্রভো ॥ ৩৯
ইদানীমপি পশ্য ত্বং জানীহি তব বা ন বা ।
ইত্যুক্ত্বানীয় রামায় দর্শয়ামাস বানরঃ ॥ ৪০
বিমুচ্য রামস্তদ্দৃষ্ট্বা হা সীতেতি মুহুর্মুহুঃ ।
হৃদি নিক্ষিপ্য তৎ সর্ব্বং রুরোদ প্রাকৃতো যথা ॥৪১
আশ্বাস্য রাঘবং ভ্রাতা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ ।
অচিরেণৈব তে রাম প্রাপ্যতে জানকী শুভা ।
বানরেন্দ্রসহায়েন হত্বা রাবণমাহবে ॥ ৪২
সুগ্রীবোঽপ্যাহ হে রাম প্রতিজ্ঞাং করবাণি তে ।
সমরে রাবণং হত্বা তব দাস্যামি জানকীম্ ॥ ৪৩

তদনন্তর সুগ্রীব অতিশয় হর্ষবশতঃ রঘূত্তম রামের নিকট গমন করিয়া সানন্দে নিজেই একটি বৃক্ষের শাখা ছেদন করত আসনের জন্য শ্রীরামকে প্রদান করিলেন। ৩২

তারপর হনুমান্ লক্ষ্মণকে এবং লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে বসিবার জন্য পত্রাসন (১) প্রদান করিলেন। তখন সকলেই অতিশয় হর্ষে উৎফুল্লচিত্ত হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন। ৩৩

অতঃপর লক্ষ্মণ আদি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাম-বৃত্তান্ত—যেমন পিতার আদেশে বনবাসের জন্য বনে আগমন এবং সীতাহরণ—এই সব বলিলেন। ৩৪

লক্ষ্মণকথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব রামকে বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আমি সীতার অন্বেষণ করিব। ৩৫

রাম! তোমার শত্রুকে বধ করিতে ও আমি সাহায্য করিব। রাম! আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা সব কিছুই তোমাকে বলিতেছি। ৩৬

একদিন আমি মন্ত্রিগণের সহিত পর্ব্বতের শিখরে বসিয়া আছি, তখন আকাশ পথে এক শ্রেষ্ঠ রমণীকে কোনও একজন লইয়া যাইতেছে। ৩৭

সেই ভামিনী রমণী "রাম রাম" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিল এবং পর্ব্বতের উপরে আমাদের দেখিয়া নিজের গাত্রের আভরণসকল উন্মোচন করিয়া উত্তরীয় (চাদর) (২) বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করত আমাদের দিকে তাকাইয়া নীচের দিকে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিল। কোনও এক রাক্ষস তাহাকে সেই অবস্থায় হরণ করিয়া লইয়া যাইল। প্রভো! আমি সেই সব আভরণ লইয়া সত্বর গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছি। ৩৮-৩৯

এখন তুমি সেই সব দেখ এবং জান যে, উহা তোমার? কিংবা তোমার নয়? এই কথা বলিয়া বানরবর সুগ্রীব সেই সব আভরণ আনিয়া রামকে দেখাইলেন। ৪০

(১) আসনপ্রদান বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে ভিন্নরূপ দেখা যায়,—

"স দদর্শ ততঃ সালমবিদূরে হরীশ্বরঃ ।
সপুষ্পমীষৎপর্ণাঢ্যং ভ্রমরৈরুপশোভিতম্ ।
তস্যৈকাং পর্ণবহুলাং শাখাং ভঙ্‌ক্ত্বা সুপুষ্পিতাম্ ।
সালস্যাস্তীর্য্য সুগ্রীবো নিষসাদ সরাঘবঃ ।"

*   *   *   *

"তাবাসীনৌ ততো দৃষ্ট্বা হনুমানপি লক্ষ্মণম্ ।
শাখাং চন্দনবৃক্ষস্য সমাক্ষিপ্য ন্যবেশয়ৎ ।"

(২) বাল্মীকিরামায়ণে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উত্তরীয় নিক্ষেপ ও আভরণ-সমূহ নিক্ষেপ বর্ণিত আছে,—

"ক্রোশন্তী রাম রামেতি করুণং লক্ষ্মণেতি চ ।
স্ফুরন্তী রাক্ষসস্যাঙ্কে পন্নগেন্দ্রবধূরিব ।
আত্মনা পঞ্চমং দৃষ্ট্বা মাং শৈলস্য তটে স্থিতম্ ।
উত্তরীয়ং তয়া ক্ষিপ্তং শুভান্যাভরণানি চ । ৪।৬।৮-৯

ততো হনুমান্ প্রজ্বাল্য তয়োরগ্নিং সমীপতঃ।
তাবুভৌ রাম-সুগ্রীবাবগ্নৌ সাক্ষিণি তিষ্ঠতি ॥ ৪৪
বাহূ প্রসার্য্য চালিঙ্গ্য পরস্পরমকল্মষৌ।
সমীপে রঘুনাথস্য সুগ্রীবঃ সমুপাবিশৎ ॥ ৪৫
স্বোদন্তং কথয়ামাস প্রণয়াদ্রঘুনায়কে।
সখে শৃণু মমোদন্তং বালিনা যৎ কৃতং পুরা ॥ ৪৬
ময়পুত্রোঽথ মায়াবী নাম্না পরমদুর্ম্মদঃ।
কিষ্কিন্ধ্যাং সমুপাগত্য বালিনং সমুপাহ্বয়ৎ ॥ ৪৭
সিংহনাদেন মহতা বালী তু তদমর্ষণঃ।
নির্যযৌ ক্রোধতাম্রাক্ষো জঘান দৃঢ়মুষ্টিনা ॥ ৪৮
দুদ্রুবে তেন সংবিগ্নো জগাম স্বগুহাং প্রতি।
অনুদুদ্রাব তং বালী ময়াবিনমহং যথা।
ততঃ প্রবিষ্টমালোক্য গুহাং মায়াবিনং রুষা ॥৪৯
বালী মামাহ তিষ্ঠ ত্বং বহির্গচ্ছাম্যহং গুহাম্।
ইত্যুক্ত্বাবিশ্য স গুহাং মাসমেকং ন নির্যযৌ ॥ ৫০
মাসাদূর্দ্ধং গুহাদ্বারান্নির্গতং রুধিরং বহু।
তদ্দৃষ্ট্বা পরিতপ্তাঙ্গো মৃতো বালীতি দুঃখিতঃ ॥ ৫১
গুহদ্বারি শিলামেকাং নিধায় গৃহমাগতঃ।
ততোঽব্রুবং মৃতো বালী গুহায়াং রক্ষসাহতঃ ॥ ৫২

তখন রাম সেই সব আভরণ খুলিয়া দর্শন করতঃ 'হা সীতা' এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে নিক্ষেপ করত সাধারণ মানুষের ন্যায় রোদন (১) করিতে লাগিলেন। ৪১

তখন ভ্রাতা লক্ষ্মণ রাঘবকে আশ্বাসদান করিয়া এই কথা বলিলেন,—রাম! বানররাজ সুগ্রীবের সহায়তায় যুদ্ধে রাবণকে বধ করত তুমি অচিরকালের মধ্যেই মঙ্গলময়ী জনকনন্দিনী সীতাকে প্রাপ্ত হইবে। ৪২

তখন সুগ্রীবও বলিলেন,—হে রাম! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে তোমার নিকট প্রদান করিব। ৪৩

তদনন্তর হনুমান্ তাঁহাদের উভয়ের সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সখ্যস্থাপন করিতে বলিলেন। তখন রাম ও সুগ্রীব উভয়েই অগ্নিকে (২) সাক্ষী রাখিয়া সখ্যস্থাপন করিলেন এবং নিষ্পাপ উভয়ে বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন। তারপর সুগ্রীব রঘুনাথের সম্মুখে যাইয়া উপবেশন করিলেন। ৪৪-৪৫

তদনন্তর সুগ্রীব প্রণয়বশতঃ রামকে নিজের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন,—সখে! তুমি আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, বালী যাহা পূর্ব্বে করিয়াছে। ৪৬

একদিন পরম দুর্ম্মদ মায়াবী নামে ময়ের পুত্র (৩) কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়া বালীকে মহাসিংহনাদ করত যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিল। কিন্তু বালী তাহার সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে চক্ষু বর্ণ করত নির্গত হইল এবং দৃঢ় মুষ্টির আঘাতে মায়াবীকে প্রহার করিল। ৪৭-৪৮

মায়াবী সেই মুষ্টির আঘাতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পলায়ন করিল এবং নিজ গুহা অভিমুখে (৪) প্রস্থিত হইল। বালী তখন

(১) রামের শোকবর্ণনাপ্রসঙ্গে বাল্মীকি—
"সোঽপি বীক্ষ্যাথ তদ্বাসঃ সীতায়া ভূষণানি চ।
অভবদ্ বাষ্পসম্পূর্ণঃ সনীহার ইবোড়ুরাট্।
সীতাস্নেহপ্রবৃদ্ধেন স তু বাষ্পেণ ধর্ষিতঃ।
হা প্রিয়ে জানকীত্যুক্ত্বা ধৈর্য্যং ত্যক্ত্বাপতৎ ক্ষিতৌ।
হৃদি কৃত্বা তু বহুশস্তমলঙ্কারমার্ত্তবৎ।
বিনিশ্বসংশ্চ বহুশো ভুজঙ্গ ইব রোষিতঃ।
অবিচ্ছিন্নাশ্রুবেগস্তু সৌমিত্রিং বীক্ষ্য রাঘবঃ।
পরিদেবয়িতুং দীনো রামঃ সমুপচক্রমে।
ইত্যাদি ৪।৬।১৪-১৭

(২) অগ্নিপ্রজ্বালনসম্বন্ধে মহর্ষি বাল্মীকির উক্তি,—
"ততস্তু হনুমান্ দৃষ্ট্বা তয়োঃ সম্বন্ধমীপ্সিতম্।
বিধিবৎ সোঽথ কাষ্ঠাভ্যাং জনয়ামাস পাবকম্।
দীপ্যমানং ততো বহ্নিং পুষ্পৈঃ সংকৃত্য সংকৃতম্।
তয়োঃপরস্য চ প্রীতস্তয়োর্ম্মধ্যে সমেধিতম্।
তমগ্নিং দীপ্যমানং তু চক্রতুস্তৌ প্রদক্ষিণম্।
সুগ্রীবো রাঘবশ্চৈব বয়স্যত্বমুপাগতৌ ।৪।৪।১৬-১৮

(৩) এই মায়াবী দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তদ্বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে—
"মায়াবী নাম তেজস্বী পূর্ব্বজো দুন্দুভেস্তু যঃ।
তেন তস্য মহদ্ বৈরং স্ত্রীনিমিত্তং কিলাভবৎ।"
৪।৮।৩৬

(৪) 'স্বগুহাং প্রতি' এস্থলে বাল্মীকিরামায়ণে ভিন্নরূপ দেখা যায়,—
"স তৃণৈরাবৃতং দৃষ্ট্বা ধরণ্যাং বিবরং মহৎ।
প্রবিবেশাসুরো বেগাদাবাং ত্রাসাদ্ব্যবস্থিতৌ।"
৪।৮।৪৩

পাশ্চাত্য বাল্মীকীয়েও এইরূপ দেখা যায়—
"স তৃণৈরাবৃতং দুর্গং ধরণ্যাং বিবরং মহৎ।
প্রবিবেশাসুরো বেগাদাবামাসাদ্য বিষ্টিতৌ।"
৪।৯।১

তচ্ছ্রুত্বা দুঃখিতাঃ সর্ব্বে মামনিচ্ছন্তমপ্যুত ।
রাজ্যেঽভিষেচনং চক্রুঃ সর্ব্বে বানরমন্ত্রিণঃ ॥ ৫৩

শিষ্টং তদা ময়া রাজ্যং কিঞ্চিৎ কালমরিন্দম ।
ততঃ সমাগতো বালী মামাহ পরুষং রুষা ॥ ৫৪

বহুধা ভর্ৎসয়িত্বা মাং নিজঘান চ মুষ্টিভিঃ ।
ততো নির্গত্য নগরাদধাবং পরয়া ভিয়া ॥ ৫৫

লোকান্ সর্ব্বান্ পরিক্রম্য ঋষ্যমূকং সমাশ্রিতঃ ।
ঋষেঃ শাপভয়াৎ সোঽপি নায়াতীমং গিরিং প্রভো॥৫৬

তদাদি মম ভার্য্যাং স স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে বিমূঢ়ধীঃ ।
অতো দুঃখেন সন্তপ্তো হৃতদারো হৃতাশ্রয়ঃ ॥ ৫৭

বসাম্যত্র ভবৎপাদসংস্পর্শাৎ সুখিতোঽস্ম্যহম্ ।
মিত্রদুঃখেন সন্তপ্তো রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৫৮

হনিষ্যামি তব দ্বেষ্যং শীঘ্রং ভার্য্যাপহারিণম্ ।
ইতি প্রতিজ্ঞামকরোৎ সুগ্রীবস্য পুরস্তদা ॥ ৫৯

সুগ্রীবোঽপ্যাহ রাজেন্দ্র বালী বলবতাং বলী ।
কথং হনিষ্যতি ভবান্ দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ৬০

শৃণু তে কথয়িষ্যামি তদ্‌বলং বলিনাং বর ।
কদাচিদ্ দুন্দুভির্নাম মহাকায়ো মহাবলঃ ॥ ৬১

সেই মায়াবীর পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং আমিও অনুগমন করিলাম। তদনন্তর মায়াবীকে গুহায় প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া বালী রোষভরে আমাকে বলিল—তুমি বাহিরে থাক, আমি গুহার অভ্যন্তরে গমন করিতেছি। এই কথা বলিয়া বালী গুহায় প্রবেশ করিয়া এক মাসের মধ্যে (১) নির্গত হইল না। ৪৯-৫০

একমাস অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর গুহার দ্বার হইতে বহু রুধির নিঃসারিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমি বালী নিহত হইয়াছে ভাবিয়া দুঃখিত হইলাম। ৫১

তখন আমার চিত্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার পর আমি এক শিলাখণ্ড (২) গুহার দ্বারে স্থাপনা করিয়া গৃহে চলিয়া আসি এবং সকলকে বলি যে, বালী রাক্ষস কর্ত্তৃক গুহায় নিহত হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করত সকলে দুঃখিত হইল ও আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বানরমন্ত্রিগণ সকলে আমাকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করিল। ৫২-৫৩

শত্রুদমন রাম! সেই সময় আমি কিছুকাল রাজ্য শাসন করিয়াছি। তদনন্তর বালী ফিরিয়া আসিল এবং রোষভরে আমাকে কর্কশ ভাষায় বহু কথা বলিল। ৫৪

এইভাবে আমাকে বহু ভর্ৎসনা করিল ও মুষ্টির দ্বারা অনেক আঘাত করিল। তদনন্তর আমি নগর হইতে বহির্গত হইয়া অত্যন্ত ভয়ে দৌড়াইয়া পলায়ন করিলাম। ৫৫

প্রভো! আমি লোকসকল ঘুরিতে ঘুরিতে এই ঋষ্যমূক পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছি। ঋষির শাপভয়ে সেই বালীও এই পর্ব্বতে আসিতেছে না। ৫৬

সেই মূঢ়বুদ্ধি বালী স্বয়ং সেই সময় হইতে আমার স্ত্রীকে ভোগ করিতেছে, অতএব আমি আজ দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছি এবং আমার স্ত্রী অপহৃত হইয়াছে ও বালী আমাকে আশ্রয়হীন করিয়া দিয়াছে। ৫৭

এই অবস্থায় আমি এস্থানে বাস করিতেছি। আজ তোমার পাদপদ্ম স্পর্শের সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমি সুখ অনুভব করিতেছি। তখন পদ্মলোচন শ্রীরাম মিত্র সুগ্রীবের দুঃখে

(১) এস্থলে এক মাসের কথা বর্ণিত আছে, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে এক বৎসরের অধিক কালের কথা বলা আছে,—

"প্রতিবিদ্ধস্তদানীং স প্রাবিশচ্চৈব তদ্‌বিলম্ ।
তস্য প্রবিষ্টস্য বিলং সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ ।
স্থিতস্য চ মম দ্বারি স কালো ব্যত্যবর্ত্তত ।
অনিষ্পতন্তং তং জ্ঞাত্বা স্নেহাদাগতসম্ভ্রমঃ ।
ভ্রাতরং পুরুষব্যাঘ্র পাপশঙ্কাভবৎ তদা ।
অথ দীর্ঘস্য কালস্য বিলাৎ তস্মাদ্ বিনিঃসৃতম্ ।
সফেনং রুধিরং রক্তং দৃষ্ট্বাহং ব্যথিতোঽভবম্ ।
নর্দতামসুরাণাঞ্চ ধ্বনির্মে শ্রোত্রমাগতঃ । ৪।৮।৪৭-৫০

(২) বাল্মীকিরামায়ণে বহু শিলার দ্বারা সম্পূর্ণ বিবর-পূরণ বর্ণিত হইয়াছে,—

"পূরয়িত্বা শিলাভিস্তু বিলং শোকসমন্বিতঃ ।
শোকার্ত্তশ্চোদকং কৃত্বা কিষ্কিন্ধ্যামাগতঃ সখে ।"
৪।৮।৫২

কিন্তু পাশ্চাত্য বাল্মীকিরামায়ণে পর্ব্বতপ্রমাণ এক খণ্ড শিলার দ্বারা বিলের দ্বার অবরোধ বর্ণিত আছে,—

"পিধায় চ বিলদ্বারং শিলয়া গিরিমাত্রয়া ।
শোকার্ত্তশ্চোদকং কৃত্বা কিষ্কিন্ধ্যামাগতঃ সখে ।"
৪।৯।১৯

কিষ্কিন্ধ্যামগমদ্রাম মহামহিষরূপধৃক্।
যুদ্ধায় বালিনং রাত্রৌ সমাহ্বয়ত ভীষণঃ॥ ৬২
তচ্ছ্রুত্বাসহমানোঽসৌ বালী পরমকোপনঃ।
মহিষং শৃঙ্গয়োর্ধৃত্বা পাতয়ামাস ভূতলে॥ ৬৩
পাদনৈকেন তৎকায়মাক্রম্যাস্য শিরো মহৎ।
হস্তাভ্যাং ভ্রাময়িত্বা তোলয়িত্বাক্ষিপদ্ভুবি॥ ৬৪
পপাত তচ্ছিরো রাম মতঙ্গাশ্রমসন্নিধৌ।
যোজনাৎ পতিতং তস্মান্মুনেরাশ্রমমণ্ডলে॥ ৬৫
রক্তবৃষ্টিঃ পপাতোচ্চৈর্দৃষ্ট্বা তাং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
মাতঙ্গো বালিনং প্রাহ যদ্যাগন্তাসি মে গিরিম্।৬৬
ইতঃ পরং ভগ্নশিরা মরিষ্যসি ন সংশয়ঃ।
এবং শপ্তস্তদারভ্য ঋষ্যমূকং ন যাত্যসৌ॥ ৬৭

সন্তুষ্ট হইয়া সুগ্রীবের অগ্রে সেই সময় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—তোমার প্রতি দ্বেষকারী ও তোমার ভার্য্যাপহারী বালীকে আমি বধ করিব। ৫৮-৫৯

তখন সুগ্রীবও বলিলেন—রাজেন্দ্র! এই বালী বলবান্‌দিগের মধ্যে অধিক বলশালী; সুতরাং দেবতাদিগেরও দুর্দ্ধর্ষ এই বালীকে তুমি কিভাবে নিহত করিবে। ৬০

বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাম। আমি তোমার নিকট বালীর বলের কথা বলিব। রাম কোনও এক সময়ে বিশাল-দেহ মহাবল দুন্দুভিনামে এক অসুর প্রকাণ্ড মহিষের রূপ (১) ধারণ করত কিষ্কিন্ধ্যায় আসিল। সেই ভীষণ মহিষরূপধারী দুন্দুভি যুদ্ধের জন্য রাত্রিতে বালীকে আহ্বান করিল। ৬১-৬২

ইহা শ্রবণ করিয়া এই অত্যন্ত কোপনস্বভাব বালী উহা সহ্য করিতে না পারিয়া মহিষের দুই শৃঙ্গে ধরিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করিল। ৬৩

তারপর নিজের এক পদের দ্বারা মহিষের দেহ চাপিয়া ধরিয়া দুই হস্তের দ্বারা তাহার বিশাল মস্তক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ছিঁড়িয়া উত্তোলিত করত ভূতলে নিক্ষেপ করিল। ৬৪

রাম! তাহার মস্তক মতঙ্গমুনির আশ্রমের নিকটে পতিত হইল। এক যোজন উপরে উত্থিত হইয়া তথা হইতে মুনির আশ্রমমণ্ডলের মধ্যে পতিত হইয়াছিল। ৬৫

উপরিভাগে স্থিত ছিন্ন মস্তক হইতে বহু রক্ত বৃষ্টি হইয়াছিল।

এতজ্‌জ্ঞাত্বাহমপ্যত্র বসামি ভয়বর্জ্জিতঃ।
রাম পশ্য শিরস্তস্য দুন্দুভেঃ পর্ব্বতোপমম্॥ ৬৮
তৎক্ষেপণে যদা শক্তঃ শক্তস্ত্বং বালিনো বধে।
ইত্যুক্ত্বা দর্শয়ামাস শিরস্তদ্ গিরিসন্নিভম্॥ ৬৯
দৃষ্ট্বা রামঃ স্মিতং কৃত্বা পাদাঙ্গুষ্ঠেন চাক্ষিপৎ।
দশ যোজনপর্য্যন্তং তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ৭০
সাধু সাধ্বিতি তং প্রাহ সুগ্রীবো মন্ত্রিভিঃ সহ।
পুনরপ্যাহ সুগ্রীবো রামং ভক্তপরায়ণম্॥ ৭১

মহর্ষি মতঙ্গ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া বালীকে বলিলেন—অতঃপর তুমি যদি আমার এই পর্ব্বতে আগমন কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং তুমি মৃত্যুবরণ করিবে, (২) ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এইরূপে মুনি কর্তৃক অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া বালী সেই সময় হইতে এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যায় না। ৬৬ ৬৭

ইহা জানিয়া আমিও নির্ভয়ে এস্থানে বাস করিতেছি। রাম! সেই দুন্দুভির পর্ব্বততুল্য বিশাল এই মস্তক অবলোকন কর। ৬৮

তুমি যদি এই দুন্দুভির মস্তককে (৩) তুলিয়া ক্ষেপণ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি বালীকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। এই কথা বলিয়া সুগ্রীব সেই পর্ব্বততুল্য মস্তক রামকে দেখাইল। ৬৯

রাম তাহা দেখিয়া এক পাদের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা দশ যোজন (৪) পর্য্যন্ত দূরে সেই মস্তক নিক্ষিপ্ত করিলেন। তখন

---

(১) বাল্মীকি-রামায়ণেও এই মহিষ ধারণের বিষয় বর্ণিত আছে—

"ধারয়ন্ মাহিষং রূপং তীক্ষ্ণশৃঙ্গো ভয়াবহঃ।
প্রাবৃষীব মহামেঘস্তোয়পূর্ণো নভস্তলে।" ৪।১১।৩০

(২) শাপবিষয়ে বাল্মীকি,—

"তান্ দৃষ্ট্বা পতিতান্ গাত্রে মুনিঃ শোণিতবিন্দুকান্।
উপস্পৃশ্য দদৌ শাপং ক্ষেপ্তারং বালিনং প্রতি।
ইহ তে ন প্রবেষ্টব্যমৃষ্যমূকবনং হরে।
প্রবিষ্টস্য হি তে সদ্যো জীবিতং ন ভবিষ্যতি।"
৪।১১।৮৪-৮৫

(৩) এস্থলে মস্তক উত্তোলনের কথা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে অস্থির কথা উল্লিখিত আছে,—

"এতৎ তস্যাস্থি কাকুৎস্থ দুন্দুভেঃ সংপ্রকাশতে।
বীর্য্যোৎসেকনিরস্তস্য গিরিকূটনিভং মহৎ। ৪।১১।৮৮

(৪) 'দশযোজন' ইহা পাশ্চাত্ত্য বাল্মীকি রামায়ণেরও মত, কিন্তু প্রাচ্য রামায়ণে শতযোজনের কথা বলা আছে,—

"অথৈবং বদতস্তস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
রাঘবো দুন্দুভেঃ কায়ং পাদাঙ্গুষ্ঠেন তোলয়ন্।
লীলয়ৈব তদা রামশ্চিক্ষেপ শতযোজনম্।" ৪।১১।১১-১২

এতে তালা মহাসারাঃ সপ্ত পশ্য রঘূত্তম।
একৈকং চালয়িত্বাসৌ নিষ্পত্রান্ কুরুতেঽঞ্জসা ॥ ৭২

যদি ত্বমেকবাণেন বিদ্ধা ছিদ্রং করোষি চেৎ।
হতস্ত্বয়া তদা বালী বিশ্বাসো মে প্রজায়তে ॥ ৭৩

তথেতি ধনুরাদায় সায়কং তত্র সন্দধে।
বিভেদ চ তদা রামঃ সপ্ত তালান্ মহাবলঃ।
তালান্ সপ্ত বিনির্ভিদ্য গিরিং ভূমিঞ্চ সায়কঃ ॥৭৪

পুনরাগত্য রামস্য তূণীরে পূর্ব্ববৎ স্থিতঃ।
ততোঽতিহর্ষাৎ সুগ্রীবো রামমাহাত্তিবিস্মিতঃ। ৭৫

ইহা যেন সকলেরই নিকট আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ৭০

ইহাতে মন্ত্রিগণের সহিত সুগ্রীব রামকে 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিলেন। তারপর সুগ্রীব পুনরায় ভক্তবৎসল শ্রীরামকে বলিলেন। ৭১

রঘূত্তম। এই মহাসার (১) অর্থাৎ অত্যন্ত কঠিন সাতটি তাল বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষগুলি দেখ। এই বালী একটি একটি করিয়া তাল বৃক্ষ ধরিয়া চালিত করিয়া সম্পূর্ণ পত্রশূন্য করে। ৭২

(১) বাল্মীকিরামায়ণে সাল ও তাল উভয়েরই কথা উল্লিখিত হইয়াছে,—

"যদি ভিন্দ্যাদ্ ভবান্ সালানিমানেকেষুণা ততঃ।
জানীয়াং ত্বাং মহাবাহো সমর্থং বালিনো বধে।"
৪।১।১৯

• • • •

"স গৃহীত্বা ধনুর্দিব্যং শক্রচাপসমদ্যুতি।
মুমোচ বাণং সন্ধায় তালানুদ্দিশ্য রাঘবঃ।
স বিসৃষ্টো বলবতা বাণো হেমপরিষ্কৃতঃ।
ভিত্ত্বা তালান্ গিরিঞ্চৈব প্রবিবেশ রসাতলম্।
৪।১১ ৩-৪

পাশ্চাত্ত্য রামায়ণেও সাল এবং তাল উভয়ই দেখা যায়,—

"ইমং হি সালং প্রহিতস্ত্বয়া শরো
ন সংশয়োঽত্রাস্তি বিদারয়িষ্যতি।
অলং বিমর্শেন মম প্রিয়ং ধ্রুবং
কুরুষ রাজন্ প্রতিশাপিতো ময়া।" ।১১ ৯২

• • • •

"স বিসৃষ্টো বলবতা বাণঃ স্বর্ণপরিষ্কৃতঃ।
ভিত্ত্বা তালান্ গিরিপ্রস্থং সপ্তভূমিং বিবেশ হ।" ৪।১২।৪

দেব ত্বং জগতাং নাথঃ পরমাত্মা ন সংশয়ঃ।
মৎপূর্ব্বকৃতপুণ্যৌঘৈঃ সঙ্গতোঽস্য ময়া সহ ॥ ৭৬

ত্বাং ভজন্তি মহাত্মানঃ সংসারবিনিবৃত্তয়ে।
ত্বাং প্রাপ্য মোক্ষসচিবং প্রার্থয়েঽহং কথং ভবম্ ॥ ৭৭

দারাঃ পুত্রা ধনং রাজ্যং সর্ব্বং ত্বন্মায়য়া কৃতম্।
অতোঽহং দেবদেবেশ নাকাঙ্ক্ষেঽন্যৎ প্রসীদ মে ॥৭৮

আনন্দানুভবং ত্বাদ্য প্রাপ্তোঽহং ভাগ্যগৌরবাৎ।
মৃদর্থং যতমানেন নিধানমিব সৎপতে ॥ ৭৯

অনাদ্যবিদ্যাসংসিদ্ধং বন্ধনং ছিন্নমদ্য নঃ।
যজ্ঞ-দান-তপঃকর্ম্মপূর্ত্তেষ্টাদিভিরপ্যসৌ ॥ ৮০

রাম। যদি তুমি এক বাণে বিদ্ধ করিয়া ছিদ্র করিতে পার, তাহা হইলে তুমি যে বালীকে বধ করিতে পারিবে, এবিষয়ে আমার বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে। ৭৩

তখন শ্রীরামচন্দ্র 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া হস্তে ধনু ধারণ করত বাণ সন্ধান করিলেন। মহাবল রাম সেই সময় একবাণে সপ্ত তাল ভেদ করিলেন। কেবল ইহাই নহে, সেই বাণ সপ্ত তাল বৃক্ষ ভেদ করিয়া পর্ব্বত ও ভূমি ভেদ করত পুনরায় আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় রামের তূণীরে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন অতিশয় হর্ষবশতঃ সুগ্রীব অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রামকে বলিলেন। ৭৪-৭৫

দেব (জ্যোতির্ম্ময়)। তুমি জগতের নাথ পরমাত্মা—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত পুণ্যসমূহের ফলে আজ তুমি আমার সহিত মিলিত হইয়াছ। ৭৬

মহাত্মা পুরুষগণ সংসারনিবৃত্তির জন্য তোমার ভজনা করিয়া থাকেন। মোক্ষদাতা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কেন সংসার —স্ত্রী-পুত্র-সম্পদাদি প্রার্থনা করিতেছি? ৭৭

স্ত্রী, পুত্র, ধন ও রাজ্য—এ সবই ত' তোমার মায়ার দ্বারা রচিত। দেবদেবেশ্বর। অতএব আমি অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা করিব না; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ৭৮

সজ্জনপালক প্রভো। মৃত্তিকার জন্য খনন করিতে করিতে ভাগ্যবলে মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত ধনলাভের ন্যায় আজ আমি মহাসৌভাগ্যবশতঃ আনন্দানুভবস্বরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। ৭৯

আজ আমাদের সকলেরই অনাদি অবিদ্যাপ্রসূত বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইল। যজ্ঞ, দান, তপ, পথনির্ম্মাণ ও কূপখননাদি ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মসমূহের দ্বারা এই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয় না; বরং পুনরায় উহা আরও দৃঢ় হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার পাদ-

ন জীর্য্যতে পুনর্দাঢ্যং ভজতে সংসৃতিঃ প্রভো।
ত্বৎপাদদর্শনাৎ সদ্যো নাশমেতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮১
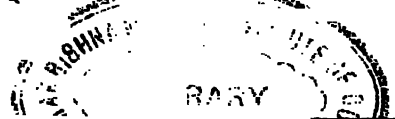
ক্ষণার্দ্ধমপি যচ্চিত্তং ত্বয়ি তিষ্ঠত্যচঞ্চলম্।
তস্যাজ্ঞানমনর্থানাং মূলং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৮২
তৎ তিষ্ঠতু মনো রাম ত্বয়ি নান্যত্র মে সদা ॥ ৮৩

রাম রামেতি যদ্বাণী মধুরং গায়তি ক্ষণম্।
স ব্রহ্মহা সুরাপো বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৮৪

ন কাঙ্ক্ষেঽরিজয়ং রাম ন চ দারসুখাদিকম্।
ভক্তিমেব সদা কাঙ্ক্ষে ত্বয়ি বন্ধবিমোচনীম্ ॥ ৮৫

ত্বন্মায়াকৃতসংসারস্ত্বদংশোঽহং রঘূত্তম।
স্বপাদভক্তিমাদিশ্য ত্রাহি মাং ভবসঙ্কটাৎ ॥ ৮৬

পূর্ব্বং মিত্রার্য্যুদাসীনাস্ত্বন্মায়াবৃতচেতসঃ।
আসন্ মেঽদ্য ভবৎপাদদর্শনাদেব রাঘব ॥ ৮৭

সর্ব্বং ব্রহ্মৈব মে ভাতি ক্ব মিত্রং ক্ব চ মে রিপুঃ।
যাবত্ত্বন্মায়য়া বদ্ধস্তাবদ্‌গুণবিশেষতা ॥ ৮৮

সা যাবদস্তি নানাত্বং তাবদ্ভবতি নান্যথা।
যাবন্নানাত্বমজ্ঞানাৎ তাবৎ কালকৃতং ভয়ম্ ॥ ৮৯

অতোঽবিদ্যামুপাস্তে যঃ সোঽন্ধে তমসি মজ্জতি।
মায়ামূলমিদং সর্ব্বং পুত্রদারাদিবন্ধনম্।
অতোৎসারয় মায়াং ত্বং দাসীং তব রঘূত্তম ॥ ৯০

ত্বৎপাদপদ্মার্পিতচিত্তবৃত্তি-
স্ত্বন্নামসঙ্গীতকথাসু বাণী।
ত্বদ্ভক্তসেবানিরতৌ করৌ মে
ত্বদঙ্গসঙ্গং লভতাং মদঙ্গম্ ॥ ৯১

ত্বন্মূর্ত্তিভক্তান্ স্বগুরুঞ্চ চক্ষুঃ
পশ্যত্বজস্রং স শৃণোতু কর্ণঃ।
ত্বজ্জন্মকর্ম্মাণি চ পাদযুগ্মং
ব্রজত্বজস্রং তব মন্দিরাণি ॥ ৯২

অঙ্গানি তে পাদরজোবিমিশ্র-
তীর্থানি বিভ্রত্বহিশত্রুকেতো।
শিরস্তদীয়ং ভবপদ্মজাদ্যৈ-
র্জুষ্টং পদং রাম নমত্বজস্রম্ ॥ ৯৩

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

পদ্ম সন্দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৮০-৮১

যাহার চিত্ত ক্ষণার্দ্ধকালও তোমাতে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে, সমস্ত অনর্থের মূল অজ্ঞান তাহার তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। ৮২

রাম! অতএব আমার মন সর্ব্বদা তোমাতেই যেন অবস্থান করে, অন্যত্র যেন অবস্থান করে না। ৮৩

যাহার বাক্য ক্ষণকালও 'রাম রাম' এই মধুর নাম গান করে, সে ব্যক্তি যদি ব্রহ্মহত্যাকারী বা সুরাপায়ীও হয়, তথাপি সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৮৪

রাম! আমি শত্রুজয় কামনা করি না, স্ত্রী-সম্ভোগ সুখাদি বিষয় সুখও কামনা করি না। সর্ব্বদা সংসার-বন্ধনমোচনকারিণী তোমাতে ভক্তিই কেবল প্রার্থনা করিতেছি। ৮৫

রঘুবংশশ্রেষ্ঠ রাম! তোমার মায়ার দ্বারা আমি সংসারে আবদ্ধ হইয়াছি সত্য; কিন্তু আমি তোমারই অংশ (জীব হইল পরমাত্মার পরা প্রকৃতি—"জীবরূপা মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।) তুমি নিজ শ্রীচরণে আমার ভক্তি উৎপাদন করিয়া এই সংসারসঙ্কট হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর। ৮৬

তোমার মায়ায় আমার চিত্ত আচ্ছন্ন থাকায় পূর্ব্বে আমার শত্রু, মিত্র ও উদাসীন (নিরপেক্ষ) জ্ঞান ছিল; কিন্তু হে রাঘব! আজ তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিয়াই আমার সবই ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। জীব যতকাল তোমার মায়ার দ্বারা আবদ্ধ থাকে, ততকালই গুণের অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণের বৈশিষ্ট্য থাকে। ৮৭ ৮৮

এই মায়া যত দিন থাকে, ততদিন গুণগত পার্থক্যানুসারে নানাত্ব (পৃথকত্ব) থাকে, ইহার অন্যথা হয় না। অজ্ঞানতাবশতঃ যতকাল নানাত্ববোধ থাকে, ততকাল কালভয় (মৃত্যুভয়) থাকে। ৮৯

অতএব যে ব্যক্তি অবিদ্যার বশীভূত থাকে, সে অজ্ঞানরূপ গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া যায়। এ সংসারে স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সমস্ত বন্ধনের মূল হইল মায়া; রঘূত্তম! অতএব তোমার দাসী মায়াকে আমার উপর হইতে অপসারিত কর। ৯০

রাম! আমার চিত্তবৃত্তি যেন তোমার পাদপদ্মে অর্পিত হইয়া থাকে, আমার বাক্য তোমার নামকীর্ত্তন ও তোমার লীলাকথায় রত থাকে, আমার দুই হস্ত তোমার ভক্তগণের সেবায় নিরত থাকে এবং আমার অঙ্গসমূহ তোমার শ্রীঅঙ্গের সঙ্গ লাভ করুক। ৯১

আমার দুই চক্ষু যেন তোমার শ্রীবিগ্রহ, তোমার ভক্তগণ এবং নিজের শ্রীগুরুকে দর্শন করিতে থাকে, আমার এই দুই কর্ণ যেন তোমার অজস্র গুণগাথা পূর্ণ লীলাকথা শ্রবণ করে, আমার পাদযুগল তোমার জন্মক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্র সকল এবং মন্দিরসমূহে যেন অগণিতবার গমন করে। ৯২

গরুড়ধ্বজ রাম! আমার অঙ্গসমূহ তোমার পাদধূলিমিশ্রিত তীর্থসকলকে ধারণ করে এবং আমার এই মস্তক শিব ও ব্রহ্মাদি সেবিত তোমার শ্রীচরণ নিরন্তর প্রণাম করুক। ৯৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

(শ্রীরামেণ বালিনো বধঃ।)

শ্রীমহাদেব উবাচ।
ইত্থং স্বাত্মপরিষ্বঙ্গ-নির্ধূতাশেষকল্মষম্‌।
রামঃ সুগ্রীবমালোক্য সস্মিতং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১
মায়াং মোহকরীং তস্মিন্‌ বিতন্বন্‌ কার্য্যসিদ্ধয়ে।
সখে ত্বদুক্তং যৎ তন্মাং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ২
কিন্তু লোকা বদিষ্যন্তি মামেবং রঘুনন্দনঃ।
কৃতবান্‌ কিং কপীন্দ্রায় সখ্যং কৃত্বাগ্নিসাক্ষিকম্‌ ॥ ৩
ইতি লোকাপবাদো মে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
তস্মাদাহ্বয় ভদ্রং তে গত্বা যুদ্ধায় বালিনম্‌ ॥ ৪
বাণেনৈকেন তং হত্বা রাজ্যে ত্বামভিষিঞ্চয়ে।
তথেতি গত্বা সুগ্রীবঃ কিষ্কিন্ধোপবনং দ্রুতম্‌ ॥ ৫
কৃত্বা শব্দং মহানাদং তমাহ্বয়ত বালিনম্‌।
তচ্ছ্রুত্বা ভ্রাতৃনিনদং রোষতাম্রবিলোচনঃ ॥ ৬
নির্জগাম গৃহাচ্ছীঘ্রং সুগ্রীবো যত্র বানরঃ।
তমাপতন্তং সুগ্রীবঃ শীঘ্রং বক্ষস্যতাড়য়ৎ ॥ ৭
সুগ্রীবমপি মুষ্টিভ্যাং জঘান ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
বালী তমপি সুগ্রীব এবং ক্রুদ্ধৌ পরস্পরম্‌ ॥ ৮
অযুধ্যেতামেকরূপৌ দৃষ্ট্বা রামোঽতিবিস্মিতঃ।
ন মুমোচ তদা বাণং সুগ্রীববধশঙ্কয়া ॥ ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[শ্রীরাম কর্ত্তৃক বালিকে বধ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পার্বতি! শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার নিজের দিব্য বিগ্রহ আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত সুগ্রীবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১

কার্য্যসিদ্ধির জন্য সেই সুগ্রীবের উপর মোহকরী মায়া বিস্তার করিয়া শ্রীরাম বলিলেন,—সখে! তুমি আমার বিষয়ে যাহা বলিলে তাহা সত্যই—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২

কিন্তু সংসারে লোকসকল বলিবে যে, রঘুনন্দন রাম অগ্নি সাক্ষী করিয়া সখ্য করত কপিরাজ সুগ্রীবের কি করিলেন? ৩

এরূপ জগতে আমার লোকাপবাদ হইবে, সেবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। তোমার মঙ্গল হউক, অতএব তুমি যুদ্ধের জন্য বালীকে আহ্বান কর। ৪

আমি এক বাণে সেই বালীকে বধ করিয়া তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে দ্রুত গমন করত মহাসিংহনাদ করিয়া যুদ্ধের জন্য সেই বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।(১) ভ্রাতা সুগ্রীবের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করত ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বালী দ্রুত গৃহ(২) হইতে বহির্গত হইয়া যথায় বানরবর সুগ্রীব অবস্থান করিতেছেন, তথায় গমন করিলেন। সুগ্রীব সেই বালীকে যুদ্ধের জন্য আক্রমণ করিতে দেখিয়া শীঘ্র তাহার বক্ষে আঘাত করিলেন। ৫-৭

তখন বালী ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া সুগ্রীবকেও দুই মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিলেন। সুগ্রীব সেই সময় বালীকেও প্রহার করিলেন। এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারা উভয়ে তখন পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বালী ও সুগ্রীবকে একই রূপধারী(৩) দেখিয়া অর্থাৎ

(১) প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণে এস্থলে ইন্দ্র সুগ্রীবের উপর মালা বর্ষণ করেন, ইহা বর্ণিত হইয়াছে,—

"মালা চ কাঞ্চনী দিব্যা নানারত্নবিভূষিতা।
দিবঃ সুগ্রীবমূর্দ্ধানমভিতো নিপপাত হ।
সা পতন্তী মহীং মালা কাঞ্চনী দেবনির্মিতা।
প্রচকাশে তদাকাশে বিদ্যুন্মালামনোহরা।
সা হি পিত্রা সুতস্নেহাদাদিত্যেন দিবৌকসা।
বালিনো মালয়া তুল্যা স্বয়ং যত্নাদ্‌ বিনির্মিতা।
তয়া পিনদ্ধয়া তত্র সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ।
শুশুভে হরিশার্দ্দূলো জ্বলন্নিরিবানলঃ।" ৪।১২।১৬-১৯

(২) এস্থলে বাল্মীকিরামায়ণে গুহা হইতে বালীর নির্গমন বর্ণিত আছে,—

"তমুবাচ ততস্তারা ভর্ত্তারং বানরেশ্বরম্‌।
পরিষজ্য তয়াদিত্থং নিষ্পপাত গুহামুখাৎ।" ৪।১৪।৬

প্রাচ্য বাল্মীকীয়েও সুগ্রীবের বালীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গুহামুখে আগমনের কথা বর্ণিত হইয়াছে,—

"প্রদক্ষিণং সমাবৃত্য স তৌ দশরথাত্মজৌ।
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীব আজগাম গুহামুখম্‌।" ৪।১২।২২

(৩) বালী ও সুগ্রীবের সমান রূপবিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—

"রামোঽথ ধনুরাদায় তাবুভৌ সমবৈক্ষত।
পশ্যংশ্চ বালি-সুগ্রীবৌ দদর্শ বপুষা সমৌ।
অন্যোন্যসদৃশৌ বীরাবন্যোন্যসমবিক্রমৌ।
উভৌ যুদ্ধে তদা তুল্যাবশ্বিনাবিব রূপিণৌ।
স নাভিজানন্‌ সুগ্রীবং বালিনঞ্চাপি রাঘবঃ।
ন চকার তদা বুদ্ধিং সায়কস্য বিমোক্ষণে।

৪।১২.২৭-২৯

ততো দুদ্রাব সুগ্রীবো বমন্ রক্তং ভয়াকুলঃ।
বালী স্বভবনং যাতঃ সুগ্রীবো রামমব্রবীৎ ॥ ১০
কিং মাং ঘাতয়সে রাম শত্রুণা ভ্রাতৃরূপিণা।
যদি মদ্ধননে বাঞ্ছা ত্বমেব জহি মাং বিভো ॥ ১১
এবং মে প্রত্যয়ং কৃত্বা সত্যবাদিন্ রঘূত্তম।
উপেক্ষসে কিমর্থং মাং শরণাগতবৎসল ॥ ১২
শ্রুত্বা সুগ্রীববচনং রামঃ সাশ্রুবিলোচনঃ।
আলিঙ্গ্য মাস্ম ভৈষীস্ত্বং দৃষ্ট্বা বামেকরূপিণৌ ॥ ১৩
মিত্রঘাতিত্বমাশঙ্ক্য মুক্তবান্ সায়কং ন হি।
ইদানীমেব তে চিহ্নং করিষ্যে ভ্রমশান্তয়ে ॥ ১৪
গত্বাহ্বয় পুনঃ শত্রুং হতং দ্রক্ষ্যসি বালিনম্।
রামোহহং ত্বাং শপে ভ্রাতর্হনিষ্যামি রিপুং ক্ষণাৎ ॥১৫
ইত্যাশ্বাস্য স সুগ্রীবং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
সুগ্রীবস্য গলে পুষ্পমালামামুচ্য পুষ্পিতাম্ ॥ ১৬
প্রেষয়স্ব মহাভাগ সুগ্রীবং বালিনং প্রতি।
লক্ষ্মণস্তু তদা বদ্ধ্বা গচ্ছ গচ্ছেতি সাদরম্ ॥ ১৭
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং সোঽপি গত্বা তথাকরোৎ।
পুনরপ্যদ্ভুতং শব্দং কৃত্বা বালিনমাহ্বয়ৎ ॥ ১৮

কে বালী ও কে সুগ্রীব ইহা চিনিতে না পারিয়া শ্রীরাম অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সুগ্রীববধের আশঙ্কায় সেই সময় বাণ নিক্ষেপ করিলেন না। ৮-৯

তদনন্তর সুগ্রীব ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বালীর আঘাতে রক্ত বমন করিতে করিতে পলায়ন করিলেন, অন্যদিকে বালী নিজগৃহে চলিয়া যাইলেন। সুগ্রীব (রামের নিকট উপস্থিত হইয়া) রামকে বলিলেন(১)। ১০

রাম! তুমি ভ্রাতৃরূপী শত্রুর দ্বারা আমাকে বধ করাইবে কেন? প্রভো! যদি আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমিই আমাকে বধ কর। ১১

সত্যবাদী রঘুবংশভূষণ রাম! তুমি আমার এইভাবে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া হে শরণাগতবৎসল! কিজন্য আমাকে উপেক্ষা করিতেছ? ১২

রাম সুগ্রীবের এই কথা শ্রবণ করত অশ্রুপূর্ণনয়নে সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—তুমি ভীত হইও না। আমি তোমাদের উভয়ের একই রূপ দেখিয়া অর্থাৎ কে বালী এবং সুগ্রীব ইহা চিনিতে না পারিয়া(২) মিত্রঘাতী হইবার ভয়ে বাণ নিক্ষেপ করি নাই। এখন আমার ভ্রম অপনোদনের জন্য তোমার মধ্যে চিহ্ন করিয়া দিব। ১৩-১৪

তারপর তুমি যাইয়া পুনরায় বালীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান কর। তুমি শত্রু বালীকে এইবার নিহত দেখিবে। আমি রাম, ভ্রাতঃ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ক্ষণকালের মধ্যেই শত্রু বালীকে নিহত করিব। ১৫

এইভাবে সুগ্রীবকে আশ্বস্ত করিয়া সেই শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—মহাভাগ লক্ষ্মণ! তুমি সুগ্রীবের গলদেশে বিকসিত পুষ্পমাল্য(৩) পরাইয়া বালীর প্রতি সুগ্রীবকে প্রেরিত কর। তখন সুগ্রীবের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরাইয়া লক্ষ্মণ সমাদরের সহিত 'যাও যাও' বলিয়া সুগ্রীবকে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময় সুগ্রীবও যাইয়া তাহাই করিলেন। সুগ্রীব পুনরায় অদ্ভুত শব্দ করিয়া বালীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন। ১৬-১৮

(১) বাল্মীকি-রামায়ণে সুগ্রীবের বাক্য—
"তং দৃষ্ট্বাভ্যাগতং রামং সামাত্যং সহলক্ষ্মণম্।
দীনোঽথাধোমুখো হ্রীমান্ সুগ্রীবো বাক্যমব্রবীৎ।
আহ্বয়স্বেতি মামুক্ত্বা দর্শয়িত্বা চ বিক্রমম্।
বৈরিণা ঘাতয়িত্বা মাং কিমুপেক্ষা কৃতা ত্বয়া।
তস্মিন্নেব হি বক্তব্যং কালে রাঘব তত্ত্বতঃ।
ন হনিষ্যাম্যহমিতি ন স্বাস্যে ক্ষণমপ্যহম্।
অভবিষ্যং বিনিহতো বালিনা যদ্যহং রণে।
মমাভবিষ্যৎ কো রাজ্যেনার্থো বন্ধুজনেন বা।"
৪।১২।৩৪-৩৭

(২) বালী ও সুগ্রীবের একই রূপবর্ণন প্রসঙ্গে বাল্মীকি—
"অলঙ্কারেণ বেশেন প্রমাণেন গতেন চ।
ত্বঞ্চ সুগ্রীব বালী চ সদৃশৌ স্থঃ পরস্পরম্।
স্বরেণ বর্চসা চৈব প্রেক্ষিতেন স্থিতেন চ।
বিক্রমেণ চ বাচা চ ব্যক্তং বাং নোপলক্ষয়ে।
ততোঽহং রূপসাদৃশ্যান্মোহিতো বানরেশ্বরঃ।
কথং সুহৃদ্বধো ন স্যাদিতি বাণং ন মুক্তবান্।"
"৪।১২।৩০-৪২

(৩) মাল্যবিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি—
"গজপুষ্পময়ীং মালামুৎপাদ্য কুসুমায়ুতম্।
কুরু লক্ষ্মণ কণ্ঠেঽস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
লক্ষ্মণো গজপুষ্পীং তাং তস্য কণ্ঠে স সক্তবান্।"
৪।১২।৪৫-৪৬

তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতো বালী ক্রোধেন মহতাবৃতঃ।
বদ্ধ্বা পরিকরং সম্যগ্ গমনায়োপচক্রমে ॥ ১৯

গচ্ছন্তং বালিনং তারা গৃহীত্বা নিষিষেধ তম্।
ন গন্তব্যং ত্বয়েদানীং শঙ্কা মেঽতীব জায়তে ॥২০

ইদানীমেব তে ভগ্নঃ পুনরায়াতি সত্বরঃ।
সহায়ো বলবাংস্তস্য কশ্চিন্নূনং সমাগতঃ ॥ ২১

বালী তামাহ হে সুভ্রু শঙ্কা তে ব্যেতু ভদ্রগতা।
প্রিয়ে করং পরিত্যজ্য গচ্ছ গচ্ছামি তং রিপুম্ ॥ ২২

তাহা শুনিয়া বালী বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু অতিশয় ক্রোধে আচ্ছন্ন এবং বদ্ধপরিকর(১) হইয়া যুদ্ধে গমন করিবার জন্য পূর্ণ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ১৯

বালীকে যুদ্ধে গমন করিতে দেখিয়া তারা (বালীর স্ত্রী) তাহাকে ধরিয়া যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিলেন। তুমি এখন যুদ্ধে যাইবে না; কারণ, আমার অতিশয় ভয় উপস্থিত হইয়াছে। ২০

আরও দেখ, সুগ্রীব এখনই যুদ্ধে তোমার নিকট পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় সে সত্বর যুদ্ধের জন্য আসিয়াছে; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই তাহার কোন বলবান্ ব্যক্তি সহায়ক হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ২১

তখন বালী স্বীয় ভার্য্যা তারাকে বলিলেন,—সুভ্রু! সুগ্রীবের বিষয়ে তোমার মনে যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে, সেই ভয় তোমার দূর হউক। প্রিয়ে! তুমি হাত ছাড়িয়া গৃহে গমন কর, আমি সেই শত্রু সুগ্রীবের নিকট গমন করিব। আমি তাহাকে বধ করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিব। কে তাহার সহায় হইবে? যদি সুগ্রীব সহায়কের সহিতও উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমি তাহাদের উভয়কে ক্ষণকালের মধ্যে বধ করিয়া

(১) যুদ্ধের জন্য সুগ্রীবের পুনরায় আহ্বান শ্রবণ করিয়া বালীর তৎকালিকী আকৃতি সম্পর্কে বাল্মীকিরামায়ণে—

"শ্রুত্বৈব চ নিনাদন্তু বালিনো দারুণং পুনঃ।
মদ একপদে নষ্টঃ ক্রোধশ্চাস্য ততোঽভবৎ।
স রোষতাম্রনয়নো বালী সন্ধ্যাতপপ্রভঃ।
উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সদ্যো নিষ্প্রভতাং গতঃ।
দংষ্ট্রাকরালবদনঃ ক্রোধতাম্রতরাকৃতিঃ।
বভ্রাজোৎফুল্লনয়নঃ সমৃণাল ইব হ্রদঃ।
সোঽমর্ষবশমাপন্নো নিষ্পপাত হরীশ্বরঃ।
বেগেন চরণন্যাসৈঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্।" ৪।১৪।২-৫

হত্বা শীঘ্রং সমায়াস্যে সহায়স্তস্য কো ভবেৎ।
সহায়ী যদি সুগ্রীবস্ততো হত্বোভয়ং ক্ষণাৎ ॥২৩

আয়াস্যে মা শুচঃ শূরঃ কথং তিষ্ঠেদ্ গৃহে রিপুম্।
জ্ঞাত্বাপ্যাহূয়মানং হি হত্বায়াস্যামি সুন্দরি ॥ ২৪

তারোবাচ।

মত্তোঽন্যচ্ছৃণু রাজেন্দ্র শ্রুত্বা কুরু যথোচিতম্।
আহ মামঙ্গদঃ পুত্রো মৃগয়ায়াং শ্রুতং বচঃ ॥ ২৫

অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দাশরথি কিল।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া ভার্য্যয়া সহ ॥ ২৬

ফিরিয়া আসিব। তুমি শোক করিও না, যে শৌর্য্যশালী বীর, তাহাকে যদি শত্রু যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে, তাহা হইলে সে কিভাবে গৃহে বসিয়া থাকিবে? সুন্দরি! চিন্তা করিও না, আমি সুগ্রীবকে বধ করিয়া ফিরিয়া আসিব। ২২-২৪

তারা বলিলেন,—রাজেন্দ্র! তুমি আমার নিকট হইতে অন্য এক কথা শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহাই করিও। পুত্র অঙ্গদ আমাকে বলিয়াছে, সে মৃগয়া করিতে গিয়া এই কথা (২) শুনিয়াছে যে, অযোধ্যাপতি দশরথ-নন্দন শ্রীমান্ রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। সেই দণ্ডকারণ্য হইতে তাঁহার ভার্য্যা সীতাকে রাবণ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত রাম সেই সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে

(২) প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণে এ বিষয়ে যাহা পাওয়া যায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ নাই যে, কাহার নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। যথা,—

"সত্যসন্ধেন বীরেণ রাঘবেণ মহাত্মনা।
কিল কৃত্বৈব সুমহৎ সখ্যমত্রাগতঃ পুনঃ।
সুপরীক্ষিতবীর্য্যেণ লক্ষলক্ষেণ ধীমতা।
পরিশ্রুতো ময়া পূর্ব্বং রামেণৈষ সহায়বান্।"

৪।১৪।১৪-১৫

কিন্তু পাশ্চাত্যরামায়ণে যাহা দেখা যায়, তাহা এই অধ্যাত্ম-রামায়ণের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। যথা,—

"পূর্ব্বমেব ময়া বীর শ্রুতং কথয়তো বচঃ।
অঙ্গদস্য কুমারস্য বক্ষ্যাম্যদ্য হিতং বচঃ।
অঙ্গদস্তু কুমারোঽয়ং বনান্তমুপনির্গতঃ।
প্রবৃত্তিস্তেন কথিতা চারৈরাসীন্নিবেদিতা।

৪।১৫।১৫-১৬

আগতো দণ্ডকারণ্যং তত্র সীতা হৃতা কিল।
রাবণেন সহ ভ্রাত্রা মার্গমাণোঽথ জানকীম্ ॥ ২৭
আগতো ঋষ্যমূকাদ্রিং সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।
চকার তেন সুগ্রীবঃ সখ্যঞ্চানলসাক্ষিকম্ ॥ ২৮
প্রতিজ্ঞাং কৃতবান্ রামঃ সুগ্রীবায় সলক্ষ্মণঃ।
বালিনং সমরে হত্বা রাজানং ত্বাং করোম্যহম্ ॥ ২৯
ইতি নিশ্চিত্য তৌ যাতৌ নিশ্চিতং শৃণু মদ্বচঃ।
ইদানীমেব তে ভগ্নঃ কথং পুনরুপাগতঃ ॥ ৩০
অতস্তং সর্ব্বথা বৈরং ত্যক্ত্বা সুগ্রীবমানয়।
যৌবরাজ্যেঽভিষিঞ্চাশু রামং তং শরণং ব্রজ।
পাহি মামঙ্গদং রাজ্যং কুলঞ্চ হরিপুঙ্গব ॥ ৩১
ইত্যুক্ত্বাশ্রুময়ী তারা পাদয়োঃ প্রণিপত্য তম্।
হস্তাভ্যাং চরণৌ ধৃত্বা রুরোদ ভয়বিহ্বলা ॥ ৩২
তামালিঙ্গ্য তদা বালী সস্নেহমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৩
স্ত্রীস্বভাবাদ্ বিভেষি ত্বং প্রিয়ে নাস্তি ভয়ং মম।
রামো যদি সমায়াতো লক্ষ্মণেন সমং প্রভুঃ ॥ ৩৪
তদা রামেণ মে স্নেহো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদবতীর্ণোঽখিলপ্রভুঃ ॥ ৩৫
ভূভারহরণার্থায় শ্রুতং পূর্ব্বং ময়ানঘে।
স্বপক্ষঃ পরপক্ষো বা নাস্তি তস্য পরাত্মনঃ ॥ ৩৬
আনেষ্যামি গৃহং সাধ্বি নত্বা তচ্চরণাম্বুজম্।
ভজতোঽনুভজত্যেষ ভক্তিগম্যঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ৩৭
যদি স্বয়ং সমায়াতি সুগ্রীবো হন্মি তং ক্ষণাৎ।
যত্ত্বুক্তং যৌবরাজ্যায় সুগ্রীবস্যাভিষেচনম্ ॥ ৩৮
কথমাহূয়মানোঽহং যুদ্ধায় রিপুণা প্রিয়ে।
শূরোঽহং সর্ব্বলোকানাং সম্মতঃ শুভলক্ষণে ॥৩৯
ভীতভীতমিদং বাক্যং কথং বালী বদেৎ প্রিয়ে।
তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য তিষ্ঠ সুন্দরি বেশ্মনি ॥ ৪০

ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিয়াছেন এবং সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়াছেন। সুগ্রীব সেই শ্রীরামচন্দ্রের সহিত অগ্নিসাক্ষী করিয়া সখ্য স্থাপন করিয়াছে। ২৫-২৮

লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরাম সুগ্রীবের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যুদ্ধে বালীকে বধ করিয়া তোমাকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিব। ২৯

এরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই শ্রীরাম ও সুগ্রীব এই যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, অতএব তুমি আমার এই নিশ্চিত বাক্য শ্রবণ কর—এখনই তোমার নিকট হইতে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াও কেন সে পুনরায় তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে? ৩০

অতএব তুমি সর্ব্বথা শত্রুতা ত্যাগ করিয়া সুগ্রীবকে আনয়ন কর এবং তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। তদনন্তর তুমি রামের শরণ গ্রহণ কর। বানররাজ! তুমি আমাকে এবং অঙ্গদ, কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য ও এই বানরকুলকে রক্ষা কর। ৩১

এই কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণবদনা তারা বালীর দুই চরণে পতিত হইয়া তাহাকে প্রণাম করত দুই হস্তে তাহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক ভয়ে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ৩২

তখন বালী সেই তারাকে আলিঙ্গন করত স্নেহ সহকারে এই কথা বলিলেন। ৩৩

প্রিয়ে! তুমি স্ত্রীজনোচিত স্বভাববশতঃ ভয় করিতেছ, কিন্তু আমার কোনও ভয় নাই। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র যদি লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই রামের সহিত আমার স্নেহ (১) সম্বন্ধ অর্থাৎ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। কারণ, জগৎপ্রভু সাক্ষাৎ নারায়ণ ভূভারহরণের জন্য রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, নিষ্পাপে! ইহা আমি পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি। সেই পরমাত্মা শ্রীরামের স্বপক্ষ বা পরপক্ষ বলিয়া কিছুই নাই। ৩৪-৩৬

সাধ্বি! আমি তাঁহার চরণপদ্মে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিব। সেই সুরেশ্বর শ্রীরাম ভক্তি দ্বারা লভ্য। যে ব্যক্তি তাঁহার ভজনা করেন, এই দেবেশ্বর তাহার সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ করেন। ৩৭

যদি সুগ্রীব স্বয়ংই আসিয়া থাকেন, তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ আমি বধ করিব। সুগ্রীবকে আনিয়া তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কথা যাহা তুমি বলিয়াছ; শুভলক্ষণে! প্রিয়ে! আমি শৌর্য্যশালী সর্ব্বলোকবিখ্যাত বীর, সেই আমাকে যদি শত্রু যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে, তাহা হইলে আমি ভীত হইয়া সেই সুগ্রীবকে এই কথা কি করিয়া বলিব? সুন্দরি! অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া গৃহে অবস্থান কর। ৩৮-৪০

(১) বাল্মীকিরামায়ণে বালীর উক্তিতে স্নেহের লেশমাত্র নাই যথা—

তামেবং ব্রুবতী তারাং তারাপতিনিভাননাম্।
বালী নির্ভর্ৎসয়ামাস বাক্যমেতদুবাচ হ"। ৪।১৫।১

এবমাশ্বাস্য তারাং তাং শোচন্তীমশ্রুলোচনাম্।
গতো বালী সমুদ্‌যুক্তঃ সুগ্রীবস্য বধায় সঃ ॥ ৪১
দৃষ্ট্বা বালিনমায়ান্তং সুগ্রীবো ভীমবিক্রমঃ।
উৎপপাত গলে বদ্ধপুষ্পমালঃ পতঙ্গবৎ ॥ ৪২
মুষ্টিভ্যাং তাড়য়ামাস বালিনং সোঽপি তং তথা।
অহন্ বালী চ সুগ্রীবং সুগ্রীবো বালিনং তথা ॥ ৪৩
রামং বিলোকয়ন্নেব সুগ্রীবো যুযুধে যুধি।
ইত্যেবং যুধ্যমানৌ তৌ দৃষ্ট্বা রামঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৪
বাণমাদায় তূণীরাদৈন্দ্রং ধনুষি সন্দধে।
আকৃষ্য কর্ণপর্য্যন্তমদৃশ্যো বৃক্ষষণ্ডগঃ ॥ ৪৫
নিরীক্ষ্য বালিনং সম্যগ্ লক্ষ্য তদ্ধৃদয়ং হরিঃ।
উৎসসর্জাশনিসমং মহাবেগং মহাবলঃ ॥ ৪৬

এইভাবে তখন শোককারিণী অশ্রুপূর্ণনয়না তারাকে আশ্বস্ত করিয়া সেই বালী সুগ্রীবকে বধ করিবার জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়া গমন করিলেন ॥ ৪১

ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী সুগ্রীব বালীকে আসিতে দেখিয়া গলে পুষ্পমাল্য বন্ধন করত পতঙ্গের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিলেন ॥ ৪২

তারপর বালীকে দুই মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন বালীও সুগ্রীবকে প্রহার করিলেন। এইভাবে বালী সুগ্রীবকে এবং সুগ্রীব বালীকে পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

সুগ্রীব রামকে অবলোকন করিতে করিতেই যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করিয়া যাইলেন। তখন প্রতাপশালী রাম এইরূপে বালী ও সুগ্রীবকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া তূণীর হইতে একটি ঐন্দ্র বাণ গ্রহণ করত ধনুতে সংযোজন করিলেন। বৃক্ষসমূহের মধ্যভাগে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত মহাবল শ্রীহরি রাম বালীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার হৃদয় পূর্ণভাবে লক্ষ্য করত বজ্রতুল্য তীব্র বেগগামী সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন (১) ৪৪-৪৬

(১) বাণনিক্ষেপ সম্বন্ধে বাল্মীকিরামায়ণে—
"বালিনা ভগ্নদর্পে তু সুগ্রীবে মন্দতেজসি।
বালিনং প্রতি সামর্ষশ্চক্রোধাভীব রাঘবঃ।
ততঃ সন্ধায় রামেণ শরমাশীবিষোপমম্।
নিহতো হৃদয়ে বালী হেমমালী মহাবলঃ।
স তেন হৃদয়ে বালী নিহতো নিপপাত হ।
হা হতোঽস্মীতি বিক্রুশ্য ভ্রষ্টমার্গশ্চ বিহ্বলঃ।"
৪।১৫।২৭-২৯

বিভেদ স শরো বক্ষো বালিনঃ কম্পয়ন্ মহীম্।
উৎপপাত মহাশব্দং মুঞ্চন্ স নিপপাত হ ॥ ৪৭
তদা মুহূর্ত্তং নিঃসংজ্ঞো ভূত্বা চেতনমাপ সঃ।
ততো বালী দদর্শাগ্রে রামং রাজীবলোচনম্।
ধনুরালম্ব্য রামেণ হস্তেনান্যেন সায়কম্ ॥ ৪৮
বিভ্রাণং চীরবসনং জটামুকুটধারিণম্।
বিশালবক্ষঃসভ্রাজদ্বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৪৯
পীনচার্ব্বায়তভুজং নবদূর্ব্বাদলচ্ছবিম্।
সুগ্রীব-লক্ষ্মণাভ্যাঞ্চ পার্শ্বয়োঃ পরিসেবিতম্ ॥ ৫০
বিলোক্য শনকৈঃ প্রাহ বালী রামং বিগর্হয়ন্।
কিং ময়াপকৃতং রাম তব যেন হতোঽস্ম্যহম্ ॥ ৫১

সেই বাণ তখন বালীর বক্ষঃ ভেদ করিল। তারপর বালী পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে ঊর্দ্ধে লাফাইয়া উঠিলেন এবং মহাশব্দ ত্যাগ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৪৭

সেই সময় বালী মুহূর্ত্তকাল অচৈতন্য (২) থাকিয়া পরে তিনি চৈতন্য লাভ করিলেন। তদনন্তর বালী সম্মুখে কমললোচন, বামহস্তে ধনু এবং অন্য অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তে বাণধারী, চীরবস্ত্র পরিহিত, জটাসমূহরূপ মুকুটধারী, বিশাল বক্ষে দেদীপ্যমান বনমালাশোভিত, নব দূর্ব্বাদলতুল্য কান্তিমান্ এবং সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ দুই পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন, সেই রামকে বালী দর্শন করিলেন ॥ ৪৮-৫০

রামকে দর্শন করিয়া বালী তাঁহার নিন্দা করিতে করিতে ধীরে ধীরে বলিলেন,—রাম! আমি তোমার কি অপরাধ (১) করিয়াছি, যাহার জন্য তুমি আমাকে নিহত করিলে? ৫১

(২) পাশ্চাত্ত্য বাল্মীকিরামায়ণে বালীর অচৈতন্য হওয়ার কথা পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণে তাহা নাই যথা,—পাশ্চাত্ত্যে—
"ইন্দ্রধ্বজ ইবোদ্ধৃতঃ পৌর্ণমাস্যাং মহীতলে।
আশ্বযুক্‌সময়ে মাসি গতসত্ত্বো বিচেতনঃ। ৪।১৬।৩৭
প্রাচ্যে—"স তেন হৃদয়ে বালী নিহতো নিপপাত হ।
হা হতোঽস্মীতি বিক্রুশ্য ভ্রষ্টমার্গশ্চ বিহ্বলঃ।"
৪।১৫।২৯

এবিষয়ে বাল্মীকি বলিয়াছেন,—
"সুগ্রীবপ্রিয়কামেন যদহং হিংসিতস্ত্বয়া।
কণ্ঠে বদ্ধা প্রদত্তঃ স্যাময়া তব স রাবণঃ।
তত্তাং সাগরতোয়ে বা পাতালে বাপি মৈথিলীম্।
আনয়েয়মহং দর্পে শ্বেতামশ্বতরীমিব।" ৪।১৬।৪০-৪১

রাজধর্ম্মমবিজ্ঞায় গর্হিতং কর্ম্ম তে কৃতম্ ।
বৃক্ষষণ্ডে তিরোভূত্বা ত্যক্তা ময়ি সায়কম্ ॥ ৫২

যশঃ কিং লপ্স্যসে রাম চোরবৎ কৃতসঙ্গরঃ ।
যদি ক্ষত্রিয়দায়াদো মনোর্বংশসমুদ্ভবঃ ॥ ৫৩

যুদ্ধং কৃত্বা সমক্ষং মে প্রাপ্স্যসে তৎফলং তদা ।
সুগ্রীবেণ কৃতং কিং তে ময়া বা ন কৃতং কিমু ॥ ৫৪

রাবণেন হৃতা ভার্য্যা তব রাম মহাবনে ।
সুগ্রীবং শরণং যাতস্তদর্থমিতি শুশ্রুম ॥ ৫৫

বত রাম ন জানীষে মদ্বলং লোকবিশ্রুতম্ ।
রাবণং সকুলং বদ্ধা সসীতং লঙ্কয়া সহ ॥ ৫৬

আনয়ামি মুহূর্ত্তার্দ্ধাদ্ যদি চেচ্ছামি রাঘবঃ ।
ধর্ম্মিষ্ঠ ইতি লোকেঽস্মিন্ কথ্যসে রঘুনন্দন ॥ ৫৭

বানরং ব্যাধবদ্ধত্বা ধর্ম্মং কং লপ্স্যসে বদ ।
অভক্ষ্যং বানরং মাংসং হত্বা মাং কিং করিষ্যসি ॥ ৫৮

ইত্যেবং বহু ভাষন্তং বালিনং রাঘবোঽব্রবীৎ ।
ধর্ম্মস্য গোপ্তা লোকেঽস্মিংশ্চরামি সশরাসনঃ ॥ ৫৯

অধর্ম্মকারিণং হত্বা সদ্ধর্ম্মং পালয়াম্যহম্ ।
দুহিতা ভগিনী ভ্রাতুর্ভার্য্যা চৈব তথা স্নুষা ॥ ৬০

সমা যো রমতে তাসামেকামপি বিমূঢ়ধীঃ ।
পাতকী স তু বিজ্ঞেয়ঃ স বধ্যো রাজভিঃ সদা ॥ ৬১

ত্বন্তু ভ্রাতুঃ কনিষ্ঠস্য ভার্য্যায়াং রমসে বলাৎ ।
অতো ময়া ধর্ম্মবিদা হতোঽসি বনগোচরঃ ॥ ৬২

ত্বং কপিত্বান্ন জানীষে মহান্তো বিচরন্তি যৎ ।
লোকং পুনানাঃ সঞ্চারৈরতস্তান্ নাতিভাষয়েৎ ॥ ৬৩

তুমি রাজধর্ম্ম না জানিয়া আজ এই নিন্দিত কার্য্য করিয়াছ। বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে অদৃশ্যভাবে (লুকাইয়া) থাকিয়া আমার উপর বাণ নিক্ষেপ করিয়া এই যে চোরের ন্যায় তুমি যুদ্ধ করিয়াছ, হে রাম! ইহার দ্বারা তুমি কি যশ লাভ করিবে? তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান এবং মনুর বংশে উৎপন্ন হইয়াছ, যদি তুমি আমার সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে তাহা হইলে সেই যুদ্ধের ফল তুমি তখনই লাভ করিতে। সুগ্রীব তোমার কি করিয়াছে? আমিই বা তোমার কি করি নাই? ৫২-৫৪

রাম! এই দণ্ডকারণ্য মহাবনে রাবণ তোমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেইজন্য তুমি সুগ্রীবের শরণ গ্রহণ করিয়াছ, ইহা আমি শুনিয়াছি। ৫৫

রাম! জগদ্বিখ্যাত আমার বল তুমি জান নাই, ইহা আশ্চর্য্য! রাঘব! যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে মুহূর্ত্তার্দ্ধ কাল মধ্যে আমি রাবণকে সবংশে বদ্ধ করিয়া লঙ্কার সহিত সীতাকে আনিতে পারি। রঘুনন্দন! ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া এ-জগতে তুমি কথিত হও। আজ ব্যাধের ন্যায় একটি বানরকে বধ করিয়া তুমি কি ধর্ম্ম লাভ করিবে? বানর-মাংস অভক্ষ্য, (১) সুতরাং আমাকে বধ করিয়া কি করিবে? এইরূপে বালীকে বহুভাবে ভর্ৎসনা করিতে দেখিয়া রঘুনন্দন রাম তাহাকে বলিলেন,—এজগতে ধর্ম্মের রক্ষক হইয়া হস্তে ধনু ধারণ করত বিচরণ করিতেছি। আমি অধর্ম্মকারীকে বধ করিয়া সদ্ধর্ম্ম পালনকারীকে প্রতিপালন করিতেছি। কন্যা, ভগিনী, ভ্রাতৃভার্য্যা ও পুত্রবধূ,—ইহারা সকলেই সমান। যে ব্যক্তি বুদ্ধির বিভ্রমবশতঃ ইহাদের মধ্যে একজনের সহিত রমণ করে, তাহাকে মহাপাতকী (অত্র গৌতম আহ—"সখি সযোনি-সগোত্র-শিষ্যভার্য্যা-স্নুষাসু গবি চৈবং গুরুতল্পসমঃ" ইতি।) (অত্র সংবর্ত্ত আহ—"পিতৃব্য-দারগমনে ভ্রাতৃভার্য্যাগমে তথা। গুরুতল্পব্রতং কুর্য্যান্নান্যা নিষ্কৃতিরুচ্যতে।") বলিয়া জানিবে। সেই মহাপাপী রাজগণের সদা বধ্য। তুমি বল পূর্ব্বক নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাতে রমণ করিতেছ, অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিমত জানিয়াই আমি বনবাসী বানর তোমাকে বধ করিয়াছি। ৫৬-৬২

তুমি বানর, তাই জান না যে, এজগতে মহাপুরুষগণ নানা স্থানে বিচরণের দ্বারা জগৎকে পবিত্র করিতে করিতে বিচরণ করেন, অতএব তাঁহাদিগকে কোন ভাবেই ভর্ৎসনা করিতে নাই। ৬৩

(১) বাল্মীকিরামায়ণে এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়,—
"অধার্য্যং চর্ম্ম মে সদ্ভিঃ করিষ্যসি কিমস্থিভিঃ।
অভক্ষ্যং চৈব মে মাংসং ত্বাদৃশৈর্ব্রহ্মচারিভিঃ।
পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেষু রাঘব।
শশকঃ শল্লকী গোধা খড়্গঃ কূর্ম্মশ্চ পঞ্চমঃ।
অভক্ষ্যাণি চ পঞ্চৈব যানি রাম শ্রুতানি মে।
শৃগালশ্চৈব নক্রশ্চ বানরঃ কিন্নরো নরঃ।
চর্ম্ম চাস্থি চ মে রাম ন স্পৃশন্তি মনীষিণঃ।
ভক্ষ্যং নৈব চ মে মাংসং সদ্ভিঃ পঞ্চনখো হ্যহম্।"
৪।১৬।৩১-৩৪

তচ্ছ্রুত্বা ভয়সন্ত্রস্তো জ্ঞাত্বা রামং রমাপতিম্ ।
বালী প্রণম্য রভসাদ্রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৪
রাম রাম মহাভাগ জানে ত্বাং পরমেশ্বরম্ ।
অজ্ঞানতা ময়া কিঞ্চিদুক্তং তৎ ক্ষন্তুমর্হসি ॥৬৫
ত্যজাম্যসূন্ মহাযোগিদুর্লভং তব দর্শনম্ ॥ ৬৬
যন্নাম বিবশো গৃহ্নন্ ম্রিয়মাণঃ পরং পদম্ ।
যাতি সাক্ষাৎ স এবাদ্য মুমূর্ষোর্মে পুরঃ স্থিতঃ ॥ ৬৭
দেব জানামি পুরুষং ত্বাং শ্রিয়ং জানকীং শুভাম্ ।
রাবণস্য বধার্থায় জাতং ত্বাং ব্রহ্মণার্থিতম্ ॥৬৮
অনুজানীহি মাং রাম যাস্যে ত্বৎপদমুত্তমম্ ।

ইহা শ্রবণ করত বালী ভয়সন্ত্রস্ত হইয়া রামকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি নারায়ণরূপে জানিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক আবেগপূর্ণ বাক্যে এই কথা বলিলেন। ৬৪

রাম! মহাভাগ রাম! আমি তোমাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। আমি অজ্ঞানতাবশতঃ যাহা কিছু বলিয়াছি, তৎসমস্ত ক্ষমা কর। ৬৫

সাক্ষাৎ তোমার বাণের আঘাতে বিশেষতঃ তোমার সম্মুখে আজ প্রাণ ত্যাগ করিতেছি (অহো! আমার কি সৌভাগ্য!); কারণ, তোমার দর্শন যোগিগণেরও দুর্লভ। ৬৬

যাহার নাম মরণকালে অবশভাবে গ্রহণ করিয়াও মানুষ পরম পদ লাভ করে, সেই সাক্ষাৎ রাম আজ মুমূর্ষু আমার সম্মুখে বিরাজমান রহিয়াছ। ৬৭

দেব! তুমি যে পুরুষোত্তম নারায়ণ এবং জনকনন্দিনী সীতা যে সাক্ষাৎ মঙ্গলময়ী লক্ষ্মী, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। ব্রহ্মার প্রার্থনায় রাবণকে বধ করিবার জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। ৬৮

রাম! তুমি আমাকে অনুমতি কর, আমি তোমার পরম পদে গমন করিব। আমার তুল্য বলশালী পুত্র অঙ্গদ এখন বালক, তুমি তাহার উপর দয়া কর (১)। ৬৯

বিশল্যং কুরু মে রাম হৃদয়ং পাণিনা স্পৃশন্ ॥ ৬৯
তথেতি বাণমুদ্ধৃত্য রামঃ পস্পর্শ পাণিনা ।
ত্যক্ত্বা তদ্বানরং দেহমমরেন্দ্রোঽভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৭০
বালী রঘূত্তমশরাভিহতো বিমৃষ্টো
রামেণ শীতলকরেণ সুখাকরেণ ।
সদ্যো বিমুচ্য কপিদেহমবশ্যলভ্যং
প্রাপ্তঃ পরং পরমহংসগণৈর্দুরাপম্ ॥ ৭১

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

রাম! তুমি বক্ষঃস্থলে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া আমাকে শল্য-মুক্ত কর। 'তথাস্তু' বলিয়া রাম তাহার বক্ষ হইতে বাণ উদ্ধার করিয়া হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন। তখন সেই বানর দেহ ত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে অমরেন্দ্র দেহ ধারণ করিল। ৭০

রাম বাণপীড়িত বালী রঘুনাথের সুখজনক সুশীতল কর-স্পর্শে তৎক্ষণাৎ বানরদেহ ত্যাগ করিয়া পরমহংসগণের দুর্লভ এবং ভক্তবৃন্দের অবশ্য লভ্য সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন। ৭১

(১) এই অধ্যাত্মরামায়ণে কেবল অঙ্গদের উদ্দেশেই বালীর প্রার্থনা আছে, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে অঙ্গদ, তারা ও সুগ্রীব প্রভৃতির উদ্দেশে উল্লেখ করা হইয়াছে,—

"সুগ্রীবমঙ্গদঞ্চৈব তারাঞ্চৈব সুদুঃখিতাম্ ।
ভবান্ পরিগ্রহৈঃ প্রাপ্তৈর্যথাবদনুপশ্যতু ।" ৪।১৬ ৫২

বাল্মীকিরামায়ণে আরও প্রার্থনা দেখা যায়,

"সুগ্রীবে চাঙ্গদে চৈব বিধৎস্ব যদনন্তরম্ ।
ত্বং হি শাস্তা চ গোপ্তা চ ভূতানাং রঘুনন্দন ।
যা তে নরপতে বৃত্তির্ভরতে লক্ষ্মণে তথা ।
সুগ্রীবাঙ্গদয়োশ্চাপি তাং ত্বং বর্ত্তিতুমর্হসি ।
মদ্দোষকৃতদোষাঞ্চ তথা তারাং তপস্বিনীম্ ।
নাবমন্যেত সুগ্রীবস্তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ।" ৪।১৭।৫১-৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[বালিনো বধং শ্রুত্বা তারায়া বিলাপঃ, শ্রীরামস্যাদেশেন সুগ্রীবস্য কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে, অঙ্গদস্য চ যৌবরাজ্যে অভিষেকশ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।
নিহতে বালিনি রণে রামেণ পরমাত্মনা।
দুদ্রুবুর্বানরাঃ সর্ব্বে কিষ্কিন্ধ্যাং ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ১
তারামূচুর্মহাভাগে হতো বালী রণাজিরে।
অঙ্গদং পরিরক্ষাদ্য মন্ত্রিণঃ পরিণোদয় ॥ ২
চতুর্দ্বারকপাটাদীনং বদ্ধ্বা রক্ষামহে পুরীম্।
বানরাণান্তু রাজানমঙ্গদং কুরু ভামিনি ॥ ৩
নিহতং বালিনং শ্রুত্বা তারা শোকবিমূর্চ্ছিতা।
অতাড়য়ৎ স্বপাণিভ্যাং শিরো বক্ষশ্চ ভূরিশঃ ॥ ৪
কিমঙ্গদেন রাজ্যেন নগরেণ ধনেন বা।
ইদানীমেব নিধনং যাস্যামি পতিনা সহ ॥৫
ইত্যুক্ত্বা ত্বরিতা তত্র রুদন্তী মুক্তমূর্দ্ধজা।
যযৌ তারাতিশোকার্ত্তা যত্র ভর্ত্তৃকলেবরম্ ॥৬
পতিতং বালিনং দৃষ্ট্বা রক্তৈঃ পাংশুভিরাবৃতম্।
রুদতী নাথ নাথেতি পতিতা তস্য পাদয়োঃ ॥ ৭
করুণং বিলপন্তী সা দদর্শ রঘুনন্দনম্।
রাম মাং জহি বাণেন যেন বালী হতস্ত্বয়া ॥ ৮
গচ্ছামি পতিসালোক্যং পতির্মামভিকাঙ্ক্ষতে।
স্বর্গেঽপি ন সুখং তস্য মাং বিনা রঘুনন্দন ॥ ৯
পত্নীবিয়োগজং দুঃখমনুভূতং ত্বয়ানঘ।
বালিনে মাং প্রযচ্ছাশু পত্নীদানফলং ভবেৎ ॥ ১০

তৃতীয় অধ্যায়।

[বালীর বধের সংবাদ শুনিয়া তারার বিলাপ, শ্রীরামের আদেশে সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে এবং অঙ্গদের যৌবরাজ্যে অভিষেক।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পরমমাত্মা শ্রীরাম কর্ত্তৃক যুদ্ধে বালী নিহত হইলে পর অন্যান্য সমস্ত বানরগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় পলায়ন করিল। ১

তাহারা কিষ্কিন্ধ্যায় যাইয়া তারাকে বলিল,—মহাভাগে! যুদ্ধক্ষেত্রে বালী নিহত হইয়াছেন, অতএব আপনি আজ হইতে অঙ্গদকে রক্ষা করুন এবং মন্ত্রীদিগকে পরিচালিত করুন। ২

আমরা কিষ্কিন্ধ্যানগরীর চারদ্বারে কপাটাদি বন্ধ করিয়া দিয়া নগরীকে রক্ষা করিব। ভামিনি! আপনি অঙ্গদকে বানরগণের রাজা করুন। ৩

বালীকে নিহত হইতে শুনিয়া তারা শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং নিজের দুই হস্তের দ্বারা বারংবার মস্তক ও বক্ষে আঘাত করিতে লাগিলেন। ৪

তারপর বলিলেন—অঙ্গদ, রাজ্য, নগর বা ধনে আমার কি প্রয়োজন? (১) আমি এখনই পতির সহিত মৃত্যুবরণ করিব অর্থাৎ সহমৃতা হইব। ৫

এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে অতিশয় শোকাহত হইয়া তারা যথায় স্বামীর মৃতদেহ পতিত আছে, তথায় মুক্তকেশে সত্বর গমন করিলেন। ৬

রক্তাপ্লুত ও ধূলিতে আচ্ছন্ন হইয়া বালীকে ভূতলে পতিত থাকিতে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে তারা 'নাথ নাথ' এই বলিয়া তাহার পাদদ্বয়ে পতিত হইলেন। ৭

করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে সেই তারা রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন। তখন তারা বলিলেন,—(২) রাম! তুমি যে বাণের দ্বারা বালীকে নিহত করিয়াছ, সেই বাণের দ্বারা আমাকেও বধ কর। ৮

আমি পতিসমীপে গমন করিব; কারণ, তিনি আমাকে কামনা করিতেছেন। হে রঘুনন্দন! আমাকে ত্যাগ করিয়া তিনি স্বর্গেও সুখলাভ করিতে পারিবেন না। ৯

নিষ্পাপ রাম! তুমি নিজে পত্নীবিয়োগজনিত দুঃখ অনুভব করিতেছ, অতএব আমাকে সত্বর বালীর নিকট প্রেরণ কর, ইহাতে তোমার পত্নীদানের ফল লাভ হইবে। ১০

(১) তারার বাক্যরূপে বাল্মীকিরামায়ণে—
"পুত্রেণ মম কিং কার্য্যং কিং রাজ্যেন কিমাত্মনা।
কপিসিংহে মহাভাগে বিনষ্টে মম ভর্ত্তরি।
পাদমূলং গমিষ্যামি তস্যৈব বিদিতাত্মনঃ।
এবমুক্ত্বা প্রদুদ্রাব রুদতী শোকলালসা। ৪।১৮।১৮-১৯

(২) এই অধ্যাত্মরামায়ণে দেখা যায়—তারা শ্রীরামকে বলিলেন, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে আছে—তারা সুগ্রীবকে বলিলেন। যথা,—
"সাধু মামপি সুগ্রীব পরিত্যাজয় জীবিতম্।
ধিক্ মে সংপতিহীনায়াঃ কৃপণং জীবিতং প্রিয়াঃ।
হতৈবাহং ত্বয়া পূর্ব্বং নিহতা দয়িতং মম।
পরং হি মরণং স্ত্রীণাং লোকে পতিবধেন তু। ৪।১১।৩৫-৩৬

সুগ্রীব ত্বং সুখং রাজ্যং দাপিতং বালিঘাতিনা।
রামেণ রুময়া সার্দ্ধং ভুঙ্ক্ষ্ব সাপত্নবর্জ্জিতম্ ॥ ১১
ইত্যেবং বিলপন্তী তাং তারা রামো মহামনাঃ।
সান্ত্বয়ামাস দয়য়া তত্ত্বজ্ঞানোপদেশতঃ ॥ ১২
শ্রীরাম উবাচ।
কিং ভীরু শোচসি ব্যর্থং শোকস্যাবিষয়ং পতিম্।
পতিস্তবায়ং দেহো বা জীবো বা বদ তত্ত্বতঃ ॥ ১৩
পঞ্চাত্মকো জড়ো দেহস্ত্বঙ্মাংসরুধিরাস্থিমান্।
কালকর্ম্মগুণোৎপন্নঃ সোঽপ্যাস্তেঽদ্যাপি তে পুরঃ ॥ ১৪
মন্যসে জীবমাত্মানং জীবস্তর্হি নিরাময়ঃ।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন তিষ্ঠতি ন গচ্ছতি ॥ ১৫
ন স্ত্রী পুমান্ বা ষণ্ডো বা জীবঃ সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ।
এক এবাদ্বিতীয়োঽয়মাকাশবদলেপকঃ।
নিত্যো জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ স কথং শোকমর্হতি ॥১৬
তারোবাচ।
দেহোঽচিৎকাষ্ঠবদ্ রাম জীবো নিত্যশ্চিদাত্মকঃ।
সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ কস্য তদ্ রাম মে বদ ॥ ১৭
শ্রীরাম উবাচ।
অহঙ্কারাদিসম্বন্ধো যাবদ্দেহেন্দ্রিয়ৈঃ সহ।
সংসারস্তাবদেব স্যাদাত্মনস্ত্ববিবেকিনঃ ॥ ১৮
মিথ্যারোপিতসংসারো ন স্বয়ং বিনিবর্ত্ততে।
বিষয়ান্ ধ্যায়মানস্য স্বপ্নে মিথ্যাগমো যথা ॥ ১৯
অনাদ্যবিদ্যাসম্বন্ধাৎ তৎকার্য্যাহঙ্কৃতেস্তথা।
সংসারোঽপার্থকোঽপি স্যাদ্ রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ ॥ ২০
মন এব হি সংসারো বন্ধশ্চৈব মনঃ শুভে।
আত্মা মনঃসমানত্বমেত্য তদ্‌গতবন্ধভাক্ ॥ ২১

সুগ্রীব! বালিঘাতী এই রাম তোমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, অতএব তুমি এই নিষ্কণ্টক রাজ্য পত্নী রুমার সহিত সুখে উপভোগ কর। ১১

এইরূপে বিলাপরতা সেই তারাকে মহামনা শ্রীরাম দয়া করিয়া তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। ১২

শ্রীরাম বলিলেন,—ভীরু! তুমি কেন বৃথা শোক করিতেছ? তোমার পতির জন্য শোকের কিছু নাই; কারণ এই (পতিত বালীর) দেহ তোমার পতি কিংবা জীব? ইহা তুমি যথাযথভাবে চিন্তা করিয়া বল। ১৩

যদি তুমি এই দেহকে পতি বল, তাহা হইলে (সেই দেহের জন্য শোক করিবার কি আছে? কারণ,) ত্বক্ (চর্ম্ম), মাংস রক্ত ও অস্থি (হাড়)-যুক্ত, পঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূতাত্মক এবং কাল, কর্ম্ম ও সত্ত্বাদি গুণত্রয়োৎপন্ন জড় দেহ এখনও সম্মুখে বিদ্যমান আছে। ১৪

আর যদি তুমি জীবাত্মাকে পতি বলিয়া মনে কর, তথাপি শোকের কিছু নাই; কারণ, এই জীব নিরাময়—রোগাদি উপদ্রব শূন্য। তিনি (সেই জীব) জন্মান না, মরেন না, অবস্থান করেন না ও গমন করেন না। ১৫

এই জীব স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন এবং ক্লীবও নহেন। এই জীব সর্ব্বগত, অব্যয়, একমাত্র, অদ্বিতীয়, আকাশের ন্যায় নির্লেপ, নিত্য, জ্ঞানময় ও শুদ্ধ; সুতরাং ইনি কিরূপে শোকযোগ্য হইবেন? ১৬

তারা বলিলেন,—রাম! এই দেহ যদি কাষ্ঠবৎ অচেতন এবং জীব জ্ঞানময় নিত্য বস্তু হন, তাহা হইলে সুখদুঃখাদি ভোগ কাহার হইয়া থাকে? ইহা আমার নিকট বল। ১৭

শ্রীরাম বলিলেন,—বিবেক অর্থাৎ তত্ত্ববিচার করিবার ক্ষমতা না থাকায় যে পর্য্যন্ত দেহ ও ইন্দ্রিয় সহিত অহঙ্কারাদির সম্বন্ধ থাকে, সেই পর্য্যন্ত জীবাত্মার সংসার স্বয়ং নিবৃত্ত হয় না। যেরূপ নানাবিধ বিষয়সমূহের চিন্তাকারী মানুষের স্বপ্নাবস্থায় সেই সব চিন্তিত বিষয়ের মিথ্যা সমাগম হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় ও দেহাদির দ্বারা আবদ্ধ জীবাত্মা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা প্রেরিত হইয়া অলীক বিষয়সমূহ ভাবনা করিতে করিতে সেই সব বিষয় ক্ষণকালের জন্য প্রাপ্ত হইয়া বিবেকহীনতাবশতঃ স্বয়ং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। (শ্রীভগবান্ এই স্থলে ইহাই ইঙ্গিত করিয়া দিলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান না হইলে সংসার হইতে নিবৃত্তি হয় না, এই কারণে গুরুকরণ প্রয়োজন। গুরুপ্রদর্শিত পথে সাধনার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়)। ১৮-১৯

জীবাত্মা অনাদি অবিদ্যার সহিত সংসর্গবশতঃ (অথবা অনাদিকাল হইতে অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ থাকায়) তৎকার্য্য অহঙ্কারের দ্বারা আবৃত থাকায় দেহাভিমানী হইয়া রাগ-দ্বেষাদি পরিব্যাপ্ত নিরর্থক অর্থাৎ মিথ্যা সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। ২০

শুভে! মনই (অন্তঃকরণই) হইল সংসার (সংসারের কারণ), মন বন্ধন অর্থাৎ বন্ধনের হেতু; (মন এব মনুষ্যাণাং

যথা বিশুদ্ধঃ স্ফটিকোঽলক্তকাদিসমীপতঃ ।
তত্তদ্বর্ণযুতো ভাতি বস্তুতো নাস্তি রঞ্জনম্ ॥ ২২
বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিসামীপ্যাদাত্মনঃ সংসৃতির্বলাৎ ।
আত্মা স্বলিঙ্গন্তু মনঃ পরিগৃহ্য তদুদ্ভবান্ ॥ ২৩
কামান্ জুষন্ গুণৈর্বদ্ধঃ সংসারে বর্ত্ততেঽবশঃ ।
আদৌ মনো গুণান্ সৃষ্ট্বা ততঃ কর্ম্মাণ্যনেকধা ॥২৪
শুক্ললোহিতকৃষ্ণানি গতয়স্তৎসমানতঃ ।
এবং কর্ম্মবশাজ্জীবো ভ্রমত্যাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২৫
সর্ব্বোপসংহৃতৌ জীবো বাসনাভিঃ স্বকর্ম্মভিঃ ।
অনাদ্যবিদ্যাবশগস্তিষ্ঠত্যভিনিবেশতঃ ॥ ২৬
সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ববাসনামানসৈঃ সহ ।
জায়তে পুনরপ্যেবং ঘটীযন্ত্রমিবাবশঃ ॥ ২৭

কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ। গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে।) আর জীবাত্মা সেই মনের সহিত মিলিত হইয়া মনোগত সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিতে করিতে বন্ধন প্রস্ত হয়। ২১

যেরূপ বিশুদ্ধ স্ফটিক মণি স্বতই শুভ্রবর্ণ হইলেও অলক্তাদি দ্বারা সংযুক্ত হইলে তত্তদ্বর্ণে বর্ণান্তরিত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সেই সেই বর্ণ স্ফটিক মণির স্বাভাবিক বর্ণ নহে, সেইরূপ আত্মা সংসার ধর্ম্মবিশিষ্ট বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বর্গের সান্নিধ্যে অবস্থান করায় তাহাদের বশীভূত হইয়া আত্মার সংসার অর্থাৎ আত্মা সংসারী লোকে ইহা ভাবিয়া থাকে। এই আত্মা মনকে নিজের চিহ্নরূপে অর্থাৎ অভিব্যঞ্জকরূপে স্বীকার করিয়া মনোবিলাসজাত ভোগসমূহ উপভোগ করিতে করিতে সত্ত্বাদি গুণসমূহের দ্বারা বদ্ধ হইয়া অবশভাবে সংসারে (দেহে) অবস্থান করেন। প্রথমে জীবাত্মা মনের (অন্তঃকরণের) রাগ-দ্বেষাদি গুণসমূহ উৎপন্ন করিয়া তাহারপর গুণানুগত বহুবিধ কর্ম্মসকল সৃষ্টি করেন। সেই সব কর্ম্ম শুক্ল (হিংসাদিরহিত জপধ্যানাদি কর্ম্ম), লোহিত (হিংসামিশ্রিত পশুবধাদিরূপ যাগাদি কর্ম্ম) এবং কৃষ্ণ (পাপ কর্ম্ম) ভেদে ত্রিবিধ। এই সমস্ত কর্ম্ম আবার সত্ত্বগুণানুগত শুক্ল, রজোগুণানুগত লোহিত এবং তমোগুণানুগত কৃষ্ণ—ইহা বুঝিতে হইবে। এই সব কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের সমান গতিলাভ হয় অর্থাৎ শুক্ল কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তিরূপ উত্তম গতি, লোহিত কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ মধ্যম গতি ও কৃষ্ণ কর্ম্মের দ্বারা নরক প্রাপ্তিরূপ অধম (অধো) গতি লাভ হয়। এইরূপ কর্ম্মবশতঃ জীব প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে থাকে। ২২-২৫

তারপর জগৎ প্রলয় প্রাপ্ত হইলে জীব নিজ নিজ বাসনা ও

যদা পুণ্যবিশেষেণ লভতে সঙ্গতিং সতাম্ ।
মদ্ভক্তানাং সুশান্তানাং তদা মদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ২৮
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা দুর্লভা জায়তে ততঃ ।
ততঃ স্বরূপবিজ্ঞানমনায়াসেন জায়তে ॥ ২৯
তদাচার্য্যপ্রসাদেন বাক্যার্থজ্ঞানতঃ ক্ষণাৎ ।
দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাহঙ্কৃতিভ্যঃ পৃথক্স্থিতম্ ॥ ৩০
স্বাত্মানুভাবতঃ সত্যমানন্দাত্মানমদ্বয়ম্ ।
জ্ঞাত্বা সদ্যো ভবেন্মুক্তঃ সত্যমেব ময়োদিতম্ ॥ ৩১
এবং ময়োদিতং সম্যগালোচয়তি যোঽনিশম্ ।
তস্য সংসারদুঃখানি ন স্পৃশন্তি কদাচন ॥ ৩২
ত্বমপ্যেতন্ময়া প্রোক্তমালোচয় বিশুদ্ধধীঃ ।
ন স্পৃশ্যসে দুঃখজালৈঃ কর্ম্মবন্ধাদ্ বিমোক্ষসে ॥৩৩

কর্ম্মসমূহের দ্বারা অনাদি অবিদ্যার বশীভূত হইয়া তাহাতেই লীন হইয়া থাকে। ২৬

তারপর যখন পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন পূর্ব্ব বাসনা ও কর্ম্মসকলের সংস্কারযুক্ত হইয়া জগতে আবার জন্মগ্রহণ করে। এইভাবে ঘটীযন্ত্রের ('উদ্‌ঘাটনং ঘটীযন্ত্রং সলিলোদ্‌বাহনং গ্রহেঃ।') অর্থাৎ কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্রের ন্যায় অবশভাবে কেবল জন্ম-মরণ চক্রে ঘুরিতে থাকে। ২৭

যখন জীব নিজের বিশেষ পুণ্য কর্ম্মফলে অতিশয় শান্ত (ধীর) আমার ভজনপরায়ণ সজ্জনগণের সঙ্গলাভ করে, তখন আমার বিষয়ে তাহার বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। ২৮

ইহাতে আমার কথা শুনিবার দুর্লভ শ্রদ্ধা জন্মায়। তদনন্তর অনায়াসে আত্মজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ২৯

সেই সময় শ্রীগুরুর করুণায় 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ বাক্যসমূহের প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত হইয়া স্বদেহে অনুভববশতঃ ক্ষণকালের মধ্যে আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়বর্গ, মন, প্রাণ ও অহঙ্কার হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত, সত্য, আনন্দময় এবং অদ্বিতীয় জানিয়া তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া যায়। আমি এই যে তত্ত্ব তোমাকে বলিলাম, তাহা সত্য বলিয়াই জানিবে। ৩০-৩১

যে ব্যক্তি মৎকথিত এই তত্ত্বপূর্ণ বাক্য সতত বিশেষ ভাবে আলোচনা করে, তাহাকে সংসারের দুঃখসকল কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। ৩২

অতএব তুমি বিশুদ্ধচিত্তে আমার দ্বারা কথিত এই তত্ত্ব আলোচনা কর, ইহাতে তুমিও কখনও দুঃখসমূহে স্পৃষ্ট হইবে না এবং কর্ম্মবন্ধন অর্থাৎ কর্ম্মকৃতসংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। ৩৩

পূর্ব্বজন্মনি তে শুভ্রু কৃতা মদ্ভক্তিরুত্তমা ।
অতস্তব বিমোক্ষায় রূপং মে দর্শিতং শুভে ॥ ৩৪
ধ্যাত্বা মদ্রূপমনিশমালোচয় ময়োদিতম্ ।
প্রবাহপতিতং কার্য্যং কুর্ব্বত্যপি ন লিপ্যসে ॥ ৩৫
শ্রীরামেণোদিতং সর্ব্বং শ্রুত্বা তারাতিবিস্মিতা ।
দেহাভিমানজং শোকং ত্যক্ত্বা নত্বা রঘূত্তমম্ ॥ ৩৬
আত্মানুভবসন্তুষ্টা জীবন্মুক্তা বভূব হ ।
ক্ষণসঙ্গমমাত্রেণ রামেণ পরমাত্মনা ॥ ৩৭
অনাদিবন্ধং নির্দ্ধূয় মুক্তা সাপি বিকল্মষা ।
সুগ্রীবোঽপি চ তচ্ছ্রুত্বা রামবক্ত্রাৎ সমীরিতম্ ॥ ৩৮
জহাবজ্ঞানমখিলং স্বস্থচিত্তোঽভবৎ তদা ।
ততঃ সুগ্রীবমাহেদং রামো বানরপুঙ্গবম্ ॥ ৩৯
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য পুত্রেণ যদযুক্তং সাম্পরায়িকম্ ।

সুভ্রু। তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি-পরায়ণা হইয়া আমার আরাধনাদি করিয়াছিলে; কল্যাণি! সেইহেতু তোমার মুক্তির জন্য আমি আমার দিব্য স্বরূপ অর্থাৎ রামরূপ দর্শন করাইলাম। তুমি আমার এই রূপ ধ্যান করিতে করিতে সতত মৎকথিত এই উপদেশ আলোচনা কর, তাহা হইলে সংসারে ধারাবাহিকভাবে উপস্থিত কার্য্য করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হইবে না। ৩৪-৩৫

শ্রীরাম কর্ত্তৃক কথিত এই তত্ত্বপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া তারা অত্যন্ত বিস্মিতা হইল। তখন তিনি দেহাভিমানজনিত শোক ত্যাগ করিয়া রঘুত্তম রামকে প্রণাম করত আত্মানুভব অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হওয়ায় সন্তুষ্ট হইয়া জীবন্মুক্তা হইলেন। পরমাত্মা শ্রীরামের ক্ষণকাল সঙ্গলাভ করিয়া সেই তারা অনাদিকালের সংসার বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া নিষ্পাপ হইলেন এবং মুক্তি লাভ করিলেন। সুগ্রীবও শ্রীরামের বদননির্গত সেই উপদেশ শ্রবণ করিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করত স্বস্থচিত্ত হইলেন। তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে এই কথা বলিলেন। ৩৬-৩৯

সখে। তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর পুত্র অঙ্গদের সহিত মিলিত হইয়া আমার আজ্ঞানুসারে বালীর যথোচিত সংস্কার প্রভৃতি পারলৌকিক সমস্ত কার্য্য বিধানানুসারে সম্পাদন কর। ৪০

তখন সুগ্রীব 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া বলশালী প্রধান প্রধান

(১) বাল্মীকিরামায়ণে বালীকে শিবিকায় স্থাপন কথিত হইয়াছে, যথা—

ততো বালিনমুদ্যম্য সুগ্রীবঃ শিবিকাং তদা ।
আরোপয়দতিক্রোশন্নঙ্গদেন সহ প্রভুঃ । ৪।২৪।২২

কুরু সর্ব্বং যথান্যায়ং সংস্কারাদি মমাজ্ঞয়া ॥ ৪০
তথেতি বলিভির্মুখ্যৈর্বানরৈঃ পরিগৃহ্য তম্ ।
বালিনং পুষ্পকে ক্ষিপ্ত্বা সর্ব্বরাজোপচারকৈঃ ॥ ৪১
ভেরীদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্ব্রাহ্মণৈর্মন্ত্রিভিঃ সহ ।
যূথপৈর্বানরৈঃ পৌরৈস্তারয়া চাঙ্গদেন চ ॥ ৪২
গত্বা চকার তৎ সর্ব্বং যথাশাস্ত্রং প্রযত্নতঃ ।
স্নাত্বা জগাম রামস্য সমীপং মন্ত্রিভিঃ সহ ॥ ৪৩
নত্বা রামস্য চরণৌ সুগ্রীবঃ প্রাহ হৃষ্টধীঃ ।
রাজ্যং প্রশাধি রাজেন্দ্র বানরাণাং সমৃদ্ধিমৎ ॥ ৪৪
দাসোঽহং তে পাদপদ্মং সেবে লক্ষ্মণবচ্চিরম্ ।
ইত্যুক্তো রাঘবঃ প্রাহ সুগ্রীবং সস্মিতং বচঃ ॥ ৪৫
ত্বমেবাহং ন সন্দেহঃ শীঘ্রং গচ্ছ মমাজ্ঞয়া ।
পুররাজ্যাধিপত্যে ত্বং স্বাত্মানমভিষেচয় ॥ ৪৬

বানরগণের দ্বারা বালীকে তুলাইয়া সমস্ত রাজোচিত উপচার-সমূহে বিভূষিত করিয়া পুষ্পকবিমানতুল্য বিমানে (১) স্থাপন পূর্ব্বক ভেরী ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যসমূহের ধ্বনিসংযোগে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী, বানরযূথপতিগণ ও পৌরবর্গে এবং তারা ও অঙ্গদের সহিত গমন করত অতিশয় যত্নসহকারে শাস্ত্রবিধি অনুসারে বালীর সমস্ত পারলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তারপর সুগ্রীব স্নান (২) করত মন্ত্রিগণের সহিত রামের নিকটে গমন করিলেন। ৪১-৪৩

তারপর রামের শ্রীচরণদ্বয়ে প্রণাম করত হৃষ্টচিত্তে এই কথা বলিলেন,—রাজেন্দ্র! তুমি বানরগণের এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য শাসন কর। ৪৪

আমি তোমার দাস, লক্ষ্মণের স্থায় আমি তোমার শ্রীপাদ-পদ্ম সেবা করিব। সুগ্রীব এই কথা বলিলে পর শ্রীরাম ঈষৎহাস্যে সুগ্রীবকে ইহা বলিলেন। ৪৫

সখে। তুমিই আমি অর্থাৎ আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার আদেশানুসারে তুমি শীঘ্র গমন কর এবং কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর রাজ্যে নিজেকে অধিপতিপদে অভিষিক্ত কর। ৪৬

(২) সুগ্রীবাদি সকলে পম্পা সরোবরে স্নান করিয়াছিলেন। বাল্মীকিরামায়ণে উহা স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,—

"বালিনং তে তু সংস্কৃত্য বিধিপূর্ব্বং প্লবঙ্গমাঃ ।
আজগ্মুরুদকং কর্ত্তুং পম্পাং শীতজলাং শুভাম্ ।
ততঃ কৃতোদকাঃ সর্ব্বে পম্পায়াং ক্লিন্নবাসসঃ ।
আজগ্মু রাঘবং দ্রষ্টুং লক্ষ্মণঞ্চ মহৌজসম্ ।
৪।২০।৩-৪৪

নগরং ন প্রবেক্ষ্যামি চতুর্দ্দশ সমাঃ সখে।
আগমিষ্যতি মে ভ্রাতা লক্ষ্মণঃ পত্তনং তব ॥ ৪৭
অঙ্গদং যৌবরাজ্যে ত্বমভিষেচয় সাদরম্।
অহং সমীপে শিখরে পর্ব্বতস্য সহানুজঃ ॥ ৪৮
বৎস্যামি বর্ষ দিবসান্ ততস্ত্বং যত্নবান্ ভব।
কিঞ্চিৎকালং পুরে স্থিত্বা সীতায়াঃ পরিমার্গণে ॥ ৪৯
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাহ সুগ্রীবো রামপাদয়োঃ।
যদাজ্ঞাপয়সে দেব তৎ তথৈব করোম্যহম্ ॥ ৫০
অনুজ্ঞাতস্তু রামেণ সুগ্রীবস্তু সলক্ষ্মণঃ।

সখে। আমি চৌদ্দ বৎসর বৎসর যাবৎ কোনও নগরে প্রবেশ করিব না। আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণ তোমার নগরে গমন করিবে। ৪৭

তুমি অঙ্গদকে আদর সহকারে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করিবে। আমি নিকটেই পর্ব্বতের শিখরে বর্ষাকালের দিনগুলি (১) অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বাস করিব। তুমি সেই সময় পর্য্যন্ত নগরে বাস করিয়া পরে সীতান্বেষণে যত্নবান্ হইও।৪৮-৪৯

তখন সুগ্রীব শ্রীরামের পাদযুগলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—তুমি যাহা আজ্ঞা করিলে আমি তাহা সেইরূপেই প্রতিপালন করিব। ৫০

(১) 'বর্ষাকালের দিনগুলি' ইহাতে সাধারণভাবে বুঝায় শ্রাবণ ও ভাদ্রমাস, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়—

"অনুজ্ঞাতশ্চ রামেণ কিষ্কিন্ধ্যাং প্রবিবেশ হ।
চতুরো বার্ষিকান্ মাসানুষিত্বা সময়েন সঃ।"

এই বাক্যের দ্বারা শ্রাবণাদি চার মাস সমর্থিত হইতেছে।"ঋতুর্ঃ সংবৎসরঃ" এই মতাবলম্বন করিয়া শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক—এই চারমাস বুঝিতে হইবে। অগ্নিপুরাণে দেখা যায়—"তচ্ ক্রত্বা মাল্যবৎপৃষ্ঠে চাতুর্ম্মাস্যং চকার সঃ।" ৯।৫ আষাঢ় সংক্রান্তি হইতে চাতুর্ম্মাস্যব্রতের বিধান থাকায় এই অগ্নিপুরাণের বাক্যের দ্বারা শ্রাবণাদি চারিমাসই সমর্থিত হইতেছে। সুগ্রীবের সহিত শ্রীরাম যে শপথ করিয়াছিলেন, বাল্মীকিরামায়ণবর্ণিত সেই শপথবাক্যেও চারিমাসই উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

"প্রথমো বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাপ্লুতঃ।
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারো মাসাশ্চ বার্ষিকা ইমে।
নায়মুদ্যোগসময়ঃ প্রবিশ ত্বং পুরীমিমাম্।
ইহ বৎস্যাম্যহং সৌম্য পর্ব্বতে নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।"
৪।২৫।১২-১৩

• • • •

"কার্ত্তিকী সমতিক্রম্য ত্বং রাবণ বধে যত" ৪।২৫।১৫

গত্বা পুরং তথা চক্রে যথা রামেণ চোদিতঃ ॥ ৫১
সুগ্রীবেণ যথান্যায়ং পূজিতো লক্ষ্মণস্তদা।
আগত্য রাঘবং শীঘ্রং প্রণিপত্যোপতস্থিবান্ ॥ ৫২
ততো রামো জগামাশু লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
প্রবর্ষণগিরের্ব্বর্দ্ধং শিখরং ভূরিবিস্তরম্ ॥ ৫৩
তত্রৈকং গহ্বরং দৃষ্ট্বা স্ফটিকং দীপ্তিমচ্ছুভম্।
বর্ষবাতাতপসহং ফলমূলসমীপগম্
বাসায় রোচয়ামাস তত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ ৫৪

শ্রীরাম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে গমন করত রাম যেরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিলেন। ৫১

সেই সময় লক্ষ্মণ সুগ্রীব কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পূজিত হইয়া সত্বর রামের নিকট আগমন করত প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার নিকট অবস্থান করিলেন। ৫২

তদনন্তর শ্রীরাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া প্রবর্ষণ পর্ব্বতের (১) অতি বিস্তৃত উচ্চ পর্ব্বতশিখরে গমন করিলেন। ৫৩

তথায় শ্রীরামচন্দ্র স্ফটিকমণিময় অতি সমুজ্জ্বল সুন্দর একটি গুহা দেখিতে পাইলেন। এই গুহার সমীপেই ফলমূল রহিয়াছে এবং উহা বর্ষার বৃষ্টি ও প্রখর রৌদ্রের তাপ নিবারণ করিতে সমর্থ। লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরাম তথায় বাস করিতে মনস্থ করিলেন। ৫৪

"এষ নঃ সময়ঃ সৌম্য প্রবিশ ত্বং পুরীং শুভাম্।" ৪।২৫।১৬

(২) মহামতি টীকাকার শ্রীনরোত্তমমহোদয় এই প্রবর্ষণ গিরির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—"প্রবর্ষণগিরিরিতি। জরাসন্ধভয়াৎ প্রপলায্য রাম-কৃষ্ণৌ যমারূঢ়ৌ, স প্রবর্ষণগিরিঃ।" শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে এই প্রবর্ষণ পর্ব্বতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যাহা কথিত হইয়াছে,—"প্রদ্রুত্য দূরং সংশ্রান্তৌ তুঙ্গমারোহতাং গিরিম্। প্রবর্ষণাখ্যং ভগবান্ নিত্যদা যত্র বর্ষতি"। ৫২।১০

কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন,—

"অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে প্রবিষ্টে বানরে গুহাম্। আজগাম সহ ভ্রাত্রা রামঃ প্রস্রবণং গিরিম্"। ৪।২৬।১

পূর্ব্বোক্ত অগ্নিপুরাণের বাক্যে ("তচ্ ক্রত্বা মাল্যবৎপৃষ্ঠে চাতুর্ম্মাস্যং চকার সঃ"।) দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র মাল্যবান্ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই প্রবর্ষণ, প্রস্রবণ ও মাল্যবান্ একই পর্ব্বতের নাম, কিংবা ভিন্ন ভিন্ন তিনটি পর্ব্বত ইহা বুঝিতে পারিলাম না। এ সম্বন্ধে ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়।

দিব্যমূলফলপুষ্পসংযুতে
মৌক্তিকোপমজলৌঘপল্বলে।
চিত্রবর্ণমৃগপক্ষিশোভিতে
পর্ব্বতে রঘুকুলোত্তমোঽবসৎ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাম দিব্য মূল, ফল ও পুষ্পসমূহে সংযুক্ত মুক্তাসদৃশ স্বচ্ছজলপূর্ণ সরোবরবিরাজিত এবং বিচিত্র বর্ণের নানা পশু পক্ষিগণে পরিশোভিত সেই পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। ৫৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে উমামহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

[বানরসেনা আনেতুং সুগ্রীবেণ চতুর্দিক্ষু দূতানাং প্রেষণম্]

শ্রীমহাদেব উবাচ।
তত্র বার্ষিকদিনানি রাঘবো
লীলয়া মণিগুহাসু সঞ্চরন্।
পক্বমূলফলভোগতোষিতো
লক্ষ্মণেন সহিতোঽবসৎ সুখম্ ॥ ১
বাতভুগ্নজলপূরিতমেঘা-
নম্তরস্তনিতবৈদ্যুতগর্ভান্।
বীক্ষ্য বিস্ময়মগাদগজপৃষ্ঠান্
যদ্বদাহিতসুকাঞ্চনকক্ষান্ ॥ ২
নবঘাসং সমাসাদ্য হৃষ্টপুষ্টমৃগদ্বিজাঃ।
ধাবন্তঃ পরিতো রামং বীক্ষ্য বিস্ফারিতেক্ষণাঃ ॥৩
ন চলন্তি সদা ধ্যাননিষ্ঠা ইব মুনীশ্বরাঃ।
রামং মানুষরূপেণ গিরিকাননভূমিষু ॥ ৪
চরন্তং পরমাত্মানং জ্ঞাত্বা সিদ্ধগণা ভুবি।
মৃগপক্ষিগণা ভূত্বা রামমেবানুসেবিরে ॥ ৫
সৌমিত্রিরেকদা রামমেকান্তে ধ্যানতৎপরম্।
সমাধিবিরমে ভক্ত্যা প্রণয়াদ্ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৬
অব্রবীদ্দেব তে বাক্যাৎ পূর্ব্বোক্তাদ্ বিগতো মম।
অনাদ্যবিদ্যাসম্ভূতঃ সংশয়ো হৃদি সংস্থিতঃ ॥ ৭

চতুর্থ অধ্যায়।

[বানর-সৈন্যদিগকে আনিবার জন্য সুগ্রীব কর্ত্তৃক চতুর্দিকে দূতসকল প্রেরণ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—রঘুবংশধর রাম সেই প্রবর্ষণ পর্ব্বতের মণিময় গুহাসমূহে লীলাচ্ছলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পক্ব ফলমূলাদি ভোজনের দ্বারা সন্তোষ লাভ করত বর্ষাকালের দিনসকল লক্ষ্মণের সহিত সুখে তথা বাস করিতে লাগিলেন। ১

তারপর এক দিন শ্রীরাম সুবর্ণময় পৃষ্ঠাস্তরণ পরিশোভিত হস্তিদলের ন্যায় প্রতীয়মান বিদ্যুৎপ্রভায় বিদ্যোতিত ও বজ্র-নির্ঘোষযুক্ত বায়ুচালিত জলপূরিত মেঘমণ্ডল অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। ২

নূতন ঘাস ভক্ষণ করিয়া হৃষ্ট-পুষ্টাঙ্গ পশুগণ ও পক্ষিসকল চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তথায় শ্রীরামকে দর্শন করিয়া তাহাদের চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ৩

ধ্যাননিষ্ঠ মুনিশ্রেষ্ঠগণের ন্যায় তাহারা নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। পরমাত্মা মনুষ্যাকারে 'রাম'-রূপ ধারণ করিয়া পর্ব্বতে বনভূমিসমূহে বিচরণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া সিদ্ধ পুরুষগণ পশু ও পক্ষীর রূপ ধারণ করত সেই শ্রীরামেরই অনুগামী হইয়া রহিলেন। ৪ ৫

সেই সময় একদিন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ নির্জনে ধ্যাননিষ্ঠ শ্রীরামকে সমাধি অবসানের পর ভক্তিসহকারে প্রণাম করত প্রণয়বশতঃ বিনীত হইয়া বলিলেন,– দেব। আপনার পূর্ব্ব কথিত জ্ঞানগর্ভ বাক্যে আমার হৃদয়স্থিত অনাদি অবিদ্যাপ্রসূত সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছিল। রাঘব। এখন আমি জানিতে ইচ্ছা করি, যোগিগণ যেভাবে কর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া এই লোকে আপনার আরাধনা করেন, সেই কর্ম্মমার্গ আমায় উপদেশ করুন। কারণ, ইহাকেই সদা মুক্তির সাধন বলিয়া যোগিগণ অভিহিত করেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা, ব্যাসদেব এবং নারদও বলিয়াছেন, ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের এবং

ইদানীং জ্ঞাতুমিচ্ছামি ক্রিয়ামার্গেণ রাঘব।
ভবদারাধনং লোকে যথা কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ ॥ ৮
ইদমেব সদা প্রাহুর্যোগিনো মুক্তিসাধনম্।
নারদোঽপি তথা ব্যাসো ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ ॥ ৯
ব্রহ্মক্ষত্রাদিবর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ মোক্ষদম্।
স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ রাজেন্দ্র সুলভং মুক্তিসাধনম্।
তব ভক্তায় মে ভ্রাত্রে ব্রূহি লোকোপকারকম্ ॥ ১০

শ্রীরাম উবাচ।

মম পূজাবিধানস্য নান্তোঽস্তি রঘুনন্দন।
তথাপি বক্ষ্যে সংক্ষেপাদ্ যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥১১
স্বগৃহ্যোক্তপ্রকারেণ দ্বিজত্বং প্রাপ্য মানবঃ।
সকাশাৎ সদ্‌গুরোর্ম্মন্ত্রং লব্ধ্বা মদ্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১২
তেন সন্দর্শিতবিধির্মামেবারাধয়েৎ সুধীঃ।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রম-বাসিগণের মুক্তিপ্রদ। রাজেন্দ্র! স্ত্রী ও শূদ্রদিগেরও সুলভে মুক্তি দানকারী এই সাধন। আমি আপনার ভজনপরায়ণ ভ্রাতা, লোকসমূহের উপকারকারী এই সাধন আমাকে বলুন। ৬-১০

শ্রীরাম বলিলেন,—রঘুনন্দন লক্ষ্মণ! আমার পূজার বিধানের শেষ নাই, তথাপি আমি সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক যথাযথ সেই বিধান বলিব। ১১

মানুষ স্বগৃহ্যোক্ত অনুসারে* দ্বিজত্ব লাভ করিয়া অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারের পর আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া সদ্‌গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র (রামমন্ত্র) লাভ করত তাঁহার দ্বারা সন্দর্শিত বিধি অনুসারে উত্তম ধ্যাননিষ্ঠ মানব আমারই আরাধনা করিবে। নিরলস হইয়া মানুষ নিজ মানসে, অগ্নিতে, প্রতিমাতে, ব্রাহ্মণে, সূর্য্যমণ্ডলে কিংবা শালগ্রামশিলায় আমার পূজা করিবে। (১) দেহশুদ্ধির জন্য প্রথমে বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে মৃত্তিকালেপন প্রভৃতি করিয়া বিধি অনুসারে প্রাতঃস্নান করিবে। তদনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি সন্ধ্যাবন্দনাদি (তর্পণ, হোম, শ্রাদ্ধ ও স্বাধ্যায়) যে সব নিত্য কর্ম্ম আছে, তৎ সমস্ত বিধি অনুসারে সম্পন্ন করিবে। ১২-১৫

* বেদোক্ত নিত্য কর্ম্মবিধায়ক ঋষিকৃত উপদেশ গ্রন্থ-বিশেষের নাম গৃহ্য।

(১) "পূজা শ্রীরামচন্দ্রস্য কোটি-কোটিগুণাধিকা।
প্রতিমায়াঞ্চ যন্ত্রে বা ভূমাবগ্নৌ বিবস্বতি।
জলে বা হৃদয়ে বাপি বিধায়াবাহয়েদ্রহঃ।"

হৃদয়ে বানলে বার্চ্চেৎ প্রতিমাদৌ বিভাবসৌ ॥ ১৩
শালগ্রামশিলায়াং বা পূজয়েন্মামতন্দ্রিতঃ।
প্রাতঃস্নানং প্রকুর্ব্বীত প্রথমং দেহশুদ্ধয়ে ॥ ১৪
বেদতন্ত্রোদিতৈর্মন্ত্রৈর্ম্মৃল্লেপনবিধানতঃ।
সন্ধ্যাদিকর্ম্ম যন্নিত্যং তৎ কুর্য্যাদ্ বিধিনা বুধঃ ॥ ১৫
সঙ্কল্পমাদৌ কুর্ব্বীত সিদ্ধ্যর্থং কর্ম্মণাং সুধীঃ।
স্বগুরুং পূজয়েদ্ভক্ত্যা মদ্‌বুদ্ধ্যা পূজকো মম ॥১৬
শিলায়াং স্নপনং কুর্য্যাৎ প্রতিমাসু প্রমার্জ্জনম্।
প্রসিদ্ধৈর্গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্মৎপূজা সিদ্ধিদায়িকা ॥ ১৭
অমায়িকোঽনুবৃত্ত্যা মাং পূজয়েন্নিয়তব্রতঃ।
প্রতিমাদিষ্বলঙ্কারঃ প্রিয়ো মে কুলনন্দন ॥ ১৮
অগ্নৌ যজেত হবিষা ভাস্বরে স্থণ্ডিলে যজেৎ।
ভক্তেনোপহৃতং প্রীত্যৈ শ্রদ্ধয়া মম বার্য্যপি ॥ ১৯

ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তি কর্ম্ম সমূহের সিদ্ধির জন্য প্রথমে সঙ্কল্প করিবে। তদনন্তর আমার পূজক মানুষ ভগবদ্‌বুদ্ধিতে ভক্তি অনুসারে নিজ গুরুর (মন্ত্রদাতার) পূজা করিবে। ১৬

শালগ্রাম শিলায় (বা শিলানির্ম্মিত প্রতিমায়) জলাদির দ্বারা আমাকে স্নান করাইবে। মৃত্তিকাদির প্রতিমা হইলে প্রমার্জন করিবে। তদনন্তর পদ্মাদি প্রসিদ্ধ পুষ্প ও চন্দনাদির দ্বারা আমার পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ১৭

দম্ভাদিরূপ মায়া পরিত্যাগ করিয়া সংযম অবলম্বন পূর্ব্বক গুরু উপদিষ্ট পথে আমার পূজা করিবে। বংশের আনন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ! প্রতিমাদিতে আমার অলঙ্কার দান অর্থাৎ পুষ্পাদির দ্বারা আমাকে সাজান (অথবা সমর্থপক্ষে স্বর্ণাদি দ্বারা আমাকে অলঙ্করণ) আমার প্রিয় কর্ম্ম। প্রতিমাদিতে পুষ্পাদি উপচার দিয়া আমার পূজা আমার প্রিয়। ১৮

ঘৃতের দ্বারা অগ্নিতে আমার পূজা করিবে। এইরূপ সূর্য্য ও স্থণ্ডিলে (সংস্কৃত ভূমিতে) ঘৃতের দ্বারা আমার পূজা করিবে। তোমাকে বিশেষ আর কি বলিব? ভক্ত যদি শ্রদ্ধা সহকারে কেবল জলও আমায় প্রদান করে, তাহা হইলে আমি উহাতে প্রীতিলাভ করি অর্থাৎ আমি সেই ভক্তের উপর প্রসন্ন হই (ইহাতে ভক্তিরই প্রাধান্য উক্ত হইল। শ্রীমদ্ ভগবদ্‌-গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।" ৯।২৬। কেবল জলদান অভাবপক্ষে যথা "অভাবে গন্ধ-পুষ্পাণাং কেবলেন জলেন বা।") ১৯

কিং পুনর্ভক্ষ্যভোজ্যাদিগন্ধপুষ্পাক্ষতাদিকম্ ।
পূজাদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি সম্পাদ্যৈবং সমারভেৎ ॥ ২০
চৈলাজিনকুশৈঃ সম্যগাসনং পরিকল্পয়েৎ ।
তত্রোপবিশ্য দেবস্য সম্মুখে শুদ্ধমানসঃ ॥ ২১
ততো ন্যাসং প্রকুর্ব্বীত মাতৃকাবহিরান্তরম্ ।
কেশবাদি ততঃ কুর্য্যাৎ তত্ত্বন্যাসং ততঃ পরম্ ॥২২
মম্মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসং মন্ত্রন্যাসং ততো ন্যসেৎ ।
প্রতিমাদাবপি তথা কুর্য্যান্নিত্যমতন্দ্রিতঃ ॥ ২৩
কলসং স্বপুরো বামে ক্ষিপেৎ পুষ্পাদি দক্ষিণে ।
অর্ঘ্যপাদ্যপ্রদানার্থং মধুপর্কার্থমেব চ ॥ ২৪
তথৈবাচমনর্থন্তু ন্যসেৎ পাত্রচতুষ্টয়ম্ ।
তামেবাবাহয়েন্নিত্যং প্রতিমাদিষু মৎকলাম্ ॥ ২৬

সুতরাং ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচারসমূহের দ্বারা পূজা করিলে যে আমার প্রসন্নতা লাভ হইবে, সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? অতএব সমস্ত পূজাদ্রব্য সংগ্রহ করিয়াই এইরূপে পূজা কার্য্য আরম্ভ করিবে। ২০

চৈল (পট্টবস্ত্রখণ্ড), চর্ম্ম (মৃগাদির) ও কুশের দ্বারা নির্ম্মিত আসন নিয়মানুসারে পূজার আসনরূপে (সাধকের নিজের) স্থির করিবে। এই আসনে উপবেশন করিয়া দেবতার সম্মুখে* শুদ্ধমনা হইয়া অবস্থান করিবে ॥ ২১

তদনন্তর বহির্মাতৃকান্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস করিবে। তারপর কেশবাদি চতুর্বিংশতি (নারদপঞ্চরাত্র দ্রষ্টব্য।) নামের দ্বারা ন্যাস করিবার পর তত্ত্বন্যাস করিবে। ২২

মম্মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস (বিষ্ণুপঞ্জর-স্তোত্রোক্ত, মহান্যাস) ও মন্ত্রন্যাস করিবে। নিরলস হইয়া নিত্য প্রতিমাদিতেও ('যথাঙ্গনি তথা দেবে'—ইতি শাস্ত্রোক্তেঃ) এই সব ন্যাস করিবে। ২৩

নিজের সম্মুখে বামভাগে ঘটস্থাপন করিবে এবং দক্ষিণভাগে

* কোনরূপেই শ্রীভগবানের পূজা ত্যাগ করিতে নাই। "বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসশ্ছেদনং পরম্। ন ত্বনভ্যর্চ্য ভুঞ্জীত ভগবন্তং জনার্দ্দনম্ ॥"

(১) অর্ঘ্যপাত্রাদিস্থাপনবিষয়ে স্মৃতি—
"অর্ঘ্যপাত্রং তু বায়ব্যে নৈঋর্ত্যাং পাদ্যপাত্রকম্ ।
মধ্যে তু মধুপর্কং স্যাদৈশে ত্বাচমনীয়কম্ ॥"
* * *
"কলসং স্বপুরো বামভাগে তু বিনিযোজয়েৎ ।
অন্যানি পূজাদ্রব্যাণি পুরস্তাদেব নিক্ষিপেৎ ॥"

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবস্ত্রবিভূষণৈঃ ।
যাবচ্ছক্যোপচারৈর্ব্বা ত্বর্চ্চয়েন্মামমায়য়া ॥ ২৭
বিভবে সতি কর্পূরকুঙ্কুমাগুরুচন্দনৈঃ ।
অর্চ্চয়েন্মন্ত্রবন্নিত্যং সুগন্ধকুসুমৈঃ শুভৈঃ ॥ ২৮
দশাবরণপূজাং বৈ হ্যাগমোক্তাং প্রকারয়েৎ ।
নীরাজনৈর্ধূপদীপৈর্নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈস্তথা ॥ ২৯
শ্রদ্ধয়োপহরেন্নিত্যং শ্রদ্ধাভুগহমীশ্বরঃ ।
হোমং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন বিধিনা মন্ত্রকোবিদঃ ॥ ৩০
অগস্ত্যোনোক্তমার্গেণ কুণ্ডেনাগমবিত্তমঃ ।
জুহুয়ান্মূলমন্ত্রেণ পুংসূক্তেনাথবা বুধঃ ॥ ৩১
অথবোপাসনাগ্নৌ বা চরুণা হবিষা তথা ।
তপ্তজাম্বুনদপ্রখ্যং দিব্যাভরণভূষিতম্ ॥ ৩২

পুষ্পপাত্রে পুষ্পাদি রাখিবে। অর্ঘ্য ও পাদ্যপ্রদানের জন্য, মধুপর্ক দানের জন্য এবং আচমনীয় জল দানের জন্য ৪ টি পাত্র স্থাপন করিবে। (১) শত্রুদমন লক্ষ্মণ! স্বীয় হৃদয়-পদ্মমধ্যে জীবনামে সূর্য্যতুল্য সমুজ্জ্বল আমার কলাকে ভাবনা করিবে এবং সেই জীবের দ্বারা নিজের সম্পূর্ণ দেহ ব্যাপ্ত বলিয়া চিন্তা করিবে। সেই আমার অংশ জীবকলাকে প্রতিমাদিতে নিত্য আবাহন করিবে। ২৪-২৬

তদনন্তর দম্ভাদি মায়া পরিত্যাগ করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়; স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি নিজের সামর্থ্যানুসারে উপচারসমূহের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিবে। ২৭

পূজক স্বয়ং যদি বিভবশালী হন, তাহা হইলে তিনি কর্পূর, কুঙ্কুম, অগুরু, চন্দন এবং মনোহর সুগন্ধি পুষ্প, ধূপ, দীপ, বিবিধ নৈবেদ্য ও পঞ্চ প্রকার নীরাজনাদির দ্বারা নিত্য মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আমার পূজা করিবে। আগমবর্ণিত (অগস্ত্যসংহিতাকথিত) দশ আবরণ দেবতার পূজা করিবে। ২৮-২৯

সাধক শ্রদ্ধার সহিত নিত্য আমাকে ঐ সব উপহার প্রদান করিবে; কারণ, আমি শ্রদ্ধাভোজী ঈশ্বর। মন্ত্রবিৎ সাধক যত্নসহকারে যথাবিধি হোম করিবে। ৩০

আগমবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি অগস্ত্যসংহিতা-বর্ণিত বিধি অনুসারে হোমকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া আমার মূল মন্ত্রের দ্বারা অথবা পুরুষসূক্তের দ্বারা হোম করিবে। ১

অথবা সাগ্নিক দ্বিজ স্বীয় উপাসনা অগ্নিতে চরু বা ঘৃতের দ্বারা হোম করিবে। পণ্ডিত সাধক হোমকালে অগ্নির মধ্যে

ধ্যায়েদনলমধ্যস্থং হোমকালে সদা বুধঃ।
পার্ষদেভ্যো বলিং দত্ত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥ ৩৩
ততো জপং প্রকুর্ব্বীত ধ্যায়ন্ মাং যতবাক্ স্মরন্।
মুখবাসঞ্চ তাম্বূলং দত্ত্বা প্রীতিসমন্বিতঃ ॥ ৩৪
মদর্থে নৃত্যগীতাদিস্তুতিপাঠাদি কারয়েৎ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ হৃদয়ে মাং নিধায় চ ॥ ৩৫
শিরস্যাধায় মদ্দত্তং প্রসাদং ভাবনাময়ম্।
পাণিভ্যাং মৎপদে মূর্দ্ধ্নি গৃহীত্বা ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৩৬
রক্ষ মাং ঘোরসংসারাদিত্যুক্ত্বা প্রণমেৎ সুধীঃ।
উদ্বাসয়েদ্ যথাপূর্ব্বং প্রত্যগ্জ্যোতিষি সস্মরন্ ॥ ৩৭
এবমুক্তপ্রকারেণ পূজয়েদ্ বিধিবদ্ যদি।
ইহামুত্র চ সংসিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মদনুগ্রহাৎ ॥ ৩৮

সন্তপ্ত সুবর্ণসদৃশ আমার অত্যুজ্জ্বল ও দিব্য আভরণসমূহে বিভূষিত রূপ চিন্তা করিবে। তদনন্তর আমার পার্ষদগণকে বলি প্রদান (সদধিমাষভক্ত বলি) করিয়া হোমকার্য্য সমাপন করিবে। ৩২-৩৩

তাহার পর সাধক ব্যক্তি বাক্‌সংযম করিয়া আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর কর্পূরাদি মিশ্রিত তাম্বূল (পান) আমাকে প্রদান করত প্রীতির জন্য নৃত্য-গীত ও স্তব পাঠাদি করিবে। তাহার পর আমাকে হৃদয়ে ভাবনা করিতে করিতে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ৩৪-৩৫

তদনন্তর আমার প্রসাদপুষ্প আমার দ্বারা প্রদত্ত এরূপ ভাবনা করিয়া মস্তকে ধারণ করত সাধক নিজ দুই হস্ত দ্বারা আমার চরণযুগল গ্রহণ করিয়া ভক্তিসহকারে 'মস্তকে ধারণ করিলাম' ইহা ভাবনা করত জ্ঞানী ব্যক্তি 'ভগবান্! ঘোর সংসার হইতে আমাকে রক্ষা করুন' এই কথা বলিয়া প্রণাম করিবে। তারপর জীব হইতে পূর্ব্বে আবাহিত আমার অংশকে বিসর্জন করিবে অর্থাৎ উক্ত জীবে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়াছে ভাবনা করিবে। ৩৬-৩৭

আমার ভক্ত যদি উক্ত প্রকারে যথাবিধি পূজা করে, তাহা হইলে সেই ভক্ত আমার অনুগ্রহে ইহকালে এবং পরকালে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ৩৮

মদ্ভক্তো যদি মামেবং পূজাঞ্চৈব দিনে দিনে।
করোতি মম সারূপ্যং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯
ইদং রহস্যং পরমঞ্চ পাবনং
মরৈব সাক্ষাৎ কথিতং সনাতনম্।
পঠত্যজস্রং যদি বা শৃণোতি যঃ
স সর্ব্বপূজাফলভাঙ্ ন সংশয়ঃ ॥ ৪০
এবং পরাত্মা শ্রীরামঃ ক্রিয়াযোগমনুত্তমম্।
পৃষ্টঃ প্রাহ স্বভক্তায় শেষাংশায় মহাত্মনে ॥ ৪১
পুনঃ প্রাকৃতবদ্ রামো মায়ামালম্ব্য দুঃখিতঃ।
হা সীতেতি বদন্নেব নিদ্রাং লেভে কথঞ্চন ॥ ৪২
এতস্মিন্নন্তরে তত্র কিষ্কিন্ধ্যায়াং সুবুদ্ধিমান্।
হনুমান্ প্রাহ সুগ্রীবমেকান্তে কপিনায়ক ॥৪৩

আমার ভক্ত যদি এইরূপে প্রতিদিন আমার পূজা করে, তাহা হইলে সে আমার সারূপ্য লাভ করিয়া থাকে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩৯

সাক্ষাৎ আমার দ্বারা কথিত এই সনাতন পরম পাবন রহস্য যে ব্যক্তি নিত্য পাঠ করে কিংবা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি সকল পূজার ফলভাগী হয়, এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ৪০

পরমাত্মা শ্রীরাম জিজ্ঞাসিত হইয়া এইরূপ সর্ব্বোত্তম ক্রিয়া-যোগ নিজ ভক্ত শেষাবতার মহাত্মা লক্ষ্মণকে বলিলেন। ৪১

তারপর শ্রীরাম পুনরায় সাধারণ মানুষের ন্যায় মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া 'হা সীতা' এই বলিয়া বিলাপ করিতে করিতেই কোনরূপে নিদ্রিত হইলেন। ৪২

এই সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ শ্রীরামের নিদ্রা যাইবার সময়েই সেই কিষ্কিন্ধ্যায় অতিশয় বুদ্ধিমান্ হনুমান্ নির্জনে (১) কপি-নায়ক সুগ্রীবকে বলিলেন। ৪৩

* "আরাধনায় দেবস্য বেদিকায়াং সুখাসনে। কুশাস্তরণ-বৈয়াঘ্রচর্ম্মবাসোবিনির্ম্মিতে। উপবিশ্য শুচির্মৌনী ভূত্বা পূজাং সমারভেৎ।" অগস্ত্য-সংহিতা।

(১) এ হনুমানের বাক্যবিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি—
"নিশ্চিতার্থোঽর্থতত্ত্বজ্ঞঃ কার্য্যকালবিশেষবিৎ।
প্রসাদমধুরবাক্যৈর্হরীণাং মানয়ন্ পতিম্।
বাক্যবিদ্ বাক্যতত্ত্বজ্ঞং সুগ্রীবং মারুতাত্মজঃ।
হিতং তথ্যঞ্চ পথ্যঞ্চ ধর্ম-কামার্থ-হেতুমৎ।
প্রণয়প্রীতিসংযুক্তং বিশ্বাসকৃতনিশ্চয়ঃ।
হরীশ্বরমুপামন্ত্র্য হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ।৪।২৮।৬-৮

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি তবৈব হিতমুত্তমম্ ।
রামেণ তে কৃতঃ পূর্ব্বমুপকারো হ্যনুত্তমঃ ॥ ৪৪
কৃতঘ্নবৎ ত্বয়া নূনং বিস্মৃতঃ প্রতিভাতি মে ।
ত্বৎকৃতে নিহতো বালী বীরস্ত্রৈলোক্যসম্মতঃ ॥ ৪৫
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতোঽসি ত্বং
তারাং প্রাপ্তোঽসি দুর্লভাম্ ।
স রামঃ পর্ব্বতস্যাগ্রে ভ্রাত্রা সহ বসন্ সুধীঃ ॥ ৪৬
ত্বদাগমনমেকাগ্রমীক্ষতে কার্য্যগৌরবাৎ ।
ত্বন্তু বানরভাবেন স্ত্রীসক্তো নাববুধ্যসে ॥ ৪৭
করোমীতি প্রতিজ্ঞায় সীতায়াঃ পরিমার্গণম্ ।
ন করোষি কৃতঘ্নস্তং হন্যসে বালিবদ্‌দ্রুতম্ ॥ ৪৮
হনুমদ্‌বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো ভয়বিহ্বলঃ ।
প্রত্যুবাচ হনূমন্তং সত্যমেব ত্বয়োদিতম্ ॥ ৪৯
শীঘ্রং কুরু মদাজ্ঞাং ত্বং বানরাণাং তরস্বিনাম্ ।

রাজন্! আপনারই উত্তম হিত কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—এই শ্রীরাম পূর্ব্বেই আপনার পরম উপকার করিয়াছেন । ৪৪

আমার মনে হয়, আপনি তাহা ভুলিয়া গিয়া কৃতঘ্নের ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন। আপনারই জন্ম শ্রীরাম ত্রিলোক-বিখ্যাত বীর বালীকে বধ করিয়াছেন । ৪৫

তাঁহার দ্বারা আপনি বানররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং দুর্ল্ভ তারাকে লাভ করিয়াছেন। সেই পরম জ্ঞানী রাম পর্ব্বতের শিখরে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বাস করিতে করিতে সীতান্বেষণরূপ কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আপনার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আপনি এক সাধারণ বানরভাব আশ্রয় করত স্ত্রী আসক্ত হইয়া উহা বুঝিতে পারিতেছেন না । ৪৬-৪৭

'সীতার অন্বেষণ করিব' এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত তাহা করিতেছেন না, অতএব আপনি কৃতঘ্ন; আপনিও দেখিতেছি বালীর ন্যায় সত্বর নিহত হইবেন । ৪৮

হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং হনুমানকে বলিলেন,—তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ । ৪৯

তুমি শীঘ্র বেগগামী বানরগণকে আমার আজ্ঞা জানাইয়া দাও (১)। এখনই তুমি সত্বর দশদিকে দশ হাজার বানর পাঠাইয়া দাও । ৫০

তাহারা গিয়া সপ্তদীপের মধ্যে স্থিত সমস্ত বানরগণকে

সহস্রাণি দশেদানীং প্রেষয়াশু দিশো দশ ॥ ৫০
সপ্তদ্বীপগতান্ সর্ব্বান্ বানরানানয়ন্তু তে ।
পক্ষমধ্যে সমায়ান্তু সর্ব্বে বানরপুঙ্গবাঃ ॥ ৫১
যে পক্ষমতিবর্ত্তন্তে তে বধ্যা মে ন সংশয়ঃ ।
ইত্যাজ্ঞাপ্য হনূমন্তং সুগ্রীবো গৃহমাবিশৎ ॥ ৫২
সুগ্রীবাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য হনুমান্ মন্ত্রিসত্তমঃ ।
তৎক্ষণাৎ প্রেষয়ামাস হরীন্ দশ দিশঃ সুধীঃ ॥ ৫৩
অগণিতগুণসত্ত্বান্ বায়ুবেগপ্রচারান্
বনচরগণমুখ্যান্ পর্ব্বতাকাররূপান্ ।
পবনহিতকুমারঃ প্রেষয়ামাস দূতান্
অতিরভসতরাত্মা দানমানাদিতৃপ্তান্ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

আনয়ন করুক এবং একপক্ষকালের মধ্যে সেই সব শ্রেষ্ঠ বানরগণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আসুক । ৫১

যাহারা আমার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট এই পক্ষ কাল অতিক্রম করিবে, তাহারা আমার বধযোগ্য হইবে অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি বধ করিব, ইহাতে কোন সংশয় নাই। হনুমানকে এই আদেশ করিয়া সুগ্রীব নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন । ৫২

পরম চিন্তাশীল মন্ত্রিগণশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সুগ্রীবের আজ্ঞা অনুসরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দশ দিকে বানরগণকে পাঠাইয়া দিলেন । ৫৩

শ্রীরামের হিতে রত পবননন্দন হনুমান্ অতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইয়া অসীম গুণসম্পন্ন মহাপরাক্রমী, বায়ুতুল্য বেগগামী, পর্ব্বতের ন্যায় বিশালদেহ বনবাসী বানরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বানর দূতগণকে অর্থ ও সম্মানাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া প্রেরণ করিলেন । ৫৪

(১) বাল্মীকিরামায়ণে সুগ্রীবের আজ্ঞা—

"সুগ্রীবঃ সম্ভ্রমাপন্নশ্চকার মতিমাত্মবান্। স সন্দিদেশাথ কপিং নীলং নিত্যকৃতোদ্যমম্ । দিক্ষু সর্ব্বাসু সৈন্যানাং সর্ব্বেষাং কুরু সংগ্রহম্। যথা সেনাঃ সমগ্রা মে যূথপালাশ্চ সর্ব্বশঃ । সমাগচ্ছন্ত্যসংমোহাৎ সেনাগ্রাণি তথা কুরু। যে চান্তপালাঃ প্লবগাঃ শীঘ্রগাঃ ব্যবসায়িনঃ । স্বয়ং চানন্তরং সৈন্যং ভবানেবানুপশ্যতু। যঃ পঞ্চরাত্রাদূর্দ্ধং মে নাগমিষ্যতি বানরঃ। তস্য প্রাণান্তিকং দণ্ডং কুর্য্যামিতি মতির্মম ।"

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা- কাণ্ডে উমা-মহেশ্বর-সংবাদবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[শরদি সমাগতায়াং সীতাবিরহেণ শ্রীরামস্য খেদঃ, লক্ষ্মণেন যৌবরাজ্যে অঙ্গদস্যাভিষেকশ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।

রামস্তু পর্ব্বতস্যাগ্রে মণিসানৌ নিশামুখে।
সীতাবিরহজং শোকমসহন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১
পশ্য লক্ষ্মণ মে সীতা রাক্ষসেন হৃতা বলাৎ।
মৃতামৃতা বা নিশ্চেতুং ন জানেঽদ্যাপি ভামিনী ॥ ২
জীবতীতি মম ব্রূয়াৎ কশ্চিদ্বা প্রিয়কৃৎ স মে।
যদি জানামি তাং সাধ্বীং জীবন্তীং যত্র কুত্র বা ॥ ৩
হঠাদেবাহরিষ্যামি সুধামিব পয়োনিধেঃ।
প্রতিজ্ঞাং শৃণু মে ভ্রাতর্যেন মে জনকাত্মজা ॥ ৪
নীতা তং ভস্মসাৎ কুর্য্যাং সপুত্রবলবাহনম্।
হা সীতে চন্দ্রবদনে বসন্তী রাক্ষসালয়ে ॥ ৫
দুঃখার্ত্তা মামপশ্যন্তী কথং প্রাণান্ ধরিষ্যসি।
চন্দ্রোঽপি ভানুবদ্ভাতি মম চন্দ্রাননাং বিনা ॥ ৬
চন্দ্র ত্বং জানকীং স্পৃষ্ট্বা করৈর্মাং স্পৃশ শীতলৈঃ।
সুগ্রীবোঽপি দয়াহীনো দুঃখিতং মাং ন পশ্যতি ॥ ৭
রাজ্যং নিষ্কণ্টকং প্রাপ্য স্ত্রীভিঃ পরিবৃতো রহঃ।
কৃতঘ্নো দৃশ্যতে ব্যক্তং পানাসক্তোঽতিকামুকঃ ॥ ৮
নায়াতি শরদং পশ্যন্নপি মার্গয়িতুং প্রিয়াম্।
পূর্ব্বোপকারিণং দুষ্টঃ কৃতঘ্নো বিস্মৃতো হি মাম্ ॥ ৯
হন্মি সুগ্রীবমপ্যেবং সপুরং সহবান্ধবম্।
বালী যথা হতো মেঽদ্য সুগ্রীবোঽপি তথা ভবেৎ ॥ ১০

পঞ্চম অধ্যায়।

[শরৎকাল সমাগত হওয়ায় সীতাবিরহে শ্রীরামের খেদ এবং লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষেক।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন—পার্ব্বতি! এদিকে শ্রীরাম মণিময় শিখরে পর্ব্বতের অগ্রভাগে অবস্থিত হইয়া প্রদোষকালে সীতা-বিরহজাত শোক সহ্য করিতে না পারিয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন। ১

লক্ষ্মণ! দেখ, আমার সীতাকে রাক্ষস সবলে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি সেই ভামিনী (প্রণয়কোপবতী) জীবিতা কি মৃতা, তাহা জানিতে পারিতেছি না। ২

সীতা এখন জীবিতা আছেন, এই কথা আমাকে যদি কেহ বলিয়া দিতে পারে, তবে সে আমার অতিশয় প্রিয়কারী হইবে। যদি আমি জানিতে পারি যে, সেই সতীসাধ্বী সীতা এখনও যে কোনও স্থানে জীবিতা আছে, তাহা হইলে আমি ক্ষীরসাগর হইতে সুধা আহরণের ন্যায় এখনই সেই সীতাকে আনয়ন করিব। ভ্রাতঃ! এ বিষয়ে তুমি আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর, যে ব্যক্তি আমার জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি তাহাকে পুত্র, সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত ভস্মসাৎ করিব। হা চন্দ্রবদনে সীতে! তুমি রাক্ষস-গৃহে বাস করিতে করিতে আমাকে না দেখিয়া দুঃখে কাতর হইয়া কিভাবে প্রাণ ধারণ করিবে? চন্দ্রবদনা সীতার বিরহে চন্দ্র শীতলকিরণ হইলেও আমার যেন সূর্য্য-কিরণসদৃশ উষ্ণ-কিরণ বলিয়া মনে হইতেছে (১)। ৩-৬

চন্দ্র! তুমি নিজের শীতল কিরণের দ্বারা জানকীকে স্পর্শ করিয়া আমাকে স্পর্শ কর (ইহাতে আমার সীতাবিরহজ-তাপ অনেকটা উপশম হইবে।) হায়, সুগ্রীবও দেখিতেছি নির্দয়; আমি যে কত দুঃখভোগ করিতেছি, তাহা সে দেখিতে পাইতেছে না। ৭

সে নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইয়া পানাসক্ত ও অতিশয় কামুক হইয়া নির্জনে স্ত্রীগণের দ্বারা পরিবৃত রহিয়াছে। স্পষ্টই দেখিতেছি—সুগ্রীব কৃতঘ্ন। ৮

শরৎকাল আসিয়াছে দেখিয়াও সুগ্রীব আমার প্রিয়া সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্য আসিল না। সে দুষ্ট ও কৃতঘ্ন, তাই আমি যে পূর্ব্বে তাহার উপকার করিয়াছি, ইহা সে বিস্মৃত হইয়াছে। ৯

অতএব আমি এই সুগ্রীবকেও নগর ও বান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট করিব। বালী যেরূপ আমার দ্বারা নিহত হইয়াছে, সেইরূপ আজ সুগ্রীবও নিহত হইবে। ১০

---

(১) এ বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি—

"কথং মে বর্ত্ততে বালা পশ্যন্তী মামপশ্যতী।
যা পুরা কলহংসানাং স্বরেণ কলভাষিণী।
বোধ্যতে চারুসর্ব্বাঙ্গী সাদ্য মে বোধ্যতে কথম্।
ক্রীড়তাং চক্রবাকাণাং বিশ্রম্য সহচারিণাম্।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষী কথমেকা ভবিষ্যতি।
তাং বিনা মৃগশাবাক্ষীং চিরং নাদ্য সুখং লভে।"
৪।২৯।১৭-১৯

ইতি রুষ্টং সমালোক্য রাঘবং লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ।
ইদানীমেব গত্বাঽহং সুগ্রীবং দুষ্টমানসম্ ॥ ১১
মামাজ্ঞাপয় হত্বা তমায়াস্যে রাম তেঽন্তিকম্।
ইত্যুক্ত্বা ধনুরাদায় খড়্গং তূণীরমেব চ ॥ ১২
গন্তুমভ্যুদ্যতং বীক্ষ্য রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
ন হন্তব্যস্ত্বয়া বৎস সুগ্রীবো মে প্রিয়ঃ সখা ॥ ১৩
কিন্তু ভীষয় সুগ্রীবং বালিবদ্ধ হনিষ্যসে।
ইত্যুক্ত্বা শীঘ্রমাদায় সুগ্রীবপ্রতিভাষিতম্ ॥ ১৪
আগত্য পশ্চাদ্ যদ্ কার্য্যং তৎ করিষ্যস্যসংশয়ম্।
তথেতি লক্ষ্মণোঽগচ্ছৎ ত্বরিতো ভীমবিক্রমঃ ॥ ১৫
কিষ্কিন্ধ্যাং প্রতি কোপেন নির্দ্দহন্নিব বানরান্।
সর্ব্বজ্ঞো নিত্যলক্ষ্মীকো বিজ্ঞানাত্মাপি রাঘবঃ ॥ ১৬
সীতামনুশুশোচার্ত্তঃ প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব।
বুদ্ধ্যাদিসাক্ষিণস্তস্য মায়া কার্য্যাতিবর্ত্তিনঃ ॥ ১৭
রাগাদিরহিতস্যাস্য তৎ কার্য্যং কথমুদ্ভবেৎ।
ব্রহ্মণোক্তমৃতং কর্ত্তুং রাজ্ঞো দশরথস্য হি ॥ ১৮
তপসঃ ফলদানায় জাতো মানুষবেশধৃক্।
মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে জনা অজ্ঞানসংবৃতাঃ ॥ ১৯
কথমেষাং ভবেন্মোক্ষ ইতি বিষ্ণুর্বিচিন্তয়ন্।
কথাং প্রথয়িতুং লোকে সর্ব্বলোকমলাপহাম্ ॥ ২০
রামায়ণাভিধাং রামো ভূত্বা মানুষচেষ্টকঃ।
ক্রোধং মোহঞ্চ কামঞ্চ ব্যবহারার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২১
তত্তৎকালোচিতং গৃহ্নন্ মোহয়ত্যবশাঃ প্রজাঃ।
অনুরক্ত ইবাশেষগুণেষু গুণবর্জ্জিতঃ ॥ ২২
বিজ্ঞানমূর্ত্তির্বিজ্ঞানশক্তিঃ সাক্ষ্যগুণান্বিতঃ।
অতঃ কামাদিভির্নিত্যমবিলিপ্তো যথা নভঃ ॥ ২৩

এইভাবে রামকে অতিশয় ক্রুদ্ধ দেখিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন,—রাম! আমাকে আজ্ঞা কর, আমি এখনই যাইয়া সেই দুষ্টমনা সুগ্রীবকে বধ করত তোমার নিকট ফিরিয়া আসিব। এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণ ধনু, খড়্গ ও তূণ গ্রহণ করত গমন করিতে উদ্যত হইলে তাহা দেখিয়া রাম বলিলেন—(১) বৎস! তুমি সুগ্রীবকে বধ করিবে না; কারণ, সে আমার প্রিয় সখা। ১১-১৩

কিন্তু সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া ভয় দেখাইবে যে, তোমাকেও বালীর ন্যায় বধ করা হইবে। তারপর সুগ্রীব কি বলে, তাহার উত্তর লইয়া তুমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে। ১৪

এখানে আসিয়া যাহা কর্ত্তব্য বিবেচিত হইবে, তাহাই করিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী লক্ষ্মণ বানরদিগকে যেন ক্রোধে অর্থাৎ ক্রোধানলে দগ্ধ করিবার জন্য কিষ্কিন্ধ্যা অভিমুখে সত্বর গমন করিলেন। শ্রীরাম সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য লক্ষ্মীদেবীর সহিত অর্থাৎ স্বশক্তির সহিত বিরাজমান ও বিজ্ঞানময় হইয়াও একজন সাধারণ মানুষ যেরূপ এক অতি সামান্য রমণীর জন্য শোক করিয়া থাকে, সেইরূপ কাতরভাবে সীতা দেবীর জন্য শোক করিতে লাগিলেন। বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, মায়া ও মায়া কার্য্যের অতীত এবং রাগ-দ্বেষাদিশূন্য এই শ্রীরামের উক্ত শোক করারূপ কার্য্যের উদ্ভব কিরূপে হইল? ব্রহ্মার বাক্য সত্য করিবার জন্য এবং রাজা দশরথকে তাঁহার তপস্যার ফলদান করিবার জন্য এই শ্রীরামচন্দ্র মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। সমস্ত লোকসকল আজ মায়ার দ্বারা মোহিত হইয়াছে এবং অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ১৫-১৯

ইহাদের কিভাবে মুক্তি হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া বিষ্ণু জগতে সর্ব্বলোকসমূহের পাপহারিণী রামায়ণাখ্য কথা প্রচার করিবার জন্য রামরূপ ধারণ করত মনুষ্যচেষ্টার অনুকরণ করিতে করিতে গুণহীন হইয়াও নানা গুণসমূহে অনুরক্তের ন্যায় ব্যবহার সিদ্ধি ও প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যথাযথকালে কখনও ক্রোধ, কখনও মোহ, কখনও বা কামের অনুগামী হইয়া প্রজাদিগকে অবশভাবে মোহিত করিতেছেন। ২০-২২

বস্তুতঃ তিনি বিজ্ঞানস্বরূপ, বিজ্ঞান শক্তিসম্পন্ন, প্রাণিবর্গের শুভাশুভ কর্ম্মসমূহের সাক্ষী এবং নির্গুণ, সুতরাং আকাশ যেরূপ বায়ুচালিত ধূলিজালাদির দ্বারা লিপ্ত থাকে না, সেইরূপ তিনিও কামাদির দ্বারা কখনও লিপ্ত হন না। ২৩

(১) বাল্মীকি রামায়ণে লক্ষ্মণের প্রতি রামের বাক্য,—
"ন খল্বদ্যদ্বিধাস্তাত পাপমেবং প্রকুর্ব্বতে।
পাপাভাবেন যো হন্তি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ।
নেদমদ্য ত্বয়া কার্য্যং সাধুবৃত্তেন লক্ষ্মণ।
তাং বৃত্তিমনুবর্ত্তস্ব পূর্ব্ববৎ তচ্চ সৌহৃদম্।
সামোপহিতয়া বাচা রুক্ষাণি পরিবর্জ্জয়ন্।
বক্তুমর্হসি সুগ্রীবমতীতং কালসংগ্রহে ॥৪।৩১।৬-৮

বিন্দন্তি মুনয়ঃ কেচিজ্জানন্তি সনকাদয়ঃ।
তদ্ভাবনির্মলাত্মানঃ সম্যগ্ জানন্তি নিত্যদা ॥ ২৪
ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ।
লক্ষ্মণোঽপি তদা গত্বা কিষ্কিন্ধ্যানগরান্তিকম্ ॥ ২৫
জ্যাঘোষমকরোৎ তীব্রং ভীষয়ন্ সর্ব্ববানরান্।
তং দৃষ্ট্বা প্রাকৃতাস্তত্র বানরা বপ্রমূর্দ্ধনি ॥ ২৬
চক্রুঃ কিলকিলাশব্দং ধৃতপাষাণপাদপাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা ক্রোধতাম্রাক্ষো বানরান্ লক্ষ্মণস্তদা ॥ ২৭
নির্ম্মূলান্ কর্ত্তুমুদ্যুক্তো ধনুরানম্য বীর্য্যবান্।
ততঃ শীঘ্রং সমাগত্য জ্ঞাত্বা লক্ষ্মণমাগতম্ ॥ ২৮
নিবার্য্য বানরান্ সর্ব্বানঙ্গদো মন্ত্রিসত্তমঃ।
গত্বা লক্ষ্মণসামীপ্যং প্রণনাম স দণ্ডবৎ ॥ ২৯
ততোঽঙ্গদং পরিষ্বজ্য লক্ষ্মণঃ প্রিয়বর্দ্ধনঃ।
উবাচ বৎস গচ্ছ ত্বং পিতৃব্যায় নিবেদয়।
মামাগতং রাঘবেণ চোদিতং রৌদ্রমূর্ত্তিনা ॥ ৩০
তথেতি ত্বরিতং গত্বা সুগ্রীবায় ন্যবেদয়ৎ।
লক্ষ্মণঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ পুরদ্বারি বহিঃস্থিতঃ ॥ ৩১
তচ্ছ্রুত্বাতীব সন্ত্রস্তঃ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥ ৩২
আহূয় মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠং হনূমন্তমথাব্রবীৎ।
গচ্ছ ত্বমঙ্গদেনাশু লক্ষ্মণং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৩৩
সান্ত্বয়ন্ কোপিতং বীরং শনৈরানয় মন্দিরম্।
প্রেষয়িত্বা হনূমন্তং তারামাহ কপীশ্বরঃ ॥ ৩৪

সনকাদি কতিপয় মুনি ব্রহ্ম তাঁহাকে জানেন এবং সাক্ষাৎকার করেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্, তাঁহারা সেই ভক্তিলব্ধ সদ্ভাবের দ্বারা নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া গিয়াছেন, কেবল সেই ভক্তগণই তাঁহাকে পূর্ণভাবে জানিতে সমর্থন হন।২৪

কারণ, ভগবান্ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হইলেও ভক্তগণের চিত্তের কামনানুসারে ভক্তচিত্তমোহন রূপ ধারণ করত জন্ম পরিগ্রহ করেন; এই সময় লক্ষ্মণও কিষ্কিন্ধ্যানগরীর নিকটে যাইয়া সমস্ত বানরগণকে গুরুতর ভীত করিতে করিতে ধনুর গুণের টঙ্কার ধ্বনি করিলেন। তখন প্রাচীর উপরিভাগে বিদ্যমান সাধারণ বানরগণ সেই লক্ষ্মণকে দেখিয়া প্রস্তর এবং বৃক্ষ হস্তে ধারণ করত কিল কিলা শব্দ করিতে লাগিল। তখন শক্তিশালী লক্ষ্মণ ক্রোধরক্তনয়নে তাহাদিগকে দেখিয়া ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই সব বানরদিগকে সমূলে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। অন্যদিকে মন্ত্রিগণশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ 'লক্ষ্মণ আসিয়াছেন' ইহা জ্ঞাত হইয়া (১) সত্বর লক্ষ্মণের নিকট গমন করত সমস্ত বানরদিগকে নিবারিত করিয়া লক্ষ্মণকে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। ২৫-২৯

তদনন্তর প্রিয়বর্দ্ধন লক্ষ্মণ অঙ্গদকে আলিঙ্গন করত বলিলেন,—বৎস! তুমি যাও, পিতৃব্যকে গিয়া বল যে, রামচন্দ্র বর্ত্তমানে রৌদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে এস্থানে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে আমি এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ৩০

তখন অঙ্গদ 'যথা আজ্ঞা' এই কথা বলিয়া সত্বর গমন করত সুগ্রীবকে জানাইল যে, লক্ষ্মণ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া নগরের বহির্দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। ইহা শুনিয়া বানররাজ সুগ্রীব অতিশয় ভীত হইলেন এবং মন্ত্রিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হনুমানকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন,—তুমি অঙ্গদের সহিত সত্বর লক্ষ্মণের নিকট গমন কর এবং বিনয়বচনে ক্রুদ্ধ বীর লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দান করিতে করিতে রাজভবনে ধীরে ধীরে লইয়া এস। এইভাবে হনুমানকে পাঠাইয়া কপিরাজ সুগ্রীব তারাকে বলিলেন (২)। ৩১-৩৪

(১) বাল্মীকি রামায়ণে লক্ষ্মণের নিকট অঙ্গদের গমন বর্ণিত হয় নাই। তথায় বানরগণের সিংহনাদে এবং তারার প্রবোধদানে সুগ্রীবের জ্ঞানোদয় হয়। তারপর সুগ্রীব নিজের মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করেন,—

"সিংহনাদং ততশ্চক্রুর্লক্ষ্মণস্য সমীপতঃ।
তেন শব্দেন মহতা তারয়া চ বিবোধিতঃ।
সুগ্রীবঃ সচিবৈঃ সার্দ্ধং মন্ত্রার্থং সমুপাবিশৎ।
৪।৩১।২৮-২৯

(২) বাল্মীকি রামায়ণে সুগ্রীব কর্ত্তৃক হনুমানকে ও তারাকে লক্ষ্মণের নিকট প্রেরণ বর্ণিত হয় নাই। তথায় বিনা প্রার্থনাতেই লক্ষ্মণের সুগ্রীবের অন্তঃপুরে প্রবেশ উল্লিখিত হইয়াছে,—

"ততো রোষপরীতাত্মা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
প্রবিবেশ গুহাং ঘোরাং কিষ্কিন্ধ্যাং রামশাসনাৎ।
* * *
ততঃ সুগ্রীবমাসীনং কাঞ্চনে পরমাসনে।
মহার্হাস্তরণোপেতে দদর্শাদিত্যসন্নিভে। ৪।৩৩,৩১।৬৩

ত্বং গচ্ছ সান্ত্বয়ন্তী তং লক্ষ্মণং মৃদুভাষিতৈঃ।
শান্তমন্তঃপুরং নীত্বা পশ্চাদ্দর্শয় মেঽনঘে ॥ ৩৫
ভবত্বিতি ততস্তারা মধ্যাকক্ষং সমাবিশৎ।
হনূমানঙ্গদেনৈব সহিতো লক্ষ্মণান্তিকম্ ॥ ৩৬
গত্বা ননাম শিরসা ভক্ত্যা স্বাগতমব্রবীৎ।
এহি বীর মহাভাগ ভবদ্গৃহমশঙ্কিতম্ ॥ ৩৭
প্রবিশ্য রাজদারাদীন্ দৃষ্ট্বা সুগ্রীবমেব চ।
যদাজ্ঞাপয়সে পশ্চাৎ তৎ সর্ব্বং করবাণি ভোঃ ॥ ৩৮
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং ভক্ত্যা করে গৃহ্য স মারুতিঃ।
আনয়ামাস নগরমধ্যাদ্রাজগৃহং প্রতি ॥ ৩৯
পশ্যংস্তত্র মহাসৌধান্ যূথপানাং সমন্ততঃ।
জগাম ভবনং রাজ্ঞঃ সুরেন্দ্রভবনোপমম্ ॥ ৪০
মধ্যাকক্ষে গতা তত্র তারা তারাধিপাননা।
সর্ব্বাভরণসম্পন্না মদরক্তান্তলোচনা ॥ ৪১

উবাচ লক্ষ্মণং নত্বা স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণী।
যাহি দেবর ভদ্রং তে সাধুস্ত্বং ভক্তবৎসলঃ ॥৪২
কিমর্থং কোপমাকার্ষীর্ভক্তে ভৃত্যে কপীশ্বরে।
বহুকালমনাশ্বাসং দুঃখমেবানুভূতবান্ ॥ ৪৩
ইদানীং বহুদুঃখৌঘাদ্ ভবদ্ভিরভিরক্ষিতঃ।
ভবৎপ্রসাদাৎ সুগ্রীবঃ প্রাপ্তসৌখ্যো মহামতিঃ ॥ ৪৪
কামাসক্তো রঘুপতেঃ সেবার্থং নাগতো হরিঃ।
আগমিষ্যন্তি হরয়ো নানাদেশগতাঃ প্রভো ॥ ৪৫
প্রেষিতা দশসাহস্রা হরয়ো রঘুসত্তম।
আনেতুং বানরান্ দিগ্ভ্যো মহাপর্ব্বতসন্নিভান্ ॥ ৪৬
সুগ্রীবঃ স্বয়মাগত্য সর্ব্ববানরযূথপৈঃ।
বধয়িষ্যতি দৈত্যৌঘান্ রাবণঞ্চ হনিষ্যতি ॥ ৪৭
ত্বয়ৈব সহিতোঽদ্যৈব গন্তা বানরপুঙ্গবঃ।
পশ্যান্তর্ভবনং তত্র পুত্রদারসুহৃদ্বৃতম্ ॥ ৪৮

নিষ্পাপে! তুমি যাও, মৃদু মধুরবাক্যে লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দান করত শান্ত করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া পরে আমার সহিত সাক্ষাৎকার করাইবে। ৩৫

তখন তারা 'আচ্ছা' এই কথা বলিয়া মধ্যপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। অন্যদিকে হনুমান্ অঙ্গদের সহিত লক্ষ্মণের নিকট যাইয়া তাঁহাকে ভক্তিসহকারে অবনতমস্তকে ভূতলে প্রণাম করিলেন এবং স্বাগতসম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—মহাভাগ বীর! ইহা আপনারই গৃহ, অতএব নিঃশঙ্কচিত্তে ইহাতে শুভাগমন করুন। ৩৬-৩৭

হে লক্ষ্মণ! রাজভবনে প্রবেশ করত রাজপত্নীগণ ও সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া পরে আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমরা আপনার সেই সব আজ্ঞা পরিপালন করিব। ৩৮

এই কথা বলিয়া পবননন্দন হনুমান্ ভক্তিভরে লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করত নগরমধ্য হইতে রাজভবন অভিমুখে লইয়া যাইলেন। ৩৯

লক্ষ্মণ তখন সেই নগরের চারিদিকে দলপতি বানরশ্রেষ্ঠ-গণের বিশাল বিশাল প্রাসাদসকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে সুরেন্দ্রভবনসদৃশ রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। ৪০

এদিকে চন্দ্রবদনা তারা রাজভবনের মধ্যপ্রকোষ্ঠে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই তারা রাজভবনে তখন সর্ব্বাভরণসমূহে বিভূষিতা ছিলেন এবং মধুপান করায় তাঁহার নয়নদ্বয়ের প্রান্ত ভাগ রক্তবর্ণ ছিল। ৪১

তারা ঈষৎ হাস্যমণ্ডিত মধুরবদনে লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—দেবর! অন্তঃপুরে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি সাধু ও ভক্তবৎসল। ৪২

কপিরাজ তোমার ভক্ত ও ভৃত্য, তবে কেন তাঁহার উপর ক্রোধ করিয়াছ? কপিরাজ বহুকাল কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ আশ্বাস না পাইয়া কেবল দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। ৪৩

এখন আপনারাই তাঁহাকে বহু দুঃখরাশি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আপনাদের করুণায় মহামতি সুগ্রীব সুখ-সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৪৪

সেই কারণে কামাসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কপিরাজ সুগ্রীব রঘুপতির সেবার জন্য সেইহেতু যাইতে পারেন নাই। প্রভো! নানাদেশস্থিত বানরগণ আসিবে। রঘুশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! কপিরাজ সুগ্রীব দিগ্দিগন্ত হইতে মহাপর্ব্বততুল্য বানরগণকে আনাইবার জন্য দশ হাজার বানরকে পাঠাইয়াছেন।৪৫-৪৬

সুগ্রীব স্বয়ং সেই সব বানরদলপতিগণের সহিত আসিয়া তাহাদের দ্বারা দৈত্যবৃন্দকে বধ করাইবেন এবং স্বয়ং রাবণকে বধ করিবেন। ৪৭

বানরশ্রেষ্ঠ আজই তোমার সহিত গমন করিবেন। তুমি অন্তঃপুরে যাইয়া তথায় পুত্র, পত্নী ও সুহৃদ্গণে পরিবৃত সুগ্রীবকে দর্শন কর। ৪৮

দৃষ্ট্বা সুগ্রীবমভয়ং দত্ত্বা নয় সহৈব তে ।
তারায়া বচনং শ্রুত্বা কৃশক্রোধোঽথ লক্ষ্মণঃ ॥৪৯
জগামান্তঃপুরং যত্র সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ।
রুমামালিঙ্গ্য সুগ্রীবঃ পর্য্যঙ্কে পর্য্যবস্থিতঃ ॥ ৫০
দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমত্যর্থমুৎপপাতাতিভীতবৎ ।
তং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো মদবিহ্বলিতেক্ষণম্ ॥ ৫১
সুগ্রীবং প্রাহ দুর্বৃত্তঃ বিস্মৃতোঽসি রঘূত্তমম্ ॥৫২
বালী যেন হতো বীরঃ স বাণোঽদ্য প্রতীক্ষতে
ত্বমেব বালিনো মার্গং গমিষ্যসি ময়া হতঃ ॥ ৫৩
এবমত্যন্তপরুষং বদন্তং লক্ষ্মণং তদা ।
উবাচ হনুমান্ বীরঃ কথমেবং প্রভাষসে ॥ ৫৪
ত্বত্তোঽধিকতরো রামে ভক্তোঽয়ং বানরাধিপঃ ।
রামকার্য্যার্থমনিশং জাগর্ত্তি ন তু বিস্মৃতঃ ।

সুগ্রীবকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে অভয় দান করত সঙ্গে করিয়াই লইয়া যাও। তারপর এই কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের ক্রোধ হ্রাস পাইলেন। ৪৯

তদনন্তর যথায় বানররাজ সুগ্রীব রুমাকে আলিঙ্গন করিয়া পালঙ্কে অবস্থান করিতেছেন, লক্ষ্মণ সেই অন্তঃপুরে গমন করিলেন(১)। ৫০

সুগ্রীব তখন লক্ষ্মণকে দেখিয়াই অতিশয় ভীতের ন্যায় লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং মদঘূর্ণিত লোচন সুগ্রীবকে বলিলেন,—রে দুরাচার! তুমি রঘূত্তম রামকে ভুলিয়া গিয়াছ। ৫১-৫২

যে বাণের দ্বারা বীর বালী নিহত হইয়াছে, সেই বাণ আজ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমার দ্বারা নিহত হইয়া হইয়া তুমিও বালীর পথে গমন করিবে। ৫৩

এইভাবে লক্ষ্মণকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় কথা বলিতে দেখিয়া সেই সময় বীর হনুমান্ বলিলেন,—লক্ষ্মণ! আপনি এরূপ কথা বলিতেছেন কেন? ৫৪

আপনি রামকে যত ভক্তি করেন, তাহা অপেক্ষাও রামকে

(১) বাল্মীকিরামায়ণে অন্যরূপে বর্ণিত আছে,—

"স্ত্রীভিঃ পরমরূপাভির্বৃতং শতসহস্রশঃ
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতং কুবেরমিব মন্দরে।
বামপার্শ্বে স্থিতাঞ্চাস্য ভার্য্যাং তারামপশ্যত।
রুমাঞ্চ দক্ষিণে পার্শ্বে সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ। ৪.৩৩।৩৬-৩৭

আগতাঃ পরিতঃ পশ্য বানরাঃ কোটিশঃ প্রভো ॥৫৫
গমিষ্যন্ত্যচিরেণৈব সীতায়াঃ পরিমার্গণম্ ।
সাধয়িষ্যতি সুগ্রীবো রামকার্য্যমশেষতঃ ॥ ৫৬
শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং সৌমিত্রির্লজ্জিতোঽভবৎ ।
সুগ্রীবোঽপ্যর্ঘ্যপাদ্যাদ্যৈর্লক্ষ্মণং সমপূজয়ৎ ॥ ৫৭
আলিঙ্গ্য প্রাহ রামস্য দাসোঽহং তেন রক্ষিতঃ ।
রামস্য তেজসা লোকান্ ক্ষণার্দ্ধেনৈব জেষ্যতি ॥ ৮
সহায়মাত্রমেবাহং বানরৈঃ সহিতঃ প্রভো ।
সৌমিত্রিরপি সুগ্রীবং প্রাহ কিঞ্চিন্ময়োদিতম্ ॥ ৫৯
তৎ ক্ষমস্ব মহাভাগ প্রণয়াদ্ভাষিতং ময়া ।
গচ্ছামোঽদ্যৈব সুগ্রীব রামস্তিষ্ঠতি কাননে ॥ ৬০
এক এবাতিদুঃখার্ত্তো জানকীবিরহাৎ প্রভুঃ ।
তথেতি রথমারুহ্য লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ॥ ৬১

অধিক ভক্তি এই বানররাজ সুগ্রীব করিয়া থাকেন। তিনি রামকার্য্য করিবার জন্য সতত উদ্যোগী হইয়া রহিয়াছেন; তিনি এবিষয়ে কিছুই বিস্মৃত হন নাই। প্রভো! এই দেখুন, চারিদিক্ হইতে কোটি কোটি বানর উপস্থিত হইয়াছে। ৫৫

ইহারা শীঘ্রই সীতার অন্বেষণ করিতে গমন করিবে। এই সুগ্রীব রামকার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিবেন। ৫৬

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইলেন। অন্যদিকে সুগ্রীব পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রভৃতি দিয়া লক্ষ্মণের বিশেষভাবে পূজা করিলেন। ৫৭

তারপর লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি বলিলেন,—আমি রামের দাস এবং রাম কর্ত্তৃক আমি সর্ব্বদা রক্ষিত আছি। রাম স্বীয় তেজে ক্ষণার্দ্ধকালের মধ্যে সমস্ত লোকসমূহকে জয় করিতে পারেন। ৫৮

প্রভো! বানরবৃন্দের সহিত আমি তাঁহার সহায়মাত্র হইতে পারি। তখন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও সুগ্রীবকে বলিলেন,—মহাভাগ! আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আমি প্রণয়সম্ভূত রোষে সেই সব কথা বলিয়াছি। সুগ্রীব আমি আজই চলিয়া যাইব; কারণ, রাম একাকী বনে আছেন। ৫৯-৬০

প্রভু রামচন্দ্র একাই সীতার বিরহদুঃখে কাতর হইয়া রহিয়াছেন। 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া কপিরাজ সুগ্রীব

বানরৈঃ সহিতো রাজা রামমেবাভ্যপদ্যত ॥ ৬২
ভেরীমৃদঙ্গৈর্বহুঋক্ষবানরৈঃ
শ্বেতাতপত্রৈর্ব্যজনৈশ্চ শোভিতঃ।
নীলাঙ্গদাদ্যৈর্হনুমৎপ্রধানৈঃ
সমাবৃতো রাঘবমভ্যগাদ্ধরিঃ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া রথে আরোহণ করত বানরগণের সহিত রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ৬১-৬২

সেই সময় ভেরী ও মৃদঙ্গ বাদিত হইতে লাগিল। শ্বেতচ্ছত্র এবং ব্যজনের দ্বারা পরিশোভিত হইয়া নীল, অঙ্গদ, হনুমান্ প্রভৃতি প্রধান বানরগণ এবং ভল্লুক ও অন্যান্য বহু বানরগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া কপিরাজ সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্‌অধ্যাত্মরামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে উমামহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

[সুগ্রীবসমীপে নানাদেশীয় বানরাণামাগমনম্, সীতান্বেষণায় চতুর্দিক্ষু সুগ্রীবেণ বানরসৈন্যানাং প্রেরণম্, শ্রীরামেণ হনূমতে অভিজ্ঞানপ্রদানম্, দক্ষিণদিশি হনূমৎপ্রভৃতীনাং সীতান্বেষণায় যাত্রা, যোগিন্যা সহ তেষাং সাক্ষাৎকারঃ, স্বয়ম্প্রভায়াঃ শ্রীরামচরণদর্শনম্, মুক্তিলাভশ্চ ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।
দৃষ্ট্বা রামং সমাসীনং গুহাদ্বারি শিলাতলে।
চৈলাজিনধরং শ্যামং জটামৌলিবিরাজিতম্ ॥ ১
বিশালনয়নং শান্তং স্মিতচারুমুখাম্বুজম্।
সীতাবিরহসন্তপ্তং পশ্যন্তং মৃগপক্ষিণঃ ॥ ২
রথাদ্ দূরাৎ সমুৎপত্য বেগাৎ সুগ্রীব-লক্ষ্মণৌ।
রামস্য পাদয়োরগ্রে পেততুর্ভক্তিসংযুতৌ ॥ ৩
রামঃ সুগ্রীবমালিঙ্গ্য পৃষ্ট্বানাময়মন্তিকে।
স্থাপয়িত্বা যথান্যায়ং পূজয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥ ৪
ততোঽব্রবীদ্ রঘুশ্রেষ্ঠং সুগ্রীবো ভক্তিনম্রধীঃ।
দেব পশ্য সমায়ান্তীং বানরাণাং মহাচমূম্ ॥ ৫
কুলাচলাদ্রিসম্ভূতা মেরুমন্দরসন্নিভাঃ।
নীলদ্বীপসরিচ্ছৈলবাসিনঃ পর্ব্বতোপমাঃ ॥ ৬
অসংখ্যাতাঃ সমায়ান্তি হরয়ঃ কামরূপিণঃ।
সর্ব্বদেবাংশসম্ভূতাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৭

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[নানাদেশীয় বানরসৈন্যগণের সুগ্রীবের নিকট আগমন, সীতান্বেষণের জন্য সুগ্রীব কর্ত্তৃক চারিদিকে বানরসৈন্য প্রেরণ, শ্রীরাম কর্ত্তৃক হনুমান্‌কে অভিজ্ঞান প্রদান, দক্ষিণদিকে হনুমান্ প্রভৃতির সীতান্বেষণে যাত্রা, স্বয়ম্প্রভা যোগিনীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার, স্বয়ম্প্রভার শ্রীরামচরণ দর্শন এবং মুক্তিলাভ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—সেই সময় রাম গুহার দ্বারদেশে শিলার উপরে বসিয়া ছিলেন। তিনি বস্ত্রখণ্ড ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন, শ্যামবর্ণ ছিলেন, তাঁহার মস্তক জটাসমূহে বিভূষিত ছিল। বিশাল নয়নদ্বয়শোভিত শ্রীরাম তখন শান্ত ছিলেন, ঈষৎহাসিতে মুখপদ্ম অতিশয় সুন্দর ছিল। তিনি সীতার বিরহে সন্তপ্ত ছিলেন এবং মৃগ ও পক্ষিগণকে দর্শন করিতেছিলেন। এই অবস্থায় রামকে অবলোকন করিয়া সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ রথ (১) হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া নামিয়া দূর হইতে সবেগে রামের নিকট আসিয়া তাঁহার চরণদ্বয়ের সমীপে ভক্তিভরে পতিত হইলেন অর্থাৎ ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ১-৩

ধর্ম্মজ্ঞ শ্রীরাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া ও অনাময় (মঙ্গল)* জিজ্ঞাসা করিয়া যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করাইয়া বিশেষ সমাদর করিলেন। ৪

তাহার পর সুগ্রীব ভক্তি বিনম্রচিত্তে রঘুশ্রেষ্ঠ রামকে বলিলেন,—দেব! বানরগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী আসিতেছে, তাহা অবলোকন কর। ৫

মেরু ও মন্দর পর্ব্বতসদৃশ বিশালদেহ এই বানরগণ হিমালয়াদি কুলাচল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। পর্ব্বততুল্য এই বানরগণ নানা দ্বীপ, নদী (নদীতীর) ও পর্ব্বতে বাস করে। ৬

ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সমর্থ এই সব অসংখ্য বানরগণ আসিয়াছে। ইহারা সকলে দেবাংশসম্ভূত এবং সকলে যুদ্ধ করিতে বিশেষ পারদর্শী। ৭

---

* ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ ॥
ইতি মনুবচনাৎ (দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ১২৭)

(১) বাল্মীকিরামায়ণে 'শিবিকা' রূপে এই যান বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই যান অশ্ববাহিত বলিয়া রথভেদরূপে বুঝিতে হইবে। যথা

"স তামুপস্থিতাং দৃষ্ট্বা শিবিকাং বানরাধিপঃ।
লক্ষ্মণারুহ্যতাং ক্ষিপ্রমিতি সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥
ইত্যুক্ত্বা কাঞ্চনং যানং সুগ্রীবঃ সূর্য্যসন্নিভম্।
বৃহদ্‌ভির্হরিভির্যুক্তমারুরোহ সলক্ষ্মণঃ ॥" ৪।৩৮।২৯-৩৩

অত্র কেচিদ্‌গজবলাঃ কেচিদ্দশগজোপমাঃ ।
গজাযুতবলাঃ কেচিদন্যেঽমিতবলাঃ প্রভো ॥ ৮
কেচিদঞ্জনকূটাভাঃ কেচিৎ কনকসন্নিভাঃ ।
কেচিদ্রক্তান্তবদনা দীর্ঘবালাস্তথাপরে ॥ ৯
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাঃ কেচিদ্রাক্ষসসন্নিভাঃ ।
গর্জ্জন্তঃ পরিতো যান্তি বানরা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১০
ত্বদাজ্ঞাকারিণঃ সর্ব্বে ফলমূলাশনাঃ প্রভো ।
ঋক্ষাণামধিপো বীরো জাম্ববান্ নাম বুদ্ধিমান্ ॥ ১১
এষ মে মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠঃ কোটিভল্লুকবৃন্দপঃ ।
হনুমানেষ বিখ্যাতো মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥ ১২
বায়ুপুত্রোঽতিতেজস্বী মন্ত্রী বুদ্ধিমতাং বরঃ ।
নলো নীলশ্চ গবয়ো গবাক্ষো গন্ধমাদনঃ ॥১৩
শরভো মৈন্দবশ্চৈব গজঃ পনস এব চ ।
বলিমুখো দধিমুখঃ সুষেণস্তার এব চ ॥ ১৪
কেশরী চ মহাসত্ত্বঃ পিতা হনুমতো বলী ।
এতে মে যূথপা রাম প্রাধান্যেন ময়োদিতাঃ ॥ ১৫
মহাত্মানো মহাবীর্য্যাঃ শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ ।
এতে প্রত্যেকতঃ কোটিকোটিবানরযূথপাঃ ॥ ১৬
তবাজ্ঞাকারিণঃ সর্ব্বে সর্ব্বে দেবাংশসম্ভবাঃ ।
এষ বালিসুতঃ শ্রীমানঙ্গদো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ১৭
বালিতুল্যবলো বীরো রাক্ষসানাং বলান্তকঃ ।
এতে চান্যে চ বহবস্ত্বদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ১৮
যোদ্ধারঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ নিপুণাঃ শত্রুঘাতনে ।
অজ্ঞাপয় রঘুশ্রেষ্ঠ সর্ব্বে তে বশবর্ত্তিনঃ ॥ ১৯
রামঃ সুগ্রীবমালিঙ্গ্য হর্ষপূর্ণাশ্রুলোচনঃ ।
প্রাহ সুগ্রীব জানাসি সর্ব্বং ত্বং কার্য্যগৌরবম্ ॥ ২০

এই সৈন্য বাহিনীতে কাহারা হস্তিতুল্য বলশালী, কাহারা দশ হস্তীর ন্যায় বলশালী এবং কাহারা দশ হাজার হস্তীর সমান বলশালী। প্রভো! অনেক বানরের বল আবার অপরিমিত। ৮

কতকগুলি বানর কজ্জল রাশিতুল্য কালবর্ণ, অনেক বানর কনক (সুবর্ণ)-বর্ণবিশিষ্ট। কাহাদের মুখ রক্তবর্ণ এবং অনেক বানরের লোমশ্রেণী অতিশয় দীর্ঘ। ৯

কাহারা শুদ্ধ স্ফটিকমণিসদৃশ শুভ্রবর্ণ এবং কাহারা রাক্ষসের ন্যায় ঘোর দর্শন। এইরূপ সকল বানরগণ যুদ্ধ বাসনা করিয়া গর্জন করিতে করিতে চতুর্দিকে সবেগে গমন করিতেছে। ১০

প্রভো! এই সব বানরগণ তোমার আজ্ঞা পালনকারী, ফল-মূল ভোজনকারী। ঋক্ষগণের অধিপতি ও বুদ্ধিমান্ এই বীরের নাম জাম্ববান্। ইনি আমার আমার মন্ত্রিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং কোটি ভল্লুকবৃন্দের পালনকর্ত্তা। আর ইনি মহাবলশালী ও মহাপরাক্রমশালী বিশ্ববিখ্যাত বীর হনুমান্। বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাপ্রতাপশালী এই বায়ুপুত্র আমার মন্ত্রী। নল, নীল, গবয়, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ, মৈন্দর, গজ, পনস, বলীমুখ, দধিমুখ, সুষেণ, তার এবং হনুমানের পিতা মহাবলশালী কেশরী (১)—ইহারা সকলেই আমার সেনাপতি। রাম! আমি প্রধানতঃ এই সব নাম উল্লেখ করিয়াছি। ১১-১৫

এই মহাত্মা বীরগণ সকলেই মহাশক্তিশালী এবং ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী। ইহারা প্রত্যেক্যেই কোটি কোটি বানরগণের অধিপতি। ১৬

সকলেই তোমার আজ্ঞাপালক এবং সকলেই দেবাংশ-সম্ভূত। এই শ্রীমান্ বালীর পুত্র অঙ্গদনামে জগদ্‌বিখ্যাত। ১৭

বালিতুল্য বলশালী এই বীর রাক্ষসদিগের সৈন্যনাশ করিতে সমর্থ। ইহারা এবং আরও অন্যান্য সকলে তোমার জন্য প্রাণ ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছে। ১৮

এই বানর যোদ্ধারা পর্ব্বতশিখরের দ্বারা যুদ্ধ করে এবং শত্রুবিনাশে নিপুণ। রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি ইহাদের আজ্ঞা কর, ইহারা সকলেই তোমার বশবর্ত্তী। ১৯

তখন শ্রীরাম আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করত বলিলেন,—সুগ্রীব! তুমি কার্য্যের গুরুত্ব সবই বুঝিতে পারিয়াছ। ২০

(১) বাল্মীকি রামায়ণেও এরূপ নামগুলি পাওয়া যায়,—
"আজগাম মহাবীর্য্যস্ত্রিভিঃ কোটিশতৈর্বৃতঃ ।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভৌ বানরৌ ভীমবিক্রমৌ । ৪।৩৯।৩৭
কোটিভিরেকাদশভিঃ সংবৃতস্তু গয়স্তদা।
যূথপাধিপতিঃ শ্রীমান্ বানরঃ প্রত্যদৃশ্যত । ৪।৩৯।৩৬
* * * *
গয়ং গবাক্ষং গবয়ং কুমুদমৃষভং তথা ।
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদঞ্চৈব শরভং গন্ধমাদনম্" ।৪।৪১।৪

মার্গণার্থং হি জানক্যা নিযুঙ্ক্ষ্ব যদি রোচতে।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং সুগ্রীবঃ প্রীতমানসঃ ॥ ২১
প্রেষয়ামাস বলিনো বানরান্ বানরর্ষভঃ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু বিবিধান্ বানরান্ প্রেষ্য সত্বরম্ ॥ ২২
দক্ষিণাং দিশমত্যর্থং প্রযত্নেন মহাবলান্।
যুবরাজং জাম্ববন্তং হনুমন্তং মহাবলম্ ॥ ২৩
নলং সুষেণং শরভং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ২৪
বিচিন্বন্তু প্রযত্নেন ভবন্তো জানকীং শুভাম্।
মাসাদর্বাক্ নিবর্ত্তধ্বং মচ্ছাসনপুরঃসরাঃ ॥ ২৫
সীতামদৃষ্ট্বা যদি বো মাসাদূর্দ্ধং দিনং ভবেৎ।
তদা প্রাণান্তিকং দণ্ডং মত্তঃ প্রাপ্স্যথ বানরাঃ ॥ ২৬
ইতি প্রস্থাপ্য সুগ্রীবো বানরান্ ভীমবিক্রমান্।
রামস্য পার্শ্বে শ্রীরামং নত্বা চোপবিবেশ সঃ ॥ ২৭
গচ্ছন্তং মারুতিং দৃষ্ট্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
অভিজ্ঞানার্থমেতন্মে হ্যঙ্গুলীয়কমুত্তমম্ ॥ ২৮
মন্নামাক্ষরসংযুক্তং সীতায়ৈ দীয়তাং রহঃ।
অস্মিন্ কার্য্যে প্রমাণং হি ত্বমেব কপিসত্তম।
জানামি সত্ত্বং তে সর্ব্বং গচ্ছ পন্থাঃ শুভস্তব ॥ ২৯
এবং কপীনাং রাজ্ঞা তে বিসৃষ্টাঃ পরিমার্গণে।
সীতায়া অঙ্গদমুখা বভ্রমুস্তত্র তত্র হ ॥ ৩০

যদি তোমার অভিরুচি হয়, তবে তাহা হইলে জনকনন্দিনী সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্য বানরগণকে নিযুক্ত কর। রামের বাক্য শ্রবণ করত সুগ্রীব প্রসন্নমনে বলশালী বানরগণকে প্রেরণ করিলেন। বানররাজ সুগ্রীব সত্বর সর্ব্বদিকে বানরদিগকে প্রেরিত করিয়া দক্ষিণদিকে অত্যন্ত যত্নসহকারে যুবরাজ অঙ্গদ, জাম্ববান্, মহাশক্তিধর হনুমান্, নল, সুষেণ, শরভ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ—এই সব মহাবল বানরগণকে পাঠাইলেন এবং এই কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন (১)। ২১-২৪

তোমরা সকলে কল্যাণময়ী জনকনন্দিনী সীতাকে অন্বেষণ কর। আমার আদেশ অনুসারে একমাসের মধ্যে (২) তোমরা সীতার সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিবে। ২৫

বানরগণ! সীতাকে না দেখিয়া তোমাদের যদি একমাসের অধিক একদিনও অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে তোমরা আমার নিকট হইতে প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হইবে। ২৬

সেই সুগ্রীব ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী বানরগণকে এই আদেশ করত পাঠাইয়া শ্রীরামকে প্রণাম পূর্ব্বক রামের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ২৭

শ্রীরাম বায়ুনন্দন হনুমানকে গমন করিতে দেখিয়া এই কথা বলিলেন—অভিজ্ঞানের জন্য আমার উত্তম অঙ্গুরীয়ক সীতাকে (৩) নির্জনে প্রদান করিবে। কপিশ্রেষ্ঠ! এই কার্য্যে তুমিই একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ সমর্থ বলিয়া মনে করি; কারণ, তোমার সমস্ত বলবুদ্ধি আমি জানি। তুমি যাও, তোমার গমন পথ শুভ হউক। ২৮-২৯

এই ভাবে বানররাজ সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে তাহাদিগকে পাঠাইলে অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ সেই সেই স্থানে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সম্ভাব্য স্থানসমূহে সীতার অন্বেষণের জন্য ভ্রমণ (৪) করিতে লাগিল। ৩০

(১) এ বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—
"অথ প্রস্থাপ্য স হরীন্ দিশং পূর্ব্বাং হরীশ্বরঃ।
অপরান্ প্রেষয়ামাস বানরান্ দক্ষিণাং দিশম্ ॥
অব্রবীদ্ গিরিসঙ্কাশং হনুমন্তমুপস্থিতম্।
পিতামহসুতঞ্চৈব জাম্ববন্তং মহাকপিম্ ॥
নীলমগ্নিমুখঞ্চৈব নলং চন্দনমেব চ।
শরার্চিষং সুহোত্রঞ্চ শরগুল্মং তথৈব চ ॥
গয়ং গবাক্ষং গবয়ং কুমুদমৃষভং তথা।
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদঞ্চৈব শরভং গন্ধমাদনম্ ॥
দরীমুখং ভীমমুখং তারঞ্চ বনগোচরম্।
অঙ্গদপ্রমুখানেতান্ হরীন্ কপিগণেশ্বরঃ ॥" ৪।৪১।১-৫

(২) বাল্মীকিরামায়ণেও এই এক সময়সীমা নির্দিষ্ট আছে,—
"অবগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ।
মাসাদূর্দ্ধং ন বক্তব্যং বসন্ বধ্যো ভবেন্মম ॥" ৪।৪৪।১২৫

(৩) আদিকবি বাল্মীকির ভাষায়,—
"স সমীক্ষ্য মহাতেজা ব্যবসায়োত্তরং কপিম্।
করিষ্যতি ধ্রুবং কার্য্যমযমিত্যান্বৈক্ষত ॥
দদৌ চাস্য তদা প্রীতঃ স্বনামাঙ্কাভিচিহ্নিতম্।
অঙ্গুলীয়মভিজ্ঞানং রাজপুত্র্যাঃ পরন্তপঃ ॥
অস্য সা হরিশার্দূল দর্শনাজ্জনকাত্মজা।
মৎসকাশে মন্নিযুক্তং ত্বাং ন চোদ্বেগং করিষ্যতি ॥
৪।৪২।১১-১৩

(৪) বানরগণের দিগ্ ভ্রমণ বিষয়ে বাল্মীকি রামায়ণে,—
"তদুগ্রশাসনং ভর্ত্তুর্বিজ্ঞায় হরিপুঙ্গবাঃ।
শলভা ইব সংছাদ্য পৃথিবীং সংপ্রতস্থিরে ॥
পূর্ব্বাস্তু দিশমাস্থায় বিনতঃ প্লবগৈঃ সহ।
প্রতস্থে কপিশার্দূলো বানরৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥
তারাঙ্গদাভ্যাং সহিতঃ প্লবগঃ পবনাত্মজঃ।
অগস্ত্যচরিতামাশাং প্রতস্থে প্লবগৈঃ সহ ॥
উত্তরাং তু দিশং দুর্গাং গিরিরাজসমাবৃতাম্।
বীরঃ শতবলির্নাম যযৌ বহুবলানুগঃ ॥" ৪।৪৫।১-৫

ভ্রমন্তো বিন্ধ্যগহনে দদৃশুঃ পর্ব্বতোপমম্।
রাক্ষসং ভীষণাকারং ভক্ষয়ন্তং মৃগান্ গজান্ ॥ ৩১
রাবণোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা কেচিদ্ বানরপুঙ্গবাঃ।
জঘ্নুঃ কিলকিলা শব্দং মুঞ্চন্তো মুষ্টিভিঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩২
নায়ং রাবণ ইত্যুক্ত্বা যযুরন্যন্মহদ্বনম্।
তৃষার্ত্তাঃ সলিলং তত্র নাবিন্দন্ হরিপুঙ্গবাঃ ॥ ৩৩
বিভ্রমন্তো মহারণ্যে শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ।
দদৃশুর্গহ্বরং তত্র তৃণ-গুল্মাবৃতং মহৎ ॥ ৩৪
আর্দ্রপক্ষান্ ক্রৌঞ্চহংসান্ নিঃসৃতান্ দদৃশুস্ততঃ
অত্রাস্তে সলিলং নূনং প্রবিশাম মহাগুহাম্ ॥ ৩৫
ইত্যুক্ত্বা হনুমানগ্রে প্রবিবেশ তমন্বযুঃ।
সর্ব্বে পরস্পরং ধৃত্বা বাহূন্ বাহুভিরুৎসুকাঃ ॥ ৩৬
অন্ধকারে মহদ্ দূরং গত্বাপশ্যন্ কপীশ্বরাঃ।
জলাশয়ান্ মণিনিভতোয়ান্ কল্পদ্রুমোপমান্ ॥ ৩৭
বৃক্ষান্ পক্বফলৈর্নম্রান্ মধুদ্রোণিসমন্বিতান্।
গৃহান্ সর্ব্বগুণোপেতান্ মণিবস্ত্রাদিপূরিতান্ ॥ ৩৮
দিব্যভক্ষ্যান্নসহিতান্ মানুষৈঃ পরিবর্জ্জিতান্।
বিস্মিতাস্তত্র ভবনে দিব্যে কনকবিষ্টরে ॥৩৯

বিন্ধ্য পর্ব্বতের গহন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে পর্ব্বতসদৃশ ভীষণাকার এক রাক্ষসকে (১) গজ ও মৃগসকল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া কোন কোন বানর শ্রেষ্ঠগণ 'এই রাক্ষস রাবণ' ইহা মনে করিয়া কিল কিলাশব্দ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুষ্টির আঘাত করিতে লাগিল। ৩১-৩২

'এই রাক্ষস রাবণ নহে' এই কথা বলিয়া সেই সব বানর শ্রেষ্ঠগণ অন্য এক বিশাল বনে গমন করিল। তথায় যাইয়া তাহারা তৃষ্ণাপীড়িত হইল (২), কিন্তু কোথাও জল পাইল না। ৩৩

সেই মহাবনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে পিপাসায় তাহাদের কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া যাইল। তারপর তথায় তৃণ ও গুল্মসমূহে আচ্ছাদিত এক বিশাল গহ্বর দেখিতে পাইল। ৩৪

সেই গুহা হইতে তখন আর্দ্রপক্ষ (ভিজাপাখা) বক ও হংস-শ্রেণী নির্গত হইতেছে দেখিয়া তথায় নিশ্চয় জল আছে, (৩) অতএব এই মহাগুহা মধ্যে প্রবেশ করিব। ৩৫

এই কথা বলিয়া হনুমান্ অগ্রে সেই গুহায় প্রবেশ করিলেন এবং অন্যান্য বানরগণ সকলে উৎফুল্ল হইয়া নিজ নিজ হস্তের দ্বারা অপরের হস্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ করত সেই হনুমানের অনুগমন করিল। ৩৬

এই বানর শ্রেষ্ঠগণ অন্ধকারে বহু দূর পর্য্যন্ত গিয়া দেখিলেন যে, মণিতুল্য সুনির্ম্মল জলপূর্ণ বহু জলাশয়, পক্ব ফলসমূহের ভারে অবনত কল্পবৃক্ষসদৃশ বহু বৃক্ষ, মণি ও বস্ত্রাদি গৃহোপকরণসমূহে পরিপূর্ণ, সর্ব্বগুণাঢ্য, দেবভোগ্য ও অন্নাদি সুশোভিত, দ্রোণ-পরিমিত* মধুপূর্ণ (৪) এবং মনুষ্যবর্জ্জিত গৃহসকল রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহারা সকলে বিস্মিত হইলেন। তারপর সেই স্থানে

(১) প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের গহন বনে বানরগণের প্রবেশ, রাক্ষস দর্শন ও সেই রাক্ষসকে মিলিত বানরগণ কর্ত্তৃক বধ বর্ণিত হয় নাই। তথায় বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া অন্য এক গহ্বরে অসুরদর্শন ও অঙ্গদ কর্ত্তৃক সেই অসুর বিনাশ বর্ণিত হইয়াছে।

(২) এ বিষয়ে আদিকবি বাল্মীকি,—
"অবীক্ষমাণাঃ সীতাঞ্চ রাবণঞ্চ সুদুঃখিতাঃ।
বুভুক্ষিতাঃ পরিশ্রান্তাস্তৃষিতাঃ সলিলার্থিনঃ।
অথাবদীর্ণং দদৃশুর্বিলং বৃক্ষৈঃ সমাবৃতম্।
তমসা মহতা প্রস্তমিস্রস্যাপি ভয়াবহম্।" ৪।৫০।১০-১১

(৩) বাল্মীকিরামায়ণে এ বিষয়ে দেখা যায়,—
"ততঃ কৌঞ্চাশ্চ হংসাশ্চ সারসাঃ কুররাস্তথা।
জলার্দ্রাশ্চক্রবাকাশ্চ পদ্মরেণুভিরঞ্জিতাঃ।
কুররা মঞ্জুলাশ্চৈব তথৈব জলকুক্কুটাঃ।
রক্তাঙ্গাশ্চৈব কাদম্বা নিষ্পতন্তঃ সমন্ততঃ।
কলহংসাঃ প্লবাশ্চৈব তথান্যে জলচারিণঃ।
তে তু দৃষ্ট্বা বিলং সর্ব্বে বিস্ময়াকুলচেতসঃ।
৪।৫০।১২-১৬

* * * *

"ততস্তস্মিন্ বিলে দুর্গে লতাপাদপসঙ্কুলে।
হনুমানগ্রতস্তেষামঙ্গদাদ্যা অনন্তরম্।
অন্যোন্যং সম্পরিষ্বজ্য জগ্মুর্যোজনমন্তরম্।
সসংজ্ঞা বিমূঢ়াস্তে বানরাশ্চক্রুর্বারবম্।" ৪।৫০।২২-২৫

(৪) এ বিষয়ে আদিকবির উক্তি,—
"জাতরূপময়ৈশ্চাপি চরদ্ভির্মৎস্য-কচ্ছপৈঃ।
নলিনীস্তত্র দদৃশুঃ প্রসন্নসলিলাঃ শুভাঃ।" ৪।৫০।২৮

* ৪ ধানে এক রত্তি, ৫ রত্তিতে একপল, ৪ পলে এক প্রকুঞ্চক, ৪ প্রকুঞ্চকে এক মুষ্টি, ৪ মুষ্টিতে এক কুড়ব, ৪ কুড়বে একপ্রস্থ, ৪ প্রস্থে এক আঢ়ক, ৮ আঢ়কে এক দ্রোণ, ২ দ্রোণে এক শূর্প, ১৷ শূর্পে এক খারি, ২ খারিতে ১ গোণী, ১০ গোণীতে এক ভার, ৪ ভারে এক বাহ।

প্রভয়া দীপ্যমানাস্তু দদৃশুঃ স্ত্রিয়মেকলাম্ ।
ধ্যায়ন্তীং চীরবসনাং যোগিনীং যোগমাস্থিতাম্ ॥ ৪০
প্রণেমুস্তাং মহাভাগাং ভক্ত্যা ভীত্যা চ বানরাঃ ।
দৃষ্ট্বা তান্ বানরান্ দেবী প্রাহ যূয়ং কিমাগতাঃ ॥ ৪১
কুতো বা কস্য দূতা বা মৎস্থানং কিং প্রধর্ষথ ।
তচ্ছ্রুত্বা হনুমানাহ শৃণু বক্ষ্যামি দেবি তে ॥ ৪২
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথঃ প্রভুঃ ।
তস্য পুত্রো মহাভাগো জ্যেষ্ঠো রাম ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪৩
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য সভার্য্যঃ সানুজো বনম্ ।
গতস্তত্র হৃতা ভার্য্যা তস্য সাধ্বী দুরাত্মনা ॥ ৪৪

এক ভবনে দিব্য কনকাসনে প্রভামণ্ডিতা, ধ্যানমগ্না, চীরবসন পরিধানা ও যোগারূঢ়া এক যোগিনী (১) বিরাজ করিতেছেন। ৩৭-৪০

তখন বানরগণ ভীত হইয়া ভক্তিসহকারে সেই মহাসৌভাগ্যবতী যোগিনীকে প্রণাম (২) করিলেন। দেবী সেই সব বানরগণকে দেখিয়া বলিলেন,—তোমরা কেন আসিয়াছ? ৪১

কোথা হইতে তোমরা আসিয়াছ, তোমরা কাঁহার দূত এবং কি জন্যই বা আমার স্থানে উপদ্রব করিতেছ? ইহা শুনিয়া হনুমান্ বলিলেন,—দেবি! আমি আপনার নিকট সেই সব বর্ণনা করিব, আপনি শ্রবণ করুন। ৪২

প্রভাবশালী শ্রীমান্ রাজা দশরথ অযোধ্যার অধিপতি,

(১) যোগিনীদর্শন প্রসঙ্গে বাল্মীকি,—
"দদৃশুস্তত্র চাসীনাং বিষ্টরে কাঞ্চনে শুভে!
প্রভয়া দীপ্যমানাস্তু চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরাম্।" ৪।৫০ ৩৭

(২) এই অধ্যাত্মরামায়ণে আছে—বানরগণ সকলে যোগিনীকে প্রণাম করেন, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে কেবল হনুমানই প্রণাম করেন বর্ণিত আছে,—
"ততো হনুমান্ গিরিসন্নিকাশঃ কৃতাঞ্জলিস্তামভিবাদ্য বিদ্বান্।
পপ্রচ্ছ কা ত্বং ভবনং বিলঞ্চ রত্নানি চেমানি বরাণি কস্য।"
৪।১০.৩৭

যে কাঞ্চননির্মিত বিলমধ্যে যোগিনী বাস করেন, সেই বিল নির্ম্মাণপ্রসঙ্গে বাল্মীকি বলিয়াছেন,—
"ময়ো নাম মহাতেজা মায়াবী দানবর্ষভঃ।
তেনেদং নির্ম্মিতং সর্ব্বং মায়য়া কাঞ্চনং বিলম্।
পুরা দানবমুখ্যানাং বিশ্বকর্ম্মা বভূব সঃ।
তেনেদং কাঞ্চনময়ং নির্ম্মিতং ভবনোত্তমম্।"
৪।৫১।১১-১২

রাবণেন ততো রামঃ সুগ্রীবং সানুজো যযৌ ।
সুগ্রীবো মিত্রভাবেন রামস্য প্রিয়বল্লভাম্ ॥ ৪৫
মৃগয়ধ্বমিতি প্রাহ ততো বয়মুপাগতাঃ ।
ততো বনং বিচিন্বন্তো জানকীং জলকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৪৬
প্রবিষ্টা গহ্বরং ঘোরং দৈবাদত্র সমাগতাঃ ।
ত্বং বা কিমর্থমত্রাসি কা বা ত্বং বদ নঃ শুভে ॥ ৪৭
যোগিনী চ তথা দৃষ্ট্বা বানরান্ প্রাহ হৃষ্টধীঃ ।
যথেষ্টং ফলমূলানি জগ্ধ্বা পীত্বামৃতং পয়ঃ ॥ ৪৮
আগচ্ছত ততো বক্ষ্যে মম বৃত্তান্তমাদিতঃ ।
তথেতি ভুক্ত্বা পীত্বা চ হৃষ্টাস্তে সর্ব্ববানরাঃ ॥ ৪৯

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম সৌভাগ্যবান্ ও জগতে বিখ্যাত। ৪৩

সেই রাম পিতার আদেশ মান্য করিয়া ভার্য্যা ও অনুজ ভ্রাতার সহিত বনে গমন করিয়াছেন। সেই বনমধ্যে দুরাত্মা রাবণ তাঁহার সাধ্বী ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তদনন্তর রাম অনুজ ভ্রাতার সহিত সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হন। তখন সুগ্রীব রামের সহিত সখ্যস্থাপন করায় বন্ধুভাবে 'রামের প্রিয়বল্লভা সীতাকে তোমরা অন্বেষণ কর', এই আদেশ আমাদের করিয়াছেন। আমরা তদনুসারে আপনার এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। সুগ্রীবের আদেশের পর আমরা বনমধ্যে জনকনন্দিনী সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল কামনা করি। ৪৪-৪৬

তদনন্তর আমরা ভয়ঙ্কর গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া দৈববশতঃ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। মঙ্গলময়ী দেবি! আপনি কে? কিজন্য এস্থানে বিরাজ করিতেছেন? ইহা আমাদের বলুন। ৪৭

যোগিনী তখন সেই সব বানরগণকে তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—তোমরা ইচ্ছানুসারে ফল মূল (৩) ভোজন করত অমৃতময় জল পান করিয়া আগমন কর। তারপর তোমাদিগের নিকট আমি আমার আদি হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিব। 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া ভোজন করত ও জল পান করত সেই সব বানরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। ৪৮-৪৯

(৩) এ বিষয়ে বাল্মীকি বলিয়াছেন,—
"সা তু তস্য বচঃ শ্রুত্বা তাপসী ধর্ম্মচারিণী।
আদায় ফলমূলানি বিধিনোপজহার হ।
প্রতিগৃহ্য তু তে তস্যাস্তদাতিথ্যং বনেচরাঃ।
বিধিবদ্ ভক্ষয়ামাসুস্তাং চৈব সমপূজয়ন্। ৪।৫১।২১-২২

দেব্যাঃ সমীপং গত্বা তে বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ স্থিতাঃ।
ততঃ প্রাহ হনূমন্তং যোগিনী দিব্যদর্শনা ॥ ৫০
হেমা নাম পুরা দিব্যরূপিণী বিশ্বকর্ম্মণঃ।
পুত্রী মহেশং নৃত্যেন তোষয়ামাস ভামিনী ॥ ৫১
তুষ্টো মহেশঃ প্রদদাবিদং দিব্যপুরং মহৎ।
তত্র স্থিতা সা সুদতী বর্ষাণামযুতাযুতম্ ॥ ৫২
তস্যা অহং সখী বিষ্ণুতৎপরা মোক্ষকাঙ্ক্ষিণী।
নাম্না স্বয়ংপ্রভা দিব্যগন্ধর্ব্বতনয়া পুরা ॥ ৫৩
গচ্ছন্তী ব্রহ্মলোকং সা মামাহেদং তপশ্চর।
অত্রৈব নিবসন্তী ত্বং সর্ব্বপ্রাণিবিবর্জ্জিতে ॥ ৫৪

তারপর দেবীর সমীপে গিয়া তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দিব্যদর্শনা যোগিনী হনুমান্‌কে বলিলেন। ৫০

পুরাকালে বিশ্বকর্ম্মার হেমানামে এক দিব্যরূপিণী কন্যা ছিলেন। সেই ভামিনী হেমা নৃত্যকলার দ্বারা ভগবান্ মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করেন। ৫১

মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই দিব্য বিশাল পুর প্রদান করিয়াছেন। (১) সুন্দর দন্তশোভিতা সেই হেমা অযুতাযুত বর্ষকাল এই স্থানে অবস্থান (করত পরিশেষে ব্রহ্মলোকে গমন) করেন। ৫২

আমি সেই হেমার সখী, আমার নাম স্বয়ম্প্রভা (২) এবং দিব্যনামক গন্ধর্ব্বের আমি কন্যা। মোক্ষ কামনা করিয়া আমি শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় রত আছি। পুরাকালে সেই হেমা ব্রহ্মলোক গমন (৩) করিবার সময় আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, সখি! সর্ব্বপ্রাণিবর্জ্জিত এই স্থানেই অবস্থান করিয়া তুমি তপস্যাচরণ কর। ৫৩-৫৪

ত্রেতাযুগে দাশরথির্ভূত্বা নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
ভূভারহরণার্থায় বিচরিষ্যতি কাননে ॥ ৫৫
মার্গন্তো বানরাস্তস্য ভার্য্যামায়াস্তি তে গুহাম্।
পূজয়িত্বাথ তান্ গত্বা রামং স্তুত্বা প্রযত্নতঃ ॥ ৫৬
যাতাসি ভবনং বিষ্ণোর্যোগিগম্যং সনাতনম্।
ইতোঽহং গন্তুমিচ্ছামি রামং দ্রষ্টুং ত্বরান্বিতা ॥ ৫৭
যূয়ং পিনদ্ধমক্ষীণি গমিষ্যথ বহির্গুহাম্।
তথৈব চক্রুস্তে বেগাদ্ গতাঃ পূর্ব্বস্থিতং বনম্ ॥ ৫৮
সাপি ত্যক্ত্বা গুহাং শীঘ্রং যযৌ রাঘবসন্নিধিম্।
তত্র রামং সসুগ্রীবং লক্ষ্মণঞ্চ দদর্শ হ ॥ ৫৯

ত্রেতাযুগে অব্যয় নারায়ণ হরি দশরথের পুত্র হইয়া ভূভার-হরণ করিবার জন্য বনে (দণ্ডকারণ্যে) বিচরণ করিবেন। ৫৫

বানরগণ সেই রামচন্দ্রের ভার্য্যা সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তোমার এই গুহায় আসিবে। তুমি তাহাদের সমীপে গমন করত তাহাদের পূজা করিয়া এবং শ্রীরামকে বিশেষ যত্নসহকারে স্তব করিয়া যোগীদিগের গমনযোগ্য বিষ্ণুর সনাতন ভবনে গমন করিবে। অতএব আমি এস্থান হইতে গমন করিতে ইচ্ছা করি এবং রামকে দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি। ৫৬-৫৭

তোমরা চক্ষু বন্ধ কর, তাহা হইলে গুহার বাহিরে চলিয়া যাইবে। তখন বানরগণ সকলে তাহাই করিল এবং সবেগে পূর্ব্ব স্থিত বনে উপস্থিত হইল। ৫৮

এদিকে সেই যোগিনী স্বয়ম্প্রভাও গুহা পরিত্যাগ করিয়া সত্বর রাঘবের নিকট গমন করিলেন। তথায় তিনি রাম, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিলেন। ৫৯

---

(১) বাল্মীকিরামায়ণে দেখা—ব্রহ্মা এই দিব্য নগর প্রদান করেন,—

"তদিদং ব্রহ্মণা দত্তং হেমায়াং বনমুত্তমম্।
শাশ্বতাঃ কামভোগাশ্চ গৃহঞ্চেদং হিরণ্ময়ম্।" ৪।৫১।১৬

(২) অগ্নিপুরাণে স্বয়ম্প্রভার নাম 'সুপ্রভা' বলা হইয়াছে,—
"দক্ষিণে মার্গয়ামাস সুপ্রভায়া গুহান্তিকে।" ৮।১১

(৩) হেমাদেবীর ব্রহ্মলোকগমন ও স্বয়ম্প্রভার বদরীবন গমন—এই সব বৃত্তান্ত বাল্মীকিরামায়ণে নাই। তথায় দেখা যায় হেমাদেবী স্বয়ম্প্রভাকে সেই দিব্যপুরের রক্ষয়িত্রী রূপে নিযুক্ত করেন,—

"দুহিতা হেমসাবর্ণেরহং নাম্না স্বয়ম্প্রভা।
ইদং রক্ষামি ভবনং হেমায়া বানরর্ষভাঃ॥
মম প্রিয়সখী হেমা নৃত্য-গীতবিশারদা।
তয়া সন্নিহিতশ্চাহং রক্ষামি ভবনোত্তমম্।"
৪।৫১।১৭-১৮

* * * *

"এষ প্রস্রবণঃ শৈল এষ পার্শ্বে মহোদধিঃ।
স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি ভবনং বানরোত্তমাঃ॥
ইত্যুক্ত্বা তদ্‌বিলং ঘোরং প্রবিবেশ তপস্বিনী।
তপোযোগপ্রভাবেণ নিমেষান্তরচারিণী॥

কৃত্বা প্রদক্ষিণং রামং প্রণম্য বহুশঃ সুধীঃ।
আহ গদ্গদয়া বাচা রোমাঞ্চিততনূরুহা ॥ ৬০
দাসী তবাহং রাজেন্দ্র দর্শনার্থমিহাগতা।
বহুবর্ষসহস্রাণি তপ্তুং মে দুশ্চরং তপঃ ॥ ৬১
গুহায়াং দর্শনার্থং তে ফলিতং মেঽদ্য তৎ তপঃ।
অদ্য হি ত্বাং নমস্যামি মায়ায়াঃ পরতঃ স্থিতম্ ॥ ৬২
সর্ব্বভূতেষু চালক্ষ্যং বহিরন্তরবস্থিতম্।
যোগমায়াযবনিকাচ্ছন্নো মানুষবিগ্রহঃ ॥ ৬৩
ন লক্ষ্যসেঽজ্ঞানদৃশাং শৈলূষ ইব রূপধৃক্।
মহাভাগবতানাং ত্বং ভক্তিযোগবিধিৎসয়া ॥ ৬৪
অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ কথং জানামি তামসী।
লোকে জানাতু যঃ কশ্চিৎ তব তত্ত্বং রঘূত্তম ॥ ৬৫
মমৈতদেব রূপং তে সদা ভাতু হৃদালয়ে।

উত্তম ধ্যানপরায়ণা স্বয়ম্প্রভা রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া বহুবার প্রণাম করত রোমাঞ্চিতদেহে গদ্‌গদবাক্যে তাঁহাকে বলিলেন। ৬০

রাজেন্দ্র! আমি আপনার দাসী, আপনাকে দর্শন করিবার জন্য এস্থানে আসিয়াছি। আপনাকে দর্শন করিব বলিয়া বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া আমি এই গুহায় দুষ্কর তপস্যাচরণ করিয়াছি। আমার সেই তপস্যা আজ সফল হইল। আজ আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনি মায়ার অতীত এবং সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে অবস্থান করিলেও আপনাকে কিন্তু কেহই লক্ষ্য করিতে অর্থাৎ চিনিতে পারিতেছে না। আপনি যোগমায়া-রূপিণী যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া সেইভাবে মানুষরূপ ধারণ করিয়াছেন, যেরূপ কোন অভিনেতা যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া অভিনয়োপযোগী রূপ ধারণ করে, সেইজন্য অজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপনাকে চিনিতে পারিতেছে না। হে ভগবন্! যাঁহারা মহাভাগবত, সেই মহাত্মাগণের ভক্তিযোগসিদ্ধির জন্য আপনি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি তমোরূপ অজ্ঞানে আচ্ছন্না এক সাধারণ স্ত্রী, সুতরাং আমি কিরূপে আপনাকে জানিতে পারিব? কিন্তু এই লোকে যে ব্যক্তি আপনার ব্রহ্ম-তত্ত্ব জানেন, তিনি তাহা জানুন। রঘূত্তম! আমার এই হৃদয়মন্দিরে আপনার এই রাম-রূপই সদা যেন প্রতিভাত হয়। রাম! মোক্ষের জন্য যে চরণযুগল দর্শন করিতে হয়, আমি আজ তাহা দর্শন করিয়াছি। অথবা মোক্ষের উপায় দর্শন করাইতে সমর্থ শ্রীচরণযুগল আজ আমি দর্শন করিয়াছি। ৬১-৬৬

রাম তে পাদযুগলং দর্শিতং মোক্ষদর্শনম্ ॥ ৬৬
অদর্শনং ভবার্ণানাং সন্মার্গপরিদর্শনম্।
ধনপুত্রকলত্রাদি-বিভূতিপরিদর্পিতঃ ॥ ৬৭
অকিঞ্চনধনং ত্বাদ্য নাভিধাতুং জনোঽর্হতি।
নিবৃত্তগুণমার্গায় নিষ্কিঞ্চনধনায় তে ॥ ৬৮
নমঃ স্বাত্মাভিরামায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
কালরূপিণমীশানমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৯
সমং চরন্তং সর্ব্বত্র মন্যে ত্বাং পুরুষং পরম্
দেব তে চেষ্টিতং কশ্চিন্ন বেদ নৃবিড়ম্বনম্ ॥ ৭০
ন তেঽস্তি কশ্চিদ্দয়িতো দ্বেষ্যো বাপর এব চ।
ত্বন্মায়াপিহিতাত্মানস্ত্বাং পশ্যন্তি তথাবিধম্ ॥ ৭১
অজস্যাকর্ত্তুরীশস্য দেবতির্য্যঙ্‌নরাদিষু।
জন্মকর্ম্মাদিকং যদ্‌যৎ তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৭২

আপনার শ্রীচরণযুগল দর্শন করিলে আর ভবসাগর দর্শন করিতে হয় না, বরং সৎপুরুষগণের মার্গ অর্থাৎ মোক্ষমার্গ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা দর্শন হইয়া যায়। হে আদ্য পরমপুরুষ! ধন, পুত্র ও কলত্রাদি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ব্যক্তি আপনার বিষয়ে কোনও কথাই বলিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা অকিঞ্চন, আপনি সেই মহাত্মাগণের একমাত্র ধন। সংসাররূপ গুণমার্গ যাঁহার স্বতই নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, যিনি অকিঞ্চনগণের ধন—সর্ব্বরত্নস্বরূপ, যিনি আত্মারাম, নির্গুণ ও সগুণ, আমি সেই রামকে প্রণাম করি। আপনি কালরূপী অর্থাৎ সর্ব্বসংহারক, ঈশান (সর্ব্বনিয়ামক), আদি, মধ্য ও অন্তবর্জিত, সর্ব্বত্র সমভাবে বিচরণকারী এবং পরমপুরুষ বলিয়াই আমি মনে করি। দেব (জ্যোতির্ম্ময়)! আপনার এই যে চেষ্টা অর্থাৎ লোকব্যবহার, তাহা যে মনুষ্যচেষ্টার অনুকরণ মাত্র—ইহা কেহই বুঝিতে পারে না। ৬৭-৭০

জগতে আপনার কেহই প্রিয় পাত্র নহে, দ্বেষের পাত্রও নহে এবং আপনার কেহই শত্রুও নহে। কেবল আপনারই মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়া জীবগণ আপনাকে সেই সেইভাবে দেখিয়া থাকে অর্থাৎ শত্রু, মিত্র প্রভৃতি আছে বলিয়া মনে করে। ৭১

প্রকৃতপক্ষে আপনি অজ ও প্রত্যক্ষতঃ অকর্ত্তা হইলেও পরম্পরাক্রমে আপনিই সর্ব্বনিয়ন্তা। দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্য যোনি প্রভৃতিতে আপনার যে জন্ম ও কর্ম্ম, তাহা কেবল তৎ তৎ দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যের অনুকরণ মাত্র। ৭২

ত্বামাহুরক্ষরং জাতং কথাশ্রবণসিদ্ধয়ে।
কেচিৎ কোশলরাজস্য তপসঃ ফলসিদ্ধয়ে ॥ ৭৩
কৌশল্যয়া প্রার্থ্যমানং জাতমাহুঃ পরে জনাঃ।
দুষ্টরাক্ষসভূভারহরণায়ার্থিতো বিভুঃ ॥ ৭৪
ব্রহ্মণা নররূপেণ জাতোঽয়মিতি কেচন।
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি চ যে কথাস্তে রঘুনন্দন ॥ ৭৫
পশ্যন্তি তব পাদাব্জং ভবার্ণবসুতারণম্।
ত্বন্মায়াগুণবদ্ধাঽহং ব্যতিরিক্তং গুণাশ্রয়ম্ ॥ ৭৬
কথং ত্বাং দেব জানীয়াং স্তোতুং বাবিষয়ং বিভুম্।
নমস্যামি রঘুশ্রেষ্ঠং বাণাসনশরান্বিতম্ ॥ ৭৭
এবং স্তুতো রঘুশ্রেষ্ঠঃ প্রসন্নঃ প্রণতাঘহৃৎ।
উবাচ যোগিনীং ভক্ত্যাং কিং তে মনসি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥৭৮
সা প্রাহ রাঘবং ভক্ত্যা ভক্তিং তে ভক্তবৎসল।
যত্র কুত্রাপি জাতায়া নিশ্চলাং দেহি মে প্রভো ॥ ৭৯
ত্বদ্ভক্তেষু সদা সঙ্গো ভূয়ান্মে প্রাকৃতেষু ন।
জিহ্বা মে রাম রামেতি ভক্ত্যা বদতু সর্বদা ॥ ৮০
মানসং শ্যামলং রূপং সীতা-লক্ষ্মণসংযুতম্।
ধনুর্ব্বাণধরং পীতবাসসং মুকুটোজ্জ্বলম্ ॥ ৮১
অঙ্গদৈর্নূপুরৈর্মুক্তাহারৈঃ কৌস্তুভকুণ্ডলৈঃ।
শান্তং স্মরতু মে রাম বরং নান্যং বৃণে প্রভো ॥ ৮২

শ্রীরাম উবাচ।

ভবত্যেবং মহাভাগে গচ্ছ ত্বং বদরীবনম্।
তত্রৈব মাং স্মরন্তী ত্বং ত্যক্ত্বেদং ভূতপঞ্চকম্।
যামেব পরমাত্মানমচিরাৎ প্রতিপদ্যসে ॥ ৮৩
শ্রুত্বা রঘূত্তমবচোঽমৃতসারকল্পং
গত্বা তদৈব বদরীতরুখণ্ডজুষ্টম্।
তীর্থং তদা রঘুপতিং মনসা স্মরন্তী
ত্যক্ত্বা কলেবরমবাপ পরং পদং সা ॥ ৮৪

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

আপনার সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন—আপনি নিত্য অবিনাশী হইয়াও আপনার চরিতবর্ণনাদি কথা শ্রবণজনিত পুণ্যবলে মানবগণকে সিদ্ধি প্রদান করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। আবার কেহ বলেন—কোশলরাজ দশরথের তপস্যার ফলসিদ্ধির জন্য আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৭৩

অন্য ব্যক্তিগণ আবার বলেন—আপনি কৌশল্যাদেবীর প্রার্থনায় এ জগতে অবতরণ করিয়াছেন। পুরাকালে ব্রহ্মা পৃথিবীর ভারভূত দুষ্ট রাক্ষসদিগকে বধ করিতে প্রার্থনা করেন, কেহ কেহ বলেন—ব্রহ্মার সেই প্রার্থনায় আপনি এই নররূপে অর্থাৎ নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রঘুনন্দন! যাঁহারা আপনার লীলাকথাসমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সুখে ভবসাগরপারকারী আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া থাকেন। আমি আপনার মায়াগুণে আবদ্ধ, আর আপনি মায়াগুণের অতীত, মায়াগুণের প্রবর্ত্তক এবং বাক্য ও মনের অগোচর সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, দেব! অতএব আমি আপনাকে কিরূপে জানিতে পারিব? রাম! আপনি রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ধনুর্বাণধারী, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, আপনাকে নমস্কার করি। ৭৪-৭৭

যোগিনী স্বয়ম্প্রভা কর্ত্তৃক এইভাবে স্তুত হইয়া প্রণতগণের পাপহারী রঘুত্তম রাম প্রসন্ন হইলেন এবং সেই যোগিনীকে বলিলেন—তোমার মনোবাসনা কি? ৭৮

তখন সেই স্বয়ম্প্রভা ভক্তিসহকারে রামকে বলিলেন,—হে ভক্তবৎসল! হে প্রভো! আমি যে কোন স্থানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন আপনি আমাকে আপনার শ্রীপাদপদ্মে অচলা ভক্তি প্রদান করুন। ৭৯

আপনার ভক্তগণের সর্ব্বদা সঙ্গলাভ যেন আমার হয়, কখনই যেন প্রাকৃত—সাধারণ মনুষ্যগণের সহিত আমার মিলন না হয়। আর সর্ব্বদা আমার এই জিহ্বা যেন ভক্তি সহকারে 'রাম রাম' বলে। ৮০

আমার মন যেন সর্ব্বদা এই সীতা ও লক্ষ্মণযুক্ত ধনুর্বাণধারী, পীতবস্ত্রপরিহিত, মুকুটে দেদীপ্যমান, অঙ্গদ, নূপুর, মুক্তাহার ও কৌস্তুভ কুণ্ডলসমূহে বিভূষিত এবং শান্ত শ্যামল রূপ চিন্তা করে। প্রভো! আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি, অন্য কোনও বর নহে। ৮১-৮২

শ্রীরাম বলিলেন,—মহাভাগে! তোমার এইরূপই হইবে। তুমি সত্বর বদরিকা বনে গমন কর। সেই স্থানেই তুমি সদা আমাকে স্মরণ করিতে করিতে এই পঞ্চভূতনির্ম্মিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে পরমাত্মা আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ৮৩

সেই যোগিনী স্বয়ম্প্রভা রঘুবর শ্রীরামের এই অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সময়েই বদরীবৃক্ষসমূহে পরিশোভিত বদরিকাতীর্থে গমন করত মনে মনে রঘুপতি শ্রীরামকে স্মরণ করিতে করিতে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। ৮৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

[সম্পাতিনা সহ হনূমৎপ্রভৃতীনাং সাক্ষাৎকারঃ, সম্পাতিতঃ সীতায়া অনুসন্ধানপ্রাপ্তিঃ, সমুদ্রলঙ্ঘনায় সর্ব্বেষাং পরামর্শশ্চ ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ তত্র সমাসীনা বৃক্ষখণ্ডেষু বানরাঃ ।
চিন্তয়ন্তো বিমুহ্যন্তঃ সীতামার্গণকর্শিতাঃ ॥ ১

তত্রোবাচাঙ্গদঃ কাংশ্চিদ্ বানরান্ বানরর্ষভঃ ।
ভ্রমতাং গহ্বরেঽস্মাকং মাসো নূনং গতোঽভবৎ ॥ ২

সীতা নাধিগতাস্মাভির্ন কৃতং রাজশাসনম্ ।
যদি গচ্ছাম কিষ্কিন্ধ্যাং সুগ্রীবোঽস্মান্ হনিষ্যতি ॥ ৩

বিশেষতঃ শত্রুভূতং মাং মিষান্নিহনিষ্যতি ।
যদি তস্য কৃতঃ প্রীতিরহং রামেণ রক্ষিতঃ ॥ ৪

ইদানীং রামকার্য্যং মে ন কৃতং তন্মিষং ভবেৎ ।
তস্য মদ্ধননে নূনং সুগ্রীবস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৫

মাতৃকল্পাং ভ্রাতৃভার্য্যাং পাপাত্মানুভবত্যসৌ ।
ন গচ্ছেয়মতঃ পার্শ্বং তস্য বানরপুঙ্গবাঃ ॥ ৬

ত্যক্ষ্যামি জীবিতঞ্চাত্র যেন কেনাপি মৃত্যুনা ।
ইত্যশ্রুনয়নং কেচিদ্ দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবাঃ ॥ ৭

ব্যথিতাঃ সাশ্রুনয়না যুবরাজমথাব্রুবন্ ।
কিমর্থং তব শোকোঽত্র বয়ং তে প্রাণরক্ষকাঃ ॥ ৮

ভবামো নিবসামোঽত্র গুহায়াং ভয়বর্জ্জিতাঃ ।
সর্ব্বসৌভাগ্যসহিতং পুরং দেবপুরোপমম্ ॥ ৯

শনৈঃ পরস্পরং বাক্যং বদতাং মারুতাত্মজঃ ॥ ১০
শ্রুত্বাঙ্গদং সমালিঙ্গ্য প্রোবাচ নয়কোবিদঃ ।

বিচার্য্যতে কিমর্থং তে দুর্বিচারো ন যুজ্যতে ॥ ১১
রাজ্ঞোঽত্যন্তপ্রিয়স্ত্বং হি তারাপুত্রোঽতিবল্লভঃ ।
রামস্য লক্ষ্মণাৎ প্রীতিস্ত্বয়ি নিত্যং প্রবর্দ্ধতে ॥ ১২

সপ্তম অধ্যায় ।

[সম্পাতির সহিত হনুমান্ প্রভৃতির সাক্ষাৎ, সম্পাতির নিকট হইতে সীতার অনুসন্ধানপ্রাপ্তি এবং সমুদ্রলঙ্ঘনের জন্য সকলের পরামর্শ ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পার্ব্বতি ! এদিকে সেই সব বানরগণ বৃক্ষসমূহের উপর বসিয়া নানা চিন্তা করিতে করিতে বিমূঢ় হইয়া পড়িল এবং সীতার অন্বেষণ-জনিত ক্লেশে কৃশ হইয়া যাইল । ১

তদনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ কতকগুলি বানরকে বলিলেন,— গহ্বর মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নিশ্চয়ই আমাদের একমাস অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে । ২

আমরা সীতার অনুসন্ধান পাই নাই, অতএব রাজার আদেশও পালিত হয় নাই। এই অবস্থায় আমরা যদি কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে বানররাজ সুগ্রীব আমাদের বধ করিবেন । ৩

বিশেষতঃ আমি তাঁহার নিকট শত্রুস্বরূপ (১), তাই যে কোনও ছলে তিনি আমাকে হত্যা করিবেন। কেবল রামই আমাকে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন ।৪

এখন সেই আমি রামকার্য্য করিতে পারি নাই, সুতরাং দুরাত্মা সুগ্রীবের আমাকে হত্যা করিবার ইহা এক নিশ্চয়ই ছল হইবে । ৫

এই পাপাত্মা মাতৃকল্পা ভ্রাতৃজায়া সম্ভোগ করিতেছে। বানরশ্রেষ্ঠগণ ! অতএব আমি আর সেই সুগ্রীবের পার্শ্বে গমন করিব না । ৬

আমি এস্থানে যে কোনও মৃত্যুদায়ক উপায়ে জীবন পরিত্যাগ করিব। এই কথা বলিয়া অঙ্গদের নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। কোনও কোনও শ্রেষ্ঠ বানরগণ তাঁহাকে অশ্রুমোচন করিতে দেখিয়া ব্যথিত হইল এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে যুবরাজ অঙ্গদকে বলিলেন, কিজন্য আপনি শোক করিতেছেন ? আমরা আপনার প্রাণ রক্ষা করিব। আসুন—আমরা সকলে এই গুহার মধ্যে অবস্থিত দেবনগরতুল্য সর্ব্বসৌভাগ্যপূর্ণ নগরে নির্ভয়ে বাস করিব । ৭-৯

এইভাবে সেই সব বানরশ্রেষ্ঠগণ পরস্পর ধীরে ধীরে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এরূপ সময়ে নীতিনিপুণ পবননন্দন হনুমান্ তাঁহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করত অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—কেন এরূপ আলোচনা করিতেছ ? এখন এরূপ অযথা মন্ত্রণা করা উচিত নয় । ১০-১১

তুমি রাজা সুগ্রীবের অত্যন্ত প্রিয় এবং অতি আদরের তারাপুত্র। লক্ষ্মণ হইতেও তোমার প্রতি রামে প্রীতি আছে এবং তাহা প্রতিনিয়তই বর্দ্ধিত হইতেছে । ১২

(১) বাল্মীকিরামায়ণেও এই কথা পাওয়া যায়,—
"স পূর্ব্ববদ্ধবৈরো মাং দৃষ্ট্বা রাজা ব্যতিক্রমম্ ।
ঘাতয়িষ্যতি তীক্ষ্ণেন দণ্ডেনাতিচিরাদ্ গতম্ ।"

অতো ন রাঘবাদ্ভীতিস্তব রাজ্ঞো বিশেষতঃ।
অহং তব হিতো সক্তো বৎস নান্যং বিচারয় ॥ ১৩

গুহাবাসশ্চ নির্ভেদ্য ইত্যুক্তং বানরৈস্তু যৎ।
তদেতদ্ রাঘববাণানামভেদ্যং কিং জগত্রয়ে ॥ ১৪

যে ত্বাং দুর্ব্বোধয়ন্ত্যেতে বানরা বানরর্ষভঃ।
পুত্রদারাদিকং ত্যক্ত্বা কথং স্থাস্যন্তি তে ত্বয়া ॥ ১৫

অন্যদ্গুহ্যতমং বক্ষ্যে রহস্যং শৃণু মে সুত।
রামো ন মানুষো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥ ১৬

সীতা ভগবতী মায়া জনসম্মোহকারিণী।
লক্ষ্মণো ভুবনাধারঃ সাক্ষাচ্ছেষঃ ফণীশ্বরঃ ॥ ১৭

ব্রহ্মণা প্রার্থিতাঃ সর্ব্বে রক্ষোগণবিনাশনে।
মায়ামানুষভাবেন জাতা লোকৈকরক্ষকাঃ ॥ ১৮

বয়ঞ্চ পার্ষদাঃ সর্ব্বে বিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠবাসিনঃ।
মনুষ্যভাবমাপন্নে স্বেচ্ছয়া পরমাত্মনি ॥ ১৯

বয়ং বানররূপেণ জাতাস্তস্যৈব মায়য়া।
বয়ন্তু তপসা পূর্ব্বমারাধ্য জগতাং পতিম্ ॥ ২০

তেনৈবানুগৃহীতাঃ স্মঃ পার্ষদত্বমুপাগতাঃ।
ইদানীমপি তস্যৈব সেবাং কৃত্বৈব মায়য়া ॥ ২১

পুনর্বৈকুণ্ঠমাসাদ্য সুখং স্থাস্যামহে বয়ম্।
ইত্যঙ্গদমথাশ্বাস্য গতা বিন্ধ্যং মহাচলম্ ॥ ২২

বিচিন্বন্তোঽথ শনকৈর্জানকীং দক্ষিণামুখেঃ।
তীরে মহেন্দ্রাক্ষগিরেঃ পবিত্রং পাদমাযযুঃ ॥ ২৩

দৃষ্ট্বা সমুদ্রং দুষ্পারমগাধং ভয়বর্দ্ধনম্।
বানরা ভয়সন্ত্রস্তাঃ কিং কুর্ম্ম ইতি বাদিনঃ ॥ ২৪

নিষেদুরুদধেস্তীরে সর্ব্বে চিন্তাসমন্বিতাঃ।
মন্ত্রয়ামাসুরন্যোন্যমঙ্গদাদ্যা মহাবলাঃ ॥ ২৫

ভ্রমতামেব নো মাসো গতোঽত্রৈব গুহান্তরে।
ন দৃষ্টো রাবণো বাদ্য সীতা বা জনকাত্মজা ॥ ২৬

ইহাতে তোমার রামচন্দ্র হইতেও কোনও ভয় নাই; বিশেষতঃ রাজা সুগ্রীবের নিকট হইতে ত' কোনও ভয়ই নাই। বৎস! আমি তোমার হিত করিতে নিযুক্ত আছি; সুতরাং অন্য কিছু বিচার করিও না। ১৩

কতিপয় বানরগণ যে বলিতেছে, এই গুহাগৃহ অভেদ্য, সুতরাং নির্ভয়ে বাস করিব। কিন্তু ইহা যুক্তিগ্রাহ্য নহে; কারণ এই ত্রিভুবনে রামবাণসমূহের অভেদ্য কি আছে? ১৪

হে বানরশ্রেষ্ঠ! যে সব বানর তোমাকে এইভাবে কুমন্ত্রণা দিতেছে, তাহারা নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া কিভাবে তোমার সহিত অবস্থান করিবে? ১৫

পুত্র! অন্য এক অতিশয় গুহ্য হইতেও গুহ্য রহস্য আমার নিকট শ্রবণ কর। এই দেব শ্রীরাম মানুষ নন, সাক্ষাৎ অবিনাশী পরমাত্মা নারায়ণ। ১৬

আর ভগবতী সীতা জনসম্মোহকারিণী মায়া এবং লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ জগতের আশ্রয় সর্পরাজ অনন্ত। ১৭

সমস্ত রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবার জন্য পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রার্থনানুসারে ইঁহারা মায়ায় মানুষরূপ অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহারা লোক-সকলের একমাত্র রক্ষক। ১৮

আর আমরা সকলে বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণুর পার্ষদ। পরমাত্মা নারায়ণ স্বেচ্ছায় মনুষ্যরূপ ধারণ করিলে পর আমরা সকলে তাঁহারই মায়ায় বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া জগৎপতি নারায়ণের আরাধনা করত তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া পার্ষদ হইয়াছিলাম। এখনও মায়াযোগে তাঁহারই সেবা করিয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠে গমন করত আমরা সুখে অবস্থান করিব। এইভাবে অঙ্গদকে আশ্বস্ত করিয়া পরে তাঁহারা সকলে বিন্ধ্যমহাপর্ব্বতে গমন করিলেন। ১৯-২২

অনন্তর জানকীকে অন্বেষণ করিতে সেই সব বানরগণ ধীরে ধীরে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী মহেন্দ্রপর্ব্বতের পবিত্র পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৩

তৎপর, ভয়বর্দ্ধক ও অগাধ জলপূর্ণ সমুদ্রকে দেখিয়া সেই বানরগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া 'আমরা অতপরঃ কি করি' এই কথা বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে সেই সাগরের তীরভূমিতে সকলে উপবেশন করিলেন। অনন্তর অঙ্গদাদি মহাবল বানরগণ তথায় পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ২৪-২৫

এই গুহারই অভ্যন্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদের এক মাস অতিক্রান্ত হইয়া যাইল, কিন্তু অদ্যাপি আমরা না রাবণকে কিংবা না জনকনন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইলাম। ২৬

সুগ্রীবস্তীক্ষ্ণদণ্ডোঽস্মান্ নিহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।
সুগ্রীববধতোঽস্মাকং শ্রেয়ঃ প্রায়োপবেশনম্ ॥ ২৭
ইতি নিশ্চিত্য তত্রৈব দর্ভানাস্তীর্য্য সর্ব্বতঃ।
উপাবিবিশুস্তে সর্ব্বে মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ২৮
এতস্মিন্নন্তরে তত্র মহেন্দ্রাদ্রিগুহান্তরাৎ।
নির্গত্য শনকৈরাগাদ্ গৃধ্রঃ পর্ব্বতসন্নিভঃ ॥ ২৯
দৃষ্ট্বা প্রায়োপবেশেন স্থিতান্ বানরপুঙ্গবান্।
উবাচ শনকৈর্গৃধ্রঃ প্রাপ্তো ভক্ষ্যোঽদ্য মে বহুঃ ॥৩০
একৈকশঃ ক্রমাৎ সর্ব্বান্ ভক্ষয়ামি দিনে দিনে।
শ্রুত্বা তদ্ গৃধ্রবচনং বানরা ভীতমানসাঃ ॥ ৩১
ভক্ষয়িষ্যতি নঃ সর্ব্বানসৌ গৃধ্রো ন সংশয়ঃ।
রামকার্য্যঞ্চ নাস্মাভিঃ কৃতং কিঞ্চিদ্ধরীশ্বরাঃ ॥ ৩২
সুগ্রীবস্যাপি চ হিতং ন কৃতং স্বাত্মনামপি।
বৃথানেন বধং প্রাপ্য গচ্ছামো যমসাদনম্ ॥ ৩৩
অহো জটায়ুর্ধর্ম্মাত্মা রামস্যার্থে মৃতঃ সুধীঃ।
মোক্ষং প্রাপ দুরাবাপং যোগিনামপ্যরিন্দমঃ ॥ ৩৪
সম্পাতিস্তু তদা বাক্যং শ্রুত্বা বানরভাষিতম্।
কে বা যূয়ং মম ভ্রাতুঃ কর্ণপীযূষসন্নিভম্ ॥ ৩৫
জটায়ুরিতি নামাদ্য ব্যাহরন্তঃ পরস্পরম্।
উচ্যতাং বো ভয়ং মা ভূন্মত্তঃ প্লবগসত্তমাঃ ॥ ৩৬
তমুবাচাঙ্গদঃ শ্রীমানুত্থিতো গৃধ্রসন্নিধৌ।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ॥ ৩৭

অতএব সুগ্রীব তীক্ষ্ণ দণ্ডদান করিয়া আমাদের সকলকে বধ করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। সেইহেতু আমি মনে করি, সুগ্রীব কর্ত্তৃক নিহত হওয়া অপেক্ষা এস্থানে প্রায়োপবেশন করা আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে। ২৭

এরূপ নিশ্চয় করিয়া সেস্থানেই বানরগণ সকলে চারিদিকে দর্ভাসন (কুশাসন) পাতিয়া মরণের দৃঢ় সঙ্কল্প করত প্রায়োপবেশন করিলেন (১)। ২৮

এই সময়ের মধ্যে সেস্থানে মহেন্দ্রপর্ব্বতের (২) গুহাভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া পর্ব্বততুল্য বিশাল দেহ এক গৃধ্র (শকুনি) ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইল। ২৯

প্রায়োপবেশনে অবস্থিত সেই বানরশ্রেষ্ঠগণকে দেখিয়া এই গৃধ্র (৩) ধীরে ধীরে বলিল—আজ আমার বহু (৪) ভক্ষণীয় জীব লাভ হইয়াছে। ৩০

প্রতিদিন এক একটি করিয়া ক্রমে সকলকেই আমি ভোজন করিব। গৃধ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বানরগণ সকলেই মনে মনে ভীত হইয়া উঠিলেন। ৩১

তাঁহারা তখন ভাবিলেন—(হায়! হায়!) এই গৃধ্র নিশ্চয়ই আমাদের সকলকে ভক্ষণ করিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। কিন্তু হে বানররাজগণ! আমরা কিছুই রামকার্য্য করিতে পারি নাই। ৩২

সুগ্রীবেরও কোনও কার্য্য আমরা পরিপালন করি নাই এবং নিজেদের হিতকর কার্য্যও কিছু করি নাই। আজ বৃথা এই গৃধ্রের দ্বারা নিহত হইয়া আমরা যমালয়ে গমন করিব। ৩৩

অহো! জটায়ু ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। সেই সুমতি রামের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, অতএব শত্রুদমন জটায়ু যোগিগণের দুর্লভ মুক্তি-লাভ করিয়াছেন। ৩৪

এদিকে সম্পাতি বানরকথিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—তোমরা কে? কর্ণের অমৃততুল্য শব্দ 'জটায়ু' আমার ভ্রাতার এই নাম আজ তোমরা পরস্পর করিতেছ? বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা বল, আমা হইতে তোমাদের কোনও ভয় নাই। ৩৫-৩৬

তখন শ্রীমান্ অঙ্গদ উত্থিত হইয়া গৃধ্রের নিকট গমন করত তাহাকে বলিলেন—দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম লক্ষ্মণের সহিত এবং ভার্য্যা সীতাদেবীর সহিত মহারণ্যে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ

(১) এই প্রায়োপবেশন বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—
"তদ্বাক্যং বলিপুত্রস্য বিজ্ঞায় প্লবগর্ষভাঃ।
উপস্পৃশ্যোদকং সর্ব্বে প্রাঙ্মুখাঃ সমুপাবিশন্ ॥
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু কৃত্বা চোত্তরতঃ শিরঃ।
তমেবানুমরিষ্যন্তঃ সর্ব্বে সংবিবিশুর্ভুবি ॥"
৪।৫৫।১৯-২০

(২) বাল্মীকিরামায়ণে আছে—বিন্ধ্যপর্ব্বতের কন্দর হইতে
"কন্দরাদভিনিষ্ক্রম্য স বিন্ধ্যস্য মহাগিরেঃ ॥" ৪।৫৬।৩

(৩) এই গৃধ্র জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতি; যথা বাল্মীকি-রামায়ণে,—
"উপবিষ্টাস্তু তে সর্ব্বে তস্মিন্ প্রায়ং ধরাধরে।
হরয়ো গৃধ্ররাজশ্চ তং দেশং সমুপস্থিতঃ।
সম্পাতির্নাম নাম্না তু দীর্ঘজীবী দ্বিজোত্তমঃ।
জটায়ুষোঽগ্রজো ভ্রাতা প্রখ্যাতবলপৌরুষঃ ॥ ৪।৫৬।১-২

(৪) এ বিষয়ে আদিকবি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—
"বিধিঃ কিল নরে লোকে বিধানেনোপতিষ্ঠতে।
যথায়ং বিহিতো ভক্ষ্যশ্চিরান্মহ্যমুপাগতঃ ॥
পরম্পরাণাং ভক্ষিষ্যে বানরাণাং মৃতং মৃতম্।
এবমুক্ত্বা তু সম্পাতী তানবৈক্ষত বানরান্ ॥ ৪।৫৬-৪-৫

সীতয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং বিচচার মহাবনে।
তস্য সীতা হৃতা সাধ্বী রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৩৮
মৃগয়াং নির্গতে রামে লক্ষ্মণে চ হৃতা বলাৎ।
রাম রামেতি ক্রোশন্তী শ্রুত্বা গৃধ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৯
জটায়ুর্নাম পক্ষীন্দ্রো যুদ্ধং কৃত্বা সুদারুণম্।
রাবণেন হতো বীরো রাঘবার্থং মহাবলঃ ॥ ৪০
রামেণ দগ্ধো রামস্য সাযুজ্যমগমৎ ক্ষণাৎ।
রামঃ সুগ্রীবমাসাদ্য সখ্যং কৃত্বাগ্নিসাক্ষিকম্ ॥ ৪১
সুগ্রীবচোদিতো হত্বা বালিনং সুদুরাসদম্।
রাজ্যং দদৌ বানরাণাং সুগ্রীবায় মহাবলঃ ॥ ৪২
সুগ্রীবঃ প্রেষয়ামাস সীতায়াঃ পরিমার্গণে।
অস্মান্ বানরবৃন্দান্ বৈ মহাসত্ত্বান্ মহাবলঃ ॥ ৪৩

করিতেছিলেন। তথায় দুরাত্মা রাবণ তাঁহার সতীসাধ্বী ভার্য্যা সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ৩৭-৩৮

রাম ও লক্ষ্মণ মৃগয়া করিতে বহির্গত হইলে পর রাবণ সবলে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে। সেই সময় 'রাম রাম' এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরতা সীতাদেবীর সেই আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী মহাবল বীর জটায়ুনামে পক্ষিরাজ রামের জন্য নিদারুণ যুদ্ধ করিয়া রাবণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। ৩৯-৪০।

তারপর রামের দ্বারা বিধি অনুসারে তাহার দাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে পর জটায়ু তৎক্ষণাৎ রামের সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে। রাম তাহার পর সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইয়া অগ্নি সাক্ষী করিয়া সখ্যস্থাপন করত সুগ্রীবের প্রেরণায় অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ বালীকে বধ করিয়া মহাবল রাম সুগ্রীবকে বানরগণের রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। ৪১-৪২

তদনন্তর মহাবল সুগ্রীব সীতার অন্বেষণ করিতে মহাপরাক্রমশালী বানরবৃন্দ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। ৪৩

'এক মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে, নতুবা তোমাদের প্রাণ হরণ করিব' সুগ্রীবের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এই বনে গহ্বরমধ্যে গমন করি। ৪৪

তথায় আমাদের একমাস অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমরা সীতা বা রাবণের কোনও সংবাদই জানিতে পারি নাই। সেই কারণে আমরা মরিবার জন্য লবণসমুদ্রের তীরে প্রায়োবেশন করিয়াছি। ৪৫

মাসাদর্ব্বাঙ্ নিবর্ত্তধ্বং নো চেৎ প্রাণান্ হরামি বঃ।
ইত্যাজ্ঞয়া ভ্রমন্তোঽস্মিন্ বনে গহ্বরমধ্যগাঃ ॥ ৪৪
গতো মাসো ন জানীমঃ সীতাং বা রাবণঞ্চ বা।
মর্ত্তুং প্রায়োপবিষ্টাঃ স্মস্তীরে লবণবারিধেঃ ॥ ৪৫
যদি জানাসি হে পক্ষিন্ সীতাং কথয় নঃ শুভাম্।
অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা সম্পাতির্হৃষ্টমানসঃ ॥ ৪৬
উবাচ মৎপ্রিয়ো ভ্রাতা জটায়ুঃ প্লবগেশ্বরঃ।
বহুবর্ষসহস্রান্তে ভ্রাতৃবার্ত্তা শ্রুতা ময়া ॥ ৪৭
বাক্‌সহায়ং করিষ্যেঽহং ভবতাং প্লবগেশ্বরাঃ।
ভ্রাতুঃ সলিলদানায় নয়ধ্বং মাং জলান্তিকম্ ॥ ৪৮
পশ্চাৎ সর্ব্বং শুভং বক্ষ্যে ভবতাং কার্য্যসিদ্ধয়ে।
তথেতি নিন্যুস্তে তীরং সমুদ্রস্য বিহঙ্গমম্ ॥ ৪৯

হে পক্ষিন্! যদি তুমি জান, তাহা হইলে মঙ্গলময়ী সীতার সংবাদ আমাদিগকে বল। অঙ্গদের এই কথা শ্রবণ করিয়া সম্পাতি হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিল, —বানরশ্রেষ্ঠগণ! পক্ষিরাজ জটায়ু আমার প্রিয় ভ্রাতা। বহু সহস্র বৎসরের পর আমি সেই ভ্রাতার সংবাদ শ্রবণ করিলাম। ৪৬-৪৭

হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! আমি বাক্যের দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিব, কিন্তু প্রথমে আমাকে ভ্রাতা জটায়ুর উদ্দেশে জলাঞ্জলি (১) দানের জন্য অর্থাৎ তর্পণ করিবার জন্য জলের নিকট লইয়া চল। ৪৮

তারপর আমি তোমাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য সমস্ত শুভ সংবাদ বলিব। 'তথাস্তু' এই কথা বলিয়া সেই পক্ষিবরকে তাহারা সমুদ্রের তীরে লইয়া যাইল। ৪৯

(১) বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়—প্রথমে সীতার সংবাদ কথন এবং পরে সম্পাতির জলদান,—

"উপায়ো দৃশ্যতাং কশ্চিল্লঙ্ঘনে লবণাম্ভসঃ।
অধিগম্য চ বৈদেহীং সমৃদ্ধার্থা ভবিষ্যথ।
ভবদ্ভির্নীতমিচ্ছামি আত্মানং বরুণালয়ম্।
প্রদাস্যাম্যুদকং ভ্রাতুঃ স্বর্গতস্য মহাত্মনঃ।
তে নীত্বা তু সমং দেশং তীরে নদ-নদীপতেঃ।
নির্দগ্ধপক্ষং সম্পাতিমবতার্য্যাথ সাগরম্।
প্রত্যারোপ্য পুনশ্চাপি প্রত্যারোপ্য কৃতোদকম্।
বভূবুর্বানরা হৃষ্টাঃ প্রবৃত্তিমুপলভ্য তে। ৪।৫৮।৩৬-৩৯

সোঽপি তৎসলিলে স্নাত্বা ভ্রাতুর্দত্ত্বা জলাঞ্জলিম্ ।
পুনঃ স্বস্থানমাসাদ্য স্থিতো নীতো হরীশ্বরৈঃ ।
সম্পাতিঃ কথয়ামাস বানরান্ পরিহর্ষয়ন্ ॥ ৫০
লঙ্কা নাম নগর্য্যাস্তে ত্রিকূটগিরিমূর্দ্ধনি ।
তত্রাশোকবনে সীতা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা ॥ ৫১
সমুদ্রমধ্যে সা লঙ্কা শতযোজনদূরতঃ ।
দৃশ্যতে মে ন সন্দেহঃ সীতা চ পরিদৃশ্যতে ॥ ৫২
গৃধ্রত্বাদ্ দূরদৃষ্টির্মে নাত্র সংশয়িতুং ক্ষমম্ ।
শতযোজনবিস্তীর্ণং সমুদ্রং যস্তু লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৫৩
স এব জানকীং দৃষ্ট্বা পুনরায়াস্যসি ধ্রুবম্ ।

সেই পক্ষিবর সম্পাতিও তখন সেই সমুদ্র-জলে স্নান করিয়া ভ্রাতা জটায়ুকে জলাঞ্জলি প্রদান করত পুনরায় বানরগণ কর্ত্তৃক আনীত হইয়া স্বস্থানে আগমন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। তারপর সম্পাতি বানরগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে বলিতে লাগিল ৫০

ত্রিকূট পর্ব্বতের (১) শিখরে লঙ্কানামে এক নগরী আছে। তথায় অশোকবনে রাক্ষসীগণের দ্বারা সীতা সুরক্ষিতা রহিয়াছে ॥ ৫১

এস্থান হইতে শতযোজন দূরে সমুদ্রমধ্যে সেই লঙ্কা নগরী রহিয়াছে,—ইহা আমি দেখিতেছি এবং তথায় সীতাও রহিয়াছে (২) দেখিতে পাইতেছি। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমি গৃধ্র বলিয়া আমার দূরদৃষ্টি আছে, অতএব এবিষয়ে তোমরা কোনও সংশয় করিও না। যিনি শতযোজনবিস্তৃত সমুদ্রলঙ্ঘন করিতে পারিবেন, তিনিই লঙ্কায় গিয়া জানকীকে দর্শন করত নিশ্চয় পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন। আমি একাকীই সেই ভ্রাতৃহন্তা দুরাত্মা রাবণকে বধ করিতে উৎসাহিত হইলে কি হইবে? আমি যে পক্ষহীন; সুতরাং আমার কোনও সামর্থ্য নাই ॥ ৫২-৫৪

অতএব তোমরা অতিশয় যত্নসহকারে নদীপতি সমুদ্রকে লঙ্ঘন করিতে সচেষ্ট হও। তাহারপর রঘুশ্রেষ্ঠ রাম রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিবেন ॥ ৫৫

উপস্থিত তোমাদের সকলের মধ্যে কোন্ বানর শতযোজন-

অহমেব দুরাত্মানং রাবণং হন্তুমুৎসহে ।
ভ্রাতৃহন্তারমেকাকী কিন্তু পক্ষবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৪
যত্নধ্বমতিযত্নেন লঙ্ঘিতুং সরিতাম্পতিম্ ।
ততো হন্তা রঘুশ্রেষ্ঠো রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৫৫
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধুং শতযোজনায়তং
লঙ্কাং প্রবিশ্যাথ বিদেহকন্যকাম্ ।
দৃষ্ট্বা সমাভাষ্য চ বারিধিং পুন-
স্তর্ত্তুং সমর্থঃ কতমো বিচার্য্যতাম্

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন, লঙ্কায় প্রবেশ, বিদেহরাজকন্যা সীতাকে দর্শন এবং তাঁহার সহিত যথোপযুক্ত আলাপ করিয়া পুনরায় এই সমুদ্রকে লঙ্ঘন করিয়া আসিতে পারিবে, তাহা বিচার করিয়া স্থির কর ॥ ৫৬

(১) 'ত্রিকূট পর্ব্বতের শিখরে' ইহা অগ্নিপুরাণেও আছে,—
"শতযোজনবিস্তীর্ণে লবণাব্ধৌ ত্রিকূটকে" ॥ ৮।১৬
বাল্মীকিরামায়ণেও ইহার সমর্থন আছে,—
তত্র ত্রিকূটশিখরে রক্ষিতাং রাবণেন যাম্ ।
লঙ্কাং দ্রক্ষ্যথ দুর্দ্ধর্ষাং নিহিতা যত্র মৈথিলী ॥" ৪।৬।১৭

(২) সীতার অবস্থান প্রসঙ্গে মহামুনি বাল্মীকি,—
"পুত্রো বিশ্রবসঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা বৈশ্রবণস্য চ ।
অধ্যাস্তে নগরীং লঙ্কাং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
ইতো দ্বীপঃ সমুদ্রস্য সমগ্রে শতযোজনে ;
তস্মিল্লঙ্কাপুরী রম্যা নির্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥
তস্যাং বসতি বৈদেহী দীনা কৌষেয়বাসিনী ।
রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা ॥"
৪।৫৮।২৩-২৫

বাল্মীকিরামায়ণেও এরূপ বর্ণনা আছে,—
"ইহস্থোঽপি পশ্যামি রাবণং জানকীং মৈথিলীম্ ।
অস্মাকং সুপর্ণসৌপর্ণং দিব্যং চক্ষুর্বলং মহৎ ॥
তস্মাদাহারবীর্য্যেণ নিসর্গেণ চ বানরাঃ ।
আ যোজনশতাৎ সাগ্রাৎ পশ্যামো বয়মান্বিতম্ ॥"
৪।৫৮।৩৩-৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে উমামহেশ্বরসংবাদবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

(সম্পাতেরাত্মবৃত্তান্তবর্ণনম্, সমুদ্রলঙ্ঘনায় বানরেভ্য উৎসাহদানঞ্চ।)

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ তে কৌতুকাবিষ্টাঃ সম্পাতিং সর্ব্ববানরাঃ।
পপ্রচ্ছুর্ভগবন্ ব্রূহি স্বমুদন্তং ত্বমাদিতঃ॥ ১
সম্পাতিঃ কথয়ামাস স্ববৃত্তান্তং পুরাকৃতম্।
অহং পুরা জটায়ুশ্চ ভ্রাতরৌ রূঢ়যৌবনৌ॥ ২
বলেন দর্পিতাবাবাং বলজিজ্ঞাসয়া খগৌ।
সূর্য্যমণ্ডলপর্য্যন্তং গন্তুমুৎপতিতৌ মদাৎ॥ ৩
বহুযোজনসাহস্রং গতৌ তত্র প্রতাপিতঃ।
জটায়ুষং পরিত্রাতুং পক্ষৈরাচ্ছাদ্য মোহতঃ॥৪
স্থিতোঽহং রশ্মিভির্দগ্ধপক্ষোঽস্মিন্ বিন্ধ্যমূর্দ্ধনি।
পতিতো দূরপতনান্মূর্চ্ছিতোঽহং কপীশ্বরাঃ॥৫
দিনত্রয়াৎ পুনঃ প্রাণসহিতো দগ্ধপক্ষকঃ।
দেশং বা গিরিকূটান্ বা ন জানে ভ্রান্তমানসঃ॥ ৬
শনৈরুন্মীল্য নয়নে দৃষ্ট্বা তত্রাশ্রমং শুভম্।
শনৈঃ শনৈরাশ্রমস্য সমীপং গতবানহম্॥ ৭

অষ্টম অধ্যায়।

[সম্পাতির আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন এবং বানরগণকে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে উৎসাহ দান।]

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—দেবি! অনন্তর সমস্ত বানরগণ কৌতূহলবশতঃ সম্পাতিকে জিজ্ঞাসা (১) করিল,—ভগবন্! আপনি নিজ বৃত্তান্ত আদি হইতে সব কিছু আমাদিগকে বলুন। ১

তখন সম্পাতি নিজের পূর্ব্বঘটিত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে আমি ও জটায়ু—এই দুই ভ্রাতা যখন যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তখন আমরা উভয়ে বলদর্পে দর্পিত হইয়া নিজের বল (২) জানিবার বাসনায় আকাশে উড়িতে লাগিলাম। অহঙ্কারবশতঃ সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত যাইবার জন্য উড়িতে উড়িতে ঊর্দ্ধদিকে গমন করিতে লাগিলাম। ২-৩

তারপর বহু সহস্র যোজন পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইলে সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে সন্তাপিত হইয়া জটায়ু মূর্চ্ছিত হয়। তাহাকে সেই মূর্চ্ছা হইতে রক্ষা (৩) করিবার জন্য আমি নিজ পক্ষসমূহের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করি; কিন্তু সূর্য্যের প্রখর কিরণসমূহে আমার পক্ষসকল দগ্ধ হইয়া যাইল এবং আমি এই পর্ব্বতের শিখরে পতিত হই। বানররাজগণ! দূর হইতে পতিত হওয়ায় আমিও মূর্চ্ছিত হইলাম। ৪-৫

তিন দিনের (৪) পর পুনরায় যখন আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসে, তখন দেখি যে, আমার প্রাণ আছে বটে, কিন্তু পক্ষসকল দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সময় পক্ষদাহের যন্ত্রণায় আমার মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল, সেইহেতু আমি কোনও দেশে পতিত হইয়াছি কিংবা পর্ব্বতশিখরে পতিত হইয়াছি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। ৬

তারপর ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তথায় এক সুন্দর আশ্রম দর্শন করত ক্রমে ক্রমে আমি সেই আশ্রমের নিকট গমন করিলাম। ৭

---

(১) বাল্মীকিরামায়ণে সম্পাতিকে বানরগণের জিজ্ঞাসা, এরূপ প্রশ্ন নাই, তথায় সীতার সংবাদ বর্ণনপ্রসঙ্গে স্ববৃত্তান্ত সম্পাতি নিজেই বলিয়াছে,—

"ততঃ কৃতোদকং স্নাতং তং গৃধ্রং হরিযূথপাঃ।
উপবিষ্টং গিরিতটে পরিবার্য্যোপতস্থিরে।
ততোঽঙ্গদমুপাসীনং নিশম্য হরিভির্বৃতম্।
জনিতপ্রত্যয়ো হর্ষাৎ সম্পাতিঃ পুনরব্রবীৎ।
কৃত্বা নিঃশব্দমেকাগ্রাঃ শৃণুত প্লবগর্ষভাঃ।
তথ্যং সঙ্কীর্ত্তয়িষ্যামি যেন জানামি মৈথিলীম্।"

৪।৬১।১-৩

(২) বাল্মীকিরামায়ণে গতিজিজ্ঞাসা বর্ণিত আছে,—

"অহঞ্চৈব জটায়ুশ্চ সংহৃষ্টৌ হর্ষমোহিতৌ।
বীর্য্যাদুৎপতিতৌ বেগাজ্জিজ্ঞাসন্তৌ পরাং গতিম্"

৪।৬০।৬

(৩) জটায়ুকে রক্ষা করিবার বিষয় বাল্মীকিরামায়ণেও আছে,—

"পক্ষাভ্যাঞ্চ ময়া গুপ্তো জটায়ুর্ন ব্যদহ্যত।
যচ্চাহং ভূশনির্দগ্ধোঽপতং বায়ুপথাচ্চ্যুতঃ।" ৪।৬০।২০

(৪) বাল্মীকিরামায়ণে আছে—ছয় রাত্রির পর সম্পাতির সংজ্ঞা লাভ হয়,—

"লব্ধসংজ্ঞস্তু ষড়্‌রাত্রাৎ সরুজো বিহ্বলন্নিব।
বীক্ষমাণো দিশঃ সর্ব্বা নাভিজানামি ভদ্রতঃ।" ৪।৫।১৫

চন্দ্রমা নাম মুনিরাড়্ দৃষ্ট্বা মাং বিস্মিতোঽভবৎ ।
সম্পাতে কিমিদং তেঽস্য বিরূপং কেন বা কৃতম্ ॥ ৮
জানামি ত্বামহং পূর্ব্বমত্যন্তং বলবানসি ।
দগ্ধৌ কিমর্থং তে পক্ষৌ কথ্যতাং যদি মন্যসে ॥ ৯
ততঃ স্বচেষ্টিতং সর্ব্বং কথয়িত্বাতিদুঃখিতঃ ।
অব্রুবং মুনিশার্দ্দূলং দহেঽহং দাববহ্নিনা ॥ ১০
কথং ধারয়িতুং শক্তো বিপক্ষো জীবিতং প্রভো ।
ইত্যুক্তোঽথ মুনির্বীক্ষ্য মাং দয়ার্দ্রবিলোচনঃ ॥ ১১
শৃণু বৎস বচো মেঽদ্য শ্রুত্বা কুরু যথেপ্সিতম্ ।
দেহমূলমিদং দুঃখং দেহঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১২
কর্ম্ম প্রবর্ত্ততে দেহেঽহংবুদ্ধ্যা পুরুষস্য হি ।
অহঙ্কারস্ত্বনাদিঃ স্যাদবিদ্যাসম্ভবো জড়ঃ ॥ ১৩

চিচ্ছায়য়া সদা যুক্তস্তপ্তায়ঃ পিণ্ডবৎ সদা ।
তেন দেহস্য তাদাত্ম্যাদ্দেহশ্চেতনবান্ ভবেৎ ॥ ১৪
দেহোঽহমিতি বুদ্ধিঃ স্যাদাত্মনোঽহঙ্কৃতের্বলাৎ ।
তন্মূল এষ সংসারঃ সুখদুঃখাদিসাধকঃ ॥ ১৫
আত্মনো নির্বিকারস্য মিথ্যাতাদাত্ম্যতঃ সদা ।
দেহোঽহং কর্ম্মকর্ত্তাহমিতি সঙ্কল্প্য সর্ব্বদা ॥ ১৬
জীবঃ করোতি কর্ম্মাণি তৎফলৈর্বধ্যতেঽবশঃ ।
ঊর্দ্ধাধো ভ্রমতে নিত্যং পাপপুণ্যাত্মকঃ স্বয়ম্ ॥১৭
কৃতং ময়াধিকং পুণ্যং যজ্ঞদানাদি নিশ্চিতম্ ।
স্বর্গং গত্বা সুখং ভোক্ষ্য ইতি সঙ্কল্পবান্ ভবেৎ ॥ ১৮
তথৈবাধ্যাসতস্তত্র চিরং ভুক্ত্বা সুখং মহৎ ।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কর্ম্মচোদিতঃ ॥ ১৯

সেই স্থানে চন্দ্রমা (১) নামে এক মুনিরাজ আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—সম্পাতে! এ কি? তোমাকে এইভাবে বিরূপ কে করিয়াছে? ৮

আমি তোমাকে পূর্ব্ব হইতেই জানি যে, তুমি অত্যন্ত বলবান, তথাপি তোমার পক্ষদাহ কিজন্য হইল? যদি ইহা বলিবার যোগ্য বলিয়া মনে কর, তবে উহা আমাকে বল। ৯

তদনন্তর সেই মুনিবরকে আমার নিজের সমস্ত কর্ম্মোদ্যোগ বলিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তারপর মুনিবরকে বলিলাম—দাবাগ্নির দ্বারা আমি দগ্ধ হইতেছি। ১০

প্রভো! আমি পক্ষহীন হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব? এই কথা মুনিকে বলিলে পর তিনি আমাকে দেখিয়া দয়াবশতঃ অশ্রুবিগলিত নয়নে বলিলেন,—বৎস! অদ্য আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমার কথা শ্রবণ করিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিও। জগতের সমস্ত দুঃখের মূল হইল দেহ, সেই দেহ নিজ নিজ কর্ম্মসমূহের দ্বারা উৎপন্ন হয়। ১১-১২

মানুষের অহংবুদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ অহঙ্কারবশতই দেহে কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সেই অহংকার অবিদ্যা (মায়া) হইতে উৎপন্ন হয় এবং ধারাবাহিক বলিয়া এই অহংকার অনাদি ও মায়াজন্ত বলিয়া জড়। ১৩

যেরূপ জড় লৌহপিণ্ড অগ্নির দ্বারা তপ্ত হইয়া গলিয়া যায় এবং অগ্নিবৎ দাহযুক্ত হয়, সেই অবস্থায় কোন ভাবেই তাহা হইতে অগ্নিকে পৃথক্ করা যায় না, সেইরূপ এই অহঙ্কারও চিৎ অর্থাৎ চৈতন্তের ছায়ার—চিদাভাসের দ্বারা আবৃত আছে; তাহার সহিত দেহের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অর্থাৎ ঐক্য থাকায় দেহ জড় হইলেও চেতনবান্ অর্থাৎ চৈতন্তযুক্ত হয়। ১৪

অতএব এই অহঙ্কার সম্বন্ধবলেই আত্মার 'আমি দেহ' এরূপ বুদ্ধি (জ্ঞান) হয়। (অন্তথায় দেহ আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, কেবল এই অহঙ্কারই সবলে দেহে আত্মবুদ্ধি উৎপন্ন করে।) সুতরাং সুখ-দুঃখাদিসাধক এই দৃশ্যমান সংসার দেহ ও অহঙ্কার-মূলক। ১৫

যদিও আত্মা নির্বিকার, তথাপি দেহাদি সবিকার পদার্থের সহিত সদা মিথ্যা ঐক্যবশতঃ 'আমি কর্ম্মকর্ত্তা' ইত্যাদি সর্ব্বদা সঙ্কল্প করিয়া জীব নানাবিধ কর্ম্ম করে এবং সেই কৃত কর্ম্ম-সমূহের ফলের দ্বারা অবশভাবে বদ্ধ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সেই জীব স্বয়ং যদি পাপী হয়, তাহা হইলে অধোগতি এবং যদি পুণ্যবান্ হয়, তবে ঊর্দ্ধগতি লাভ করে—এইভাবে জীব সদা ঘুরিতে থাকে। ১৬-১৭

'আমি যজ্ঞ-দানাদি অধিক পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি, অতএব আমি স্বর্গে গিয়া নিশ্চয় সুখভোগ করিব',—এরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া যে পুণ্য করে, সেই জীব স্বর্গে গিয়া সুখ ভোগ করে। ১৮

এইরূপে দেহাদিতে আত্মারোপ কিংবা আত্মায় কর্ত্তৃত্বা-রোপ করিয়া জীব বহু পুণ্য কর্ম্ম করত স্বর্গে গিয়া দীর্ঘকাল উত্তম সুখ ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইয়া যাইলে ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ম্মের প্রবল প্রেরণায় পুনরায় অধঃপতিত হয়। ১৯

(১) বাল্মীকিরামায়ণে ঋষির নাম বলা হইয়াছে,—'নিশাকর' ঋষির্নিশাকরো নাম তস্মিন্নুগ্রতপা অভূৎ।" ৪।৫৯।৮।
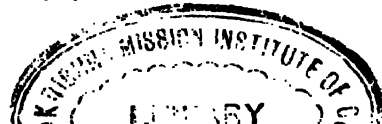
পতিত্বা মণ্ডলে চেন্দোস্ততো নীহারসংবৃতঃ।
ভূমৌ পতিত্বা ব্রীহ্যাদৌ তত্র স্থিত্বা চিরং পুনঃ॥ ২০
ভূত্বা চতুর্ব্বিধং ভোজ্যং পুরুষৈর্ভুজ্যতে ততঃ।
রেতো ভূত্বা পুনস্তেন ঋতৌ স্ত্রীযোনিসিঞ্চিতঃ॥ ২১
যোনিরক্তেন সংযুক্তং জরায়ুপরিবেষ্টিতম্।
দিনেনৈকেন কললং ভূত্বা রূঢ়ত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ২২

তৎপুনঃ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্‌বুদাকারতামিয়াৎ।
সপ্তরাত্রেণ তদপি মাংসপেশীত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ২৩
পক্ষমাত্রেণ সা পেশী রুধিরেণ পরিপ্লুতা।
তস্যা এবাঙ্কুরোৎপত্তিঃ পঞ্চবিংশতিরাত্রিষু॥ ২৪
গ্রীবা শিরশ্চ স্কন্ধশ্চ পৃষ্ঠবংশস্তথোদরম্।
পঞ্চধাঙ্গানি চৈকৈকং জায়ন্তে মাসতঃ ক্রমাৎ॥ ২৫

(জীব কিভাবে স্বর্গ হইতে পতিত হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে।) ক্ষীণপুণ্য জীব প্রথমে চন্দ্রমণ্ডলে পতিত হইয়া তথায় নীহারের (চন্দ্ররশ্মির) সহিত সংযোগ, এইভাবে চন্দ্র-কিরণের সহিত মিলিত হইয়া ভূতলে পতন। এই ভূতলে ব্রীহি-ধান্যাদিরূপে বহুকাল অবস্থান করিবার পর 'চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়' এই চতুর্বিধ ভোজ্যের অন্যতমরূপে পরিণত হইলে পুরুষ সেই ভোজ্যকে ভক্ষণ করে। তারপর সেই ভক্ষিত ভোজ্য পুরুষের মধ্যে বীর্য্যরূপে পরিণত হয়। ["পৃথিব্যা ওষধির্জাতা ওষধেরন্নমেব চ। তস্মাদ্ ভবেৎ তদা দেবি রেতঃ সর্ব্বসুখা-বহম্।"] পুরুষ ঋতুকালে সেই বীর্য্য পুনরায় স্ত্রীযোনিতে নিক্ষেপ করে (ঋতুকালে স্ত্রীগমনের বিষয় যথা,— "রজস্বলা চ যা নারী বিশুদ্ধা পঞ্চমে দিনে। পীড়িতা কামবাণেন ততঃ পুরুষগামিনী। ভগ-লিঙ্গসমাযোগান্মৈথুনং স্যাৎ তদা তয়োঃ। ক্ষরতে চ তদা রেতঃ প্রাণাপানবিসংশ্রিতম্।") ২০-২১

স্ত্রীযোনিতে সিক্ত সেই বীর্য্য যোনিরক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া জরায়ুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং একদিনের মধ্যেই সেই শুক্র-শোণিত মিশ্রিত বস্তু 'কলল' হইয়া কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়*। ২২

তাহা আবার পঞ্চ রাত্রের মধ্যে অর্থাৎ পঞ্চদিনে বুদ্‌বুদাকার হয় এবং সাত দিনে উহা মাংসপেশীতে (মাংসপিণ্ডে) পরিণত হইয়া যায়। ২৩

অনন্তর এক পক্ষকালে সেই মাংসপেশী রুধিরে পরিপ্লুত হয়। পঞ্চবিংশতি দিনে সেই রুধিরাপ্লুত মাংসপেশী হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন। ২৪

এক মাসে গ্রীবা মস্তক, স্কন্ধ, পৃষ্ঠবংশ ও উদর—এই পঞ্চবিধ অঙ্গ ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ—এই সকল অঙ্গ ক্রমে ক্রমে এক একটি করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৫

* জননরহস্য সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। এস্থলে কিছু উদ্ধৃত করা হইল'—"কললং চৈকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্‌বুদম্। শোণিতং দশরাত্রেণ মাংসপেশী চতুর্দশে। ঘনমাংসঞ্চ বিংশাহে পিণ্ডভাবোপলক্ষিতম্। পঞ্চবিংশতিপূর্ণাহে পলং সর্ব্বাঙ্কুরায়তে। একমাসে তু সম্পূর্ণে পঞ্চ ভূতানি ধারয়েৎ। মা দ্বয়ে তু সম্প্রাপ্তে শিরোভেদঃ প্রজায়তে। মজ্জাস্থি চ ত্রিভির্মাসৈঃ কেশাঙ্গুল্য-শ্চতুর্থকে। কর্ণাক্ষি-নাসিকানাঞ্চ রন্ধ্রং মাসে তু পঞ্চমে। আস্য-রন্ধ্রোদরং ষষ্ঠে পায়ুরন্ধ্রঞ্চ সপ্তমে। সর্ব্বাঙ্গসন্ধিসম্পূর্ণং মাসৈরষ্টভিরিষ্যতে।" ইতি রাঘবভট্টঃ।

"দ্রবত্বং প্রথমে মাসে কললাখ্যং প্রজায়তে। দ্বিতীয়ে তু ঘনঃ পিণ্ডঃ পেশী ঘন্‌ঘনমর্বুদম্। পুং-স্ত্রী-নপুংসকানাস্ত প্রায়োঽবস্থাঃ ক্রমাদিকাঃ। তৃতীয়ে ত্বঙ্কুরাঃ পঞ্চ করাঙ্ঘ্রি-শিরসো মতাঃ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গভাগাশ্চ সূক্ষ্মাঃ স্যুর্যুগপৎ তদা। বিহায় শ্মশ্রু-দন্তাদীন্ জন্মানন্তরসম্ভবান্। একা প্রকৃতিরন্যা তু বিকৃতিঃ সম্মতা সতাম্। চতুর্থে ব্যক্ততা তেষাং ভাবানামপি জায়তে। মাতৃজঞ্চাস্য হৃদয়ং বিষয়ানভিকাঙ্ক্ষতি। অতো মাতুর্মনোঽভীষ্টং কুর্য্যাদ্ গর্ভবিবৃদ্ধয়ে।"

* * * *

প্রবুদ্ধং (বুদ্ধং) পঞ্চমে পিণ্ডং (পিণ্ড-) মাংস-শোণিত পুষ্টতা। ষষ্ঠেঽস্থি-স্নায়ু-নখর-কেশ-রোম-বিবিক্ততা"। বলবর্ণৌ চোপচিতৌ সপ্তমে ত্বঙ্গপূর্ণতা। অষ্টমে ত্বক্-শ্রুতী স্যাতামোজস্তেজশ্চ হৃদ্‌ভবম্।"

ইতি যোগার্ণবে শারদতিলকটীকায়াং রাঘবভট্টঃ।

"কললং চৈকরাত্রেণ বুদ্‌বুদং পঞ্চমে দিনে। শোণিতং দশরাত্রেণ মাংসপিণ্ডং চতুর্দ্দশে। মাসৈকেঽপি সম্পূর্ণে মাংস-পিণ্ডোঽঙ্কুরায়তে।"

* * * *

মাসদ্বয়ে তু সম্পূর্ণে মেদস্তত্র প্রজায়তে। মজ্জাস্থীনি ত্রিভি-র্মাসৈঃ কেশাস্ত্বক্ চ চতুষ্টয়ে। কর্ণাক্ষি-নাসিকা-বক্ত্রং কণ্ঠো-দরঞ্চ পঞ্চমে। ষষ্ঠে মুখং তথা পাদৌ সর্ব্বাঙ্গানি চ সপ্তমে। সন্ধিঃ সম্পূর্ণতাং যাতি অষ্টমে মাসি বৈ ততঃ।

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণী।

পাণিপাদৌ তদা পার্শ্বঃ কোটির্জানুস্তথৈব চ।
মাসদ্বয়াৎ প্রজায়ন্তে ক্রমেণৈব ন চান্যথা ॥ ২৬
ত্রিভির্মাসৈঃ প্রজায়ন্তে অঙ্গানাং সন্ধয়ঃ ক্রমাৎ।
সর্ব্বাঙ্গুল্যঃ প্রজায়ন্তে ক্রমান্মাসচতুষ্টয়ৈঃ ॥ ২৭
নাসা কর্ণৌ চ নেত্রে চ জায়ন্তে পঞ্চমাসতঃ।
দন্তপঙ্‌ক্তির্নখা গুহ্যং পঞ্চমে জায়তে তথা ॥ ২৮
অর্ব্বাক্ ষণ্মাসতশ্ছিদ্রং কর্ণয়োর্ভবতি স্ফুটম্।
পায়ুর্মেঢ্রমুপস্থঞ্চ নাভিশ্চাপি ভবেন্নৃণাম্ ॥ ২৯
সপ্তমে মাসি রোমাণি শিরঃ কেশাস্তথৈব চ।
বিভক্তাবয়বত্বঞ্চ সর্ব্বং সম্পদ্যতেঽষ্টমে ॥ ৩০
জঠরে বর্দ্ধতে গর্ভঃ স্ত্রিয়া এবং বিহঙ্গমাঃ।
পঞ্চমে মাসি চৈতন্যং জীবঃ প্রাপ্নোতি সর্ব্বশঃ ॥ ৩১
নাভিসূত্রাল্পরন্ধ্রেণ মাতৃভুক্তান্নসারতঃ।
বর্দ্ধতে গর্ভগঃ পিণ্ডো ন ম্রিয়তে স্বকর্ম্মতঃ ॥ ৩২
স্মৃত্বা সর্ব্বাণি জন্মানি পূর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
জঠরানলতপ্তোঽয়মিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৩
নানাযোনিসহস্রেষু জায়মানোঽনুভূতবান্।
পুত্রদারাদিসম্বন্ধং কোটিশঃ পশুবান্ধবান্ ॥ ৩৪
কুটুম্বভরণাসক্ত্যা ন্যায়ান্যায়ৈর্ধনার্জ্জনম্।
কৃতং নাকরবং বিষ্ণুচিন্তাং স্বপ্নেঽপি দুর্ভগঃ ॥ ৩৫
ইদানীং তৎফলং ভুঞ্জে গর্ভদুঃখং মহত্তরম্।
অশাশ্বতে শাশ্বতবদ্দেহে তৃষ্ণাসমন্বিতঃ ॥ ৩৬
অকার্য্যাণ্যেব কৃতবান্ ন কৃতং হিতমাত্মনঃ।
ইত্যেবং বহুধা দুঃখমনুভূয় স্বকর্ম্মতঃ ॥ ৩৭
কদা নিষ্ক্রমণং মে স্যাদ্ গর্ভান্নিরয়সন্নিভাৎ।
ইত ঊর্দ্ধং নিত্যমহং বিষ্ণুসেবানুপূজয়ে ॥ ৩৮
ইত্যাদি চিন্তয়ন্ জীবো যোনিযন্ত্রপ্রপীড়িতঃ।
জায়মানোঽতিদুঃখেন নরকাৎ পাতকী যথা ॥ ৩৯
পূতিব্রণান্নিপতিতঃ কৃমিরেষ ইবাপরঃ।
ততো বাল্যাদিদুঃখানি সর্ব্ব এবং বিভুঞ্জতে ॥ ৪০

তদনন্তর দুইমাসে হস্ত, পদ, পার্শ্ব, কটিদেশ জানু—এই সকল অঙ্গ ক্রমে ক্রমে উদ্ভূত হয়, ইহার অন্যথা হয় না। ২৬

তিন মাসে অঙ্গসমূহের সন্ধিসকল ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। আর চার মাসে ক্রমানুসারে সমস্ত অঙ্গুলি উদ্ভূত হইয়া থাকে। ২৭

পাঁচ মাসে নাসিকদ্বয়, কর্ণদ্বয় এবং নেত্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। এই পাঁচ মাসেই দন্তশ্রেণী, নখ ও গুহ্যও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৮

মনুষ্যগণের ছয় মাসের মধ্যে দুই কর্ণের ছিদ্র স্পষ্ট হইয়া থাকে এবং পায়ু (গুদ), মেঢ্র (লিঙ্গ), উপস্থ (যোনি) ও নাভি হইয়া থাকে। ২৯

সাত মাসে লোমশ্রেণী, মস্তক, কেশ এবং অষ্টম মাসে অবয়বসমূহের বিভাগ হইয়া থাকে। ৩০

বিহঙ্গমগণ! এইভাবে রমণীর উদরে গর্ভ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জীব পঞ্চম মাসে সর্ব্বপ্রকার চৈতন্য লাভ করে। ৩১

মাতা যাহা ভোজন করেন, সেই ভুক্ত অন্নের সারাংশ নাভিসূত্রের অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা গর্ভস্থিত শিশুর উদরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, ইহাতেই যে বর্দ্ধিত হয়। তখন সে নিজ কর্ম্ম-বলেই মৃত্যু বরণ করে না। ৩২

সেই সময় মাতৃগর্ভস্থিত এই শিশু সমস্ত জন্ম ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মসমূহ স্মরণ করিয়া এবং মাতার উদরানলে সন্তপ্ত হইয়া এই কথা বলিতে থাকে। ৩৩

নানা সহস্র যোনিতে উৎপন্ন হইয়া কোটি কোটি বার পুত্র ও স্ত্রী প্রভৃতি সম্বন্ধ, গবাদি পশুসম্পৎ এবং বন্ধু-বান্ধব লাভ করিয়াছি অর্থাৎ —এই সব কিছুই আমি অনুভব করিয়াছি। ৩৪

কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজনগণের ভরণ-পোষণে আসক্ত থাকিয়া ন্যায়-অন্যায় কোন কিছুই বিচার না করিয়া কেবল ধনোপার্জন করিয়াছি। হায়! আমি এমনই দুর্ভাগা যে, স্বপ্নেও কখনও বিষ্ণু চিন্তা করি নাই। ৩৫-৩৬

সেই কারণে আমি এখন তাহারই ফলস্বরূপ এই গুরুতর গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। অশাশ্বত অর্থাৎ নশ্বর দেহকে শাশ্বত অর্থাৎ ক্ষয়োদয়রহিত নিত্য ভাবিয়া বিষয়তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া কেবল বহু অকার্য্যই করিয়াছি। নিজের হিতকর কর্ম্ম কিছুই করি নাই। এইভাবে স্বীয় কর্ম্মানুসারে বহুবিধ দুঃখ ভোগ করিয়াই চলিয়াছি; সুতরাং কিভাবে আমার এই নরকতুল্যগর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণ হইবে? ইহার পর আমি প্রত্যহ বিষ্ণু সেবাই করিব। ৩৭-৩৮

জীব এই সব নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে যোনিযন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া নরক হইতে পাপীর ন্যায় নরকতুল্য গর্ভ হইতে অতিশয় দুঃখে জন্ম গ্রহণ করে। ৩৯

দুর্গন্ধময় ব্রণ হইতে পতিত অন্য কৃমির ন্যায় সেই জীব মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তদনন্তর বাল্যাদি কালোৎপন্ন নানাবিধ দুঃখসমূহ সমস্ত জীবই এইভাবে ভোগ করিয়া থাকে। ৪০

ত্বয়া চৈবানুভূতানি সর্ব্বত্র বিদিতানি চ।
ন বর্ণিতানি মে গৃধ্র যৌবনাদিষু সর্ব্বতঃ ॥ ৪১
এবং দেহোঽহমিত্যস্মাদধ্যাসান্নিরয়াদিকম্।
গর্ভবাসাদিদুঃখানি ভবন্ত্যভিনিবেশতঃ ॥ ৪২
তস্মাদ্দেহদ্বয়াদন্যমাত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্।
জ্ঞাত্বা দেহাদিমমতাং ত্যক্ত্বাত্মজ্ঞানবান্ ভবেৎ ॥ ৪৩
জাগ্রদাদিবিনির্ম্মুক্তং সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণম্।
শুদ্ধং বুদ্ধং তদা শান্তমাত্মানমবধারয়েৎ ॥ ৪৪
চিদাত্মনি পরিজ্ঞাতে নষ্টে মোহেঽজ্ঞসম্ভবে।
দেহঃ পততু বারব্ধকর্ম্মবেগেন তিষ্ঠতু ॥ ৪৫
যোগিনো ন হি দুঃখং বা সুখং বা জ্ঞানসম্ভবম্।
তস্মাদ্দেহেন সহিতো যাবৎ প্রারব্ধসংক্ষয়ঃ ॥ ৪৬

গৃধ্র। তুমিও বাল্যাদি দুঃখসমূহ অনুভব করিয়াছ এবং এই সব দুঃখ সর্ব্বত্র সকলেই জানে। যৌবনাদিতে যে সব দুঃখ সকলে পায়, আমি আর সে সব বর্ণনা করিলাম না। ৪১

এইভাবে 'আমি দেহ' এই ভ্রম জ্ঞানসম্ভূত অভিনিবেশ-বশতই নরকাদি ভোগ এবং গর্ভবাসাদি দুঃখসমূহ লাভ হইয়া থাকে। ৪২

সেইহেতু জীব আত্মাকে স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ হইতে পৃথক্ এবং প্রকৃতি হইতে পর (ভিন্ন) জানিয়া দেহাদিতে মমতা পরিত্যাগ করত আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট হইবে। ৪৩

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয় বর্জিত; সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, শুদ্ধ (মায়াদোষশূন্য), বুদ্ধ (বোধস্বরূপ—চৈতন্যময়) এবং শান্ত আত্মাকে সেই সময় বিচার বুদ্ধি দ্বারা পরিজ্ঞাত হইবে ॥ ৪৪

এই চৈতন্যময় আত্মা পরিজ্ঞাত হইলে যখন অবিদ্যাসম্ভূত মোহ নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন প্রারব্ধ কর্ম্মফলে দেহ যাক বা থাক, যোগীর কোনও অবস্থাতেই অজ্ঞানসম্ভূত দুঃখ কিংবা সুখ হয় না। সেইজন্য সর্প যেরূপ নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত স্বীয় কঞ্চুক (খোলস) ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ যতকাল না প্রারব্ধ ক্ষয় হয়, ততকাল তুমি এই দেহের সহিত সুখে অবস্থান কর। পক্ষিন্! আমি অন্য এক উত্তম হিত কথা বলিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর। ৪৫-৪৭

তাবৎ তিষ্ঠ সুখেন ত্বং ধৃতকঞ্চুকসর্পবৎ।
অন্যদ্ বক্ষ্যামি তে পক্ষিন্ শৃণু মে পরমং হিতম্ ॥ ৪৭
ত্রেতাযুগে দাশরথির্ভূত্বা নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
রাবণস্য বধার্থায় দণ্ডকানাগমিষ্যতি ॥ ৪৮
সীতয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
তত্রাশ্রমে জনকজাং ভ্রাতৃভ্যাং রহিতে বনে ॥ ৪৯
রাবণশ্চোরবন্নীত্বা লঙ্কায়াং স্থাপয়িষ্যতি।
তস্যাঃ সুগ্রীবনির্দ্দেশাদ্ বানরাঃ পরিমার্গণে ॥ ৫০
আগমিষ্যন্তি জলধেস্তীরং তত্র সমাগমঃ।
ত্বয়া তৈঃ কারণবশাদ্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১
তদা সীতাস্থিতিং তেভ্যঃ কথয়স্ব যথার্থতঃ।
তদৈব তব পক্ষৌ দ্বাবুৎপৎস্যেতে পুনর্নবৌ। ৫২

অবিনাশী পরমাত্মা নারায়ণ ত্রেতাযুগে দশরথের পুত্র রাম-রূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে বধ করিবার জন্য লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া ভার্য্যা সীতা দেবীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিবেন। সেই দণ্ডকারণ্যের আশ্রমে দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ যখন ছিলেন না, তখন রাবণ জনকনন্দিনী সীতাকে চোরের ন্যায় হরণ করিয়া লঙ্কাতে স্থাপন করিবে। সুগ্রীবের আদেশানুসারে বানরগণ সেই অপহৃতা সীতাদেবীর অন্বেষণের জন্য সমুদ্রের তীরে আগমন করিবে। তথায় বিশেষ কারণবশতঃ সেই বানরগণের সহিত তোমার মিলন হইবে,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪৮-৫১

সেই সময় তুমি সীতার অবস্থানের কথা যথাযথভাবে বানরগণকে বলিবে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পুনরায় তোমার দুইটি নূতন পক্ষ উৎপন্ন হইবে (১)। ৫২

---

(১) এবিষয়ে মহামুনি বাল্মীকি বলিয়াছেন—
"অধ্যত্বান্বেষকাস্তস্যা রামদূতাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
আখ্যেয়া রামমহিষী তেভ্যস্তে জনকাত্মজা।
সর্ব্বথা নৈব গন্তব্যমীদৃশঃ ক গমিষ্যসি।
এবং কালং প্রতীক্ষস্ব পক্ষৌ হি প্রতিলপ্স্যসে।
(৪।৬১।১২-১৩)

সম্পাতিরুবাচ।

বোধয়ামাস মাং চন্দ্রনামা মুনিকুলেশ্বরঃ।
পশ্যন্তু পক্ষৌ মে জাতৌ নূতনাবতিকোমলৌ ॥ ৫৩

স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি সীতাং দ্রক্ষ্যথ নিশ্চয়ম্।
যত্নং কুরুধ্বং দুর্লঙ্ঘ্যসমুদ্রস্য বিলঙ্ঘনে ॥ ৫৪

যন্নামস্মৃতিমাত্রতোঽপরিমিতং
সংসারবারাং নিধিং
তীর্ত্বা গচ্ছতি দুর্জ্জনোঽপি পরমং
বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্।
তস্যৈব স্থিতিকারিণস্ত্রিজগতাং
রামস্য ভক্তাঃ প্রিয়াঃ
যূয়ং কিং ন সমুদ্রমাত্রতরণে
শক্তাঃ কথং বানরাঃ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

সম্পাতি বলিলেন,—মুনিকুলশ্রেষ্ঠ চন্দ্রনামা মুনি এইভাবে তখন আমাকে বুঝাইয়াছিলেন। এই দেখ, আমার নূতন ও অতিকোমল দুইটি পক্ষ উদ্ভূত হইয়াছে (১)। ৫৩

তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি এখন অন্যত্র গমন করিব। তোমরা নিশ্চয়ই সীতাকে দর্শন করিতে পারিবে। তোমরা অতঃপর দুর্লঙ্ঘ্য এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সচেষ্ট হও। ৫৪

বানরগণ! দুর্জন ব্যক্তিও যাঁহার নাম স্মরণমাত্রেই অনন্ত সংসারসমুদ্র পার হইয়া বিষ্ণুর শাশ্বত পরম পদ লাভ করে, ত্রিভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারী রামচন্দ্রের তোমরা প্রিয় ভক্ত; এই শতযোজনমাত্র বিস্তীর্ণ সমুদ্রমাত্র লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে না কেন? ৫৫

(১) বাল্মীকিরামায়ণে এই প্রসঙ্গ নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত আছে—

"ইত্যুক্ত্বা বানরান্ সর্ব্বান্ সম্পাতী খচরেশ্বরঃ।
উৎপপাত গিরেঃ শৃঙ্গং জিজ্ঞাসন্নাত্মনো গতিম্॥"
(৪।৬৩।১)

"আদিত্যরশ্মির্নির্দগ্ধৌ পক্ষাবগমনক্ষমৌ।
সংবৃত্তৌ তৎপ্রভাবেণ ক্ষণেন গমনক্ষমৌ॥
যৌবনে বর্ত্তমানস্য মমাসীদ্ যঃ পরাক্রমঃ।
তমেবাদ্যাধিগচ্ছামি বলং পৌরুষমাত্মনঃ॥"
৪।৬৩।১৩-১৪

•　•　•　•

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্‌অধ্যাত্মরামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে উমামহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

(জাম্ববতা হনূমতো জন্ম-কর্মাদিবর্ণনম্, সাগরং লঙ্ঘিতুং তস্য স্বীকৃতিদানঞ্চ।)

শ্রীমহাদেব উবাচ।

গতে বিহায়সা গৃধ্ররাজে বানরপুঙ্গবাঃ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টাঃ সীতাদর্শনলালসাঃ ॥ ১

ঊচুঃ সমুদ্রং পশ্যন্তো নক্রচক্রভয়ঙ্করম্।
তরঙ্গাদিভিরুন্নদ্ধমাকাশমিব দুর্গ্রহম্ ॥ ২

পরস্পরমবোচন্ বৈ কথমেনং তরামহে।
উবাচ চাঙ্গদস্তত্র শৃণুধ্বং বানরোত্তমাঃ ॥ ৩

ভবন্তোঽত্যন্তবলিনঃ শূরাশ্চ কৃতবিক্রমাঃ।
কো বাঽত্র বারিধিং তীর্ত্বা রাজকার্য্যং করিষ্যতি ॥ ৪

নবম অধ্যায়।

[জাম্ববান্ কর্তৃক হনূমানের জন্ম-কর্ম্মাদি বর্ণন এবং সাগর লঙ্ঘন করিতে হনূমানের স্বীকৃতি দান।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! গৃধ্ররাজ সম্পাতি আকাশ-পথে চলিয়া যাইলে পর বানরগণ সীতাদেবীকে দর্শন করিবার উদগ্রবাসনা লইয়া সম্পাতির নিকট সীতার সংবাদ লাভ করত সকলে অতিশয় হৃষ্ট (১) হইল। ১

তদনন্তর বানরগণ কুমীর প্রভৃতি হিংস্রজলজন্তুগণে ভয়ঙ্কর, তরঙ্গাদিসঙ্কুল এবং আকাশের ন্যায় দুরবগাহ সমুদ্রের (২) দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল অর্থাৎ আলোচনা করিতে লাগিল। ২

তাহারা পরস্পর বলিল—আমরা কিভাবে এই সমুদ্র পার হইব? তখন অঙ্গদ বলিলেন,—হে বানরোত্তমগণ! আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন। ৩

আপনারা সকলে অত্যন্ত বলবান্, শৌর্য্যশালী বীর এবং নানাস্থানে নিজেদের বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে আজ কেই বা এই জলধি পার হইয়া রাজ-কার্য্য সাধন করিবেন? ৪

তিনিই এই সমস্ত বানরগণের প্রাণদাতা হইবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। অতএব যে মহাবল বানরবর এই কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি আমার সম্মুখে সত্বর উত্থিত হউন। ৫

এতেষাং বানরাণাং স প্রাণদাতা ন সংশয়ঃ।
অতোত্তিষ্ঠতু মে শীঘ্রং পুরতো যো মহাবলঃ ॥ ৫

বানরাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং রাম-সুগ্রীবয়োরপি।
স এব পালকো ভূয়ান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬

ইত্যুক্তে যুবরাজেন তূষ্ণীং বানরসৈনিকাঃ।
আসন্ নোচুঃ কিঞ্চিদপি পরস্পরবিলোকিনঃ ॥ ৭

অঙ্গদ উবাচ।

উচ্যতাং বৈ বলং সর্ব্বৈঃ প্রত্যেকং কার্য্যসিদ্ধয়ে।
কেন বা সাধ্যতে কার্য্যং জানীমস্তদনন্তরম্ ॥ ৮

সেই বানরোত্তমই এই সমস্ত বানরগণের (৩) এবং রাম ও সুগ্রীবেরও পালক হইবেন—এবিষয়ে অন্য কোন বিচারের প্রয়োজন নাই। ৬

যুবরাজ অঙ্গদ এই কথা বলিয়া নীরব হইলে পর সমস্ত বানর-সৈন্যগণ তখন কিছুই বলিলেন না; কেবল পরস্পর পরস্পরের দিকে নেত্র বিনিময় করিতে লাগিলেন (৪)। ৭

অঙ্গদ বলিলেন,—আপনারা সকলে কার্য্যসিদ্ধির জন্য নিজ নিজ বল বর্ণনা করুন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, কাহার দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে। ৮

---

(১) সীতাদেবীর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বানরগণের হর্ষবর্ণনা-প্রসঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি,—

"আখ্যাতে গৃধ্ররাজেন সমুৎপত্য প্লবঙ্গমাঃ।
সহিতাঃ প্রীতিসংহৃষ্টাঃ সিংহনাদং বিনেদিরে।" ৫।১।১

(২) বাল্মীকিরামায়ণে সমুদ্রবর্ণনা,—

"তে তু গত্বা সমুদ্রস্য দক্ষিণস্যোত্তরং গিরিম্।
সমুদ্রং দদৃশুর্ভীমং তিমিনক্রসমাকুলম্।
তং সমুদ্রং সমালোক্য বানরা ভীমবিক্রমাঃ।
সর্ব্বলোকস্য মহতঃ প্রতিবিম্বমিবার্ণবম্।
সত্ত্বৈর্মহদ্ভির্বিকৃতৈঃ ক্রীড়দ্ভির্বিবিধৈর্জলে।
ব্যাদিতাস্যৈর্মহাকায়ৈরূর্ম্মিভিশ্চ সমাবৃতম্।
প্রসুপ্তমিব চান্যত্র ক্রীড়ন্তমিব কুত্রচিৎ।
ক্বচিৎ পর্ব্বতমাত্রৈশ্চ জলরাশিভিরুচ্ছ্রিতৈঃ।
সঙ্কুলং দানবেন্দ্রৈশ্চ পাতালতলবাসিভিঃ।
লোমহর্ষণমক্ষোভ্যং দৃষ্ট্বা তে সাগরং তদা" ৫।১।২-৬

(৩) মূলে যে 'বানরাণাং' পদ আছে, অগ্নিপুরাণেও সেই পদই বর্ণিত হইয়াছে যথা,—

"কপীনাং জীবনার্থায় রামকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
শতযোজনবিস্তীর্ণং পুপ্লুবেঽব্ধিং স মারুতিঃ।" ৯।২

(৪) বাল্মীকিরামায়ণেও এই কথা বর্ণিত আছে,—

অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা ন কিঞ্চিৎ কশ্চিদব্রবীৎ।
স্তিমিতাসীত্তদা সর্ব্বা তত্র তে হরিযূথপাঃ।" ৫।১।২৬

অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রোচুর্বীরা বলং পৃথক্ ।
যোজনানাং দশাঽরভ্য দশোত্তরগুণং জগুঃ ॥ ৯
শতাদর্ব্বাগ্ জাম্ববাংস্তু প্রাহ মধ্যে বনৌকসাম্ ।
পুরা ত্রিবিক্রমে দেবে পাদং ভূমানলক্ষণম্ ॥ ১০
ত্রিঃসপ্তকৃত্বোঽহমগাং প্রদক্ষিণাবিধানতঃ ।
ইদানীং বার্দ্ধকগ্রস্তো ন শক্নোমি বিলঙ্ঘিতুম্ ॥ ১১

অঙ্গদের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বানরবীরগণ পরস্পর নিজেদের বলের কথা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিলেন। তাঁহারা ১০ যোজন হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ যোজন বৃদ্ধিহারে (১) অর্থাৎ কেহ বলিলেন—আমি ১০ যোজন লঙ্ঘন করিতে পারি, কেহ বলিলেন—আমি ২০ যোজন লঙ্ঘন করিতে পারি, আবার কেহ বলিলেন—আমি ৩০ যোজন লঙ্ঘন করিতে পারি, এই-ভাবে দশ যোজন দশ যোজন বৃদ্ধি করিয়া নিজেদের সামর্থ্য বর্ণনা করিলেন ॥ ৯

বনবাসী বানরসৈন্যদের মধ্যে জাম্ববান্ উঠিয়া শত যোজন হইতে ১০ যোজন ন্যূন (কম) অর্থাৎ ৯০ যোজন (২) লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য প্রকাশ করিলেন। পুরাকালে শ্রীভগবান্ ত্রিবিক্রমরূপ (৩) অর্থাৎ বামনাবতারে বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিভুবনকে স্বীয় যে পদের দ্বারা পরিমাপ করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীপদ একুশবার প্রদক্ষিণ করিয়াছি, কিন্তু এখন জরাগ্রস্ত (বৃদ্ধ) হওয়ায় এই সাগর লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইব না ॥ ১০ ১১

অঙ্গদোঽপ্যাহ মে গন্তুং শক্যং পারং মহোদধেঃ ।
পুনর্লঙ্ঘনসামর্থ্যং ন জানাম্যস্তি বা ন বা ॥ ১২
তমাহ জাম্ববান্ বীরস্ত্বং রাজা নো নিয়ামকঃ ।
ন যুক্তং ত্বাং নিয়োক্তুং মে ত্বং সমর্থোঽসি যদ্যপি ॥১৩

অঙ্গদ উবাচ ।

এবং চেৎ পূর্ব্ববৎ সর্ব্বে স্বপ্স্যামো দর্ভবিষ্টরে ।
কেনাপি ন কৃতং কার্য্যং জীবিতুঞ্চ ন শক্যতে ॥ ১৪

তখন অঙ্গদ বলিলেন,—আমি এই মহাসাগর লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারি বটে, কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া আসিবার শক্তি আমার মধ্যে আছে কি না, তাহা আমি জানি না (৪) ॥ ১২

তখন বীর জাম্ববান্ তাঁহাকে বলিলেন,—(৫) তুমি আমাদের রাজা, সুতরাং আমাদের নিয়োগ করিবে। যদিও তুমি এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সমর্থ, তথাপি তোমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইবে না ॥ ১৩

অঙ্গদ বলিলেন,—যদি এইরূপই হয় অর্থাৎ সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার উপায় স্থির না হয়, তবে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় দর্ভাসনে শয়ন করি অর্থাৎ প্রায়োপবেশন করি। কারণ, কেহই যখন

(১) মহামুনি বাল্মীকি ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—
"গয়ঃ পূর্ব্বমুবাচেদং গমিষ্যে দশযোজনম্ ।
গবাক্ষো যোজনান্যাহং গমিষ্যে বিংশতিং পরম্ ।
অব্রবীদ্ গবয়ঃ শ্রীমাংস্তস্যাং বানরসংসদি ।
যামি ত্রিংশতমেকাহ্না যোজনানীতি বীর্য্যবান্ ।
অথাদ্রিশিখরাকারো বিক্রমেঽপ্রতিমো হরিঃ ।
শরভঃ সুমহাতেজাঃ প্রত্যুবাচেদমঙ্গদম্ ।
চত্বারিংশতমেকাহ্না যোজনানি ব্রজাম্যহম্ ।
ততো হেমোপমঃ শ্রীমানব্রবীদ্ গন্ধমাদনঃ ।
সুধং যোজনপঞ্চাশং ক্রমেয়ং বানরর্ষভাঃ ।
ততস্তু হিমবৎপ্রায়ো মৈন্দো বাক্যমথাব্রবীৎ ।
যোজনানামহং ষষ্টিমুপক্রামিতুমুৎসহে ।
দ্বিবিদস্তু মহাতেজা প্রত্যুবাচেদমঙ্গদম্ ।
গমিষ্যামি ন সন্দেহঃ সপ্ততিং যোজনান্যহম্ ।
অগ্নিপুত্রস্ততো ধীমান্ নীলো বচনমব্রবীৎ ।
অশীতিং বৈ গমিষ্যামি যোজনানাং প্লবঙ্গমাঃ ।
সুষেণঃ পুত্রো নলঃ শ্রীমানব্রবীদ্ধরিপুঙ্গবঃ ।
গচ্ছেয়ং নবতিং পূর্ণাং যোজনানীতি হৃষ্টবৎ ।
৫।১।৪১-৪৯

(২) মহর্ষি বাল্মীকিও এই কথাই বলিয়াছেন,—
"সম্প্রত্যেতাবতীং শক্তিং গমনে তর্কয়াম্যহম্ ।
দশোনং যোজনশতং নবোনং বা ন সংশয়ঃ ॥ ৫।১।৫৬

(৩) এ বিষয়ে আদিকবি বাল্মীকি,—
"মম চ টায়ুষা চৈব বলিযজ্ঞে সনাতনঃ ।
বিক্রমাংস্ত্রীন্ ক্রমন্ বিষ্ণুস্ত্রিস্ত্রিঃ প্রদক্ষিণীকৃতঃ ।"
৫।১।৫৪

(৪) অঙ্গদের বাক্যরূপে বাল্মীকিরামায়ণে—
"অথোত্তরমুদারার্থমঙ্গদো বাক্যমব্রবীৎ ।
অনুমান্য মহাত্মানং জাম্ববন্তং মহাকপিম্ ।
ক্রমেয়ং যোজনশতং সন্দেহো নাস্তি বানরাঃ ।
পুনস্ত্বাগমনে শক্তিং শীঘ্রং নামর্ষয়াম্যহম্ ।
৫।১।৫৯-৬০

(৫) এই প্রসঙ্গে বাল্মীকি-বাক্য—
"তত্র শক্যং ত্বয়া গন্তুমস্মানুৎসৃজ্য বৈ কচিৎ ।
ন চাস্মাকং ক্ষমং বীর মোক্তুং ত্বাং হরিপুঙ্গব ।"
৫।১।৭৪

তমাহ জাম্ববান্ বীরো দর্শয়িষ্যামি তে সুত।
যেনাস্মাকং কার্য্যসিদ্ধির্ভবিষ্যত্যচিরেণ চ ॥ ১৫
ইত্যুক্ত্বা জাম্ববান্ প্রাহ হনুমন্তমবস্থিতম্।
হনুমন্ কিং রহস্তূষ্ণীং স্থীয়তে কার্য্যগৌরবে ॥ ১৬
প্রাপ্তেঽজ্ঞেনেব সামর্থ্যং দর্শয়াদ্য মহাবল।
ত্বং সাক্ষাদ্ বায়ুতনয়ো বায়ুতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ১৭
রামকার্য্যার্থমেব ত্বং জনিতোঽসি মহাত্মনা।
জাতমাত্রেণ তে পূর্ব্বং দৃষ্ট্বোদ্যন্তং বিভাবসুম্ ॥১৮
পক্বং ফলং জিঘৃক্ষ্যামীত্যুৎপ্লুতং বালচেষ্টয়া।
যোজনানাং পঞ্চশতং পতিতোঽসি ততো ভুবি ॥ ১৯
অতস্ত্বদ্ বলমাহাত্ম্যং কো বা শক্নোতি বর্ণিতুম্।
উত্তিষ্ঠ কুরু রামস্য কার্য্যং নঃ পাহি সুব্রত ॥ ২০
শ্রুত্বা জাম্ববতো বাক্যং হনুমানতিহর্ষিতঃ।
চকার নাদং সিংহস্য ব্রহ্মাণ্ডং স্ফোটয়ন্নিব ॥ ২১

এই কার্য্য করিতে পারিল না, তখন আমরা জীবিত থাকিতেও পারিব না। ১৪

তখন বীর জাম্ববান্ তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস। (চিন্তিত হইবার কিছুই নাই) যাঁহার দ্বারা আমাদের এই কার্য্য অবিলম্বে সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ যিনি এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিবেন তাঁহাকে আমি দর্শন করাইতেছি। ১৫

এই কথা বলিয়া জাম্ববান্ নিকটে স্থিত হনুমান্‌কে বলিলেন,—হনুমন্! অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যকাল উপস্থিত হইয়াছে, অথচ তুমি অনভিজ্ঞের ন্যায় একান্তে নীরব রহিয়াছ কেন? মহাবল! আজ তুমি নিজের সামর্থ্য দেখাও। তুমি সাক্ষাৎ বায়ুর পুত্র (১) এবং বায়ুরই তুল্য পরাক্রমশালী। ১৬-১৭

রামকার্য্য করিবার জন্যই মহাত্মা বায়ু তোমাকে জন্মদান করিয়াছেন। তুমি পূর্ব্বে জন্মিবামাত্র সম্মুখে উদিত সূর্য্যদেবকে পক্ব ফল (২) ভাবিয়া উহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় শিশুসুলভ স্বাভাবিক চেষ্টায় ঊর্দ্ধে পাঁচশত যোজন (৩) পর্য্যন্ত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উঠিয়াছিলে, কিন্তু পরে (ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে) সেই ঊর্দ্ধাকাশ হইতে ভূতলে পতিত হও। ১৮-১৯

অতএব তোমার বলের মহিমা কে বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে? হে সুব্রত! তুমি উঠ এবং রামের কার্য্য কর; আর আমাদিগকেও সর্ব্বথা রক্ষা কর। ২০

জাম্ববানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডকে যেন বিদীর্ণ করিতে করিতে সিংহনাদ (৪) করিলেন। ২১

(১) বায়ুর পুত্ররূপে বর্ণনাপ্রসঙ্গে আদিকবি বাল্মীকি,—

"অঞ্জনেতি পরিখ্যাতা পত্নী কেশরিণঃ কপেঃ।
অভিশাপক্ষয়াজ্জাতা পুনশ্চ দিবি চারিণী ॥
কপিত্বে চারুসর্ব্বাঙ্গী কদাচিৎ কামরূপিণী।
মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সাক্ষাদমরবর্ণিনী ॥
ব্যচরৎ পর্ব্বতস্যাগ্রে প্রাবৃষাম্বুদসন্নিভে।
বিচিত্রমাল্যাভরণা মহার্হক্ষৌমবাসিনী ॥
বস্ত্রং তস্যা বিশালাক্ষ্যাঃ পীতরক্তং সুশোভনম্।
স্থিতায়াঃ পর্ব্বতস্যাগ্রে মারুতোঽপাহরচ্ছনৈঃ ॥
স দদর্শ ততস্তস্যা বৃত্তাবূরূ সুসংহতৌ।
স্তনৌ পীনৌ চ রুচিরৌ সুরূপৌ প্রিয়দর্শনৌ ॥
তাং বিশালায়তশ্রোণীং তনুমধ্যামনিন্দিতাম্।
দৃষ্ট্বৈব চারুসর্ব্বাঙ্গীং মারুতঃ কামমোহিতঃ ॥
স তাং ভুজাভ্যাং দীর্ঘাভ্যাং পর্য্যষ্বজত ভামিনীম্।
মন্মথাবিষ্টসর্ব্বাত্মা তে মাতরমনিন্দিতাম্ ॥
তত্র সা কোপসংরক্তা সুনেত্রা বাক্যমব্রবীৎ।
একপত্নীব্রতমিদং কো নাশয়িতুমিচ্ছতি ॥
অঞ্জনায়া বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যভাষত মারুতঃ।
ন ত্বাং হিংসামি কল্যাণি মারুতোঽস্মি শুভাননে।
মনসাস্মি গতো যত্ত্বাং পরিষ্বজ্য যশস্বিনীম্।
বীর্য্যবান্ বুদ্ধিসম্পন্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥
স ত্বং কেশরিণঃ ক্ষেত্রে সম্ভূতোঽমিতবিক্রমঃ।
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রস্তেজসা চাসি তৎসমঃ ॥ ৫।১।১৪-১৪

(২) বাল্মীকি বলিয়াছেন ক্রীড়ার জন্য যথা,—

"উদ্যন্তং হি তমাদিত্যং বালো দৃষ্ট্বা মহাচলে।
গ্রহীতুকামঃ ক্রীড়ার্থং গিরেরুৎপতিতো দিবম্ ॥"
৫।১।২৫

(৩) বাল্মীকি বলিয়াছেন তিন শত যোজন—

"শতানি ত্রীণি তত্রোর্দ্ধং যোজনানাং মহাকপে।"
৫।১।২৬

(৪) মহর্ষি বাল্মীকিও সিংহনাদের কথা বলিয়াছেন—

"যথা বিজৃম্ভতে সিংহঃ প্রবৃদ্ধঃ কাননান্তরে।
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রস্তথা সংপ্রত্যজৃম্ভত ॥
অশোভত মুখং তস্য জৃম্ভমাণস্য ধীমতঃ।
অম্বরীষোপমং দীপ্তং বিধূম ইব পাবকঃ ॥

বভূব পর্ব্বতাকারস্ত্রিবিক্রম ইবাপরঃ।
লঙ্ঘয়িত্বা জলনিধিং কৃত্বা লঙ্কাঞ্চ ভস্মসাৎ ॥ ২২
রাবণং সকুলং হত্বানেষ্যে জনকনন্দিনীম্।
যদ্বা বদ্ধা গলে রজ্জ্বা রাবণং বামপাণিনা ॥ ২৩
লঙ্কাং সপর্ব্বতাং ধৃত্বা রামস্যাগ্রে ক্ষিপাম্যহম্।
যদ্বা দৃষ্ট্বৈব যাস্যামি জানকীং শুভলক্ষণাম্ ॥ ২৪
শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং জাম্ববানিদমব্রবীৎ।
দৃষ্ট্বৈবাগচ্ছ ভদ্রং তে জীবন্তীং জানকীং শুভাম্ ॥ ২৫
পশ্চাদ্ রামেণ সহিতো দর্শয়িষ্যসি পৌরুষম্।
কল্যাণং ভবতাদ্যত্র গচ্ছতস্তে বিহায়সা ॥ ২৬
গচ্ছন্তং রামকার্য্যার্থং বায়ুস্ত্বামনুগচ্ছতু।
ইত্যাশীর্ভিঃ সমামন্ত্র্য বিসৃষ্টঃ প্লবগাধিপৈঃ ॥ ২৭
মহেন্দ্রাদ্রিশিরো গত্বা বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ ॥ ২৮
মহানগেন্দ্রপ্রতিমো মহাত্মা
সুবর্ণবর্ণোঽরুণচারুবক্ত্রঃ।
মহাফণীন্দ্রাভসুদীর্ঘবাহু-
র্বাতাত্মজোঽদৃশ্যত সর্ব্বভূতৈঃ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডং সম্পূর্ণম্

তখন তিনি নিজের দেহকে দ্বিতীয় ত্রিবিক্রমের ন্যায় পর্ব্বতাকার (১) করিলেন এবং বলিলেন,—আমি সাগর লঙ্ঘন করিয়া, লঙ্কাকে ভস্মসাৎ করিয়া ও সবংশে রাবণকে ধ্বংস করিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে লইয়া আসিব। কিংবা রাবণের গলে রজ্জু বন্ধন করিয়া এবং ত্রিকূট পর্ব্বতের সহিত লঙ্কা নগরীকে বাম করতলে ধারণ করিয়া শ্রীরামের সম্মুখে নিক্ষেপ করিব। অথবা শুভলক্ষণা জানকীকে দর্শন করিয়াই আমি ফিরিয়া আসিব। ২ -২৪

হনূমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া জাম্ববান্ এই কথা বলিলেন,—বীরবর! তোমার মঙ্গল হউক। মঙ্গলময়ী জনকনন্দিনী সীতাকে জীবিতা দেখিয়াই তুমি ফিরিয়া আসিও। ২৫

পরে শ্রীরামের সহিত একত্রে মিলিত হইয়া লঙ্কায় গমন করত স্বীয় পরাক্রম দেখাইবে। ভদ্র! তুমি এখন আকাশ-পথে গমন কর, তোমার কল্যাণ হউক। ২৬

বায়ু শ্রীরাম কার্য্যের জন্য গমনকারী তোমার অনুগমন করুন। এইরূপ আশীর্ব্বাদ দিয়া বানরপতিগণ বিদায় সম্ভাষণ জানাইলে পর হনূমান্ মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখরে (২) গমন করত অদ্ভুতদর্শন হইলেন অর্থাৎ অতীব আশ্চর্য্যকর রূপ ধারণ করিলেন। ২৭-২৮

তখন হনূমানের আকৃতি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠের ন্যায় অতিবৃহদাকার হইল। সেই দেহের কান্তি স্বর্ণ বর্ণ (৩) ছিল। মুখমণ্ডল নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ ছিল এবং বাহুদ্বয় (৪) সর্পপতির ন্যায় অতিশয় দীর্ঘ ছিল। মহাত্মা পবননন্দন এইরূপ বিরাট্ দেহ ধারণ করিয়া সর্ব্বভূতের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন। ২৯

(১) হনূমানের দেহবৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া বাল্মীকি রামায়ণে,—

"সংস্তূয়মানো হনুমান্ ব্যবর্দ্ধত মহাকপিঃ।
সমাবিধ্যত লাঙ্গুলং হর্ষাচ্চ বলমেয়িবান্॥
তস্য সংস্তূয়মানস্য বৃদ্ধৈর্বানরপুঙ্গবৈঃ
তেজসাপূর্য্যমাণস্য রূপমাসীৎ তদদ্ভুতম্।
যথা চন্দ্রমসো বৃদ্ধ্যা পূর্য্যতে সাগরাম্ভসা।
ববৃধে স্তূয়মানস্য তথা বীর্য্যং হনুমতঃ। ৫।২।১-৩

(২) স্বভার ধারণ করিতে পৃথিবীকে অসমর্থা বিবেচনা করিয়া হনূমানের মহেন্দ্র পর্ব্বতশিখরে আরোহণ সম্পর্কে মহর্ষি বাল্মীকি'—

"ক্রামতং ধারয়ন্তঞ্চ ধরণী মাং ন ধারয়েৎ।
প্লবতো হি মমাধারং ন করিষ্যতি মেদিনী।
উচ্চ্রিতং শৈলশিখরং বিশালং সুদৃঢ়ং মহৎ।
আরুহ্যাহং তত্র গচ্ছামো মম্যে বেগং সহিষ্যতি।
পার্শ্বে হিমালয়স্যায়ং রম্যঃ প্রস্রবণো গিরিঃ।
আরুহ্যৈনং ক্রমিষ্যামি সাগরং সরিতাং পতিম্।
৫।৩।৩৭-৭১

(৩) মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করত সাগরলঙ্ঘন করিবার জন্য হনূমান্ যে বিরাট আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই আকৃতির বর্ণ পরিচয়প্রসঙ্গে বাল্মীকি রামায়ণে—

"পিঙ্গলেনাতিতাম্রেণ ররাজ স মহাকপিঃ।
মহতা দারিতেনেব গিরির্গৈরিকধাতুনা। ৫।১।২৬

(৪) তৎকালীন হনূমানের বাহুদ্বয়বর্ণনায় মহর্ষি বাল্মীকি,—

"তস্যাম্বরগতৌ বাহু দদৃশাতে প্রসারিতৌ।
পন্নগাবিব নিংস্রিংশৌ নির্মুক্তৌ। ৫।১।২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ।

সুন্দরকাণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

(হনুমতঃ সাগরলঙ্ঘনায়োৎপ্লবনম্, সুরসাদেব্যা হনুমতঃ পরীক্ষা, সাগরমধ্যে মৈনাকপর্ব্বতেন সহ তস্য মিলনম্, সিংহিকা-বধপূর্ব্বকং তস্য লঙ্কায়াং প্রবেশঃ, লঙ্কাধিষ্ঠাত্রীদেব্যা সহ হনুমতঃ সাক্ষাৎকারশ্চ ।)

।মহাদেব উবাচ

শতযোজনবিস্তীর্ণং সমুদ্রং মকরালয়ম্ ।
লিলঙ্ঘয়িষুরানন্দসন্দোহো মারুতাত্মজঃ ॥ ১
ধ্যাত্বা রামং পরাত্মানমিদং বচনমব্রবীৎ ।
পশ্যন্তু বানরাঃ সর্ব্বে গচ্ছন্তং মাং বিহায়সা ॥ ২
অমোঘং রামনির্ম্মুক্তং মহাবাণমিবাখিলাঃ ।
পশ্যাম্যদ্যৈব রামস্য পত্নীং জনকনন্দিনীম্ ॥ ৩
কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং পুনঃ পশ্যামি রাঘবম্ ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে যস্য নাম সকৃৎ স্মরন্ ।
নরস্তীর্ত্বা ভবাম্ভোধিমপারং যাতি তৎপদম্ ॥ ৪
কিং পুনস্তস্য দূতোঽহং তদঙ্গাঙ্গুলিমুদ্রিকঃ ॥ ৫
তমেব হৃদয়ে ধ্যাত্বা লঙ্ঘয়াম্যল্পবারিধিম্ ।
ইত্যুক্ত্বা হনুমান্ বাহূ প্রসার্য্যায়তবালধিঃ ॥ ৬
ঋজুগ্রীবোর্দ্ধদৃষ্টিঃ সন্নাকুঞ্চিতপদদ্বয়ঃ ।
দক্ষিণাভিমুখস্তূর্ণং পুপ্লুবেঽনিলবিক্রমঃ ॥ ৭

সুন্দরকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

[হনুমানের সাগরলঙ্ঘনের জন্য লম্ফ প্রদান, হনুমান্‌কে সুরসাদেবীর পরীক্ষা, সাগরমধ্যে মৈনাক-পর্ব্বতের সহিত মিলন, সিংহিকাবধ পূর্ব্বক লঙ্কায় প্রবেশ এবং লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহিত হনুমানের সাক্ষাৎকার।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! পবননন্দন হনুমান্ অতিশয় আনন্দ সহকারে শতযোজন বিস্তীর্ণ মকরালয় সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে অভিলাষী হইলেন। ১

তখন তিনি পরমাত্মা শ্রীরামকে ধ্যান করিয়া (১) এই কথা বলিলেন,—হে বানরগণ! অখিল লোক যেরূপ শ্রীরাম কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অমোঘ মহাবাণকে আকাশপথে যাইতে দেখে, সেইরূপ আমি আকাশপথে গমন করিতেছি, তোমরা সকলে অবলোকন কর (এবং রামবাণের ন্যায় ইহাতে আমি সফল হইব।) আমি আজই শ্রীরামের পত্নী জনকনন্দিনী সীতা দেবীকে দর্শন করিব। ১-৩

আজ আমি (রামকার্য্য করিতে পাওয়ায়) কৃতার্থ। আমি কৃতার্থ অর্থাৎ সীতা দর্শন রূপ কৃতকার্য্য হইয়া পুনরায় শ্রীরামকে দর্শন করিব। মানুষ প্রাণত্যাগকালে একবার মাত্র যাঁহার নাম স্মরণ করিয়া অপার ভবসাগর পার হইয়া তাঁহার পদ অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন, আমি তাঁহার দূত, বিশেষতঃ তাঁহার অঙ্গুলিভূষণ অঙ্গুরীয়ক আমার নিকট বিদ্যমান আছে, সেই আমি শ্রীরামকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া অল্প জলপূর্ণ এই সাগরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইব, সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? এই কথা বলিয়া বাহুদ্বয় ও লাঙ্গুল প্রসারিত করিয়া পবনতুল্য বিক্রমশালী পবননন্দন হনুমান্ পদদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া, গ্রীবা সরলভাবে রাখিয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করত দক্ষিণ অভিমুখে সত্বর লম্ফ প্রদান করিলেন (২)। ৪-৭

---

(১) বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়, হনুমান্ লম্ফ প্রদানের পূর্ব্বে স্বকার্য্যসিদ্ধির জন্য দেবতাপ্রণাম করিয়াছেন,—

"স সূর্য্যায় মহেন্দ্রায় পবনায় স্বয়ম্ভুবে।
ভূতেভ্যশ্চাঞ্জলিং কৃত্বা চকার গমনে মতিম্।
অঞ্জলিং প্রাঙ্মুখং কুর্ব্বন্ পবনায়াত্মযোনয়ে।
ততো হি ববৃধে গন্তুং দক্ষিণো দক্ষিণাং দিশম্।৫।১।৮-৯

(২) লম্ফ প্রদানকালে হনুমানের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মহামুনি বাল্মীকি,—

"দুধুবে চ সরোমাণি চকম্পে চানলোপমঃ।
ননাদ চ মহানাদং সুমহানিব তোয়দঃ।
আনুপূর্ব্ব্যাচ্চ বৃত্তং চ লাঙ্গূলং লোমভিশ্চিতম্।
উৎপতিষ্যন্ বিচিক্ষেপ পক্ষিরাজ ইবোরগম্।
তস্য লাঙ্গূলমাবিদ্ধমতিবেগস্য পৃষ্ঠতঃ।
দদৃশে গরুড়েনেব হ্রিয়মাণো মহোরগঃ।
বাহূ সংস্তম্ভয়ামাস মহাপরিঘসন্নিভৌ।
আসসাদ কপিঃ কট্যাং চরণৌ সঙ্কুকোচ চ।
সংহৃত্য চ ভুজৌ শ্রীমাংস্তথৈব চ শিরোধরাম্।
তেজঃ সত্ত্বং তথা বীর্য্যমাবিবেশ স বীর্য্যবান্।"
৫।১।৩২-৩৭

হনুমান্ যখন মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে সবেগে লম্ফ প্রদান

আকাশাৎ ত্বরিতং দেবৈর্বীক্ষ্যমাণো জগাম সঃ ।
দৃষ্ট্বানিলসুতং দেবা গচ্ছন্তং বায়ুবেগতঃ ॥ ৮
পরীক্ষণার্থং সত্ত্বস্য বানরস্যেদমব্রুবন্ ।
গচ্ছত্যেষ মহাসত্ত্বো বানরো বায়ুবিক্রমঃ ॥ ৯
লঙ্কাং প্রবেষ্টুং শক্তো বা ন বা জানীমহে বলম্ ।
এবং বিচার্য্য নাগানাং মাতরং সুরসাভিধাম্ ॥ ১০
অব্রবীদ্দেবতাবৃন্দঃ কৌতূহলসমন্বিতঃ ।
গচ্ছ ত্বং বানরেন্দ্রস্য কিঞ্চিদ্ বিঘ্নং সমাচর ॥ ১১
জ্ঞাত্বা তস্য বলং বুদ্ধিং পুনরেহি ত্বরান্বিতা ।
ইত্যুক্তা সা যযৌ শীঘ্রং হনুমদ্বিঘ্নকারণাৎ ॥ ১২
আবৃত্য মার্গং পুরতঃ স্থিত্বা বানরমব্রবীৎ ।
এহি মে বদনং শীঘ্রং প্রবিশস্ব মহামতে ॥ ১৩

এই সময় দেবগণ আকাশ হইতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন, আর সেই হনুমান্ তখন যাইতে লাগিলেন। দেবগণ বায়ুবেগে বায়ুনন্দন হনুমান্‌কে যাইতে দেখিয়া সেই বানরের পরাক্রম পরীক্ষা করিবার জন্য এই কথা বলিলেন—এই বায়ুবিক্রম মহাবল বানর গমন করিতেছে বটে, কিন্তু সে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে কিনা ? তাহার বল কিরূপ আছে, আমরা জানি না। এইরূপ বিচার করিয়া দেবগণ কৌতূহলাক্রান্ত * হইয়া নাগমাতা সুরসাকে বলিলেন,—দেবি ! তুমি যাও, বানরেন্দ্র হনুমানের কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি কর, তাহার বল ও বুদ্ধি পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হইয়া তুমি সত্বর ফিরিয়া আসিবে । ৮-১১

দেবগণ এই কথা বলিলে পর সেই নাগমাতা সুরসা ( ) হনুমানের কার্য্যে বিঘ্নসৃষ্টি করিবার জন্য সত্বর গমন করিলেন । ১২

তিনি হনুমানের অগ্রপথ রুদ্ধ করিয়া অবস্থান করত সেই বানর-বরকে বলিলেন,—মহামতে ! তুমি এস এবং শীঘ্র আমার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হও । ১৩

করেন, তখন মহেন্দ্র পর্ব্বতের অবস্থা বর্ণনপ্রসঙ্গে বাল্মীকি,—

"স চচালাচলশ্চাশু মুহূর্ত্তং কপিপীড়িতঃ ।
তরূণাং পুষ্পিতাগ্রাণাং সর্ব্বং পুষ্পমশাতয়ৎ । ৫।১।১২

* * *

তেন চোত্তমবীর্য্যেণ পীড্যমানঃ স পর্ব্বতঃ ।
সলিলং সংপ্রসুস্রাব মদমত্ত ইব দ্বিপঃ । ১৪
পীড্যমানস্তু বলিনা মহেন্দ্রস্তেন পর্ব্বতঃ ।
রীতির্নির্বর্ত্তয়ামাস কাঞ্চনাঞ্জনরাজতীঃ । ১৫
মুমোচ চ শিলাঃ শৈলো বিশালাঃ সমনঃশিলাঃ ।
মধ্যমেনার্চিষা জুষ্টো ধূমরাজিরিবানলঃ । ১৬ ইত্যাদি

* * *

হনুমান্ লম্ফ প্রদান করিয়া আকাশে উঠিলে সেই সময় হনুমানের বর্ণনায় মহর্ষি বাল্মীকি,—

"তস্যাম্বরগতৌ বাহূ দদৃশাতে প্রসারিতৌ ।
পর্ব্বতাগ্রাদ্ বিনিষ্ক্রান্তৌ পঞ্চাস্যাবিব পন্নগৌ ।
পিবন্নিব বভৌ চাপি সোর্মিজালং মহার্ণবম্ ।
পিপাসুরিব চাকাশং দদৃশে স মহাকপিঃ ।
তস্য বিদ্যুৎপ্রভাকারে বায়ুমার্গানুসারিণঃ ।
নয়নে বিপ্রকাশেতে পর্ব্বতস্থাবিবানলৌ ।
পিঙ্গে পিঙ্গাক্ষমুখ্যস্য বৃহতী পরিমণ্ডলে ।
চক্ষুষী সম্প্রকাশেতে চন্দ্র-সূর্য্যাবিব স্থিতৌ ।
মুখং নাসিকয়া তস্য তাম্রয়া তাম্রমাবভৌ ।
সন্ধ্যয়া সমভিস্পৃষ্টং যথা তাৎ সূর্য্যমণ্ডলম্ ।

লাঙ্গুলঞ্চ সমাবিদ্ধং প্লবমানস্য শোভতে ।
অম্বরে বায়ুপুত্রস্য শক্রধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতম্ । ইত্যাদি
৫।১।৫৬-৬১

* * *

হনুমান্ আকাশে উঠিয়া সাগরের উপর দিয়া যখন গমন করিতেছিলেন, তৎকালীন সাগরের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মহাকবি বাল্মীকি,—

"উপরিষ্টাচ্ছরীরেণ ছায়য়া চাবগাঢ়য়া ।
সাগরে মারুতাবিষ্টা নৌরিবাসীৎ তদা কপিঃ ।
যং যং দেশং সমুদ্রস্য জগাম স মহাকপিঃ ।
স তু তস্যাঙ্গবেগেন সোন্মাদ ইব লক্ষ্যতে । ইত্যাদি
৫।১।৬৭-৬৮

* বাল্মীকিরামায়ণে পূর্ব্বে মৈনাক পর্ব্বতের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে এবং পরে নাগমাতা সুরসার বৃত্তান্ত। এই অধ্যাত্ম-রামায়ণে অগ্রে সুরসাবৃত্তান্ত ও পরে মৈনাক পর্ব্বত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে ।

(৩) বাল্মীকিরামায়ণে নাগমাতার প্রতি দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণের বাক্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে যথা,—

"ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ।
অব্রুবন্ সূর্য্যসঙ্কাশাং সুরসাং নাগমাতরম্ । ৫।১।১৩১

দেবৈস্তং কল্পিতো ভক্ষ্যঃ ক্ষুধা সম্পীড়িতাত্মনঃ।
তামাহ হনুমান্ মাতরহং রামস্য শাসনাৎ ॥ ১৪
গচ্ছামি জানকীং দ্রষ্টুং পুনরাগম্য সত্বরঃ।
রামায় কুশলং তস্যাঃ কথয়িত্বা ত্বদাননম্ ॥ ১৫
নিবেক্ষ্যে দেহি মে মার্গং সুরসায়ৈ নমোঽস্তু তে।
ইত্যুক্ত্বা পুনরেবাহ সুরসা ক্ষুধিতাস্ম্যহম্ ॥ ১৬
প্রবিশ্য গচ্ছ মে বক্ত্রং নো চেৎ ত্বাং ভক্ষয়াম্যহম্।
ইত্যুক্তো হনুমানাহ মুখং শীঘ্রং বিদারয় ॥ ১৭
প্রবিশ্য বদনং তেঽদ্য গচ্ছামি ত্বরয়ান্বিতঃ।
ইত্যুক্ত্বা যোজনায়ামদেহো ভূত্বা পুরঃ স্থিতঃ ॥ ১৮

আমি অত্যন্ত ক্ষুধায় পীড়িতা হইতেছি, দেবগণ তোমাকে আজ আমার আহার্য্যরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। তখন হনুমান্ তাঁহাকে বলিলেন,—মাতঃ! আমি রামের আদেশে জানকীকে দেখিবার জন্য যাইতেছি। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করত রামকে তাঁহার কুশল বার্ত্তা নিবেদন করিয়া তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিব। তুমি আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও। হে সুরসাদেবি! তোমাকে নমস্কার। হনুমান্ এই কথা বলিলে সুরসাদেবী পুনরায় বলিলেন—আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্তা। ১৪-১৬

তুমি আমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়া (যদি সামর্থ্য থাকে, তবে নিক্রান্ত হইয়া) গমন কর, নতুবা আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব। এই কথা বলিলে পর হনুমান্ বলিলেন,—তুমি সত্বর মুখ ব্যাদান কর। ১৭

তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া আজ আমি ত্বরাসহকারে গমন করিব। এই কথা বলিয়া হনুমান্ তাঁহার দেহকে এক যোজন (১) বিস্তৃত করিয়া সুরসাদেবীর সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮

দৃষ্ট্বা হনুমতো রূপং সুরসা পঞ্চযোজনম্।
মুখং চকার হনুমান্ দ্বিগুণং রূপমাদধৎ ॥ ১৯
ততশ্চকার সুরসা যোজনানাঞ্চ বিংশতিম্।
বক্ত্রং চকার হনুমাংস্ত্রিংশদ্‌যোজনসম্মিতম্ ॥ ২০
ততশ্চকার সুরসা পঞ্চাশদ্‌যোজনায়তম্।
বক্ত্রং তদা হনুমাংস্তু বভূবাঙ্গুষ্ঠসন্নিভঃ ॥ ২১
প্রবিশ্য বদনং তস্যাঃ পুনরেত্য পুরঃস্থিতঃ।
প্রবিষ্টো নির্গতোঽহং তে বদনং দেবি তে নমঃ ॥ ২২
এবং বদন্তং দৃষ্ট্বা সা হনুমন্তমথাব্রবীৎ।
গচ্ছ সাধয় রামস্য কার্য্যং বুদ্ধিমতাং বর ॥ ২৩

তখন সুরসাদেবী হনুমানের একযোজন পরিমিত বিশাল দেহ অবলোকন করিয়া নিজের মুখকে পাঁচ যোজন বিস্তৃত করিলেন। ইহা দেখিয়া হনুমান্‌ও নিজের দেহকে দ্বিগুণ অর্থাৎ দশযোজন বিস্তৃত করিলেন। ১৯

হনুমানের দশযোজন পরিমিত দেহ দেখিয়া সুরসাদেবীও নিজের মুখকে বিংশতি যোজন পরিমিত করিলেন। তখন হনুমান্ নিজের দেহকে ত্রিংশদ্ যোজনবিস্তৃত করিলেন। ২০

তদনন্তর সুরসাদেবী স্বীয় মুখকে পঞ্চাশদ্ যোজন পরিমিত দীর্ঘ করিলেন। সেই সময় হনুমান্ হঠাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ক্ষুদ্রদেহ হইয়া যাইলেন। ২১

তারপর সুরসাদেবীর বদনে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় আগমন করত তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিয়া হনুমান্ বলিলেন—দেবি! আমি তোমার বদনে প্রবেশ করত নির্গত হইয়াছি, তোমাকে নমস্কার (২)। ২২

তখন হনুমান্‌কে এরূপ কথা বলিতে দেখিয়া সেই দেবী তাঁহাকে বলিলেন,—বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হনুমান্! তুমি গমন কর এবং রামের কার্য্য সাধন কর। ২৩

---

(১) বাল্মীকিরামায়ণে ক্রুদ্ধা নাগমাতার দশ যোজন বিস্তৃত বদনব্যাদন লক্ষ্য করিয়া হনুমান্‌ও দশ যোজনবিস্তৃত দেহ বিস্তার করেন, যথা,—

"অব্রবীৎ কুরুষে বক্ত্রং যেন মাং বিষহিষ্যসি।
ইত্যুক্ত্বা সুরসাং ক্রুদ্ধো দশযোজনমায়তম্ ॥
দশযোজনবিস্তারো হনুমানভবৎ তদা।
তং দৃষ্ট্বা মেঘসঙ্কাশং দশযোজনমায়তম্ ॥
চকার সুরসাপ্যাস্যং বিংশদ্‌যোজনমায়তম্ ॥"

৫।১।১৫৫-৫৬

(২) সুরসাদেবীর বদন হইতে নির্গমন ও সুরসাদেবীর প্রতি হনুমানের বাক্য বাল্মীকিরামায়ণে—

"তদ্দৃষ্ট্বা ব্যাদিতং ত্বাস্যং বায়ুপুত্রঃ স বুদ্ধিমান্।
দীর্ঘজিহ্বং সুরসয়া সুভীমং নরকোপমম্ ॥
স সংক্ষিপ্যাত্মনঃ কায়ং জীমূত ইহ মারুতিঃ।
তস্মিন্ মুহূর্ত্তে হনুমান্ বভূবাঙ্গুষ্ঠমাত্রকঃ ॥
সোঽভিপদ্যাথ তদ্বক্ত্রং নিষ্পত্য চ মহাবলঃ।
অন্তরীক্ষে স্থিতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥
প্রবিষ্টোঽস্মি হি তে বক্ত্রং দাক্ষায়ণি নমোঽস্তু তে।
গমিষ্যে যত্র বৈদেহী সত্যাশ্চাসীদ্ বরস্তব ॥"

৫।১।১৫৭-১৬০

দেবৈঃ সম্প্রেষিতাহং তে বলং জিজ্ঞাসুভিঃ কপে।
দৃষ্ট্বা সীতাং পুনর্গত্বা রামং দ্রক্ষ্যসি গচ্ছ ভোঃ ॥ ২৪
ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ দেবলোকং বায়ুসুতঃ পুনঃ।
জগাম বায়ুমার্গেণ গরুত্মানিব পক্ষিরাট্ ॥ ২৫
সমুদ্রোঽপ্যাহ মৈনাকং মণিকাঞ্চনপর্ব্বতম্।
গচ্ছত্যেষ মহাসত্ত্বো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥ ২৬
রামস্য কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং তস্য ত্বং সচিবো ভব।
সগরৈর্বর্দ্ধিতো যস্মাৎ পুরাহং সাগরোঽভবম্ ॥ ২৭
তস্যান্বয়ে বভূবাসৌ রামো দাশরথিঃ প্রভুঃ।
তস্য কার্য্যানুসিদ্ধ্যর্থং গচ্ছত্যেষ মহাকপিঃ ॥ ২৮

বানরবর! তোমার বল জানিতে ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ বল পরীক্ষার জন্য দেবগণ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আচ্ছা, তুমি এখন যাও; সীতাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া তুমি পুনরায় রামকে দর্শন করিবে। ২৪

এই কথা বলিয়া সেই সুরসাদেবী দেবলোকে গমন করিলেন। তখন বায়ুনন্দন হনুমান্ পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় পুনরায় বায়ুপথে গমন করিতে লাগিলেন। ২৫

এই সময় সাগরও (১) মণি ও কাঞ্চনময় পর্ব্বত মৈনাককে বলিলেন,—এই সম্মুখে মহাপরাক্রমশালী পবননন্দন হনুমান্

ত্বমুত্তিষ্ঠ জলাৎ তূর্ণং ত্বয়ি বিশ্রাম্য গচ্ছতু।
স তথেতি প্রাদুরভূজ্জলমধ্যান্মহোন্নতঃ ॥ ২৯
নানামণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈস্তস্যোপরি নরাকৃতিঃ।
প্রাহ যান্তং হনুমন্তং মৈনাকোঽহং মহাকপে ॥ ৩০
সমুদ্রেণ সমাদিষ্টস্ত্বদ্‌বিশ্রামায় মারুতে।
আগচ্ছামৃতকল্পানি জগ্ধ্বা পক্বফলানি মে ॥ ৩১
বিশ্রম্যাত্র ক্ষণং পশ্চাদ্ গমিষ্যসি যথাসুখম্।
এবমুক্তোঽথ তং প্রাহ হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥ ৩২
গচ্ছতো রামকার্য্যার্থং ভক্ষণং মে কথং ভবেৎ।
বিশ্রামো বা কথং মে স্যাদ্ গন্তব্যং ত্বরিতং ময়া ॥ ৩৩

রামের কার্য্যসিদ্ধির জন্য গমন করিতেছে, তুমি ইহাকে সাহায্য কর অর্থাৎ ইহাকে বিশ্রাম করিবার স্থান দান করিয়া তাহার পরিশ্রম লাঘব কর। পুরাকালে সগর-সন্তানগণ যেহেতু আমাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, সেইহেতু আমি 'সাগর' নামে অভিহিত হই। ২৬ ২৭

এই প্রভু দশরথনন্দন রাম সেই সগর-বংশেই আবির্ভূত হইয়াছেন। আর এই মহাকপি হনুমান্ তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য গমন করিতেছে। ২৮

অতএব তুমি সত্বর জল হইতে উত্থিত হও, এই হনুমান্ তোমার উপরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া গমন করুক। তখন 'তথাস্তু' বলিয়া নানা মণিময় শিখরসমূহে মহোন্নত মৈনাক জল হইতে প্রাদুর্ভূত হইল। তদনন্তর তাহার উপরে মানবাকারে অবস্থান করত মৈনাক গমনকারী হনুমান্‌কে বলিল,—মহাকপে! আমি মৈনাকনামক পর্ব্বত। ২৯-৩০

বায়ুনন্দন! তোমার বিশ্রামের জন্য স্থান প্রদান করিতে সমুদ্র আমাকে আদেশ করিয়াছেন, অতএব তুমি এস এবং আমার দেওয়া অমৃততুল্য সুস্বাদু পক্ব ফলসমূহ ভক্ষণ করিয়া এস্থানে কিছুকাল বিশ্রাম করত পরে সুখের সহিত গমন করিবে। মৈনাক এই কথা বলিলে পর বায়ুসুত হনুমান্ বলিলেন। ৩১-৩২

আমি রামকার্য্যের জন্য গমন করিতেছি, সুতরাং আমাকে দ্রুত গমন করিতে হইবে, এই অবস্থায় আমি কিরূপে ভক্ষণ করিব এবং বিশ্রামই বা কি করিয়া করিব? (কারণ, ইহাতে রামকার্য্য বিলম্বিত হইবে এবং আমার নিকট ভক্ষণ বা বিশ্রাম কর্ত্তব্যত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইতেছে)। ৩৩

---

(১) মৈনাক পর্ব্বতকে সাগরের বাক্য বাল্মীকিরামায়ণে যথা,—

"ত্বমিহাসুরসঙ্ঘানাং দেবরাজ্ঞা মহাত্মনা।
পাতালনিলয়ানাং হি পরিঘঃ সন্নিবেশিতঃ॥
ত্বমেষাং জাতবীর্য্যাণাং পুনরেবোৎপতিষ্যতাম্।
পাতালস্যাপ্রমেয়স্য দ্বারমাবৃত্য তিষ্ঠসি॥
তির্য্যগূর্দ্ধ্বমধশ্চৈব শক্তিস্তে শৈল বর্দ্ধিতুম্।
তস্মাৎ সঞ্চোদয়ামি ত্বামুত্তিষ্ঠ গিরিসত্তম॥
স এষ কপিশার্দ্দূলস্ত্বামুপর্য্যেতি বীর্য্যবান্।
হনুমান্ রামকার্য্যার্থী ভীমকর্ম্মা খমাপ্লুতঃ।"

৫।১।৯২-৯৫

বাল্মীকিরামায়ণে এই সব প্রসঙ্গ বহু বিস্তৃতি সহকারে বর্ণিত আছে। বাল্মীকিরামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের প্রথম সর্গের ৯৬ শ্লোক হইতে ১২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য:

ইত্যুক্ত্বা স্পৃষ্টশিখরঃ করাগ্রেণ যযৌ কপিঃ।
কিঞ্চিদ্দূরং গতস্তাস্য ছায়াং ছায়াগ্রহোঽগ্রহীৎ ॥ ৩৪
সিংহিকা নাম সা ঘোরা জলমধ্যে স্থিতা সদা।
আকাশগামিনাং ছায়ামাক্রম্যাকৃষ্য ভক্ষয়েৎ ॥ ৩৫
তয়া গৃহীতো হনুমাংশ্চিন্তয়ামাস বীর্য্যবান্।
কেনেদং মে কৃতং বেগরোধনং বিঘ্নকারিণা ॥ ৩৬
দৃশ্যতে নৈব কোঽপ্যত্র বিস্ময়ো মে প্রজায়তে।
এবং বিচিন্ত্য হনুমানধো দৃষ্টিং প্রসারয়ৎ ॥ ৩৭
তত্র দৃষ্ট্বা মহাকায়াং সিংহিকাং ঘোররূপিণীম্।
পপাত সলিলে তূর্ণং পদ্ভ্যামেবাঽনদ্ রুষা।
পুনরুৎপ্লুত্য হনুমান্ দক্ষিণাভিমুখো যযৌ ॥ ৩৮
ততো দক্ষিণমাসাদ্য কূলং নানাফলদ্রুমম্ ॥ ৩৯

এই কথা বলিয়া বানরবর হনুমান্ নিজের হস্তাগ্রের দ্বারা মৈনাক পর্ব্বতের শিখর স্পর্শ করত (১) গমন করিতে করিলেন। তদনন্তর কিয়দ্ দূর গমন করিলে পর কোনও এক ছায়াগ্রহ (ছায়া ধরিয়া যাহারা আকর্ষণ করত গ্রহণ করে, তাহাদিগকে ছায়াগ্রহ বলে; ইহারা রাক্ষসবিশেষ) হনুমানের ছায়া ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল (২)। ৩৪

জলমধ্যে সর্ব্বদা অবস্থিতা সেই প্রসিদ্ধা ভয়ঙ্করী ছায়াগ্রহের নাম সিংহিকা। এই রাক্ষসী আকাশপথে গমনকারী প্রাণিগণের ছায়া ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। ৩৫

সেই সিংহিকার দ্বারা গৃহীত হইয়া পরম শক্তিশালী হনুমান্ মনে মনে চিন্তা করিলেন, বিঘ্নসৃষ্টিকারী কোন্ ব্যক্তি আমার গতিরোধ করিল? ৩৬

এস্থানে কাহাকেও ত' দেখিতে পাইতেছি না? ইহাতে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্যবোধ হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া হনুমান্ অধোদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। ৩৭

তথায় ভয়ঙ্কর রূপধারিণী বিশালদেহা রাক্ষসী সিংহিকাকে দেখিয়া জলে দ্রুত পতিত হইলেন এবং ক্রোধে দুই পদাঘাতে তাহাকে বধ করিলেন। তারপর পুনরায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আকাশে উঠিয়া দক্ষিণ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৩৮

তদনন্তর নানা ফলবান্ বৃক্ষশ্রেণীতে পূর্ণ, নানা পক্ষি ও পশুগণে পরিব্যাপ্ত এবং নানা পুষ্প লতাসমূহে পরিবৃত সাগরের

(১) বাল্মীকিরামায়ণেও হনুমান্ বিশ্রাম না করিয়া কেবল হস্তস্পর্শ করিয়া গমন করেন, ইহা বর্ণিত আছে যথা—

"ইত্যুক্ত্বা পাণিনা শৈলমালভ্য হরিপুঙ্গবঃ।
জগামাকাশমাবিশ্য বীর্য্যবান্ প্রহসন্নিব।"

৫।১।১২৭

(২) ছায়াগ্রাহী প্রাণী সম্বন্ধে আদিকবি বাল্মীকি,—

"ভেজেঽম্বরং নিরালম্বং পক্ষযুক্ত ইবাদ্রিরাট্।
প্লবমানং তু তং দৃষ্ট্বা সিংহিকা নাম রাক্ষসী।
মনসা চিন্তয়ামাস প্রবৃদ্ধা কামরূপিণী।
অদ্য দীর্ঘস্য কালস্য ভবিষ্যাম্যহমাশিতা।
ইদং মম মহাসত্ত্বং চিরস্য বশমাগতম্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা চ্ছায়ামস্য সমাক্ষিপৎ।
ছায়ায়াং গৃহ্যমানায়াং চিন্তয়ামাস বানরঃ।
সমাক্ষিপ্তোঽস্মি সহসা পঙ্গুকৃতপরাক্রমঃ।
প্রতিলোমেন বাতেন মহানৌরিব সাগরে।
তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চৈব বীক্ষমাণস্তদা কপিঃ।
দদর্শ স মহাসত্ত্বমুত্থিতং লবণাম্ভসি।
তদ্দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস মারুতির্বিকৃতাননাম্।
কপিরাজ্ঞা যথাখ্যাতং সত্ত্বমদ্ভুতদর্শনম্।
ছায়াগ্রাহি মহাবীর্য্যং তদিদং নাত্র সংশয়ঃ।
স তাং বুদ্ধ্বার্থতত্ত্বেন সিংহিকাং মতিমান্ কপিঃ।
ব্যবর্দ্ধত মহাকায়ঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ।
তস্য সা কায়মুদ্বীক্ষ্য বর্দ্ধমানং মহাকপেঃ।
বক্ত্রং প্রসারয়ামাস পাতালাম্বরসন্নিভম্।
ঘনরাজীব গর্জন্তী বানরং সমভিদ্রবৎ।
স দদর্শ ততস্তস্যা বিকৃতং সুমহন্মুখম্।
কায়মাত্রঞ্চ মেধাবী মর্ম্মাণি চ মহাকপিঃ।
স তস্যা বিকৃতে বক্ত্রে বজ্রসংহননঃ কপিঃ।
সংক্ষিপ্য মুহুরাত্মানং নিপপাত মহাকপিঃ।
আস্যে তস্যা নিমজ্জন্তং দদৃশুঃ সিদ্ধচারণাঃ।
গ্রস্যমানং যথা চন্দ্রং পূর্ণং পর্ব্বণি রাহুণা।
ততস্তস্যা নখৈস্তীক্ষ্ণৈর্মর্ম্মাণ্যুৎকৃত্য বানরঃ।
উৎপপাতাথ বেগেন মনঃসম্পাতবিক্রমঃ।
তাং তু দৃষ্ট্যা চ ধৃত্যা চ দাক্ষিণ্যেন নিপাত্য সঃ।
কপিপ্রবীরো বেগেন ববৃধে পুনরাত্মবান্।
হৃতহৃৎ সা হনুমতা পপাত বিধুরাম্ভসি।
স্বয়ম্ভুবৈব হনুমান্ সৃষ্টস্তস্যা নিপাতনে।"

আর্য্যশাস্ত্রপ্রকাশিত বাল্মীকিরামায়ণ ৫।১।১৭৫-১৮৯

নানাপক্ষিমৃগাকীর্ণং নানাপুষ্পলতাবৃতম্ ।
ততো দদর্শ নগরং ত্রিকূটাচলমূর্দ্ধনি ॥ ৪০
প্রাকারৈর্বহুভির্যুক্তং পরিখাভিশ্চ সর্ব্বতঃ ।
প্রবেক্ষ্যামি কথং লঙ্কামিতি চিন্তাপরোঽভবৎ ॥ ৪১
রাত্রৌ বেক্ষ্যামি সূক্ষ্মোঽহং লঙ্কাং রাবণপালিতাম্ ।
এবং বিচিন্ত্য তত্রৈব স্থিত্বা লঙ্কাং জগাম সঃ ॥৪২
ধৃত্বা সূক্ষ্মং বপুর্দ্বারং প্রবিবেশ প্রতাপবান্ ।
তত্র লঙ্কাপুরী সাক্ষাদ্ রাক্ষসীবেশধারিণী ॥ ৪৩
প্রবিশন্তং হনুমন্তং দৃষ্ট্বা লঙ্কা ব্যতর্জ্জয়ৎ ।

দক্ষিণ কূল প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে ত্রিকূট পর্ব্বতের উপরে এক নগর দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৯-৪০

বহুবিধ প্রাকারসমূহে ও পরিখাসমূহে সর্ব্বদিক্ সুরক্ষিত দেখিয়া হনুমান্ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কিভাবে এই এই লঙ্কায় প্রবেশ করিব ? ৪১

রাত্রিকালে সূক্ষ্মরূপে আমি এই রাবণ-পালিতা লঙ্কানগরীতে প্রবিষ্ট হইব, এরূপ চিন্তা করিয়া সেস্থানেই অবস্থান করত পরে হনুমান্ লঙ্কায় গমন করিলেন। ৪২

প্রতাপশালী হনুমান্ সূক্ষ্ম রূপ ধারণ পূর্ব্বক লঙ্কানগরীর দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় সাক্ষাৎ লঙ্কানগরী রাক্ষসীবেশ ধারণ করিয়া (১) অবস্থান করিতেছিল। তখন লঙ্কা হনুমান্‌কে নগরীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তর্জন-গর্জন করত বলিল,—

(১) এই প্রসঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি,—
"অথ সা হরিশার্দ্দূলং প্রবিশন্তং মহাকপিম্ ।
নগরী স্বেন রূপেণ দদর্শ পবনাত্মজম্ ।
সা তং হরিবরং দৃষ্ট্বা লঙ্কা রাবণপালিতা ।
স্বয়মেবোত্থিতা তত্র বিকৃতাননদর্শনা ॥
*　　*　　*　　*
কস্ত্বং কেন চ কার্য্যেণ ইহ প্রাপ্তো বনালয় ।
কথয়স্বেহ যৎ তত্ত্বং যাবৎ প্রাণা ধরন্তি তে ।"
৫।৩।২০-২১,২৩

লঙ্কা নগরীর এই কথা শ্রবণ করিয়া হনুমান্‌ও তাহাকে প্রশ্ন করেন। এইরূপ প্রশ্নচ্ছলে কথোপকথনের পর হঠাৎ লঙ্কানগরী—
"ততঃ কৃত্বা মহানাদং সা বৈ লঙ্কা ভয়ঙ্করম্ ।
তলেন বানরশ্রেষ্ঠং তাড়য়ামাস বেগিতা ।

কস্ত্বং বানররূপেণ মামনাদৃত্য লঙ্কিনীম্ ॥ ৪৪
প্রবিশ্য চোরবদ্ রাত্রৌ কিং ভবান্ কর্ত্তুমিচ্ছতি ।
ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষী পাদেনাভিজঘান তম্ ॥ ৪৫
হনুমানপি তাং বামমুষ্টিনাবজ্ঞয়াহনৎ ।
তদৈব পতিতা ভূমৌ রক্তমুদ্বমতী ভৃশম্ ॥ ৪৬
উত্থায় প্রাহ সা লঙ্কা হনুমন্তং মহাবলম্ ।
হনুমন্ গচ্ছ ভদ্রং তে জিতা লঙ্কা ত্বয়ানঘ ॥ ৪৭
পুরাহং ব্রহ্মণা প্রোক্তা হ্যষ্টাবিংশতিপর্য্যয়ে ।
ত্রেতাযুগে দাশরথী রামো নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥ ৪৮

কে তুই ? বানররূপ ধারণ করিয়া লঙ্কারূপিণী আমাকে অবজ্ঞা করত এই রাত্রিকালে চোরের ন্যায় প্রবেশ করিয়া তুই কি করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্ ? এই কথা বলিয়া লঙ্কা ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত সেই হনুমান্‌কে এক পদাঘাত করিল। ৪৩-৪৫

তখন হনুমান্‌ও অবজ্ঞাভরে তাহাকে বামমুষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই লঙ্কা ভূতলে পতিতা হইল এবং অতিশয় রক্ত বমন করিতে লাগিল। ৪৬

তদনন্তর উত্থিত হইয়া সেই লঙ্কা মহাবল হনুমান্‌কে বলিল,— হনুমন্। তুমি যাও, তোমার মঙ্গল হউক। নিষ্পাপ। তুমি আজ লঙ্কাকে জয় করিয়াছ। ৪৭

পুরাকালে ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন, ক্রমানুসারে অষ্টাবিংশতি ত্রেতাযুগে অবিনাশী পরমাত্মা নারায়ণ দশরথ-নন্দন রাম হইয়া আবির্ভূত হইবেন। যোগমায়া জনকভবনে

ততঃ স হরিশার্দ্দূলো লঙ্কয়া তাড়িতো ভৃশম্ ।
ননাদ সুমহানাদং বীর্য্যবান্ মারুতাত্মজঃ ।
ততঃ সংবর্ত্তয়ামাস বামহস্তস্য সোঽঙ্গুলীঃ ।
মুষ্টিনাভিজঘানৈনাং হনুমান্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
স্ত্রী চেতি মন্যমানেন নাতিক্রোধঃ স্বয়ং কৃতঃ ।
সা তু তেন প্রহারেণ বিহ্বলাঙ্গী নিশাচরী ।
পপাত সহসা ভূমৌ বিকৃতাননদর্শনা ।
ততস্তু হনুমান্ বীরস্তাং দৃষ্ট্বা বিনিপাতিতাম্ ।
কৃপাং চকার তেজস্বী মন্যমানঃ স্ত্রিয়ঞ্চ তাম্ ।
ততো বৈ ভৃশমুদ্বিগ্না লঙ্কা সা গদ্‌গদাক্ষরম্ ।
উবাচাগর্বিতং বাক্যং হনুমন্তং প্লবঙ্গমম্ ।" ইত্যাদি
৫।৩।৩৮-৪৩

জনিষ্যতে যোগমায়া সীতা জনকবেশ্মনি।
ভূভারহরণার্থায় প্রার্থিতোঽয়ং ময়া কচিৎ ॥ ৪৯
সভার্য্যো রাঘবো ভ্রাত্রা গমিষ্যতি মহাবনম্।
তত্র সীতাং মহামায়াং রাবণোঽপহরিষ্যতি। ৫০
পশ্চাদ্ রামেণ সাচিব্যং সুগ্রীবস্য ভবিষ্যতি।
সুগ্রীবো জানকীং দ্রষ্টুং বানরান্ প্রেষয়িষ্যতি ॥ ৫১
তত্রৈকো বানরো রাত্রাবাগমিষ্যতি তেঽন্তিকম্।
ত্বয়া চ ভর্ৎসিতঃ সোঽপি ত্বাং হনিষ্যতি মুষ্টিনা ॥ ৫২
তেনাহতা ত্বং ব্যথিতা ভবিষ্যসি যদানঘে।
তদৈব চ রাবণস্যান্তো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৫৩
তস্মাৎ ত্বয়া জিতা লঙ্কা জিতং সর্ব্বং ত্বয়ানঘ
রাবণান্তঃপুরবরে ক্রীড়াকাননমুত্তমম্ ॥ ৫৪
যন্মধ্যেঽশোকবনিকা দিব্যপাদপসঙ্কুলা

অস্তি তস্যাং মহাবৃক্ষঃ শিংশপা নাম মধ্যগঃ ॥ ৫৫
তত্রাস্তে জানকী ঘোররাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা
দৃষ্ট্বৈব গচ্ছ ত্বরিতং রাঘবায় নিবেদয় ॥ ৫৬
ধন্যাহমপ্যদ্য চিরায় রাঘব
স্মৃতির্মমাসীদ্ভবপাশমোচনী।
তদ্ভক্তসঙ্গোঽপ্যতিদুর্ল্লভো মম
প্রসীদতাং দাশরথিঃ সদা হৃদি ॥ ৫৭
উল্লঙ্ঘিতেঽব্ধৌ পবনাত্মজেন
ধরাসুতায়াশ্চ দশাননস্য।
পুস্ফোর বামাক্ষিভুজশ্চ তীব্রং
রামস্য দক্ষাঙ্গমতীন্দ্রিয়স্য ॥ ৫৮
ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
সুন্দরকাণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

সীতারূপে অবতীর্ণা হইবেন। কারণ, আমি কোনও এক সময়ে ভূভারহরণের জন্য অবতীর্ণ হইতে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ৪৮-৪৯

সেই রঘুবংশধর রামভার্য্যা সীতাদেবী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মহাবন দণ্ডকারণ্যে গমন করিবেন। তথায় মহামায়া সীতাকে রাবণ অপহরণ করিবে। ৫০

পরে রামের সহিত সুগ্রীবের সহায়তাকারক বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে। তদনন্তর সুগ্রীব জনকনন্দিনী সীতাকে অন্বেষণ করিয়া দেখিবার জন্য বানরগণকে প্রেরণ করিবে। ৫১

তাঁহাদের মধ্যে এক বানর রাত্রিকালে তোমার নিকটে আসিবে। তোমার দ্বারা ভর্ৎসিত হইয়া সেই বানরও তোমাকে মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিবে। ৫২

অনঘে! যখন তুমি তাহার দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিতা হইবে, তখনই জানিবে যে, অতঃপর রাবণের বিনাশ হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৩

নিষ্পাপ! সেইহেতু আজ তুমি লঙ্কাকে জয় করিতে পারিয়াছ এবং এই লঙ্কাকে জয় করায় তুমি সবই জয় করিয়া লইয়াছ। রাবণের সর্ব্বোত্তম অন্তঃপুরে এক শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াকানন আছে। ৫৪

সেই ক্রীড়াকাননের মধ্যে দিব্য বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত এক অশোক বন আছে। সেই অশোকবনের মধ্যভাগে এক বিশাল শিংশপা বৃক্ষ রহিয়াছে। ৫৫

তথায় অর্থাৎ সেই শিংশপাবৃক্ষের তলায় ভয়ঙ্করী রাক্ষসীগণের দ্বারা সুরক্ষিতা হইয়া জনকনন্দিনী সীতাদেবী অবস্থান করিতেছেন। তুমি তাঁহাকে দেখিয়াই সত্বর গমন কর এবং রঘুনন্দন রামকে তাহা নিবেদন কর। ৫৬

আজ আমি ধন্যা হইলাম; কারণ, সংসারপাশনাশিনী রামস্মৃতি অর্থাৎ শ্রীরামের স্মরণ বহুকাল পরে আমার উদয় হইল। তাঁহার ভক্তসঙ্গও অতিশয় দুর্ল্লভ, কিন্তু আজ আমার তাহাও লাভ হইল। এখন আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিয়া এই দশরথনন্দন রাম প্রসন্ন হউন। অথবা এই দশরথনন্দন রাম প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে অবস্থিতি করুন। ৫৭

পবননন্দন হনুমান্ সেই সময় সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিলে পর ধরণীসুতা সীতা এবং দশানন রাবণের বামনেত্র ও বামবাহু এবং ইন্দ্রিয়াতীত পরম পুরুষ শ্রীরামের দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হইতে লাগিল (স্ত্রীলোকের বামাঙ্গ স্পন্দন ও পুরুষের দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দন শুভসূচক। পুরুষের বামাঙ্গ স্পন্দন অশুভসূচক।) ৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে সুন্দরকাণ্ডের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[হনুমতঃ সীতাদর্শনস্য, রাবণস্য চ স্বপ্নাদিদর্শনস্য বর্ণনম্।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততো জগাম হনুমান্ লঙ্কাং পরমশোভনাম্।
রাত্রৌ সূক্ষ্মতনুর্ভূত্বা বভ্রাম পরিতঃ পুরীম্॥ ১
সীতান্বেষণকার্য্যার্থী প্রবিবেশ নৃপালয়ম্।
তত্র সর্ব্বপ্রদেশেষু বিবিচ্য হনুমান্ কপিঃ॥ ২
নাপশ্যজ্জানকীং স্মৃত্বা ততো লঙ্কাভিভাষিতম্।
জগাম হনুমান্ শীঘ্রমশোকবনিকাং শুভাম্॥ ৩
সুরপাদপসম্বাধাং রত্নসোপানবাপিকাম্।
নানাপক্ষিমৃগাকীর্ণাং স্বর্ণপ্রাসাদশোভিতাম্॥৪
ফলৈরানম্রশাখাগ্রপাদপৈঃ পরিবারিতাম্।
বিচিন্বন্ জানকীং তত্র প্রতিবৃক্ষং মরুৎসুতঃ॥ ৫
দদর্শাভ্রংলিহং তত্র চৈত্যপ্রাসাদমুত্তমম্
দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপন্নো মণিস্তম্ভশতান্বিতম্॥ ৬
সমতীত্য পুনর্গত্বা কিঞ্চিদ্দূরং স মারুতিঃ।
দদর্শ শিংশপাবৃক্ষমত্যন্তনিবিড়চ্ছদম্॥ ৭
অদৃষ্টাতপমাকীর্ণং স্বর্ণবর্ণবিহঙ্গমৈঃ।
তন্মূলে রাক্ষসীমধ্যে স্থিতাং জনকনন্দিনীম্॥ ৮
দদর্শ হনুমান্ বীরো দেবতামিব ভূতলে।
একবেণীং কৃশাং দীনাং মলিনাম্বরধারিণীম্॥ ৯
ভূমৌ শয়ানাং শোচন্তীং রাম রামেতিভাষিণীম্
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তীমুপবাসকৃশাং শুভাম্
শাখান্তচ্ছদমধ্যস্থো দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ॥ ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[হনুমানের সীতা দর্শন ও রাবণের স্বপ্নাদি দর্শন বর্ণন।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,— তদনন্তর হনুমান্ অতিশয় সৌন্দর্য্যময়ী লঙ্কা নগরীতে গমন করিলেন (১) এবং সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করত রাত্রিকালে পুরীর চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১

কপিবর হনুমান্ সীতান্বেষণ করিতে অভিলাষী হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সর্ব্বস্থানে অন্বেষণ করিয়াও জনকনন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন হনুমান্ পূর্ব্বদৃষ্টা লঙ্কার বাক্য স্মরণ করিলেন এবং সত্বর পরম রমণীয়া অশোকবনিকাতে গমন করিলেন। এই অশোকবনিকা দেবদারুবৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্তা, রত্ননির্ম্মিত সোপান (সিঁড়ি)-শ্রেণী পরিশোভিত দীর্ঘিকাযুক্তা, নানাবিধ পক্ষী ও মৃগগণে পরিপূর্ণা, স্বর্ণনির্ম্মিত প্রাসাদে সুশোভিতা এবং ফলভারে অবনত শাখাবিশিষ্ট বহুবিধ বৃক্ষশ্রেণীতে পরিবেষ্টিতা ছিল। পবননন্দন তথায় সর্ব্বত্র প্রতিবৃক্ষে সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে শত মণিস্তম্ভে সুশোভিত আকাশস্পর্শী একটি উত্তম চৈত্য প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। এই প্রাসাদ দেখিয়া হনুমান্ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ২-৬

পবননন্দন হনুমান্ ইহা অতিক্রম করত পুনরায় কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটি শিংশপা বৃক্ষ দেখিলেন। এই বৃক্ষের পত্রসকল অত্যন্ত নিবিড়, সেই কারণে এই বৃক্ষের তলে অবস্থিত কেহই রৌদ্র দেখিতে পায় না, স্বর্ণবর্ণ পক্ষিগণে এই বৃক্ষ পরিমণ্ডিত ছিল। বীর হনুমান্ এই শিংশপা বৃক্ষের মূলে রাক্ষসীগণের মধ্যে অবস্থিতা জনকনন্দিনী সীতাকে ভূতলে দেবীর ন্যায় দর্শন (২) করিলেন। সীতা তখন মলিন বস্ত্র-পরিহিতা, দীনা, কৃশাঙ্গী, একবেণী (কেশসংস্কারবর্জ্জিতা) এবং ভূতলে শয়ন করিয়া 'রাম, রাম' এই বলিয়া শোক করিতেছেন, (৩) কিন্তু কোনও রক্ষক পাইতেছেন না।

(১) মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—অদ্বার দিয়া হনুমান রাত্রিতে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া প্রথমে বামপদ স্থাপন করেন, যথা—

"অদ্বারেণ মহাবীর্য্যঃ প্রাকারমবপুপ্লুবে।
নিশি লঙ্কাং মহাসত্ত্বো বিবেশ কপিকুঞ্জরঃ।
প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং কপিরাজহিতঙ্করঃ।
চক্রেঽথ পাদং সব্যঞ্চ শত্রূণাং স তু মূর্ধনি। ৫।৪।২-৩

বাল্মীকি রামায়ণের এই ৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টীকাকার বলিয়াছেন,—

'অদ্বারেণ প্রবিশেচ্ছত্রুবনাশায়।' "প্রয়াণকালে স্বগৃহপ্রবেশে, বিবাহকালে চ দক্ষিণাঙ্ঘ্রিম্। কৃত্বাগ্রতঃ শত্রুপুরপ্রবেশে, বামং নিদধ্যাচ্চরণং নৃপালঃ।"

(২) বাল্মীকিরামায়ণে বর্ণিত আছে, হনুমান্ লঙ্কার সর্ব্বত্র সীতাদেবীকে অন্বেষণ করিয়াছেন। সেইভাবে অন্বেষণ করিতে করিতে পরে অশোকবনে সীতাদেবীর দর্শন পান।

(৩) পবনকুমার হনুমান্ সীতাদেবীকে প্রথম যে অবস্থায় দর্শন করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা বাল্মীকিরামায়ণে যথা—

"ততো মলিন সংবীতাং রাক্ষসীভিঃ। সমাবৃতাম্"।
উপবাসকৃশাং দীনাং নিঃশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ।
দদর্শ শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্ররেখামিবামলাম্।
মন্দপ্রখ্যায়মানেন রূপেণ রুচিরপ্রভাম্।
পিনদ্ধাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ।

কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং দৃষ্ট্বা জনকনন্দিনীম্।
ততঃ কিলকিলাশব্দো বভূবান্তঃপুরাদ্ বহিঃ ॥ ১২
কিমেতদিতি সংলীনো বৃক্ষপত্রেষু মারুতিঃ।
আয়ান্তং রাবণং তত্র স্ত্রীজনৈঃ পরিবারিতম্ ॥ ১৩

মঙ্গলময়ী সীতা উপবাস করিয়া থাকায় অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছেন। শাখার অভ্যন্তরে পত্রগুচ্ছের মধ্যে অবস্থান করত কপিবর হনুমান্ সীতাকে দর্শন করিলেন। ৭-১০

তখন জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শন করিয়া 'আমি কৃতার্থ হইলাম, আমি কৃতার্থ হইলাম'—এই কথা হনুমান্ বলিলেন

দশাস্যং বিংশতিভুজং নীলাঞ্জনচয়োপমম্,
দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপন্নস্তরুখণ্ডেষ্বলীয়ত ॥ ১৪
রাবণো রাঘবেণাশু মরণং মে কথং ভবেৎ।
সীতার্থমপি নায়াতি রামঃ কিং কারণং ভবেৎ ॥ ১৫

এবং ভাবিলেন—আমার দ্বারা পরমাত্মা শ্রীরামের কার্য্য সাধিত হইল। (ইহাতে হনুমান্ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন।) তদনন্তর সেই সময় অন্তঃপুরের বাহিরে কিলকিলা (কোলাহল) শব্দ হইতে লাগিল। ১১-১২

তখন বায়ুপুত্র হনুমান্ বৃক্ষের পত্রগুচ্ছের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া 'এ কিসের শব্দ হইতেছে' মনে মনে ইহা ভাবিলেন। এই সময় তথায় বিংশতিবাহু, নীল অঞ্জনরাশি-তুল্য কালবর্ণ দশানন রাবণ স্ত্রীবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া হনুমান্ বিস্মিত হইয়া বৃক্ষশাখার পত্রগুচ্ছের মধ্যে লুকায়িত হইলেন। ১৩-১৪

'শ্রীরামের দ্বারা আমার সত্বর কিভাবে মৃত্যু হইবে' এবং 'সীতার জন্যও রাম আসিতেছেন না, ইহার কি কারণ থাকিতে পারে'? রাবণ এইরূপ সদা চিন্তা করিতে করিতে রামকেই

পীতেনৈকেন সংবীতাং ক্লিষ্টেনোত্তমবাসসা।
সপঙ্কামনলঙ্কারাং বিপদ্মামিব পদ্মিনীম্ ॥
পীড়িতাং দুঃখসন্তপ্তাং পরিক্ষীণাং তপস্বিনীম্।
গ্রহেণাঙ্গারকেণৈব পীড়িতামিব রোহিণীম্ ॥
অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং কৃশামনশনেন চ।
শোকধ্যানপরাং দীনাং নিত্যং দুঃখপরায়ণাম্ ॥
প্রিয়ং জনমপশ্যন্তীং পশ্যন্তীং রাক্ষসীগণম্।
স্বগণেন মৃগীং হীনাং শ্বগণেনাবৃতামিব ॥
নীলনাগাভয়া বেণ্যা জঘনং গতয়ৈকয়া।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব ॥
সুখার্হাং দুঃখসন্তপ্তাং ব্যসনানামকোবিদাম্।
তাং বিলোক্য বিশালাক্ষীমধিকং মলিনাং কৃশাম্ ॥"

৫।১৫।১৮-২৬

এই অবস্থায় সীতাকে দর্শন করিয়া হনুমানের ঋষ্যমূকপর্ব্বতে অবস্থানকালীন রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন তিনি যেভাবে সীতাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন আদিকবির অনন্ত সুলভ সুললিত ভাষায় সীতাদেবীর যে বর্ণনা হনুমানের স্মরণপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে প্রদর্শিত হইল—

"তর্কয়ামাস সীতেতি কারণৈরুপপাদিভিঃ।
হ্রিয়মাণা তদা তেন রক্ষসা কামরূপিণা ॥
যথারূপা হি দৃষ্টা সা তথারূপেয়মঙ্গনা।
পূর্ণচন্দ্রাননাং সুভ্রুং চারুবৃত্তপয়োধরাম্ ॥
কুর্বন্তীং প্রভয়া দেবীং সর্ব্বা বিতিমিরা দিশঃ।
তাং নীলকণ্ঠীং বিম্বোষ্ঠীং সুমধ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতাম্ ॥
সীতাং পদ্মপলাশাক্ষীং মন্মথস্য রতিং যথা।
ইষ্টাং সর্ব্বস্য জগতঃ পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব ॥

ভূমৌ সুতনুমাসীনাং নিয়তামিব তাপসীম্।
নিঃশ্বাসবহুলাং ভীরুং ভুজগেন্দ্রবধূমিব ॥
শোকজালেন মহতা বিততেন ন রাজতীম্।
সংসক্তাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ ॥
তাং স্মৃতীমিব সন্দিগ্ধামৃদ্ধিং নিপতিতামিব।
বিহতামিব চ শ্রদ্ধামাশাং প্রতিহতামিব ॥
সোপসর্গাং যথা সিদ্ধিং বুদ্ধিং সকলুষামিব।
অভূতেনাপবাদেন কীর্ত্তিং নিপতিতামিব ॥
রামোপরোধব্যথিতাং রক্ষোগণনিপীড়িতাম্।
অবলাং মৃগশাবাক্ষীং বীক্ষমাণাং ততস্ততঃ ॥
বাষ্পাম্বুপরিপূর্ণেন কৃষ্ণবক্রাক্ষিপক্ষ্মণা।
বদনেনাপ্রসন্নেন নিঃশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ ॥
মলপঙ্কধরাং দীনাং মণ্ডনার্হামমণ্ডিতাম্।
প্রভাং নক্ষত্ররাজস্য কালমেঘৈরিবাবৃতাম্ ॥
তস্য সন্দিদিহে বুদ্ধিস্তথা সীতা নিরীক্ষ্য চ।
আম্নায়ানামযোগেন বিদ্যাং প্রশিথিলামিব ॥
দুঃখেন বুবুধে সীতাং হনুমাননলঙ্কৃতাম্।
সংস্কারেণ যথা হীনাং বাচমর্থান্তরং গতাম্ ॥"

৫।১৫।২৭-৩৯

ইত্যেবং চিন্তয়ন্ নিত্যং রামমেব সদা হৃদি।
তস্মিন্ দিনে পরং রাত্রৌ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ১৬
স্বপ্নে রামেণ সন্দিষ্টঃ কশ্চিদাগত্য বানরঃ।
কামরূপধরঃ সূক্ষ্মো বৃক্ষাগ্রস্থোঽনুপশ্যতি ॥ ১৭
ইতি দৃষ্ট্বাদ্ভুতং স্বপ্নং স্বাত্মন্যেবানুচিন্ত্য সঃ।
স্বপ্নঃ কদাচিৎ সত্যঃ স্যাদেবং তত্র করোম্যহম্ ॥ ১৮
জানকীং বাক্‌শরৈর্বিধ্য দুঃখিতাং নিতরামহম্।
করোমি দৃষ্ট্বা রামায় নিবেদয়তু বানরঃ ॥ ১৯
ইত্যেবং চিন্তয়ন্ সীতাসমীপমগমদ্ দ্রুতম্।
নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাং শ্রুত্বা শিঞ্জিতমঙ্গনা ॥ ২০
সীতা ভীতা লীয়মানা স্বাত্মন্যেব সুমধ্যমা।
অধোমুখ্যশ্রুনয়না স্থিতা রামার্পিতান্তরা ॥ ২১
রাবণোঽপি তদা সীতামালোক্যাহ সুমধ্যমে।
মাং দৃষ্ট্বা কিং বৃথা সুভ্রু স্বাত্মন্যেব বিলীয়সে ॥ ২২

হৃদয়ে ধ্যান করিতেছিল। সেই দিনেই রাত্রিতে শেষ প্রহরে রাক্ষসাধিপতি রাবণ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে যে, শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী সূক্ষ্মরূপী কোনও এক বানর লঙ্কায় আসিয়া বৃক্ষাগ্রে অবস্থান করত সীতাকে অবলোকন করিতেছে। এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াই রাবণ নিজের মনে মনে চিন্তা করিল,—স্বপ্ন কখনও কখনও সত্য হয়; আর যদি সত্যই হয়, তবে আমি এখন এইরূপ করি—নিজের বাক্য বাণের দ্বারা জানকীকে অত্যন্ত দুঃখদান করি। যদি সত্যই বানর আসিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার এই কথা বানর রামের নিকট যাইয়া রামকে নিবেদন করুক। ১৫-১৯

রাবণ এরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্রুত সীতার নিকটে গমন করিল। সুমধ্যমা রমণী সীতা নূপুরসমূহের ও কিঙ্কিণী সমূহের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভীতা হইয়া যেন নিজের মধ্যেই নিজে বিলীন হইয়া পড়িলেন। (১) তারপর মনে মনে শ্রীরামে নিজের ভার অর্পণ করিয়া অধোবদনে এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২০ ২১

সেই সময় রাবণও সীতাকে সেইভাবে দেখিয়া বলিল,—(২)

(১) রাবণকে দেখিয়া সীতার অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গে মহামুনি বাল্মীকি,—

"ততো দৃষ্ট্বৈব বৈদেহী রাবণং রাক্ষসাধিপম্।
প্রবাপেত বরারোহা প্রবাতে কদলী যথা ॥
ঊরুভ্যামুদরং ছাদ্য বাহুভ্যাঞ্চ পয়োধরৌ।
উপবিষ্টা বিশালাক্ষী রুদতী বরবর্ণিনী ॥" ৫।১৯।২-৩

(২) রাক্ষসরাজ রাবণ তথায় যেভাবে সীতাকে দেখিয়াছিল, তাহার বর্ণন প্রসঙ্গে কবিকুলচূড়ামণি মহর্ষি বাল্মীকি,—

"দশগ্রীবস্তু বৈদেহীং রক্ষিতাং রাক্ষসীগণৈঃ।
দদর্শ দীনাং দুঃখার্তাং নাবং সন্নামিবার্ণবে ॥
অসংবৃতায়ামাসীনাং ধরণ্যাং সংশিতব্রতাম্।
ছিন্নাং প্রপতিতাং ভূমৌ শাখামিব বনস্পতেঃ ॥
মলমণ্ডনদিগ্ধাঙ্গীং মণ্ডনার্হামমণ্ডনাম্।
মৃণালী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি ন বিভাতি চ ॥
সমীপং রাজসিংহস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
সঙ্কল্পহয়সংযুক্তৈর্যান্তীমিব মনোরথৈঃ ॥
শুষ্যন্তীং রুদতীমেকাং ধ্যানশোকপরায়ণাম্।
দুঃখস্যান্তমপশ্যন্তীং রামাং রামমনুব্রতাম্ ॥
চেষ্টমানথামাবিষ্টাং পন্নগেন্দ্রবধূমিব।
ধূপ্যমানাং গ্রহেণেব রোহিণীং ধূমকেতুনা ॥
বৃত্তশীলে কুলে জাতামাচারবতি ধার্মিকে।
পুনঃ সংস্কারমাপন্নাং জাতামিব চ দুষ্কুলে ॥
সন্নামিব মহাকীর্তিং শ্রদ্ধামিব বিমানিতাম্।
প্রজ্ঞামিব পরিক্ষীণামাশাং প্রতিহতামিব ॥
আয়তীমিব বিধ্বস্তামাজ্ঞাং প্রতিহতামিব।
দীপ্তামিব দিশং কালে পূজামপহৃতামিব ॥
পৌর্ণমাসীমিব নিশাং তমোগ্রস্তেন্দুমণ্ডলাম্।
পদ্মিনীমিব বিধ্বস্তাং হতশূরাং চমূমিব ॥
প্রভামিব তমোধ্বস্তামুপক্ষীণামিবাপগাম্।
বেদীমিব পরামৃষ্টাং শান্তামগ্নিশিখামিব ॥
উৎকৃষ্টপর্ণকমলাং বিত্রাসিতবিহঙ্গমাম্।
হস্তিহস্তপরামৃষ্টামাকুলামিব পদ্মিনীম্ ॥
পতিশোকাতুরাং শুষ্কাং নদীং বিস্রাবিতামিব।
পরয়া মৃজয়া হীনাং কৃষ্ণপক্ষে নিশামিব ॥
সুকুমারীং সুজাতাঙ্গীং রত্নগর্ভগৃহোচিতাম্।
তপ্যমানামিবোষ্ণেন মৃণালীমচিরোদ্ধৃতাম্ ॥
গৃহীতামালিতাং স্তম্ভে যূথপেন বিনাকৃতাম্।
নিঃশ্বসন্তীং সুদুঃখার্তাং গজরাজবধূমিব ॥
একয়া দীর্ঘয়া বেণ্যা শোভমানামযত্নতঃ।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব ॥
উপবাসেন শোকেন ধ্যানেন চ ভয়েন চ।
পরিক্ষীণাং কৃশাং দীনামল্পাহারাং তপোধনাম্ ॥
আযাচমানাং দুঃখার্তাং প্রাঞ্জলিং দেবতামিব।
ভাবেন রঘুমুখ্যস্য দশগ্রীবপরাভবম্" ॥ ৫।১৯।৪-২১

রামো বনচরাণাং হি মধ্যে তিষ্ঠতি সানুজঃ।
কদাচিদ্দৃশ্যতে কৈশ্চিৎ কদাচিন্নৈব দৃশ্যতে ॥ ২৩
ময়া তু বহুধা লোকাঃ প্রেষিতাস্তস্য দর্শনে।
ন পশ্যন্তি প্রযত্নেন বীক্ষ্যমাণাঃ সমন্ততঃ ॥ ২৪
কি করিষ্যসি রামেণ নিস্পৃহেণ সদা ত্বয়ি।
ত্বয়া সদালিঙ্গিতোঽপি সমীপস্থোঽপি সর্ব্বদা ॥ ২৫
হৃদয়েঽস্য ন চ স্নেহস্ত্বয়ি রামস্য জায়তে।
ত্বৎকৃতান্ সর্ব্বভোগাংশ্চ ত্বদ্গুণানপি রাঘবঃ।
ভুঞ্জানোঽপি ন জানাতি কৃতঘ্নো নির্গুণোঽধমঃ।
ত্বমানীতা ময়া সাধ্বী দুঃখশোকসমাকুলা ॥ ২৭
ইদানীমপি নায়াতি ভক্তিহীনঃ কথং ব্রজেৎ।
নিঃসত্ত্বো নির্ম্মমো মানী মূঢ়ঃ পণ্ডিতমানবান্ ॥২৮
নরাধমং ত্বদ্বিমুখং কিং করিষ্যসি ভামিনি।
ত্বয্যতীব সমাসক্তং মাং ভজস্বাসুরোত্তমম্ ॥ ২৯
দেবগন্ধর্ব্বনাগানাং যক্ষকিন্নরযোষিতাম্।
ভবিষ্যসি নিয়োক্ত্রী ত্বং যদি মাং প্রতিপদ্যসে ॥ ৩০

সুমধ্যমে! সুভ্রূ! আমাকে দেখিয়া তুমি কেন এইভাবে আত্মস্থ হইয়া পড়িতেছ? ২২

রাম অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনবাসিগণের মধ্যে অবস্থান করে। তাহাকে কেহ কখনও দেখিতে পায় আবার কেহ কখনও বা দেখিতে পায় না* ॥ ২৩

তাহাকে দেখিবার জন্ম আমি বহুবার বহু লোককে পাঠাইয়াছি। তাহারা চারিদিকে বিশেষ যত্নের সহিত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে দেখিতে পায় নাই। ২৪

রাম তোমার উপর সদা নিস্পৃহ, সুতরাং তাহাকে লইয়া তুমি কি করিবে? তুমি সর্ব্বদা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিলেও এবং সেও সদা তোমার নিকটে অবস্থান করিলেও সেই রামের হৃদয়ে কিন্তু তোমার জন্ম বিন্দুমাত্রও স্নেহ নাই। রাঘব তোমা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সর্ব্ববিধ ভোগসমূহ ভোগ করিয়া ও তোমার গুণাবলি পরিজ্ঞাত হইয়াও যেন তোমাকে চিনিতে পারে না, অতএব রাম কৃতঘ্ন, নির্গুণ ও অধম। সতী সাধ্বী তোমাকে আমি অপহরণ করিয়া আনিয়াছি। তুমি এখন দুঃখে ও শোকে অভিভূতা হইয়া রহিয়াছ। ২৫-২৭

কিন্তু অদ্যাপি সেই রাম তোমার নিকট আসিল না। কেনই বা আসিবে? সে যে তোমার প্রতি অনুরক্ত নয়। এই রাম বল ও পরাক্রমহীন, নির্ম্মম, অভিমানী, মূর্খ ও নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে। ২৮

ভামিনী! রাম নরাধম ও তোমার প্রতি বিমুখ, সুতরাং সেই রামকে লইয়া তুমি কি করিবে? আর আমি তোমার উপর অত্যন্ত আসক্ত এবং সুরবিরোধিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাক্ষসরাজ রাবণ, অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর। ২৯

যদি তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে দেব, গন্ধর্ব্ব, নাগ, যক্ষ ও কিন্নর রমণীগণের তুমি নিয়োগকারিণী হইবে অর্থাৎ তাহারা তোমার আদেশ পালন করিবে (১) ॥ ৩০

* রাবণের এই ২৩ শ্লোক হইতে ২৮½ পর্য্যন্ত বাক্যকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যাও করা যায়,—

বনবাসী যোগী মুনিগণ পরমাত্মাকে বিষ্ণুরূপে বা অনন্তরূপে ধ্যান করেন। সেই মুনিগণের মধ্যে কেহ কেহ কখনও কখনও তাঁহাকে দেখিতে পান, কখনও বা দেখিতে পান না। ২৩ আমি সেই পরমাত্মাকে জানিবার জন্ম চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন—এই সকল ইন্দ্রিয়বর্গকে পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত করিয়াছি, কিন্তু ইহারা তাঁহাকে জানিবার জন্ম বিশেষভাবে যত্ন করিলেও তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। ২৪ সেই পরম ব্রহ্ম রাম নির্গুণ, সদা পরিতৃপ্ত এবং বিষয়স্পৃহাবর্জ্জিত। তোমাতেও ইচ্ছা নাই। তুমি প্রকৃতি, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই তুমি রহিয়াছ। তিনি সর্ব্বব্যাপক বলিয়া সর্ব্বদা সমীপে অবস্থিত। তাঁহার দ্বেষ বা প্রীতির পাত্র কেহই নহে, সেই হেতু তোমারও উপর তাঁহার স্নেহ নাই। বিষয়ভোগ কিংবা সুখ-দুঃখাদি ভোগ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নহে, প্রকৃতির; কারণ, তিনি সাক্ষিস্বরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন। লোকে ভাবনা করে যে, তিনি ভোক্তা; কিন্তু তিনি নিজেকে ভোক্তা বলিয়া জানেন না। তিনি কর্ম্ম বন্ধন ছেদন করেন, তিনি নির্গুণ ও বাক্পথের অতীত। তুমি গুণময়ী বলিয়া দুঃখ শোকাদি সমস্ত—তোমারই তোমাকে আনিলাম, তথাপি তিনি আজও আসিলেন না। তিনি নির্গুণ ও সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার গমন কিরূপে হইবে? (আবার তিনি সগুণরূপেও আসিতে পারিতেছেন না; কারণ, আমি ভক্তিহীন, সত্ত্ব গুণবর্জ্জিত, মমতা-সম্পন্ন, অভিমানী, মূঢ় ও পণ্ডিতমানী) এই অবস্থায় তাঁহাকে আমি কিরূপে পাইব? রাম নরোত্তম এবং মায়াতীত। ২৫-২৮½।

(১) তৎকালীন সীতাদেবীকে রাক্ষসরাজ রাবণ যে সব প্রলোভন বাক্য বলিয়াছিল, তাহা বাল্মীকিরামায়ণে সুন্দর-কাণ্ডের ২০ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে, অতএব বাল্মীকি রামায়ণের এই অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ৫।২০

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা সীতামর্ষসমন্বিতা।
উবাচাধোমুখী ভূত্বা নিধায় তৃণমন্তরে ॥ ৩১

রাঘবাদ্ বিভ্যতা নূনং ভিক্ষুরূপং ত্বয়া ধৃতম্।
রহিতে রাঘবাভ্যাং ত্বং শুনীব হবিরধ্বরে ॥ ৩২

হৃতবানসি মাং নীচ তৎফলং প্রাপ্স্যসেঽচিরাৎ।
যদা রামশরাঘাতবিদারিতবপুর্ভবান্ ॥ ৩৩

জ্ঞাস্যসে মানুষং রামং গমিষ্যসি যমান্তিকম্।
সমুদ্রং শোষয়িত্বা বা শরৈর্বদ্ধাথ বারিধিম্ ॥ ৩৪

হন্তুং ত্বাং সময়ে রামো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
আগমিষ্যত্যসন্দেহো দ্রক্ষ্যসে রাক্ষসাধম ॥ ৩৫

সীতা দেবী রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া উঠিলেন এবং মধ্যে তৃণ রাখিয়া (১) অধোমুখ হইয়া এই কথা বলিলেন। ৩১

রে নীচ! যেরূপ কুক্কুর যজ্ঞের হবি গ্রহণ করে, সেইরূপ তুইও রাঘবের ভয়ে নিশ্চয় ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ যখন আশ্রমে ছিলেন না, সেই সময় শূন্য আশ্রম হইতে আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিস্ (২)। ইহার ফল তুই অচিরেই পাইবি। যখন রামের বাণের আঘাতে তোর দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইবে এবং যখন তুই যমালয়ে গমন করিবি, তখন তুই মনুষ্যরূপ-ধারী রামকে বুঝিতে পারিবি। লক্ষ্মণের সহিত রাম স্বীয় বাণ-সমূহের দ্বারা সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া অথবা সমুদ্রকে বন্ধন করিয়া যুদ্ধে তোকে বধ করিবার জন্য অবশ্যই আগমন করিবেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। রাক্ষসাধম! তুই ইহা দেখিতে পাইবি। ৩২-৩৫

ত্বাং সপুত্রং সহবলং হত্বা নেষ্যতি মাং পুরম্।
শ্রুত্বা রক্ষঃপতিঃ ক্রুদ্ধো জানক্যাঃ পরুষাক্ষরম্ ॥৩৬

বাক্যং ক্রোধসমাবিষ্টঃ খড়্গমুদ্যম্য সত্বরঃ।
হন্তুং জনকরাজস্য তনয়াং তাম্রলোচনঃ ॥ ৩৭

মন্দোদরী নিবার্য্যাহ পতিং পতিহিতে রতা।
ত্যজৈনাং মানুষীং দীনাং দুঃখিতাং কৃপণাং কৃশাম্ ॥৩৮

দেব-গন্ধর্ব-নাগানাং বধ্বঃ সন্তি বরাঙ্গনাঃ।
ত্বমেব বরয়ন্ত্যাচৈর্মদমত্তবিলোচনাঃ ॥ ৩৯

ততোঽব্রবীদ দশগ্রীবো রাক্ষসীর্বিকৃতাননাঃ।
যথা মে বশগা সীতা ভবিষ্যতি সকামনা।
তথা যতধ্বং ত্বরিতং তর্জ্জনাদরণাদিভিঃ ॥ ৪০

সপুত্র ও সসৈন্য তোকে বধ করিয়া রাম আমাকে অযোধ্যা-নগরীতে লইয়া যাইবেন। জানকীর এই কর্কশ অক্ষরপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করত রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুদ্ধ হইল। ক্রোধের বশীভূত রাবণ ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক জনক-রাজনন্দিনী সীতাকে বধ করিতে ত্বরান্বিত হইল। ৩৬-৩৭

তখন পতির হিতে নিরতা মন্দোদরী পতিকে নিবারণ করিয়া বলিল, (৩) প্রভো! এই মানবী রমণী কৃশা, দীনা, দুঃখিতা ও কৃপণা, তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর। ৩৮

দেব, কিন্নর ও নাগগণের বহু রমণীগণ রহিয়াছে। তাহারা সকলে মদমত্তনয়না বরাঙ্গনা এবং তোমাকে তাহারা বিশেষ-ভাবে প্রার্থনা করে। ৩৯

তদনন্তর দশানন রাবণ বিকৃতাননা রাক্ষসীদিগকে বলিল,—যাহাতে এই সীতা আমার বশীভূতা হয় এবং আমাকে কামনা করে, সেইভাবে তর্জন-গর্জন করিয়া (ভয় দেখাইয়া) ও সমাদর করিয়া সত্বর সেই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে থাক। ৪০

(১) তৃণ মধ্যভাগে রাখিয়া সীতাদেবী রাবণের সহিত কথা বলিয়াছিলেন, ইহা বাল্মীকিরামায়ণেও আছে,—

"তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা প্রত্যুবাচ শুচিস্মিতা।
নিবর্ত্তয় মনো মত্তঃ স্বজনে প্রীয়তাং মনঃ"।

ইত্যাদি ৫।২১।৩

(২) সীতামুখে মহর্ষি বাল্মীকিও প্রায় এই কথা বলিয়াছেন,—

"আশ্রমং তত্তয়োঃ শূন্যং প্রবিশ্য নরসিংহয়োঃ।
গোচরং গতয়োর্ভ্রাত্রোরপনীতা ত্বয়াধম।
নহি গন্ধমুপাঘ্রায় রাম-লক্ষ্মণয়োস্ত্বয়া।
শক্যং সন্দর্শনে স্থাতুং শুনা শার্দূলয়োরিব।"

ইত্যাদি ৫।২১।৩০-৩১

(৩) বাল্মীকি রামায়ণে সীতার কথা শুনিয়া সীতাকে রাবণের বধ করিতে যাওয়া বর্ণিত হয় নাই, তথায় বধযোগ্য রূপে রাবণের উক্তি উল্লিখিত হইয়াছে এবং মন্দোদরী কর্ত্তৃক রাবণকে নিবারণ—ইহাও উল্লিখিত হয় নাই। যথা,—

"বামঃ কামো মনুষ্যাণাং যস্মিন্ কিল নিবধ্যতে।
জনে তস্মিংস্ত্বনুক্রোশঃ স্নেহশ্চ কিল জায়তে।
এতস্মাৎ কারণান্ন ত্বাং ঘাতয়ামি বরাননে।
বধার্হামবমানার্হাং মিথ্যা প্রব্রজনে রতাম্।
পরুষাণি হি বাক্যানি যানি যানি ব্রবীষি মাম্।
তেষু তেষু বধো যুক্তস্তব মৈথিলি দারুণঃ।" ৫।২২।৪-৬

দ্বিমাসাভ্যন্তরে সীতা যদি মে বশগা ভবেৎ।
তদা সর্ব্বসুখোপেতা রাজ্যং ভোক্ষ্যতি সা ময়া ॥ ৪১
যদি মাসদ্বয়াদূর্দ্ধং মচ্ছয্যাং নাভিনন্দতি।
তদা মে প্রাতরাশায় হত্বা কুরুত মানুষীম্ ॥ ৪২
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ স্ত্রীভী রাবণোঽন্তঃপুরালয়ম্।
রাক্ষস্যো জানকীমেত্য ভীষয়ন্ত্যঃ স্বতর্জ্জনৈঃ ॥ ৪৩
তত্রৈকা জনকীমাহ যৌবনং তে বৃথা গতম্।
রাবণেন সমাসাদ্য সফলন্তু ভবিষ্যতি ॥ ৪৪
অপরা চাহ কোপেন কিং বিলম্বেন জানকীম্।
ইদানীং ছেত্তুতামঙ্গং বিভজ্য চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৫
অন্যা তু খড়্গামুদ্যম্য জানকীং হন্তুমুদ্যতা।
অন্যা করালবদনা বিদার্য্যাস্যমভীষয়ৎ ॥ ৪৬
এবং তাং ভীষয়ন্তীস্তা রাক্ষসীর্বিকৃতাননাঃ।
নিবার্য্য ত্রিজটা বৃদ্ধা রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪৭
শৃণুধ্বং দুষ্টরাক্ষস্যো মদ্বাক্যং বো হিতং ভবেৎ।
ন ভীষয়ধ্বং রুদতীং নমস্কুরুত জানকীম্ ॥ ৪৮
ইদানীমেব মে স্বপ্নে রামঃ কমললোচনঃ ॥ ৪৯

যদি দুই মাসের মধ্যে সীতা আমার বশীভূতা হয়, তাহা হইলে সে আমার সহিত সর্ব্বসুখে সুখিনী হইয়া রাজ্য ভোগ করিবে। ৪১

যদি দুই মাস অতিক্রান্ত হইয়া যায় এবং সে আমার শয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা না করে, তবে এই মানুষীকে তোমরা হত্যা করিয়া আমার প্রাতঃকালে (১) ভোজনের জন্য পাক করিয়া প্রদান করিও। ৪২

রাবণ এই কথা বলিয়া স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া অন্তঃপুর অভিমুখে প্রস্থিত হইল। তারপর সীতারক্ষায় নিযুক্তা অন্য সব রাক্ষসীগণ জানকীর নিকটে আসিয়া নিজেদের তর্জন-গর্জনে তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। ৪৩

তথায় তাহাদের মধ্যে এক রাক্ষসী জানকীকে বলিল,—তোমার যৌবন বৃথায় চলিয়া যাইল। এখনও যদি রাবণের সহিত মিলিত হও, তাহা হইলে উহা সফল হইবে। ৪৪

অন্য এক রাক্ষসী ক্রোধের সহিত বলিল,—বিলম্ব করিয়া কি হইবে? এখনই ইহার অঙ্গসকল ভাগ ভাগ করিয়া জানকীকে ছেদন কর। ৪৫

অপর এক রাক্ষসী খড়্গ উত্তোলিত করিয়া জানকীকে বধ করিতে উদ্যত হইল। অন্য এক করালবদনা রাক্ষসী নিজ মুখ বিদারিত করিয়া (ভক্ষণ করিবার) ভয় দেখাইতে লাগিল। ৪৬

এইভাবে সেই সব বিকৃতাননা রাক্ষসীগণ সীতাকে ভয় দেখাইতেছিল, তাহাদের সকলকে নিবারিত করিয়া ত্রিজটা নামে এক বৃদ্ধা রাক্ষসী বলিল। ৪৭

দুষ্ট রাক্ষসীগণ! তোমরা সকলে আমার কথা শ্রবণ কর, ইহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে। তোমরা আর রোদনপরায়ণা সীতাকে ভয় দেখাইও না, বরং এই জনকনন্দিনী সীতাকে সকলে প্রণাম কর। আমি এখনই স্বপ্নে দেখিলাম—কমললোচন রাম লক্ষণের সহিত এক শ্বেত বর্ণের ঐরাবতে (২) আরোহণ করত

(১) বাল্মীকিরামায়ণে রাবণ স্বয়ংই সীতাকে দুই মাস অপেক্ষা করিবার কথা বলিয়াছে, সীতারক্ষণে নিযুক্তা রাক্ষসীগণকে আদেশসূচক বাক্য নহে যথা,—

"দ্বৌ মাসৌ রক্ষিতব্যৌ মে যোঽবধিস্তে ময়া কৃতঃ।
ততঃ শয়নমারোহ মম ত্বং বরবর্ণিনি ॥
দ্বাভ্যামূর্দ্ধং তু মাসাভ্যাং ভর্ত্তারং মামনিচ্ছতীম্।
মম ত্বাং প্রাতরাশার্থে সূদাশ্ছেৎস্যন্তি খণ্ডশঃ ॥"
৫।২২।৮-৯

"যোঽবধিস্তে ময়া কৃতঃ" অর্থাৎ আমি যে তোমার সময়সীমা পূর্ব্বে (অরণ্যকাণ্ডে বাল্মীকিরামায়ণে— "মাসান্ দ্বাদশ ভামিনি"—এই বাক্যে) ১২ মাস নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছি, তাহার আর ২ মাস অবশিষ্ট আছে, এই কথাই এস্থলে ব্যক্ত হইয়াছে।

(২) বাল্মীকিরামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ২৭ সর্গে ত্রিজটার স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ঐরাবতে আরোহণ বর্ণিত না হইয়া পুষ্পক বিমানে আরোহণ কথিত হইয়াছে, যথা—

"লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া সহ বীর্য্যবান্।
আরুহ্য পুষ্পকং দিব্যং বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্ ॥
উত্তরাং দিশমালোচ্য প্রস্থিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
এবং স্বপ্নে ময়া দৃষ্টো রামো বিষ্ণুপরাক্রমঃ ॥"
৫।২৭।১৯-২০

বাল্মীকিরামায়ণে পুষ্পক বিমান উল্লেখ থাকায় তাহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মহামতি টীকাকার বলিয়াছেন, এই স্বপ্ন সীতা দেবীর পক্ষে মঙ্গলসূচক,—

"আরোহণং গো-বৃষ-কুঞ্জরাণাং প্রাসাদ-শৈলাগ্র-বনস্পতীনাম্।
বিষ্ঠানুলেপো রুদিতং মৃতঞ্চ স্বপ্নেষ্বগম্যাগমনঞ্চ রম্যম্ ॥"

অপি চ

"আদিত্যমণ্ডলং বাপি চন্দ্রমণ্ডলমেব বা।
স্বপ্নে গৃহ্লাতি হস্তাভ্যাং মহদ্রাজ্যং সমাপ্নুয়াৎ ॥"

এই অধ্যাত্মরামায়ণে যে ঐরাবত আরোহণ কথিত হইয়াছে, ইহাতেও সীতাদেবীর মঙ্গলই সূচিত হইতেছে।

আরুহ্যৈরাবতং শুভ্রং লক্ষ্মণেন সমাগতঃ।
দগ্ধ্বা লঙ্কাং পুরীং সর্ব্বাং হত্বা রাবণমাহবে ॥ ৫০
আরোপ্য জানকীং স্বাঙ্কে স্থিতো হৃষ্টোঽগমূর্দ্ধনি।
রাবণো গোময়হ্রদে তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ ॥ ৫১
অগাহৎ পুত্রপৌত্রৈশ্চ কৃত্বা বদনমালিকাম্।
বিভীষণস্তু রামস্য সন্নিধৌ হৃষ্টমানসঃ ॥ ৫২
সেবাং করোতি রামস্য পাদয়োর্ভক্তিসংযুতঃ।
সর্ব্বথা রাবণং রামো হত্বা সকুলমঞ্জসা ॥৫৩
বিভীষণায়াধিপত্যং দত্ত্বা সীতাং শুভাননাম্।
অঙ্কে নিধায় স্বপুরীং গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪
ত্রিজটায়া বচঃ শ্রুত্বা ভীতাস্তা রাক্ষসস্ত্রিয়ঃ।
তূষ্ণীমাসংস্তত্র তত্র নিদ্রাবশমুপাগতাঃ ॥ ৫৫

সম্পূর্ণ লঙ্কাপুরীকে দগ্ধ করিয়া যুদ্ধে রাবণকে বিনাশ পূর্ব্বক জনকনন্দিনী সীতাকে স্বীয় ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে পর্ব্বতশিখরে অবস্থান করিতেছেন। আর রাবণ তৈলাক্ত দেহে উলঙ্গ হইয়া নিজ মুণ্ডমালা হাতে ধরিয়া পুত্র-পৌত্রগণের সহিত গোময় হ্রদে নিমগ্ন রহিয়াছে। অন্যদিকে বিভীষণ রামের নিকটে হৃষ্টচিত্তে ভক্তিযুক্ত হইয়া রামের পাদ-যুগ্মের সেবা করিতেছে। শ্রীরাম সর্ব্বতোভাবে সবংশে সত্বর রাবণকে ধ্বংস করিয়া এই লঙ্কার আধিপত্য বিভীষণকে প্রদান করত সুবদন সীতাকে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক নিজ পুরী অযোধ্যায় গমন করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪৮-৫৪

ত্রিজটার এই কথা শ্রবণ করত সেই সব রাক্ষস-রমণীগণ ভীত হইয়া পড়িল এবং সকলে নীরব হইয়া রহিল। তদনন্তর তথায় তাহারা নিদ্রার বশীভূত হইল। ৫৫

তর্জ্জিতা রাক্ষসীভিঃ সা সীতা ভীতাতিবিহ্বলা।
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তী দুঃখেন পরিমূর্চ্ছিতা ॥ ৫৬
অশ্রুভিঃ পূর্ণনয়না চিন্তয়ন্তীদমব্রবীৎ।
প্রভাতে ভক্ষয়িষ্যন্তি রাক্ষস্যো মাং ন সংশয়ঃ ॥
ইদানীমেব মরণং কেনোপায়েন মে ভবেৎ ॥ ৫৭
এবং সুদুঃখেন পরিপ্লুতা সা
বিমুক্তকণ্ঠং রুদতী চিরায়।
আলম্ব্য শাখাং কৃতনিশ্চয়া মৃতৌ
ন জানতী কঞ্চিদুপায়মঙ্গনা ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
সুন্দরকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

অন্যদিকে সেই সীতা রাক্ষসীগণের তর্জন-গর্জনে অত্যন্ত ভীতা হইয়া ব্যাকুলচিত্তা হইলেন। সেই সময় তিনি কোনও রক্ষককে না পাইয়া দুঃখে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ৫৬

তারপর অশ্রুধারায় তাঁহার নয়নদ্বয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি তখন চিন্তা করিতে করিতে এই কথা বলিলেন,—প্রভাতে এই রাক্ষসীগণ আমাকে ভক্ষণ করিবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইভাবে মৃত্যু অপেক্ষা আমার এখনই মরণ কোন্ উপায়ে হইতে পারে? ৫৭

এইরূপ অত্যন্ত দুঃখে অভিভূতা হইয়া সেই সীতা দেবী তখন মুক্তকণ্ঠে বহুক্ষণ ধরিয়া রোদন করিলেন এবং মরণের জন্য নিশ্চয় করিয়া সীতা কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া কেবল সেই বৃক্ষের শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্অধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে সুন্দরকাণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[সীতাদেব্যা সহ হনূমতঃ সাক্ষাৎকারঃ, পরিচয়দানম্, কুমারাক্ষেণ সাকং বহূনাং রাক্ষসানাং বিনাশঃ, ইন্দ্রজিতা হনূমতো ব্রহ্মাস্ত্রেণ বন্ধনঞ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।

উদ্বন্ধনেন বা মোক্ষ্যে শরীরং রাঘবং বিনা।
জীবিতেন ফলং কিং স্যান্মম রক্ষোঽধিমধ্যতঃ ॥ ১
দীর্ঘা বেণী মমাত্যর্থমুদ্বন্ধায় ভবিষ্যতি।
এবং নিশ্চিতবুদ্ধিং তাং মরণায়াথ জানকীম্ ॥ ২
বিলোক্য হনুমান্ কিঞ্চিদ্ বিচার্য্যৈতদভাষত।
শনৈঃ শনৈঃ সূক্ষ্মরূপো জানক্যাঃ শ্রোত্রগং বচঃ ॥ ৩
ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূতো রাজা দশরথো মহান্।
অযোধ্যাধিপতিস্তস্য চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ ॥ ৪
পুত্রা দেবসমাঃ সর্ব্বে লক্ষণৈরুপলক্ষিতাঃ।
রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চৈব ভরতশ্চৈব শত্রুহা ॥ ৫
জ্যেষ্ঠো রামঃ পিতুর্বাক্যাদ্দণ্ডকারণ্যমাগতঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া ভার্য্যয়া সহ ॥ ৬
উবাস গৌতমীতীরে পঞ্চবট্যাং মহামনাঃ।
তত্র নীতা মহাভাগা সীতা জনকনন্দিনী ॥ ৭
রহিতে রামচন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা।
ততো রামোঽতিদুঃখার্ত্তো মার্গমাণোঽথ জানকীম্ ॥ ৮
জটায়ুষং পক্ষিরাজমপশ্যৎ পতিতং ভুবি।
তস্মৈ দত্ত্বা দিবং শীঘ্রমৃষ্যমূকমুপাগমৎ ॥ ৯

তৃতীয় অধ্যায়।

[সীতাদেবীর সহিত হনুমানের সাক্ষাৎকার, পরিচয়দান, হনুমানের বনভঙ্গ, কুমার অক্ষসহ বহু রাক্ষস বিনাশ এবং ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক হনুমান্‌কে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা বন্ধন।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! তখন সীতা মনে মনে ভাবিলেন যে, রঘুবংশধর রাম বিনা এই রাক্ষসগণের মধ্যে থাকিয়া আমার জীবনে কি ফল লাভ হইবে? সুতরাং আমি এখন উদ্বন্ধনে মৃত্যুবরণ করিব। ১

আমার এই যে দীর্ঘা বেণী আছে, ইহাই উদ্বন্ধনের (১) জন্য রজ্জু হইবে। এরূপ নিশ্চয় করিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে মরণের জন্য উদ্যত অবলোকন করত হনুমান্ (২) মনে মনে কিছু পর্য্যালোচনা করিয়া সূক্ষ্মরূপে অবস্থান পূর্ব্বক জানকীর শ্রুতিগোচর হইতে পারে, এরূপ বাক্য ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ২-৩

ইক্ষ্বাকু-বংশজাত মহারাজ দশরথ অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত চার পুত্র হয়। এই দেবোপম পুত্রগণ সকল সর্ব্ব সুলক্ষণসমূহে পরিলক্ষিত। সেই চার পুত্রের নাম—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। ৪-৫

তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম পিতা দশরথের বাক্যানুসারে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত এবং ভার্য্যা সীতাদেবীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিলেন। ৬

মহাত্মা রাম গৌতমী নদীর তীরে পঞ্চবটীতে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় দুরাত্মা রাবণ রামচন্দ্রবর্জ্জিত সেই আশ্রম হইতে মহাভাগা জনকনন্দিনী সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। তদনন্তর রাম অতিশয় দুঃখে কাতর হইয়া জনকনন্দিনী সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে পথে ভূতলে পতিত পক্ষিরাজ জটায়ুকে দেখিতে পান। তথায় তাহাকে স্বর্গদান করিয়া সত্বর ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। ৭-৯

---

(১) বাল্মীকিরামায়ণেও উদ্বন্ধনের দ্বারা মৃত্যুবরণ করিতে সীতাদেবীর উদ্যোগ বর্ণিত হইয়াছে,—

"শোকাভিতপ্তা বহুধা বিচিন্ত্য, সীতাথ বেণীগ্রথনং গৃহীত্বা।
উদ্বধ্য বেণ্যুদ্গ্রথনেন শীঘ্রমহং গমিষ্যামি যমস্য মূলম্ ॥"
ইত্যাদি ৫।২৮।১৭

(২) বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়, জগন্মাতা সীতাদেবী যখন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যতা হইলেন, তখন তাঁহার নিকট পূর্ব্বানুভূত বহু শুভ লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইল, ইহাতে তিনি সেই সময় আনন্দ ভোগ করিয়াছিলেন। অন্যদিকে প্রত্যক্ষ সকল বৃত্তান্তদর্শী শিংশপা বৃক্ষস্থিত হনুমান্ সীতাদেবীকে কিভাবে আশ্বস্ত করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন (দ্রষ্টব্য —সুন্দরাকাণ্ড ৩০ অধ্যায়),—

"ন বিনশ্যেৎ কথং কার্য্যং বৈক্লব্যং ন কথং মম।
লঙ্ঘনঞ্চ সমুদ্রস্য কথং নু ন বৃথা ভবেৎ ॥" ৫।৩০।৩১

এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলেন,—

"শ্রাবয়িষ্যামি সর্ব্বাণি মধুরাং প্রব্রুবন্ গিরম্।
শ্রদ্ধাস্যতি যথা সীতা তথা সর্ব্বং সমাদধে ॥" ৫।৩০।৪৩

সুগ্রীবেণ কৃতা মৈত্রী রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
তদ্ভার্য্যাহারিণং হত্বা বালিনং রঘুনন্দনঃ ॥ ১০
রাজ্যেঽভিষেচ্য সুগ্রীবং মিত্রকার্য্যং চকার সঃ।
সুগ্রীবস্তু সমানায্য বানরান্ বানরপ্রভুঃ ॥ ১১
প্রেষয়ামাস পরিতো বানরান্ পরিমার্গণে।
সীতায়াস্তত্র চৈকোঽহং সুগ্রীবসচিবো হরিঃ ॥ ১২
সম্পাতিবচনাচ্ছীঘ্রমুল্লঙ্ঘ্য শতযোজনম্।
সমুদ্রং নগরীং লঙ্কাং বিচিন্বন্ জানকীং শুভাম্ ॥ ১৩
শনৈরশোকবনিকাং বিচিন্বন্ শিংশপাতরুম্।
অদ্রাক্ষং জানকীমত্র শোচন্তীং দুঃখসংপ্লুতাম্ ॥ ১৪
রামস্য মহিষীং দেবীং কৃতকৃত্যোঽহমাগতঃ।
ইত্যুক্ত্বোপররামাথ মারুতির্বুদ্ধিমত্তরঃ ॥ ১৫

সেইস্থানে আত্মবিৎ শ্রীরামচন্দ্র বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। তখন রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবের ভার্য্যাপহারী বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এইভাবে তিনি মিত্র সুগ্রীবের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তারপর বানরপ্রভু সুগ্রীব বানরগণকে আনাইয়া সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্য চারিদিকে বানরদিগকে পাঠাইয়া দেন। সেই সব বানরগণের মধ্যে আমিও একজন বানর, আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী। ১০-১২

তদনন্তর আমি পক্ষিরাজ সম্পাতির বাক্যে শত যোজন সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কা নগরীতে মঙ্গলময়ী জানকীকে অন্বেষণ করিতে করিতে এই অশোকবনে আসিয়াছি এবং এই শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এস্থানে অন্বেষণ করত দুঃখাভিভূতা হইয়া শোককারিণী রামের মহিষী জনকনন্দিনী সীতা দেবীকে দর্শন করিলাম। অতএব এস্থানে আগমন করায় আমি কৃতকৃত্য হইলাম। এই কথা বলিয়া অতিশয় বুদ্ধিমান্ হনূমান্ নীরব হইলেন (১)। ১৩-১৫

এদিকে সীতাদেবী ক্রমানুসারে সব কিছুই শ্রবণ করত

সীতা ক্রমেণ তৎ সর্ব্বং শ্রুত্বা বিস্ময়মাযযৌ।
কিমিদং মে শ্রুতং ব্যোম্নি বায়ুনা সমুদীরিতম্ ॥ ১৬
স্বপ্নো বা মে মনোভ্রান্তির্যদি বা সত্যমেব তৎ।
নিদ্রা মে নাস্তি দুঃখেন জানাম্যেতৎ কুতো ভ্রমঃ ॥ ১৭
যেন মে কর্ণপীযূষং বচনং সমুদীরিতম্।
স দৃশ্যতাং মহাভাগঃ প্রিয়বাদী মমাগ্রতঃ ॥ ১৮
শ্রুত্বা তজ্জানকীবাক্যং হনূমান্ পত্রখণ্ডতঃ।
অবতীর্য্য শনৈঃ সীতাপুরতঃ সমবস্থিতঃ ॥ ১৯
কলবিঙ্কপ্রমাণাঙ্গো রক্তাস্যঃ পীতবানরঃ।
ননাম শনকৈঃ সীতাং প্রাঞ্জলিঃ পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ২০
দৃষ্ট্বা তং জানকী ভীতা রাবণোঽয়মুপাগতঃ।
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা সা তূষ্ণীমাসীদধোমুখী ॥ ২১

বিস্মিত হইলেন। আজ আমি আকাশে বায়ু কর্তৃক কথিত ইহা কি শ্রবণ করিলাম? ১৬

আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম? কিংবা ইহা আমার মনের ভ্রান্তি? অথবা ইহা সত্যই? দুঃখে আজ আমার নিদ্রাই হয় নাই, সুতরাং স্বপ্ন দেখিব কিরূপে? যাহা শুনিলাম, তাহা ত' আমি জানি, তাই মনের ভ্রান্তিই বা কোথা হইতে হইবে? ১৭

যে ব্যক্তি আমার এই কর্ণের অমৃতস্বরূপ বাক্য বলিয়াছ, সেই প্রিয়ভাষী মহাভাগ এখন আমার সম্মুখে আসিয়া দেখা দাও (২)। ১৮

জনকনন্দিনী সীতাদেবীর এই বাক্য শ্রবণ করত হনূমান্ পত্রপুঞ্জের মধ্যে হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে সীতার সম্মুখে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৯

চটক পক্ষীর ন্যায় ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করিয়া হনূমান্ রক্তবদন ও পীতবর্ণের বানর হইয়া সীতার অগ্রে অবস্থান করত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ২০

জনকনন্দিনী সীতা তাঁহাকে দেখিয়া 'এই রাবণ উপস্থিত হইয়াছে এই ভাবিয়া' ভীতা হইয়া পড়িলেন। আমাকে মোহিত করিবার জন্য মায়ায় বানররূপ ধারণ করত সেই রাবণই

(১) হনূমানের নিকট হইতে রামকথা শ্রবণ করত সীতাদেবীর অবস্থাবর্ণন প্রসঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি,—

"জানকী চাপি তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়ং পরমং গতা।
ততঃ সা বক্রকেশান্তা সুকেশী কেশসংবৃতম্।
উন্নম্য বদনং ভীরুঃ শিংশপামন্ববৈক্ষত।
ইত্যাদি। ৫।৩১।১৭

(২) বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়, সীতাদেবী রামকথা শ্রবণ করত এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং তখন শিংশপাবৃক্ষে স্থিত হনূমানকে দেখিতে পান,—"সা তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ তথাঽপ্যধস্তান্, নিরীক্ষমাণা তমচিন্ত্যবুদ্ধিম্। দদর্শ পিঙ্গাধিপতের্মাত্যং, বাতাত্মজং সূর্য্যমিবোদয়স্থম্ ৫।৩১।১৯

পুনরপ্যাহ তাং সীতাং দেবি যৎ ত্বং বিশঙ্কসে।
নাহং তথাবিধো মাতস্ত্যজ শঙ্কাং ময়ি স্থিতাম্ ॥ ২২
দাসোঽহং কোশলেন্দ্রস্য রামস্য পরমাত্মনঃ ॥ ২৩
সচিবোঽহং হরীন্দ্রস্য সুগ্রীবস্য শুভপ্রদে।

বায়োঃ পুত্রোঽহমখিলপ্রাণভূতস্য শোভনে ॥ ২৪
উচ্ছ্বস্য জানকী প্রাহ হনুমন্তং কৃতাঞ্জলিম্।
বানরাণাং মনুষ্যাণাং সঙ্গতির্ঘটতে কথম্ ॥ ২৫

আসিয়াছে' এই চিন্তা করত সেই সীতা দেবী অধোবদনে নীরব অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১

তখন হনুমান্ পুনরায় সেই সীতাদেবীকে বলিলেন,—দেবি! আপনি যাহা আশঙ্কা (১) করিতেছেন, আমি সেইরূপ নহি। মাতঃ! আপনি আমার উপর স্থিত শঙ্কা পরিত্যাগ করুন। আমি কোশলেন্দ্র পরমাত্মা শ্রীরামের দাস ॥ ২২-২৩

কল্যাণপ্রদে। আমি বানররাজ সুগ্রীবের সচিব (মন্ত্রী)। কল্যাণময়ি! আমি জগতের প্রাণস্বরূপ বায়ুদেবের পুত্র ॥ ২৪

হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া সীতা সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া বিদ্যমান হনুমান্‌কে বলিলেন,—তুমি যে বলিতেছ, আমি

---

(১) বাল্মীকিরামায়ণেও সীতার আশঙ্কা বহুভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হনুমান্ সীতাদেবীর সন্দেহভঞ্জনের জন্য সুন্দর-কাণ্ডের ৩৫ অধ্যায়ে শ্রীরামের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, অতীব গূঢ়, তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং মনোজ্ঞ রামরূপবর্ণনা এস্থলে প্রদর্শিত হইল,—"বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবঃ শুভাননঃ। গূঢ়জত্রুঃ সুতাম্রাক্ষো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ। দুন্দুভিস্বননির্ঘোষঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্। সমশ্চ সুবিভক্তাঙ্গো বর্ণং সমাশ্রিতঃ। ত্রিস্থির (ক) স্ত্রিপ্রলম্বশ্চ (খ) ত্রিসম (গ) স্ত্রিষু চোন্নতঃ (ঘ)। ত্রিতাম্রস্ত্রিষু চ (ঙ) স্নিগ্ধো (চ) গম্ভীরস্ত্রিষু (ছ) নিত্যশঃ। ত্রিবলী (জ) মাংস্ত্র্যবনত (ঝ) শ্চতুর্ব্যঙ্গ (ঞ) স্ত্রিশীর্ষবান্ ( )। (ঠ) চতুষ্কলশ্চতুর্লেখ (ড) শ্চতুষ্কিষ্কু (ঢ) শ্চতুঃসমঃ (ণ)। (ত) চতুর্দ্দশসমদ্বন্দ্বশ্চতুর্দংষ্ট্র (থ) শ্চতুর্গতিঃ (দ)। (ধ) মহোষ্ঠ-হনুনাসশ্চ (ন) পঞ্চস্নিগ্ধোঽষ্টবংশবান্ (প)। (ফ) দশপদ্মো (ব) দশবৃহৎ (ভ) ত্রিভির্ব্যাপ্তো (ম) দ্বিশুক্লবান্। (য) ষড়ুন্নতো (র) নবতনু- (ল) স্ত্রিভি র্ব্যাপ্নোতি রাঘবঃ। ইত্যাদি ৫।৩৫।১৫ ২০

লক্ষ্মণের রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে মহর্ষি বলিয়াছেন,—"ভ্রাতা চাস্য চ বৈমাত্রঃ সৌমিত্রিরমিতপ্রভঃ। অনুরাগেণ রূপেণ গুণৈশ্চাপি তথাবিধঃ" ॥ ৫।৩৫।২২

জগন্মাতা সীতাদেবী হনুমানের নিকট হইতে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের এই সকল যুক্তিযুক্ত অভিজ্ঞানবোধক হেতুমদ্ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বস্তা হইলেন। এই প্রসঙ্গে বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—

এবং বিশ্বাসিতা সীতা হেতুভিঃ শোককর্ষিতা।
উপপন্নৈরভিজ্ঞানৈর্দূতং তমধিগচ্ছতি ॥
অতুলঞ্চ গতা হর্ষং প্রহর্ষেণ তু জানকী।
নেত্রাভ্যাং বক্রপক্ষ্মাভ্যাং মুমোচানন্দজং জলম্ ॥
চারুতদ্বদনং তস্যাস্তাম্রশুক্লায়তেক্ষণম্।
অশোভত বিশালাক্ষ্যা রাহুমুক্ত ইবোড়ুরাট্ ॥
৫।৩৫।৮৫-৮৭

(ক) ত্রিস্থির — 'উরুশ্চ মণিবন্ধশ্চ মুষ্টিশ্চ নৃপতেঃ স্থিরাঃ'। ইতি তিলকাদয়ঃ টীকাকৃতঃ।

(খ) ত্রিপ্রলম্ব—'প্রলম্বো যস্য স ধনী ত্রয়ো ভ্রূ-মুষ্ক-বাহবঃ।' ইতি সামুদ্রিকাঃ।

(গ) ত্রিসম—'কেশাগ্রং বৃষণং জানু সমং যস্য স ভূপতিঃ,' ইতি টীকাকৃতঃ

(ঘ) ত্রি-উন্নত—'নাভ্যন্ত-কুক্ষি-বক্ষোভিরুন্নতৈঃ ক্ষিতিপো ভবেৎ।' ইতি টীকাকৃতঃ।

(ঙ) ত্রিতাম্র—'নেত্রান্ত-নখ-পাণ্যঙ্‌ঘ্রিতলৈস্তাম্রৈস্ত্রিভিঃ সুখী।' ইতি টীকাকৃতঃ।

(চ) ত্রিস্নিগ্ধ—'স্নিগ্ধা ভবন্তি বৈ যেষাং পাদরেখাঃ শিরোরুহাঃ।
তথা লিঙ্গমণিস্তেষাং মহাভাগ্যং বিনির্দিশেৎ ॥' ইতি টীকাকৃতঃ

(ছ) ত্রিগম্ভীর—'স্বরে সত্ত্বে চ নাভৌ চ গম্ভীরস্ত্রিষু শস্যতে।' ইতি টীকাকৃতঃ।

(জ) ত্রিবলীমান্—'কণ্ঠে চ উদরে চৈব বলীত্রয়সুশোভিতঃ'।

(ঝ) ত্র্যবনত—'পদতলস্য মধ্যভাগে, পদরেখায়াম্, কুচাগ্রে চ সমভাবেনাবনতঃ'।

(ঞ) চতুর্ব্যঙ্গ—'গ্রীবা প্রজননং পৃষ্ঠং হ্রস্বে জঙ্ঘে চ পূজিতে।' ইতি টীকাকৃতঃ।

(ট) ত্রিশীর্ষবান্—'আবর্ত্তত্রয়সংযুক্তং যস্য শিরঃ ক্ষিতিভৃতাময়ং নাথঃ।' ইতি টীকায়াম্।

(ঠ) চতুষ্কল—'মূলেঽঙ্গুষ্ঠস্য রেখাণাং চতস্রস্তিস্র এক বা।
একা যে বা যথাযোগং বেদরেখা বিজন্মনাম্ ॥' ইতি টীকায়াম্।

(ড) চতুর্লেখ—'ললাটে যস্য দৃশ্যন্তে চতুস্ত্রি-দ্ব্যেকরেখিকাঃ।
শতবর্ষং শতং ষষ্টিস্তথায়ুর্বিংশতিঃ ক্রমাৎ' ॥

যথা ত্বং রামচন্দ্রস্য দাসোঽহমিতি ভাষসে।
তামাহ মারুতিঃ প্রীতো জানকীং পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ২৬
ঋষ্যমূকমগাদ্ রামঃ শবর্য্যা নোদিতঃ সুধীঃ।
সুগ্রীবো ঋষ্যমূকস্থো দৃষ্টবান্ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥ ২৭
ভীতো মাং প্রেষয়ামাস জ্ঞাতুং রামস্য হৃদ্গতম্।
ব্রহ্মচারিবপুর্ধৃত্বা গতোঽহং রামসন্নিধিম্ ॥ ২৮
জ্ঞাত্বা রামস্য সদ্ভাবং স্কন্ধোপরি নিধায় তৌ।
নীত্বা সুগ্রীবসামীপ্যং সখ্যঞ্চাকরবং তয়োঃ ॥ ২৯
সুগ্রীবস্য হৃতা ভার্য্যা বালিনা তং রঘূত্তমঃ।
জঘানৈকেন বাণেন ততো রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ৩০
সুগ্রীবং বানরাণাং স প্রেষয়ামাস বানরান্ ॥ ৩১
দিগ্‌ভ্যো মহাবলবান্ বীরান্ ভবত্যাঃ পরিমার্গণে

রামচন্দ্রের দাস, তা' এই বানর ও মনুষ্যগণের মধ্যে এইরূপ সঙ্গতি (হার্দিক সম্পর্ক) কিভাবে সংঘটিত হইল? তখন সম্মুখে অবস্থিত পবননন্দন হনুমান্ প্রীত হইয়া সেই জানকীকে বলিলেন। ২৫-২৬

পরম বুদ্ধিমান্ শ্রীরাম শবরী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন করিলেন। সেই সময় সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্ব্বতে থাকিয়াই রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করেন। ২৭

তখন তিনি ভীত হইয়া রামের হৃদয়স্থিত অভিপ্রায় জানিবার জন্য আমাকে পাঠাইলেন। ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করিয়া আমি সেই সময় রামের নিকটে গমন করিলাম। ২৮

তারপর আমি তথায় রামের সদভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সেই রাম ও লক্ষ্মণকে স্কন্ধে করিয়া সুগ্রীবের নিকটে আনয়ন করত তাঁহাদের উভয়ের অর্থাৎ রাম ও সুগ্রীবের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করি। ২৯

বালী সুগ্রীবের ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছিল, রঘূত্তম রাম সেই বালীকে এক বাণে বধ করেন। তদনন্তর তিনি বানররাজ্যে সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করেন। ৩০

সেই বানররাজ সুগ্রীব আপনাকে অন্বেষণ করিবার জন্য চারিদিকে মহাবল বীর বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন।

(চ) চতুষ্কিষ্কু—চতুর্দ্দশাঙ্গুলীপরিমিত হস্তের এবং চতুর্হস্ত পরিমিত শরীরের ঔন্নত্য; ৯৬ অঙ্গুলী পরিমিত দেহ।

(ণ) চতুঃসম—'বাহুরু-জনু-গণ্ডানি চত্বার্য্যথ সমানি চ'। ইতি টীকায়াম্।

(ত) চতুর্দ্দশসমদ্বন্দ্ব—ভ্রুবৌ নাসাপুটৌ নেত্রে কর্ণাবোষ্ঠৌ চ চূচুকৌ। কূর্প্পরে মণিবন্ধৌ চ জানুনী বৃষণৌ কটী। করৌ পাদৌ স্ফিজৌ যস্য সমৌ জ্ঞেয়ঃ স ভূপতিঃ।" ইতি তিলকটীকাকৃৎ।

(থ) চতুর্দ্দংষ্ট্র—"স্নিগ্ধা ঘনাশ্চ দশনাঃ সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঃ শুভাশ্চতস্রঃ।" ইতি তিলকঃ

(দ) চতুর্গতি—সিংহ-ব্যাঘ্র হস্তি বৃষভগতিসদৃশ চতুর্বিধ-গতিবিশিষ্টঃ।

(ধ) মহোষ্ঠ, মহাহনু ও মহানাস,—মহোষ্ঠ—ওষ্ঠ বিম্বফল-তুল্য অরুণবর্ণ ও মাংসল। মহাহনু—হনু পরিপূর্ণ মাংসল ও উন্নত। মহানাস—নাসিকা দীর্ঘ, উন্নত ও মনোজ্ঞ।

(ন) পঞ্চস্নিগ্ধ—বাক্য-বদনমণ্ডল, নখ, লোম ও চর্ম্ম—এই পঞ্চস্থান স্নিগ্ধ (চিকণ)।

(প) অষ্টবংশবান্—বাহুদ্বয়, অঙ্গুলীদ্বয়, উরুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয় —এই আটটী সুদীর্ঘ।

(ফ) দশপদ্ম—মুখ, নয়ন, মুখগহ্বর, জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, স্তন, নখ, হস্ত ও পদ—এই দশটি অঙ্গসংস্থান পদ্মতুল্য।

(ব) দশবৃহৎ—উরু, শিরঃ, ললাট, গ্রীবা, বাহু, স্কন্ধ, নাভি পাদ, পৃষ্ঠ ও কর্ণ এই দশটি বিশাল।

(ভ) ত্রিব্যাপ্ত—শ্রী (সম্পদ-লক্ষ্মী), যশ ও তেজ—এই তিনটি দ্বারা সর্ব্বদা পরিব্যাপ্ত।

(ম) দ্বিশুক্লবান্—মাতৃকুল ও পিতৃকুল এই উভয় কুলই শুদ্ধ।

(য) ষড়ুন্নত—"কক্ষঃ কুক্ষিশ্চ বক্ষশ্চ ঘ্রাণ-স্কন্ধ-ললাটিকাঃ। সর্ব্বভূতেষু নির্দ্দিষ্টা উন্নতাস্তু সুখপ্রদাঃ।" ইতি তিলকঃ

(র) নবতনু—"সূক্ষ্মাণ্যঙ্গুলিপর্ব্বাণি কেশ-রোম-নখ-ত্বচঃ। শেফশ্চ যেষাং সূক্ষ্মাণি তে নরা দীর্ঘজীবিনঃ।" এই ছয়টি স্থান সূক্ষ্ম এবং "মৃদুশ্মশ্রুত্বং সূক্ষ্মদৃষ্টিত্বং সূক্ষ্ম-বুদ্ধিত্বঞ্চেতি নবকম্" ইতি তিলকটীকা।

(ল) ত্রিভির্ব্যাপ্নোতি রাঘবঃ—ইহার ব্যাখ্যা বাল্মীকি-রামায়ণের তিনজন টীকাকার তিন রকম করিয়াছেন। ১। রাঘব ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের যথাকালে সেবা করিয়া থাকেন। ইতি তিলকটীকাকার। ২। রাঘব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই ত্রিরূপে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ইতি শিরোমণিটীকাকার। ৩। রাঘব পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই তিন কালে ধর্ম্মার্থ-কামের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইতি ভূষণটীকাকার।

গচ্ছন্তং রাঘবো দৃষ্ট্বা মামভাষত সাদরম্ ॥ ৩২
ত্বয়ি কার্য্যমশেষং মে স্থিতং মারুতনন্দন।
ব্রূহি মে কুশলং সর্ব্বং সীতায়ৈ লক্ষ্মণস্য চ ॥ ৩৩
অঙ্গুরীয়কমেতন্মে পরিজ্ঞানার্থমুত্তমম্।
সীতায়ৈ দীয়তাং সাধু মন্নামাক্ষরমুদ্রিতম্ ॥ ৩৪
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ মহ্যং করাগ্রাদঙ্গুলীয়কম্।
প্রযত্নেন ময়া নীতং দেবি পশ্যাঙ্গুলীয়কম্। ৩৫
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ দেব্যৈ মুদ্রিকাং মারুতাত্মজঃ।
নমস্কৃত্বা স্থিতো দূরাদ্বদ্ধাঞ্জলিপুটো হরিঃ ॥ ৩৬
দৃষ্ট্বা সীতা প্রমুদিতা রামনামাঙ্কিতাং তদা।
মুদ্রিকাং শিরসা ধৃত্বা স্রবদানন্দনেত্রজা ॥ ৩৭
কপে মে প্রাণদাতা ত্বং বুদ্ধিমানসি রাঘবে।

তাঁহার আদেশানুসারে আমাকেও যাইতে দেখিয়া রঘুবংশভূষণ রাম সাদরে আমাকে বলিলেন। ৩১-৩২

বায়ুনন্দন! তোমার উপরেই আমার সকল কার্য্য-সম্পাদনের ব্যবস্থা স্থির আছে; অতএব তুমি সীতাকে আমার ও লক্ষ্মণের কুশল বার্ত্তা জানাবে। ৩৩

অভিজ্ঞানের জন্য আমার নামাক্ষর মুদ্রিত অর্থাৎ 'রাম' এই নাম খোদাই করা এই উত্তম অঙ্গুরীয়ক সুযোগমত সীতাকে প্রদান করিবে। ৩৪

এই কথা বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার করাগ্র হইতে অঙ্গুরী খুলিয়া আমাকে প্রদান করেন। দেবি! আমি সেই অঙ্গুরী অতিশয় যত্নের সহিত আনিয়াছি, আপনি উহা দর্শন করুন (১)। ৩৫

এই কথা বলিয়া পবনকুমার হনুমান্ সেই অঙ্গুরী দেবী সীতাকে প্রদান করিলেন। তারপর নমস্কার করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বানরবর হনুমান্ দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৬

(১) হনুমান্ শ্রীরাম-লক্ষ্মণের রূপবর্ণনায় বিস্মিতা সীতা দেবীর নিজের প্রতি আরও প্রগাঢ় বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য শ্রীরামপ্রদত্ত রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরী প্রদান করেন। এ বিষয়ে মহামুনি বাল্মীকি—"ভূয় এব মহাতেজা হনুমান্ পবনাত্মজঃ। অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সীতাপ্রত্যয়কারণাৎ॥ বানরোঽহং মহাভাগে দূতো রামস্য ধীমতঃ। রামনামাঙ্কিতং চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুলীয়কম্॥ প্রত্যয়ার্থং তবানীতং তেন দত্তং মহাত্মনা। সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ক্ষীণদুঃখফলা হ্যসি॥ গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণা সা ভর্ত্তুঃ করবিভূষিতম্। ভর্ত্তারমিব সম্প্রাপ্তং জানকী মুদিতাভবৎ॥" ইত্যাদি ৫।৩৬ ১-৪

ভক্তোঽসি প্রিয়কারী ত্বং বিশ্বাসোঽস্তি তবৈব হি ॥ ৩৮
নো চেন্মৎসন্নিধিঞ্চান্যং পুরুষং প্রেষয়েৎ কথম্।
হনুমন্ দৃষ্টমখিলং মম দুঃখাদিকং ত্বয়া ॥ ৩৯
সর্ব্বং কথয় রামায় যথা মে জায়তে দয়া।
মাসদ্বয়াবধি প্রাণাঃ স্থাস্যন্তি মম সত্তম ॥ ৪০
নাগমিষ্যতি চেদ্রামো ভক্ষয়িষ্যতি মাং খলঃ।
অতঃ শীঘ্রং কপীন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ সমন্বিতঃ ॥ ৪১
বানরানীকপৈঃ সার্দ্ধং হত্বা রাবণমাহবে।
সপুত্রং সবলং রামো যদি মাং মোচয়েৎ প্রভুঃ ॥ ৪২
তৎ তস্য সদৃশং বীর্য্যং বীর বর্ণয় বর্ণিতম্।
যথা মাং তারয়েদ্রামো হত্বা শীঘ্রং দশাননম্ ॥ ৪৩
তথা যতস্ব হনুমন্ বাচা ধর্ম্মমবাপ্নুহি।
হনুমানপি তামাহ দেবি দৃষ্টো যথা ময়া ॥ ৪৪

তখন সীতাদেবী সেই রামনামাঙ্কিতা মুদ্রিকা (অঙ্গুরীয়ক) দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন এবং তাহা নিজের মস্তকে রাখিয়া নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু ধারা নির্গত করিতে লাগিলেন। ৩৭

তারপর হনুমান্‌কে বলিলেন,—কপিবর! তুমি আমার প্রাণদাতা এবং বুদ্ধিমান্। তুমি শ্রীরামের প্রিয়কারী ভক্ত এবং শ্রীরামের তোমারই উপর বিশ্বাস আছে। ৩৮

নতুবা তুমি এক ভিন্ন পুরুষ, তোমাকে তিনি পাঠাইয়াছেন কেন? হনুমন্! তুমি আমার দুঃখাদি সব কিছুই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছ। ৩৯

অতএব তুমি আমার সব সংবাদ রামকে গিয়া বল, যাহাতে আমার উপর তাঁহার দয়া হয়। সৎপুরুষশ্রেষ্ঠ হনুমান্! আমার এই প্রাণ আর দুইমাস পর্য্যন্ত থাকিবে। ৪০

তাহার মধ্যে যদি রাম না আসেন, তাহা হইলে এই খল রাবণ আমাকে ভক্ষণ করিবে। অতএব যত শীঘ্র সম্ভব কপিরাজ সুগ্রীব এবং বানরসৈন্যগণের সহায়তায় যুদ্ধে রাবণকে সপুত্র ও সসৈন্যে বধ করিয়া প্রভু রামচন্দ্র আমাকে যদি উদ্ধার করেন, তাহা হইলে উহাই হইবে তাঁহার অনুরূপ কার্য্য। বীর! আবার বলিতেছি, তুমি আমার দুঃখকাহিনী রামকে বলিবে। যাহাতে সেই রামচন্দ্র শীঘ্র দশানন রাবণকে বধ করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন। হনুমন্! তুমি সেইভাবে যত্ন করিও। তুমি এই কথার উপকার দ্বারা ধর্ম্ম লাভ কর। তখন হনুমান্‌ও তাঁহাকে বলিলেন,—দেবি! আমি যেরূপ দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, শ্রীরামচন্দ্র সশস্ত্র হইয়া সসৈন্য সুগ্রীবের সহিত ও

রামঃ সলক্ষ্মণঃ শীঘ্রমাগমিষ্যতি সায়ুধঃ ।
সুগ্রীবেণ সসৈন্যেন হত্বা দশমুখং বলাৎ ॥ ৪৫
সমানেষ্যতি দেবি ত্বামযোধ্যাং নাত্র সংশয়ঃ ।
তমাহ জানকী রামঃ কথং বারিধিমাততম্ ॥ ৪৬
তীর্ত্বায়াস্যত্যমেয়াত্মা বানরানীকপৈঃ সহ ।
হনূমানাহ মে স্কন্ধমারুহ্য পুরুষর্ষভৌ ॥ ৪৭
আয়াস্যতঃ সসৈন্যশ্চ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ।
বিহায়সা ক্ষণেনৈব তীর্ত্বা বারিধিমাততম্ ॥ ৪৮
নির্দ্ধক্ষ্যতি রক্ষৌঘাংস্ত্বৎকৃতে নাত্র সংশয়ঃ ।
অনুজ্ঞাং দেহি মে দেবি গচ্ছামি ত্বরয়ান্বিতঃ ।
দ্রষ্টুং রামং সহ ভ্রাত্রা ত্বরয়ামি তবান্তিকম্ ॥ ৪৯
দেবি কিঞ্চিদভিজ্ঞানং দেহি মে যেন রাঘবঃ ।
বিশ্বসেন্মাং প্রযত্নেন ততো গন্তা সমুৎসুকঃ ॥ ৫০
ততঃ কিঞ্চিদ্ বিচার্য্যাথ সীতা কমললোচনা ।
বিমুচ্য কেশপাশান্তে স্থিতং চূড়ামণিং দদৌ ॥ ৫১
অনেন বিশ্বসেদ্ রামস্ত্বাং কপীন্দ্র সলক্ষ্মণঃ ।
অভিজ্ঞানার্থমন্যচ্চ বদামি তব সুব্রত ॥ ৫২
চিত্রকূটগিরৌ পূর্ব্বমেকদা রহসি স্থিতঃ ।
মদঙ্কে শির আধায় নিদ্রাতি রঘুনন্দনঃ ॥ ৫৩
ঐন্দ্রঃ কাকস্তদাগত্য নখৈস্তুণ্ডেন চাসকৃৎ ।
মৎপাদাঙ্গুষ্ঠমারক্তং বিদদারামিষাশয়া ॥ ৫৪
ততো রামঃ প্রবুধ্যাথ দৃষ্ট্বা পাদং কৃতব্রণম্ ।
কেন ভদ্রে কৃতঞ্চৈতদ্ বিপ্রিয়ং মে দুরাত্মনা ॥ ৫৫
ইত্যুক্ত্বা পুরতোঽপশ্যদ্ বায়সং মাং পুনঃ পুনঃ ।
অভিদ্রবন্তং রক্তাক্তং নখতুণ্ডং চুকোপ হ ॥ ৫৬
তৃণমেকমুপাদায় দিব্যাস্ত্রেণাভিযোজ্য তৎ ।
চিক্ষেপ লীলয়া রামো বায়সোপরি তজ্জ্বলৎ ॥ ৫৭
অভ্যদ্রবদ্ বায়সশ্চ ভীতো লোকান্ ভ্রমন্ পুনঃ ।
ইন্দ্র-ব্রহ্মাদিভিশ্চাপি ন শক্যা রক্ষিতুং তদা ॥ ৫৮

লক্ষ্মণের সহিত শীঘ্র আগমন করিবেন এবং সবলে দশানন রাবণকে বধ করিয়া দেবি! আপনাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪৫-৪৬ ।

তখন জানকী সেই হনুমান্‌কে বলিলেন,—অপ্রমেয়াত্মা রাম কিভাবে এই বিস্তৃত বিশাল সাগর পার হইয়া বানরগণের সহিত এই লঙ্কায় আসিবেন? ইহাতে হনুমান্ কহিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ আমার এই স্কন্ধে আরোহণ করিয়া লঙ্কায় আসিবেন। বানররাজ সুগ্রীব সসৈন্যে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আকাশপথে এই বিস্তৃত বিশাল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় আসিবেন। ৪৬-৪৮

সেই বানররাজ আপনারই জন্য রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। দেবি! আপনি আদেশ করুন, আমি এখন সত্বর ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত রামকে দর্শনের জন্য গমন করি এবং আপনার নিকটে আসিবার জন্য তাঁহাদিগকে ত্বরা করিতে প্রার্থনা করি। ৪৯

দেবি! আপনি আমাকে কোনও এক কিছু অভিজ্ঞান প্রদান করুন, যাহাতে শ্রীরামচন্দ্র আমাকে বিশ্বাস করেন এবং বিশেষ যত্নের সহিত উৎসুক হইয়া এইলঙ্কায় আগমন করেন। ৫০

হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিবার পর কমললোচনা সীতা কিছুকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া কেশপাশের মধ্য এক চূড়ামণি খুলিয়া হনুমান্‌কে অভিজ্ঞানের জন্য প্রদান করিলেন। ৫১

কপীন্দ্র (বানরশ্রেষ্ঠ)! এই অভিজ্ঞানের দ্বারা লক্ষ্মণের সহিত রাম তোমাকে বিশ্বাস করিবেন। সুব্রত! ইহা ব্যতীত অভিজ্ঞানের জন্য অন্য এক বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বলিতেছি। ৫২

কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন চিত্রকূট পর্বতে নির্জন স্থানে অবস্থান করত রঘুনন্দন রাম আমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। ৫৩

সেই সময় হইতে ইন্দ্রলোকবাসী (অথবা ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত কাকরূপে) এক কাক আসিয়া আমিষাভিলাষে (মাংসলাভের কামনায়) তাহার নখসমূহে ও তুণ্ডের (চঞ্চুর) দ্বারা আমার আরক্ত পাদাঙ্গুষ্ঠ বার বার আঘাত করিতে লাগিল। ৫৪

তদনন্তর রামচন্দ্র জাগরিত আমার পদে ক্ষত দেখিয়া বলিলেন,—ভদ্রে! কোন্ দুরাত্মা আমার এরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে? ৫৫

এই কথা বলিয়াই তিনি সম্মুখে দেখিলেন যে, এক কাক পুনঃ পুনঃ আমাকে ঠোকরাইতেছে এবং সেই কাকের মুখ (চঞ্চু) ও নখাগ্রভাগ আমার রক্তে রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি সে আমার দিকে ধাবিত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ৫৬

তখন রাম একখণ্ড তৃণ লইয়া উহাতে দিব্যাস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া অবলীলাক্রমে সেই কাকের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই তৃণখণ্ড দিব্যাস্ত্র মন্ত্রবলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ৫৭

সেই অবস্থায় কাকের দিকে ধাবিত হইল। তখন কাক ভীত হইয়া সমস্ত লোকসমূহ পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল

রামস্য পাদয়োরগ্রেহপতস্তীত্যা দয়ানিধেঃ।
শরণাগতমালোক্য রামস্তমিদমব্রবীৎ ॥ ৫৯
অমোঘমেতদস্ত্রং মে দত্ত্বৈকাক্ষমিতো ব্রজ।
সব্যং দত্ত্বা ততঃ কাক এবং পৌরুষবানপি ॥ ৬০
উপেক্ষতে কিমর্থং মামিদানীং সোহপি রাঘবঃ।
হনুমানপি তামাহ শ্রুত্বা সীতানুভাষিতম্ ॥ ৬১
দেবি ত্বং যদি জানাতি স্থিতামাত্র রঘূত্তমঃ।
করিষ্যতি ক্ষণাদ্ভস্ম লঙ্কাং রাক্ষসমণ্ডিতাম্ ॥ ৬২
জানকী প্রাহ তং বৎস কথং ত্বং যোৎস্যসেহসুরৈঃ।
অতিসূক্ষ্মবপুঃ সর্ব্বে বানরাশ্চ ভবাদৃশাঃ ॥ ৬৩
শ্রুত্বা তদ্বচনং দেব্যৈ পূর্ব্বরূপমদর্শয়ৎ।
মেরুমন্দরসঙ্কাশং রক্ষোগণবিভীষণম্ ॥ ৬৪
দৃষ্ট্বা সীতা হনূমন্তং মহাপর্ব্বতসন্নিভম্।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টা প্রাহ তং কপিকুঞ্জরম্ ॥ ৬৫
সমর্থোহসি মহাসত্ত্ব দ্রক্ষ্যন্তি ত্বাং মহাবলম্।
রাক্ষস্যস্তে শুভঃ পন্থা গচ্ছ রামান্তিকং দ্রুতম্ ॥ ৬৬
বুভুক্ষিতঃ কপিঃ প্রাহ দর্শনাৎ পারণং মম।
ভবিষ্যতি ফলৈঃ সর্ব্বৈস্তব দৃষ্টৌ স্থিতৈর্হি মে ॥ ৬৭
তথেত্যুক্তঃ স জানক্যা ভক্ষয়িত্বা ফলং কপিঃ।
ততঃ প্রস্থাপিতোহগচ্ছজ্জানকীং প্রণিপত্য সঃ।
কিঞ্চিদ্দূরমথো গত্বা স্বাত্মন্যেবান্বচিন্তয়ৎ ॥ ৬৮
কার্য্যার্থমাগতো দূতঃ স্বামিকার্য্যাবিরোধতঃ।
অন্যৎ কিঞ্চিদসম্পাদ্য গচ্ছত্যধম এব সঃ ॥ ৬৯
অতোহহং কিঞ্চিদন্যচ্চ কৃত্বা দৃষ্ট্বাথ রাবণম্।
সম্ভাষ্য চ ততো রাম-দর্শনার্থং ব্রজাম্যহম্ ॥ ৭০

কিন্তু সেই সময় ইন্দ্র ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। ৫৮

সেই কাক ভীত হইয়া দয়ার সাগর শ্রীরামচন্দ্রের চরণদ্বয়ের সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল। রাম তাহাকে শরণাগত হইতে দেখিয়া এই কথা সেই কাককে বলিলেন। ৫৯

আমার এই অস্ত্র অমোঘ (অব্যর্থ), অতএব তুমি তোমার একটি চক্ষু দিয়া এস্থান হইতে গমন কর। তদনন্তর কাক তাহার বাম চক্ষু দান করিয়া চলিয়া যাইল। সেই রাম এরূপ পৌরুষবান্ হইয়াও কিজন্য তিনি আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন, তখন হনুমান্ও সীতাকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৬০-৬১

দেবি! রঘূত্তম রাম যদি জানিতে পারেন যে আপনি এস্থানে আছেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষণকালের মধ্যে রাক্ষসপরিপূর্ণ এই লঙ্কাকে ভস্মসাৎ করিয়া দিবেন। ৬২

তখন জানকী সেই হনুমানকে বলিলেন—বৎস! তুমি অতিশয় ক্ষুদ্রদেহী, অন্যান্য বানরগণও নিশ্চয়ই তোমারই ন্যায় ক্ষুদ্র দেহধারী, সুতরাং তুমি এই সব দেবশত্রু রাক্ষসগণের সহিত কিভাবে যুদ্ধ করিবে? ৬৩

সীতাদেবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া হনুমান্ সেই দেবীকে রাক্ষসগণের ভয়দায়ক মেরু ও মন্দর পর্ব্বততুল্য নিজের বিশাল পূর্ব্ব রূপ দেখাইলেন। ৬৪

সীতা মহাপর্ব্বততুল্য বিশালদেহ সেই হনুমানকে দেখিয়া হর্ষে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং সেই বানরপ্রবর হনুমানকে বলিলেন। ৬৫

মহাশক্তিধর হনুমান্! তুমি এই রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। কিন্তু এই রাক্ষসীগণ তোমার এই মহাবল রূপ দেখিতে পাইবে। তুমি এখন দ্রুত রামের নিকট গমন কর। তোমার গমনপথ মঙ্গলময় হউক। ৬৬

তখন হনুমান্ বলিলেন,—মাতঃ! আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত আমি আপনাকে দর্শন করায় আমার আগমন সফল হইয়াছে, অতএব আমার পারণ করা উচিত; সেইজন্য প্রার্থনা—আপনার নয়নদ্বয়ের সম্মুখে যে সব ফল আছে, এই সব ফলের দ্বারা আমার পারণকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। উহা গ্রহণ করিতে অনুমতি করুন। ৬৭

তখন জানকী 'তথাস্তু' বলিয়া অনুমতি করিলে সেই হনুমান্ ফলভক্ষণ করিয়া জানকীকে প্রণাম করত তাঁহার দ্বারা প্রস্থানের আদেশপ্রাপ্ত হইয়া গমন করিলেন। তদনন্তর কিয়দ্দূর গমন করত সেই হনুমান্ মনে মনে চিন্তা করিলেন। ৬৮

যে দূত প্রভুর কার্য্য করিবার জন্য আসিয়া প্রভুর কার্য্যের কোন রূপ ক্ষতি না করিয়া অন্য কোনও প্রভুর অভিপ্রেত কার্য্য না করিয়াই গমন করে, সেই দূত অধম। ৬৯

অতএব আমিও প্রভু রামের জন্য কিছু কার্য সম্পাদন করিয়া এবং রাবণকে দর্শন করিয়া তাহার সহিত আলাপ করত আমি তাহার পর রামকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিব। ৭০

ইতি নিশ্চিন্ত্য মনসা বৃক্ষখণ্ডান্মহাবলঃ।
উৎপাট্যাশোকবনিকাং নির্বৃক্ষামকরোৎ ক্ষণাৎ ॥৭১
সীতাশ্রয়নগং ত্যক্ত্বা বনং শূন্যং চকার সঃ।
উৎপাটয়ন্তং বিপিনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসযোষিতঃ ॥ ৭২
অপৃচ্ছন্ জানকীং কোঽসৌ বানরাকৃতিরুদ্ভটঃ ॥৭৩
জানক্যুবাচ।
ভবত্য এব জানন্তি মায়াং রাক্ষসনির্ম্মিতাম্।
নাহমেনং বিজানামি দুঃখশোকসমাকুলা ॥ ৭৪
ইত্যুক্তাস্ত্বরিতং গত্বা রাক্ষস্যো ভয়পীড়িতাঃ।
হনূমতা কৃতং সর্ব্বং রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ৭৫
দেব কশ্চিন্মহাসত্ত্বো বানরাকৃতিদেহভৃৎ।
সীতয়া সহ সম্ভাষ্য হ্যশোকবনিকাং ক্ষণাৎ ॥ ৭৬
উৎপাট্য চৈত্যপ্রাসাদং বভঞ্জামিতবিক্রমঃ।
প্রাসাদরক্ষিণঃ সর্ব্বান্ হত্বা তত্রৈব তস্থিবান্ ॥ ৭৭
তচ্ছ্রুত্বা তূর্ণমুত্থায় বনভঙ্গং মহাপ্রিয়ম্।
কিঙ্করান্ প্রেষয়ামাস নিযুতং রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৭৮
নির্ভগ্নচৈত্যপ্রাসাদ-প্রথমান্তরসংস্থিতঃ।
হনূমান্ পর্ব্বতাকারো লোহস্তম্ভকৃতায়ুধঃ।
কিঞ্চিল্লাঙ্গুলচলনো রক্তাস্যো ভীষণাকৃতিঃ ॥ ৭৯
আপতন্তং মহাসত্ত্বং রাক্ষসানাং দদর্শ সঃ।
চকার সিংহনাদঞ্চ শ্রুত্বা তে মুমুহুর্ভৃশম্ ॥ ৮০
হনূমন্তমথো দৃষ্ট্বা রাক্ষসা ভীষণাকৃতিম্।
নির্জঘ্নুর্বিবিধাস্ত্রৌঘৈঃ সর্ব্বরাক্ষসঘাতিনম্ ॥ ৮১
ততঃ উত্থায় হনূমান্ মুদ্গরেণ সমন্ততঃ।
নিষ্পিপেষ ক্ষণাদেব মশকানিব যূথপঃ ॥ ৮২
নিহতান্ কিঙ্করান্ শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
পঞ্চ সেনাপতীংস্তত্র প্রেষয়ামাস দুর্ম্মদান্ ॥ ৮৩

মহাবল হনুমান্ এইরূপ মনে মনে নিশ্চয় করিয়া বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত করত ক্ষণকালের মধ্যে অশোকবনকে বৃক্ষশূন্য করিয়া দিলেন। ৭১

সেই হনুমান্ সীতাদেবী যে শিংশপা বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া বনকে বৃক্ষশূন্য করিলেন। রাক্ষসীগণ সেই সময় হনুমান্‌কে বনের বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত করিতে দেখিয়া জানকীকে জিজ্ঞাসা করিল,— বানরাকৃতি এই উদ্ভট জীবটি কে? ৭২-৭৩

জানকী বলিলেন,— তোমরাই জান, এই রাক্ষসসৃষ্টা মায়া। আমি এখন নিজ দুঃখ ও শোকে ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছি, অতএব আমি ইহার কিছুই জানি না (১)। ৭৪

সীতা এই কথা বলিলে পর সেই রাক্ষসীগণ ভয়ার্ত্তা হইয়া সত্বর গমন করত হনুমান্‌-কৃত সমস্ত বৃত্তান্ত রাবণকে জানাইল। ৭৫।

দেব! বানরের আকারের ন্যায় দেহধারণকারী কোনও এক মহাবল অতুল পরাক্রমশালী প্রাণী সীতার সহিত সম্ভাষণ করত অশোকবনকে উৎপাটিত করিয়া চৈত্যপ্রসাদকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং প্রাসাদ-রক্ষকগণকে হত্যা করিয়া সে এখন সেস্থানেই অবস্থান করিতেছে। ৭৬-৭৭

এই বনভঙ্গরূপ অত্যন্ত অপ্রিয় কথা শুনিয়াই রাক্ষসরাজ দশানন দ্রুত উঠিয়া নিযুত (১০ কোটি)-সংখ্যক কিঙ্করগণকে পাঠাইয়া দিল। ৭৮

এদিকে পর্ব্বতাকার ও ভীষণমূর্ত্তি হনুমান্ চৈত্যপ্রাসাদ বিধ্বস্ত করিয়া তাহার প্রথম মহলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় হনুমান্ একটি লৌহস্তম্ভকে অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ক্রোধে তাঁহার বদন অতিশয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি নিজের লাঙ্গুলকে ধীরে ধীরে নাড়িতেছিলেন। ৭৯

তখন সেই হনুমান্ রাক্ষসগণের বিশাল বাহিনীকে আসিতে দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসেরা অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। ৮০

সর্ব্বরাক্ষসঘাতী ভীষণাকৃতি সেই হনুমান্‌কে দেখিয়া রাক্ষসগণ নানাবিধ অস্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। ৮১

তদনন্তর যূথপতি (গজরাজ) যেরূপ মশকগণকে নিষ্পেষিত করে, সেইরূপ হনুমান্ উত্থিত হইয়া লৌহমুদ্গরের (পূর্ব্বে যে লৌহস্তম্ভটিকে হনুমান্ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে হনুমান্ মুদ্গরের ন্যায় ব্যবহার করেন।) দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যেই চতুর্দিক্‌স্থিত সেই সমস্ত রাক্ষসগণকে নিষ্পেষিত করিয়া দিলেন। ৮২

রাবণ এই সমস্ত কিঙ্করগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে

(১) এই স্থানে সীতার এই মিথ্যাভাষণ দোষাবহ নহে, কারণ, "বিবাহকালে রতিসংপ্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে। মিত্রস্য চার্থেঽপ্যনৃতং বদেয়ুঃ পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি।" এই শাস্ত্রানুশাসন আছে। সীতাদেবী এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়াই এস্থলে অসত্যভাষণ করিয়াছেন।

হনুমানপি তান্ সর্ব্বান্ লৌহস্তম্ভেন চাহনৎ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মন্ত্রিসুতান্ প্রেষয়ামাস সপ্ত সঃ ॥ ৮৪
আগতানপি তান্ সর্ব্বান্ পূর্ব্ববদ্ বানরেশ্বরঃ।
ক্ষণান্নিঃশেষতো হত্বা লোহস্তম্ভেন মারুতিঃ ॥ ৮৫
পূর্ব্বস্থানমুপাশ্রিত্য প্রতীক্ষন্ রাক্ষসান্ স্থিতঃ।
ততো জগাম বলবান্ কুমারোঽক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ৮৬
তমুৎপপাত হনুমান্ দৃষ্ট্বাকাশে স মুদ্গরঃ।
গগনাৎ ত্বরিতো মূর্দ্ধ্নি মুদ্গরেণ ব্যতাড়য়ৎ ॥ ৮৭
হত্বা তমক্ষং নিঃশেষং বলং সর্ব্বং চকার সঃ ॥ ৮৮
ততঃ শ্রুত্বা কুমারস্য বধং রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্ট ইন্দ্রজেতারমব্রবীৎ ॥ ৮৯
পুত্রো গচ্ছাম্যহং তত্র যত্রাস্তে পুত্রহা রিপুঃ।
হত্বা তমথবা বদ্ধ্বা আনয়িষ্যামি তেঽন্তিকম্ ॥ ৯০
ইন্দ্রজিৎ পিতরং প্রাহ ত্যজ শোকং মহামতে।
ময়ি স্থিতে কিমর্থং ত্বং ভাষসে দুঃখিতং বচঃ ॥৯১
বদ্ধ্বানেষ্যে দ্রুতং তাত বানরং ব্রহ্মপাশতঃ।
ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥ ৯২

অধৈর্য্য হইয়া উঠিল এবং তথায় দুর্দ্ধর্ষ পাঁচ জন সেনাপতিকে (১) পাঠাইয়া দিল। ৮৩

তখন হনুমানও লৌহস্তম্ভের দ্বারা তাহাদের সকলকে বধ করিলেন। সেই রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সাত জন মন্ত্রি-পুত্রকে (২) পাঠাইল। ৮৪

তখন বানরেশ্বর পবনকুমার তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইতে দেখিয়া সেই সব মন্ত্রিপুত্রগণকে ক্ষণকালের মধ্যেই লৌহ-স্তম্ভের দ্বারা বধ করত নিজের পূর্ব্বস্থানে যাইয়া অন্য রাক্ষসগণের আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর প্রতাপশালী ও বলবান্ রাজকুমার অক্ষ (৩) তথায় গমন করিল। তাহাকে দেখিয়া হনুমান্ লৌহমুদ্গর লইয়া আকাশে লম্ফ দিয়া উঠিয়া যাইলেন এবং সেই আকাশ হইতে সত্বর মুদ্গরের দ্বারা অক্ষের মস্তকে প্রহার করিলেন। ৮৫-৮৭

এইভাবে অক্ষকে বধ করিয়া হনুমান্ অন্য সমস্ত সৈন্যগণকে নিঃশেষ করিয়া দিলেন। ৮৮

তদনন্তর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ কুমার অক্ষের বধের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বলিল (৪)। ৮৯

পুত্র! যথায় আমার পুত্রহন্তা শত্রু রহিয়াছে, আমি তথায় গমন করিব। আমি তাহাকে বধ করিয়া অথবা বন্ধন করিয়া তোমার নিকটে লইয়া আসিব। ৯০

তখন ইন্দ্রজিৎ পিতাকে বলিল,—মহামতে! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আমি বিদ্যমান থাকিতে আপনি কিজন্য দুঃখপূর্ণ উক্তি করিতেছেন? ৯১

পিতঃ! আমি সেই বানরকে ব্রহ্মপাশের দ্বারা বন্ধন করিয়া দ্রুত আপনার নিকটে আনয়ন করিব। এই কথা বলিয়া বহু রাক্ষসগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বীরবিক্রম ইন্দ্রজিৎ বায়ুপুত্র হনুমানের নিকট গমন করিল। তাহার পর পরম শক্তিশালী বায়ুনন্দন হনুমানের সেই অতিশয় গর্জন শ্রবণ করত গরুড়ের

(১) পাঁচ সেনাপতির নাম বাল্মীকিরামায়ণে—
"স বিরূপাক্ষ-যূপাক্ষৌ দুর্ধরং চৈব রাক্ষসম্।
প্রঘসং ভাসকর্ণঞ্চ পঞ্চসেনাগ্রনায়কান্॥" ৫।৪৬।২

১। বিরূপাক্ষ, ২। যূপাক্ষ, ৩। দুর্ধর, ৪। প্রঘস, ৫। ভাসকর্ণ।

(২) বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়—রাবণ পূর্ব্বে সাতজন মন্ত্রি-পুত্রকে যুদ্ধে পাঠায় এবং এই সাত মন্ত্রি-পুত্র নিহত হইলে বিরূপাক্ষাদি পাঁচজন মন্ত্রীকে পাঠায়।

(৩) বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—পঞ্চসেনাপতির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া রাবণ সম্মুখস্থিত কুমার অক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং এই দৃষ্টিপাতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অক্ষ হনুমানের নিকট গমন করে। যথা—

"সেনাপতীন্ পঞ্চ স তু প্রমাপিতান্
হনুমতা সানুচরান্ সবাহনান্।
নিশম্য রাজা সমরোদ্ধতোন্মুখং
কুমারমক্ষং প্রসমৈক্ষতাক্ষম্॥
স তস্য দৃষ্ট্যর্পণসম্প্রচোদিতঃ
প্রতাপবান্ কাঞ্চনচিত্রকার্ম্মুকঃ।
সমুৎপপাতাথ সদস্যুদীরিতো
দ্বিজাতিমুখ্যৈর্হবিষেব পাবকঃ॥" ৫।৪৭।১-২

(৪) বাল্মীকিরামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ৪৮ অধ্যায়ে ইন্দ্র-জিতের প্রতি রাবণের আদেশ, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে গমন, হনুমানের সহিত যুদ্ধ ও ব্রহ্মাস্ত্রে হনুমানকে বন্ধন করিয়া রাবণসমীপে আনয়ন বর্ণিত আছে। সেই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য বাল্মীকিরামায়ণের ৫।৪৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

জগাম বায়ুপুত্রস্য সমীপং বীরবিক্রমঃ।
ততোঽতিগর্জ্জিতং শ্রুত্বা স্তম্ভমুদ্যম্য বীর্য্যবান্ ॥ ৯৩
উৎপপাত নভোদেশং গরুত্মানিব মারুতিঃ।
ততো ভ্রমন্তং নভসি হনুমন্তং শিলীমুখৈঃ ॥ ৯৪
বিদ্ধ্বা তস্য শিরোভাষমিষুভিশ্চাষ্টভিঃ পুনঃ।
হৃদয়ং পাদযুগলং ষড্‌ভিরেকেন বালধিম্ ॥ ৯৫
ভেদয়িত্বা ততো ঘোরং সিংহনাদমথাকরোৎ।
ততোঽতিহর্ষাদ্ধনুমান্ স্তম্ভমুদ্যম্য বীর্য্যবান্ ॥ ৯৬
জঘান সারথিং সাশ্বং রথঞ্চাচূর্ণয়ৎ ক্ষণাৎ।
ততোঽন্যং রথমাদায় মেঘনাদো মহাবলঃ ॥ ৯৭
শীঘ্রং ব্রহ্মাস্ত্রমাদায় বদ্ধ্বা বানরপুঙ্গবম্।
নিনায় নিকটং রাজ্ঞো রাবণস্য মহাবলঃ ॥ ৯৮
যস্য নাম সততং জপন্তি যে-
ঽজ্ঞানকর্ম্মকৃতবন্ধনং ক্ষণাৎ।
সদ্য এব পরিমুচ্য তৎপদং
যান্তি কোটিরবিভাস্বরং শিবম্ ॥ ৯৯
তস্যৈব রামস্য পদাম্বুজং সদা
হৃৎপদ্মমধ্যে সুনিধায় মারুতিঃ।
সদৈব নির্ম্মুক্তসমস্তবন্ধনঃ
কিং তস্য পাশৈরিতরৈশ্চ বন্ধনৈঃ ॥ ১০০

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
সুন্দরকাণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

ন্যায় লৌহস্তম্ভ উত্তোলিত করিয়া আকাশে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক উঠিয়া যাইলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে আকাশে বিচরণ করিতে দেখিয়া বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করতঃ পুনরায় অষ্টবাণে হনুমানের মস্তক, ছয় বাণে তাঁহার বক্ষঃ ও দুই চরণ এবং এক বাণে তাঁহার লাঙ্গুল বিদ্ধ করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিল। তদনন্তর পরাক্রমশালী হনুমান্ অতিশয় হর্ষবশতঃ সেই লৌহস্তম্ভ উত্তোলিত করিয়া তাহার আঘাতে ইন্দ্রজিতের সারথিকে বধ করিলেন এবং অশ্বসহ রথকেও চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। তাহার পর পরাক্রমশালী মহাবল মেঘনাদ (ইন্দ্রজিৎ) অন্য রথ লইয়া শীঘ্র ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করত বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে বন্ধন পূর্ব্বক রাজা রাবণের নিকট লইয়া যাইল। ৯২-৯৮

যাঁহার নাম সতত জপ করিলে ক্ষণকালের মধ্যে অজ্ঞান-সম্ভূত কর্ম্মসকলের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কোটি সূর্য্য-তুল্য ভাস্বর ও মঙ্গলময় তাঁহার পরম ধামে গমন করে, সেই শ্রীরামের শ্রীপাদপদ্ম স্বীয় হৃদয়পঙ্কজমধ্যে নিরন্তর সন্নিবেশিত করিয়া অর্থাৎ ধ্যানবলে হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া পবননন্দন হনুমান্ সর্ব্বদা সমস্ত বন্ধন হইতেই মুক্ত ছিলেন। সেই হনুমানের পক্ষে এই ব্রহ্মাস্ত্র বন্ধন বা অন্য কোন বন্ধনের দ্বারা কি দুঃখ লাভ হইবে? (সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী—ইতি গীতোক্তেঃ) ৯৯-১০০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে সুন্দরকাণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মাস্ত্রপাশবদ্ধস্য হনূমতো রাবণসভায়ামাগমনম্, তত্র রাবণেন সহ কথোপকথনম্, লঙ্কাদাহঃ, সাগরপারাগম্য শ্রীরামসমীপে সীতাবৃত্তান্তবর্ণনঞ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যান্তং কপীন্দ্রং ধৃতপাশবন্ধং
বিলোকয়ন্তং নগরং বিভীতবৎ।
অতাড়য়ন্মুষ্টিতলৈঃ সুকোপনাঃ
পৌরাঃ সমন্তাদনুযান্ত ঈক্ষিতুম্ ॥ ১

ব্রহ্মাস্ত্রমেনং ক্ষণমাত্রসঙ্গমং
কৃত্বা গতং ব্রহ্মবরেণ সত্বরম্।
জ্ঞাত্বা হনুমানপি ফল্গুরজ্জুভি-
র্ধৃতো যযৌ কার্য্যবিশেষগৌরবাৎ ॥ ২

সভান্তরস্থস্য চ রাবণস্য তং
পুরো নিধায়াহ বলারিজিৎ তদা।
বদ্ধো ময়া ব্রহ্মবরেণ বানরঃ
সমাগতোঽনেন হতা মহাসুরাঃ ॥ ৩

যদ্‌যুক্তমত্রার্য্য বিচার্য্য মন্ত্রিভি-
র্বিধীয়তামেষ ন লৌকিকো হরিঃ।
ততো বিলোক্যাহ স রাক্ষসেশ্বরঃ
প্রহস্তমগ্রে স্থিতমঞ্জনাদ্রিভম্ ॥ ৪

প্রহস্ত পৃচ্ছৈনমসৌ কিমাগতঃ
কিমত্র কার্য্যং কুত এব বানরঃ।
বনং কিমর্থং সকলং বিনাশিতং
হতাঃ কিমর্থং মম রাক্ষসা বলাৎ ॥ ৫

চতুর্থ অধ্যায়।

[ব্রহ্মাস্ত্রপাশে বদ্ধ হনূমানের রাবণ সভায় আগমন, তথায় রাবণের সহিত কথোপকথন, লঙ্কাদাহ এবং সাগরপার হইয়া আসিয়া রামের নিকট সীতার বৃত্তান্ত বর্ণন।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! কপিরাজ হনুমান্ ব্রহ্মাস্ত্র পাশকে ধারণ করত ভীতের ন্যায় নগর দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য অনুগমনকারী পুরবাসীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চপেটাঘাতের দ্বারা তাঁহাকে চারিদিক্ দিয়া প্রহার করিতে লাগিল ॥ ১

ব্রহ্মার বরানুসারে ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষণকালমাত্র হনুমানের গাত্রে সংলগ্ন থাকিয়া সত্বর চলিয়া গিয়াছিল। হনুমান্ তখন 'অসার রজ্জু দ্বারা বদ্ধ আছি' ইহা জানিয়াও রাবণদর্শনাদি বিশেষ কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে সেই পাশ ধারণ করিয়াই গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২

তারপর সেই সময় ইন্দ্রজিৎ সেই হনুমানকে সভামধ্যে অবস্থিত রাবণের নিকট লইয়া গিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল,—পিতঃ! আমি এই বানরকে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা বাঁধিয়া আনিয়াছি। এই বানরই আমাদের প্রধান রাক্ষসগণকে হত্যা করিয়াছে ॥ ৩

আর্য্য (পূজনীয়) পিতৃদেব! এখন আপনি মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন, তাহা পালন করুন। তবে এই বানর কিন্তু সাধারণ বলিয়া মনে হয় না (১)। তদনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ সম্মুখে স্থিত অঞ্জন পর্ব্বতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ প্রহস্তকে বলিল ॥ ৪

প্রহস্ত! তুমি ইহাকে জিজ্ঞাসা কর—কেন এই বানর আসিয়াছে? (২) এস্থানে তাহার কি কার্য্য আছে? এবং কোথা হইতে সে আসিয়াছে? কিজন্য আমার সম্পূর্ণ অশোকবনকে বিধ্বস্ত করিয়াছে? কিহেতু সে বলপূর্ব্বক আমার রাক্ষসদিগকে হত্যা করিয়াছে? ৫

(১) বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়—ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক বন্ধন করিয়া আনীত হনুমান্ রাবণের অনন্যসাধারণ রূপ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন—যথা—"ততঃ স কর্ম্মণা তস্য বিস্মিতো ভীমবিক্রমঃ। হনুমান্ ক্রোধতাম্রাক্ষো রক্ষোঽধিপমবৈক্ষত। ভ্রাজমানং মহার্হেণ কাঞ্চনেন বিরাজতা। মুক্তাজালবৃতেনাথ মুকুটেন মহাদ্যুতিম্। বজ্রসংযোগসংযুক্তৈর্মহার্হমণিবিগ্রহৈঃ। হৈমৈরাভরণৈশ্চিত্রৈর্মনসেব প্রকল্পিতৈঃ।"

* * *

"ভ্রাজমানং ততো দৃষ্ট্বা হনুমান্ রাক্ষসেশ্বরম্। মনসা চিন্তয়ামাস তেজসা তস্য মোহিতঃ। অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ। অহো রাক্ষসরাজস্য সর্ব্বলক্ষণযুক্ততা।"

ইত্যাদি ৫।৪৯।১-৩।১৬-১৭

(২) বাল্মীকিরামায়ণেও অনুরূপ বাক্য পরিলক্ষিত হয়—"স রাজা রোষতাম্রাক্ষঃ প্রহস্তং মন্ত্রিসত্তমম্। কালযুক্তমুবাচেদং বচো বিপুলমর্থবৎ। দুরাত্মা পৃচ্ছ্যতামেষ"......।

* * *

"রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্তো বাক্যমব্রবীৎ। সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ন ভীঃ কার্য্যা ত্বয়া কপে।" ইত্যাদি ৫।৫০।৪।১৭

ততঃ প্রহস্তো হনুমন্তমাদরাৎ
পপ্রচ্ছ কেন প্রহিতোঽসি বানর।
ভয়ঞ্চ তে মাস্তু বিমোক্ষ্যসে ময়া
সত্যং বদস্বাখিলরাজসন্নিধৌ ॥ ৬

ততোঽতিহর্ষাৎ পবনাত্মজো রিপুং
নিরীক্ষ্য লোকত্রয়কণ্টকাসুরম্।
বক্তুং প্রচক্রে রঘুনাথসৎকথাং
ক্রমেণ রামং মনসা স্মরন্ মুহুঃ ॥ ৭

শৃণু স্ফুটং দেবগণাদ্যমিত্র হে
রামস্য দূতোঽহমশেষহৃৎস্থিতেঃ।
যস্যাখিলেশস্য হৃতাধুনা ত্বয়া
ভার্য্যা স্বনাশায় শুনেব সদ্ধবিঃ ॥ ৮

স রাঘবোঽভেত্য মতঙ্গপর্ব্বতং
সুগ্রীবমৈত্রীমনলস্য সন্নিধৌ।
কৃত্বৈকবাণেন নিহত্য বালিনং
সুগ্রীবমেবাধিপতিং চকার তম্ ॥৯

তদনন্তর প্রহস্ত সমাদর সহকারে হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিল—বানর। কে তোমাকে পাঠাইয়াছে? তোমার কোনও ভয় নাই, আমি তোমাকে মুক্ত করাইয়া দিব। তুমি এই রাজার নিকটে সব সত্য কথা বল। ৬

তাহার পর পবননন্দন হনুমান্ অতিশয় হর্ষবশতঃ ত্রিলোক-কণ্টক সুরবিরোধী শত্রু রাবণকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে পুনঃ পুনঃ রামকে স্মরণ করত ক্রমানুসারে রামের পবিত্র কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৭

হে দেবগণাদির শত্রু। স্পষ্ট ভাবে শ্রবণ কর—কুক্কুর যেমন উত্তম হবি হরণ করে, সেইরূপ তুমি সম্প্রতি নিজের মৃত্যুর জন্য যে অখিল ভুবনপতির ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ, আমি সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর শ্রীরামের দূত। ৮

সেই রঘুপতি রাম মাতঙ্গ পর্ব্বতে (ঋষ্যমূক পর্ব্বতে) শুভাগমন করিয়া অগ্নিসমীপে সুগ্রীবের সহিত মৈত্রী স্থাপন করত এক বাণে বালীকে বিনাশ পূর্ব্বক সেই সুগ্রীবকেই বানর-রাজ্যের অধিপতি করিয়াছেন। ৯

হে রাক্ষসরাজ! বানরগণের অধিপতি সেই মহাবল

স বানরাণামধিপো মহাবলী
মহাবলৈর্বানরযূথকোটিভিঃ।
রামেণ সার্দ্ধং সহ লক্ষ্মণেন ভোঃ
প্রবর্ষণেঽমর্ষযুতোঽবতিষ্ঠতে ১০

সঞ্চোদিতাস্তেন মহাহরীশ্বরা
ধরাসুতাং মার্গয়িতুং দিশো দশ।
তত্রাহমেকঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ
সীতাং বিচিন্বন্ শনকৈঃ সমাগতঃ ॥ ১১

দৃষ্টা ময়া পদ্মপলাশলোচনা
সীতা কপিত্বাদ্ বিপিনং বিনাশিতম্।
দৃষ্টা ততোঽহং রভসা সমাগতান্
মাং হন্তুকামান্ ধৃতচাপসায়কান্ ॥ ১২

ময়া হতাস্তে পরিরক্ষিতুং বপুঃ
প্রিয়ো হি দেহোঽখিলদেহিনাং প্রভো।
ব্রহ্মাস্ত্রপাশেন নিবধ্য মাং ততঃ
সমাগমন্মেঘনিনাদনামকঃ ॥ ১৩

সুগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া মহাশক্তিধর কোটি কোটি বানরগণের সহিত এবং শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের সহিত প্রবর্ষণ পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। ১০

সেই বানররাজ সুগ্রীব ধরাকন্যা সীতাদেবীর অন্বেষণের জন্য প্রধান প্রধান বানরশ্রেষ্ঠগণকে দশদিকে পাঠাইয়াছেন। সেই সব বানরগণেরই মধ্যে আমি একজন বানর। আমি পবন-পুত্র হনুমান্। সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে আমি এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ১১

আমি পদ্মপত্রতুল্য আয়তলোচনা সীতাদেবীকে দর্শন করিয়াছি। বানর স্বভাববশতঃ আমি অশোকবনকে উন্মূলিত করিয়াছি। তদনন্তর আমি দেখিতে পাইলাম যে, ধনু ও বাণ ধারণ করত বহু রাক্ষস আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া সবেগে আমার দিকে আসিতেছে। ১২

আমি নিজের দেহকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছি। প্রভো! সমস্ত দেহধারী প্রাণিগণেরই দেহ হইল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। তাহার পর মেঘনাদনামে এক রাক্ষস ব্রহ্মাস্ত্রপাশে আমাকে বাঁধিয়া এস্থানে লইয়া আসিয়াছে। ১৩

স্পৃষ্ট্বৈব মাং ব্রহ্মবরপ্রভাবত-
ন্ত্যক্ত্বা গতং সর্ব্বমবৈমি রাবণ।
তথাপ্যহং বদ্ধ ইবাগতো হিতং
প্রবক্তুকামঃ করুণারসার্দ্রধীঃ ॥ ১৪
বিচার্য্য লোকস্য বিবেকতো গতিং
ন রাক্ষসীং বুদ্ধিমুপৈহি রাবণ।
দৈবীং গতিং সংসৃতিমোক্ষহেতুকীং
সমাশ্রয়াত্যন্তহিতায় দেহিনঃ ॥ ১৫
ত্বং ব্রাহ্মণো হ্যুত্তমবংশসম্ভবঃ
পৌলস্ত্যপুত্রোঽসি কুবেরবান্ধবঃ।
দেহাত্মবুদ্ধ্যাপি চ পশ্য রাক্ষসো
নাস্যাত্মবুদ্ধ্যা কিমু রাক্ষসো নহি ॥১৬
শরীরবুদ্ধীন্দ্রিয়দুঃখসন্ততি-
র্ন তে ন চ ত্বং তব নির্ব্বিকারতঃ।
অজ্ঞানহেতোশ্চ তথৈব সন্ততে-
রসত্বমস্যাঃ স্বপতো হি দৃশ্যবৎ ॥ ১৭

রাবণ। ব্রহ্মার বরদানের প্রভাবে সেই ব্রহ্মাস্ত্র আমাকে স্পর্শ করিয়াই চলিয়া গিয়াছে, এ সবই আমি জানি; তথাপি আমি বদ্ধের ন্যায় যে আসিয়াছি, তাহা কেবল করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া তোমাকে কিছু হিতকথা বলিবার জন্য। ১৪

রাবণ। বিবেকবলে লোকগতি পর্য্যালোচনা করিয়া তুমি রাক্ষসী গতি অর্থাৎ রাক্ষসী বুদ্ধি (পরপীড়া-পরহিংসাদি) অবলম্বন করিও না। দেহধারী জীবের সংসার হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র দৈবী গতি পরহিতকারিণী বুদ্ধি তুমি আশ্রয় কর। ১৫

তুমি উত্তম বংশজাত ব্রাহ্মণ, পুলস্ত্য ঋষি পৌত্র (ব্রহ্মার মানস পুত্র পুলস্ত্য, পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা এবং বিশ্রবার পুত্র রাবণ) এবং যক্ষরাজ কুবেরের ভ্রাতা। সেই তুমি যদি দেহকে আত্মা বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলেও তুমি রাক্ষস নহ; (কারণ, ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া তুমি ব্রাহ্মণ মধ্যেই পরিগণিত) আর যদি তুমি আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে কর, তথাপি তুমি রাক্ষস নহ (কারণ, আত্মা নির্ব্বিকার, অতএব তুমিও নির্বিকার)। ১৬

তুমি শরীর, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় নহ। (তবে আমি কে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—) তুমি নির্বিকার আত্মস্বরূপ। যেরূপ লোকে স্বপ্ন দেখিবার কালে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুকে সত্য বলিয়াই মনে করে; পরন্তু উহা অসত্য অর্থাৎ ভ্রমমাত্র, সেইরূপ অজ্ঞানতা-বশতই অজ্ঞানসঞ্জাত সুখ দুঃখাদি সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা মিথ্যা। ১৭

ইদন্তু সত্যং তব নাস্তি বিক্রিয়া
বিকারহেতুর্ন চ তেঽদ্বয়ত্বতঃ।
যথা নভঃ সর্ব্বগতং ন লিপ্যতে
তথা ভবান্ দেহগতোঽপি সূক্ষ্মকঃ।
দেহেন্দ্রিয়প্রাণশরীরসঙ্গত-
স্ত্বাত্মেতি বুদ্ধ্যাখিলবন্ধভাগ্‌ভবেৎ ॥১৮
চিন্মাত্রমেবাহমজোঽহমক্ষরো
হ্যানন্দভাবোঽহমিতি প্রমুচ্যতে।
দেহোঽপ্যনাত্মা পৃথিবীবিকারজো
ন প্রাণ আত্মানিল এষ এব সঃ ॥ ১৯
মনোঽপ্যহঙ্কারবিকার এব নো
ন চাপি বুদ্ধিঃ প্রকৃতের্বিকারজা।
আত্মা চিদানন্দময়োঽবিকারবান্
দেহাদিসঙ্ঘাদ্ ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ ॥ ২০

ইহাই কিন্তু সত্য অর্থাৎ তুমি যদি ইহাকেই সত্য বলিয়া মনে কর, তবে তোমার কোন বিকার নাই অর্থাৎ তুমি অবিকারী। অদ্বয়ত্বনিবন্ধন তোমার বিকারের কোন হেতুও নাই; যেরূপ আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইয়াও কিছুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তুমি অতি সূক্ষ্মাকারে দেহমধ্যে অবস্থান করিয়া সুখ-দুঃখাদি কোন কিছুতেই লিপ্ত হও না। স্থূল দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও সূক্ষ্ম দেহ—এই সবকে যদি আত্মা বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। ১৮

কিন্তু যদি আমি চৈতন্যমাত্র, আমি অজ, আমি অক্ষর এবং আমি আনন্দময়—এরূপ বোধ লাভ হয়, তাহা হইলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। দেহ আত্মা নহে; কারণ, উহা পৃথিবীর (পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতের) বিকার হইতে উৎপন্ন। প্রাণও কিন্তু আত্মা নহে; কারণ, এই প্রাণ ত' বায়ু মাত্র। ১৯

অহঙ্কারের বিকার মন এবং প্রকৃতির বিকার বুদ্ধিও আত্মা নহে; কারণ, আত্মা চিদানন্দময়, অবিকারী ও দেহাদি হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বর—সর্ব্বনিয়ন্তা। ২০

নিরঞ্জনো মুক্ত উপাধিতঃ সদা
জ্ঞাত্বৈবমাত্মানমিতো বিমুচ্যতে।
অতোঽহমাত্যন্তিকমোক্ষসাধনং
বক্ষ্যে শৃণুষ্বাবহিতো মহামতে ॥ ২১
বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়-
স্ততো ভবেজ্‌জ্ঞানমতীব নির্ম্মলম্।
বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেৎ ততঃ
সম্যগ্‌বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ ॥ ২২
অতো ভজস্বাদ্য হরিং রমাপতিং
রামং পুরাণং প্রকৃতেঃ পরং বিভুম্।
বিসৃজ্য মৌর্খ্যং হৃদি শত্রুভাবনাং
ভজস্ব রামং শরণাগতপ্রিয়ম্
সীতাং পুরস্কৃত্য সপুত্র-বান্ধবো
রামং নমস্কৃত্য বিমুচ্যসে ভয়াৎ ॥ ২৩

এই আত্মা নিরঞ্জন ও সর্ব্বদা সুখ-দুঃখাদি উপাধি হইতে মুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বোপাধিশূন্য। এই আত্মাকে জ্ঞাত হইয়াই(১) এই সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয়। মহামতে! অতএব আমি তোমাকে মোক্ষের আত্যন্তিক সাধন বলিব, তাহা সাবধানে শ্রবণ কর। ২১

শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ভক্তিই(২) বুদ্ধির শোধন করিয়া থাকেন অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তির দ্বারা বুদ্ধি মার্জিত হয়। এই বিশুদ্ধ বুদ্ধি হইতেই জ্ঞান অতিশয় নির্ম্মল হয়। এইভাবে নির্ম্মল জ্ঞান লাভ হইলে তাহা হইতে বিশুদ্ধ তত্ত্বের অনুভব অর্থাৎ পরমাত্ম সাক্ষাৎকার হয়। সেই পরমাত্মাকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে পারিলেই পরম পদ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। ২২

রাবণ! অতএব তুমি নিজের হৃদয়স্থিত মূর্খতা(৩) ও শ্রীরামের প্রতি শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া এখন রমাপতি, সর্ব্বব্যাপক, প্রকৃতির অতীত, পুরাণপুরুষ শ্রীহরি রামকে ভজনা কর। তুমি পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত সীতাকে অগ্রে লইয়া শরণাগতবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হও। এইভাবে শরণাগত হইয়া শ্রীরামকে প্রণাম করত তুমি ভয় হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। ২৩

যে মানুষ ভক্তি সহকারে হৃদয়স্থিত, সুখস্বরূপ, অদ্বিতীয় রামকে পরমাত্মা বলিয়া ভাবনা (করত তাঁহার ভজনা) করিতে পারে না, সেই মানুষ কি প্রকারে দুঃখময় তরঙ্গমালায় পরিব্যাপ্ত ভবসাগরের পরপারে যাইতে সমর্থ হইবে? ২৪

যদি তুমি পরমাত্মা শ্রীরামের ভজনা না কর, তাহা হইলে তুমি নিজেই নিজের যেন শত্রু হইয়া অরক্ষিত অবস্থায় অজ্ঞানময় অগ্নির দ্বারা নিজেকে অর্থাৎ আত্মাকে প্রজ্বলিত করিতে করিতে

রামং পরাত্মানমভাবয়ন্ জনো
ভক্ত্যা হৃদিস্থং সুখরূপমদ্বয়ম্।
কথং পরং তীরমবাপ্নুয়াজ্জনো
ভবাম্বুধের্দুঃখতরঙ্গমালিনঃ ॥ ২৪
নো চেৎ ত্বমজ্ঞানময়েন বহ্নিনা
জ্বলন্তমাত্মানমরক্ষিতারিবৎ।
নয়স্যধোঽধঃ স্বকৃতৈশ্চ পাতকৈ-
র্বিমোক্ষশঙ্কা ন চ তে ভবিষ্যতি ॥ ২৫
শ্রুত্বামৃতাস্বাদসমানভাষিতং
তদ্বায়ুসূনোর্দশকন্ধরোঽসুরঃ।
অমৃষ্যমাণোঽতিরুষা কপীশ্বরং
জগাদ রক্তান্তবিলোচনো জ্বলন্ ॥২৬

স্বকৃত পাপসমূহের সহায়তায় নিজেকে অধোগামী করিবে, কোন রূপেই তোমার আর মুক্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। ২৫

দেবগণের বিরোধী দশানন রাবণ বায়ুপুত্র হনুমানের এই অমৃততুল্য স্বাদযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল এবং চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কপিরাজ হনুমান্‌কে বলিল (৪)। ২৬

(১) যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণঃ"। বৃহৎ ৩।৮।১০

(২) "আত্মারামশ্চ মুনয়ো নিগ্রর্ন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।"
—শ্রীভাগবত ১।৭।১০

(৩) মূর্খতা দোষ কিভাবে সংক্রামিত হয়, তদ্বিষয়ে মহামতি চাণক্য—"অদাতা বংশদোষেণ কর্ম্মদোষাদ্ দরিদ্রতা।
উন্মাদো মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মূর্খতা।"

সপ্তমী প্রভৃতি তিথিতে 'তাল' ইত্যাদি ভক্ষণ করিলে মূর্খতা দোষ উৎপন্ন হয়,—
"কলঙ্কী জায়তে বিল্বে তির্য্যগ্‌যোনিশ্চ নিম্বকে।
তালে শরীরনাশঃ স্যান্নারিকেলে চ মূর্খতা।"

পরমপূজ্য স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন তাঁহার 'শুদ্ধিতত্ত্ব' গ্রন্থে মূর্খ শব্দের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"মূর্খঃ গায়ত্রীরহিতঃ"। "ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ। যথেষ্টাচরণস্যাহুর্মরণান্তমশৌচকম্"।

(৪) নীতিবাক্যে পাওয়া যায়—
"পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্।
উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে"।

কথং মমাগ্রে বিলপস্যভীতবৎ
প্লবঙ্গমানামধমোঽসি দুষ্টধীঃ।
ক এষ রামঃ কতমো বনেচরো
নিহন্মি সুগ্রীবযুতং নরাধমম্ ॥ ২৭
ত্বাঞ্চাদ্য হত্বা জনকাত্মজাং ততো
নিহন্মি রামং সহলক্ষ্মণং ততঃ।
সুগ্রীবমগ্রে বলিনং কপীশ্বরং
সবানরৈর্হন্ম্যচিরেণ বানর ॥ ২৮
শ্রুত্বা দশগ্রীববচঃ স মারুতিঃ
বিবৃদ্ধকোপেন দহন্নিবাসুরম্।

রে বানর! তুই আমার সম্মুখে নির্ভয়ের ন্যায় কেন এরূপ প্রলাপ করিতেছিস্? দেখিতেছি—তুই বানরগণের মধ্যে অধম ও নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ। এই রাম কে? এবং বনে বনে বিচরণকারী এই সুগ্রীবই বা কে? সুগ্রীবের সহিত এই রামকে আমি বধ করিব। ২৭

আজ তোকে হত্যা করিয়া তারপর জনককন্যা সীতাকে বধ করিব এবং লক্ষ্মণের সহিত রামকেও পরে বিনাশ করিব। বানর! তাহার পর অন্যান্য বানরগণের সহিত কপিরাজ বলশালী সুগ্রীবকে অচিরেই বধ করিব। ২৮

পবননন্দন হনুমান্ দশানন রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রোধে (ক্রোধানলে) সুরবিরোধী রাক্ষসকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে বলিলেন,—আমি শ্রীরামের দাস, আমার বিক্রম অপরিসীম; কোটি কোটি অধম রাবণ আমার সমযোগ্যই হইতে পারে না। ২৯

(১) এ বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি—স তস্য বচনং শ্রুত্বা বানরস্য মহাত্মনঃ। আজ্ঞাপয়দ্ বধং তস্য রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। ৫।৫২।১ রাবণ হনুমান্‌কে বধ করিতে আদেশ দান করিলে পর বিভীষণ তখন যাহা বলিয়াছিলেন, তদ্ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে—"বধে তস্য সমাজ্ঞপ্তে রাবণেন দুরাত্মনা। নিবেদিতবতো দৌত্যং নানুমেনে বিভীষণঃ।"

* * *

"ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ রাজধর্ম্মবিশারদঃ। পরাবরজ্ঞো ভূতানাং ত্বমেব পরার্থবিৎ। ৫।৫২।৭

* * *

তস্মাৎ প্রসীদ শত্রুঘ্ন রাক্ষসেন্দ্র দুরাসদ। যুক্তাযুক্তং বিনিশ্চিত্য দূতদণ্ডো বিধীয়তাম্।" ৫।৫২।৯

ন মে সমা রাবণকোটয়োঽধমা
রামস্য দাসোঽহমপারবিক্রমঃ ॥ ২৯
শ্রুত্বাতিকোপেন হনূমতো বচো
দশাননো রাক্ষসমেকমব্রবীৎ।
পার্শ্বে স্থিতং মারয় খণ্ডশঃ কপিং
পশ্যন্তু সর্ব্বেঽসুরমিত্রবান্ধবাঃ ॥ ৩০
নিবারয়ামাস ততো বিভীষণো
মহাসুরং সায়ুধমুদ্যতং বধে।
রাজন্ বধার্হো ন ভবেৎ কথঞ্চন
প্রতাপযুক্তৈঃ পররাজবানরঃ ॥ ৩১
হতেঽস্মিন্ বানরে দূতে বার্ত্তাং কো বা নিবেদয়েৎ।
রামায় ত্বং যমুদ্দিশ্য বধায় সমুপস্থিতঃ ॥ ৩২

হনুমানের এই কথা শ্রবণ করত দশানন রাবণ অতিশয় ক্রোধের সহিত পার্শ্বস্থিত এক রাক্ষসকে বলিল,—এই বানরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মারিয়া ফেল। (১) এই উপস্থিত রাক্ষসগণের বন্ধু-বান্ধবেরা উহা প্রত্যক্ষ করুক। ৩০

রাবণের আদেশে সেই মহাসুর অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া হনুমান্‌কে বধ করিতে উদ্যত হইলে তদনন্তর বিভীষণ তাহাকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিল এবং রাবণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল,—রাজন্! অন্য কোনও রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত দূত এই বানর; সুতরাং আপনার ন্যায় প্রতাপশালী রাজগণের সেই দূত বধযোগ্য হইতে পারে না। ৩১

যদি এই দূত বানর আজ আপনার দ্বারা নিহত হয়, তবে আপনি যাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন (এস্থলে—"আপনি নিজে যাহার দ্বারা নিহত হইবেন," এরূপ অর্থও বিভীষণের গূঢ় অভিপ্রায় বলিয়া মূল শ্লোকের ব্যাখ্যা করা যায়।), সেই রামকে কে সংবাদ জানাইবে? ৩২

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ বলিল,—"ন পাপানাং বধে পাপং বিদ্যতে শত্রুসূদন। তস্মাদিমং বধিষ্যামি বানরং পাপকারিণম্।" ৫।৫২।১১ রাবণের এই কথা শুনিয়া বিভীষণের উত্তর—"প্রসীদ লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র, ধর্ম্মার্থতত্ত্বং বচনং শৃণুষ। দূতা ন বধ্যাঃ সময়েষু রাজন্, সর্ব্বেষু সর্ব্বত্র বদন্তি সন্তঃ।" ১৩

* * *

"বৈরূপ্যমঙ্গেষু কশাভিঘাতো মৌণ্ড্যং তথা লক্ষণসন্নিপাতঃ। এতান্ হি দূতে প্রবদন্তি দণ্ডান্ বধস্তু দূতস্য ন নঃ শ্রুতোঽস্তি।" ১৫

অতো বধসমং কিঞ্চিদন্যচ্চিন্তয় বানরৈঃ।
সচিহ্নো গচ্ছতু হরির্যং দৃষ্ট্বায়াস্যতি দ্রুতম্ ॥ ৩৩
রামঃ সুগ্রীবসহিতস্ততো যুদ্ধং ভবেৎ তব।
বিভীষণ চঃ শ্রুত্বা রাবণোঽপ্যেতদব্রবীৎ ॥৩৪
বানরাণাং হি লাঙ্গুলে মহামানো ভবেৎ কিল।
অতো বস্ত্রাদিভিঃ পুচ্ছং বেষ্টয়িত্বা প্রযত্নতঃ ॥ ৩৫

অতএব আপনি বধেরই তুল্য অন্য কোনও এক দণ্ডের কথা চিন্তা করুন, যাহার দ্বারা এই বানর চিহ্নযুক্ত হইয়া গমন করুক এবং ইহাকে দেখিয়া সেই রাম দ্রুত আগমন করুন ॥ ৩৩

সুগ্রীবের সহিত শ্রীরাম এস্থানে উপস্থিত হইলে পর তাঁহার সহিত আপনার যুদ্ধ হইবে। বিভীষণের কথা শুনিয়া তখন রাবণও এই কথা বলিল। ৩৪

(১) এ বিষয়ে আদিকবি বাল্মীকি—সম্যগুক্তং হি ভবতা দূতবধ্যা বিগর্হিতা। অবশ্যন্তু বধাদন্যঃ ক্রিয়তামস্য নিগ্রহঃ। কপীনাং কিল লাঙ্গুলমিষ্টং ভবতি ভূষণম্। তদস্য দীপ্যতাং শীঘ্রং তেন দগ্ধেন গচ্ছতু।" ৫।৫৩।২-৬

(২) বাল্মীকিরামায়ণে এ বিষয়ে পাওয়া যায়,—"তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসাঃ কোপকর্কশাঃ। বেষ্টন্তে তস্য লাঙ্গুলং জীর্ণৈঃ কার্পাসিকৈঃ পটৈঃ। সংবেষ্ট্যমানে লাঙ্গুলে ব্যবর্দ্ধত মহাকপিঃ। শুষ্কমিন্ধনমাসাদ্য বনেষ্বিব হুতাশনঃ। ৫।৫৩।৬-৭ হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নি সংযোজন করিলে পর হনুমান্ চিন্তা করিলেন,—"লঙ্কা চারয়িতব্যা মে পুনরেব ভবেদিতি। রাত্রৌ নহি সুদৃষ্টা মে দুর্গকর্মবিধানতঃ। অবশ্যমেব দ্রষ্টব্যা ময়া লঙ্কা নিশাক্ষয়ে। কামং বধ্নন্তু মে ভূয়ঃ পুচ্ছস্যোদ্দীপনেন চ। ৫।৫৩।১৪-১৫ 'ময়া লঙ্কা নিশাক্ষয়ে' ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মহামতি তিলকটীকাকার বলেন—হনুমান্ সীতার সহিত সম্ভাষণের জন্য কতিপয় দিবস বাস করিয়াছিলেন ইত্যাদি সূচিত হইতেছে ; কারণ ফাল্গুন মাসে সীতাপহরণ ; আশ্বিনের শুক্লপক্ষাবসানে হনুমানের প্রেরণায় বানরগণের দূতপ্রেরণ, কার্তিক শুক্লপক্ষে সীতান্বেষণের জন্য বানরগণের গমন, অগ্রহায়ণের শুক্লা দশমীতে সম্পাতির সহিত সাক্ষাৎকার, তখন সুগ্রীবের নির্দিষ্ট একমাস অতীত বলিয়া বানরগণের কথন, একাদশীতে হনুমানের লঙ্কায় গমন, রাত্রিশেষে সীতা দর্শন, দ্বাদশীর দিবাভাগে অবস্থান পূর্ব্বক রাত্রিতে সীতাসন্দর্শন, রাত্রিশেষে সীতার নিকট রাবণের আগমন, সেই সময় রাবণ-প্রদত্ত দ্বাদশমাসের আর দুইমাস অবশিষ্ট আছে বলিয়া উল্লেখ, ত্রয়োদশীর প্রাতঃকালে সীতার সহিত হনুমানের বাক্যালাপ, এই দিনেই অশোক-বন প্রভৃতি ভঙ্গ, চতুর্দ্দশীতে অক্ষ পর্য্যন্ত রাক্ষসগণকে বধ ও লঙ্কাদাহ। অথবা পূর্ণিমায় লঙ্কাদাহ।

বহ্নিনা যোজয়িত্বৈনং ভ্রাময়িত্বা পুরেঽভিতঃ।
বিসর্জ্জয়ত পশ্যন্তু সর্ব্বে বানরযূথপাঃ ॥ ৩৬
তথেতি শণপট্টৈশ্চ বস্ত্রৈরন্যৈরনেকশঃ।
তৈলাক্তৈর্বেষ্টয়ামাসুর্লাঙ্গুলং মারুতের্দৃঢ়ম্ ॥ ৩৭
পুচ্ছাগ্রে কিঞ্চিদনলং দীপয়িত্বাথ রাক্ষসাঃ।
রজ্জুভিঃ সুদৃঢ়ং বদ্ধা ধৃত্বা তং বলিনোঽসুরাঃ ॥ ৩৮

বানরগণের লাঙ্গুলের উপর অতিশয় সমাদর আছে, (১) অতএব বস্ত্রাদির দ্বারা সেই লাঙ্গুল বিশেষ যত্নসহকারে বেষ্টন করত উহাতে অগ্নিসংযোজন করিয়া এই বানরকে নগরের চারিদিকে ঘুরাইয়া পরে ইহাকে ছাড়িয়া দিবে। সকল বানর সেনাপতিগণ তখন ইহার সেই দুরবস্থা অবলোকন করিতে থাকিবে। ৩৫-৩৬

সেই সময় রাক্ষসগণ 'তথাস্তু—সেইরূপই হউক' বলিয়া তৈলাক্ত শণ, পাট ও অন্যান্য নানাবিধ বস্ত্রসমূহের দ্বারা বায়ু-পুত্র হনুমানের লাঙ্গুল দৃঢ়ভাবে বেষ্টন করিতে লাগিল (২)। ৩৭

অনন্তর রাক্ষসেরা হনুমানের সেই বস্ত্রাদির দ্বারা বেষ্টিত

• • •

হনুমানের পুচ্ছে অগ্নিসংযোজন করিলে এই সংবাদ রাক্ষসীগণ সীতাকে জানাইলে সীতাদেবী অগ্নির উপাসনা করেন, যথা ;—"রাক্ষস্যস্তা বিরূপাক্ষ্যঃ শংসুর্দেব্যাস্তদপ্রিয়ম্। যস্ত্বয়া কৃতসংবাদঃ সীতে তাম্রমুখঃ কপিঃ। লাঙ্গুলেন প্রদীপ্তেন স এষ পরিণীয়তে। শ্রুত্বা তদ্বচনং ক্রূরমাত্মাপহরণোপমম্। বৈদেহী শোকসন্তপ্তা হুতাশনমুপাগমৎ। মঙ্গলাভিমুখী তস্য সা তদাসীন্ মহাকপেঃ। উপতস্থে বিশালাক্ষী প্রযতা হব্যবাহনম্। যদ্যস্তি পতিশুশ্রূষা যদ্যস্তি চরিতং তপঃ। যদি বা ত্বেক-পত্নীত্বং শীতো ভব হনুমতঃ। যদি কিঞ্চিদনুক্রোশস্তস্য ময্যস্তি ধীমতঃ। যদি বা ভাগ্যশেষো মে শীতো ভব হনুমতঃ। যদি মাং বৃত্তসম্পন্নাং তৎসমাগমলালসাম্। স বিজানাতি ধর্ম্মাত্মা শীতো ভব হনুমতঃ। যদি মাং তারয়েদার্য্যঃ সুগ্রীবঃ সত্যসঙ্গরঃ। অস্মাদ্ দুঃখাম্বুসংরোধাচ্ছীতো ভব হনুমতঃ" ৫।৫৩।২৪-৩০

পুচ্ছে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে থাকিলেও অগ্নি কেন আমাকে দগ্ধ করিতেছেন না ? এরূপ চিন্তাপরায়ণ হনুমান্সম্বন্ধে বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—দহ্যমানে চ লাঙ্গুলে চিন্তয়ামাস বানরঃ। প্রদীপ্তোঽগ্নিরয়ং কস্মান্ন মাং দহতি সর্ব্বতঃ। দৃশ্যতে চ মহাজ্বালঃ করোতি চ ন মে রুজম্। শিশিরস্যেব সম্পাতো লাঙ্গুলাগ্রে প্রতিষ্ঠিতঃ।" ৫।৫৩।৩৩-৩৪

এরূপ চিন্তা করিতে করিতে হনুমান্ স্থির করিলেন—"সীতায়াশ্চানৃশংস্যেন তেজসা রাঘবস্য চ। পিতুশ্চ মম সখ্যেন ন মাং দহতি পাবকঃ।" ৫।৫৩।৩৭
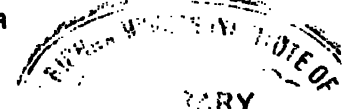
সমন্তাদ্ ভ্রাময়ামাসুশ্চোরোঽয়মিতিবাদিনঃ।
তূর্য্যঘোষৈর্ঘোষয়ন্তস্তাড়য়ন্তো মুহুর্মুহুঃ॥ ৩৯
হনুমতাপি তৎ সর্ব্বং সোঢ়ং কিঞ্চিচ্চিকীর্ষুণা।
গত্বা তু পশ্চিমদ্বারসমীপং তত্র মারুতিঃ॥ ৪০
সূক্ষ্মো বভূব বন্ধেভ্যো নিঃসৃতঃ পুনরপ্যসৌ।
বভূব পর্ব্বতাকারস্তত উৎপ্লুত্য গোপুরম্॥ ৪১

পুচ্ছের অগ্রভাগে অগ্নি সংযোজন করিয়া বলবান্ সেই রাক্ষসগণ রজ্জু দ্বারা হনুমান্‌কে অতিশয় দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া ধারণ করত 'এ চোর' এই কথা বলিতে বলিতে এবং বারংবার তূর্য্যঘোর সহকারে ঘোষণা করিতে করিতে নগরের চারিদিকে ঘুরাইতে লাগিল। ৩৮-৩৯

এই সময় হনুমান্ কিন্তু কিছু করিবার ইচ্ছায় যেন সব সহ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। এইভাবে লঙ্কার পশ্চিম দ্বারের নিকট যাইয়া সেস্থানে হনুমান্ সূক্ষ্ম অর্থাৎ ক্ষুদ্র দেহ হইয়া যাইলেন। তারপর তিনি সেই সব বন্ধন হইতে নির্গত হইয়া পর্ব্বতাকার দেহ ধারণ করিলেন এবং গোপুর অর্থাৎ তোরণ দ্বারে লাফ দিয়া উঠিয়া তথায় একটি স্তম্ভ গ্রহণ করত তাহার দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যে সেই সব রক্ষিগণকে বধ করিয়া অবশিষ্ট

তত্রৈকং স্তম্ভমাদায় হত্বা তান্ রক্ষিণঃ ক্ষণাৎ।
বিচার্য্য কার্য্যশেষং স প্রাসাদাগ্রাদ্ গৃহাদ্ গৃহম্॥৪২
উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য সন্দীপ্তপুচ্ছেন মহতা কপিঃ।
দদাহ লঙ্কামখিলাং সাট্টপ্রাসাদতোরণাম্॥ ৪৩
হা তাত পুত্র নাথেতি ক্রন্দমানাঃ সমন্ততঃ।
ব্যাপ্তাঃ প্রাসাদশিখরেঽপ্যারূঢ়া দৈত্যযোষিতঃ॥ ৪

কার্য্য বিচার করত প্রাসাদাগ্র হইতে প্রাসাদাগ্রে এবং গৃহ হইতে গৃহে লাফ দিয়া দিয়া গমন করিয়া কপিবর হনুমান্ নিজের বিশাল প্রজ্বলিত পুচ্ছের সহায়তায় অট্টালিকা, প্রাসাদ ও গোপুর (তোরণ) দ্বার সহ সম্পূর্ণ লঙ্কাকে (১) দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪০-৪৩

তখন রাক্ষসরমণীগণ 'হা পিতঃ! হা পুত্র! হা নাথ!' এই কথা বলিতে বলিতে প্রাসাদের শিখরে আরোহণ করিলেও তাহারা অগ্নির দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ দগ্ধ হইয়া যাইল। ৪৪

(১) লঙ্কাদাহবিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে—

"যো হ্যয়ং মম লাঙ্গুলে দীপ্যতে হব্যবাহনঃ।
অস্য সন্তর্পণং ন্যায্যং কর্ত্তুমেভির্গৃহোত্তমৈঃ॥
ততঃ প্রদীপ্তলাঙ্গুলঃ সবিদ্যুদিব তোয়দঃ।
ভবনাগ্রেষু লঙ্কায়া বিচচার মহাকপিঃ॥
গৃহাদ্ গৃহং রাক্ষসানামুদ্যানানি চ বানরঃ।
বীক্ষমাণো হ্যসন্ত্রস্তঃ প্রাসাদাংশ্চ চচার সঃ॥
অবপ্লুত্য মহাবেগঃ প্রহস্তস্য নিবেশনম্।
অগ্নিং তত্র বিনিক্ষিপ্য শ্বসনেন সমো বলী॥
ততোঽন্যৎ পুপ্লুবে বেশ্ম মহাপার্শ্বস্য বীর্য্যবান্।
মুমোচ হনুমানগ্নিং কালানলশিখোপমম্॥
বজ্রদংষ্ট্রস্য চ তথা পুপ্লুবে স মহাকপিঃ।
শুকস্য চ মহাতেজাঃ সারণস্য চ ধীমতঃ॥
তথা চেন্দ্রজিতো বেশ্ম দদাহ হরিযূথপঃ।
জম্বুমালেঃ সুমালেশ্চ দদাহ ভবনং ততঃ॥
রশ্মিকেতোশ্চ ভবনং সূর্য্যশত্রোস্তথৈব চ।
হ্রস্বকর্ণস্য দংষ্ট্রস্য রোমশস্য চ রক্ষসঃ॥
যুদ্ধোন্মত্তস্য মত্তস্য ধ্বজগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
বিদ্যুজ্জিহ্বস্য ঘোরস্য তথা হস্তিমুখস্য চ॥
করালস্য বিশালস্য শোণিতাক্ষস্য চৈব হি।
কুম্ভকর্ণস্য ভবনং মকরাক্ষস্য চৈব হি॥
নরান্তকস্য কুম্ভস্য নিকুম্ভস্য দুরাত্মনঃ।
যজ্ঞশত্রোশ্চ ভবনং ব্রহ্মশত্রোস্তথৈব চ॥
বর্জয়িত্বা মহাতেজা বিভীষণগৃহং প্রতি।
ক্রমমাণঃ ক্রমেণৈব দদাহ হরিপুঙ্গবঃ॥
তেষু তেষু মহার্হেষু ভবনেষু মহাযশাঃ।
গৃহেষৃদ্ধিমতামৃদ্ধিং দদাহ কপিকুঞ্জরঃ॥
সর্ব্বেষাং সমতিক্রম্য রাক্ষসেন্দ্রস্য বীর্য্যবান্।
আসসাদাথ লক্ষ্মীবান্ রাবণস্য নিবেশনম্॥ ৫।৫৪।৫-১৮

* * *

হনুমতা বেগবতা বানরেণ মহাত্মনা।
লঙ্কাপুরং প্রদগ্ধং তদ্ রুদ্রেণ ত্রিপুরং যথা॥ ৩০

* * *

ভঙ্ক্ত্বা বনং মহাতেজা হত্বা রক্ষাংসি সংযুগে।
দগ্ধ্বা লঙ্কাপুরীং ভীমাং ররাজ স মহাকপিঃ॥ ৫৭

* * *

লঙ্কাং সমস্তাং সম্পীড্য লাঙ্গুলাগ্নিং মহাকপিঃ।
নির্ব্বাপয়ামাস তদা সমুদ্রে হরিপুঙ্গবঃ॥
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
দৃষ্ট্বা লঙ্কাং প্রদগ্ধাং তাং বিস্ময়ং পরমং গতাঃ॥
তং দৃষ্ট্বা বানরশ্রেষ্ঠং হনুমন্তং মহাকপিম্।
কালাগ্নিরিতি সঞ্চিন্ত্য সর্ব্বভূতানি তত্রসুঃ॥ ৫৯-৬১

দেবতা ইব দৃশ্যন্তে পতন্ত্যঃ পাবকেঽখিলাঃ।
বিভীষণগৃহং ত্যক্ত্বা সর্ব্বং ভস্মীকৃতং পুরম্ ॥ ৪৫
তত উৎপ্লুত্য জলধৌ হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
লাঙ্গূলং মজ্জয়িত্বান্তঃ স্বস্থচিত্তো বভূব সঃ ॥ ৪৬
বায়োঃ প্রিয়সখিত্বাচ্চ সীতয়া প্রার্থিতোঽনলঃ।
ন দদাহ হরেঃ পুচ্ছং বভূবাত্যন্তশীতলঃ ॥ ৪৭
যন্নামসংস্মরণধূতসমস্তপাপা-
স্তাপত্রয়ানলমপীহ তরন্তি সদ্যঃ।
তস্যৈব কিং রঘুবরস্য বিশিষ্টদূতঃ
সন্তপ্যতে কথমসৌ প্রকৃতানলেন ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
সুন্দরকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

সেই সময় এই সব রাক্ষসীরমণীরা প্রাসাদশিখরে অগ্নিদগ্ধ হইয়া দেবরমণীগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। এই ভাবে হনুমান্ বিভীষণের গৃহ ছাড়িয়া সমগ্র লঙ্কাপুরীকে ভস্মীকৃত করিলেন ॥ ৪৫

তারপর পবননন্দন হনুমান্ লাফ দিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া সেই প্রজ্বলিত লাঙ্গূলকে জলমধ্যে ডুবাইয়া নিজে স্বস্থচিত্ত হইলেন অর্থাৎ সমুদ্রের জলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ায় নিশ্চিন্ত হইলেন (২) ॥ ৪৬

অগ্নি বায়ুর সখা বলিয়া এবং (এই হনুমান্ সেই বায়ুর পুত্র) সীতাদেবী প্রার্থনা করায় অগ্নি হনুমানের পুচ্ছ দগ্ধ করেন নাই, তিনি হনুমানের নিকট অতিশয় শীতল হইয়াছিলেন ॥ ৪৭

যাঁহার নাম স্মরণ করিলে জীবগণের সমস্ত পাপ দূরীভূত হয় এবং তাহারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপানলও তৎক্ষণাৎ অতিক্রম করিতে পারে, সেই রঘুবর শ্রীরামচন্দ্রেরই বিশিষ্ট দূত এই হনুমান্ কি কখনও এই সামান্য অনলের দ্বারা দগ্ধ হইতে পারেন? ৪৮

(২) বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়, লঙ্কায় অগ্নিসংযোজন করিবার পর হনুমানের মনে আশঙ্কার উদয় হয় যে নিশ্চয়ই আমার প্রদত্ত অগ্নিসংযোগে যেরূপ এই লঙ্কা দগ্ধ হইতেছে, সেইরূপ সীতাদেবীও হয় ত' দগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। এরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলে হনুমান্ যাহা বলিয়াছিলেন,—"সন্দীপ্যমানাং বিধ্বস্তাং ত্রস্তরক্ষোগণাং পুরীম্। অবেক্ষ্য হনুমাঁল্লঙ্কাং চিন্তয়ামাস বানরঃ॥ তস্যাভূৎ সুমহাংস্ত্রাসঃ কুৎসা চাত্মন্যজায়ত। লঙ্কাং প্রদহতা কর্ম্ম কিংস্বিৎ কৃতমিদং ময়া॥ ধন্যাঃ খলু মহাত্মানো যে বুদ্ধ্যা কোপমুত্থিতম্। নিরুন্ধন্তি মহাত্মানো দীপ্তমগ্নিমিবাম্ভসা॥ ক্রুদ্ধঃ পাপং ন কুর্য্যাৎ কঃ ক্রুদ্ধো হন্যাদ্ গুরূনপি। ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা নরঃ সাধূনধিক্ষিপেৎ॥ বাচ্যাবাচ্যং প্রকুপিতো ন বিজানাতি কর্হিচিৎ। নাকার্য্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে কচিৎ॥ যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং ক্ষময়েব নিরস্যতি। যথোরগস্ত্বচং জীর্ণাং স বৈ পুরুষ উচ্যতে॥ ধিগস্তু মাং সুদুর্বুদ্ধিং নির্লজ্জং পাপকৃত্তমম্। অচিন্তয়িত্বা তাং সীতামগ্নিদং স্বামিঘাতকম্॥ যদি দগ্ধা ত্বিয়ং সর্ব্বা নূনমার্য্যাপি জানকী। দগ্ধা তেন ময়া ভর্ত্তুর্হতং কার্য্যমজানতা॥ যদর্থময়মারম্ভস্তৎকার্য্যমবসাদিতম্। ময়া হি দহতা লঙ্কাং ন সীতা পরিরক্ষিতা॥ ঈষৎকার্য্যমিদং কার্য্যং কৃতমাসীন্ন সংশয়ঃ। তস্য ক্রোধাভিভূতেন ময়া মূলক্ষয়ঃ কৃতঃ॥ ৫।৫৫।১-১০

এরূপ বিলাপ করিতে করিতে হনুমান্ নানা নিমিত্তসকল দেখিয়া ভাবিলেন,—"অথবা চারুসর্ব্বাঙ্গী রক্ষিতা স্বেন তেজসা। ন নশিষ্যতি কল্যাণী নাগ্নিরগ্নৌ প্রবর্ত্ততে॥ নহি ধর্ম্মাত্মনস্তস্য ভার্য্যামমিততেজসঃ। স্বচরিত্রাভিগুপ্তাং তাং স্প্রষ্টুমর্হতি পাবকঃ॥ নূনং রামপ্রভাবেণ বৈদেহ্যাঃ সুকৃতেন চ। যন্মাং দহনকর্ম্মায়ং নাদহদ্ধব্যবাহনঃ" ৫।৫৫।২২-২৪

এই সময় হনুমান্ মহাত্মা চারণগণের এই বাক্য শ্রবণ করিলেন,—"অহো খলু কৃতং কর্ম্ম দুর্বিগাহং হনূমতা। অগ্নিং বিসৃজতা তীক্ষ্ণং ভীমং রাক্ষসসদ্মনি॥ প্রপলায়িত রক্ষঃস্ত্রীবালবৃদ্ধসমাকুলা। জনকোলাহলাধ্মাতা ক্রন্দন্তীবাদ্রিকন্দরৈঃ॥ দগ্ধেয়ং নগরী লঙ্কা সাট্টপ্রাকারতোরণা। জানকী ন চ দগ্ধেতি বিস্ময়োঽদ্ভুত এব নঃ॥ ইতি শুশ্রাব হনুমান্ বাচং তামমৃতোপমম্। বভূব চাস্য মনসো হর্ষস্তৎকালসম্ভবঃ॥ স নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থৈঃ কারণৈশ্চ মহাগুণৈঃ। ঋষিবাক্যৈশ্চ হনুমানভবৎ প্রীতমানসঃ॥ ৫।৫৫।৩০-৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে উমা-মহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

(সীতাং প্রণম্য হনূমতঃ পারেসমুদ্রমাগমনম, রামসমীপে সীতায়াঃ সন্দেশাদি কথনঞ্চ।)

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততঃ সীতাং নমস্কৃত্য হনূমানব্রবীদ্ বচঃ।
আজ্ঞাপয়তু মাং দেবি ভবতী রামসন্নিধিম্ ॥ ১
গচ্ছামি রামস্ত্বাং দ্রষ্টুমাগমিষ্যতি সানুজঃ।
ইত্যুক্ত্বা ত্রিঃ পরিক্রম্য জানকীং মারুতাত্মজঃ ॥২
প্রণম্য প্রস্থিতো গন্তুমিদং বচনমব্রবীৎ।
দেবি গচ্ছামি ভদ্রং তে তূর্ণং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্ ॥ ৩
লক্ষ্মণঞ্চ সসুগ্রীবং বানরাযুতকোটিভিঃ।
ততঃ প্রাহ হনূমন্তং জানকী দুঃখকর্ষিতা ॥ ৪
ত্বাং দৃষ্ট্বা বিস্মৃতং দুঃখমিদানীং ত্বং গমিষ্যসি।
ইতঃ পরং কথং বর্ত্তে রামবার্ত্তাশ্রুতিং বিনা ॥ ৫

মারুতিরুবাচ।

যদ্যেবং দেবি মে স্কন্ধমারোহ ক্ষণমাত্রতঃ।
রামেণ যোজয়িষ্যামি মন্যসে যদি জানকি ॥ ৬

পঞ্চম অধ্যায়।

[সীতাকে প্রণাম করিয়া হনুমানের সমুদ্রপারে আগমন এবং রামের নিকট সীতার সংবাদাদি কথন।]

শ্রীমহাদেব কহিলেন,— তারপর হনুমান্ সীতার নিকট গমন করত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলেন,—দেবি। আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি শ্রীরামের নিকটে গমন করি। অনুজ লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরাম আপনাকে দেখিতে আসিবেন। এই কথা বলিয়া বায়ুসুত হনুমান্ সীতাদেবীকে তিনবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম (১) করত গমন করিতে উদ্যোগী হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—দেবি। আমি যাইতেছি। আপনার মঙ্গল হউক। আপনি সত্বর শ্রীরামকে দর্শন করিতে পাইবেন। ১-৩

কেবল শ্রীরামকেই নহে, অযুতকোটি বানরগণের সহিত লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকেও দেখিতে পাইবেন। তদনন্তর দুঃখকাতরা জনকনন্দিনী সীতা (২) হনুমান্‌কে বলিলেন। ৪

বৎস। আমি তোমাকে দেখিয়া সকল দুঃখই বিস্মৃত হইয়াছিলাম; কিন্তু এখন তুমি চলিয়া যাইবে, সুতরাং রামের কোনও সংবাদ না শুনিয়া আমি ইহার পর কিভাবে অবস্থান করিব? ৫

মারুতি (মরুতের বায়ুর পুত্র) বলিলেন,— দেবি। যদি আপনি এরূপই ভাবিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন; আমি ক্ষণকালের মধ্যেই আপনাকে

(১) প্রণাম চার প্রকার—১। অভিবাদন, ২। অষ্টাঙ্গ, ৩। পঞ্চাঙ্গ, ৪। করশিরঃসংযোগ। নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া প্রণম্যের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করাকে অভিবাদন বলে।

অষ্টাঙ্গ—

"পদ্‌ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ।"

পঞ্চাঙ্গ—

বাহুভ্যাং চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা।
পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ।

করশিরঃসংযোগ—প্রণম্য ব্যক্তিকে দেখিয়া 'প্রণাম' বা 'নমস্কার' বলিয়া মস্তকে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্পর্শ করাকে বলে 'করশিরঃ সংযোগ' প্রণাম। সাধারণতঃ অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণাম দেবতা উদ্দেশ্যে এবং মহাগুরু উদ্দেশ্যে করা হয়। আর অভিবাদন ও করশিরঃসংযোগ প্রণাম পূজ্য ও মান্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে করা হয়।

দেবতা প্রণামে আরও বিধি,—

"স্ববামে প্রণমেদ্ বিষ্ণুং দক্ষিণে শক্তি-শঙ্করৌ।
প্রণমেচ্চ গুরোরগ্রে চান্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।"

(২) বাল্মীকি রামায়ণে সীতাদেবীর উক্তি,—

"যদি ত্বং মন্যসে তাত বসৈকাহমিহানঘ।
কচিৎ সুসংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বোগমিষ্যসি।
মম চৈবাল্পভাগ্যায়াঃ সান্নিধ্যাৎ তব বানর।
শোকস্যাস্যাপ্রমেয়স্য মুহূর্ত্তং স্যাদপি ক্ষয়ঃ।
গতে হি হরিশার্দ্দূল পুনঃ সম্প্রাপ্তয়ে ত্বয়ি।
প্রাণেষ্বপি ন বিশ্বাসো মম বানরপুঙ্গব।
অদর্শনং তে বীর ভূয়ো মাং দারয়িষ্যতি।
দুঃখাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্তং দুর্ম্মনঃ শোককর্শিতাম্।"

ইত্যাদি ৫।৫৬।৩-৬

সীতোবাচ।

রাম সাগরমাশোষ্যং বদ্ধা বা শরপঞ্জরৈঃ।
আগত্য বানরৈঃ সার্দ্ধং হত্বা রাবণমাহবে ॥ ৭
মাং নয়েদ্ যদি রামস্য কীর্ত্তির্ভবতি শাশ্বতী।
অতো গচ্ছ কথঞ্চাপি প্রাণান্ সন্ধারয়াম্যহম্ ॥ ৮
ইতি প্রস্থাপিতো বীরঃ সীতয়া প্রণিপত্য তাম্।
জগাম পর্ব্বতস্যাগ্রে গন্তুং পারং মহোদধেঃ ॥ ৯
তত্র গত্বা মহাসত্ত্বঃ পাদাভ্যাং পীড়য়ন্ গিরিম্।
জগাম বায়ুবেগেন পর্ব্বতশ্চ মহীতলম্ ॥ ১০
ততো মহীসমানত্বং ত্রিংশদ্‌যোজনমুচ্ছ্রিতঃ।
মারুতির্গগনান্তঃস্থো মহাশব্দং চকার সঃ ॥ ১১
তং শ্রুত্বা বানরাঃ সর্ব্বে জ্ঞাত্বা মারুতিমাগতম্।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টাঃ শব্দং চক্রুর্মহাস্বনম্ ॥ ১২
শব্দেনৈব বিজানীমঃ কৃতকার্য্যঃ সমাগতঃ।
হনুমানেব পশ্যধ্বং বানরা বানরর্ষভম্ ॥ ১৩

রামের সহিত মিলিত করিয়া দিব; অবশ্য উহা যদি আপনি নিজের পক্ষে অনুকূল মনে করেন (১)। ৬

শ্রীসীতাদেবী কহিলেন,—বৎস! রাম সাগরকে শুষ্ক করিয়াই হউক কিংবা বাণসমূহের দ্বারা সাগরকে বন্ধন করিয়া অর্থাৎ সাগরের উপর বাণসমূহের সেতু রচনা করিয়াই হউক, বানরগণের সহিত এই লঙ্কায় শুভাগমন করত যুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়া যদি আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলে রামের অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ হইবে। অতএব তুমি গমন কর। আমি কোনরূপে তাঁহার আগমন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করিব। ৭-৮

সীতাদেবী কর্ত্তৃক এই ভাবে প্রেরিত হইয়া বীর হনুমান্ তাঁহাকে প্রণাম করত মহাসাগরের পরপারে গমন করিবার জন্য পর্ব্বতের শিখরে (২) গমন করিলেন। ৯

মহাপরাক্রমশালী হনুমান্ সেই পর্ব্বতশিখরে গমন করত দুই পদের দ্বারা পর্ব্বতকে চাপ দিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন এবং পর্ব্বত সেই সময় হনুমানের পদভরে রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। ১০

তারপর এই পর্ব্বত ত্রিশ যোজন উচ্চ হইলেও তৎকালীন হনুমানের পদভরে পৃথিবীর সমতল হইয়া যাইল। এদিকে পবন-নন্দন আকাশমার্গে থাকিয়াই মহাশব্দ করিলেন। ১১

সমস্ত বানরগণ সেই শব্দ শ্রবণ করত 'হনুমান্ আসিতেছেন' ইহা জানিতে পারিয়া অতিশয় আনন্দে সিংহনাদ শব্দ করিতে লাগিল। ১২

তাহারা শব্দের দ্বারাই বুঝিতে পারিল যে, হনুমান্ অবশ্যই কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, অতএব বানরগণ! তোমরা বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে দর্শন কর। ১৩

---

(১) এই ৬ শ্লোক হইতে হনুমান্ ও সীতাদেবীর উক্তি প্রত্যুক্তি বাল্মীকিরামায়ণে নাই। তথায় প্রদর্শিত সীতাদেবীর বাক্যের পর হনুমান্ বলিলেন,—

"দেবি হর্য্যৃক্ষসৈন্যানামীশ্বরঃ প্লবতাং বরঃ।
সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তবার্থে কৃতনিশ্চয়ঃ।
স বানরসহস্রাণাং কোটিভিরভিসংবৃতঃ।
ক্ষিপ্রমেষ্যতি বৈদেহি সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
ক্ষিপ্রমেষ্যতি বৈদেহি সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
তৌ চ বীরৌ নরবরৌ সহিতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
আগম্য নগরীং লঙ্কাং সাগরৈর্বিধমিষ্যতঃ।
সগণং রাক্ষসং হত্বা নচিরাদ্ রঘুনন্দনঃ।
ত্বামাদায় বরারোহে স্বাং পুরীং প্রতিযাস্যতি।
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে ভব ত্বং ফলকাঙ্ক্ষিণী।
ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি রামেণ নিহতং রাবণং রণে।
ইত্যাদি ৫।৫৬।১৫-১৯

(২) বাল্মীকিরামায়ণে এই পর্ব্বতের নাম 'অরিষ্ট' পর্ব্বত বলিয়া উল্লিখিত আছে—

"ততঃ স কপিশার্দূলঃ স্বামিসন্দর্শনোৎসুকঃ" ৫।৫৬।২৫২
"আরুরোহ গিরিশ্রেষ্ঠমরিষ্টমরিমর্দ্দনঃ"। ৫।৫৬।২৬২

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, হনুমান্ সমুদ্রলঙ্ঘনের জন্য উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণে লঙ্কায় আসিয়াছিলেন এবং তিনি মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে লম্ফন প্রদান করিয়াছিলেন। এই লঙ্কা হইতে অর্থাৎ সাগরের দক্ষিণ পার হইতে উত্তর পারে যাইবার জন্য এই অরিষ্ট পর্ব্বত হইতে হনুমান্ লম্ফ প্রদান করেন। এই অরিষ্ট পর্ব্বত বর্ণনাপ্রসঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি,—

"আরুরোহ গিরিশ্রেষ্ঠমরিষ্টমরিমর্দ্দনঃ।
তুঙ্গপদ্মকজুষ্টাভিনীলাভির্বনরাজিভিঃ।
সোত্তরীয়মিবাম্ভোদৈঃ শৃঙ্গান্তরবিলম্বিভিঃ।
বোধ্যমানমিব প্রীত্যা দিবাকরকরৈঃ শুভৈঃ।
উন্মিষন্তমিবোদ্ধূতৈর্লোচনৈরিব ধাতুভিঃ।
তোয়ৌঘনিঃস্বনৈর্মন্দ্রৈঃ প্রাধীতমিব পর্ব্বতম্।
প্রগীতমিব বিস্পষ্টং নানাপ্রস্রবণস্বনৈঃ।
দেবদারুভিরত্যুদ্ধৈরূর্দ্ধবাহুমিব স্থিতম্।
ইত্যাদি ৫।৫৬।২৬।২৯

এবং ব্রুবৎসু বীরেষু বানরেষু স মারুতিঃ।
অবতীর্য্য গিরের্মূর্দ্ধ্নি বানরানিদমব্রবীৎ ॥ ১৪
দৃষ্টা সীতা ময়া লঙ্কা ধর্ষিতা চ সকাননা।
সম্ভাষিতো দশগ্রীবস্ততোঽহং পুনরাগতঃ ॥ ১৫
ইদানীমেব গচ্ছামো রামসুগ্রীবসন্নিধিম্।
ইত্যুক্তা বানরাঃ সর্ব্বে হর্ষেণালিঙ্গ্য মারুতিম্ ॥ ১৬
কেচিচ্চুচুম্বুর্লাঙ্গুলং ননৃতুঃ কেচিদুৎসুকাঃ।
হনুমতা সমেতাস্তে জগ্মুঃ প্রস্রবণং গিরিম্ ॥ ১৭
গচ্ছন্তো দদৃশুর্বীরা বনং সুগ্রীবরক্ষিতম্।
মধুসংজ্ঞং তদা প্রাহুরঙ্গদং বানরর্ষভাঃ ॥ ১৮
ক্ষুধিতাঃ স্মো বয়ং বীর দেহ্যনুজ্ঞাং মহামতে।
ভক্ষয়ামঃ ফলান্যদ্য পিবামোঽমৃতবন্মধু ॥ ১৯
সন্তুষ্টা রাঘবং দ্রষ্টুং গচ্ছামোঽদ্যৈব সানুজম্ ॥ ২০

এইভাবে সেই বীর বানরগণ পরস্পর আলোচনা করিতেছে, সেই সময় পবনকুমার পর্ব্বতশিখরে নামিয়া বানরদিগকে এই কথা বলিলেন। ১৪

আমি সীতাদেবীকে দেখিয়াছি এবং বনভূমি সহ লঙ্কা নগরীকে বিধ্বস্ত করিয়াছি। আমি দশানন রাবণের সহিত আলাপও করিয়াছি, তাহার পর আমি পুনরায় এস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছি। ১৫

এখনই আমরা রাম ও সুগ্রীবের নিকট গমন করিব। হনুমান্ এই কথা বলিলে পর সেই সব বানরগণ আনন্দে পবন-কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া কেহ কেহ তাঁহার লাঙ্গুল চুম্বন করিল, কেহ কেহ আবার উৎসুক হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তারপর তাহারা সকলে হনুমানের সহিত প্রস্রবণ পর্ব্বত অভিমুখে গমন করিল। ১৬-১৭

সেই বীর বানরগণ যাইতে যাইতে সুগ্রীবরক্ষিত মধুনামক বন দেখিতে পাইল। তখন সেই সব বানরশ্রেষ্ঠগণ অঙ্গদকে বলিল। ১৮

বীর! আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। মহামতে! আপনি অনুমতি প্রদান করুন—আমরা আজ ফলসকল ভোজন করিব এবং অমৃততুল্য মধু পান করিব। ভোজনে সন্তুষ্ট হইয়া আমরা আজই অনুজ লক্ষ্মণের সহিত রামকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিব। ১৯-২০

অঙ্গদ উবাচ।

হনুমান্ কৃতকার্য্যোঽয়ং পিবতৈতৎ প্রসাদতঃ
ভক্ষধ্বং ফলমূলানি ত্বরিতং হরিসত্তমাঃ ॥ ২১
ততঃ প্রবিশ্য হরয়ঃ পাতুমারেভিরে মধু।
রক্ষিণস্তাননাদৃত্য দধিবক্ত্রেণ নোদিতান্ ॥ ২২
পিবতস্তাড়য়ামাসুর্বানরান্ বানরর্ষভাঃ।
ততস্তান্ মুষ্টিভিঃ পাদৈশ্চূর্ণয়িত্বা পপুর্মধু ॥ ২৩
ততো দধিমুখঃ ক্রুদ্ধঃ সুগ্রীবস্য স মাতুলঃ।
জগাম রক্ষিভিঃ সার্দ্ধং যত্র রাজা কপীশ্বরঃ ॥ ২৪
গত্বা তমব্রবীদ্দেব চিরকালাভিরক্ষিতম্।
নষ্টং মধুবনং তেঽদ্য কুমারেণ হনূমতা ॥ ২৫
শ্রুত্বা দধিমুখেনোক্তং সুগ্রীবো হৃষ্টমানসঃ।
দৃষ্টাগতো ন সন্দেহঃ সীতাং পবননন্দনঃ ॥ ২৬

অঙ্গদ বলিলেন,—হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! এই হনুমান্ কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, অতএব ইঁহার প্রসাদে তোমরা সকলে মধু পান কর এবং ফলমূলসমূহ সত্বর ভোজন কর। ২১

তদনন্তর সেই সব বানরগণ দধিমুখপ্রেরিত রক্ষী বানরদিগের গ্রাহ্য না করিয়াই মধুবনে প্রবেশ করিয়া মধুপান করিতে লাগিল। ২২

রক্ষী বানরশ্রেষ্ঠগণ সেই সব মধুপানকারী বানরদিগকে আঘাত করিতে লাগিল। তখন মধুপানকারী বানরগণ রক্ষী বানরদিগকে মুষ্ট্যাঘাত ও পদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া মধুপান করিতে লাগিল। ২৩

তদনন্তর সুগ্রীবের মাতুল দধিমুখ ক্রুদ্ধ হইয়া রক্ষী বানরগণের সহিত যথায় কপিরাজ সুগ্রীব রহিয়াছেন, তথায় গমন করিলেন। ২৪

দধিমুখ গমন করত সেই সুগ্রীবকে বলিলেন,—দেব! দীর্ঘকাল ধরিয়া সুরক্ষিত আপনার মধুবন আজ কুমার অঙ্গদ ও হনুমান্ নষ্ট করিয়া দিতেছে। ২৫

দধিমুখ কর্ত্তৃক কথিত এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব মনে মনে হৃষ্ট হইলেন এবং ভাবিলেন—পবননন্দন হনুমান্ নিশ্চয়ই সীতাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ২৬

নো চেন্মধুবনং দ্রষ্টুং সমর্থঃ কো ভবেন্মম।
তত্রাপি বায়ুপুত্রেণ কৃতং কার্য্যং ন সংশয়ঃ॥ ২৭
শ্রুত্বা সুগ্রীববচনং হৃষ্টো রামস্তমব্রবীৎ।
কিমুচ্যতে ত্বয়া রাজন্ বচঃ সীতাকথান্বিতম্॥ ২৮
সুগ্রীবস্ত্বব্রবীদ্বাক্যং দেব দৃষ্টাবনীসুতা।
হনুমৎপ্রমুখাঃ সর্ব্বে প্রবিষ্টা মধুকাননম্॥ ২৯
ভক্ষয়ন্তি স্ম সকলং তাড়য়ন্তি স্ম রক্ষিণঃ।
অকৃত্বা দেব কার্য্যং তে দ্রষ্টুং মধুবনং মম॥ ৩০
ন সমর্থাস্ততো দেবী দৃষ্টা সীতেতি নিশ্চিতম্।
রক্ষিণো বো ভয়ং মাস্তু গত্বা ব্রূত মমাজ্ঞয়া॥ ৩১
বানরানঙ্গদমুখানানয়ধ্বং মমান্তিকম্।
শ্রুত্বা সুগ্রীববচনং গত্বা তে বায়ুবেগতঃ॥ ৩২
হনুমৎপ্রমুখানূচুর্গচ্ছতেশ্বরশাসনাৎ।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি সুগ্রীবঃ সরামো লক্ষ্মণান্বিতঃ॥ ৩৩
যুষ্মানতীব হৃষ্টাস্তে ত্বরয়ন্তি মহাবলাঃ।
তথেত্যম্বরমাসাদ্য যযুস্তে বানরোত্তমাঃ॥ ৩৪
হনুমন্তং পুরস্কৃত্য যুবরাজং তথাঙ্গদম্।
রামসুগ্রীবয়োরগ্রে নিপেতুর্ভুবি সত্বরম্॥ ৩৫
হনুমান্ রাঘবং প্রাহ দৃষ্টা সীতা নিরাময়া।
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাগ্রে রামং পশ্চাদ্ধরীশ্বরম্॥ ৩৬
কুশলং প্রাহ রাজেন্দ্র জানকী ত্বাং শুচান্বিতা।
অশোকবনিকামধ্যে শিংশপামূলমাশ্রিতা॥ ৩৭
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা নিরাহারা কৃশা প্রভো।
হা রাম রাম রামেতি শোচন্তী মলিনাম্বরা॥ ৩৮
একবেণী ময়া দৃষ্টা শনৈরাশ্বাসিতা শুভা।
বৃক্ষশাখান্তরে স্থিতা সূক্ষ্মরূপেণ তে কথাম্॥ ৩৯

অন্যথায় আমার এই মধুবন কে দেখিতে (পান করা দূরে থাকুক, কেই বা দেখিতে) সমর্থ হইবে? অতএব বায়ুপুত্র হনুমান্ যে কৃতকার্য্য হইয়াছে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৭

সুগ্রীবের এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট শ্রীরাম তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! তুমি সীতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কি কথা বলিতেছ? ২৮

তখন সুগ্রীব কহিলেন,—দেব! ধরানন্দিনী সীতাকে ইহারা দেখিতে পাইয়াছে; তাই হনুমান্ প্রভৃতি সকল বানরগণ আমার মধুবনে প্রবেশ করিয়াছে। ২৯

তাহারা সমস্ত মধু ও ফলাদি ভক্ষণ করিয়াছে এবং বনরক্ষীদিগকে আঘাত করিয়াছে। দেব! তাহারা তোমার কার্য্য না করিয়া আমার মধুবনে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত না। এইজন্য আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে, সীতাদেবীকে তাহারা দেখিয়াছে। রক্ষিগণ! তোমরা যাইয়া বল যে, তোমাদের কোনও ভয় নাই। আমার আদেশে অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণকে আমার নিকটে আনয়ন কর। তখন সেই রক্ষী বানরগণ সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগে তথায় (মধুবনে) গমন করত হনুমান্ প্রভৃতিকে বলিল—রাজা সুগ্রীবের আদেশ অনুসারে তোমরা রাজার নিকট গমন কর। রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বানররাজ সুগ্রীব তোমাদের দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ৩০-৩৩

হে মহাবল বানরগণ! তোমাদের আগমন বার্ত্তা পাইয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন, তোমাদিগকে সত্বর যাইবার আদেশ করিয়াছেন। (অথবা মহাবল বানরগণ! তাঁহারা অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তোমাদিগকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন।) তখন সেই বানরোত্তমগণ 'তথাস্তু' বলিয়া আকাশ পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিল। ৩৪

তাহারা হনুমান্ এবং যুবরাজ অঙ্গদকে অগ্রে করিয়া সত্বর রাম ও সুগ্রীবের সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল অর্থাৎ আকাশ হইতে ভূতলে নামিয়া আসিল। ৩৫

তারপর হনুমান্ অগ্রে রামকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া পরে বানররাজ সুগ্রীবকে প্রণাম করত রঘুনন্দন রামকে বলিলেন—আমি সীতাদেবীকে দর্শন করিয়াছি, তিনি কুশলে আছেন। ৩৬

রাজেন্দ্র! শোকগ্রস্তা সীতাদেবী আপনাকে কুশল সংবাদ জানাইয়াছেন। সেই দেবী অশোক-বনের মধ্যে এক শিংশপা বৃক্ষের মূল আশ্রয় করত অবস্থান করিতেছেন। ৩৭

প্রভো! রাক্ষসীগণ তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তিনি কোনও কিছুই আহার করিতেছেন না, সেইজন্য অতিশয় কৃশ হইয়া গিয়াছেন। পরিহিত বস্ত্রটি মলিন হইয়া গিয়াছে এবং তিনি কেবল 'হা রাম! রাম!! রাম!!!' বলিয়া শোকপ্রকাশ করিতেছেন। ৩৮

একবেণী ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ কেশকলাপের কোনও সংস্কার করেন নাই। এই অবস্থায় আমি সেই কল্যাণময়ী সীতাদেবীকে দর্শন করিয়াছি এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে আশ্বাস

জন্মারভ্য তবাত্যর্থং দণ্ডকাগমনং তথা।
দশাননেন হরণং জানক্যা রহিতে ত্বয়ি॥ ৪০
সুগ্রীবেণ যথা মৈত্রী কৃত্বা বালিনিবর্হণম্।
মার্গণার্থঞ্চ বৈদেহ্যাঃ সুগ্রীবেণ বিসর্জ্জিতাঃ॥ ৪১
মহাবলা মহাসত্ত্বা হরয়ো জিতকাশিনঃ।
গতাঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বে বৈ তত্রৈকোঽহমিহাগতঃ॥ ৪২
অহং সুগ্রীবসচিবো দাসোঽহং রাঘবস্য হি
দৃষ্টা যজ্জানকী ভাগ্যাৎ প্রয়াসঃ ফলিতোঽদ্য মে॥ ৪৩
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য সীতা বিস্ফারিতেক্ষণা।
কেন বা কর্ণপীযূষং শ্রাবিতং মে শুভাক্ষরম্॥ ৪৪
যদি সত্যং তদায়াতু মদ্দর্শনপথস্তু সঃ।
ততোঽহং বানরাকারঃ সূক্ষ্মরূপেণ জানকীম্॥ ৪৫
প্রণম্য প্রাঞ্জলির্ভূত্বা দূরাদেব স্থিতঃ প্রভো।
পৃষ্টোঽহং সীতয়া কস্ত্বমিত্যাদি বহুবিস্তরম্॥ ৪৬
ময়া সর্ব্বং ক্রমেণৈব বিজ্ঞাপিতমরিন্দম।
পশ্চান্ময়াপিতং দেব্যৈ ভবদ্দত্তাঙ্গুরীয়কম্॥ ৪৭
তেন মামতিবিশ্বস্তা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ।
যথা দৃষ্টাস্মি হনুমন্ পীড্যমানা দিবানিশম্॥ ৪৮
রাক্ষসীনাং তর্জ্জনৈস্তৎ সর্ব্বং কথয় রাঘবে।
ময়োক্তং দেবি রামোঽপি ত্বচ্চিন্তাপরিনিষ্ঠিতঃ॥ ৪৯
পরিশোচত্যহোরাত্রং ত্বদ্বার্ত্তাং নাধিগম্য সঃ।
ইদানীমেব গত্বাহং স্থিতং রামায় তে ব্রুবে॥ ৫০
রামঃ শ্রবণমাত্রেণ সুগ্রীবেণ সলক্ষ্মণঃ।
বানরানীকপৈঃ সার্দ্ধমাগমিষ্যতি তেঽন্তিকম্॥ ৫১
রাবণং সকুলং হত্বা নেষ্যতি ত্বাং স্বকং পুরম্।
অভিজ্ঞাং দেহি মে দেবি যথা মাং বিশ্বসেদ্ বিভুঃ॥ ৫২

দানও করিয়াছি। বৃক্ষশাখার অভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিয়া আমি তাঁহাকে আপনার কথা শুনাইয়াছি। ৩৯

জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আপনার অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যসকল,—যেমন দণ্ডকারণ্যে গমন এবং যখন আপনি ছিলেন না, সেই অবস্থায় দশানন রাবণ কর্ত্তৃক জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে হরণ। ৪০

তারপর যেরূপে আপনি সুগ্রীবের সহিত মৈত্রীস্থাপন করিয়া বালীকে বিনাশ করেন। তারপর বানররাজ সুগ্রীব বৈদেহী সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্য জয়শ্রীমণ্ডিত, মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই সব বানরগণ সকলে সর্ব্বদিকে গমন করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেবল আমিই একাকী এস্থানে আসিয়াছি। ৪১-৪২

আমি বানররাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী এবং রঘুনন্দন রামের আমি দাস। আমার সৌভাগ্যবশতঃ যেহেতু আজ জানকীকে দর্শন করিলাম, সেইহেতু আমার সকল প্রচেষ্টা সফল হইল। ৪৩

আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া সীতা দেবী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন—কে আমাকে কর্ণের অমৃততুল্য শুভাক্ষরযুক্ত এই কথা শুনাইলেন? ৪৪

যদি ইহা সত্য হয়, তবে সেই ব্যক্তি আমার দৃষ্টি পথে আগমন করুন। প্রভো! তদনন্তর আমি এক ক্ষুদ্রদেহী বানর সাজিয়া জানকীর নিকট গমন করত তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া দূরেই অবস্থান করিতে লাগিলাম তখন সীতাদেবী 'কে তুমি' ইত্যাদি বহু কথা বিস্তৃত ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪৫-৪৬

হে শত্রুনাশন! আমি ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে সকল প্রশ্নের উত্তর নিবেদন করিলাম। তারপর আমি আপনার দেওয়া অঙ্গুরী সেই দেবীকে প্রদান করিলাম। ৪৭

তখন তিনি আমার উপর অত্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং আমাকে এই কথা বলিলেন,—হনুমন্! এই সব রাক্ষসী তর্জন গর্জন করিয়া কিভাবে আমাকে দিবানিশি পীড়া দান করিতেছে, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ। তুমি এই সব কথাই রামকে নিবেদন করিবে। তখন আমিও তাঁহাকে বলিলাম,—দেবি! শ্রীরামচন্দ্রও সর্ব্বদা আপনার চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া পরিতাপভোগ করিতেছেন। ৪৮-৪৯

আপনার কোনও সংবাদ না পাইয়া তিনি দিবারাত্র আপনার জন্য শোক করিতেছেন। আমি এখনই যাইয়া আপনার এই অবস্থানের কথা শ্রীরামকে বলিব। ৫০

রাম আপনার কথা শুনিবামাত্র সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও বানর-সেনাপতিগণের সহিত আপনার নিকট আসিবেন। ৫১

তারপর তিনি রাবণকে সবংশে বিনষ্ট করিয়া আপনাকে নিজ নগরী অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। দেবি! আপনি আমাকে এরূপ অভিজ্ঞান প্রদান করুন, যাহাতে সেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আমাকে বিশ্বাস করেন। ৫২

ইত্যুক্তা সা শিরোরত্নং চূড়াপাশে স্থিতং প্রিয়ম্।
দত্ত্বা কাকেন যদ্‌বৃত্তং চিত্রকূটগিরৌ পুরা ॥ ৫৩
তদপ্যাহাশ্রুপূর্ণাক্ষী কুশলং ব্রূহি রাঘবম্।
লক্ষ্মণং ব্রূহি মে কিঞ্চিদ্ দুরুক্তং ভাষিতং পুরা ॥৫৪
তৎ ক্ষমস্বাজ্ঞভাবেন ভাষিতং কুলনন্দন।
তারয়েন্মাং যথা রামস্তথা কুরু কৃপান্বিতঃ ॥৫৫
ইত্যুক্ত্বা রুদতী সীতা দুঃখেন মহতাবৃতা।
ময়াপ্যাশ্বাসিতা রাম বদতা সর্ব্বমেব তে ॥ ৫৬
ততঃ প্রস্থাপিতো রাম ত্বৎসমীপমিহাগতঃ।
তদাগমনবেলায়ামশোকবনিকাং প্রিয়াম্ ॥ ৫৭
উৎপাট্য রাক্ষসাংস্তত্র বহূন্ হত্বা ক্ষণাদহম্
রাবণস্য সুতং হত্বা রাবণেনাভিভাষ্য চ ॥ ৫৮
লঙ্কামশেষতো দগ্ধ্বা পুনরপ্যাগমং ক্ষণাৎ।
শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং রামোঽত্যন্তপ্রহৃষ্টধীঃ ॥ ৫৯

আমি এই কথা তাঁহাকে বলিলে পর তিনি কেশপাশে আবদ্ধ প্রিয় চূড়ামণি উন্মোচন করিয়া আমাকে প্রদান করত পূর্ব্বে চিত্রকূট পর্ব্বতে কাকের সহিত যে বৃত্তান্ত হইয়াছিল, তাহাও বলিলেন এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে আরও কহিলেন যে, রঘুবরের নিকট আমার কুশলবার্ত্তা জানাইবে। লক্ষ্মণকে আমার কথা বলিও—বংশের আনন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ! আমি পূর্ব্বে অজ্ঞানতাবশতঃ তোমাকে যাহা কিছু দুর্বাক্য বলিয়াছি, তাহা তুমি ক্ষমা করিবে এবং কৃপাময় রাম যাহাতে আমাকে সত্বর উদ্ধার করেন, তাহার জন্য তুমি কৃপাপরবশ হইয়া চেষ্টা করিবে ॥ ৫৩-৫৫

রাম! এই কথা বলিয়া সীতাদেবী গুরুতর দুঃখে আক্রান্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তখন আমিও তাঁহাকে আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া আশ্বাসদান করিয়াছি ॥ ৫৬

রাম! তদনন্তর তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন এবং আমিও আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। প্রভো! তখন লঙ্কা হইতে আসিবার সময় আমি রাবণের প্রিয় উদ্যান অশোকবনকে উৎপাটিত করিয়া, তথায় বহু রাক্ষসকে বধ করিয়া এবং ক্ষণকালের মধ্যে রাবণের পুত্র অক্ষকে বধ করিয়া রাবণের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক লঙ্কাকে সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ করিয়া পুনরায়

হনূমংস্তে কৃতং কার্য্যং দেবৈরপি সুদুষ্করম্।
উপকারং ন পশ্যামি তব প্রত্যুপকারিণঃ ॥ ৬০
ইদানীং তে প্রযচ্ছামি সর্ব্বস্বং মম মারুতে।
ইত্যালিঙ্গ্য সমাকৃষ্য গাঢ়ং বানরপুঙ্গবম্ ॥ ৬১
সার্দ্রনেত্রো রঘুশ্রেষ্ঠঃ পরাং প্রীতিমবাপ সঃ।
হনূমন্তমুবাচেদং রাঘবো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৬২
পরিরম্ভো হি মে লোকে দুর্লভঃ পরমাত্মনঃ।
অতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি প্রিয়োঽসি হরিপুঙ্গব ॥ ৬৩
যৎপাদপদ্মযুগলং তুলসীদলাদ্যৈঃ
সম্পূজ্য বিষ্ণুপদবীমতুলাং প্রয়ান্তি।
তেনৈব কিং পুনরসৌ পরিরব্ধমূর্ত্তী
রামেণ বায়ুতনয়ঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জঃ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

ইতি সুন্দর-কাণ্ডং সম্পূর্ণম্।

আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাম অত্যন্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—হনুমন্! তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, উহা দেবগণের পক্ষেও অতীব দুষ্কর। তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহার প্রত্যুপকার আমি কিছু দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৫৭-৬০

পবননন্দন! এখন আমি তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব প্রদান করিলাম। এই কথা বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র হনুমান্‌কে আকর্ষণ পূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিলে (হনুমান্ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন) সেই রঘুশ্রেষ্ঠ রাম নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন এবং পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তারপর ভক্তবৎসল রাঘব হনুমান্‌কে এই কথা বলিলেন,—বৎস! পরমাত্মা আমার এই আলিঙ্গন জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমন্! তুমি আমার ভক্ত এবং প্রিয়; অতএব আমার এই আলিঙ্গন তুমি লাভ করিলে ॥ ৬১-৬৩

যাঁহার শ্রীপাদপদ্মদ্বয় তুলসী দল প্রভৃতি দ্বারা বিধিঅনুসারে পূজা করিয়া ভক্তগণ অতুল বিষ্ণুলোকে গমন করেন, বহুবিধ পুণ্যকর্ম্মকারী এই বায়ুপুত্র হনুমান্ সেই রামের দ্বারা আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া যে বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন, ইহাতে আর বলিবার কি আছে? ৬৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে সুন্দরকাণ্ডে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সুন্দরকাণ্ড সম্পূর্ণ।

লঙ্কাকাণ্ডম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

(রাবণং হন্তুং শ্রীরামচন্দ্রস্য যাত্রা, সমুদ্রতীরং গত্বা তত্রাবস্থানবর্ণনঞ্চ।)

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যথাবদ্ভাষিতং বাক্যং শ্রুত্বা রামো হনুমতঃ।
উবাচানন্তরং বাক্যং হর্ষেণ মহতাবৃতঃ॥ ১

কার্য্যং কৃতং হনুমতা দেবৈরপি সুদুষ্করম্।
মনসাপি যদন্যেন স্মর্ত্তুং শক্যং ন ভূতলে॥ ২

শতযোজনবিস্তীর্ণং লঙ্ঘয়েৎ কঃ পয়োনিধিম্।
লঙ্কাঞ্চ রাক্ষসৈর্গুপ্তাং কো বা ধর্ষয়িতুং ক্ষমঃ।

ভৃত্যকার্য্যং হনুমতা কৃতং সর্ব্বমশেষতঃ।
সুগ্রীবস্যেদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥ ৪

অহঞ্চ রঘুবংশশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কপীশ্বরঃ।
জানক্যা দর্শনেনাদ্য রক্ষিতাঃ স্মো হনুমতা॥ ৫

সর্ব্বথা সুকৃতং কার্য্যং জানক্যাঃ পরিমার্গণম্।
সমুদ্রং মনসা স্মৃত্বা সীদতীব মনো মম॥ ৬

কথং নক্রঝষাকীর্ণং সমুদ্রং শতযোজনম্।
লঙ্ঘয়িত্বা রিপুং হন্যাং কথং দ্রক্ষ্যামি জানকীম্॥

লঙ্কাকাণ্ড

প্রথম অধ্যায়।

[শ্রীরামচন্দ্রের রাবণবধের জন্য যাত্রা এবং সমুদ্রতীরে যাইয়া তথায় অবস্থান বর্ণন।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! শ্রীরাম হনুমানের যথাযথ ভাবে কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং তখন এই কথা বলিলেন (১)। ১

এই হনুমান্ দেবগণেরও দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে এবং এজগতে অন্য কেহ ত' এই কার্য্য করিবার কথা কল্পনাও করিতে পারে না। ২

কে এই শতযোজন বিস্তৃত সাগর লঙ্ঘন করিতে পারিবে? আর কে-ই বা রাক্ষসগণের দ্বারা সুরক্ষিত লঙ্কানগরীকে বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ হইবে? ৩

এই হনুমান্ ভৃত্যের করণীয় কার্য্য সম্পূর্ণরূপে করিয়াছে সুগ্রীবের এই ভৃত্যের ন্যায় ভৃত্য এ জগতে হয় নাই এবং হইবে না। ৪

হনুমান্ আজ জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শন করায় সে আমাকে, রঘুবংশকে, লক্ষ্মণকে এবং বানররাজ সুগ্রীবকে রক্ষা করিয়াছে। ৫

জানকীর অনুসন্ধান করিয়া হনুমান্ সর্ব্বতোভাবে উত্তম কার্য্যই করিয়াছে, কিন্তু মনে মনে অপার সমুদ্রের কথা স্মরণ করিয়া আমার মন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। ৬

হায়! আমি কিভাবে কুমীর-মৎস্যাদি হিংস্র জলজন্তুতে পরিপূর্ণ শতযোজন বিস্তৃত এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া শত্রুকে ব

(১) কোন কোন বাল্মীকিরামায়ণে এই লঙ্কাকাণ্ডকে যুদ্ধকাণ্ডরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। রামবাক্যরূপে মহর্ষি বাল্মীকি,—

শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং যথাবদভিভাষিতম্। রামঃ প্রীতিসমাযুক্তো বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ। কৃতং হনুমতো কার্য্যং সুমহদ্ ভুবি দুর্লভম্। মনসাপি যদন্যেন ন শক্যং ধরণীতলে। নহি তং পরিপশ্যামি যস্তরেৎ সুমহার্ণবম্। অন্যত্র গরুড়াদ্ বায়োরন্যত্র চ হনুমতঃ। দেব-দানব-যক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্। অপ্রধৃষ্যাং পুরীং লঙ্কাং রাবণেন সুরক্ষিতাম্। প্রবিষ্টঃ সত্ত্বমাশ্রিত্য জীবন্ কো নাম নিষ্ক্রমেৎ। কো বিশেৎ সুদুরাধর্ষাং রাক্ষসৈশ্চ সুরক্ষিতাম্। যো বীর্য্যবলসম্পন্নো ন সমঃ স্যাদ্ধনুমতঃ। ভৃত্যকার্য্যং হনুমতা সুগ্রীবস্য কৃতং মহৎ। এবং বিধায় স্ববলং সদৃশং বিক্রমস্য চ যো হি ভৃত্যনিযুক্তঃ সন্ ভর্ত্তা কর্ম্মণি দুষ্করে। কুর্য্যাৎ তদনুরাগেণ তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্। যো নিযুক্তঃ পরং কার্য্যং ন কুর্য্যাৎ নৃপতে প্রিয়ম্। ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুর্মধ্যমং নরম্ নিযুক্তো নৃপতেঃ কার্য্যং ন কুর্য্যাদ্ যঃ সমাহিতঃ। ভৃত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহুঃ পুরুষাধমম্।

* * * *

অহঞ্চ রঘুবংশশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ। বৈদেহ্যা দর্শনেনাদ্য ধর্মতঃ পরিরক্ষিতাঃ। ইদং তু মম দীনস্য মনো ভূয়ঃ প্রকর্ষতি। যদিহাস্য প্রিয়াখ্যাতুর্ন কুর্ম্মি সদৃশং প্রিয়ম্। এষ সর্ব্বস্বভূতস্তু পরিষ্বঙ্গো হনুমতঃ। ময়া কালমিমং প্রাপ্য দত্তস্তস্য মহাত্মনঃ। ইত্যুক্ত্বা প্রীতিহৃষ্টাঙ্গো রামস্তং পরিষস্বজে। হনুমন্তং কৃতাত্মানং কৃতকার্য্যমুপাগতম্। ইত্যাদি ৬।১।১-১৪

শ্রুত্বা তু রামবচনং সুগ্রীবঃ প্রাহ রাঘবম্ ।
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িষ্যামো মহানক্র-ঝষাকুলম্ ॥ ৮
লঙ্কাঞ্চ বিধমিষ্যামো হনিষ্যামোঽদ্য রাবণম্ ।
চিন্তাং ত্যজ রঘুশ্রেষ্ঠ চিন্তা কার্য্যবিনাশিনী ॥ ৯
এতান্ পশ্য মহাসত্ত্বান্ প্রবেষ্টুমপি পাবকম্ ॥ ১০
সমুদ্রতরণে বুদ্ধিং কুরুষ্ব প্রথমং ততঃ ।
দৃষ্ট্বা লঙ্কাং দশগ্রীবো হত ইত্যেব মন্মহে ॥ ১১
ন হি পশ্যাম্যহং কঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু রাঘব ।
গৃহীতধনুষো যস্তে তিষ্ঠেদভিমুখো রণে ॥ ১২
সর্ব্বথা নো জয়ো রাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি তথাভূতানি সর্ব্বশঃ ॥ ১৩
সুগ্রীববচনং শ্রুত্বা ভক্তিবীর্য্যসমন্বিতম্ ।
অঙ্গীকৃত্যাব্রবীদ্ রামো হনূমন্তং পুরস্থিতম্ ॥ ১৪
যেন কেন প্রকারেণ লঙ্ঘয়ামো মহার্ণবম্ ।
লঙ্কাস্বরূপং মে ব্রূহি দুঃসাধ্যং দেব-দানবৈঃ ॥ ১৫
জ্ঞাত্বা তস্য প্রতীকারং করিষ্যামি কপীশ্বর ।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং হনূমান্ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ১৬
উবাচ প্রাঞ্জলির্দেব যথাদৃষ্টং ব্রবীমি তে ।
লঙ্কা দিব্যা পুরী দেব ত্রিকূটশিখরে স্থিতা ॥ ১৭

করিব? এবং কিভাবেই বা জনকনন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইব? ৭

শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব রাঘবকে বলিলেন,—আমরা বৃহৎ বৃহৎ কুমীর ও মৎস্যাদিপূর্ণ এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া যাইব। ৮

লঙ্কাকে আমরা পর্য্যুদস্ত করিব ও অদ্য রাবণকে বধ করিব। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি চিন্তা ত্যাগ কর; কারণ, এই চিন্তা কার্য্যনাশ করিয়া থাকে। ৯

দেখ, এই যে সব মহাপরাক্রমশালী বানরশ্রেষ্ঠগণ রহিয়াছে, ইহারা তোমার কার্য্য করিবার জন্য অনলেও প্রবেশ করিতে সমর্থ (১)। ১০

প্রথমে তুমি সমুদ্র পার হইয়া যাইবার উপায় উদ্ভাবন কর, তারপর লঙ্কা দর্শন করিয়া আমরা 'দশানন নিহত হইয়াছে' এইরূপ কথা মনে করিতে পারিব। ১১

রাঘব! আমি এই ত্রিভুবনের মধ্যে এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যে ব্যক্তি যুদ্ধে ধনু ধারণ করিয়া অবস্থিত তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে। ১২

রাম! আমাদের জয়লাভ সর্ব্বতোভাবে হইবেই, ইহাতে কোনও সংশয় নাই, কারণ, আমি সেইরূপই নানাপ্রকার নিমিত্ত-(লক্ষণ)-সমূহ দেখিতে পাইতেছি। ১৩

ভক্তিযুক্ত ও বীরত্বপূর্ণ সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সম্মুখে অবস্থিত হনুমান্‌কে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন ( )। ১৪

আমরা যে কোন উপায়ে এই মহাসাগর লঙ্ঘন করিব। তুমি এখন আমাকে দেব ও দানবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কা নগরীর স্বরূপ বল। ১৫

কপিরাজ! লঙ্কার স্বরূপ জানিয়া তারপর আমি তাহার প্রতিকার করিব। শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া হনুমান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় সহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—দেব! আমি লঙ্কা নগরী যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি,

---

(১) শোকার্ত্ত রামের প্রতি সুগ্রীবের বাক্য বাল্মীকিরামায়ণে—"কিং ত্বয়া তপ্যতে বীর যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা। মৈবং ভূস্ত্যজ সন্তাপং কৃতঘ্ন ইব সৌহৃদম্। সন্তাপস্য চ তে স্থানং নহি পশ্যামি রাঘব। প্রবৃত্তাবুপলব্ধায়াং জ্ঞাতে চ নিলয়ে রিপোঃ। মতিমান্ শাস্ত্রবিৎ প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতশ্চাসি রাঘব। ত্যজেমাং প্রাকৃতাং বুদ্ধিং কৃতাত্মেবার্থদূষিণীম্।

* * * *

তথাহি সমরে শূরা হরয়ঃ কামরূপিণঃ। তদলং বিক্লবাং বুদ্ধিং রাজন্ সর্ব্বার্থনাশিনীম্। পুরুষস্য হি লোকেঽস্মিন্ শোকঃ শৌর্য্যাপকর্ষণঃ। যত্তু কার্য্যং মনুষ্যেণ শৌটীর্য্যমবলম্ব্যতাম্ তদলঙ্করণায়ৈব কর্ত্তুর্ভবতি সত্বরম্। অস্মিন্ কালে মহাপ্রাজ্ঞ সত্ত্বমাতিষ্ঠ তেজসা। শূরাণাং হি মনুষ্যাণাং ত্বদ্বিধানাং মহাত্মনাম্। বিনষ্টে বা প্রণষ্টে বা শোকঃ সর্ব্বার্থনাশনঃ।" ইত্যাদি ৬।২।১-৪, ১৩-১৬।

(১) হনুমানের প্রতি শ্রীরামের প্রশ্ন বাল্মীকিরামায়ণে,—"তপসা সেতুবন্ধেন সাগরোচ্ছোষণেন চ। সর্ব্বথাপি সমর্থোঽস্মি সাগরস্যাস্য লঙ্ঘনে। কতি দুর্গাণি দুর্গায়া লঙ্কায়াস্তদ্ ব্রবীহি মে। জ্ঞাতুমিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং দর্শনাদিব বানর। বলস্য পরিমাণঞ্চ দ্বারদুর্গক্রিয়ামপি। গুপ্তিকর্ম্ম চ লঙ্কায়া রক্ষসাং সদনানি চ। যথাসুখং যথাবচ্চ লঙ্কায়ামসি দৃষ্টবান্। সর্ব্বমাচক্ষ তত্ত্বেন সর্ব্বথা কুশলো হ্যসি। ৬।৩।২-৫

স্বর্ণপ্রাকারসহিতা স্বর্ণাট্টালকসংবৃতা ।
পরিখাভিঃ পরিবৃতা পূর্ণাভির্নির্মলোদকৈঃ ॥ ১৮
নানোপবনশোভাঢ্যা দিব্যবাপীভিরাবৃতা ।
গৃহৈর্বিচিত্রশোভাঢ্যৈর্মণিস্তম্ভময়ৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৯
পশ্চিমদ্বারমাসাদ্য গজবাহাঃ সহস্রশঃ ।
উত্তরে দ্বারি তিষ্ঠন্তি সাশ্ববাহাঃ সপত্তয়ঃ ॥ ২০
তিষ্ঠন্ত্যর্ব্বুদসঙ্খ্যাকাঃ প্রাচ্যামপি তথৈব চ ।
রক্ষিণো রাক্ষসা বীরা দ্বারং দক্ষিণমাশ্রিতাঃ ॥ ২১
মধ্যকক্ষেঽপ্যসংখ্যাতা গজাশ্বরথপত্তয়ঃ ।
রক্ষয়ন্তি সদা লঙ্কাং নানাস্ত্রকুশলাঃ প্রভো ॥ ২২
সংক্রমৈর্বিবিধৈর্লঙ্কা শতঘ্নীভিশ্চ সংবৃতা ।
এবং স্থিতেঽপি দেবেশ শৃণু মে তত্র চেষ্টিতম্ ॥ ২৩
দশাননবলৌঘস্য চতুর্থাংশো ময়া হতঃ ।
দগ্ধ্বা লঙ্কাং পুরীং স্বর্ণপ্রাসাদো ধর্ষিতো ময়া ॥ ২৪
শতঘ্ন্যঃ সংক্রমাশ্চৈব নাশিতা মে রঘূত্তম ।
দেব ত্বদ্দর্শনাদেব লঙ্কা ভস্মীকৃতা ভবেৎ ॥ ২৫
প্রস্থানং কুরু দেবেশ গচ্ছামো লবণাম্বুধেঃ ।
তীরং সহ মহাবীরৈর্বানরৌঘৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২৬

তাহাই আমি আপনাকে বলিব (১)। দেব। এই দিব্যা লঙ্কা নগরী ত্রিকূটপর্ব্বতের শিখরে অবস্থিত। ১৬-১৭

এই লঙ্কা নগরীর চারিদিকে স্বর্ণের প্রাচীর দেওয়া আছে এবং তাহার অট্টালিকাসমূহ স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত। নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ পরিখাসমূহের দ্বারা এই নগরী পরিবেষ্টিতা আছে। ১৮

নানাবিধ উপবনসমূহে ইহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। উত্তম দীর্ঘিকাসমূহে এই নগরী আবৃতা আছে। নানা চিত্র-বিচিত্র সুন্দর মণিস্তম্ভময় গৃহসকলে লঙ্কা সুশোভিতা আছে। ১৯

এই নগরীর পশ্চিম দ্বারে সহস্র সহস্র গজ (হস্তী) ও গজারোহী, উত্তর দ্বারে হস্তী ও পদাতি সৈন্যবাহিনী এবং অশ্বারোহী সৈন্যগণ রহিয়াছে। ২০

লঙ্কার পূর্ব্বদিকেও অর্ব্বুদ সংখ্যক ঐ সব সৈন্য আছে এবং অর্ব্বুদ সংখ্যক রাক্ষস বীর দক্ষিণ দ্বার আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ২১

মধ্যকক্ষেও অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্য আছে। প্রভো। নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ এই সব সৈন্যগণ সর্ব্বদা লঙ্কাকে রক্ষা করিতেছে। ২২

এই লঙ্কা নগরী নানাবিধ সংক্রম অর্থাৎ গুপ্তপথ এবং শতঘ্নী (একসঙ্গে শত শত গোলা বাহির হইয়া শত্রু সংহারকারী কামানাদি অস্ত্রবিশেষ)-সমূহে পরিবেষ্টিত আছে। হে দেবেশ্বর! এরূপ নানা রক্ষণব্যবস্থা থাকিয়াও আমি তথায় যে সব কার্য্য করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। ২৩

দশানন রাবণের সৈন্যসকলের এক চতুর্থাংশ আমি বধ করিয়াছি। লঙ্কানগরীকে দগ্ধ করিয়া আমি স্বর্ণপ্রসাদ-সমূহকেও বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছি। ২৪

রঘূত্তম। শতঘ্নী অস্ত্রসকল ও সংক্রমসমূহ আমি নষ্ট করিয়াছি। দেব। এখন আপনি দেখিলেই সেই লঙ্কা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ২৫

দেবেশ। অতএব আপনি লঙ্কা অভিমুখে প্রস্থান করুন, আমরা এই সব মহাবীর বানরগণের সহিত চারিদিক্ দিয়া লবণ-সমুদ্রের তীরে গমন করি। ২৬

(২) শ্রীরামকে হনুমানের বাক্যরূপে বাল্মীকিরামায়ণে,—

"শ্রূয়তাং সর্ব্বমাখ্যাস্যে দুর্গকর্ম্মবিধানতঃ। গুপ্তা পুরী যথা লঙ্কা রক্ষিতা চ যথা বলৈঃ। রাক্ষসাশ্চ যথা স্নিগ্ধা রাবণস্য চ তেজসা। পরাং সমৃদ্ধিং লঙ্কায়াঃ সাগরস্য চ ভীমতাম্। বিভাগঞ্চ বলৌঘস্য নির্দ্দেশং বাহনস্য চ। এবমুক্ত্বা হরিশ্রেষ্ঠঃ কথয়ামাস তত্ত্বতঃ। প্রহৃষ্টমুদিতা লঙ্কা মত্তদ্বিপসমাকুলা। মহতী রথসম্পূর্ণা রক্ষোগণনিষেবিতা। বাজিভিশ্চ সুসম্পূর্ণা সা পুরী দুর্গমা পরৈঃ। দৃঢ়বদ্ধকপাটানি মহাপরিঘবন্তি চ। চত্বারি বিপুলান্যস্যা দ্বারাণি সুমহান্তি চ। তত্রেষূপলযন্ত্রাণি বলবন্তি মহান্তি চ। আগতং পরসৈন্যং তৈস্তত্র প্রতিনিবার্য্যতে। দ্বারেষু সংস্কৃতা ভীমাঃ কালায়সময়াঃ শিতাঃ। শতশো রচিতা বীরৈঃ শতঘ্ন্যো রক্ষসাং গণৈঃ। সৌবর্ণস্তু মহাংস্তস্যাঃ প্রাকারো দুষ্প্রধর্ষণঃ। মণি-বিদ্রুম-বৈদূর্য্য-মুক্তাবিরচিতান্তরঃ। সর্ব্বতশ্চ মহাভীমাঃ শীততোয়া মহাশুভাঃ। অগাধা গ্রাহসম্পূর্ণাঃ পরিখা মীনসেবিতাঃ। দ্বারেষু তাসাং চত্বারঃ সংক্রমাঃ পরমায়তাঃ। যন্ত্রৈরুপেতা বহুভির্মহদ্ভির্গৃহপঙ্‌ক্তিভিঃ।

* * * *

পরিখাশ্চ শতঘ্ন্যশ্চ যন্ত্রাণি বিবিধানি চ। শোভয়ন্তি পুরীং লঙ্কাং রাবণস্য দুরাত্মনঃ।" ৬।৩ ১৬, ২৩

শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ।
সুগ্রীব সৈনিকান্ সর্ব্বান্ প্রস্থানায়াভিনোদয় ॥ ২৭
ইদানীমেব বিজয়ো মুহূর্ত্তঃ পরিবর্ত্ততে।
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে গত্বাহং লঙ্কাং রাক্ষসকুলাম্ ॥ ২৮
সপ্রাকারাং সুদুর্দ্ধর্ষাং নাশয়ামি সরাবণাম্।
আনেষ্যামি চ সীতাং মে দক্ষিণাক্ষি স্ফুরত্যধঃ ॥ ২৯
প্রয়াতু বাহিনী সর্ব্বা বানরাণাং তরস্বিনাম্।
রক্ষন্তু যূথপাঃ সেনামগ্রে পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ ॥ ৩০
হনূমন্তমথারুহ্য গচ্ছাম্যগ্রেঽঙ্গদং ততঃ।
আরুহ্য লক্ষ্মণো যাতু সুগ্রীব ত্বং ময়া সহ ॥ ৩১
গয়ো গবাক্ষো গবয়ো মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ।
নলো নীলঃ সুষেণশ্চ জাম্ববাংশ্চ তথাপরে ॥ ৩২
সর্ব্বে গচ্ছন্তু সর্ব্বত্র সেনাপাঃ শত্রুঘাতিনঃ।
ইত্যাজ্ঞাপ্য হরীন্ রামঃ প্রতস্থে সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৩৩
সুগ্রীবসহিতো হর্ষাৎ সেনামধ্যগতো বিভুঃ।
বারণেন্দ্রনিভাঃ সর্ব্বে বানরাঃ কামরূপিণঃ ॥ ৩৪
ক্ষ্বেড়ন্তঃ পরিগর্জ্জন্তো জগ্মুস্তে দক্ষিণাং দিশম্।
ভক্ষয়ন্তো যযুঃ সর্ব্বে ফলানি চ মধূনি চ ॥ ৩৫
ব্রুবন্তো রাঘবস্যাগ্রে হনিষ্যামোঽদ্য রাবণম্।
এবং তে বানরশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্ত্যতুলবিক্রমাঃ ॥ ৩৬
হরিভ্যামুহ্যমানৌ তৌ শুশুভাতে রঘূত্তমৌ।
নক্ষত্রৈঃ সেবিতৌ যদ্বচ্চন্দ্রসূর্য্যাবিবাম্বরে ॥ ৩৭
আবৃত্য পৃথিবীং কৃৎস্নাং জগাম মহতী চমূঃ।
প্রস্ফোটয়ন্তঃ পুচ্ছাগ্রানুদ্বহন্তশ্চ পাদপান্ ॥ ৩৮

রঘুবংশের আনন্দবর্দ্ধন রাম হনুমানের কথা শুনিয়া বলিলেন,—সুগ্রীব! তুমি সমস্ত সৈন্যদিগকে সমুদ্রের তীরে গমন করিতে আদেশ কর। ২৭

এখনই বিজয়ের মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ এখনই যাত্রা করিলে আমরা জয়লাভ করিব, অতএব আমি এই বিজয়মুহূর্ত্তে (১) অর্থাৎ শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে যুদ্ধযাত্রা করিয়া রাক্ষসপরিপূর্ণা, প্রাচীরপরিবেষ্টিতা, অতিশয় দুর্দ্ধর্ষা লঙ্কানগরীকে রাবণের সহিত বিনষ্ট করিব এবং সীতাকে লইয়া আসিব। আমার দক্ষিণ চক্ষুর অধোভাগ স্পন্দিত হইতেছে। বেগগামী বানরগণের সমস্ত বাহিনী প্রস্থিত হউক, আর দলপতি (সেনাপতি) গণ সেই সব বাহিনীর অগ্রে, পশ্চাতে ও পার্শ্বে থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করুক। ২৮-৩০

আমি হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া গমন করিব এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া গমন করুক। সুগ্রীব! তুমি আমার সহিত গমন কর। ৩১

গয়, গবাক্ষ, গবয়, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নল, নীল, সুষেণ, জাম্ববান্ এবং শত্রুনাশী অন্যান্য বানরসেনাপতিগণ—ইহারা সকলে সৈন্য-বাহিনীর অগ্রভাগে থাকিয়া গমন করুক। শ্রীরাম এইভাবে বানরগণকে আদেশ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত যাত্রা করিলেন। ৩২-৩৩

প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সুগ্রীবের সহিত সৈন্য-বাহিনীর মধ্যভাগে থাকিয়া যাইতে লাগিলেন। ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সমর্থ ও হস্তিতুল্য বলশালী সেই সব বানরগণ সিংহধ্বনি সহকারে আস্ফালন করিতে করিতে এবং গর্জন করিতে করিতে দক্ষিণ দিক্ অভিমুখে গমন করিল। তাহারা সকলে ফল ও মধুসকল ভক্ষণ করিতে করিতে যাইতেছিল। ৩৪-৩৫

এই সব অতুলপরাক্রমশালী বানরশ্রেষ্ঠগণ শ্রীরামের অগ্রে 'আজ আমরা রবাণকে বধ করিব' এই কথা বলিতে বলিতে গমন করিতে লাগিল। ৩৬

হনুমান্ এবং অঙ্গদ কর্তৃক বাহিত হইতে হইতে সেই রঘুবর শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৭

সেই বিশাল বানরবাহিনী সম্পূর্ণ ভত্রত্য ভূভাগকে আবৃত করিয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে, লাঙ্গুলের অগ্রভাগে বৃক্ষসমূহ বহন করিতে করিতে এবং গমনপথমধ্যস্থিত পর্ব্বতে আরোহণ

(১) এ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়,—"অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সুগ্রীব প্রয়াণমভিরোচয়। যুক্তো মুহূর্ত্তে বিজয়ে প্রাপ্তো মধ্যং দিবাকরঃ" । ৬।৪।৩ দিবসের দ্বিপ্রহর সময়কে 'অভিজিৎ' মুহূর্ত্ত বলে। এই সময়কে 'বিজয়' মুহূর্ত্তও বলা হয়। সেইজন্য এই সময় যুদ্ধযাত্রা উত্তম বলিয়া বিদ্বান্‌গণ মনে করেন। এস্থলে আরও জানিতে হইবে যে, "ভুক্তৌ দক্ষিণযাত্রায়াং প্রতিষ্ঠায়াং দ্বিজন্মনি। আধানে চ ধ্বজারোহে মৃত্যুদঃ স্যাৎ সদাভিজিৎ"। জ্যোতিষরত্নাকরে এই বচনানুযায়ী যদিও উক্ত মুহূর্ত্তে যাত্রা নিষিদ্ধ, তথাপি কিষ্কিন্ধ্যা হইতে লঙ্কা দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অর্থাৎ অগ্নিকোণে অবস্থিত বলিয়া ঐ দোষ এইস্থলে হইবে না।

শৈলানারোহয়ন্তশ্চ জগ্মুর্মারুতবেগতঃ।
অসংখ্যাতাশ্চ সর্ব্বত্র বানরাঃ পরিপূরিতাঃ ॥ ৩৯
হৃষ্টাস্তে জগ্মুরত্যর্থং রামেণ পরিপালিতাঃ।
গতা চমূর্দিবারাত্রং ক্বচিন্নাসজ্জত ক্ষণম্।
কাননানি বিচিত্রাণি পশ্যন্ মলয়-সহ্যয়োঃ ॥ ৪০
তে সহ্যং সমতিক্রম্য মলয়ঞ্চ তথা গিরিম্।
আযযুশ্চানুপূর্ব্বেণ সমুদ্রং ভীমনিঃস্বনম্ ॥ ৪১
অবতীর্য্য হনুমন্তং রামঃ সুগ্রীবসংবৃতঃ ॥ ৪২
সলিলাভ্যাসমাসাদ্য রামো বচনমব্রবীৎ।
আগতাঃ স্মো বয়ং সর্ব্বে সমুদ্রং মকরালয়ম্ ॥ ৪৩
ইতো গন্তুমশক্যং নো নিরুপায়েন বানরাঃ।
অত্র সেনানিবেশোঽস্তু মন্ত্রয়ামোঽস্য তারণে ॥৪৪
শ্রুত্বা রামস্য বচনং সুগ্রীবঃ সাগরান্তিকে।
সেনাং ন্যবেশয়ৎ ক্ষিপ্রং রক্ষিতাং কপিকুঞ্জরৈঃ ॥ ৪৫
তে পশ্যন্তো বিষেদুস্তু সাগরং ভীমদর্শনম্।
মহোন্নততরঙ্গাঢ্যং ভীমনক্রভয়ঙ্করম্ ॥ ৪৬
অগাধং গগনাকারং সাগরং বীক্ষ্য দুঃখিতাঃ।
তরিষ্যামঃ কথং ঘোরং সাগরং বরুণালয়ম্ ॥ ৪৭
হন্তব্যোঽস্মাভিরত্রৈব রাবণো রাক্ষসাধমঃ।
ইতি চিন্তাকুলাঃ সর্ব্বে রামপার্শ্বে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৮
রামঃ সীতামনুস্মৃত্য দুঃখেন মহতাবৃতঃ।
বিলপ্য জানকীং সীতাং বহুধা কার্য্যমানুষঃ ॥ ৪৯

করিতে করিতে বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। এইভাবে অসংখ্য অসংখ্য বানরগণ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ করিয়া দিল ।৩৮-৩৯

শ্রীরাম কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া সেই বানরগণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিল। এই বানরবাহিনী মলয় পর্ব্বত ও সহ্য পর্ব্বতের বিচিত্র কাননসমূহ দেখিতে দেখিতে দিবারাত্র গমন করিল। কোথাও ক্ষণকালও বিলম্ব করে নাই। ৪০

এইভাবে তাহারা সহ্য পর্ব্বত ও মলয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে ভয়ঙ্কর গর্জনকারী সমুদ্রের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীরাম হনুমানের স্কন্ধ হইতে নামিয়া সুগ্রীবের সহিত সমুদ্রের জলের সমীপে উপস্থিত হইয়া সেই রাম এই কথা বলিলেন,—আমরা সকলে মকরের বাসভূমি সমুদ্রের নিকট আগমন করিয়াছি। ৪১-৪৩

হে বানরগণ! অতঃপর কোনও উপায় স্থির না করিলে আমরা এই স্থান হইতে গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিব না, অতএব এস্থানে সেনাসন্নিবেশ করা হউক। ইহার পর আমরা এই সাগর পার হইবার জন্য মন্ত্রণা করিব।৪৪

শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব সত্বর সাগরসমীপে সৈন্যবাহিনী সন্নিবেশিতা করিলেন এবং বানরশ্রেষ্ঠগণ সেই সেনাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৪৫

তাহারা সেই সময় ভীষণ কুমীরদলে পরিপূর্ণ থাকায় ভয়ঙ্কর, অত্যুচ্চ তরঙ্গমালায় সমাকীর্ণ, অতএব ঘোরদর্শন সমুদ্র দেখিতে দেখিতে বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। ৪৬

আকাশতুল্য বিশাল ও অগাধ জলপূর্ণ সাগর দেখিয়া তাহারা সকলে দুঃখিত হইল এবং ভাবিতে লাগিল—আমরা কিরূপে এই বরুণালয় ভয়ঙ্কর সাগর উত্তীর্ণ হইব ? ৪৭

কারণ, আজই রাক্ষসাধম রাবণকে আমাদের বধ করিতে হইবে। এরূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তাহারা সকলে রামপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল। ৪৮

মায়াবলে মনুষ্যরূপধারী রাম তখন জনকতনয়া সীতাদেবীকে স্মরণ করিয়া অনেক বিলাপ করিতে করিতে অবশেষে অত্যন্ত দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন (১)। ৪৯

(১) সীতাদেবীর জন্য শ্রীরামের শোক ও বিলাপ বর্ণনায় মহর্ষি বাল্মীকি,—

"পার্শ্বস্থং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা রামো বচনমব্রবীৎ। শোকশ্চ কিল কালেন গচ্ছতা হ্যপগচ্ছতি। মম চাপশ্যতঃ কান্তা-মহন্যহনি বর্দ্ধতে। ন মে দুঃখং প্রিয়া দূরে ন মে দুঃখং হৃতেতি চ। এতদেবানুশোচামি বয়োঽস্যা হ্যতিবর্ত্ততে। বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ। ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ।

* * * *

সা নূনমসিতাপাঙ্গী রক্ষোমধ্যগতা সতী। মন্নাথা নাথহীনেব ত্রাতারং নাধিগচ্ছতি। কথং জনকরাজস্য দুহিতা চ মম প্রিয়া। রাক্ষসী মধ্যগা শেতে স্নুষা দশরথস্য চ।

* * * *

কদা শোকমিমং ঘোরং মৈথিলীবিপ্রয়োগজম্। সহসা বিপ্রমোক্ষ্যামি বাসঃ শুক্লেতরং যথা। এবং বিলপতস্তস্য তত্র রামস্য ধীমতঃ। দিনক্ষয়ান্মন্দবপুর্ভাস্করোঽস্তমুপাগমৎ। ইত্যাদি। ৬।৫।৩-৬, ১৫-১৬, ২১-২২

অদ্বিতীয়শ্চিদাত্মৈকঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
যস্তু জানাতি রামস্য স্বরূপং তত্ত্বতো জনঃ ॥ ৫০
তং ন স্পৃশতি দুঃখাদি কিমুতানন্দমব্যয়ম্।
দুঃখ-হর্ষ-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদাদয়ঃ ॥ ৫১
অজ্ঞানলিঙ্গান্যেতানি কুতঃ সন্তি চিদাত্মনি।
দেহাভিমানিনো দুঃখং নাদেহস্য চিদাত্মনঃ ॥ ৫২
সম্প্রসাদে দ্বয়াভাবাৎ সুখমাত্রং হি দৃশ্যতে।
বুদ্ধ্যাদ্যভাবাৎ সংশুদ্ধে দুঃখং তত্র ন বিদ্যতে। ৫৩
অতো দুঃখাদিকং সর্ব্বং বুদ্ধেরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪
রামঃ পরাত্মা পুরুষঃ পুরাণো
নিত্যোদিতো নিত্যসুখো নিরীহঃ।
তথাপি মায়াগুণসঙ্গতোঽসৌ
সুখীব দুঃখীব বিভাব্যতেঽবুধৈঃ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

যে ব্যক্তি 'শ্রীরাম অদ্বিতীয়, চিদাত্মা এক ও সনাতন পরমাত্মা' ইহা জানিতে পারে, তাহাকে কখনও দুঃখাদি স্পর্শ করে না; সুতরাং এই আনন্দময় অব্যয় পরমপুরুষ রামকে যে স্পর্শ করিতে পারিবে না, ইহাতে আর কি বলিবার আছে? দুঃখ, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ প্রভৃতি—এ সবই অজ্ঞানের চিহ্ন, অতএব ইহারা চৈতন্যময় পরমাত্মা শ্রীরামে কিরূপে থাকিবে? যে ব্যক্তি দেহাভিমানী, তাহারই দুঃখ হইয়া থাকে। দেহাভিমানশূন্য এই চিন্ময় পরামাত্মার দুঃখ হইতেই পারে না। ৫০-৫২

দ্বন্দ্বভাব না থাকায় সদা আত্মারাম শ্রীরামে সুখমাত্রই দেখা যায় অর্থাৎ সর্ব্বদা তিনি ভূমাসুখই উপভোগ করেন (অথবা সুষুপ্তিকালে আত্মা ভিন্ন অপর কোনও বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় তখন কেবল সুখই অনুভূত হইতে থাকে।) সর্ব্বথা শুদ্ধস্বরূপ পরমাত্মা শ্রীরামে বুদ্ধি প্রভৃতি বৈকল্পিক পদার্থ-সমূহের অভাব থাকায় তাহাতে দুঃখ থাকিতে পারে না (অথবা শ্রীগুরু-করুণায় সাধনপরম্পরাক্রমে সংশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ গুণাতীত অবস্থা লাভ হইলে পর তথায় আর দুঃখ থাকে না।) অতএব দুঃখাদি সব কিছুই বুদ্ধিধর্ম্ম, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৩-৫৪

শ্রীরাম পুরাণপুরুষ, নিত্যপ্রকাশ, নিত্য সুখস্বরূপ, নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা; তথাপি যাহারা প্রকৃত তত্ত্ব জানে না, তাহারাই ইঁহাকে মায়াগুণান্বিত বোধে সুখী ও দুঃখী—এরূপ ভাবনা করিয়া থাকে। ৫৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে লঙ্কাকাণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীরামেণ সহ যুদ্ধং কর্ত্তুং রাবণস্য মন্ত্রণম, রাবণেন বিভীষণস্য তিরস্কারঃ, শ্রীরাম-সমীপে বিভীষণস্য গমনঞ্চ)

শ্রীমহাদেব উবাচ।

লঙ্কায়াং রাবণো দৃষ্ট্বা কৃতং কর্ম্ম হনুমতা।
দুষ্করং দৈবতৈর্বাপি হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ॥ ১
আহূয় মন্ত্রিণঃ সর্ব্বানিদং বচনমব্রবীৎ।
হনুমতা কৃতং কর্ম্ম ভবদ্ভির্দৃষ্টমেব তৎ॥ ২
প্রবিশ্য লঙ্কাং দুর্দ্ধর্ষাং দৃষ্ট্বা সীতাং দুরাসদাম্।
হত্বা চ রাক্ষসান্ বীরানক্ষং মন্দোদরীসুতম্॥ ৩
দগ্ধ্বা লঙ্কামশেষেণ লঙ্ঘয়িত্বা চ সাগরম্।
যুষ্মান্ সর্ব্বানতিক্রম্য স্বস্থোঽগাৎ পুনরেব সঃ॥ ৪
কিং কর্ত্তব্যমিতোঽস্মাভির্যূয়ং মন্ত্রবিশারদাঃ।
মন্ত্রয়ধ্বং প্রযত্নেন যৎ কৃতং মে হিতং ভবেৎ॥ ৫
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসাস্তমথাব্রুবন্।
দেব শঙ্কা কুতো রামাৎ তব লোকজিতো রণে॥ ৬
ইন্দ্রস্তু বদ্ধ্বা নিক্ষিপ্তঃ পুত্রেণ তব পত্তনে।
জিত্বা কুবেরমানীয় পুষ্পকং ভুজ্যতে ত্বয়া॥ ৭
যমো জিতঃ কালদণ্ডাত্ত্বয়ং নাভূৎ তব প্রভো।
বরুণো হুঙ্কৃতেনৈব জিতঃ সর্ব্বেঽপি রাক্ষসাঃ॥ ৮
ময়ো মহাসুরো ভীত্যা কন্যাং দত্ত্বা স্বয়ং তব।
ত্বদ্বশে বর্ত্ততেঽদ্যাপি কিমুতান্যে মহাসুরাঃ॥ ৯
হনুমদ্ধর্ষণং যত্তু তদবজ্ঞা কৃতঞ্চ নঃ।
বানরোঽয়ং কিমস্মাকমস্মিন্ পৌরুষদর্শনে॥ ১০
ইত্যুপেক্ষিতমস্মাভির্ধর্ষণং তেন কিং ভবেৎ।
বয়ং প্রমত্তাঃ কিং তেন বঞ্চিতাঃ স্মো হনুমতা॥ ১১
জানীমো যদি তং সর্ব্বে কথং জীবন্ গমিষ্যতি।
আজ্ঞাপয় জগৎ কৃৎস্নমবানরমমানুষম্॥ ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[শ্রীরামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রাবণের মন্ত্রণা, বিভীষণকে রাবণের তিরস্কার এবং শ্রীরামসমীপে বিভীষণের গমন।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! এদিকে 'হনুমান্ যে কার্য্য করিয়াছে, তাহা দেবগণেরও দুষ্কর,' ইহা দেখিয়া রাবণ লজ্জা-বশতঃ ঈষৎ অধোবদন হইল। ১

তারপর নিজের মন্ত্রিবর্গকে ডাকিয়া আনিয়া এই কথা বলিল,—হনুমান্ যে কার্য্য করিয়া গিয়াছে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। ২

সেই হনুমান্ এই দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া, দুর্গম স্থানে অবস্থিত সীতাকে অবলোকন করিয়া, বহু রাক্ষসকে ও মন্দোদরীর পুত্র অক্ষকে বধ করত লঙ্কাকে নিঃশেষরূপে দগ্ধ করিয়া তোমাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া এবং সাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক সুস্থ দেহে পুনরায় গমন করিয়াছে। ৩-৪

অতঃপর আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? তোমরা সকলে মন্ত্রণানিপুণ, অতএব বিশেষ যত্নের সহিত এরূপ এক মন্ত্রণা কর, যাহাতে আমার মঙ্গল হয়। ৫

রাবণের বাক্য শ্রবণ করত সেই সব রাক্ষসেরা বলিল—দেব! আপনি ত্রিলোকবিজয়ী রাজা, সুতরাং যুদ্ধে আপনার রাম হইতে আবার কি ভয় থাকিতে পারে? ৬

আপনার পুত্র মেঘনাদ ইন্দ্রকে বাঁধিয়া আনিয়া এই নগরে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, আপনি কুবেরকে জয় করিয়া তাঁহার পুষ্পক বিমান আনিয়া ভোগ করিতেছেন। ৭

প্রভো! আপনি যমকে জয় করিয়াছেন, অতএব কালদণ্ড হইতে আপনার কোনও ভয় নাই। বরুণকে ত' আপনি হুঙ্কারের দ্বারাই জয় করিয়াছেন এবং সমস্ত রাক্ষসগণকেও আপনি হুঙ্কারেরই দ্বারা জয় করিয়াছেন (অথবা সমস্ত রাক্ষসগণ আপনার অধীন।)। ৮

মহাসুর স্বয়ং ময় ভীত হইয়া আপনাকে কন্যা দান করত অদ্যাপি আপনার বশীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে, সুতরাং অন্য মহাসুরদিগের কথা আর কি বলিবার আছে? ৯

এই বানর আমাদের কি করিতে পারে? ইহার পৌরুষ দেখিয়াই বা কি লাভ হইবে? আমরা অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই কারণে হনুমান্ এই অনিষ্ট করিতে পারিয়াছে। ১০

এইভাবে আমরা উপেক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়া সেই হনুমান্ কিছু বিক্রম দেখাইয়া অনিষ্টাচরণ করিয়াছে, ইহাতে আমাদের কি হইবে? আমরা সকলে প্রমত্ত ছিলাম, তাই সেই হনুমান্ আমাদিগকে প্রতারণা করিতে পারিয়াছে, তা ইহাতে আমাদের কি হইবে? ১১

আমরা যদি তাহাকে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে কিভাবে সে জীবিত থাকিয়া চলিয়া যাইতে পারিত? এখন

কুত্রাযাস্যামহে সর্ব্বে প্রত্যেকং বা নিয়োজয় ।
কুম্ভকর্ণস্তদা প্রাহ রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ১৩
আরব্ধং যৎ ত্বয়া কর্ম্ম স্বাত্মনাশায় কেবলম্ ।
ন দৃষ্টোঽসি তদা ভাগ্যাৎ ত্বং রামেণ মহাত্মনা ॥ ১৪
যদি পশ্যতি রামস্ত্বাং জীবন্নায়াসি রাবণ ।
রামো ন মানুষো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥ ১৫
সীতা ভগবতী লক্ষ্মী রামপত্নী যশস্বিনী ।
রাক্ষসানাং বিনাশায় ত্বয়ানীতা সুমধ্যমা ॥ ১৬
বিষপিণ্ডমবাগীর্য্য মহামীনো যথা তথা ।
আনীতা জানকী পশ্চাৎ ত্বয়া কিং বা ভবিষ্যতি ॥ ১৭
যদপ্যনুচিতং কর্ম্ম ত্বয়া কৃতমজ্ঞানতা ।
সর্ব্বং সমং করিষ্যামি স্বস্থচিত্তো ভব প্রভো ॥ ১৮
কুম্ভকর্ণবচঃ শ্রুত্বা বাক্যমিন্দ্রজিদব্রবীৎ ।
দেহি দেব মমানুজ্ঞাং হত্বা রামং সলক্ষ্মণম্ ।
সুগ্রীবং বানরাংশ্চৈব পুনর্যাস্যামি তেঽন্তিকম্ ॥ ১৯
তত্রাগতো ভাগবতপ্রধানো
বিভীষণো বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ ।
শ্রীরামপাদদ্বয় একতানঃ
প্রণম্য দেবারিমুপোপবিষ্টঃ ॥ ২০
বিলোক্য কুম্ভশ্রবণাদিদৈত্যান্
মত্তপ্রমত্তানতিবিস্ময়েন ।
বিলোক্য কামাতুরমপ্রমত্তো
দশাননং প্রাহ বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ ॥ ২১
ন কুম্ভকর্ণেন্দ্রজিতৌ চ রাজন্
তথা মহাপার্শ্ব-মহোদরৌ তৌ ।
নিকুম্ভ-কুম্ভৌ চ তথাতিকায়ঃ
স্থাতুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্য ॥ ২২

আপনি আদেশ করুন,—এই সম্পূর্ণ জগৎকে আমরা মানুষ ও বানরশূন্য করিয়া আসি। আপনি এই কার্য্যে আমাদের সকলকে কেন? এক এক জনকেই বা নিযুক্ত করুন, (তাহা হইলে সেই আপনার নিযুক্ত একজনই সম্পূর্ণ জগৎকে বানর ও মানুষশূন্য করিয়া আসিবে।) এই কথার পর সেই সময় কুম্ভকর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিল। ১২-১৩

তুমি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ, তাহা কেবল তোমার নিজের বিনাশের জন্য। তোমার পরম সৌভাগ্য যে, তুমি সীতাহরণের সময় মহাত্মা রামের দৃষ্টিপথে পতিত হও নাই।১৪

রাবণ! রাম যদি তোমাকে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তোমাকে জীবন লইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত না; কারণ, এই রাম মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ অব্যয় পরমাত্মা দেব (জ্যোতির্ময়) নারায়ণ। ১৫

আর যশস্বিনী রামপত্নী সীতা সাক্ষাৎ ভগবতী লক্ষ্মী। রাক্ষসগণের বিনাশের জন্য তুমি সেই সুমধ্যমা সীতাদেবীকে হরণ করিয়া আনিয়াছ। ১৬

বিশালাকার মৎস্যও যদি বিষপিণ্ড গ্রাস করে, তবে তাহার যেরূপ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়, সেইরূপ তুমি নিজের মৃত্যুর জন্যই এই জানকীকে হরণ করিয়া আনিয়াছ। জানি না, ইহার পর আরও কি অনিষ্ট হইবে? অর্থাৎ মৎস্য বিষ ভক্ষণ করিলে, সেই মৎস্য নিজেই মরে; কিন্তু তুমি সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়া এরূপ অনিষ্টাচরণ করিয়াছ যে, ইহা দ্বারা কেবল তুমি নহ, সম্পূর্ণ রাক্ষসকুল না ধ্বংস হইয়া যায়। ১৭

প্রভো! যেহেতু তুমি না জানিয়া এই অনুচিত কার্য্য করিয়াছ, সেই হেতু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অবস্থান কর; আমি ইহার শান্তি বিধান করিব। ১৮

কুম্ভকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিল,—দেব। আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি লক্ষ্মণের সহিত রামকে, সুগ্রীবকে এবং সমস্ত বানরগণকে বধ করিয়া আপনার নিকটে পুনরায় ফিরিয়া আসিব। ১৯

এরূপ পরামর্শ চলিতেছে, ইত্যবসরে তথায় ভাগবতপ্রধান, বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীরামের পাদযুগলের ধ্যানে একাগ্রচিত্ত বিভীষণ আগমন করিয়া দেবশত্রু রাবণকে প্রণাম করত তাহার নিকটে উপবেশন করিলেন। ২০

অপ্রমত্ত ও বিশুদ্ধমতি বিভীষণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি দিতিপুত্র রাক্ষসগণকে মত্ত ও অতীব মত্ত এবং রাবণকে কামাতুর দেখিয়া অতিশয় বিস্ময় সহকারে দশাননকে বলিলেন। ২১

রাজন্। এই কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, নিকুম্ভ, কুম্ভ এবং অতিকায়—ইহারা কেহই যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। ২২

সীতাভিধানেন মহাগ্রহেণ
গ্রস্তোঽসি রাজন্ ন চ তে বিমোক্ষঃ।
তামেব সৎকৃত্য মহাধনেন
দত্ত্বাভিরামায় সুখী ভব ত্বম্ ॥ ২৩

যাবন্ন রামস্য স্থিতাঃ শিলীমুখা
লঙ্কামভিব্যাপ্য শিরাংসি রক্ষসাম্।
ছিন্দন্তি তাবদ্রঘুনায়কস্য ভো
তাং জানকীং ত্বং প্রতিদাতুমর্হসি ॥ ২৪

যাবন্নগাভাঃ কপয়ো মহাবলা
হরিন্দ্রতুল্যা নখদংষ্ট্রযোধিনঃ।
লঙ্কাং সমাক্রম্য বিনাশয়ন্তি তে
তাবদ্দ্রুতং দেহি রঘূত্তমায় তাম্ ॥ ২৫

রাজন্! আপনি সীতানামক মহাগ্রহের দ্বারা গ্রস্ত হইয়াছেন; ইহা হইতে আপনার মুক্তি নাই। তবে আপনি যদি সেই সীতাকে মহামূল্য রত্নাদির দ্বারা সম্মানিতা করিয়া রামকে প্রদান করেন, তাহা হইলে আপনি সুখী হইতে পারিবেন। ২৩

যে পর্য্যন্ত না শ্রীরামচন্দ্রের নিশিত বাণসমূহ লঙ্কাপুরীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাক্ষসগণের মস্তক ছেদন আরম্ভ করে, আপনি তাহার পূর্ব্বেই রঘুনাথ শ্রীরামের পত্নী সেই জানকীকে শ্রীরামের নিকট প্রত্যর্পণ করুন। ২৪

যে পর্য্যন্ত না পর্ব্বততুল্য বিশালদেহ, মহাসিংহসদৃশ পরাক্রমশালী, নখ ও দন্তরূপ অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধকারী মহাবল বানরগণ এই লঙ্কা আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিতে আরম্ভ করে, তাহার মধ্যেই আপনি সত্বর রঘূত্তম রামকে সীতা প্রত্যর্পণ করুন। ২৫

অন্যথায় সুরেন্দ্রগণ বা স্বয়ং শঙ্করও যদি আপনাকে রক্ষা করেন, তথাপি আপনি নিজের জীবন লইয়া রামের নিকট হইতে মুক্তি পাইবেন না। এমন কি, আপনি যদি দেবরাজ ইন্দ্রের ক্রোড়ে বসিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনার রক্ষা নাই; সাক্ষাৎ মৃত্যুর ক্রোড়ে থাকিলেও আপনার জীবনের আশা থাকিবে না এবং আপনি যদি পাতাল লোকেও যাইয়া প্রবিষ্ট হন, তথাপি আপনার নিস্তার নাই। ২৬

মৃত্যু-পথযাত্রী ব্যক্তি যেরূপ ঔষধ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক থাকে না, সেইরূপ এই খল রাবণ বিভীষণ-কথিত শুভজনক, হিতকর ও পবিত্র বাক্য গ্রহণ করিল না। ২৭

বরং এই দিতিবংশজাত রাক্ষস কালপ্রেরিত হইয়া বিভীষণকে বলিল—আমারই দেওয়া ভোগসমূহে ইহার অঙ্গসকল পুষ্ট হইয়াছে, আমারই সমীপে বাস করিতেছে এবং

জীবন্ ন রামেণ বিমোক্ষ্যসে ত্বং
গুপ্তঃ সুরেন্দ্রৈরপি শঙ্করেণ।
ন দেবরাজাঙ্কগতো ন মৃত্যোঃ
পাতাললোকানপি সংপ্রবিষ্টঃ ॥ ২৬

শুভং হিতং পবিত্রঞ্চ বিভীষণবচঃ খলঃ।
প্রতিজগ্রাহ নৈবাসৌ ম্রিয়মাণ ইবৌষধম্ ॥২৭
কালেন নোদিতো দৈত্যো বিভীষণমথাব্রবীৎ।
মদ্দত্তভোগৈঃ পুষ্টাঙ্গো মৎসমীপে বসন্নপি ॥ ২৮
প্রতীপমাচরত্যেষ মমৈব হিতকারিণঃ।
মিত্রভাবেন শত্রুর্মে জাতো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ২৯
অনার্য্যেণ কৃতঘ্নেন সঙ্গতির্মে ন যুজ্যতে।
বিনাশমভিকাঙ্ক্ষন্তি জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা ॥৩০

আমি ইহার হিতকারী, তথাপি এই বিভীষণ আমার প্রতিকূল আচরণ করিতেছে। সে আমার মিত্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে আমার শত্রু, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।২৮ ২৯

এই অভদ্র ও কৃতঘ্নের সহিত সম্পর্ক রাখা আমার উচিত হইবে না; কারণ, জ্ঞাতিরা সর্ব্বদাই জ্ঞাতিগণের বিনাশ কামনা করে (১)। ৩০।

১। হিতভাষী বিভীষণের প্রতি রাবণের কটূক্তি বাল্মীকি-রামায়ণে—"বসেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেণ চ। ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবসেচ্ছত্রুসেবিনা। জানামি শীলং জ্ঞাতীনাং সর্ব্বলোকেষু রাক্ষস। হৃষ্যন্ত্যাপৎসু জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ো ... পরিভবন্তি চ। নিত্যমন্যোঽন্যস্য সংহৃষ্টা ব্যসনেষ্বাততায়িনঃ। প্রচ্ছন্নহৃদয়া ঘোরা জ্ঞাতয়স্তু ভয়াবহাঃ॥ শ্রূয়ন্তে হস্তিভির্গীতাঃ শ্লোকাঃ পদ্মবনে পুরা। পাশহস্তান্ নরান্ দৃষ্ট্বা শৃণুষ্ব গদতো মম। নাগ্নির্নান্যানি শস্ত্রাণি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ। ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাশ্চ জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ। উপায়মেতে বক্ষ্যন্তি গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ। কৃৎস্নাদ্ ভয়াজ্ জ্ঞাতিভয়ং কুকষ্টং বিদিতঞ্চ নঃ। বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্। বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ। ততো নেষ্টমিদং সৌম্য যদহং লোকসৎকৃতঃ। ঐশ্বর্য্যমভিজাতশ্চ রিপূণাং মূর্ধ্নি চ স্থিতঃ। যথা পুষ্করপত্রেষু পতিতাস্তোয়বিন্দবঃ। ন শ্লেষমধিগচ্ছন্তি তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্। যথা শারদি মেঘানাং সিঞ্চতামপি গর্জতাম্। ন ভবত্যম্বুসংক্লেদস্তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্। যথা মধুকরস্তর্ষাদ্রসং বিন্দন্ ন তিষ্ঠতি। যথা ত্বমপি তত্রৈব তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্। যথা মধুকরস্তর্ষাৎ কাশপুষ্পং পিবন্নপি। রসমত্র ন বিন্দেত তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্। যথা পূর্ব্বং গজঃ স্নাত্বা গৃহ্য হস্তেন বৈ রজঃ। দূষয়ত্যাত্মনো দেহং তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্। যোঽন্যস্ত্বেবংবিধং ব্রূয়াদ্ বাক্যমেতন্নিশাচর। অস্মিন্ মুহূর্ত্তে ন ভবেৎ ত্বাং তু ধিক্ কুলপাংসন। ৬।১৬।২-১৬

যোঽন্যস্ত্বেবংবিধং ব্রূয়াদ্ বাক্যমেকং নিশাচরঃ।
হন্মি তস্মিন্ ক্ষণে এব ধিক্ ত্বাং রক্ষঃকুলাধমম্ ॥ ৩১
রাবণেনৈবমুক্তঃ সন্ পরুষং স বিভীষণঃ।
উৎপপাত সভামধ্যাদ্ গদাপাণির্মহাবলঃ ॥ ৩২
চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং গগনস্থোঽব্রবীদ্ বচঃ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো রাবণং দশকন্ধরম্ ॥ ৩৩
মা বিনাশমুপৈহি ত্বং প্রিয়বাদিনমেব মাম্।
ধিক্করোষি তথাপি ত্বং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতুঃ সমঃ ॥ ৩৪
কালো রাঘবরূপেণ জাতো দশরথালয়ে।
কালী সীতাভিধানেন জাতা জনকনন্দিনী ॥ ৩৫
তাবুভাবাগতাবত্র ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে।
তেনৈব প্রেরিতস্তত্ত্ব ন শৃণোষি হিতং মম ॥ ৩৬

আজ যদি অন্য কোনও রাক্ষস আমাকে এই কথা বলিত, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাক্ষসকে বধ করিতাম; অতএব এই রাক্ষসকুলের অধম বিভীষণকে ধিক্। ৩১

রাবণ এরূপ কর্কশ বাক্যে তিরস্কার করিলে পর সেই মহাবল বিভীষণ হস্তে গদা ধারণ করত সভামধ্য হইতে চারিজন মন্ত্রীর সহিত আকাশে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন (১) এবং আকাশে থাকিয়াই দশগ্রীব রাবণকে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এই কথা বলিলেন। ৩২-৩৩

আমি আপনাকে প্রিয় কথা বলিলাম, আর আপনি আমাকে এইভাবে ধিক্কার দিলেন? তথাপি আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, সেইহেতু প্রার্থনা করি—আপনার যেন বিনাশ না হয়। ৩৪

দশরথের গৃহে সাক্ষাৎ কাল এই রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর সেই কালের শক্তি কালী সীতা নামে জনককন্যারূপে জন্মলাভ করিয়াছেন। ৩৫

পৃথিবীর ভার অপনোদনের জন্য তাঁহারা উভয়েই এই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আপনি তাঁহাদেরই প্রেরণায় আমার হিতকর কথা শুনিতেছেন না। ৩৬

১। অনুগামী চারিজন রাক্ষসের সহিত বিভীষণ হস্তে গদা ধারণ করিয়া আকাশ পথে চলিয়া যান, ইহা বাল্মীকি-রামায়ণেও পাওয়া যায়,—

"ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং ন্যায়বাদী বিভীষণঃ। উৎপপাত গদাপাণিশ্চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ"। ৬।১৬।১৭

শ্রীরামঃ প্রকৃতেঃ সাক্ষাৎ পরস্তাৎ সর্ব্বদা স্থিতঃ।
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং সমঃ সর্ব্বত্র সংস্থিতঃ ॥ ৩৭
নামরূপাদিভেদেন তত্তন্ময় ইবামলঃ।
যথা নানাপ্রকারেষু বৃক্ষেষ্বেকো মহাবলঃ ॥ ৩৮
তত্তদাকৃতিভেদেন ভিদ্যতে জ্ঞানচক্ষুষাম্।
পঞ্চকোষাদিভেদেন তত্তন্ময় ইবাবভৌ ॥ ৩৯
নীলপীতাদিযোগেন নির্ম্মলঃ স্ফটিকো যথা।
স এব নিত্যমুক্তোঽপি স্বমায়াগুণবিম্বিতঃ ॥ ৪০
কালঃ প্রধানঃ পুরুষোঽব্যক্তঞ্চেতি চতুর্বিধঃ।
প্রধান-পুরুষাভ্যাং স জগৎ কৃৎস্নং সৃজত্যজঃ ॥ ৪১
কালরূপেণ কলনাং জগতঃ কুরুতেঽব্যয়ঃ।
কালরূপী স ভগবান্ রামরূপেণ মায়য়া ॥ ৪২

শ্রীরাম প্রকৃতিরও অতীত সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মরূপে সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন অথবা শ্রীরাম প্রকৃতির সাক্ষী ও প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত নির্গুণ পরম পুরুষ। তিনি সমস্ত ভূতগণের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করিতেছেন অর্থাৎ তিনি সমদর্শী। ৩৭

নাম ও রূপাদি ভেদে তিনিই তত্তৎ বস্তুস্বরূপে প্রতিভাত হন অর্থাৎ তিনি নামভেদে ও রূপভেদে নানাবিধ মাত্র। তিনি নির্মল অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বরহিত। যেরূপ নানাবিধ বৃক্ষসমূহে একই মহান্ অগ্নি বিদ্যমান থাকেন, কিন্তু বৃক্ষের নানাবিধ আকৃতি ভেদে—'ইহা পলাশবৃক্ষাগ্নি, ইহা অশ্বত্থবৃক্ষাগ্নি' এরূপ ভেদ অজ্ঞান ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে লক্ষিত হন, সেইরূপ এক শ্রীরাম অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ—এই পঞ্চকোষ ভেদে সেই সেই কোষ রূপে প্রতিভাত হন। ৩৮-৩৯

যেরূপ স্ফটিক মণি স্বাভাবিক স্বচ্ছ হইলেও নীল ও পীতাদি বর্ণের সংযোগে নীল স্ফটিক মণি ও পীত স্ফটিক মণি বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ তিনি নিত্যমুক্ত হইয়াও নিজ মায়াগুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া কাল, প্রধান, পুরুষ ও অব্যক্ত—এই চাররূপে প্রতীত হন। সেই জন্মরহিত পরমাত্মা রজোগুণ অবলম্বন করত প্রধান (প্রকৃতি) ও পুরুষরূপ ধারণ সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন। ৪০-৪১

সেই অব্যয় পরমাত্মা তমোগুণ অবলম্বন করত কালরূপ ধারণ করিয়া জগতের সংহার করেন এবং সত্ত্বগুণ অবলম্বন করত অব্যক্ত রূপ ধারণ করিয়া জগৎ পালন করেন। সেই কালরূপী

ব্রহ্মণা প্রার্থিতো দেবস্ত্বদ্বধার্থমিহাগতঃ
তদন্যথা কথং কুর্য্যাৎ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ ॥ ৪৩

হনিষ্যতি ত্বাং রামস্তু সপুত্রবলবাহনম্ ।
হন্যমানং ন শক্নোমি দ্রষ্টুং রামেণ রাবণ ॥ ৪৪

ত্বাং রাক্ষসকুলং কৃৎস্নং ততো গচ্ছামি রাঘবম্ ।
ময়ি যাতে সুখী ভূত্বা রমস্ব ভবনে চিরম্ ॥ ৪৫

বিভীষণো রাবণবাক্যতঃ ক্ষণাৎ
বিসৃজ্য সর্ব্বং সপরিচ্ছদং গৃহম্ ।
জগাম রামস্য পদারবিন্দয়োঃ
সেবাভিকাঙ্ক্ষী পরিপূর্ণমানসঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

দেব ভগবান্ ব্রহ্মার প্রার্থনায় তোমাকে বধ করিবার জন্য রামরূপ ধারণ করিয়া এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঈশ্বর সত্যসঙ্কল্প, সুতরাং তিনি ইহার অন্যথা অর্থাৎ তোমাকে বধ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া তোমাকে বধ না করা—ইহা কিরূপে করিবেন ? ৪২-৪৩

অতএব রাম পুত্র, সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত তোমাকে বধ করিবেন। রাবণ! আমি স্বচক্ষে রাম কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ রাক্ষসকুল ও তোমাকে নিহত দেখিতে পারিব না, অতএব আমি এখন সেই রামের নিকট গমন করিতেছি। আমি গমন করিলে পর তুমি সুখী হইয়া দীর্ঘকাল এই ভবনে সানন্দে বাস কর (১) ॥ ৪৪-৪৫

বিভীষণ রাবণের সেই বাক্যে ব্যথিত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই নিজের সমস্ত পরিজনবর্গ ও গৃহ ত্যাগ করিয়া শ্রীরামের শ্রীপাদপদ্মদ্বয়ের সেবার আকাঙ্ক্ষা করত পূর্ণমনোরথ হইয়া শ্রীরামসমীপে গমন করিলেন ॥ ৪৬

১। রাবণকে ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় বিভীষণ যাহা রাবণকে বলিয়াছেন, তাহা বাল্মীকিরামায়ণে,—"অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং জাতক্রোধো বিভীষণঃ। অন্তরিক্ষগতঃ শ্রীমান্ ভ্রাতা বৈ রাক্ষসাধিপম্ ॥ স ত্বং ভ্রাতাসি মে রাজন্ ব্রূহি মাং যদ্ যদিচ্ছসি। জ্যেষ্ঠো মান্যঃ পিতৃসমো ন চ ধর্ম্মপথে স্থিতঃ। ইদং হি পরুষং বাচ্যং ন ক্ষমাম্যগ্রজস্য তে ॥ সুনীতং হিতকামেন বাক্যমুক্তং দশানন। গৃহ্নন্ত্যকৃতাত্মানঃ কালস্য বশমাগতঃ। পুরুষাঃ সুলভা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ ॥ অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥ বদ্ধং কালস্য পাশেন সর্ব্বভূতাপহারিণঃ। ন নশ্যন্তমুপেক্ষে ত্বাং প্রদীপ্তং শরণং যথা ॥ দীপ্তপাবকসঙ্কাশৈঃ শিতৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ। ত্বামিচ্ছামাহং দ্রষ্টুং রামেণ নিহতং শরৈঃ ॥ শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রাশ্চ নরা রণে। কালাভিপন্নাঃ সীদন্তি যথা বালুকাসেতবঃ ॥ তন্মর্ষয়তু যচ্চোক্তং গুরুত্বাদ্ধিতমিচ্ছতা। আত্মানং সর্ব্বথা রক্ষ পুরীঞ্চেমাং সরাক্ষসাম্ ॥ স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সুখী ভব ময়া বিনা ॥" ৬।১৮।২৫-৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

[শ্রীরামস্য সমীপে বিভীষণস্যাগমনম্, শ্রীরামস্য স্তুতিঃ, সাগরবন্ধনবর্ণনঞ্চ]

শ্রীমহাদেব উবাচ

বিভীষণো মহাভাগশ্চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সহ।
আগত্য গগনে রামসম্মুখে সমবস্থিতঃ ॥ ১

উচ্চৈরুবাচ ভোঃ স্বামিন্ রাম রাজীবলোচন
রাবণস্যানুজোঽহং তে দারহর্তুর্বিভীষণঃ ॥ ২

নাম্না ভ্রাত্রা নিরস্তোঽহং ত্বমেব শরণং গতঃ।
হিতমুক্তং ময়া দেব তস্য চাবিদিতাত্মনঃ ॥ ৩

সীতাং রামায় বৈদেহীং প্রেষয়েতি পুনঃ পুনঃ।
উক্তোঽপি ন শৃণোত্যেষ কালপাশবশং গতঃ ॥ ৪

হন্তুং মাং খড়্গমাদায় প্রাদ্রবদ্ রাক্ষসাধমঃ।
ততোঽচিরেণ সচিবৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতো ভয়াৎ ॥ ৫

ত্বামেব ভবমোক্ষায় মুমুক্ষুঃ শরণং গতঃ।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬

বিশ্বাসার্হো ন তে রামঃ মায়াবী রাক্ষসাধমঃ।
সীতাহর্তুর্বিশেষেণ রাবণস্যানুজো বলী ॥ ৭

মন্ত্রিভিঃ সায়ুধৈরস্মান্ বিবরে নিহনিষ্যতি।
তদাজ্ঞাপয় মে দেব বানরৈর্হন্যতামযম্ ॥ ৮

তৃতীয় অধ্যায়

[শ্রীরামের নিকট বিভীষণের আগমন, শ্রীরামের স্তব ও সাগর বন্ধনবর্ণন।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,- দেবি। তদনন্তর মহাভাগ বিভীষণ নিজের চারিজন মন্ত্রীর সহিত আসিয়া আকাশেই শ্রীরামের সম্মুখে অবস্থান করিলেন। ১

তারপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,— হে স্বামিন্। হে কমলোচন রাম। আমি আপনার ভার্য্যাপহরণকারী রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার নাম বিভীষণ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ আমাকে দুর্বাক্য বলিয়া তিরস্কার করিয়াছে, আমি সেইজন্য আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। দেব। সেই আত্মজ্ঞানশূন্য রাবণকে আমি পুনঃ পুনঃ এই হিত কথা বলিয়াছিলাম যে, বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও। কিন্তু এই কথা আমি বলিলেও সেই রাবণ কালপাশের বশবর্ত্তী হইয়া তাহা শুনিল না। ২-৪

বরং সেই রাক্ষসাধম একটি খড়্গ লইয়া আমাকে বধ করিবার জন্য আমার দিকে ধাবিত হইয়া আসিল। সেইহেতু আমি ভয়ে আমার চার জন মন্ত্রীর সহিত আপনার শরণাগত হইলাম, কেবল রাবণের ভয়ের জন্যই নহে, আমি এই সংসার হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত মুক্তিকামী হইয়া আপনারই শরণ গ্রহণ করিলাম। তখন সুগ্রীব বিভীষণের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন। ৫-৬

রাম। এই রাক্ষসাধম তোমার বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না অর্থাৎ এই রাক্ষসকে তুমি বিশ্বাস করিও না; কারণ. সে মায়াবী, বিশেষতঃ সীতাপহরণকারী রাবণের সে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বলবান্। ৭

অস্ত্রধারী চার মন্ত্রীর সহিত এই রাক্ষস ছিদ্র (সুযোগ) পাইলেই আমাদিগকে বিনাশ করিবে। দেব। অতএব তুমি আদেশ কর, বানরগণ ইহাকে বধ করুক (১)। ৮

১। বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায়,— রাম ও লক্ষ্মণ যেস্থানে ছিলেন, তথায় চার সহচর সহ বিভীষণ আসিয়া আকাশে অবস্থান করিলে পর সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরগণ এই রাক্ষসদিগকে হত্যাকারী ভাবিয়া নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিল। তাহাদের আলোচনা শুনিয়া বিভীষণ নিজের পরিচয় দিয়া বলিল—"সোঽহং পরুষিতস্তেন দাসবচ্চাবমানিতঃ। ত্যক্ত্বা পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ রাঘবং শরণং গতঃ। নিবেদয়ত মাং ক্ষিপ্রং রাঘবায় মহাত্মনে। সর্ব্বলোকশরণ্যায় বিভীষণমুপস্থিতম্"। ৬ ১৭।: ৬।১৭

বিভীষণের এই কথা শ্রবণ করত সুগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের সম্মুখে রামকে বলিলেন—"প্রবিষ্টঃ শত্রুসৈন্যং হি প্রাপ্তঃ শত্রুরতর্কিতঃ। নিহন্যাদন্তরং লব্ধ্বা উলুকো বায়সানিব। মন্ত্রে ব্যূহে নয়ে চারে যুক্তো ভবিতুমর্হসি। বানরাণাঞ্চ ভদ্রং তে পরেষাঞ্চ পরন্তপ। অন্তর্ধানগতা হ্যেতে রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ। শূরাশ্চ নিকৃতিকাশ্চ তেষাং জাতু ন বিশ্বসেৎ। প্রণিধী রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য ভবেদয়ম্। অনুপ্রবিশ্য সোঽস্মান্ নু ভেদং কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ। অথবা স্বয়মেবৈষ ছিদ্রমাসাদ্য বুদ্ধিমান্। অনুপ্রবিশ্য বিশ্বস্তে কদাচিৎ প্রহরেদপি। মিত্রাদপি বলকৈন মৌলভৃত্যবলস্তথা। সর্ব্বমেতদ্ বলং গ্রাহ্যং বর্জয়িত্বা দ্বিষদ্বলম্। প্রকৃত্যা রাক্ষসো হ্যেষ ভ্রাতা মিত্রস্য বৈ প্রভো। আগতশ্চ রিপুঃ সাক্ষাৎ কথমস্মিংশ্চ বিশ্বসেৎ। রাবণস্যানুজো ভ্রাতা বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ। চতুর্ভিঃ সহ রক্ষোভির্ভবন্তং শরণং গতঃ। রাবণেন প্রণীতং হি তমবেহি বিভীষণম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্ষমং ক্ষমবতাং বর ইত্যাদি ৬:১৭।১৯-২৭ সুগ্রীবের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র হনুমান্ প্রভৃতি সকলের 'মত' জানিতে চাহিলেন। প্রথমে অঙ্গদ

মমৈবং ভাতি তে রাম বুদ্ধ্যা কিং নিশ্চিতং বদ।
শ্রুত্বা সুগ্রীববচনং রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ ॥ ৯
যদীচ্ছামি কপিশ্রেষ্ঠ লোকান্ সর্ব্বান্ সহেশ্বরান্।
নিমিষার্দ্ধেন সংহন্যাং সৃজামি নিমিষার্দ্ধতঃ ॥ ১০

রাম! আমার মনে ত' এই কথাই ভাসিতেছে। এখন তোমার বুদ্ধিতে কি কি বিবেচনা হইতেছে বল? শ্রীরাম সুগ্রীবের এই কথা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন। ৯

কপিশ্রেষ্ঠ (বানরোত্তম)! যদি আমি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে অর্দ্ধ নিমিষের মধ্যে লোকপালগণের সহিত সমস্ত লোকসমূহকে ধ্বংস করিতে পারি এবং সৃষ্টিও করিতে পারি।

অতো ময়াভয়ং দত্তং শীঘ্রমানয় রাক্ষসম্ ॥ ১১
সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥ ১২

অতএব আমি সেই রাক্ষসকে অভয় দান করিয়াছি, তুমি সত্বর তাহাকে এস্থানে লইয়া এস। ১০-১১

যে ব্যক্তি 'আমি তোমার' এই কথা একবার বলিয়াই আমার নিকট অভয় প্রার্থনা করে, তাহাকে সমস্ত ভূতবর্গ অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্বিধ প্রাণী এবং জলচর, স্থলচর ও খেচর প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রাণিবর্গ হইতে আমি অভয় দান করি এবং এই অভয় দান করা আমার ব্রত অর্থাৎ সঙ্কল্প (১)। ১২

বলিলেন—"শত্রোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বথা তর্ক্য এব হি। বিশ্বাসনীয়ঃ সহসা ন কর্ত্তব্যো বিভীষণঃ"। ইত্যাদি ৬।১৭।৩৯ তারপর শরভ বলিলেন "শরভস্ত্বথ নিশ্চিত্য সার্থং বচনমব্রবীৎ ক্ষিপ্রমস্মিন্নরব্যাঘ্র চারঃ প্রতিবিধীয়তাম্। প্রণিধায় হি চারেণ যথাবৎ সূক্ষ্মবুদ্ধিনা। পরীক্ষ্য চ ততঃ কার্য্যো যথান্যায়ং পরিগ্রহঃ। ৬।১৭।৪৩-৪৪ ইহার পর জাম্ববান্ বলিলেন—"জাম্ববাংস্ত্বথ সম্প্রেক্ষ্য শাস্ত্রবুদ্ধ্যা বিচক্ষণঃ। বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস গুণবদ্দোষবর্জ্জিতম্। বদ্ধবৈরাচ্চ পাপাচ্চ রাক্ষসেন্দ্রাদ্ বিভীষণঃ। অদেশকালসম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বথা শঙ্ক্যতামযম্। ৭।১৭।৪৫-৬। অতঃপর মৈন্দ বলিলেন,—অনুজো নাম তস্যৈব রাবণস্য বিভীষণঃ। পৃচ্ছ্যতাং মধুরেণায়ং শনৈর্নরপতীশ্বরঃ। ভাবমস্য তু বিজ্ঞায় ততস্তত্ত্বং করিষ্যসি। যদি দুষ্টো ন দুষ্টো বা বুদ্ধিপূর্ব্বং নরর্ষভ। ৭।১৭।৪৮।৪৯ সর্ব্বশেষে মহামতি হনুমান্ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মত খণ্ডন করিয়া ১৯টি শ্লোকে নিজের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন—"অথ সংস্কারসম্পন্নো হনুমান্ সচিবোত্তমঃ। উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণমর্থবন্মধুরং লঘু। এই ৭।১৭।৫০ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া—"উদ্যোগং তব সম্প্রেক্ষ্য মিথ্যাবৃত্তঞ্চ রাবণম্। বালিনঞ্চ হতং শ্রুত্বা সুগ্রীবঞ্চাভিষেচিতম্। রাজ্যং প্রার্থয়মানং তু বুদ্ধিপূর্ব্বমিহাগতঃ। এতাবৎ তু পুরস্কৃত্য বিদ্যতে তস্য সংগ্রহঃ। যথাশক্তি ময়োক্তং তু রাক্ষসস্যার্জ্জবং প্রতি। প্রমাণং ত্বং হি সর্ব্বস্য শ্রুত্বা বুদ্ধিমতাং বর ৭।১৭।৬৬-৬৮

(১) ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রতিজ্ঞা বাক্য বাল্মীকি রামায়ণেও ৬।১৮।৩৩ শ্লোকে 'অনুরূপ' বাক্যেই কথিত হইয়াছে, যথা—"সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।" বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়, হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিবার পর শ্রীরাম সুগ্রীবকে কিছু নীতি কথা উপদেশ করেন, তন্মধ্যে শরণাগতের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তদ্‌বিষয়ে একটি ইতিহাস শ্রবণ কর, এই কথা বলিয়া শ্রীরাম কহিলেন,—'শ্রূয়তে হি কপোতেন শত্রুঃ শরণমাগতঃ। অর্চিতশ্চ যথান্যায়ং স্বৈশ্চ মাংসৈর্নিমন্ত্রিতঃ। স হি তং প্রতিজগ্রাহ ভার্য্যাহর্ত্তারমাগতম্। কপোতো বানরশ্রেষ্ঠ কিং পুনর্মদ্‌বিধো জনঃ। ঋষেঃ কণ্বস্য পুত্রেণ কণ্ডুনা পরমর্ষিণা। শৃণু গাথা পুরা গীতা ধর্ম্মিষ্ঠা সত্যবাদিনা। বদ্ধাঞ্জলিপুটং দীনং যাচন্তং শরণাগতম্। ন হন্যাদানৃশংস্যার্থমপি শত্রুং পরন্তপ। আর্ত্তো বা যদি বা দৃপ্তঃ পরেষাং শরণং গতঃ। অরিঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃতাত্মনা। ন চেদ্ ভয়াদ্ বা মোহাদ্ বা কামাদ্ বাপি ন রক্ষতি। স্বয়া শক্ত্যা যথান্যায়ং তৎপাপং লোকগর্হিতম্। বিনষ্টঃ পশ্যতস্তস্য রক্ষিণঃ শরণং গতঃ। আদায় সুকৃতং তস্য সর্ব্বং গচ্ছেদরক্ষিতঃ। এবংদোষো মহানত্র প্রপন্নানামরক্ষণে। অস্বর্গ্যং চাযশস্যঞ্চ বলবীর্য্যবিনাশনম্। করিষ্যামি যথার্থং তু কণ্ডোর্বচনমুত্তমম্। ধর্ম্মিষ্ঠঞ্চ যশস্যঞ্চ স্বর্গং স্যাত্তু ফলোদয়ে।" ৬।১৮।২৪-৩২ ইহার পরই পরম কারুণিক শ্রীভগবানের সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ সেই অভয়বাণী—

"সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম। ৬।১৮।৩৩

এই অভয় দান করত শ্রীরাম সুগ্রীবকে বলিলেন,—'আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্যাভয়ং ময়া। বিভীষণো বা সুগ্রীব যদি বা রাবণঃ স্বয়ম্।" শ্রীরামের এই বাক্য শ্রবণ করত সুগ্রীব অত্যন্ত সৌহার্দে পরিপূরিত হইয়া কহিলেন—'কিমত্র চিত্রং ধর্ম্মজ্ঞ লোকনাথশিখামণে। যত্ত্বমার্য্যং প্রভাষেথাঃ সত্ত্ববান্ সৎপথে স্থিতঃ। মম চাপ্যন্তরাত্মায়ং শুদ্ধং বেত্তি বিভীষণম্। অনুমানাচ্চ সর্ব্বতঃ সুপরীক্ষিতঃ। তস্মাৎ ক্ষিপ্রং সহাস্মাভিস্তুল্যো ভবতু রাঘব। বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞঃ সখিত্বং চাভ্যুপৈতু নঃ।" ৬।১৮।৩৬-৩৮

রামস্য বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো হৃষ্টমানসঃ।
বিভীষণমথানায্য দর্শয়ামাস রাঘবম্ ॥ ১৩
হর্ষগদ্‌গদয়া বাচা ভক্ত্যা চ পরয়াম্বিতঃ ॥ ১৪
বিভীষণস্তু সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য রঘূত্তমম্।
রামং শ্যামং বিশালাক্ষং প্রসন্নমুখপঙ্কজম্ ॥ ১৫
ধনুর্বাণধরং শান্তং লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ১৬

বিভীষণ উবাচ।

নমস্তে রাম রাজেন্দ্র নমঃ সীতামনোরম।
নমস্তে চণ্ডকোদণ্ড নমস্তে ভক্তবৎসল ॥ ১৭
নমোঽনন্তায় শান্তায় রামায়ামিততেজসে।
সুগ্রীবমিত্রায় চ তে রঘূণাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৮
জগদুৎপত্তিনাশানাং কারণায় মহাত্মনে।
ত্রৈলোক্যগুরুবেঽনাদিগৃহস্থায় নমো নমঃ ॥ ১৯

সুগ্রীব শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং তাহার পর বিভীষণকে আনাইয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। ১৩

তখন বিভীষণ রঘূত্তম রামকে সাষ্টাঙ্গ (৫।৫।১-৩ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) প্রণাম করত পরম ভক্তিসহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া হর্ষগদ্‌গদ বাক্যে বিশাললোচন, প্রসন্ন মুখকমল, ধনুর্বাণধারী, শান্ত ও লক্ষ্মণের সহিত বিরাজমান শ্যামসুন্দর শ্রীরামকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৪-১৬

বিভীষণ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র রাম। আপনাকে নমস্কার। সীতামনোরম। আপনাকে নমস্কার। প্রচণ্ড কোদণ্ড-ধনুর্ধর রাম। আপনাকে নমস্কার। ভক্তবৎসল। আপনাকে নমস্কার। ১৭

হে অনন্ত! হে শান্ত অথচ অমিততেজস্বী রাম। আপনাকে নমস্কার। আপনি সুগ্রীবের মিত্র (উপকারকারী) ও রঘুবংশের পতি (পালক), আপনাকে নমস্কার। ১৮

আপনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, মহাত্মা (পরমাত্মা), ত্রিভুবনগুরু ও অনাদিগৃহস্থ ('ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'। তাদৃশে গৃহে তিষ্ঠতীতি গৃহস্থঃ। তস্য আদিং বক্তুং কোঽপি ন সমর্থ ইতি অনাদিগৃহস্থঃ। অর্থাৎ হে জগদ্‌গুরো পরমাত্মন্। আপনি সর্বদা স্বীয় শক্তি মায়া দেবীর সহিত অবস্থান করেন, আপনি যে কোন্ অনাদি কাল হইতে এইভাবে স্বশক্তির সহিত বিরাজমান আছেন, তাহা বর্ণনা করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই।) আপনাকে নমস্কার নমস্কার। ১৯

ত্বমাদির্জগতাং রাম ত্বমেব স্থিতিকারণম্।
ত্বমন্তে নিধনস্থানং স্বেচ্ছাচারস্ত্বমেব হি ॥ ২০
চরাচরাণাং ভূতানাং বহিরন্তশ্চ রাঘব।
ব্যাপ্যব্যাপকরূপেণ ভবান্ ভাতি জগন্ময়ঃ ॥ ২১
ত্বন্মায়য়া হৃতজ্ঞানা নষ্টাত্মানো বিচেতসঃ।
গতাগতং প্রপদ্যন্তে পাপপুণ্যবশাৎ সদা ॥ ২২
তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকারজতং যথা।
যাবন্ন জায়তে জ্ঞানং চেতসা নান্যগামিনা ॥ ২৩
ত্বদজ্ঞানাৎ সদা যুক্তাঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
রমন্তে বিষয়ান্ সর্বানন্তে দুঃখপ্রদান্ বিভো ॥ ২৪
ত্বমিন্দ্রোঽগ্নির্যমো রক্ষো বরুণশ্চ তথানিলঃ
কুবেরশ্চ তথা রুদ্রস্ত্বমেব পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৫

রাম। আপনিই জগতের আদি, আপনিই সেই জগতের স্থিতির কারণ, আর অন্তে অর্থাৎ প্রলয়কালে আপনিই সেই জগতের লয়স্থান এবং আপনিই এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি লীলা কার্য্য ইচ্ছানুসারে করেন বলিয়া আপনিই স্বেচ্ছাধীন—আপ্তকাম। ২০

হে রাঘব। এই পরিদৃশ্যমান স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক প্রাণিবর্গের বাহিরে এবং অন্তরে ব্যাপ্য-ব্যাপক রূপে বিরাজমান আছেন বলিয়া আপনি 'জগন্ময়'। ২১

আপনার মায়া দ্বারা জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) অপসারিত হইলে পর যাহাদের সদসৎ চেতনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারা দেহ নষ্ট হইলে পর স্বকৃত পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের বশীভূত হইয়া চিরকাল এসংসারে যাতায়াত করিতে থাকে। ২২

যেরূপ শুক্তিকার স্বরূপ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত শুক্তিকাতে রজত ভ্রম হইতে থাকে, সেইরূপ অনন্যগামী অর্থাৎ অন্য সর্ববিধ ভাবনামুক্ত জ্ঞানময় চিত্তে আপনার স্বরূপ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জগৎ সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ২৩

হে বিভো। আপনার স্বরূপ জ্ঞানলাভ না হওয়ায় জীবগণ পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদিতে সদা আসক্ত থাকিয়া অন্তে অর্থাৎ পরিণামে দুঃখপ্রদ রূপাদি সমস্ত বিষয়সমূহ উপভোগ করিতে থাকে। ২৪

ভগবন্। আপনি ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের এবং রুদ্র। আপনিই পুরুষোত্তম ॥ ২৫

ত্বমণোরপ্যণীয়াংশ্চ স্থূলাৎ স্থূলতরঃ প্রভো।
ত্বং পিতা সর্ব্বলোকানাং মাতা ধাতা ত্বমেব হি ॥ ২৬
আদিমধ্যান্তরহিতঃ পরিপূর্ণোঽচ্যুতোঽব্যয়ঃ।
ত্বং পাণিপাদরহিতশ্চক্ষুঃশ্রোত্রবিবর্জিতঃ ॥ ২৭
শ্রোতা দ্রষ্টা গ্রহীতা চ জবনস্ত্বং খরান্তক।
কোষেভ্যো ব্যতিরিক্তস্ত্বং নির্গুণো নিরুপাশ্রয়ঃ ॥ ২৮
নির্বিকল্পো নির্বিকারো নিরাকারো নিরীশ্বরঃ।
ষড়্‌ভাবরহিতোঽনাদিঃ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ২৯
মায়য়া গৃহ্যমাণস্ত্বং মনুষ্য ইব ভাব্যসে।
জ্ঞাত্বা ত্বাং নির্গুণমজং বৈষ্ণবা মোক্ষগামিনঃ ॥ ৩০
অহং ত্বৎপাদসদ্ভক্তিং নিশ্রেণীং প্রাপ্য রাঘব।

হে প্রভো! আপনি অণু (সূক্ষ্ম) হইতেও অণুতর এবং স্থূল হইতে স্থূলতর। আপনি পিতা (পালন-কর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা), আপনি মাতা (মনের পরিমাণ বোধযুক্তা অর্থাৎ যিনি স্নেহ সহকারে সন্তানের সমস্ত মনের কামনা জানিয়া যথাকালে তাহা প্রদান করেন, তিনিই হইলেন—'মাতা'।) এবং আপনি-ই ধাতা (ধারণকর্ত্তা)। ২৬

আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই এবং আপনি পরিপূর্ণ, অচ্যুত (স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত) ও অব্যয়। আপনি হস্ত ও পদরহিত এবং চক্ষু ও কর্ণরহিত ॥ ২৭

প্রভো! যদিও আপনি কর্ণরহিত, তথাপি আপনি শুনিতে পান; চক্ষু না থাকিলেও দেখিতে পান; হস্ত নাই, তথাপি গ্রহণ করেন এবং পদহীন হইয়াও সবেগে গমন করেন। আপনি মূর্ত্তিহীন অর্থাৎ নিরাকার হইয়াও খরনামক দুরাত্মা রাক্ষসকে বধ করিবার জন্য এই 'রাম' রূপ ধারণ করিয়াছেন। আপনি অন্নময়াদি পঞ্চ কোষ হইতে ভিন্ন, নির্গুণ, নিরাশ্রয়, নির্বিকল্প, নির্বিকার, নিরীশ্বর, জন্মাদি ষড়্‌ভাব রহিত (পূর্ব্বে এই সমস্ত পদের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হওয়ায় এস্থলে পুনঃ প্রদর্শিত হইল না।), অনাদি এবং প্রকৃতির পরস্থিত অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরম পুরুষ ॥ ২৮-২৯

আপনি স্বীয় মায়াবলে এই দেহ গ্রহণ করায় মানুষের ন্যায় বোধ হইতেছেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবগণ আপনাকে নির্গুণ ও অজ পরমব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥৩০

হে রাঘব! হে ঈশ্বর! আপনার শ্রীপাদযুগলে অচলা ভক্তিরূপ সোপান (সিঁড়ি)-শ্রেণী প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানযোগ নামক সৌধে আরোহণ করিবার বাসনা হইয়াছে ॥ ৩১

ইচ্ছামি জ্ঞানযোগাখ্যং সৌধমারোঢুমীশ্বর ॥ ৩১
নমঃ সীতাপতে রাম নমঃ কারুণিকোত্তম।
রাবণারে নমস্তুভ্যং ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ ॥ ৩২
ততঃ প্রসন্নঃ প্রোবাচ শ্রীরামো ভক্তবৎসলঃ।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে বাঞ্ছিতং বরদোঽস্ম্যহম্ ॥ ৩৩

বিভীষণ উবাচ।

ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি কৃতকার্য্যোঽস্মি রাঘব।
ত্বৎপাদদর্শনাদেব বিমুক্তোঽস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪
নাস্তি মৎসদৃশো ধন্যো নাস্তি মৎসদৃশঃ শুচিঃ।
নাস্তি মৎসদৃশো লোকো রাম ত্বন্মূর্ত্তিদর্শনাৎ ॥ ৩৫
কর্ম্মবন্ধবিনাশায় ত্বজ্‌জ্ঞানং ভক্তিলক্ষণম্।
ত্বদ্ধ্যানং পরমার্থঞ্চ দেহি মে রঘুনন্দন ॥৩৬

হে সীতাপতে রাম! আপনাকে নমস্কার। হে কারুণিকোত্তম (দয়ালুশ্রেষ্ঠ)! আপনাকে নমস্কার। হে রাবণারে (রাবণশত্রু)! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আমাকে এই ভব (সংসার)-সাগর হইতে পরিত্রাণ করুন (১) ॥ ৩২

তদনন্তর বিভীষণের এই স্তবে ভক্তবৎসল শ্রীরাম প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—বিভীষণ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি তোমার মনোবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বরদান করিব ॥ ৩৩

বিভীষণ বলিলেন,—রাঘব! আমি ধন্য হইলাম, কৃতকৃত্য হইলাম ও কৃতকার্য্য (প্রাপ্য বস্তু প্রাপ্ত) হইলাম। আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়াই আমি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া গিয়াছি, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৪

রাম! আপনার এই দিব্য মূর্ত্তি আজ দর্শন করিতে পাওয়ায় এজগতে আমার তুল্য ধন্য আর কেহ নাই, আমার সদৃশ আর কেহ পবিত্র নাই এবং আমার তুল্য আর কোন ব্যক্তিই নাই ॥ ৩৫

হে রঘুনন্দন! আমার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য

(১) বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়,—শ্রীরাম অভয়দান করিলে পর বিভীষণ আকাশ হইতে চার সহচরের সহিত ভূতলে নামিয়া শ্রীরামের শ্রীচরণদ্বয়ে পতিত হন এবং বলেন—"ধর্ম্মযুক্তঞ্চ যুক্তঞ্চ সাম্প্রতং সম্প্রহর্ষণম্। অনুজো রাবণস্যাহং তেন চাস্ম্যবমানিতঃ ভবন্তং সর্ব্বভূতানাং শরণ্যং শরণং গতঃ। পরিত্যক্তা ময়া লঙ্কা মিত্রাণি চ ধনানি চ। ভবদ্গতং হি মে রাজ্যং জীবিতঞ্চ সুখানি চ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ। ১।১১-৪ ৬

ন যাচে রাম রাজেন্দ্র সুখং বিষয়সম্ভবম্।
ত্বৎপাদকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাস্তু মে ॥ ৩৭
ওমিত্যুক্ত্বা পুনঃ প্রীতো রামঃ প্রোবাচ রাক্ষসম্।
শৃণু বক্ষ্যামি তে ভদ্র রহস্যং মম নিশ্চিতম্ ॥ ৩৮
মদ্ভক্তানাং প্রশান্তানাং যোগিনাং বীতরাগিণাম্।
হৃদয়ে সীতয়া নিত্যং বসাম্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯
তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বদা শান্তঃ সর্ব্বকল্মষবর্জ্জিতঃ।
মাং ধ্যাত্বা মোক্ষ্যসে নিত্যং ঘোরসংসারসাগরাৎ ॥ ৪০
স্তোত্রমেতৎ পঠেদ্যস্তু লিখেদ্ যঃ শৃণুয়াদপি।
মৎপ্রীতয়ে মমাভীষ্টং সারূপ্যং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪১
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং প্রাহ শ্রীরামো ভক্তবৎসলঃ।
পশ্যত্বিদানীমেবৈষ মম সন্দর্শনে ফলম্ ॥ ৪২
লঙ্কারাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি জলমানয় সাগরাৎ।
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ৪৩
যাবন্মম কথা লোকে তাবদ্রাজ্যং করোত্বসৌ।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণেনাম্বু হ্যানায্য কলসেন তম্ ॥ ৪৪
লঙ্কারাজ্যাধিপত্যার্থমভিষেকং রমাপতিঃ।
কারয়ামাস সচিবৈর্লক্ষ্মণেন বিশেষতঃ ॥ ৪৫

আপনি আমাকে আপনার ভক্তি চিহ্নাঙ্কিত জ্ঞান, ধ্যান ও পরমার্থ অর্থাৎ মুক্তি প্রদান করুন ॥ ৩৬

হে রাজেন্দ্র! আমি বিষয়োৎপন্ন সুখ প্রার্থনা করি না, কেবল আপনার শ্রীচরণকমলে যেন সদা আমার একনিষ্ঠা ভক্তি থাকে ॥ ৩৭

তখন শ্রীরাম বিভীষণের প্রার্থনা পূরণ করিয়া প্রীতচিত্তে বিভীষণকে বলিলেন,—ভদ্র! আমি তোমার নিকট আমার নিশ্চিত গূঢ় রহস্য বর্ণনা করিব, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৩৮

আমার যে সকল ভক্তগণ শান্তচিত্ত ও যোগযুক্ত এবং যাহাদের হৃদয় হইতে বিষয়ানুরাগ চলিয়া গিয়াছে, আমি তাহাদের হৃদয়ে নিত্য সীতার সহিত বাস করি, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৯

সেইহেতু সর্ব্বদা শান্ত ও সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া আমাকে নিত্য ধ্যান করিলে তুমি এই ভয়ঙ্কর সংসার-সাগর হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে ॥ ৪০

যে ব্যক্তি নিত্য আমার প্রীতির জন্য এই স্তোত্র পাঠ করে, লিখে কিংবা শ্রবণও করে, সেই ব্যক্তি আমার প্রিয় সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪১

এই কথা বলিয়া ভক্তবৎসল শ্রীরাম লক্ষ্মণকে কহিলেন—বৎস! এই বিভীষণ আমাকে দর্শন করার ফল এখনই অবলোকন করুক (ইহার তাৎপর্য্য হইল এই যে, আমার দর্শন হইলে ত' মুক্তিলাভ লাভ হইবেই, কিন্তু তাহা পরলোক-সাপেক্ষ; বর্ত্তমানে সে ঐহিক ফল প্রাপ্ত হউক যাহা এই দেহেই ভোগ হইবে।) ॥ ৪২

যতদিন সংসারে চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবেন এবং যতদিন এই পৃথিবী থাকিবে, ততদিনের জন্য আমি তাহাকে (বিভীষণকে) লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিব। তুমি সাগর হইতে জল আনয়ন কর ॥ ৪৩

যতকাল এসংসারে আমার কথার প্রচলন থাকিবে, ততকাল এই বিভীষণ লঙ্কার রাজত্ব করুক। এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণের দ্বারা কলসে করিয়া সাগরের জল আনাইয়া লক্ষ্মীপতি শ্রীরাম লঙ্কা রাজ্যের অধিপতি হইবার জন্য লক্ষ্মণের দ্বারা এবং বিশেষতঃ মন্ত্রিগণের দ্বারা বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করাইলেন (১) ॥ ৪৪-৪৫

(১) বিভীষণের রাজ্যাভিষেকবিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—বিভীষণ শরণাপন্ন হইলে শ্রীরাম তাঁহাকে অভয় দান করেন এবং তাঁহাকে রাক্ষসগণের বলাবল জিজ্ঞাসা করেন (দ্রষ্টব্য ৬।১৯।৭ হইতে)। বিভীষণের নিকট হইতে সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম বিভীষণের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন—"অহং হত্বা দশগ্রীবং সপ্রহস্তং সবান্ধবম্। রাজানং ত্বাং করিষ্যামি সত্যমেতচ্ছৃণোতু মে। রসাতলং বা প্রবিশেৎ পাতালং বাপি রাবণঃ। পিতামহসকাশং বা ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যতে। অহত্বা রাবণং সংখ্যে সপুত্র-জন-বান্ধবম্। অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি ত্রিভিস্তৈর্ভ্রাতৃভিঃ শপে।" ৬।১৯।১৯-২১ শ্রীরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ রামকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"রাক্ষসানাং বধে সাহ্যং লঙ্কায়াশ্চ প্রধর্ষণে। করিষ্যামি যথাপ্রাণং প্রবেক্ষ্যামি চ বাহিনীম্।" ৬।১৯।২৩ বিভীষণ এই কথা বলিলে পর শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং লক্ষ্মণকে বলিলেন—"ইতি ব্রুবাণং রামস্তু পরিষ্বজ্য বিভীষণম্। অব্রবীল্লক্ষ্মণং প্রীতঃ সমুদ্রাজ্জলমানয়। তেন চেমং মহাপ্রাজ্ঞমভিষিঞ্চ বিভীষণম্। রাজানং রক্ষসাং ক্ষিপ্রং প্রসন্নে ময়ি মানদ। একমুক্তস্তু সৌমিত্রিরভ্যষিঞ্চদ্ বিভীষণম্। মধ্যে বানরমুখ্যানাং রাজানং রামশাসনাৎ।" ৬।১৯।২৪-২৬

সাধু সাধ্বিতি তে সর্ব্বে বানরাস্তুষ্টুবুর্ভৃশম্ ।
সুগ্রীবোঽপি পরিষ্বজ্য বিভীষণমথাব্রবীৎ ॥ ৪৬
বিভীষণ বয়ং সর্ব্বে রামস্য পরমাত্মনঃ ।
কিঙ্করাস্তত্র মুখ্যস্ত্বং ভক্ত্যা রামপরিগ্রহাৎ ।
রাবণস্য বিনাশে ত্বং সাহায্যং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৪৭
বিভীষণ উবাচ ।
অহং ক্রিয়াং সহায়ত্বে রামস্য পরমাত্মনঃ ·
কিন্তু দাস্যং করিষ্যেঽহং ভক্ত্যা শক্ত্যা ত্বমায়য়া ॥৪৯
দশগ্রীবেণ সন্দিষ্টঃ শুকো নাম মহাসুরঃ ।
সংস্থিতো হ্যম্বরে বাক্যং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥ ৪৯
ত্বামাহ রাবণো রাজা ভ্রাতরং রাক্ষসাধিপঃ ।
মহাকুলপ্রসূতস্ত্বং রাজাসি বনচারিণাম্ ॥ ৫০
মম ভ্রাতৃসমানস্ত্বং তব নাস্ত্যর্থবিপ্লবঃ ।
অহং যদহরং ভার্য্যাং রাজপুত্রস্য কিং তব ॥ ৫১
কিষ্কিন্ধ্যাং যাহি হরিভির্লঙ্কা শক্যা ন দৈবতৈঃ ।
প্রাপ্তুং কিং মানবৈরল্পসত্ত্বৈর্বানরযূথপৈঃ ॥ ৫২
তং প্রাপয়ন্তং বচনং তূর্ণমুৎপ্লুত্য বানরাঃ ।
প্রাপতন্ত তদা ক্ষিপ্রং নিহন্তুং দৃঢ়মুষ্টিভিঃ ॥ ৫৩
বানরৈর্হন্যমানস্তু শুকো রামমথাব্রবীৎ ।
ন দূতান্ ঘ্নন্তি রাজেন্দ্র বানরান্ বারয় প্রভো ॥ ৫৪
রামঃ শ্রুত্বা তদা বাক্যং শুকস্য পরিদেবিতম্ ।
মা বধিষ্টেতি রামস্তান্ বারয়ামাস বানরান্ ॥ ৫৫
পুনরম্বরমাসাদ্য শুকঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ ।
ব্রূহি রাজন্ দশগ্রীবং কিং বক্ষ্যামি ব্রজাম্যহম্ ॥ ৫৬

অন্যদিকে সেই সব সমবেত বানরগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। তখন সুগ্রীবও বিভীষণকে আলিঙ্গন করত বিভীষণকে বলিলেন। ৪৬

বিভীষণ! আমরা সকলে পরমাত্মা শ্রীরামের কিঙ্কর; কিন্তু শ্রীরাম তোমার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে গ্রহণ করায় তুমি আমাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখন রাবণের বিনাশে তোমাকে আমাদের (বা শ্রীরামের) সাহায্য করিতে হইবে। ৪৭

বিভীষণ বলিলেন,—আমি আর পরমাত্মা শ্রীরামের লীলা-কার্য্যে কি সহায়তা করিব? তবে আমি অকপট চিত্তে যথা-শক্তি ভক্তি সহকারে তাঁহার দাসত্ব করিব। ৪৮

অন্তদিকে দশানন রাবণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শুক নামে (১) এক সুরবিরোধী প্রধান রাক্ষস আকাশে থাকিয়া সুগ্রীবকে এই কথা বলিল। ৪৯

রাক্ষসাধিপতি রাজা রাবণ আপনাকে ভ্রাতৃ-সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, আপনি মহদ্ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং বনবাসী বানরগণের আপনি রাজা। ৫০

আপনি আমার ভ্রাতৃতুল্য মিত্র, আপনার সহিত আমার কোনও স্বার্থসংঘটিত বিবাদও নাই; এমতাবস্থায় আমি যে রাজপুত্র রামের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছি, তাহাতে আপনার কি? ৫১

অতএব আপনি বানরগণকে সঙ্গে লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া যান। এই লঙ্কাজয় করিয়া অধিকার করিতে দেবগণই সমর্থ নন; সুতরাং অল্পশক্তি মানবগণ এবং বানর-সেনাপতি-গণের কথা ত' অতি তুচ্ছ। ৫২

শুকের এই কথা শুনিবামাত্র বানরগণ ক্রোধে সত্বর উল্লম্ফন পূর্ব্বক সেই রাবণের বার্ত্তাবাহক শুককে বধ করিবার জন্য ঘন ঘন সুদৃঢ় মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিল। ৫৩

বানরগণের প্রচণ্ড প্রহারে ব্যথিত শুক শ্রীরামকে (২) বলিল,—রাজেন্দ্র! দূতগণকে বধ করিতে নাই। প্রভো! সেইহেতু আপনি এই বানরদিগকে নিবারণ করুন। ৫৪

তখন শ্রীরাম শুকের সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন—তোমরা এই রাক্ষসকে বধ করিও না। রাম এই ভাবে সেই বানরগণকে নিবারণ (৩) করিলেন। ৫৫

তারপর পুনরায় আকাশে গিয়া শুক সুগ্রীবকে বলিল,—

(১) শুককে প্রেরণ করা বিষয়ে বাল্মীকি,—"উবাচ সহসা ব্যগ্রঃ সম্প্রধার্য্যার্থমাত্মনঃ। শুকং সাধু তদা রক্ষো বাক্য-মর্থবিদাং বরম্। সুগ্রীবং ব্রূহি গত্বাশু রাজানং বচনান্মম। যথা সন্দেশমক্লীবং শ্লক্ষ্ণয়া পরয়া গিরা। ইত্যাদি ৬।২০।৮-৯

(২) শ্রীরামকে শুকের বাক্য বাল্মীকিরামায়ণে,—"গগনাদ্ ভূতলে চাশু প্রতিগৃহ্যাবতারিতঃ। বানরৈঃ পীড্যমানস্তু শুকো বচনমব্রবীৎ। ন দূতান্ ঘ্নন্তি কাকুৎস্থ বার্য্যন্তাং সাধু বানরাঃ। যস্তু হিত্বা মতং ভর্ত্তুঃ স্বমতং সম্প্রধারয়েৎ। অনুক্তবাদী দূতঃ সন্ স দূতো বধমর্হতি।" ৬।২০।১৭-১৮

(৩) শ্রীরামের বাক্যবিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—"শুকস্য বচনং রামঃ শ্রুত্বা তু পরিদেবিতম্। উবাচ মা বধিষ্টেতি ঘ্নতঃ শাখামৃগর্ষভান্।" ৬।২০।১৯

সুগ্রীব উবাচ।

যথা বালী মম ভ্রাতা তথা ত্বং রাক্ষসাধম।
হন্তব্যস্ত্বং ময়া যত্নাৎ সপুত্রবলবাহনঃ ॥ ৫৭
ব্রূহি মে রামচন্দ্রস্য ভার্য্যাং হৃত্বা ক্ব যাস্যসি :
ততো রামাজ্ঞয়া ধৃত্বা শুকং বদ্ধাম্বরক্ষয়ৎ ॥ ৫৮
শার্দূলোঽপি ততঃ পূর্ব্বং দৃষ্ট্বা কপিবলং মহৎ।
যথাবৎ কথয়ামাস রাবণায় স রাক্ষসঃ ॥ ৫৯
দীর্ঘচিন্তাপরো ভূত্বা নিঃশ্বসন্নাস মন্দিরে।
ততঃ সমুদ্রমাবেক্ষ্য রামো রক্তান্তলোচনঃ ॥ ৬০
পশ্য লক্ষ্মণ দুষ্টোঽসৌ বারিধির্মামুপাগতম্।
নাভিনন্দতি দুষ্টাত্মা দর্শনার্থং মমানঘ ॥ ৬১
জানাতি মানুষোঽয়ং মে কিং করিষ্যতি বানরৈঃ :
অদ্য পশ্য মহাবাহো শোষয়িষ্যামি বারিধিম্ ॥ ৬২
পাদেনৈব গমিষ্যন্তি বানরা বিগতজ্বরাঃ।
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষ আরোপিতধনুর্দ্ধরঃ ॥ ৬৩

রাজন্! আমি এখন যাইতেছি, কিন্তু আমি দশানন রাবণকে বলিব? ৫৬

সুগ্রীব বলিলেন, 'রাক্ষসাধম! বালী যেরূপ আমার ভ্রাতা, সেইরূপ তুমিও আমার ভ্রাতা; সেইজন্য পুত্র, সৈন্য ও বাহন-সকলের সহিত তোমাকে যত্নসহকারে আমার বধ করা উচিত। ৫৭

রামচন্দ্রের ভার্য্যা হরণ করিয়া তুমি কোথায় যাইবে?' আমার এই কথা তুমি রাবণকে গিয়া বল (১)। তদনন্তর রামের আদেশানুসারে শুককে বন্ধন করিয়া বন্দী করা হইল। ৫৮

এই সময় শুকের পূর্বে আসিয়াছিল আর এক রাক্ষস শার্দূল, সেই শার্দূলও তৎ পূর্ব্বে বিশাল বানর সৈন্যবাহিনী দেখিয়া লঙ্কায় গমন করত সেই রাক্ষস রাবণকে যথাযথ ভাবে সব কথাই বলিল (২)। ৫৯

তখন রাবণ দীর্ঘ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া স্বগৃহে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। অন্যদিকে সেই সময় রাম সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত (৩) লক্ষ্মণকে বলিলেন,—নিষ্পাপ লক্ষ্মণ! দেখ, এই সমুদ্র কিরূপ দুষ্ট? আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, তথাপি সেই দুষ্টাত্মা আমাকে দর্শন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। ৬০ ৬১

সে নিশ্চয়ই মনে করিতেছে—এ একজন সাধারণ মানুষ, সে আবার এই বানরগণের দ্বারা আমার কি করিবে? মহাবাহো! আজ তুমি দেখ, আমি এই সাগরকে শোষণ করিব। ৬২

(১) রাবণকে বলিবার জন্য শুকের নিকট সুগ্রীবের বাক্য বাল্মীকিরামায়ণে, "ন মেঽসি মিত্রং ন তথানুকম্প্যো, ন চোপকর্ত্তাসি ন মে প্রিয়োঽসি। অরিশ্চ রামস্য সহানুবন্ধস্ততোঽসি বালীব বধার্হবধ্যঃ॥ নিহন্ম্যহং ত্বাং সসুতং সবন্ধুং সজ্ঞাতিবর্গং রজনীচরেশ। লঙ্কাঞ্চ সর্ব্বাং মহতা বলেন সর্ব্বৈঃ করিষ্যামি সমেত্য ভস্ম॥ ন মোক্ষ্যসে রাবণ রাঘবস্য সুরৈঃ সুরেন্দ্রৈরপি মূঢ় গুপ্তঃ। অন্তর্হিতঃ সূর্য্যপথং গতোঽপি তথৈব পাতালমনুপ্রবিষ্টঃ॥ গিরীশপাদাম্বুজসঙ্গতো বা হতোঽসি রামেণ সহানুজস্ত্বম্॥ তস্য তে ত্রিষু লোকেষু ন পিশাচং ন রাক্ষসম্। ত্রাতারং নানুপশ্যামি ন গন্ধর্ব্বং ন চাসুরম্॥ ইত্যাদি ৬।২০।২৩-২৬

(২) বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়,—অঙ্গদের বাক্যরূপে অর্থাৎ এই শুক দূত নয়, গুপ্তচর, সে আমাদের সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রসকল ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া রাবণকে বলিবে, অতএব ইহাকে বন্দী কর, যাহাতে সে লঙ্কায় ফিরিয়া যাইতে না পারে। অঙ্গদের এই বাক্যে শুককে বন্দী করিয়া রাখা হয়। পরে শ্রীরামের আদেশে তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

(৩) মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—হনুমান্ ও সুগ্রীব সাগর উত্তারণবিষয়ে বিভীষণের নিকট প্রশ্ন করিলে বিভীষণ শ্রীরামকে সাগরের শরণ গ্রহণ করিবার উপদেশ করেন,—"এবমুক্তস্তু ধর্ম্মাত্মা প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ। সমুদ্রং রাঘবো রাজা শরণং গন্তুমর্হতি॥ খানিতঃ সগরেণায়মপ্রমেয়ো মহোদধিঃ। কর্ত্তুমর্হতি রামস্য জ্ঞাতেঃ কার্য্যং মহোদধিঃ॥" ৬।১৯।৩০ ৩১

বিভীষণের বাক্যানুসারে শ্রীরামচন্দ্র তিন দিন সাগরের উপাসনা করেন,—"স ত্রিরাত্রোষিতস্তত্র নয়জ্ঞো ধর্ম্মবৎসলঃ। উপাসত তদা রামঃ সাগরং সরিতাং পতিম্॥ ন চ দর্শয়তে রূপং মন্দো রামস্য সাগরঃ। প্রযতেনাপি রামেণ যথার্হমভিপূজিতঃ॥" ৬।২১।১১-১২

শ্রীরামের এই উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া সাগর শ্রীরামসমীপে উপস্থিত না হওয়ায় শ্রীরাম ক্রুদ্ধ হন, তারপর লক্ষ্মণকে বলেন,—"সমুদ্রস্য ততঃ ক্রুদ্ধো রামো রক্তান্তলোচনঃ। সমীপস্থমুবাচেদং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্॥ অবলেপঃ সমুদ্রস্য ন দর্শয়তি যঃ স্বয়ম্। প্রশমশ্চ ক্ষমা চৈব আর্জবং প্রিয়বাদিতা॥ অসামর্থ্যফলা হ্যেতে নির্গুণেষু সতাং গুণাঃ। আত্মপ্রশংসিনং দুষ্টং ধৃষ্টং বিপরিধাবকম্॥ সর্বত্রোৎসৃষ্টদণ্ডঞ্চ লোকঃ সৎ কুরুতে নরম্। ন সাম্না শক্যতে কীর্ত্তির্ন সাম্না শক্যতে যশঃ॥" ইত্যাদি ৬।২১।১৩ ১৬

তূণীরাদ্ বাণমাদায় কালাগ্নিসদৃসপ্রভম্ ।
সন্ধায় চাপমারোপ্য রামো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৬৪
পশ্যন্তু সর্ব্বভূতানি রামস্য শরবিক্রমম্ ।
ইদানীং ভস্মসাৎ কুর্য্যাৎ সমুদ্রং সরিতাম্পতিম্ ।
এবং ব্রুবতি রামে তু সশৈলবনকাননা ।
চচাল বসুধা দ্যৌশ্চ দিশশ্চ তমসাবৃতাঃ ॥ ৬৬
চুক্ষুভে সাগরো বেলাং ভয়াদ্‌যোজনমত্যগাৎ ।
তিমিনক্রঝষা মীনাঃ প্রতপ্তাঃ পরিতত্রসুঃ ॥ ৬৭
এতস্মিন্নন্তরে সাক্ষাৎ সাগরো দিব্যরূপধৃক্ ।
দিব্যাভরণসম্পন্নঃ স্বভাসা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ৬৮
স্বান্তঃস্থদিব্যরত্নানি করাভ্যাং পরিগৃহ্য সঃ ।
পাদয়োঃ পুরতঃ ক্ষিপ্ত্বা রামস্যোপায়নং বহু ॥৬৯
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাহ রামং রক্তান্তলোচনম্ ।
ত্রাহি ত্রাহি জগন্নাথ রাম ত্রৈলোক্যরক্ষক ॥ ৭০
জড়োঽহং রাম তে সৃষ্টঃ সৃজতা নিখিলং জগৎ ।
স্বভাবমন্যথা কর্ত্তুং কঃ শক্তো দেবনির্ম্মিতম্ ॥ ৭১
স্থূলানি পঞ্চভূতানি জড়ান্যেব স্বভাবতঃ ।
সৃষ্টানি ভবতৈতানি ত্বদাজ্ঞাং লঙ্ঘয়ন্তি ন ॥ ৭২
তামসাদহমো রাম ভূতানি প্রভবন্তি হি ।
কারণানুগমাৎ তেষাং জড়ত্বং তামসং স্বতঃ ॥ ৭৩
নির্গুণস্ত্বং নিরাকারো যদা মায়াগুণান্ প্রভো ।
লীলয়াঙ্গীকরোষি ত্বং তদা বৈরাজনামবান্ ॥৭৪
গুণাত্মনো বিরাজশ্চ সত্ত্বাদ্দেবা বভূবিরে ।
রজোগুণাৎ প্রজেশাদ্যা মন্যোর্ভূতপতিস্তব ॥ ৭৫
ত্বামহং মায়য়াচ্ছন্নং লীলয়া মানুষাকৃতিম্ ।
জড়বুদ্ধির্জ্জড়ো মূর্খঃ কথং জানামি নির্গুণম্ ॥ ৭৬

তাহা হইলে এই বানরগণ নিশ্চিন্ত হইয়া পদব্রজেই গমন করিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া শ্রীরাম ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গুণারোপিত ধনু ধারণ পূর্ব্বক তূণ হইতে কালাগ্নিতুল্য ভয়ঙ্কর বাণ গ্রহণ করিয়া ধনুকে যোজনা করত ধনু আকর্ষণ করিতে করিতে শ্রীরাম এই কথা বলিলেন ॥ ৬৩-৬৪

আজ সমস্ত প্রাণিবর্গ এই রামের বাণবিক্রম অবলোকন করুক, আমি এখনই নদীসকলের পতি সমুদ্রকে ভস্মীভূত করিব ॥ ৬৫

তখন রাম এই কথা বলিলে পর পর্ব্বত, বন ও উপবনের সহিত সম্পূর্ণ পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং নভস্তল ও দিক্‌সমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল ॥ ৬৬

সাগর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং ভীত হইয়া এক যোজন তীরভূমি ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া যাইল। তখন তিমি, নক্র (কুম্ভীর), ঝষ (বৃহদ্ মৎস্য) এবং মীন (ক্ষুদ্র মৎস্য)-সকল উত্তপ্ত হইয়া ভীত হইল ॥ ৬৭

এই সময় সাক্ষাৎ সাগর দিব্য রূপ ধারণ করিয়া (১) দিব্য আভরণসমূহ বিভূষিত হইয়া স্বীয় অঙ্গকান্তিতে দিক্‌সকল উদ্‌ভাসিত করিতে করিতে নিজের অন্তস্তলে স্থিত দিব্য রত্নসমূহ দুই হস্তে গ্রহণ করত শ্রীরামের পাদযুগলের সন্নিকটে বহুতর উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আরক্তলোচন রামকে বলিলেন, হে জগন্নাথ রাম! আমাকে রক্ষা করুন। হে ত্রিভুবনরক্ষক রাম! আপনি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬৮-৭০

রাম! আপনি এই অখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি আপনারই সৃষ্ট এক জড় পদার্থ। দৈবনির্ম্মিত এই স্বভাবকে অন্যথা করিতে কে সমর্থ হইবে? ৭১

এই স্থূল পঞ্চ ভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) স্বভাবতই জড় আপনি ইহাদিগকে এইভাবেই সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আপনার সেই আদেশ (অর্থাৎ জড়তাকারে বিদ্যমান থাকা) কেহই লঙ্ঘন করে না ॥ ৭২

হে রাম! ভূতসকল তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং কারণগুণের অনুবৃত্তিবশতঃ সেই তামস ভূতসকলের জড়ত্বও স্বাভাবিক ॥ ৭৩

হে প্রভো! আপনি নির্গুণ ও নিরাকার পরমাত্মা; কিন্তু যখন আপনি লীলাক্রমে মায়াগুণসমূহ অবলম্বন করিয়া থাকেন, তখন আপনি 'বিরাট্' নাম প্রাপ্ত হন ॥ ৭৪

আপনার সেই গুণময় বিরাট্‌রূপের সত্ত্বগুণাংশ হইতে সনকাদি দেবগণ, রজোগুণাংশ হইতে মনু প্রভৃতি প্রজাপতিগণ এবং তমোগুণাংশ হইতে রুদ্র প্রভৃতি ভূতপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ৭৫

প্রভো! আপনি লীলা করিবার জন্য মায়াবরণ অবলম্বন করত এই মনুষ্যাকারে রামরূপ ধারণ করিয়াছেন। আমি মূর্খ, জড় বুদ্ধিসম্পন্ন ও জড়, অতএব গুণাতীত পরম পুরুষ আপনাকে আমি কি করিয়া জানিব? ৭৬

(১) সাগরের আবির্ভাববিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণ,—"ততো মধ্যাৎ সমুদ্রস্য সাগরঃ স্বয়মুত্থিতঃ। উদয়াদ্রিমহাশৈলান্মেরোরিব দিবাকরঃ॥" ৬।২২।১৭ এই সময় সমুদ্রের রূপ বর্ণনা বাল্মীকিরামায়ণের ৬।২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এই সাগরকে শ্রীরামের পূর্ব্বপুরুষ সগর খনন করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই সমুদ্রের নাম হয় 'সাগর'। এই বংশপরিচয় লঙ্কাকাণ্ডে ৭ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অনরণ্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে।

দণ্ড এব হি মূর্খাণাং সন্মার্গপ্রাপকঃ প্রভো।
ভূতানামমরশ্রেষ্ঠ পশূনাং লগুড়ো যথা ॥ ৭৭
শরণং তে ব্রজামীশ শরণ্যং ভক্তবৎসল।
অভয়ং দেহি মে রাম লঙ্কামার্গং দদামি তে ॥ ৭৮
শ্রীরাম উবাচ।
অমোঘোঽয়ং মহাবাণঃ কস্মিন্ দেশে নিপাত্যতাম্।
লক্ষ্যং দর্শয় মে শীঘ্রং বাণস্যামোঘপাতিনঃ ॥ ৭৯
রামস্য বচনং শ্রুত্বা করে দৃষ্ট্বা মহাশরম্।
মহোদধির্মহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮০

রামোত্তরপ্রদেশে তু দ্রুমকুল্য ইতি শ্রুতঃ।
প্রদেশস্তত্র বহবঃ পাপাত্মানো দিবানিশম্ ॥ ৮১
বাধন্তে মাং রঘুশ্রেষ্ঠ তত্র তে পাত্যতাং শরঃ।
রামেণ সৃষ্টো বাণস্তু ক্ষণাদাভীরমণ্ডলম্ ॥ ৮২
হত্বা পুনঃ সমাগত্য তূণীরে পূর্ব্ববৎ স্থিতঃ।
ততোঽব্রবীদ্ রঘুশ্রেষ্ঠং সাগরো বিনয়ান্বিতঃ ॥৮৩
নলঃ সেতুং করোত্বস্মিন্ জলে মে বিশ্বকর্ম্মণঃ।
সুতো ধীমান্ সমর্থোঽস্মিন্ কার্য্যে লব্ধবরো হরিঃ ॥৮৪

হে অমরশ্রেষ্ঠ প্রভো! যেরূপ লগুড় অর্থাৎ লগুড়প্রহার পশুগণকে যথার্থ পথে লইয়া যায়, সেইরূপ মূর্খসকলকে দণ্ডই সৎপথে পরিচালিত করিয়া থাকে। ৭৭

হে ভক্তবৎসল পরমেশ্বর! আপনিই একমাত্র সকলের শরণ্য, (নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, 'শরণ' গৃহ-রক্ষিত্রোঃ' ইতি কোষাৎ।) অতএব আমি আপনার শরণগ্রহণ করিলাম। হে রাম! আপনি আমাকে অভয় দান করুন, আমি আপনাকে লঙ্কায় যাইবার পথ প্রদান করিব। ৭৮

তখন শ্রীরাম বলিলেন,— সাগর! আমার এই মহাবাণ (১) অর্থাৎ ধনুতে সংযোজিত মহাবাণ অমোঘ (অব্যর্থ), অতএব এই অব্যর্থ বাণ আমি কোন্ দেশে নিক্ষেপ করিব? তুমি সেই লক্ষ্যস্থল দেখাইয়া দাও। ৭৯

শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করত এবং রামহস্তে সেই মহাবাণ দর্শন করত মহাতেজস্বী মহাসাগর রাঘবকে এই কথা বলিলেন। ৮০

হে রাম! এই সাগরের উত্তর প্রদেশে 'দ্রুমকুল্য' নামে (২) যে এক বিখ্যাত স্থান আছে, তথায় পাপাত্মা বহু আভীর বাস করে। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তাহারা আমাকে দিবারাত্র উৎপীড়িত করে, এই বাণ আপনি তাহাদের উপর নিক্ষেপ করুন। তখন রামনিক্ষিপ্ত সেই বাণ ক্ষণকালের মধ্যে আভীরমণ্ডলীকে (ঘোষপল্লীকে) ধ্বংস করিয়া পুনরায় রামের নিকট আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তূণীরে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহার পর সাগর বিনয়সহকারে রঘুশ্রেষ্ঠ রামকে বলিলেন। ৮১-৮৩

রাম! বিশ্বকর্ম্মার পুত্র এই নল (৩) অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, সে আমার জলের উপরে একটি সেতু নির্ম্মাণ করুক, কারণ, সে এই কার্য্য করিতে সমর্থ। এই বানর জলের উপর ভাসমান সেতু নির্ম্মাণ করিবার 'বর' (৪) ব্রহ্মার নিকট হইতে লাভ করিয়াছে। ৮৪

(১) মহর্ষি বাল্মীকিও এই কথাই বলিয়াছেন,—"তমব্রবীৎ তদা রামঃ শৃণু মে বরুণালয়। অমোঘোঽয়ং মহাবাণঃ কস্মিন্ দেশে নিপাত্যতাম্।" ৬।২২।৩০

(২) শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগর যাহা বলিয়াছিলেন তদ্ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে—"উত্তরেণাবকাশোঽস্তি কশ্চিৎ পুণ্যতরো মম। 'দ্রুমকুল্য' ইতি খ্যাতো লোকে খ্যাতো যথা ভবান্। উগ্রদর্শন-কর্ম্মাণো বহবস্তত্র দস্যবঃ। আভীর-প্রমুখাঃ পাপাঃ পিবন্তি সলিলং মম। তৈর্ন তৎস্পর্শনং পাপং সহেয়ং পাপকর্ম্মভিঃ। অমোঘঃ ক্রিয়তাং রাম অয়ং তত্র শরোত্তম. ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সাগরস্য মহাত্মনঃ। মুমোচ তং শরং দীপ্তং পরং সাগরদর্শনাৎ। তেন তন্মরুকান্তারং পৃথিব্যাং কিল বিশ্রুতম্। নিপাতিতঃ শরো যত্র বজ্রাশনিসমপ্রভঃ"। ইত্যাদি।৬।২২।৩২-৩৬

(৩) নলের বিষয়ে সাগরের বাক্যরূপে মহর্ষি বাল্মীকি,—"অয়ং সৌম্য নলো নাম তনয়ো বিশ্বকর্ম্মণঃ। পিত্রা দত্তবরঃ শ্রীমান্ প্রীতিমান্ বিশ্বকর্ম্মণঃ। এষ সেতুং মহোৎসাহঃ করোতু ময়ি বানরঃ। তমহং ধারয়িষ্যামি যথা হ্যেষ পিতা তথা।" ৬।২২।৪৫ ৪৬

(৪) বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়, পিতা বিশ্বকর্ম্মা পুত্র নলকে বর দান করেন,—'অয়ং সৌম্য নলো নাম তনয়ো বিশ্বকর্ম্মণঃ।" ৬।২২।৪৫

বরপ্রদান প্রসঙ্গে বাল্মীকিরামায়ণে—"মম মাতুর্বরো দত্তো মন্দরে বিশ্বকর্ম্মণা। ময়া তু সদৃশঃ পুত্রস্তব দেবি ভবিষ্যতি। ঔরসস্তস্য পুত্রোঽহং সদৃশো বিশ্বকর্ম্মণা। স্মারিতোঽস্ম্যহমেতেন তত্ত্বমাহ মহোদধিঃ। ন চাপ্যহমনুক্তো বঃ প্রব্রূয়ামাত্মনো গুণান্।" ৬।২২।৫১-৫২

কীর্ত্তিং জানন্তু তে লোকাঃ সর্ব্বলোকমলাপহাম্ ।
ইত্যুক্ত্বা রাঘবং নত্বা যযৌ সিন্ধুরদৃশ্যতাম্ ॥ ৮৫
ততো রামস্তু সুগ্রীব-লক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ ।
নলমাজ্ঞাপয়চ্ছীঘ্রং বানরৈঃ সেতুবন্ধনে ॥ ৮৬

ততোঽতিহৃষ্টঃ প্লবগেন্দ্রযূথপৈ-
র্মহানগেন্দ্রপ্রতিমৈর্যুতো নলঃ ।
ববন্ধ সেতুং শতযোজনায়তং
সুবিস্তৃতং পর্ব্বত-পাদপৈর্দৃঢ়ম্ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

এই লোকসকল আপনার এই সর্ব্বলোকপাবনী কীর্ত্তি অবগত হউক। এই কথা বলিয়া সেই সাগর শ্রীরামকে প্রণাম করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইলেন। ৮৫

তদনন্তর সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরাম বানরগণকে সঙ্গে লইয়া নলকে সত্বর সাগরের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। ৮৬

তখন নল অতি বৃহৎ পর্ব্বতাকার বিশালদেহ বানর সেনাপতিগণের সহিত অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে পর্ব্বত ও বৃক্ষসমূহের দ্বারা সেই সমুদ্রের উপর শতযোজন দীর্ঘ ও সুবিস্তৃত এক সুদৃঢ় সেতু বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৮৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্‌অধ্যাত্ম-রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে লঙ্কাকাণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

[শ্রীরামেণ 'রামেশ্বর'—শিবস্য প্রতিষ্ঠা, রাবণসমীপে শুকেন শ্রীরামস্য পরিচয়দানম্ । বানর—সৈন্যবর্ণনম্, শ্রীরামস্য শরণং গ্রহীতুমনুরোধশ্চ ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।
সেতুমারভমাণস্তু তত্র রামেশ্বরং শিবম্ ।
সংস্থাপ্য পূজয়িত্বাহ রামো লোকহিতায় চ ॥ ১
প্রণমেৎ সেতুবন্ধং যো দৃষ্ট্বা রামেশ্বরং শিবম্ ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো মুচ্যতে মদনুগ্রহাৎ ॥ ২
সেতুবন্ধে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা রামেশ্বরং হরম্ ।
সঙ্কল্পনিয়তো ভূত্বা গত্বা বারাণসীং নরঃ ॥ ৩
আনীয় গঙ্গাসলিলং রামেশমভিষিচ্য চ ।
সমুদ্রে ক্ষিপ্তভারো ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৪

চতুর্থ অধ্যায়।

[শ্রীরাম কর্ত্তৃক রামেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা, রাবণের নিকট শুকের শ্রীরামের পরিচয় প্রদান, বানরসৈন্য বর্ণন ও রামের শরণ গ্রহণ করিতে অনুরোধ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! শ্রীরাম সাগরের উপর সেতু নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়া তথায় প্রথমে লোককল্যাণের জন্য 'রামেশ্বর' শিব (*) স্থাপনা করত তাঁহার পূজা করিয়া কহিলেন। ১

যে ব্যক্তি সেতুবন্ধে আসিয়া রামেশ্বর শিবকে দর্শন করত প্রণাম করিবে, আমার অনুগ্রহে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। ২

মানুষ এই সেতুবন্ধে স্নান করিয়া এবং রামেশ্বর শিবকে দর্শন করিয়া 'আমি বারাণসী হইতে গঙ্গাজল আনিয়া এই রামেশ্বর শিবকে স্নান করাইব' এই ভাবে সঙ্কল্পযুক্ত হইয়া মানুষ বারাণসীতে গমন করত তথা হইতে গঙ্গাজল আনিয়া তাহা দ্বারা রামেশ্বর শিবকে অভিষেক (স্নান) করাইয়া সেই আনিবার ভার অর্থাৎ পাত্র এই সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩-৪

* বাল্মীকিরামায়ণে এইস্থলে 'রামেশ্বর' শিবপ্রতিষ্ঠার কথা বর্ণিত হয় নাই।

কৃতানি প্রথমেনাহ্না যোজনানি চতুর্দ্দশ।
দ্বিতীয়েন তথা চাহ্না যোজনানি তু বিংশতিঃ ॥ ৫
তৃতীয়েন তথা চাহ্না যোজনান্যেকবিংশতিঃ।
চতুর্থেন তথা চাহ্না দ্বাবিংশতিরিতি শ্রুতম্ ॥ ৬
পঞ্চমেন ত্রয়োবিংশদ্ যোজনানি সমন্ততঃ।
ববন্ধ সাগরে সেতুং নলো বানরসত্তমঃ ॥ ৭
তেনৈব জগ্মুঃ কপয়ো যোজনানাং শতং দ্রুতম্।
অসংখ্যাতাঃ সুবেলাদ্রিং রুরুধুঃ প্লবগোত্তমাঃ ॥ ৮
আরুহ্য মারুতিং রামো লক্ষ্মণোঽপ্যঙ্গদং তথা।
দিদৃক্ষু রাঘবো লঙ্কামারুরোহাচলং মহৎ ॥ ৯
দৃষ্ট্বা লঙ্কাং সুবিস্তীর্ণাং নানাচিত্রধ্বজাকুলাম্।
চিত্রপ্রাসাদসম্বাধাং স্বর্ণপ্রাকারতোরণাম্ ॥ ১০
পরিখাভিঃ শতঘ্নীভিঃ সংক্রমৈশ্চ বিরাজিতাম্।
প্রাসাদোপরি বিস্তীর্ণপ্রদেশে দশকন্ধরঃ ॥ ১১
মন্ত্রিভিঃ সহিতো বীরৈঃ কিরীটদশকোজ্জ্বলঃ।
নীলাদ্রিশিখরাকারঃ কালমেঘসমপ্রভঃ ॥ ১২
রত্নদণ্ডৈঃ সিতচ্ছত্রৈরনেকৈঃ পরিশোভিতঃ।
এতস্মিন্নন্তরে বদ্ধো মুক্তো রামেণ বৈ শুকঃ ॥ ১৩
বানরৈস্তাড়িতঃ সম্যগ্ দশাননমুপাগতঃ।
তমাহ রাবণঃ স্মিত্বা প্রহৃতঃ কিং পরৈঃ শুক ॥ ১৪
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা শুকো বচনমব্রবীৎ।
সাগরস্যোত্তরে তীরেঽব্রুবং তে বচনং যথা ॥১৫

বানরশ্রেষ্ঠ নল (১) প্রথম দিনে চতুর্দ্দশ যোজন সাগর বন্ধন করেন, দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে একবিংশতি যোজন এবং চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এইরূপ পঞ্চম দিবসে ত্রয়োবিংশতি যোজন সাগরে সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন। ৫-৭

নল কর্তৃক বদ্ধ এই সেতুর দ্বারাই শত যোজন (১৪+২০+২১+২২+২৩=১০০) সমুদ্র পার হইয়া বানরগণ দ্রুত লঙ্কা অভিমুখে গমন করে। এইভাবে অসংখ্য বানরশ্রেষ্ঠগণ সমুদ্র পার হইয়া সুবেল পর্ব্বতকে অবরুদ্ধ করিল। ৮

রঘুবংশধর রাম পবননন্দন হনুমানের উপর এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের উপর আরোহণ করিয়া লঙ্কা দর্শন অভিলাষে এই বিশাল সুবেল পর্ব্বতে আরূঢ় হইলেন। ৯

তথা হইতে শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন যে, লঙ্কা নগরী অতিশয় বিস্তীর্ণা। চিত্র-বিচিত্র নানাবিধ ধ্বজ-পতাকাসমূহ তাহার চারিদিকে উড়িতেছে, বিচিত্র প্রাসাদসকলে পরিপূর্ণা এই লঙ্কার চারিদিকে স্বর্ণনির্ম্মিত প্রাচীর আছে এবং তাহার তোরণদ্বার স্বর্ণনির্ম্মিত। পরিখা, শতঘ্নী (শত শত গোলানিক্ষেপকারী কামানাদি অস্ত্র) ও সংক্রম (সাঁকো) শ্রেণীর দ্বারা লঙ্কানগরী সুশোভিতা রহিয়াছে।

সেই লঙ্কার একদিকে দশকন্ধর রাবণ এক প্রাসাদের উপর সুবিস্তীর্ণ স্থানে বীর মন্ত্রিবর্গের সহিত সমাসীন রহিয়াছে। তাহার দশ মস্তকে দশটি কিরীট দেদীপ্যমান আছে। নীলগিরির শিখরসদৃশ বিশালাকার রাবণ কালমেঘের ন্যায় ঘন কাল বর্ণ ছিল। ১০-১২

রাবণ রত্নদণ্ডযুক্ত অনেক শ্বেতচ্ছত্রে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে বানরগণ কর্তৃক তাড়িত ও বদ্ধ রাক্ষস শুক রাম কর্তৃক মুক্ত হইয়া সেই দশাননের সমীপে উপস্থিত হইল। শুককে দেখিয়া রাবণ ঈষৎহাস্য করিয়া বলিল,—শুক! তোমাকে কি শত্রুরা প্রহার করিয়াছে? ১৩-১৪

রাবণের এই কথা শ্রবণ করত শুক বলিল,—আপনি যাহা বলিতে বলিয়াছিলেন, সাগরের উত্তর তীরে গিয়া আমি তাহা সুগ্রীবকে বলিয়াছি। ১৫

---

(২) নলের সেতুনির্ম্মাণপ্রসঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি,—"কৃতানি প্রথমেনাহ্না যোজনানি চতুর্দ্দশ। প্রহৃষ্টৈর্গজসঙ্কাশৈস্ত্বরমাণৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ। দ্বিতীয়েন তথৈবাহ্না যোজনানি তু বিংশতিঃ। কৃতানি প্লবগৈস্তূর্ণং ভীমকায়ৈর্মহাবলৈঃ। অহ্না তৃতীয়েন তথা যোজনানি তু সাগরে। ত্বরমাণৈর্মহাকায়ৈরেকবিংশতিরেব চ। চতুর্থেন তথা চাহ্না দ্বাবিংশতিরথাপি বা। যোজনানি মহাবেগৈঃ কৃতানি ত্বরিতৈস্ততঃ। পঞ্চমেন তথা চাহ্না প্লবগৈঃ ক্ষিপ্রকারিভিঃ। যোজনানি ত্রয়োবিংশৎ সুবেলমধিকৃত্য বৈ। স বানরবরঃ শ্রীমান্ বিশ্বকর্ম্মাত্মজো বলী। ববন্ধ সাগরে সেতুং যথা চাস্য পিতা তথা। স নলেন কৃতঃ সেতুঃ সাগরে মকরালয়ে। শুশুভে সুভগঃ শ্রীমান্ স্বাতীপথ ইবাম্বরে। ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। আগম্য গগনে তস্থুর্দ্রষ্টুং কামাস্তদদ্ভুতম্। দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্। দদৃশুর্দেবগন্ধর্ব্বা নলসেতুং সুদুষ্করম্। আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জ্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ। তমচিন্ত্যমসহ্যঞ্চ হ্যদ্ভুতং রোমহর্ষণম্। দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি সাগরে সেতুবন্ধনম্। তানি কোটিসহস্রাণি বানরাণাং মহৌজসাম্। ববন্ধ সাগরে সেতুং জগ্মুঃ পারং মহোদধেঃ। বিশালঃ সুকৃতঃ শ্রীমান্ সুভূমিঃ সুসমাহিতঃ। অশোভত মহান্ সেতুঃ সীমন্ত ইব সাগরে।" ২২।৬।৬৮-৮০

ততউৎপ্লুত্য কপয়ো গৃহীত্বা মাং ক্ষণাৎ ততঃ।
মুষ্টিভির্নখদন্তৈশ্চ হন্তুং লোপ্তুং প্রচক্রমুঃ।
ততো মাং রাম রক্ষেতি ক্রোশন্তং রঘুপুঙ্গবঃ ॥ ১৬
বিসৃজ্যতামিতি প্রাহ বিসৃষ্টোঽহং কপীশ্বরৈঃ।
ততোঽহমাগতো ভীত্যা দৃষ্ট্বা তদ্ বানরং বলম্ ॥ ১৭
রাক্ষসানাং বলৌঘস্য বানরেন্দ্রবলস্য চ।
নৈতয়োর্বিদ্যতে সন্ধির্দেবদানবয়োরিব ॥ ১৮
পুরপ্রাকারমায়ান্তি ক্ষিপ্রমেকতরং কুরু।
সীতা বাস্মৈ প্রযচ্ছাশু যুদ্ধং বা দীয়তাং প্রভো ॥১৯
মামাহ রামস্তং ব্রূহি রাবণং মদ্বচঃ শুক।
যদ্বলঞ্চ সমাশ্রিত্য সীতাং মে হৃতবানসি ॥ ২০
তদ্দর্শয় যথাকামং সসৈন্যঃ সহবান্ধবঃ।
শ্বঃ কালে নগরীং লঙ্কাং সপ্রাকারাং সতোরণাম্ ॥ ২১
রাক্ষসঞ্চ বলং পশ্য শরৈর্বিধ্বংসিতং ময়া।
ঘোররোষমহং মোক্ষ্যে বলং ধারয় রাবণ ॥ ২২

ইত্যুক্তোপররামাথ রামঃ কমললোচনঃ।
একস্থানগতা যত্র চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ২৩
শ্রীরামো লক্ষ্মণশ্চৈব সুগ্রীবশ্চ বিভীষণঃ।
এত এব সমর্থাস্তে লঙ্কাং নাশয়িতুং প্রভো ॥ ২৪
উৎপত্য ভস্মীকরণে সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ।
তস্য যাদৃগ্ বলং দৃষ্টং রূপং প্রহরণানি চ ॥ ২৫
বধিষ্যতি পুরং সর্ব্বমেকস্তিষ্ঠন্তু তে ত্রয়ঃ।
পশ্য বানরসেনাং তামসংখ্যাতাং প্রপূরিতাম্ ॥ ২৬
গর্জ্জন্তি বানরাস্তত্র পশ্য পর্ব্বতসন্নিভাঃ।
ন শক্যাস্তে গণয়িতুং প্রাধান্যেন ব্রবীমি তে ॥ ২৭
এষ যোঽভিমুখো লঙ্কাং নদন্ তিষ্ঠতি বানরঃ।
যূথপানাং সহস্রাণাং শতেন পরিবারিতঃ ॥ ২৮
সুগ্রীবসেনাধিপতির্নীলো নামাগ্নিনন্দনঃ।
এষ পর্ব্বতশৃঙ্গাভঃ পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভঃ ॥ ২৯

কিন্তু আমার কথা শুনিবার পরই বানরগণ উল্লম্ফনে তৎক্ষণাৎ আমার নিকটে আসিয়া আমাকে ধারণ করত মুষ্টি দ্বারা এবং নখ দ্বারা আঘাত করিতে করিতে আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন আমি 'হে রাম! আমাকে রক্ষা করুন' এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলে রঘূত্তম রাম বলিলেন—ইহাকে ছাড়িয়া দাও। রামের আদেশে বানরশ্রেষ্ঠগণ আমাকে ছাড়িয়া দিলে পর আমি সেই বানর-সৈন্যবাহিনী দেখিয়া সভয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ১৬-১৭

যেরূপ দেবতা ও দানবগণের মধ্যে সন্ধি হয় না, সেইরূপ বর্ত্তমান অবস্থায় রাক্ষসদিগের সৈন্যবাহিনীর সহিত এই বানর-রাজ সুগ্রীবের সৈন্যবাহিনীর সন্ধি হইবে না। সম্প্রতি বানর-সৈন্যবাহিনী লঙ্কানগরীর প্রাকার পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি 'সীতাকে সত্বর রামের নিকট সমর্পণ করুন অথবা যুদ্ধ ঘোষণা করুন' এই উভয়ের মধ্যে একটী শীঘ্র পালন করুন। ১৮-১৯

শ্রীরাম আমাকে বলিয়া দিয়াছেন—শুক! তুমি রাবণকে আমার এই কথা বলিবে যে, রাবণ! তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমার সীতাকে অপহরণ করিয়াছ, তুমি সৈন্য ও বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া ইচ্ছানুসারে সেই বল দেখাও। আগামীকাল প্রাকার ও তোরণদ্বার সহ সম্পূর্ণ লঙ্কা নগরীকে এবং রাক্ষস-সৈন্যগণকে বাণসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে দেখিবে। আমি অতঃপর ভয়ঙ্কর ক্রোধানল ত্যাগ করিব। রাবণ! তোমার যত বল আছে দেখাও। ২০-২২

এই কথা বলিয়া কমললোচন রাম নিরত হইলেন। প্রভো! শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণ—এই চার পুরুষশ্রেষ্ঠ যখন একত্রে সমবেত হইয়াছেন অর্থাৎ এক পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তখন ইঁহারাই আপনার এই লঙ্কা নগরীকে উৎপাটিত করিয়া বা ভস্মীভূত করিয়া ধ্বংস করিতে পারেন। যে সব বানরগণ সমবেত হইয়াছে, তাহাদের কথা থাকুক। কেবল একাকী রামের যেরূপ বল, বলপ্রকাশের অনুকূল রূপ অর্থাৎ বীরত্ব প্রকাশানুকূল আকার এবং তদনুকূল যে সব অস্ত্র আমি দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে তিনি একাকীই এই লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস-সাধন করিতে পারেন; অন্য তিন জন অর্থাৎ লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণের কথা ছাড়িয়া দিলাম। ঐ দেখুন অসংখ্য বানরসেনা, যাহারা বিশাল সাগরকূলকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে।২৩-২৬

তথায় পর্ব্বততুল্য বিশালদেহ বানরগণ গর্জন করিতেছে, আপনি অবলোকন করুন। ইহাদিগকে গণনা করিয়া নির্ণয় করা সম্ভব নহে। ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েক জনের নাম আপনার নিকট বলিতেছি। ২৭

এই যে লক্ষ যূথপতি বানরগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া লঙ্কার দিকে মুখ করিয়া যে বানর সিংহনাদ করিতেছে, সে সুগ্রীবের সেনাপতি, তাহার নাম নীল এবং সে অগ্নিদেবের পুত্র। এই যে পর্ব্বতশিখরসদৃশ বিশালাকার ও পদ্ম কিঞ্জল্কতুল্য গৌর-বর্ণ বানর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ লাঙ্গুল সমুৎক্ষিপ্ত করিয়া

স্ফোটয়ত্যভিসংরব্ধো লাঙ্গুলঞ্চ পুনঃপুনঃ।
যুবরাজোঽঙ্গদো নাম বালিপুত্রোঽতিবীর্য্যবান্ ॥ ৩০
যেন দৃষ্টা জনকজা রামস্যাতীব বল্লভা।
হনুমানেষ বিখ্যাতো হতো যেন তবাত্মজঃ ॥ ৩১
শ্বেতো রজতসঙ্কাশো মহাবুদ্ধি-পরাক্রমঃ।
তূর্ণং সুগ্রীবমাগম্য পুনর্গচ্ছতি বানরঃ ॥ ৩২
যস্ত্বেষ সিংহসঙ্কাশঃ পশ্যত্যতুলবিক্রমঃ।
রম্ভো নাম মহাসত্ত্বো লঙ্কাং নাশয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৩৩
এষ পশ্যতি বৈ লঙ্কাং দিধক্ষন্নিব বানরঃ।
শরভো নাম রাজেন্দ্র কোটিযূথপনায়কঃ ॥ ৩৪
পনসশ্চ মহাবীর্য্যো মৈন্দশ্চ দ্বিবিদস্তথা।
নলশ্চ সেতুকর্ত্তাসৌ বিশ্বকর্ম্মসুতো বলী ॥ ৩৫
বানরাণাং বর্ণনে বা সঙ্খ্যানে বা ক ঈশ্বরঃ।
শূরাঃ সর্ব্বে মহাকায়াঃ সর্ব্বে যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৩৬

শক্তাঃ সর্ব্বে চূর্ণয়িতুং লঙ্কাং রাক্ষসগণৈঃ সহ।
এতেষাং বলসঙ্খ্যানং প্রত্যেকং বচ্মি তে শৃণু ॥ ৩৭
এষাং কোটিসহস্রাণি নব পঞ্চ চ সপ্ত চ।
তথা শঙ্খসহস্রাণি তথার্ব্বুদশতানি চ ॥ ৩৮
সুগ্রীবসচিবানাং তে বলমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
অন্যেষাং তু বলং নাহং বক্তুং শক্তোঽস্মি রাবণ ৩৯
রামো ন মানুষঃ সাক্ষাদাদিনারায়ণঃ পরঃ।
সীতা সাক্ষাজ্জগদ্ধেতুশ্চিচ্ছক্তির্জগদাত্মিকা ॥ ৪০
তাভ্যামেব সমুৎপন্নং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
তস্মাদ্রামশ্চ সীতা চ জগতস্তস্থুষশ্চ তৌ ॥ ৪১
পিতরৌ পৃথিবীপাল তয়োর্বৈরী কথং ভবেৎ।
অজ্ঞানতা ত্বয়ানীতা জগন্মাতৈব জানকী ॥ ৪২
ক্ষণনাশিনি সংসারে শরীরে ক্ষণভঙ্গুরে।
পঞ্চভূতাত্মকে রাজন্ চতুর্বিংশতিতত্ত্বকে ॥ ৪৩

ভূতলে আঘাত করিতেছে, তাহার নাম অঙ্গদ। এই যুবরাজ অঙ্গদ বালীর পুত্র এবং অতিশয় শক্তিশালী। ২৮-৩০

রামের অতিশয় প্রিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে সে এই লঙ্কা নগরীতে দেখিয়া গিয়াছে এবং আপনার পুত্র অক্ষকে বধ করিয়াছে, এই সেই বিখ্যাত হনুমান্। ৩১

রজততুল্য শ্বেতবর্ণ, অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং মহাপরাক্রমশালী এই যে বানর দ্রুত সুগ্রীবের নিকট আসিয়া পুনরায় চলিয়া যাইতেছে, তাহার নাম শ্বেত। ৩২

এই যে অতুল পরাক্রমশালী ও মহাবলশালী বানর সিংহের ন্যায় দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহার নাম রম্ভ। এই রম্ভ একাকীই লঙ্কা নগরীকে ধ্বংস করিতে পারে। ৩৩

রাজেন্দ্র! এই যে বানর লঙ্কাকে যেন দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া দৃষ্টিপাত করিতেছে, ইহার নাম শরভ, সে কোটি যূথপতির নায়ক। ৩৪

ইহা ব্যতীত পনস, মহাশক্তিধর মৈন্দ ও দ্বিবিদ রহিয়াছে। আর ঐ যে এক বলশালী বানর দেখা যাইতেছে, সে বিশ্বকর্ম্মার পুত্র এবং তাহার নাম নল। এই নলই সাগরের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে। ৩৫

এই বানর-সৈন্যগণের বর্ণনা করিতে এবং সংখ্যা গণনা করিতে কেহ বা সমর্থ হইবে? ইহারা সকলে বিশালদেহ ও শৌর্য্যশালী বীর এবং সকলেই যুদ্ধ কামনা করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। ৩৬

ইহারা সকলে অর্থাৎ নীলাদি দশ বানরশ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণের সহিত এই লঙ্কাকে চূর্ণ করিতে সমর্থ। আমি এখন ইহাদের প্রত্যেকের সৈন্য সংখ্যা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। ৩৭

নীল, অঙ্গদ, হনুমান্, শ্বেত, শরভ, রম্ভ, পনস, মৈন্দ, দ্বিবিদ ও নল—এই দশ বানর যূথপতির অধীনে একবিংশতি কোটি সহস্র, শঙ্খ সহস্র ও অর্ব্বুদশত বানরসৈন্য রহিয়াছে। ৩৮

আমি আপনার নিকট সুগ্রীবের এই দশ মন্ত্রিগণের সৈন্য সংখ্যা বর্ণনা করিলাম। রাবণ! ইহা ব্যতীত আরও যে সব বানর যূথপতি আছে, তাহাদের সৈন্য সংখ্যা আমি বলিতে সমর্থ হইব না। ৩৯

রাক্ষসরাজ! এই রাম মানুষ নহেন, ইনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা আদিপুরুষ নারায়ণ। আর এই সীতাদেবী সাক্ষাৎ জগৎস্বরূপা জগতের কারণ চিৎশক্তি। ৪০

ইঁহাদের উভয়ের দ্বারা এই স্থাবর ও জঙ্গমময় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেইহেতু এই রাম ও সীতা এই স্থাবর ও জঙ্গমের পিতা ও মাতা। হে ভূপাল! তাঁহাদের আবার শত্রু কি ভাবে হইবে? আপনি এবিষয়ে কিছু না জানিয়া জগন্মাতা জনকনন্দিনী সীতাকে আনিয়াছেন। ৪১-৪২

রাজন্! এই জগৎ সংসার ক্ষণবিধ্বংসী, চতুর্বিংশতি (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; প্রাণ,

মলমাংসাস্থিদুর্গন্ধ-ভূয়িষ্ঠেঽহঙ্কৃতালয়ে ।
কৈবাস্থা ব্যতিরিক্তস্য কায়ে তব জড়াত্মকে ॥ ৪৪
যৎকৃতে ব্রহ্মহত্যাদি পাতকানি কৃতানি তে ।
ভোগভোক্তা তু যো দেহঃ স দেহোঽত্র পতিষ্যতি ॥ ৪৫
পুণ্যপাপে সমায়াতো জীবেন সুখদুঃখয়োঃ ।
কারণে দেহযোগাদি নাত্মনঃ কুরুতেঽনিশম্ ॥ ৪৬
যাবদ্দেহোঽস্মি কর্ত্তাস্মীত্যাত্মাহং কুরুতেঽবশঃ ।
অধ্যাসাৎ তাবদেব স্যাজ্জন্মনাশাদিসম্ভবঃ ॥ ৪৭

অপান, সমান, উদান, ও ব্যান—এই পঞ্চ প্রাণ ; ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ও ব্যোম—এই পঞ্চ ভূত এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—এই চতুর্বিংশতি) তত্ত্ব সংঘটিত এবং পঞ্চভূতাত্মক এই স্থূল দেহও ক্ষণভঙ্গুর, মল, মাংস ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, অহঙ্কারের আশ্রয় এবং জড়স্বরূপ, সুতরাং এই দেহ আত্মা হইতে ভিন্ন অনাত্ম বস্তু, অতএব এই দেহেই বা আপনার আস্থা কি ? ৪৩-৪৪

যাহাকে পোষণ করিবার জন্য আপনি ব্রহ্মহত্যাদি বহু পাপ-সমূহ করিয়াছেন এবং যে দেহ রূপ-রসাদি ভোগ্য বিষয়সমূহ ভোগ করে, সেই স্থূল দেহ কিন্তু এস্থানে পড়িয়া থাকিবে। ৪৫

সুখ ও দুঃখের কারণ পুণ্য এবং পাপ জীবের সঙ্গেই গমন করে ; আর এই পুণ্য-পাপই আত্মার দেহের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া দিয়া নিরন্তর সুখ-দুঃখ বিধান করে। ৪৬

মায়ার বশীভূত হইয়া অধ্যাসবশতঃ আত্মা যতদিন 'আমি দেহ, আমি কর্ত্তা' ইত্যাদি রূপে অহঙ্কার করে, ততদিন তাহার জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি হইতে থাকে। ৪৭

হে মহামতে! অতএব আপনি দেহাদিতে অভিমান পরিত্যাগ করুন। আত্মা অতি নির্ম্মল, শুদ্ধ, বিজ্ঞানময়, অচল ও অব্যয়। ৪৮

আত্মা এরূপ হইলেও যখন নিজের স্বরূপ বোধ থাকে না, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম কৃত পুণ্য পাপ বলে পুনরায় সুখ-দুঃখ ভোগের জন্য ভোগদেহ ধারণ করত স্বস্বরূপতা জ্ঞান বিস্মৃত হয়, তখন সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া মোহগ্রস্ত হয়। সেইহেতু আপনি এই আত্মাকে শুদ্ধভাবে জানিয়া সর্ব্বদা আত্মাকেই ধ্যান করুন) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যঃ, মন্তব্যঃ, নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ। বৃহৎ ০ ২ ৪।৫ ; "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী শরীরম্। যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ"। বৃহৎ ০ ৩.৭।৩) ।৪৯

আপনি পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদির উপর ভোগ বাসনা পরিহার করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করুন। "(যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা

তস্মাৎ ত্বং ত্যজ দেহাদাবভিমানং মহামতে ।
আত্মাতিনির্ম্মলঃ শুদ্ধো বিজ্ঞানাত্মাচলোঽব্যয়ঃ ॥ ৪৮
স্বাজ্ঞানবশতো বন্ধং প্রতিপদ্য বিমুহ্যতি ।
তস্মাৎ ত্বং শুদ্ধভাবেন জ্ঞাত্বাত্মানং সদা স্মর ॥৪৯
বিরতিং ভজ সর্ব্বত্র পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিরয়েষ্বপি ভোগঃ স্যাচ্ছ্বশূকরতনাবপি ॥ ৫০
দেহং লব্ধ্বা বিবেকাঢ্যং দ্বিজত্বঞ্চ বিশেষতঃ ।
তত্রাপি ভারতে বর্ষে কর্ম্মভূমৌ সুদুর্লভম্ ॥ ৫১

যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" । ইতি শ্রুতেঃ। কঠ০ ২।৩।১৪) কারণ, নরকে বাস করিলেও ভোগ লাভ হয় ; কেবল ইহাই নহে, কুকুর ও শূকর প্রভৃতি দেহ প্রাপ্ত হইলেও সেই সব দেহেও ভোগ প্রাপ্তি হয়। সুতরাং বিষয় ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করুন। ৫০

বিবেকাঢ্য দেহ লাভ করিয়া, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণবংশে (১)

(১) তস্যোৎপত্তি-নাশৌ যথা—
মানবস্য নরিষ্যন্ত আসীৎ পুত্রো দমঃ কিলঃ ।
নবমস্তস্য দায়াদস্তৃণাবিন্দুরিতি স্মৃতঃ ॥
তস্য কন্যা ইড়বিড়া রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ।
পুলস্ত্যায় স রাজর্ষিস্তাং কন্যাং প্রত্যপাদয়ৎ ॥
ঋষিরৈড়বিড়ো যস্মাৎ বিশ্রবাঃ সমপদ্যত ।
তস্য পত্ন্যশ্চতস্রশ্চ পূর্ব্বা বৈ দেববর্ণিনী ॥
জ্যেষ্ঠং বৈশ্রবণং যজ্ঞে কুরূপং দেববর্ণিনী ।
ত্রিপাদং সুমহাকায়ং স্থূলশীর্ষং মহাহনুম্ ॥
অস্টদংষ্ট্রং হরিশ্মশ্রুং শঙ্কুকর্ণং বিলোহিতম্ ।
পিঙ্গলং নাম সংদৃষ্ট্বা পিতা তস্যাব্রবীৎ ততঃ ॥
কুৎসায়াং তু কুশব্দোঽয়ং শরীরঞ্চেদমুচ্যতে ।
কুশরীরত্বাচ্চ নাম্নঃ তেন বৈ স কুবেরকঃ ॥
যথাৎ কুবেরো জনয়দ্ বিশ্রুতং নলকূবরম্ ।
রাবণং কুম্ভকর্ণঞ্চ কন্যাং শূর্পণখাং তথা ॥
বিভীষণং চতুর্থং তু নৈকষ্যজনয়ৎ সুতম্ ।
শঙ্কুকর্ণো দশগ্রীবঃ পিঙ্গলো রক্তমূর্দ্ধজঃ ।
চতুষ্পাদ্বিংশতিভুজো মহাকায়ো মহাবলঃ ।
জাত্যঞ্জননিভো দর্দলোহিতগ্রীব এব চ ।
নিসর্গাদ্ দারুণঃ ক্রূরঃ স রাবণ ইতি স্মৃতঃ ।
হিরণ্যকশিপুস্ত্বাসীৎ স রাজা পূর্ব্বজন্মনি ॥

কো বিদ্বানাত্মসাৎ কৃত্বা দেহং ভোগানুগো ভবেৎ।
অতস্ত্বং ব্রাহ্মণো ভূত্বা পৌলস্ত্যতনয়শ্চ সন্।
অজ্ঞানীব সদা ভোগানুধাবসি কিং মুধা ॥ ৫২
ইতঃ পরং বা ত্যক্ত্বা ত্বং সর্ব্বসঙ্গং সমাশ্রয়।
রামমেব পরাত্মানং ভক্তিভাবেন সর্ব্বদা ॥ ৫৩
সীতাং সমর্প্য রামায় তৎপাদানুচরো ভব।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং প্রয়াস্যসি ॥ ৫৪
নো চেদ্ গমিষ্যসেঽধোঽধঃ পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ।
অঙ্গী কুরুষ্ব মদ্বাক্যং হিতমেব বদামি তে ॥ ৫৫
সৎসঙ্গতিং কুরু ভজস্ব হরিং শরণ্যং
শ্রীরাঘবং মরকতোপলকান্তিকান্তম্।
সীতাসমেতমনিশং ধৃতচাপবাণং
সুগ্রীবলক্ষ্মণবিভীষণসেবিতাঙ্‌ঘ্রিম্ ॥৫৬

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

উৎপন্ন হইয়া, (কর্ম্মদোষে রাবণ পরে রাক্ষস হইয়া যায়।) তাহাও আবার এই কর্ম্মভূমি ("কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" ইতি শ্রীগীতোক্তেঃ, অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মের ভূমি) ভারতবর্ষে অতিশয় দুর্লভ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া (অতএব লঙ্কা ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত এই বাক্যে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে) কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি তাদৃশ দেহকে আত্মাধীন করত ভোগের অনুগামী অর্থাৎ ভোগলুব্ধ হয় ? অতএব আপনি ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবার পুত্র বলিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া একজন সাধারণ অজ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় বৃথা কেন ভোগসকলের দিকে ধাবিত হইতেছেন ? ৫১-৫২

অথবা যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, অতঃপর আপনি সমস্ত বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিভাবে সর্ব্বদা পরমাত্মা শ্রীরামকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করুন। (এস্থলে ভক্তিভাবে ভগবানের শরণাগত হইতে রাবণকে শুক উপদেশ করিল, কিন্তু শ্রীভগবান্ স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।" শ্রীগীতা ১১।৫৪। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে মাং তদনন্তরম্।" শ্রীগীতা ১৮।৫৫) ॥ ৫৩

চতুর্যুগানাং রাজা তু ত্রয়োদশ স রাক্ষসঃ।
তাঃ পঞ্চকোট্যো বর্ষাণাং সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া দ্বিজৈঃ।
নিযুতানামেকষষ্টিঃ সংখ্যাবিস্তিরুদাহৃতঃ।
ষষ্টি চৈব সহস্রাণি বর্ষাণাং হি স রাবণঃ।
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ ঘোরং কৃত্বা প্রজাগরম্।
ত্রেতাযুগে চতুর্বিংশে রাবণস্তপসঃ ক্ষয়াৎ।
রামং দশরথং প্রাপ্য সগণঃ ক্ষয়মীয়িবান্।
ইতি বহ্নিপুরাণে বারাহপ্রাদুর্ভাবনামাধ্যায়ঃ

আপনি সীতাকে রামের নিকট সমর্পণ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের অনুচর হউন, তাহা হইলে আপনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারিবেন। ৫৪

নতুবা আপনি ক্রমে ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইবেন, যাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া আপনার পক্ষে আর সম্ভব হইবে না। অতএব আপনি আমার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করুন ; কারণ, আমি আপনাকে হিত কথাই বলিতেছি। ৫৫

আপনি সৎসঙ্গ করুন, যাঁহার কমনীয় কান্তি মরকত মণির ন্যায়, যিনি হস্তে ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিতেছেন, এবং যিনি সীতাদেবীর সহিত বিরাজমান, আপনি রঘুবংশভূষণ শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করুন ; কারণ, তিনি শরণাগত পালক (অতএব আপনাকে অবশ্যই তিনি দয়া করিবেন)। ৫৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে উমামহেশ্বরসংবাদে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শুকস্য পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তকথনম্, রাক্ষসৈঃ সহ বানরসৈন্যানাং যুদ্ধবর্ণনঞ্চ ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শ্রুত্বা শুকমুখোদ্‌গীতং বাক্যমজ্ঞাননাশনম্ ।
রাবণঃ ক্রোধতাম্রাক্ষো দহন্নিব তমব্রবীৎ ॥ ১

অনুজীব্য স্বুদুর্ব্বুদ্ধে গুরুবচ্ছাষসে কথম্ ।
শাসিতাহং ত্রিজগতাং ত্বং মাং শিক্ষন্ ন লজ্জসে ॥ ২

ইদানীমেব হন্মি ত্বাং কিন্তু পূর্ব্বকৃতং তব ।
স্মরামি তেন রক্ষামি ত্বাং যদ্যপি বধোচিতম্ ॥ ৩

ইতো গচ্ছ বিমূঢ় ত্বমেবং শ্রোতুং ন মে ক্ষমম্ ।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা বেপমানো গৃহং যযৌ ॥ ৪

শুকোঽপি ব্রাহ্মণঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবিত্তমঃ ।
বানপ্রস্থবিধানেন বনে তিষ্ঠন্ স্বকর্ম্মকৃৎ ॥ ৫

দেবানামভিবৃদ্ধ্যর্থং বিনাশায় সুরদ্বিষাং ।
চকার যজ্ঞবিততিমবিচ্ছিন্নাং মহামতিঃ ॥ ৬

রাক্ষসানাং বিরোধোঽভূচ্ছুকো দেবহিতোদ্যতঃ ।
বজ্রদংষ্ট্র ইতি খ্যাতস্তত্রৈকো রাক্ষসো মহান্ ॥ ৭

অন্তরং প্রেপ্সুরাতিষ্ঠচ্ছুকাপকরণোদ্যতঃ ।
কদাচিদাগতোঽগস্ত্যস্তস্যাশ্রমপদং মুনেঃ ॥৮

তেন সম্পূজিতোঽগস্ত্যো ভোজনার্থং নিমন্ত্রিতঃ ।
গতে স্নাতুং মুনৌ কুম্ভসম্ভবে প্রাপ্য চান্তরম্ ॥ ৯

অগস্ত্যরূপধৃক্ সোঽপি রাক্ষসঃ শুকমব্রবীৎ ।
যদি দাস্যসি মে ব্রহ্মন্ ভোজনং দেহি সামিষম্ ॥ ১০

বহুকালং ন ভুক্তং মে মাংসং ছাগাঙ্গসম্ভবম্ ।
তথেতি কারয়ামাস মাংসভোজ্যং স বিস্তরম্ ॥ ১১

পঞ্চম অধ্যায় ।

[শুকের পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্তকথন এবং রাক্ষসদিগের সহিত বানরসৈন্যগণের যুদ্ধবর্ণন ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি ! শুকের মুখনির্গত অজ্ঞান-নাশন এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত তাহাকে যেন দগ্ধ করিবার জন্যই তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল । ১

অতিশয় দুর্মতি শুক ! তুমি আমার অনুজীবী সেবক হইয়া কেন গুরুর ন্যায় উপদেশবাক্য বলিতেছ ? আমি স্বয়ং ত্রিজগতের শাসক ; এরূপ আমাকে শিক্ষা দিতে তোমার লজ্জা করিতেছে না ? ২

যদিও তুমি আমার বধযোগ্য এবং এখনই আমি তোমাকে বধও করিতে পারি, তথাপি তুমি পূর্ব্বে আমার বহু উপকার করিয়াছ তৎসমস্ত আমি স্মরণ করিতেছি বলিয়া (এবং কৃতঘ্ন নই, সেইহেতু) তোমাকে বধ না করিয়া রক্ষা করিলাম ।৩

রে বিমূঢ় ! তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও, তোমার এরূপ কথা আমি শুনিতে সমর্থ নহি । তখন শুক রাবণের এই কথা শ্রবণ করত ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে 'আপনার অপার করুণা' এই কথা বলিয়া গৃহে গমন করিল । ৪

এই শুকও পূর্ব্বে ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন ; সেইজন্য বানপ্রস্থ বিধান অনুসারে বৈখানস-আশ্রম গ্রহণ করত স্বধর্ম্মানুকূল কর্ম্ম করিতে লাগিলেন ॥ ৫

মহামতি শুক দেবগণের অভ্যুদয়ের জন্য এবং দেবদ্বেষী রাক্ষসাদির বিনাশের জন্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে বহু যজ্ঞ করিয়া চলিলেন ॥ ৬

শুক দেবগণের হিতসাধনে রত বলিয়া রাক্ষসদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ আরম্ভ হইল । এই সময় বজ্রদংষ্ট্র নামে এক প্রধান রাক্ষস শুকের অপকার করিতে উদ্যত হইয়া তাহার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল । এদিকে কোনও একদিন মহামুনি অগস্ত্য সেই শুকমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । ৭-৮

অগস্ত্যকে উপস্থিত দেখিয়া শুক তাঁহাকে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন । তারপর কুম্ভযোনি মুনিবর অগস্ত্য স্নানের জন্য গমন করিলে পর সুযোগ লাভ করত সেই রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্রও অগস্ত্যের রূপ ধারণ করিয়া শুককে বলিল,—ব্রহ্মন্ ! যদি তুমি আমাকে ভোজন করাইবে, তাহা হইলে আমাকে আমিষ (মাংসযুক্ত) ভোজন প্রদান করিও ॥ ৯-১০

কারণ, আমি বহুকাল ছাগলের মাংস ভোজন করি নাই । তখন শুক 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া বহু মাংস সহ নানাবিধ ভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন ॥ ১১

উপবিষ্টে মুনৌ ভোক্তুং রাক্ষসোঽতীব সুন্দরম্।
শুকভার্য্যাবপুর্দ্ধৃত্বা তাং চান্তর্মোহয়ন্ খলঃ ॥ ১২
নরমাংসং দদৌ তস্মৈ সুপক্বং বহুবিস্তরম্।
দত্ত্বৈবান্তর্দধে রক্ষস্ততো দৃষ্ট্বা চুকোপ সঃ ॥ ১৩
অমেধ্যং মানুষং মাংসমগস্ত্যঃ শুকমব্রবীৎ।
অভক্ষ্যং মানুষং মাংসং দত্তবানসি দুর্ম্মতে ॥ ১৪
মত্তঃ ত্বং রাক্ষসো ভূত্বা তিষ্ঠ ত্বং মানুষাশনঃ।
ইতি শপ্তঃ পুরো ভীত্যা প্রাহাগস্ত্যং মুনে ত্বয়া ॥ ১৫
ইদানীং ভাষিতং মেঽদ্য মাংস দেহীতি বিস্তরম্।
তথৈব দত্তং মে দেব কিং মে শাপং প্রদাস্যসি ॥ ১৬
শ্রুত্বা শুকস্য বচনং মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থিতঃ।
জ্ঞাত্বা রক্ষঃকৃতং সর্ব্বং ততঃ প্রাহ শুকং সুধীঃ ॥১৭
তবাপকারিণা সর্ব্বং রাক্ষসেন কৃতং ত্বিদম্।
অবিচার্য্যৈব মে দত্তঃ শাপস্তে মুনিসত্তম ॥ ১৮
তথাপি মে বচোঽমোঘমেবমেব ভবিষ্যতি।
রাক্ষসং বপুরাস্থায় রাবণস্য সহায়কৃৎ ॥ ১৯
তিষ্ঠ তাবদ্ যদা রামো দশাননবধায় হি।
আগমিষ্যতি লঙ্কায়াঃ সমীপং বানরৈঃ সহ ॥ ২০
প্রেষিতো রাবণেন ত্বং চারো ভূত্বা রঘূত্তমম্।
দৃষ্ট্বা শাপাদ্ বিনির্ম্মুক্তো বোধয়িত্বা চ রাবণম্ ॥ ২১
তত্ত্বজ্ঞানং ততো মুক্তঃ পরং পদমবাপ্স্যসি।
ইত্যুক্তোঽগস্ত্যমুনিনা শুকো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ২২
বভূব রাক্ষসঃ সদ্যো রাবণং প্রাপ্য সংস্থিতঃ।
ইদানীং চাররূপেণ দৃষ্ট্বা রামং সহানুজম্ ॥ ২৩
রাবণং তত্ত্ববিজ্ঞানং বোধয়িত্বা পুনর্দ্রুতম্।
পূর্ব্ববদ্ব্রাহ্মণো ভূত্বা স্থিতো বৈখানসৈঃ সহ ॥ ২৪

তারপর মুনিবর অগস্ত্য ভোজন করিতে বসিলে সেই খল রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র অতিশয় সুন্দর শুকভার্য্যার দেহ ধারণ করত শুকভার্য্যাকে অন্তরে মোহিত করিয়া রাখিল অর্থাৎ রাক্ষসী-মায়ার প্রভাবে শুকভার্য্যাকে এরূপ অভিভূত করিয়া রাখিল যে, শুকভার্য্যার বাহিরে আসিয়া কিছুই প্রকাশ করিবার সামর্থ্য থাকিল না। এই অবস্থায় রাক্ষস ব্রাহ্মণীর বেশে মুনিবর অগস্ত্যকে প্রচুর পরিমাণে সুপক্ক নরমাংস প্রদান করিল। রাক্ষস নরমাংস পরিবেশন করিয়াই অন্তর্হিত হইল। কিন্তু সেই মহামুনি অগস্ত্য অপবিত্র মনুষ্যমাংস দেখিয়াই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং শুককে বলিলেন—রে দুর্মতে! যেহেতু তুমি আমাকে অভক্ষ্য মানুষ মাংস প্রদান করিয়াছ, সেইহেতু তুমি মানুষভোজী রাক্ষস হইয়া অবস্থান কর। ১২-১৪½

এইরূপ শাপ প্রাপ্ত হইয়া শুক ভীতি সহকারে অগস্ত্যকে বলিল,—মুনে! আপনি এখনই আমাকে বলিলেন যে, তুমি আজ আমাকে ভোজনের জন্ত প্রচুর পরিমাণে মাংস প্রদান কর, আমি আপনারই কথানুসারে এই মাংস ভোজন প্রদান করিয়াছি। দেব! তথাপি আপনি আমাকে কেন এই শাপ-দান করিলেন? ১৫-১৬

শুকের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহামতি অগস্ত্য মুহূর্ত্ত কাল ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন এবং ধ্যানবলে রাক্ষসের (বজ্রদংষ্ট্রের) কৃত সব কিছুই জানিতে পারিয়া প'র শুককে বলিলেন। ১৭

হে মুনিশ্রেষ্ঠ শুক! তোমার অপকারকারী রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু আমি এই সব বিচার না করিয়াই তোমাকে শাপ দান করিয়াছি। ১৮

তথাপি আমার বাক্য অমোঘ (অব্যর্থ) বলিয়া আমি যাহা বলিয়াছি, তদনুরূপই সব হইবে। তুমি রাক্ষস-দেহ অবলম্বন করত রাবণের সহকারী হইয়া ততকাল অবস্থান কর; যখন ভগবান্ রামচন্দ্র দশানন রাবণকে বধ করিবার জন্ত বানরগণের সহিত লঙ্কার সমীপে আসিবেন, তখন তুমি রাবণ কর্ত্তৃক প্রেরিত চর হইয়া রঘূত্তম রামের নিকট গমন করত উঁহাকে দর্শন করিয়াই শাপ হইতে মুক্ত হইবে। তদনন্তর রাবণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়া মুক্তিলাভ করত পরম পদ লাভ করিবে। মুনিবর অগস্ত্য এই কথা বলিলে পর ব্রাহ্মণপ্রবর শুক তৎক্ষণাৎ রাক্ষস হইয়া যাইল এবং রাবণের নিকট গমন করত তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। তারপর সেই শুক বর্ত্তমানে চররূপে কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামকে দর্শন করিয়া এবং রাবণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়া পুনরায় সত্বর পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ হইয়া বৈখানসগণের সহিত বাস করিতে লাগিল। ১৯-২৪

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ ও নীতিনিপুণ এক বৃদ্ধ রাক্ষস রাবণের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এই রাক্ষসের নাম মাল্যবান্।

ততঃ সমাগমদ্ বৃদ্ধো মাল্যবান্ রাক্ষসো মহান্।
বুদ্ধিমান্ নীতিনিপুণো রাজ্ঞো মাতুঃ প্রিয়ঃ পিতা ॥২৫
প্রাহ তং রাক্ষসং বীরং প্রশান্তেনান্তরাত্মনা।
শৃণু রাজন্ বচো মেঽদ্য শ্রুত্বা কুরু যথেপ্সিতম্ ॥ ২৬
যদা প্রবিষ্টা নগরী জানকী রামবল্লভা।
তদাদি পুর্য্যাং দৃশ্যন্তে নিমিত্তানি দশানন ॥ ২৭
ঘোরাণি নাশহেতূনি তানি মে বদতঃ শৃণু।
খরস্তনিতনির্ঘোষা মেঘা অতিভয়ঙ্করাঃ ॥ ২৮
শোণিতেনাভিবর্ষন্তি লঙ্কামুষ্ণেন সর্ব্বদা।

সে রাজা রাবণের অতিশয় প্রিয় এবং মাতা নিকষার পিতা অর্থাৎ রাবণের মাতামহ(১)। ২৫

এই রাক্ষস মাল্যবান্ প্রশান্ত অন্তঃকরণে বীর রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিল,—রাজন্! তুমি এখন আমার কথা শ্রবণ কর, শ্রবণ করিয়া তোমার ইচ্ছানুসারে কার্য্য কর। ২৬

দশানন! যে সময় হইতে রামপ্রিয়া জনকনন্দিনী সীতা এই লঙ্কা নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই সময় হইতেই এই নগরীতে নানাবিধ দুর্নিমিত্তসকল দেখা যাইতেছে। ২৭

আমি সেই সব ভয়ঙ্কর নাশসূচক নিমিত্ত (অপশকুন)-সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। মেঘসমূহ অতি ভয়ঙ্করাকৃতি হইয়া সুতীব্র গর্জন করিতেছে এবং বজ্রপাত হইতেছে। ২৮

এই মেঘমণ্ডল লঙ্কাকে লক্ষ্য করিয়া উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতেছে। দেবমূর্তিসকল রোদন করিতেছেন, ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং কম্পিত হইতেছেন। ২৯

(১) রাবণকে মাতামহ মাল্যবানের প্রবোধবাক্য বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি—

"ততস্তু সুমহাপ্রাজ্ঞো মাল্যবান্ নাম রাক্ষসঃ।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা ইতি মাতামহোঽব্রবীৎ।
বিদ্যাস্বভিবিনীতো যো রাজা রাজন্ নয়ানুগঃ।
স শাস্তি চিরমৈশ্বর্য্যমরীংশ্চ কুরুতে বশে।
সন্দধানো হি কালেন বিগৃহ্ণংশ্চারিভিঃ সহ।
স্বপক্ষে বর্দ্ধনং কুর্বন্ মহদৈশ্বর্য্যমশ্নুতে।
হীয়মানেন কর্ত্তব্যো রাজ্ঞা সন্ধিঃ সমেন চ।
ন শত্রুমবমন্যেত জ্যায়ান্ কুর্বীত বিগ্রহম্।
তন্মহ্যং রোচতে সন্ধিঃ সহ রামেণ রাবণ।
যদর্থমভিযুক্তোঽসি সীতা তস্মৈ প্রদীয়তাম্।

রুদন্তি দেবলিঙ্গানি স্বিদ্যন্তি প্রচলন্তি চ ॥ ২৯
কালিকা পাণ্ডুরৈর্দন্তৈঃ প্রহসত্যগ্রতঃ স্থিতা।
খরা গোষু প্রজায়ন্তে মূষিকা নকুলৈঃ সহ ॥৩০
মার্জ্জারেণ তু যুধ্যন্তি পন্নগা গরুড়েন তু।
করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ॥ ৩১
কালো গৃহাণি সর্ব্বেষাং কালে কালে ত্ববেক্ষতে
এতান্যন্যানি দৃশ্যন্তে নিমিত্তান্যুদ্ভবন্তি চ ॥ ৩২
অতঃ কুলস্য রক্ষার্থং শান্তিং কুরু দশানন।
সীতাং সৎকৃত্য সধনাং রামায়াশু প্রযচ্ছ ভোঃ ॥ ৩৩

পুরস্থিতা কালিকা পাণ্ডুবর্ণ দন্তসমূহ বিকশিত করিয়া অট্টহাস্য করিতেছেন। গর্দভগণ এখন গাভীগর্ভে জন্মলাভ করিতেছে। মূষিকগণ (ইঁদুরগণ) নকুলদলের সহিত মিলিত হইয়া মার্জারের (বিড়ালের) সহিত যুদ্ধ করিতেছে এবং সর্পগণ গরুড়ের সহিত সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণপিঙ্গল, মুণ্ডিত মুণ্ড, করাল ও বিকটাকার কালপুরুষ অর্থাৎ মৃত্যু সব সময় সকলের গৃহের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। এই সকল এবং অন্যান্য বহু নিমিত্তসকল দেখা যাইতেছে ও প্রতিনিয়ত উৎপন্ন হইতেছে। ৩০-৩২

দশানন! অতএব এই তোমার বংশকে রক্ষা করিবার জন্য সামাদি উপায়চতুষ্টয়ের মধ্যে শান্তিপ্রদ সাম উপায় অবলম্বন

তস্য দেবর্ষয়ঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বাশ্চ জয়ৈষিণঃ।
বিরোধং মা গমস্তেন সন্ধিস্তে তেন রোচতাম্।
অসৃজদ্ ভগবান্ পক্ষৌ দ্বাবেব হি পিতামহঃ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তদাশ্রয়ৌ।
ধর্ম্মো হি শ্রূয়তে পক্ষ অমরাণাং মহাত্মনাম্।
অধর্ম্মো রক্ষসাং পক্ষো হ্যসুরাণাঞ্চ রাক্ষস।
ধর্ম্মো বৈ গ্রসতেঽধর্ম্মং যদা কৃতমভূদ্ যুগম্।
অধর্ম্মো গ্রসতে ধর্ম্মং তদা তিষ্যঃ প্রবর্ত্ততে।"

ইত্যাদি ৬।৩৫।৬-১৪ ইহার পর বহু উৎপাতের কথা মাল্যবান্ রাবণকে বলিয়াছে। অবশেষে নিজের অভিমত প্রকাশ করিতেছে—

"বিষ্ণুং মন্যামহে রামং মানুষং রূপমাস্থিতম্।
নহি মনুষ্যমাত্রোঽসৌ রাঘবো দৃঢ়বিক্রমঃ।
যেন বদ্ধঃ সমুদ্রে চ সেতুঃ স পরমাদ্ভুতঃ।
কুরুষ নররাজেন সন্ধিং রামেণ রাবণ।
জ্ঞাত্বা যথার্য্য কর্ম্মাণি ক্রিয়তামায়তিক্ষমম্।"

৬।৩৫।৩৫-৩৬

রামং নারায়ণং বিদ্ধি বিদ্বেষং ত্যজ রাঘবে।
যৎপাদপোতমাশ্রিত্য জ্ঞানিনো ভবসাগরম্ ॥ ৩৪
তরন্তি ভক্তিপূতাত্মা ততো রামো ন মানুষঃ।
ভজস্ব ভক্তিভাবেন রামং সর্ব্বহৃদালয়ম্ ॥ ৩৫
যদ্যপি ত্বং দুরাচারো ভক্ত্যা পূতো ভবিষ্যসি।
মদ্বাক্যং কুরু রাজেন্দ্র কুলকৌশলহেতবে ॥ ৩৬
তত্তু মাল্যবতো বাক্যং হিতমুক্তং দশাননঃ।
ন মর্ষয়তি দুষ্টাত্মা কালস্য বশমাগতঃ ॥ ৩৭
মানবং কৃপণং রামমেকং শাখামৃগাশ্রয়ম্।
সমর্থং মন্যসে কেন হীনং পিত্রা মুনিপ্রিয়ম্ ॥ ৩৮
রামেণ প্রেষিতো নূনং ভাষসে ত্বমনর্গলম্।
গচ্ছ বৃদ্ধোঽসি বন্ধুস্ত্বং সোঢ়ং সর্ব্বং ত্বয়োদিতম্ ॥ ৩৯
ইতো মৎকর্ণপদবীং দহত্যেতদ্ বচস্তব।
ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বসচিবৈঃ সহিতঃ প্রাস্থিতস্তদা ॥৪০
প্রাসাদাগ্রে সমাসীনঃ পশ্যন্ বানরসৈনিকান্।
যুদ্ধায়ায়োজয়ৎ সর্ব্বরাক্ষসান্ সমুপস্থিতান্ ॥ ৪১
রামোঽপি ধনুরাদায় লক্ষ্মণেন সমাহৃতম্।
দৃষ্ট্বা রাবণমাসীনং কোপেন কলুষীকৃতঃ ॥ ৪২
কিরীটিনং সমাসীনং মন্ত্রিভিঃ পরিবেষ্টিতম্।
শশাঙ্কার্দ্ধনিভেনৈব বাণেনৈকেন রাঘবঃ ॥ ৪৩
শ্বেতচ্ছত্রসহস্রাণি কিরীটদশকং তথা।
চিচ্ছেদ নিমিষার্দ্ধেন তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪৪

কর। রাবণ! ধন-রত্নাদি দান করত সীতাকে সম্মানিত করিয়া রামের নিকট সত্বর সমর্পণ কর। ৩৩

কারণ, এই রামকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়াই জানিবে। তুমি এই রাঘবের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ কর। ভক্তিপূতচিত্ত জ্ঞানিগণ যাঁহার শ্রীচরণতরণী আশ্রয় করিয়া এই ভবসাগর পার হইয়া যান, সেইহেতু এই রাম মানুষ নহেন—মানুষাকারে সাক্ষাৎ নারায়ণ। অতএব সর্ব্বহৃদয়বাসী (ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতীতি গীতোক্তেঃ ১৮।৬১) পরমেশ্বর রামকে ভক্তিভাবে ভজনা কর। ৩৪-৩৫

যদিও তুমি দুরাচার পুরুষ, তথাপি তুমি শ্রীরামের ভক্তিতে পবিত্র হইয়া যাইবে ("অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ" । শ্রীগীতা ৯।৩০)। রাজেন্দ্র! বংশের মঙ্গলের জন্য তুমি আমার এই বাক্য পালন কর। ৩৬

কিন্তু দুষ্টাত্মা দশানন রাবণ কালের বশীভূত হওয়ায় মাতামহ মাল্যবানের এই হিতকর বাক্য সহ্য করিতে পারিল না। ৩৭

তখন রাবণ মাল্যবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,(১)—মাতামহ! এই রাম মানুষ, তাহার উপর কৃপণ অর্থাৎ দীন-হীন, অতএব দয়াযোগ্য, একাকী অথবা একমাত্র বানর তাহার আশ্রয়, দ্বিতীয় কোনও আশ্রয় তাহার নাই, পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং মুনিগণের প্রিয় অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, মৌনব্রতপালক, ক্ষীণদেহ, দুর্বল ও বনবাসী তাপসগণের প্রিয়,সেই রামকে তুমি সমর্থ অর্থাৎ শক্তিশালী পুরুষ বলিয়া মনে করিতেছ কেন? ৩৮

নিশ্চয়ই তুমি রামকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ, নতুবা আমার সম্মুখে তুমি নিরর্গল অর্থাৎ নির্দ্বিধায় এরূপ রামস্তুতি করিবে কেন? তুমি এখন চলিয়া যাও; তুমি বৃদ্ধ এবং বন্ধু—আত্মীয় সেইজন্য তোমার এই সব কথা আমি সহ্য করিলাম। ৩৯

তোমার এই সব কথা আমার কর্ণপথে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে। এই কথা বলিয়া সভাস্থল হইতে অন্য সব মন্ত্রিগণের সহিত রাবণ তখন চলিয়া যাইল। ৪০

তাহার পর প্রাসাদের উপরে অর্থাৎ ছাদে আরোহণ পূর্ব্বক উপবেশন করত বানরসৈন্যদিগকে দেখিতে দেখিতে তথায় উপস্থিত সমস্ত রাক্ষসগণকে যুদ্ধ করিবার জন্য আয়োজন করিতে বলিল। ৪১

অন্যদিকে শ্রীরামও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক আনীত ধনুগ্রহণপূর্ব্বক রাবণকে মস্তকে কিরীট ধারণ করত মন্ত্রিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাসাদের ছাদে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রঘুবংশধর রাম অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি একটি বাণের দ্বারা নিমিষার্দ্ধ কালের মধ্যেই সহস্র শ্বেতচ্ছত্র ও দশমস্তকে

(১) মাল্যবানকে রাবণের উক্তিবিষয়ে,—
"হিতবুদ্ধ্যা যদাহিতং বচঃ পরুষমুচ্যতে।
পরপক্ষং প্রবিশ্যৈব নৈতচ্ছ্রোত্রগতং মম॥
মানুষং কৃপণং রামমেকং শাখামৃগাশ্রয়ম্।
সমর্থং মন্যসে কেন ত্যক্তং পিত্রা বনাশ্রয়ম্॥
রক্ষসামীশ্বরং মাঞ্চ দেবানাঞ্চ ভয়ঙ্করম্।
হীনং মাং মন্যসে কেন অহীনং সর্ব্ববিক্রমৈঃ॥
ইত্যাদি।৬।৩৬।৪-৫

লজ্জিতো রাবণস্তূর্ণং বিবেশ ভবনং স্বকম্।
আহূয় রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ প্রহস্তপ্রমুখান্ খলঃ॥ ৪৫
বানরৈঃ সহ যুদ্ধায় নোদয়ামাস সত্বরঃ।
ততো ভেরী-মৃদঙ্গাদ্যৈঃ পণবানকগোমুখৈঃ॥ ৪৬
মহিষোষ্ট্রৈঃ খরৈঃ সিংহৈ র্দ্বীপিভিঃ কৃতবাহনাঃ।
খড়্গ-শূল-ধনুঃ-পাশ-যষ্টি-তোমর-শক্তিভিঃ॥ ৪৭
লক্ষিতাঃ সর্ব্বতো লঙ্কাং প্রতিদ্বারমুপাযযুঃ।
তৎ পূর্ব্বমেব রামেণ নোদিতা বানরর্ষভাঃ॥ ৪৮
উদ্যম্য গিরিশৃঙ্গাণি শিখরাণি মহান্তি চ।
তরূংশ্চোৎপাট্য বিবিধান্ যুদ্ধায় হরিযূথপাঃ॥ ৪৯
প্রেক্ষমাণা রাবণস্য তান্যনীকানি ভাগশঃ।
রাঘবপ্রিয়কার্যার্থং লঙ্কামারুরুহুস্তদা॥ ৫০
তে ক্রমৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ মুষ্টিভিশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
ততঃ সহস্রযূথাশ্চ কোটিযূথাশ্চ যূথপাঃ॥ ৫১
কোটিশতযূথাশ্চান্যে রুরুধুর্নগরং ভৃশম্।
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৫২
রামো জয়ত্যতিবলো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণানুপালিতঃ॥ ৫৩

রাবণের দশটি কিরীট ছেদন করিয়া দিলেন(১)। ইহা যেন তখন এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া সকলের মনে হইতে লাগিল।৪২-৪৪

ইহাতে রাবণ লজ্জিত হইয়া দ্রুত নিজের ভবনে প্রবিষ্ট হইল। তারপর সেই খল রাবণ প্রহস্ত প্রভৃতি সমস্ত রাক্ষসগণকে ডাকিয়া আনিয়া বানরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সত্বর প্রেরিত করিল। তদনন্তর ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব, ঢক্কা প্রভৃতি রণবাদ্যসমূহ বাদিত হইতে লাগিল। রাবণের আদেশ পাইয়া রাক্ষসগণ মহিষ, উষ্ট্র, (উট), খর (গর্দভ বা খচ্চর), সিংহ ও ব্যাঘ্র—এই সব বাহনে আরোহণ করিয়া খড়্গ, শূল, ধনু, পাশ, যষ্টি, তোমর ও শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া লঙ্কাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদিক্ দিয়া আগমন করত লঙ্কার প্রতি দ্বারের সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল। এদিকে তাহার পূর্ব্বেই রাম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রেষ্ঠ বানরগণ পর্ব্বতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ শিখরসমূহ উত্তোলিত করিয়া এবং নানাবিধ বৃক্ষসকল উৎপাটিত করিয়া বানরসেনাপতিগণ যুদ্ধের জন্য দলে দলে বিভক্ত হইয়া রাবণের সেই সব সৈন্যদিগকে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে শ্রীরামের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় লঙ্কাকে চারিদিকে অবরুদ্ধ করিল।৪৫-৫০

দলপতি এই সব বানরগণ কেহ কেহ সহস্রযূথ, কেহ কেহ কোটিযূথ, কেহ কেহ শতকোটিযূথে পরিবৃত হইয়া বৃক্ষ, পর্ব্বতাগ্র ও মুষ্টি দ্বারা যুদ্ধ বাসনায় লঙ্কানগরীকে সর্ব্বতোভাবে রুদ্ধ করিল। বানরগণ তখন লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উপরে উঠিতে লাগিল এবং চারিদিকে লাফালাফি করিতে করিতে গর্জন করিতে লাগিল।৫১-৫২

সর্ব্বাতিরিক্ত বলশালী শ্রীরাম জয়লাভ করুন, মহাবল লক্ষ্মণ! জয়যুক্ত হউন এবং শ্রীরামপালিত রাজা সুগ্রীবের জয় হউক।৫৩

(১) বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়,—সুবেল পর্ব্বতে অবস্থিত শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি লঙ্কার রাজপ্রাসাদের ছাদে অবস্থিত রাবণকে দেখিয়া বন্ধুবৎসল সুগ্রীব বন্ধু শ্রীরামের শত্রু রাবণকে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ অধৈর্য্যবশতঃ রামের অনুমতি না লইয়াই লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন—

"পশ্যতাং বানরেন্দ্রাণাং রাঘবস্যাপি পশ্যতঃ।
দর্শনাদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্য সুগ্রীবঃ সহসোত্থিতঃ॥
ক্রোধবেগেন সংযুক্তঃ সত্ত্বেন চ বলেন চ।
অচলাগ্রাদথোত্থায় পুপ্লুবে গোপুরস্থলে॥
স্থিত্বা মুহূর্ত্তং সম্প্রেক্ষ্য নির্ভয়েনান্তরাত্মনা।
তৃণীকৃত্য চ তদ্ রক্ষঃ সোঽব্রবীৎ পরুষং বচঃ॥
লোকনাথস্য রামস্য সখা দাসোঽস্মি রাক্ষস।
ন ময়া মোক্ষ্যসেঽদ্য ত্বং পার্থিবেন্দ্রস্য তেজসা॥
ইত্যুক্ত্বা সহসোৎপত্য পুপ্লুবে তস্য চোপরি।
আকৃষ্য মুকুটং চিত্রং পাতয়ামাস তদ্ভুবি॥"
৬।৪০ ৭-১১

ইহার উপর রাবণ ও সুগ্রীবের মধ্যে প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হয়। মল্লযুদ্ধে পরাজিত অবস্থায় রাবণ মায়া অবলম্বন করিলে সুগ্রীব রাবণকে ত্যাগ করিয়া আকাশপথে শ্রীরামের নিকট চলিয়া আসেন। সুগ্রীবের এই দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কার্য্য দেখিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়েন। তারপর সুগ্রীব ফিরিয়া আসিলে শ্রীরাম বলিলেন,—

"অসমন্ত্র্য ময়া সার্ধং তদিদং সাহসং কৃতম্।
এবং সাহসযুক্তানি ন কুর্ব্বন্তি জনেশ্বরাঃ॥
সংশয়ে স্থাপ্য মাঞ্চেদং বলঞ্চেমং বিভীষণম্।
কষ্টং কৃতমিদং বীর সাহসং সাহসপ্রিয়॥" ইত্যাদি
৬।৪১।২-৩

শ্রীরামের বাক্যের উত্তরে সুগ্রীব বলিলেন,—

তব ভার্য্যাপহর্ত্তারং দৃষ্ট্বা রাঘব রাবণম্।
মর্ষয়ামি কথং বীর জানন্ বিক্রমমাত্মনঃ॥" ৬।৪১।৭

ইত্যেবং ঘোষয়ন্তশ্চ সমং যুযুধিরেঽরিভিঃ।
হনুমানঙ্গদশ্চৈব কুমুদো নীল এব চ ॥ ৫৪
নলশ্চ শরভশ্চৈব মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ।
জাম্ববান্ দধিবক্ত্রশ্চ কেশরী তার এব চ ॥ ৫৫
অন্যে চ বলিনঃ সর্ব্বে যূথপাশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
দ্বারাণ্যাপ্লুত্য লঙ্কায়াঃ সর্ব্বতো রুরুধুর্ভৃশম্।
তদা বৃক্ষৈর্মহাকায়াঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ বানরাঃ ॥ ৫৬
নিজঘ্নুস্তানি রক্ষাংসি নখৈর্দন্তৈশ্চ বেগিতাঃ।

এইরূপ জয় ঘোষণা করিতে করিতে বানরগণ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। হনুমান্, অঙ্গদ, কুমুদ, নীল, নল, শরভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্, দধিমুখ, কেশরী ও তার এবং অন্যান্য বলবান্, যূথপতি বানরগণ লঙ্কার দ্বারসমূহ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদিকে নিবিড় ভাবে রুদ্ধ করিল। সেই সময় বিশালদেহ বানরগণ সবেগে ধাবিত হইয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বত শিখর-সমূহ এবং নখ-দন্তসমূহের আঘাতে সেই সব রাক্ষসগণ বধ করিতে লাগিল। এইরূপ বিশালদেহ মহাবল ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ রোষসহকারে লঙ্কার দ্বারসমূহ হইতে সর্ব্বদিকে নির্গত হইয়া ভিন্দিপাল, খড়্গ, শূল ও পরশ্বধ অস্ত্রসমূহের দ্বারা বানর-সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিল। ৫৪-৫৮

এইরূপ জয়লাভে উৎফুল্ল বানরগণও রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিল। তখন লঙ্কায় এইভাবে বানর ও রাক্ষস সৈন্য-

রাক্ষসাশ্চ তদা ভীমা দ্বারেভ্যঃ সর্ব্বতো রুষা ॥ ৫৭
নির্গত্য ভিন্দিপালৈশ্চ খড়্গৈঃ শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ।
নিজঘ্নুর্বানরানীকং মহাকায়া মহাবলাঃ ॥ ৫৮
রাক্ষসাংশ্চ তথা জঘ্নুর্বানরা জিতকাশিনঃ।
তথা বভূব সমরো মাংসশোণিতকর্দ্দমঃ ॥ ৫৯
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ।
তে হয়ৈশ্চ গজৈশ্চৈব রথৈঃ কাঞ্চনসন্নিভৈঃ ॥ ৬০
রক্ষোব্যাঘ্রা যুযুধিরে নাদয়ন্তো দিশো দশ।
রাক্ষসাশ্চ কপীন্দ্রাশ্চ পরস্পরজয়ৈষিণঃ ॥ ৬১

বাহিনীর মধ্যে মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমপূর্ণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ৫৯

রাক্ষস ও বানরগণের সেই যুদ্ধ তখন যেন এক অদ্ভুত আকার ধারণ করিল। রাক্ষসপ্রধান বীরগণ তখন অশ্ব, হস্তী, ও স্বর্ণপ্রভ রথসমূহে আরোহণ করত দশ দিক্ নিনাদিত করিতে করিতে যুদ্ধ করিয়া যাইল। এই সময় রাক্ষসগণ ও বানরশ্রেষ্ঠগণ পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইল (১)। ৬০-৬১

(১) বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়—শ্রীরাম সৈন্য-সমাবেশের পর যুদ্ধের পূর্ব্বে রাবণের সভায় অঙ্গদকে পাঠান,—

"অঙ্গদং বালিতনয়ং সমাহূয়েদমব্রবীৎ।
গত্বা সৌম্য দশগ্রীবং ব্রূহি মদ্বচনাৎ কপে।
লঙ্ঘয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং ভয়ং ত্যক্ত্বা গতব্যথঃ।
ভ্রষ্টশ্রীকং গতৈশ্বর্য্যং মুমূর্ষুং নষ্টচেতনম্।
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং তথা।
নাগানামথ যক্ষাণাং রাজ্ঞাঞ্চ রজনীচর।
যচ্চ পাপং কৃতং মোহাদবলিপ্তেন রাক্ষস।
নূনং তে বিগতো দর্পঃ স্বয়ম্ভূবরদানজঃ।
তস্য পাপস্য সম্প্রাপ্তা ব্যুষ্টিরদ্য দুরাসদা।
যস্য দণ্ডধরস্তেঽহং দারাহরণকর্শিতঃ।
দণ্ডং ধারয়মাণস্তু লঙ্কাদ্বারে ব্যবস্থিতঃ।
পদবীং দেবতানাঞ্চ মহর্ষীণাঞ্চ রাক্ষস।
রাজর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বেষাং গমিষ্যসি যুধি স্থিরঃ।
বলেন যেন বৈ সীতাং মায়য়া রাক্ষসাধম।
মামতিক্রময়িত্বা ত্বং হৃতবাংস্তন্নিদর্শয়।
অরাক্ষসমিমং লোকং কর্ত্তাস্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ন চেচ্ছরণমভ্যেষি তামাদায় তু মৈথিলীম্।
ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সম্প্রাপ্তোঽয়ং বিভীষণঃ।
লঙ্কৈশ্বর্য্যমিদং শ্রীমান্ ধ্রুবং প্রাপ্নোত্যকণ্টকম্।
নহি রাজ্যমধর্ম্মেণ ভোক্তুং ক্ষণমপি ত্বয়া।
শক্যং মূর্খসহায়েন পাপেনাবিদিতাত্মনা।
যুধ্যস্ব মা ধৃতিং কৃত্বা শৌর্য্যমালম্ব্য রাক্ষস।
মচ্ছরৈস্ত্বং রণে শান্তস্ততঃ পূতো ভবিষ্যসি।
যদ্যাবিশসি লোকাংস্ত্রীন্ পক্ষীভূতো নিশাচর।
মম চক্ষুঃপথং প্রাপ্য ন জীবন্ প্রতিযাস্যসি।
ব্রবীমি ত্বাং হিতং বাক্যং ক্রিয়তামৌর্দ্ধ্বদেহিকম্।
সুদৃষ্টা ক্রিয়তাং লঙ্কা জীবিতং তে ময়ি স্থিতম্।

৬।৪১।৬০-৭২

শ্রীরাম এই কথা বলিয়া অঙ্গদকে রাবণের নিকট পাঠাইলেন। অঙ্গদ রাবণের সভায় গিয়া"—

তদ্রামবচনং সর্ব্বমন্যূনাধিকমুত্তমম্।
সামাত্যং শ্রাবয়ামাস নিবেদ্যাত্মানমাত্মনা।"

৬।৪১।৭৬

রাক্ষসান্ বানরা জঘ্নুর্বানরাংশ্চৈব রাক্ষসাঃ।
রামেণ বিষ্ণুনা দৃষ্টা হরয়ো দিবিজাংশজাঃ ॥ ৬২
বভূবুর্বলিনো হৃষ্টাস্তদা পীতামৃতা ইব।
সীতাভিমর্ষপাপেন রাবণেনাভিপালিতান্ ॥ ৬৩
হতশ্রীকান্ হতবলান্ রাক্ষসান্ জঘ্নুরোজসা।
চতুর্থাংশাবশেষেণ নিহতং রাক্ষসং বলম্ ॥ ৬৪
স্বসৈন্যং নিহতং দৃষ্ট্বা মেঘো মেঘনাদোঽথ দুষ্টধীঃ
ব্রহ্মদত্তবরঃ শ্রীমানন্তর্ধানং গতোঽসুরঃ ॥ ৬৫
সর্ব্বাস্ত্রকুশলো ব্যোম্নি ব্রহ্মাস্ত্রেণ সমন্ততঃ।
নানাবিধানি শস্ত্রাণি বানরানীকমর্দ্দয়ন্।
ববর্ষ শরজালানি তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৬৬

এই বানরগণ রাক্ষসদিগকে বধ করিতে লাগিল এবং রাক্ষসেরা বানরগণকে বধ করিতে লাগিল। অমৃত পান করিবার পর প্রাণীমাত্রই যেরূপ আনন্দিত ও বলশালী হয়, সেইরূপ দেবাংশসম্ভূত বানরগণ সাক্ষাৎ বিষ্ণু রাম কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া আনন্দিত এবং বলবান্ হইতে লাগিল। সীতাকে দুষ্টভাবে স্পর্শ করিয়া অথবা সীতাকে অপহরণ করিয়া পাপকারী রাবণ কর্ত্তৃক পালিত রাক্ষসগণ হতশ্রী ও হতবল হওয়ায় বানরগণ সবেগে তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। এইভাবে নিহত হইয়া রাক্ষসসৈন্যদের আর এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রহিল। ৬২-৬৪

তখন দুষ্টবুদ্ধি শ্রীমান্ মেঘনাদ নিজের সৈন্যদিগকে নিহত হইতে দেখিয়া অন্তর্হিত হইয়া যাইল। দেব-বিরোধী এই রাক্ষস ব্রহ্মার নিকট হইতে বর লাভ করিয়াছিল। ৬৫

অঙ্গদের বাক্যে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বন্দী করিতে আদেশ করিলে ৪ জন রাক্ষস আসিয়া অঙ্গদকে ধরিল। এই সময় অঙ্গদ নিজের বল রাক্ষসগণকে জানাইবার জন্য ধরা দিয়া সেই চারজন রাক্ষস সহ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রাসাদের ছাদে উঠিলেন। তাঁহার লম্ফন বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ৪ জন রাক্ষস রাবণের সম্মুখেই ভূতলে পতিত হইল। তারপর অঙ্গদ—

"ততঃ প্রাসাদশিখরং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্।
চক্রাম রাক্ষসেন্দ্রস্য বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥
পফাল চ তদাক্রান্তং দশগ্রীবস্য পশ্যতঃ।
পুরা হিমবতঃ শৃঙ্গং বজ্রেণেব বিদারিতম্ ॥
ভঙ্ক্ত্বা প্রাসাদশিখরং নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।
বিনদ্য সুমহানাদমুৎপপাত বিহায়সা ॥" ৬।৪১।৮৮-৯০

এইভাবে অঙ্গদ ফিরিয়া আসিবার পর যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

রামোঽপি মানবান্ ব্রাহ্মমন্ত্রমন্ত্রবিদাং বরঃ ॥ ৬৭
ক্ষণং তূষ্ণীমুবাসাথ দদর্শ পতিতং বলম্।
বানরাণাং রঘুশ্রেষ্ঠশ্চুকোপানলসন্নিভঃ ॥ ৬৮
চাপমানয় সৌমিত্রে ব্রহ্মাস্ত্রেণাসুরং ক্ষণাৎ।
ভস্মী করোমি মে পশ্য বলমদ্য রঘূত্তম ॥৬৯
মেঘনাদোঽপি তচ্ছ্রুত্বা রামবাক্যমতন্দ্রিতঃ।
তূর্ণং জগাম নগরং মায়য়া মায়িকোঽসুরঃ ॥ ৭০
পতিতং বানরানীকং দৃষ্টা রামোঽতিদুঃখিতঃ।
উবাচ মারুতিং শীঘ্রং গত্বা ক্ষীরমহোদধিম্ ॥ ৭১
তত্র দ্রোণগিরির্নাম দিব্যৌষধিসমুদ্ভবঃ।
তমানয় দ্রুতং গত্বা সঞ্জীবয় মহামতে ॥ ৭২

সর্ব্ববিধ অস্ত্রকুশল এই মেঘনাদ তখন আকাশে (অদৃশ্যভাবে) থাকিয়া বানরসৈন্যদিগকে মর্দন করিতে করিতে নানাবিধ অস্ত্রসকল ও বাণজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহা তখন যেন সকলের অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল অর্থাৎ কাহাকেও দেখা যাইতেছে না, অথচ কিভাবে এই সব অস্ত্র ও বাণসকল বানরগণের উপর পতিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ৬৬

অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীরামও তখন ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান রক্ষার জন্য ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করিলেন। তারপর রঘুশ্রেষ্ঠ রাম বানরসৈন্যদিগকে পতিত দর্শন করিলেন এবং ইহাতে তিনি অগ্নিতুল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ৬৭-৬৮

তদনন্তর বলিলেন,—সুমিত্রানন্দন! তুমি আমার ধনু আনয়ন কর। রঘূত্তম লক্ষ্মণ! তুমি আমার বল অদ্য অবলোকন কর, আমি ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যেই এই রাক্ষসকে ভস্মীভূত করিব। ৬৯

এদিকে নিরলস মায়াবী অসুর মেঘনাদও শ্রীরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মায়াবলে দ্রুত লঙ্কানগরীতে চলিয়া যাইল। ৭০

তারপর শ্রীরাম সেই বানরসৈন্যদিগকে পতিত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পবননন্দন হনুমান্‌কে বলিলেন,—হনুমন্! তুমি শীঘ্র ক্ষীর মহাসাগরে গমন করত তথায় দিব্য ওষধিসমূহের উৎপত্তিক্ষেত্র দ্রোণনামে এক পর্ব্বত আছে। মহামতে! তুমি দ্রুত গমন করিয়া এই দ্রোণ পর্ব্বতকে আনয়ন কর এবং এই সব মহাপরাক্রমশালী বানরগণকে সঞ্জীবিত কর। ৭১-৭২

বানরৌঘান্ মহাসত্ত্বান্ কীর্ত্তিস্তে সুস্থিরা ভবেৎ।
আজ্ঞা প্রমাণমিত্যুক্ত্বা জগামানিলনন্দনঃ ॥ ৭৩

আনীয় চ গিরিং সর্ব্বান্ বানরান্ বানরর্ষভঃ।
জীবয়িত্বা পুনস্তত্র স্থাপয়িত্বাযযৌ দ্রুতম্ ॥ ৭৪

পূর্ব্ববন্তৈরবং নাদং বানরাণাং বলোদ্ধতঃ।
শ্রুত্বা বিস্ময়মাপন্নো রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৭৫

রাঘবো মে মহান্ শত্রুঃ প্রাপ্তো দেববিনির্ম্মিতঃ
হন্তুং তং সমরে শীঘ্রং গচ্ছন্তু মম যূথপাঃ ॥ ৭৬

মন্ত্রিণো বান্ধবাঃ শূরা যে চ মৎপ্রিয়কাঙ্ক্ষিণঃ।
সর্ব্বে গচ্ছন্তু যুদ্ধায় ত্বরিতং মম শাসনাৎ ॥ ৭৭

যে ন গচ্ছন্তি যুদ্ধায় ভীরবঃ প্রাণবিপ্লবাৎ।
তান্ হনিষ্যাম্যহং সর্ব্বান্ মচ্ছাসনপরাঙ্মুখান্ ॥ ৭৮

তচ্ছ্রুত্বা ভয়সন্ত্রস্তানির্জগ্মু রণকোবিদাঃ।
অতিকায়ঃ প্রহস্তশ্চ মহানাদ-মহোদরৌ ॥ ৭৯

দেবশত্রুর্নিকুম্ভশ্চ দেবান্তক-নরান্তকৌ।
অপরে বলিনঃ সর্ব্বে যযুর্যুদ্ধায় বানরৈঃ ॥৮০

এতে চান্যে চ বহবঃ শূরাঃ শতসহস্রশঃ।
প্রবিশ্য বানরং সৈন্যং মমন্থুর্বলদর্পিতাঃ ॥ ৮১

ভুশুণ্ডৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ বাণৈঃ খড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈরস্ত্রৈর্নিজঘ্নু র্হরিযূথপান্ ॥৮২

তে পাদপৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈর্নখদংষ্ট্রৈশ্চ মুষ্টিভিঃ।
প্রাণৈর্বিমোচয়ামাসুঃ সর্ব্বরাক্ষসযূথপান্ ॥ ৮৩

রামেণ নিহতাঃ কেচিৎ সুগ্রীবেণ তথাপরে।
হনুমতা চাঙ্গদেন লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ॥ ৮৪

যূথপৈর্বানরাণাং তে নিহতাঃ সর্ব্বরাক্ষসাঃ।
রামতেজঃ সমাবিশ্য বানরা বলিনোঽভবন্ ॥ ৮৫

রামশক্তিবিহীনানামেবং শক্তিঃ কুতো ভবেৎ ॥ ৮৬

ইহাতে তোমার কীর্ত্তি চিরকাল সুস্থির অর্থাৎ অক্ষয় হইয়া থাকিবে। আপনার 'আজ্ঞা শিরোধার্য্য' এই কথা বলিয়া পবননন্দন হনুমান্ গমন করিলেন ॥ ৭৩

বানরপ্রবর হনুমান্ সেই দ্রোণ পর্ব্বত আনয়ন করত সমস্ত বানরগণকে পুনরায় জীবিত করিয়া যথায় এই পর্ব্বত ছিল, তথায় গিয়া পর্ব্বতকে রাখিয়া দিয়া দ্রুত ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৭৪

এদিকে বানর-সৈন্যবাহিনীসমূহ হইতে পূর্ব্বের ন্যায় ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া রাবণ বিস্মিত হইয়া এই কথা বলিল ॥ ৭৫

রাঘবকে আমার মহাশত্রুরূপে সাক্ষাৎ বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই রাঘব এখন আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আমার সেনাপতিগণ সেই রাঘবকে বধ করিবার জন্য শীঘ্র গমন করুক ॥ ৭৬

মন্ত্রিগণ, বান্ধববর্গ এবং শৌর্য্যশালী বীরবৃন্দ এবং যাহারা আমার প্রিয়কামী, তাহারা সকলে আমার আদেশানুসারে যুদ্ধ করিবার জন্য সত্বর গমন করুক ॥ ৭৭

প্রাণসঙ্কটের আশঙ্কা করিয়া যে সব ভীরুগণ যুদ্ধে গমন করিবে না, আমার আদেশ পালনে বিমুখ সেই সব ব্যক্তিগণকে আমি বধ করিব ॥ ৭৮

রাবণের এই কথা শ্রবণ করত মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া যুদ্ধ-বিশারদ বীরগণ যুদ্ধের জন্য নির্গত হইল। অতিকায় প্রহস্ত, মহানাদ, মহোদর, দেবশত্রু নিকুম্ভ, দেবান্তক, নরান্তক এবং অন্য বলশালী সকল যোদ্ধারা বানরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিল ॥ ৭৯ ৮০

এই সব যোদ্ধারা এবং অন্যান্য লক্ষ লক্ষ বীর সৈন্যগণ বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বানরসৈন্যবাহিনী মধ্যে প্রবেশ করত তাহাদিগকে মথিত করিতে লাগিল ॥ ৮১

তাহারা ভুশুণ্ডি, ভিন্দিপাল, বাণ, খড়্গ, পরশ্বধ ও অন্যান্য বহুবিধ অস্ত্রসমূহের দ্বারা বানর-যূথপতিদিগকে নিহত করিতে লাগিল ॥ ৮২

আবার অন্যদিকে বানরশ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা বৃক্ষ, পর্ব্বতশিখর, নখ, দন্ত ও মুষ্টিসমূহের আঘাতে সমস্ত রাক্ষস সেনাপতিগণকে প্রাণহীন করিয়া দিল ॥ ৮৩

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রামের দ্বারা নিহত হইল, আবার অন্য অনেকে সুগ্রীব কর্ত্তৃক হত হইল। এইরূপ অনেক যোদ্ধাকে হনুমান্, অঙ্গদ ও মহাত্মা লক্ষ্মণ বধ করিলেন ॥ ৮৪

এইভাবে বানরসেনাপতিগণের দ্বারা সেই সমস্ত রাক্ষস সৈন্য-সকল নিহত হইল; কারণ বানরগণ রামতেজে তেজস্বী হইয়া (অর্থাৎ রামবলে বলীয়ান্ হওয়ায় তাহারা রাক্ষসসৈন্য অপেক্ষা অধিক) বলশালী হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৮৫

সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ো বিধাতা
মায়ামনুষ্যত্ববিড়ম্বনেন।
সদা চিদানন্দময়োঽপি রামো
যুদ্ধাদিলীলাং বিতনোতি মায়াম্ ॥ ৮৭

আর যাহারা রামশক্তিহীন, সেই সব রাক্ষসগণ এইরূপ শক্তি অর্থাৎ বানরগণের ন্যায় শক্তি তাহারা কোথা হইতে পাইবে? ৮৬

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা শ্রীরাম সর্ব্বময় জগৎস্রষ্টা এবং সদা চিদানন্দময় হইয়াও মায়াবলে মনুষ্যত্বের অনুকরণ করায় এই যুদ্ধাদি লীলারূপা মায়া বিস্তার করিতেছেন। ৮৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্‌অধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[রাবণেন সহ হনূমদাদীনাং প্রবলঃ সংগ্রামঃ, লক্ষ্মণস্য মূর্চ্ছা, রাবণসমীপে কালনেমিনা শ্রীরামমহিম্নো বর্ণনঞ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ

শ্রুত্বা যুদ্ধে বলং নষ্টমতিকায়মুখং মহৎ।
রাবণো দুঃখসন্তপ্তঃ ক্রোধেন মহতাবৃতঃ ॥ ১
নিধায়েন্দ্রজিতং লঙ্কারক্ষণার্থং মহাদ্যুতিঃ।
স্বয়ং জগাম যুদ্ধায় রামেণ সহ রাক্ষসঃ ॥ ২
দিব্যং স্যন্দনমারুহ্য সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রসংযুতম্।
রামমেবাভিদুদ্রাব রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ ॥ ৩
বানরান্ বহুশো হত্বা বাণৈরাশীবিষোপমৈঃ
পাতয়ামাস সুগ্রীবপ্রমুখান্ যূথনায়কান্ ॥ ৪
গদাপাণিং মহাসত্ত্বং তত্র দৃষ্ট্বা বিভীষণম্।
উৎসসর্জ্জ মহাশক্তিং ময়দত্তাং বিভীষণে ॥ ৫
তামাপতন্তীমালোক্য বিভীষণবিঘাতিনীম্।
দত্তাভয়োঽয়ং রামেণ বধার্হো নায়মাসুরঃ ॥ ৬
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণো ভীমং চাপমাদায় বীর্য্যবান্।
বিভীষণস্য পুরতঃ স্থিতোঽকম্প ইবাচলঃ ॥ ৭
সা শক্তি র্লক্ষ্মণতনুং বিবেশামোঘশক্তিতঃ।
যাবত্যঃ শক্তয়ো লোকে মায়ায়াঃ সম্ভবন্তি হি ॥ ৮
তাসামাধারভূতস্য লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ
মায়াশক্ত্যা ভবেৎ কিং বা শেষাংশস্য হরেস্তনোঃ ॥ ৯

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[রাবণের সহিত হনুমানাদির প্রবল সংগ্রাম, লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা এবং রাবণের নিকট কালনেমি কর্ত্তৃক শ্রীরামের মহিমা বর্ণন।]

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—দেবি! যুদ্ধে অতিকায়াদি প্রভৃত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ করত রাবণ দুঃখসন্তপ্ত হইল। তারপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহাতেজস্বী রাক্ষসপ্রবর রাবণ লঙ্কা রক্ষার ভার ইন্দ্রজিতের উপর ন্যস্ত করিয়া রামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য স্বয়ং যুদ্ধস্থলে গমন করিল। ১-২

সর্ব্ববিধ অস্ত্র-শস্ত্রে পূর্ণ দিব্য রথে আরোহণ করিয়া মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ শ্রীরামকেই যাইয়া আক্রমণ করিল। ৩

আশীবিষ (সর্প)-তুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা বহুতর বানরদিগকে বধ করিয়া রাবণ সুগ্রীব প্রভৃতি দলপতিগণকে ধরাশায়ী করিয়া দিল। ৪

তারপর সেই রণস্থলে মহাপরাক্রমী বিভীষণকে গদা হস্তে সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া রাবণ সেই বিভীষণের উপর ময় (রাবণপত্নী মন্দোদরীর পিতা) প্রদত্ত মহাশক্তি নিক্ষেপ করিল। ৫

বিভীষণকে বধ করিতে সমর্থা সেই মহাশক্তিকে বিভীষণের দিকে দ্রুত আসিতে দেখিয়া 'রাম যাহাকে অভয় দান করিয়াছেন, সেই এই বিভীষণের বধ হওয়া অনুচিত' এই কথা বলিয়া শক্তিশালী লক্ষ্মণ ভয়ঙ্কর ধনু গ্রহণ করত বিভীষণের অগ্রভাগে আসিয়া পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬-৭

তদনন্তর রাবণনিক্ষিপ্ত সেই শক্তি নিজের অমোঘ শক্তিবলে লক্ষ্মণের দেহে প্রবেশ করিল। জগতে যত শক্তি আছে, সেই সমস্ত শক্তিই মায়া হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু এই মহাত্মা লক্ষ্মণ সেই সমস্ত শক্তির আশ্রয়স্বরূপ এবং ইনি অনন্তের অংশ ও নারায়ণের মূর্ত্তি, সুতরাং তাঁহার আর মায়াশক্তির দ্বারা কি হইতে পারে? ৮-৯

তথাপি মানুষং ভাবমাপন্নস্তদনুব্রতঃ ।
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ তমাদাতুং দশাননঃ ॥১০
হস্তৈস্তোলয়িতুং শক্তো ন বভূবাতিবিস্মিতঃ ।
সর্ব্বস্য জগতঃ সারং বিরাজং পরমেশ্বরম্ ॥ ১১
কথং লোকাশ্রয়ং বিষ্ণুং তোলয়েল্লঘুরাক্ষসঃ ।
গ্রহীতুকামং সৌমিত্রিং রাবণং বীক্ষ্য মারুতিঃ । ১২
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা ।
তেন মুষ্টিপ্রহারেণ জানুভ্যামপতদ্ভুবি ॥ ১৩
আস্যৈশ্চ নেত্রশ্রবণৈরুদ্বমন্ রুধিরং বহু ।
বিঘূর্ণমাননয়নো রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥ ১৪
অথ লক্ষ্মণমাদায় হনুমান্ রাবণার্দ্দিতম্ ।
আনয়দ্ রামসামীপ্যং বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য তম ॥১৫

হনুমতঃ সুহৃত্ত্বেন ভক্ত্যা চ পরমেশ্বরঃ ।
লঘুত্বমগমদ্দেবো গুরূণাং গুরুরপ্যজঃ ॥ ১৬
সা শক্তিরপি তং ত্যক্ত্বা জ্ঞাত্বা নারায়ণাংশজম্ ।
রাবণস্য রথং প্রাগাদ্রাবণোঽপি শনৈস্ততঃ ॥ ১৭
সংজ্ঞামবাপ্য জগ্রাহ বাণাসনমথো রুষা ।
রামমেবাভিদুদ্রাব দৃষ্ট্বা রামোঽপি তং ক্রুধা ॥ ১৮
আরুহ্য জগতাং নাথো হনুমন্তং মহাবলম্ ।
রথস্থং রাবণং দৃষ্ট্বা অভিদুদ্রাব রাঘবঃ ॥ ১৯
জ্যাশব্দমকরোত্তীব্রং বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরম্ ।
রামো গম্ভীরয়া বাচা রাক্ষসেন্দ্রমুবাচ হ ॥ ২০
রাক্ষসাধম তিষ্ঠাদ্য ক্ব গমিষ্যসি মে পুরঃ ।
কৃত্বাপরাধমেবং মে সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ ॥ ২১

তথাপি ইনি মনুষ্যভাব অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া তদনুসারে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। এই সময় দশানন রাবণ লক্ষ্মণকে রথে তুলিয়া লইয়া যাইতে অভিলাষী হইলেও নিজের হস্তসমূহের (বিংশতি হস্তের) দ্বারা তাঁহাকে উত্তোলিত করিতে সমর্থ হইল না, সেইজন্য অতিশয় বিস্মিত হইল। যিনি সমস্ত জগতের সার, লোকসকলের আশ্রয় এবং বিরাট্ পুরুষ, সেই পরমেশ্বর লক্ষ্মণরূপী বিষ্ণুকে একজন সাধারণ অল্প শক্তিবিশিষ্ট রাক্ষস কি করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে? রাবণ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া পবনকুমার হনুমান্ ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বজ্রতুল্য মুষ্টি দ্বারা রাবণের বক্ষে আঘাত করিলেন। সেই মুষ্টি প্রহারে রাবণ দুই জানু দ্বারা ভূতলে পতিত হইল। নিজের দশ বদন, বিংশতি চক্ষু ও কর্ণ দিয়া প্রভূত রক্ত বমন করিতে করিতে নয়নসকল ঘূরিতে থাকিলেও রাবণ কোনক্রমে রথের আসনে বসিয়া পড়িল। ১০-১৪

তদনন্তর হনুমান্ রাবণপীড়িত লক্ষ্মণকে গ্রহণ করত দুই হস্তের দ্বারা তুলিয়া লইয়া রামসমীপে আনয়ন করিলেন। ১৫

হনুমানের এই সহৃদয়তা ও ভক্তির বলে গুরু (অত্যন্ত ভারী পদার্থসমূহ) অপেক্ষাও গুরু (ভারসম্পন্ন, অথবা ব্রহ্মাদি গুরুগণেরও গুরু—উপদেষ্টা) হইয়াও জন্মরহিত জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বর এই হনুমানের নিকট লঘু (হাল্কা) হইয়া যাইলেন অর্থাৎ রাবণ যাঁহাকে তুলিতেই পারিল না, এই হনুমান্ অনায়াসে তাঁহাকে দুই হস্তে তুলিয়া আনিলেন। ১৬

এদিকে রাবণনিক্ষিপ্তা সেই শক্তিও লক্ষ্মণকে নারায়ণের অংশসম্ভূত জানিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করত রাবণের রথে গমন করিল। তাহার পর রাবণও ধীরে ধীরে সংজ্ঞালাভ করত রোষসহকারে ধনু গ্রহণ করিল এবং রামকেই যাইয়া আক্রমণ করিল। তদনন্তর জগন্নাথ শ্রীরামও তাহাকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া এবং রাবণকে রথমধ্যে অবস্থিত দেখিয়া হনুমানের স্কন্ধে (বা পৃষ্ঠে) আরোহণ করত ক্রোধের সহিত রাম রাবণকে আক্রমণ করিলেন। ১৭-১৯

তদনন্তর রাম বজ্রনির্ঘাততুল্য অতিশয় কঠোর তীব্র জ্যা-শব্দ (ধনুষ্টঙ্কার) করিলেন এবং গম্ভীর বাক্যে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে বলিলেন। ২০

রে রাক্ষসাধম! তুমি আমার সম্মুখে আজ অবস্থান কর। আমি সর্ব্বত্র সমদর্শী অর্থাৎ ব্যবহিত ও সন্নিহিত সকল স্থানেই আমি সমানভাবে দেখিতে পাই, সুতরাং আমার এরূপ অপরাধ করিয়া তুমি কোথায় যাইবে? 'সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ' ইহার ব্যাখ্যা এরূপও করা যায়,—আমি সর্ব্বত্র সমদর্শী। আমার সমদর্শিতা এইরূপ,—যে পাপী, তাহাকে পাপী বলিয়া দেখি; যে পুণ্যবান্, তাহাকে পুণ্যবান্ বলিয়া দেখি; যে জ্ঞানী তাঁহাকে জ্ঞানী বলিয়া দেখি এবং তদনুসারে ফল দান করি। যে পাপী, তাহাকে দণ্ড দান করি, যে পুণ্যবান্, তাহাকে সুখদান করি, এইরূপ যে, যে অবস্থায় আছে, তাহাকে সেই অবস্থায় দেখি বলিয়া আমি সমদর্শী। সমদর্শী অর্থে ব্রহ্মদর্শীও করা যায়, এই অর্থ করিলেও ভগবান্ শ্রীরাম যে ভাব অবলম্বন করিয়া রাবণকে কথা বলিলেন, তাহার অসঙ্গতি হয় না। কারণ, প্রকৃত বিচারে দেখা যায়,—স্বর্ণের হার ও কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কারে স্বর্ণজ্ঞান থাকিলেও ব্যবহারকালে যেরূপ হার কর্ণে ধারণ করা চলে না এবং কুণ্ডল কণ্ঠে ধারণ করা ব্যবহারবিরুদ্ধ, সেইরূপ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এরূপ জ্ঞান

যেন বাণেন নিহতা রাক্ষসাস্তে জনালয়ে।
তেনৈব ত্বাং হনিষ্যামি তিষ্ঠাত্র মম গোচরে ॥২২
শ্রীরামস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো মারুতাত্মজম্।
বহন্তং রাঘবং সংখ্যে শরৈস্তীক্ষ্ণৈরতাড়য়ৎ ॥ ২৩
হতস্যাপি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বায়ুসূনোঃ স্বতেজসা।
ব্যবর্দ্ধত পুনস্তেজো ননর্দ্দ চ মহাকপিঃ ॥ ২৪
ততো দৃষ্ট্বা হনূমন্তং সব্রণং রঘুসত্তমঃ।
ক্রোধমাহারয়ামাস কালরুদ্র ইবাপরঃ ॥ ২৫
সাশ্বং রথং ধ্বজং সূতং শস্ত্রৌঘং ধনুরঞ্জসা।
ছত্রং পতাকাং তরসা চিচ্ছেদ শিতসায়কৈঃ ॥ ২৬
ততো মহাশরেণাশু রাবণং রঘুসত্তমঃ।
বিব্যাধ বজ্রকল্পেন পাকারিরিব পর্ব্বতম্ ॥ ২৭
রামবাণহতো বীরশ্চচাল চ মুমোহ চ।
হস্তান্নিপতিতশ্চাপস্তং সমীক্ষ্য রঘূত্তমঃ ॥ ২৮
অর্দ্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ তৎকিরীটং রবিপ্রভম্।
অনুজানামি গচ্ছ ত্বমিদানীং বাণপীড়িতঃ ॥ ২৯
প্রবিশ্য লঙ্কামাশ্বাস্য শ্বঃ পশ্যসি বলং মম।
রামবাণেন সংবিদ্ধো হতদর্পোঽথ রাবণঃ ॥ ৩০
মহত্যা লজ্জয়া যুক্তো লঙ্কাং প্রাবিশদাতুরঃ।
রামোঽপি লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতং পতিতং ভুবি ॥ ৩১
মানুষত্বমুপাশ্রিত্য লীলয়াঽশুশোচ হ।
ততঃ প্রাহ হনূমন্তং বৎস জীবয় লক্ষ্মণম্ ॥ ৩২
মহৌষধীঃ সমানীয় পূর্ব্ববৎ বানরানপি।
তথেতি রাঘবেণোক্তো জগামাশু মহাকপিঃ। ৩৩
হনূমান্ বায়ুবেগেন ক্ষণাত্তীর্ত্বা মহোদধিম্।
এতস্মিন্নন্তরে চারা রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ৩৪

লাভ হইলেও ব্যবহার কালে মানুষ ব্রহ্ম, বৃক্ষ ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম, চণ্ডাল ব্রহ্ম ইত্যাদি সাকার ব্রহ্মভাব থাকিবেই যতদিন লব্ধ-ব্রহ্মজ্ঞান মহাত্মা সাকারে থাকিবেন অর্থাৎ যতদিন তাঁহার দেহ আছে, ততদিন এইরূপ সাকার ব্রহ্মের বিচারে রত থাকিবেনই। সেইজন্য তাঁহারা সাধুব্রহ্ম আসিলে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া আপ্যায়ন করেন; কিন্তু চোরব্রহ্ম আসিলে সেরূপ করিতে পারিবেন না, ইহাই হইল শ্রীরামকথিত ব্রহ্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য। ২১

তোমার দণ্ডকারণ্যের জনস্থানবাসী রাক্ষসগণ যে বাণে নিহত হইয়াছে, আজ তুমি আমার সম্মুখে অবস্থান কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে সেই বাণের দ্বারা বধ করিব। ২২

শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ রাঘবকে বহনকারী হনুমান্‌কে যুদ্ধে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাড়িত করিল। ২৩

রাবণের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আহত হইয়াও বায়ুনন্দন হনুমানের নিজের তেজে পুনরায় তেজ বরং আরও বর্দ্ধিত হইল এবং তখন সেই মহাকপি গর্জন করিতে লাগিলেন। ২৪

তদনন্তর রঘুসত্তম রাম হনুমান্‌কে রাবণের বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত দেখিয়া দ্বিতীয় কালরুদ্রের (প্রলয়কালীন সংহার-কর্ত্তা রুদ্রের) ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ২৫

তিনি তখন অতিশয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রাবণের অশ্বগণ সহ রথ, ধ্বজ, সারথি, নানাবিধ অস্ত্রসকল, ছত্র ও পতাকা সবেগে ছেদন করিলেন। ২৬

তদনন্তর রঘুসত্তম রাম একটি বজ্রতুল্য বাণের দ্বারা পাকা-সুরনাশী ইন্দ্র যেরূপ বজ্রের দ্বারা পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করেন, সেইরূপ রাবণকে বিদ্ধ করিলেন। ২৭

রামবাণে আহত হইয়া বীর রাবণ বিচলিত হইল এবং মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহার হাত হইতে ধনু বিচ্যুত হইল। এই অবস্থায় রাবণকে দেখিয়া রঘুবর রাম একটি অর্দ্ধচন্দ্র বাণে রাবণের সূর্য্যতুল্য সমুজ্জ্বল কিরীট ছেদন করিয়া দিলেন। তারপর রাবণকে বলিলেন,—আমি আদেশ করিতেছি, তুমি এখন গমন কর; কারণ, তুমি এখন বাণপ্রহারে পীড়িত হইয়া উঠিয়াছ। ২৮-২৯

তুমি এখন লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া আশ্বস্ত হও, তারপর আগামী কাল যুদ্ধে তুমি আমার বল দেখিতে পাইবে। রামবাণে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রাবণের দর্প চূর্ণ হইয়া যাইল। সে তখন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আহত অবস্থায় লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইল। এদিকে রামও ভূতলে পতিত লক্ষ্মণকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া মানুষভাব অবলম্বন করত লীলাক্রমে লক্ষ্মণের জন্য শোক করিতে লাগিলেন। তদনন্তর রাম হনুমান্‌কে বলিলেন,—বৎস। পূর্ব্বের ন্যায় মহৌষধি আনয়ন করিয়া তুমি লক্ষ্মণকে জীবিত কর এবং বানরগণকেও জীবন দান কর। রঘুবর রাম এই কথা বলিলে পর 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া মহাকপি হনুমান্ সত্বর গমন করিলেন। ৩০-৩৩

হনুমান্ বায়ুবেগে গমন করত ক্ষণকালের মধ্যে মহাসাগর পার হইয়া যাইলেন। এই সময়ে রাবণের চরগণ রাবণকে নিবেদন করিল॰। ৩৪

*লঙ্কাকাণ্ডবিষয়ে জ্ঞাতব্য—মহর্ষি বাল্মীকি ১২৮ অধ্যায়ে লঙ্কা (যুদ্ধ) কাণ্ড বর্ণনা করিয়াছেন। এই কালনেমি বৃত্তান্ত বাল্মীকিরামায়ণে নাই। বাল্মীকির সহিত পার্থক্য বুঝিবার জন্য এস্থলে রাবণ বধ পর্য্যন্ত ক্রমানুসারে বাল্মীকির অভিমত প্রদর্শিত হইল। শ্রীরাম যখন হনুমানের উপর ও লক্ষ্মণ অঙ্গদের উপর আরোহণ করিয়া সুবেল পর্ব্বতে অবস্থান করত প্রাসাদোপরি স্থিত দশানন রাবণকে দর্শন করেন, তখন রাবণের নিকট তাহার দুই গুপ্তচর শুক ও সারণ রাম-লক্ষ্মণের বল এবং বানর-সৈন্যগণের প্রবল পরাক্রম বর্ণনা করে। শ্রীরামের উপস্থিতি ও বানরগণের পরাক্রমের কথা শ্রবণ করিয়া মায়াবিদ্ বিদ্যুজ্জিহ্বকে সঙ্গে লইয়া সীতাদেবীকে মোহিত করিবার জন্য মায়া-রচিত শ্রীরামের মস্তক প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজের বশীভূত হইতে সীতাকে রাবণের উপদেশ। তারপর শ্রীরামের সেই মায়াময় ছিন্ন মস্তক দেখিয়া সীতার মূর্চ্ছা, সরমা কর্ত্তৃক তাঁহাকে আশ্বাস দান, রাবণের মায়া উদ্ঘাটন, শ্রীরামের লঙ্কায় আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন এবং শ্রীরামের বিজয়বিষয়ে সীতার বিশ্বাস উৎপাদন। এদিকে সুবেল পর্ব্বতে স্থিত রামের সম্মুখ হইতে হঠাৎ সুগ্রীব লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রাবণের নিকট গমন করত তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। পরে মায়া অবলম্বন করিয়া রাবণ যুদ্ধ করিতে থাকিলে সুগ্রীব রাবণকে পরাজিত করিয়া পুনরায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আকাশ মার্গে শ্রীরামের নিকটে আসেন। সুগ্রীবের এই বিস্ময়কর কর্ম্ম তখন শ্রীরাম প্রভৃতি সকলেই প্রত্যক্ষ করিলেন। এরূপ দুঃসাহসিক কর্ম্ম আর না করিতে সুগ্রীবকে শ্রীরামের অনুরোধ, লঙ্কার চার দ্বারে বানর-সৈন্যগণের নিযুক্তি, রাবণ-সভায় অঙ্গদের পরাক্রম প্রকাশ, বানরগণের আক্রমণে রাক্ষসদের ভীতি. এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে রাক্ষস-গণের পরাজয়, রাত্রিতে বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ, এই যুদ্ধে অঙ্গদ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিতের পরাজয়, মায়াবলে অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া নাগবাণ দ্বারা শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে বন্ধন, নাগপাশ বদ্ধ হইয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের সংজ্ঞালোপ, এই অবস্থায় তাঁহাদিগকে দেখিয়া বানরগণের শোক, ইন্দ্রজিতের উল্লাস, পিতা রাবণের নিকট শত্রুবধবৃত্তান্ত কথন, ইহাতে রাবণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিৎকে অভিনন্দন জ্ঞাপন, বানরগণ কর্ত্তৃক শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে রক্ষা. রাবণের আদেশে পুষ্পক বিমানে সীতাকে আরোহণ করাইয়া নিহত রাম-লক্ষ্মণকে দেখাইবার জন্য রাক্ষসীগণের রণভূমিতে গমন, তাঁহাদিগকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া সীতার রোদন, বিলাপকারিণী সীতাকে ত্রিজটার আশ্বাসদান, শ্রীরামের চৈতন্যপ্রাপ্তি, অচৈতন্য লক্ষ্মণকে দেখিয়া শ্রীরামের বিলাপ, প্রাণত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া বানরগণকে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যাইতে শ্রীরামের নির্দেশ, সুগ্রীবের শ্বশুর সুষেণের পরামর্শে সঞ্জীবকরণ ও বিশল্যাকরণ—এই দুই মহৌষধ ক্ষীর-সাগরের তীরে দ্রোণপর্ব্বত ও চন্দ্রপর্ব্বত হইতে আনিবার জন্য হনুমান্‌কে তথায় যাইতে অনুরোধ, এই অবকাশে গরুড়ের তথায় আগমন, গরুড়ের আগমনে নাগপাশ হইতে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মুক্তিলাভ, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে সুস্থ দেখিয়া বানরগণের সিংহনাদ. দুই ভ্রাতার বন্ধন মুক্তির সংবাদ পাইয়া চিন্তিত রাবণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে ধূম্রাক্ষকে প্রেরণ, হনুমান্ কর্ত্তৃক যুদ্ধে ধূম্রাক্ষকে বিনাশ, তারপর যুদ্ধে বজ্রদংষ্ট্রের আগমন, অঙ্গদ কর্ত্তৃক বজ্র-দংষ্ট্রকে বধ, অকম্পনের যুদ্ধে আগমন ও হনুমান্ কর্ত্তৃক বিনাশ, প্রহস্তের যুদ্ধে আগমন ও নীল কর্ত্তৃক তাহাকে বধ, প্রহস্তের মৃত্যুতে দুঃখার্ত্ত রাবণের যুদ্ধে আগমন, রাবণের বাণাঘাতে সুগ্রীবের মূর্চ্ছা, তারপর রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে লক্ষ্মণের আগমন, রাবণ ও হনুমানের পরস্পর চপেটাঘাত, লক্ষ্মণের শক্তি-প্রহারে রাবণের সংজ্ঞালোপ, পরাজিত হইয়া রাবণের লঙ্কায় প্রবেশ, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঞ্জন, তাহার যুদ্ধে আগমন, রাম কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণ বধ, কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে রাবণের বিলাপ, রাবণকে বিলাপ করিতে দেখিয়া ত্রিশিরা প্রভৃতি রাবণপুত্রগণের যুদ্ধে আগমন, এই যুদ্ধে অঙ্গদ কর্ত্তৃক নরান্তক, হনুমান্ কর্ত্তৃক ত্রিশিরা ও দেবান্তক, নীল কর্ত্তৃক মহোদর এবং ঋষভ কর্ত্তৃক মহাপার্শ্বকে বিনাশ, তাহার পর যুদ্ধে রাবণপুত্র অতিকায়ের আগমন, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক তাহাকে বধ, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে আগমন, তন্নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে বানরসেনাগণ সহ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা, জাম্ববানের নির্দেশে হনুমানের দিব্যৌষধি সংগ্রহের জন্য হিমালয়ে গমন, ওষধি লইয়া প্রত্যাগমন, সেই দিব্যৌষধির গন্ধে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণের পুনরায় সংজ্ঞালাভ, বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কানগরী দহন, অবশিষ্ট রাক্ষসগণের সহিত বানরগণের যুদ্ধ, অঙ্গদ কর্ত্তৃক কম্পন ও প্রজঙ্ঘ, দ্বিবিদ কর্ত্তৃক শোণিতাক্ষ, মৈন্দ কর্ত্তৃক যূপাক্ষ, সুগ্রীব কর্ত্তৃক কুম্ভ, হনুমান্ কর্ত্তৃক নিকুম্ভ এবং শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক মকরাক্ষ বধ। রাবণের আদেশে ইন্দ্রজিতের ঘোর যুদ্ধ, তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য শ্রীরাম-লক্ষ্মণের পরামর্শ, ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক মায়াময়ী সীতাবধ, হনুমানের নেতৃত্বে বানরগণের রাক্ষসদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম, নিকুম্ভিলা মন্দিরে যাইয়া ইন্দ্রজিতের যজ্ঞারম্ভ, সীতার মৃত্যুসংবাদে শোকে শ্রীরামের মূর্চ্ছা, তাঁহাকে লক্ষ্মণের প্রবোধদান, ইন্দ্রজিতের ইহা মায়া, বিভীষণের এই বাক্যে সকলের বিশ্বাস, নিকুম্ভিলা মন্দিরে সসৈন্যে লক্ষ্মণের গমনের জন্য অনুরোধ, ইন্দ্রজিতকে বধ করিবার

রামেণ প্রেষিতো দেব হনূমান্ ক্ষীরসাগরম্ ।
গতো নেতুং লক্ষ্মণস্য জীবনার্থং মহৌষধীঃ ॥ ৩৫
শ্রুত্বা তচ্চারবচনং রাজা চিন্তাপরোঽভবৎ ।
জগাম রাত্রাবেকাকী কালনেমিগৃহং ক্ষণাৎ ॥ ৩৬
গৃহাগতং সমালোক্য রাবণং বিস্ময়ান্বিতঃ ।
কালনেমিরুবাচেদং প্রাঞ্জলির্ভয়বিহ্বলঃ ॥
অর্ঘ্যাদিকং ততঃ কৃত্বা রাবণস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ৩৭
কিং তে করোমি রাজেন্দ্র কিমাগমনকারণম্ ।
কালনেমিমুবাচেদং রাবণো দুঃখপীড়িতঃ ॥ ৩৮

দেব ! রাম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হনুমান্ লক্ষ্মণের জীবনের জন্য মহৌষধি আনয়ন করিতে ক্ষীরসাগরে গমন করিয়াছে। ৩৫

চারগণকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা রাবণ চিন্তিত হইল। তারপর রাত্রিকালে একাকী রাবণ তৎক্ষণাৎ কালনেমির গৃহে গমন করিল। ৩৬

রাবণকে গৃহে উপস্থিত হইতে দেখিয়া কালনেমি বিস্মিত হইল এবং অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাহার যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক রাবণের সম্মুখে অবস্থান করত ভয়ে ব্যাকুলচিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া রাবণকে বলিল '৩৭

রাজেন্দ্র! আপনার আগমনের কারণ কি? আমি আপনার কি কার্য্য করিব? তখন রাবণ দুঃখপীড়িত হইয়া কালনেমিকে এই কথা বলিল। ৩৮

মমাপি কালবশতঃ কষ্টমেতদুপস্থিতম্ ।
ময়া শক্ত্যা হতো বীরো লক্ষ্মণঃ পতিতো ভুবি ॥ ৩৯
তং জীবয়িতুমানেতুমোষধীর্হনূমান্ গতঃ ।
যথা তস্য ভবেদ্ বিঘ্নং তথা কুরু মহামতে ॥৪০
মায়য়া মুনিবেশেন মোহয়স্ব মহাকপিম্ ।
কালাত্যয়ো যথা ভূয়াৎ তথা কৃত্বেহি মন্দিরে ॥৪১
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা কালনেমিরুবাচ তম্ ।
রাবণেশ বচো মেঽদ্য শৃণু ধারয় তত্ত্বতঃ ॥ ৪২
প্রিয়ং তে করবাণ্যেব ন প্রাণান্ ধারয়াম্যহম্ ।
মারীচস্য যথারণ্যে পুরাভূন্মৃগরূপিণঃ ॥ ৪৩

আমারও অর্থাৎ আমি ত্রিলোকবিজয়ী রাবণ, সেই আমারও কালবশতঃ এই কষ্টকর দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার শক্তিপ্রহারে বীর লক্ষ্মণ নিহত হইয়া ভূতলে পতিত আছে। ৩৯

তাহাকে জীবিত করিবার জন্য হনুমান্ ওষধি আনিতে ক্ষীরসাগরে গমন করিয়াছে। মহামতে! অতএব সেই হনুমান্ যাহাতে মহৌষধি আনিতে না পারে, তুমি তাহার কার্য্যে সেইভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি কর। ৪০

তুমি মায়াবলে মুনিবেশ ধারণকরত মহাকপি হনুমান্‌কে মোহিত কর। যেভাবে সময় কাটিয়া যায় অর্থাৎ এই রাত্রিকাল অতিবাহিত হইয়া যায়, তুমি তাহা করিয়া গৃহে ফিরিয়া এস। ৪১

রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া কালনেমি তাহাকে বলিল-- ঈশ (দণ্ডদাতা) রাবণ! আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন এবং উহা যথাযথভাবে ধারণ করিতে অর্থাৎ বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হউন। ৪২

আমি আপনার প্রিয় কার্য্য করিবই এবং তাহা করিতে

জন্য লক্ষ্মণকে শ্রীরামের আদেশ। সৈন্যগণের সহিত লক্ষ্মণের নিকুম্ভিলা মন্দিরে গমন, তথায় বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যে যুদ্ধ, হনুমান্ কর্ত্তৃক রাক্ষসসৈন্য সংহার, ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্মণের দর্শন, বিভীষণ ও ইন্দ্রজিতের ক্রোধপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি, লক্ষ্মণের সহিত ইন্দ্রজিতের সরোষ বাক্য বিনিময়, উভয়ের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিতের সারথিকে বিনাশ, বানরগণ কর্ত্তৃক তাহার অশ্বদিগকে সংহার, ভূতলে থাকিয়াই লক্ষ্মণের সহিত ইন্দ্রজিতের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিদ্ বধ, রামসমীপে লক্ষ্মণাদি সকলের আগমন, ইন্দ্রজিতের বিনাশসংবাদে শ্রীরামের আনন্দ, অন্যদিকে রাবণের শোক, সুপার্শ্বের প্রবোধ-বাক্যে রাবণের সীতাহত্যা হইতে নিবৃত্তি, শ্রীরাম কর্ত্তৃক সমস্ত রাক্ষসসৈন্যগণকে বিনাশ, ইহাতে রাক্ষসীগণের বিলাপ, রাবণের যুদ্ধে আগমন, পরাক্রম প্রদর্শন, সুগ্রীব কর্ত্তৃক রাক্ষস-সৈন্য ও বিরূপাক্ষ বধ, সুগ্রীব ও মহোদরের যুদ্ধ, সুগ্রীব কর্ত্তৃক মহোদর বিনাশ, অঙ্গদ কর্ত্তৃক মহাপার্শ্ব বধ, শ্রীরাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণের শক্তির আঘাতে লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা, যুদ্ধ হইতে রাবণের পলায়ন, শ্রীরামের বিলাপ, ওষধি আনিতে হনুমানের গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন, হনুমদানীত ওষধির প্রয়োগে লক্ষ্মণের চেতনালাভ ও উত্থান, ইন্দ্রপ্রেরিত রথে আরোহণ করিয়া রাবণের সহিত শ্রীরামের সংগ্রাম, রাবণের প্রতি শ্রীরামের তিরস্কার, যুদ্ধে মৃতপ্রায় রাবণকে লইয়া সারথির পলায়ন, সেজন্য সারথিকে রাবণের তিরস্কার, রাবণকে সন্তুষ্ট করিয়া সারথির পুনরায় যুদ্ধস্থলে আগমন, শ্রীরামের জয়লাভের জন্য অগস্ত্যমুনি কর্ত্তৃক 'আদিত্য-হৃদয়' স্তোত্র পাঠের সম্মতিদান, রাবণের পরাজয়সূচক ও শ্রীরামের বিজয়সূচক লক্ষণসমূহ বর্ণন, শ্রীরাম-রাবণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং শ্রীরাম কর্ত্তৃক রাবণ বধ।

তথৈব মে ন সন্দেহো ভবিষ্যতি দশানন।
হতাঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বান্ধবা রাক্ষসাশ্চ তে ॥ ৪৪

ঘাতয়িত্বাসুরকুলং জীবিতেনাপি কিং তব।
রাজ্যেন বা সীতয়া বা কিং দেহেন জড়াত্মনা ॥ ৪৫

সীতাং প্রযচ্ছ রামায় রাজ্যং দেহি বিভীষণে।
বনং যাহি মহাবাহো রম্যং মুনিগণাশ্রয়ম্ ॥ ৪৬

স্নাত্বা প্রাতঃ শুভজলে কৃত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
তত একান্তমাশ্রিত্য সুখাসনপরিগ্রহঃ ॥ ৪৭

বিসৃজ্য সর্বতঃ সঙ্গমিতরান্ বিষয়ান্ বহিঃ।
বহিঃপ্রবৃত্তাক্ষগণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয় ॥ ৪৮

প্রকৃতেভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ
চরাচরং জগৎ কৃৎস্নং দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকম্ ॥ ৪৯

গিয়া আমাকে আর প্রাণ ধারণ করিতে হইবে না। দশানন। পূর্বে মৃগরূপধারী মারীচের অরণ্যমধ্যে যে অবস্থা হইয়াছিল আমারও সেই অবস্থা হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আপনার পুত্রগণ ও পৌত্রগণ এবং বান্ধব রাক্ষসবৃন্দ সকলেই এইভাবে নিহত হইল। ৪৩-৪৪

দেবদ্বেষী এই রাক্ষসকুলকে ধ্বংস করাইয়া আপনার জীবন-ধারণেও কি ফল হইবে? এই রাজ্যে, সীতা বা আপনার এই জড়াত্মক দেহেই বা কি হইবে। ৪৫

মহাবাহো। আপনি সীতাকে রামের নিকট সমর্পণ করুন এবং বিভীষণকে রাজ্যদান করুন। তারপর আপনি স্বয়ং মুনিগণের আশ্রয় (অতএব পুণ্যস্থান ও শান্তির আশ্রয়) রমণীয় (আনন্দদায়ক) বনে গমন করুন অর্থাৎ বানপ্রস্থ ধর্ম গ্রহণ করুন। ৪৬

আপনি প্রাতঃকালে পবিত্র জলে স্নান করিয়া সন্ধ্যাদি নিত্যক্রিয়াসমূহ সমাপন করত তদনন্তর একান্ত (নির্জন) স্থান আশ্রয় করিয়া সুখাসনে উপবেশন করুন। ৪৭

তাহার পর সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক অন্যান্য বিষয়সমূহও পরিত্যাগ করিয়া বহির্মুখ ইন্দ্রিয়বর্গকে প্রত্যাহার করত ধীরে ধীরে অন্তরাত্মাভিমুখী করুন। ৪৮

নিষ্পাপ রাবণ। এই অবস্থায় আপনি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আত্মাকে বিচার করুন অর্থাৎ আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করুন। দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, অধিক কি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যন্ত যাহা কিছু দেখা যাইতেছে ও শুনা যাইতেছে,

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ।
সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা ॥ ৫০

সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগদ্বৃক্ষস্য কারণম্।
লোহিতশ্বেতকৃষ্ণাদি প্রজাঃ সৃজতি সর্বদা ॥ ৫১

কামক্রোধাদিপুত্রাদ্যান্ হিংসাতৃষ্ণাদিকন্যকাঃ।
মোহয়ত্যনিশং দেবমাত্মানং স্বৈর্গুণৈর্বিভুম্ ॥ ৫২

কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বমুখান্ স্বগুণানাত্মনীশ্বরে।
আরোপ্য স্ববশং কৃত্বা তেন ক্রীড়তি সর্বদা ॥ ৫৩

শুদ্ধোঽপ্যাত্মা যয়া যুক্তঃ পশ্যতীব সদা বহিঃ।
বিস্মৃত্য চ স্বমাত্মানং মায়াগুণবিমোহিতঃ ॥ ৫৪

যদা সদ্গুরুণা যুক্তো বোধ্যতে বোধরূপিণা।
নিবৃত্তদৃষ্টিরাত্মানং পশ্যত্যেব সদা স্ফুটম্ ॥ ৫৫

এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎই প্রকৃতি বলিয়া কথিত এবং ইহাকে অর্থাৎ এই প্রকৃতিকেই কেহ কেহ 'মায়া' বলিয়া অভিহিত করেন। ৪৯-৫০

এই প্রকৃতিই জগদ্রূপ বৃক্ষের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু এবং ইনি সর্বদা লোহিত (রাজসিক), শ্বেত (সাত্ত্বিক) ও কৃষ্ণ (তামসিক) প্রভৃতি প্রজাদিগকে সৃষ্টি করেন। ৫১

এই প্রকৃতি কাম ও ক্রোধাদি পুত্রগণকে এবং হিংসা ও তৃষ্ণাদি কন্যাদিগকেও সৃষ্টি করেন। ইনি সতত সর্বব্যাপী জ্যোতির্ময় আত্মাকে নিজগুণসমূহের দ্বারা বিমোহিত করিয়া রাখেন। ৫২

আত্মা ঈশ্বর, কিন্তু এই প্রকৃতি (মায়া) কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি নিজ গুণসমূহ আরোপিত করিয়া স্ববশে আনয়ন করত সর্বদা তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। ৫৩

সুতরাং আত্মা শুদ্ধ অর্থাৎ নির্বিকার হইলেও এই প্রকৃতির সংসর্গে থাকিয়া মায়াগুণসমূহে বিমোহিত হওয়ায় নিজের শুদ্ধ সত্তা বিস্মৃত হইয়া যান বলিয়া সর্বদা বহির্বিষয়—বাহ্য বিষয়সমূহ দর্শন করিতে থাকেন অর্থাৎ বিষয়ানুগত বলিয়া প্রতীত হইতে থাকেন। ৫৪

কিন্তু যখন এই প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা—মায়াবৃতাত্মা) জীবন্মুক্ত সদ্গুরুর সান্নিধ্য লাভ করত তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশে সম্বিৎ প্রাপ্ত হন এবং বিষয় দৃষ্টি হইতে নিবৃত্ত হন, তখন তিনি নিজেকে নিরন্তর শুদ্ধ-বুদ্ধরূপে স্পষ্টই দেখিতে থাকেন অর্থাৎ তাদৃশ জীবাত্মা মুক্ত হইয়া যান। ৫৫
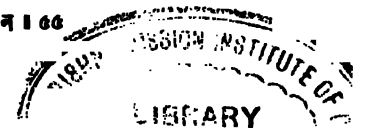
জীবন্মুক্তঃ সদা দেহী মুচ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
ত্বমপ্যেবং সদাত্মানং বিচার্য্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫৬
প্রকৃতেরন্যমাত্মানং জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবিষ্যসি।
ধ্যাতুং যদ্যসমর্থোঽসি সগুণং দেবমাশ্রয়॥ ৫৭
হৃৎপদ্মকর্ণিকে স্বর্ণপীঠে মণিগণান্বিতে।
মৃদুশ্লক্ষ্ণতরে তত্র জানক্যা সহ সংস্থিতম্॥ ৫৮
বীরাসনং বিশালাক্ষং বিদ্যুৎপুঞ্জনিভাম্বরম্।
কিরীটহারকেয়ূর-কৌস্তুভাদিভিরন্বিতম্॥ ৫৯
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতং তথৈব বনমালয়া।
লক্ষ্মণেন ধনুর্দ্দ্বকরেণ পরিষেবিতম্॥ ৬০
এবং ধ্যাত্বা সদাত্মানং রামং সর্ব্বহৃদি স্থিতম্।
ভক্ত্যা পরময়া যুক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬১
শৃণু বৈ চরিতং তস্য ভক্তৈর্নিত্যমনন্যধীঃ।
এবং চেৎ কৃতপূর্ব্বাণি পাপানি চ মহান্ত্যপি।
ক্ষণাদেব বিনশ্যন্তি যথাগ্নেস্তূলরাশয়ঃ॥ ৬২
ভজস্ব রামং পরিপূর্ণমেকং
বিহায় বৈরং নিজভক্তিযুক্তঃ।
হৃদা সদা ভাবিতভাবরূপ-
মনামরূপং পুরুষং পুরাণম্॥ ৬৩

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬

এই ভাবে জীবন্মুক্ত দেহধারী জীবাত্মা প্রকৃতিজাত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি গুণসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যান। অতএব আপনিও ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক সর্ব্বদা আত্মবিচারে রত হইয়া আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌রূপে জ্ঞাত হইয়া মুক্ত হইবেন। যদি আপনি এরূপ আত্মধ্যান করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে আপনি সগুণ (সাকার) দেবের আশ্রয় গ্রহণ করুন। ৫৬-৫৭

সেই সাকার দেবের পরিচয় কালনেমি নিজেই প্রদান করিতেছে—হৃৎপদ্মের কর্ণিকাতে মণিরাজি সুশোভিত (অথবা মুনিগণ পরিবেষ্টিত), অতিশয় মৃদু (কোমল), স্নিগ্ধ স্বর্ণময়পীঠে জনকনন্দিনী সীতাদেবীর সহিত বিরাজিত, বীরাসনে উপবিষ্ট, বিশাললোচন, বিদ্যুৎপুঞ্জতুল্য ভাস্বর, কিরীট-হার-কেয়ূর-কৌস্তুভাদি আভরণসমূহে বিভূষিত, নূপুর, কটক ও বনমালায় সুশোভিত, ধনুর্দ্ধরধারী লক্ষ্মণ কর্তৃক স্বহস্তে পরিসেবিত, সর্ব্ব হৃদয়বাসী, অতএব সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা শ্রীরামকে পরম ভক্তি সহকারে সদা ধ্যান করিলে আপনি মুক্তি লাভ করিবেন—ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৫৮-৬১

ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনি অনন্যচিত্তে তাঁহার চরিত অর্থাৎ রামচরিত শ্রবণ করুন; এরূপ করিলে পর অগ্নি যেরূপ সহজেই তূলরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত মহাপাপসকলও তৎক্ষণাৎ স্বতই নষ্ট হইয়া যাইবে। ৬২

সুতরাং আপনি শত্রুভাব ত্যাগ করিয়া নিজের ভক্তি অনুসারে যিনি সদা হৃদয়ে নিজের ব্রহ্মভাব ভাবনা করেন, যিনি নাম ও রূপবর্জিত, যিনি এক ও পরিপূর্ণ, সেই পুরাণ-পুরুষ রামকে ভজনা করুন। ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে উমা-মহেশ্বরসংবাদে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

(কালনেমিবাক্যেন রাবণস্য ক্রোধঃ, হনুমৎকার্য্যে বিঘ্নসৃষ্টিং কর্ত্তুং কালনেমের্গমনং, মায়াবলেন হিমবৎপার্শ্বে আশ্রমং নির্ম্মায় তস্যাবস্থানম, তস্মিন্নাশ্রমে হনুমত আগমনম, তত্র কালনেমিবাক্যেন জলপানং কর্ত্তুং গতেন হনুমতা মকর্য্যা উদ্ধারঃ, দিব্যরূপিণ্যা ধান্যমাল্যা বাক্যেন কালনেমেঃ পরিচয়ং প্রাপ্য হনুমতা কালনেমের্ব্বধঃ, লক্ষ্মণস্য চৈতন্যলাভশ্চ।)

শ্রীমহাদেব উবাচ।

কালনেমিবচঃ শ্রুত্বা রাবণোঽমৃতসন্নিভম্।
জজ্বাল ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সর্পিরস্তিরিবাগ্নিমৎ ॥ ১
নিহন্মি ত্বাং দুরাত্মানং মচ্ছাসনপরাঙ্মুখম্।
পরৈঃ কিঞ্চিদ্ গৃহীত্বা ত্বং ভাষসে রামকিঙ্করঃ ॥২
কালনেমিরুবাচেদং রাবণং দেব কিং ক্রুধা।
ন রোচতে মে বচনং যদি গত্বা করোমি তৎ ॥ ৩
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ শীঘ্রং কালনেমির্ম্মহাসুরঃ।
নোদিতো রাবণেনৈব হনুমদবিঘ্নকারণাৎ ॥ ৪
স গত্বা হিমবৎপার্শ্বং তপোবনমকল্পয়ৎ।
তত্র শিষ্যৈঃ পরিবৃতো মুনিবেশধরঃ খলঃ ৫
গচ্ছতো মার্গমাসাদ্য বায়ুসূনোর্মহাত্মনঃ।
ততো গত্বা দদর্শাথ হনুমানাশ্রমং শুভম্ ॥ ৬
চিন্তয়ামাস মনসা শ্রীমান্ পবননন্দনঃ।
পুরা ন দৃষ্টমেতন্মে মুনিমণ্ডলমুত্তমম্ ॥ ৭
মার্গো বিভ্রংশিতো বা মে ভ্রমো বা চিত্তসম্ভবঃ।
যদ্বাবিশ্যাশ্রমপদং দৃষ্ট্বা মুনিমশেষতঃ ॥ ৮
পীত্বা জলং ততো যামি দ্রোণাচলমনুত্তমম্।
ইত্যুক্ত্বা প্রবিবেশাথ সর্ব্বতো যোজনালয়ম্ ॥ ৯
আশ্রমং কদলী-শাল-খর্জ্জুর-পনসাদিভিঃ।
সমাবৃতং পক্বফলৈর্নম্রশাখৈশ্চ পাদপৈঃ ॥ ১০

সপ্তম অধ্যায়।

[কালনেমির বাক্যে রাবণের ক্রোধ, হনুমানের কার্য্যে বিঘ্নসৃষ্টি করিতে কালনেমির গমন, মায়াবলে হিমালয় পার্শ্বে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অবস্থান, সেই আশ্রমে হনুমানের আগমন, তথায় কালনেমিবাক্যে জলপান করিতে গিয়া হনুমান্ কর্ত্তৃক মকরী উদ্ধার, দিব্যরূপিণী ধান্যমালীবাক্যে কালনেমির পরিচয় পাইয়া হনুমান্ কর্ত্তৃক কালনেমি বধ এবং লক্ষ্মণের চৈতন্যলাভ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! কালনেমির এই অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিল এবং অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত ঘৃত জলবিন্দু সংযোগেও যেরূপ জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ কালনেমির বাক্যে আরও জ্বলিয়া উঠিল। ১

তারপর রাবণ বলিল,—তুমি দুরাত্মা ও আমার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ, সুতরাং আমি তোমাকে বধ করিব। তুমি শত্রুদিগের নিকট কিছু ধন গ্রহণ করিয়া এই ধনলোভেই এরূপ বলিতেছ, অতএব তুমি রামকিঙ্কর অর্থাৎ রাম কর্ত্তৃক ধন দ্বারা ক্রীত দাস। ২

তখন কালনেমি রাবণকে এই কথা বলিল,—দেব! এতে ক্রোধ করিবার কি আছে? আপনার যদি আমার কথা ভাল না লাগে, তবে আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমি গিয়া তাহাই করিতেছি। ৩

এই কথা বলিয়া সেই মহাসুর কালনেমি রাবণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই হনুমানের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য শীঘ্র প্রস্থান করিল। ৪

এই কালনেমি হিমালয়ের পার্শ্বে গিয়া (মায়াবলে) এক তপোবন রচনা করিল। তারপর সেই খল রাক্ষস মুনির ন্যায় বেশ ধারণ করত শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। ৫

ক্ষীরোদসাগর অভিমুখে গমনকারী মহাত্মা হনুমানের পথিমধ্যে এই তপোবন ছিল। তদনন্তর এদিকে হনুমান্ গমন করিতে করিতে তথায় এই সুন্দর আশ্রমটি দর্শন করিলেন। ৬

তখন শ্রীমান্ পবননন্দন হনুমান্ মনে মনে চিন্তা করিলেন,—আমি যখন পূর্ব্বে আসিয়াছিলাম; তখন ত' আমি এই উত্তম মুনিমণ্ডল দর্শন করি নাই। ৭

তাহা হইলে আমি কি পূর্ব্ব পথ ছাড়িয়া দিয়াছি? কিংবা এই আশ্রম দর্শন আমার চিত্তজাত কোনও ভ্রম? যাহা হউক, আমি আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত মুনিগণকে দর্শন করত জলপান করিয়া তারপর সর্ব্বোত্তম দ্রোণপর্ব্বতে গমন করিব। এই কথা বলিয়া হনুমান্ সর্ব্বদিকে এক যোজন বিস্তৃত সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ৮-৯

এই আশ্রম কদলী, শাল, খর্জ্জুর, পনস (কাঁটাল) প্রভৃতি বৃক্ষসমূহে পূর্ণ ছিল এবং সেই সকল বৃক্ষ আবার পক্ব ফলসমূহ ও নম্র শাখাসমূহে সুশোভিত ছিল। এই আশ্রম শত্রুভাববর্জিত ও পবিত্র বলিয়া নির্ম্মল লক্ষণযুক্ত ছিল। এইরূপ

বৈরভাববিনির্ম্মুক্তং শুদ্ধং নির্ম্মললক্ষণম্।
তস্মিন্ মহাশ্রমে রম্যে কালনেমিঃ স রাক্ষসঃ॥ ১১
ইন্দ্রযোগং সমাস্থায় চকার শিবপূজনম্।
হনুমানভিবাদ্যাহ গৌরবেণ মহাসুরম্॥ ১২
ভগবন্ রামদূতোঽহং হনূমান্নাম নামতঃ।
রামকার্য্যেণ মহতা ক্ষীরাব্ধিং গন্তুমুদ্যতঃ॥১৩
তৃষা মাং বাধতে ব্রহ্মন্নুদকং কুত্র বিদ্যতে।
যথেচ্ছং পাতুমিচ্ছামি কথ্যতাং মে মুনীশ্বর॥ ১৪
তচ্ছ্রুত্বা মারুতের্ব্বাক্যং কালনেমিস্তমব্রবীৎ।
কমণ্ডলুগতং তোয়ং মম ত্বং পাতুমর্হসি॥ ১৫
ভুঙ্ক্ষ্ব চেমানি পক্বানি ফলানি তদনন্তরম্।
নিবসস্ব সুখেনাত্র নিদ্রামেহি ত্বরাস্তু মা॥ ১৬
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ জানামি তপসা স্বয়ম্।
উত্থিতো লক্ষ্মণঃ সর্ব্বে বানরা রামবীক্ষিতাঃ॥ ১৭

রমণীয় বিশাল আশ্রমে সেই রাক্ষস কালনেমি ইন্দ্রযোগ অর্থাৎ কপটতা অবলম্বন করিয়া শিবপূজা করিতেছিল। হনুমান্ তখন সেই আশ্রমে প্রবেশ করত অতিশয় সমাদর সহকারে মহাসুর কালনেমিকে (মুনিবেশধারী কালনেমিকে) অভিবাদন করত বলিলেন। ১০-১২

ভগবন্! আমি শ্রীরামের দূত এবং আমার নাম হইল হনুমান্। আমি রামের এক বিশেষ কার্য্যসাধনের জন্য ক্ষীরসাগরে গমন করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। ১৩

ব্রহ্মন্! আমার সেই গমনকার্য্যে তৃষ্ণা আমাকে বাধাদান করিতেছে অর্থাৎ আমি অত্যন্ত তৃষ্ণা পীড়িত হইয়াছি, অতএব কোথায় জল আছে? মুনীশ্বর! ইচ্ছানুসারে আমি জলপান করিতে চাই, সুতরাং আপনি কোথায় জল আছে, তাহা বলুন। ১৪

পবননন্দন হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া ছদ্মবেশী কালনেমি বলিল,—আমার এই কমণ্ডলুমধ্যে জল আছে, তুমি তাহা পান করিতে পার। ১৫

এই সকল পক্ব ফল রহিয়াছে, তুমি এই সকলও ভোজন কর। তারপর তুমি এস্থানে কিছুকাল সুখে বাস কর এবং নিদ্রা যাও; ত্বরা করিবার কিছু নাই। ১৬

আমি স্বয়ং অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান—এই তিন কালের সব কিছুই জানি। রাম কৃপাদৃষ্টি করিলে পর লক্ষ্মণ ও সমস্ত বানরগণ উত্থিত হইয়াছেন। ১৭

তচ্ছ্রুত্বা হনুমানাহ কমণ্ডলুজলেন মে।
ন শাম্যত্যধিকা তৃষ্ণা ততো দর্শয় মে জলম্॥১৮
তথেত্যাজ্ঞাপয়ামাস বটুং মায়াবিকল্পিতম্।
বটো দর্শয় বিস্তীর্ণং বায়ুসূনোর্জলাশয়ম্॥ ১৯
নিমীল্য চাক্ষিণী তোয়ং পীত্বাগচ্ছ মমান্তিকম্।
উপদেক্ষ্যামি তে মন্ত্রং যেন দ্রক্ষ্যসি চৌষধীঃ॥ ২০
তথেতি দর্শিতং শীঘ্রং বটুনা সলিলাশয়ম্।
প্রবিশ্য হনুমাংস্তোয়মপিবন্মীলিতেক্ষণঃ॥ ২১
ততশ্চাগত্য মকরী মহামায়া মহাকপিম্।
অগ্রসত্তং মহাবেগান্মারুতিং ঘোররূপিণী॥ ২২
ততো দদর্শ হনুমান্ গ্রসন্তীং মকরীং রুষা।
দারয়ামাস হস্তাভ্যাং বদনং সা মমার হ॥ ২৩
ততোঽন্তরীক্ষে দদৃশে দিব্যরূপধরাঙ্গনা।
ধান্যমালীতি বিখ্যাতা হনূমন্তমথাব্রবীৎ॥ ২৪

এই কথা শ্রবণ করিয়া হনুমান্ বলিলেন,—আপনার এই কমণ্ডলুর জলে আমার প্রবল তৃষ্ণা শান্ত হইবে না, অতএব কোথায় জল আছে, আমাকে দেখাইয়া দিন। ১৮

'আচ্ছা, তাহাই হইতেছে' এই কথা বলিয়া কালনেমি মায়া কল্পিত এক বটুকে (ব্রহ্মচারীকে) আজ্ঞা করিল,—বটো! তুমি এই বায়ুপুত্র হনুমান্‌কে এক বিস্তীর্ণ জলাশয় দেখাইয়া দাও। ১৯

তারপর তৎক্ষণাৎ হনুমান্‌কেও বলিল—তুমি নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া জলপান করিবার পর পুনরায় আমার নিকটে আসিবে, আমি তোমাকে একটি মন্ত্র উপদেশ করিব, যে মন্ত্রবলে তুমি ওষধিসমূহ দেখিতে পাইবে। ২০

'যথা আজ্ঞা' বলিয়া বটু তখন হনুমান্‌কে এক জলাশয় দেখাইয়া দিল। তারপর হনুমান্ সেই জলাশয়ে প্রবেশ করত দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জলপান করিতে লাগিলেন। ২১

তখন এক অত্যন্ত মায়াবিনী ঘোররূপিণী মকরী তীব্রবেগে আসিয়া কপিপ্রবর পবননন্দন হনুমান্‌কে গ্রাস করিতে লাগিল। ২২

তখন হনুমান্ দেখিলেন যে, এক মকরী তাহাকে গ্রাস করিতেছে, তাই রুষ্ট হইয়া হনুমান্ দুই হস্তে সেই মকরীর মুখ বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। ইহাতে সেই মকরী মরিয়া যাইল। ২৩

তদনন্তর আকাশে এক দিব্য রূপধারিণী রমণীকে দেখা যাইল। ধান্যমালী নামে বিখ্যাতা এই অপ্সরা তখন হনুমান্‌কে বলিল। ২৪

ত্বৎপ্রসাদাদহং শাপাদ্ বিমুক্তাঽস্মি কপীশ্বর।
শপ্তাহং মুনিনা পূর্ব্বমপ্সরাঃ কারণান্তরে ॥ ২৫
আশ্রমে যস্তু তে দৃষ্টঃ কালনেমির্মহাসুরঃ।
রাবণপ্রহিতো মার্গে বিঘ্নং কর্ত্তুং তবানঘ ॥ ২৬
মুনিবেশধরো নাসৌ মুনির্বিপ্রবিহিংসকঃ।
জহি দুষ্টং গচ্ছ শীঘ্রং দ্রোণাচলমনুত্তমম ॥ ২৭
গচ্ছাম্যহং ব্রহ্মলোকং ত্বৎস্পর্শাদ্ধূতকল্মষা।
ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ স্বর্গং হনূমানপ্যথাশ্রমম্ ॥ ২৮
আগতং তং সমালোক্য কালনেমিরভাষত।
কিং বিলম্বেন মহতা তব বানরসত্তম ॥ ২৯
গৃহাণ মন্ত্রো মন্ত্রাংস্ত্বং দেহি মে গুরুদক্ষিণাম্।
ইত্যুক্তো হনুমান্মুষ্টিং দৃঢ়ং বদ্ধ্বাহ রাক্ষসম্ ॥ ৩০
গৃহাণ দক্ষিণামেতামিত্যুক্ত্বা নিজঘান তম্।
বিসৃজ্য মুনিবেশং স কালনেমির্মহাসুরঃ ॥ ৩১
যুযোধ বায়ুপুত্রেণ নানামায়াবিধানতঃ।
মহামায়িকদূতোঽসৌ হনুমান্ মায়িনাং রিপুঃ ॥ ৩২
জঘান মুষ্টিনা শীর্ষ্ণি ভগ্নমূর্দ্ধা মমার সঃ।
ততঃ ক্ষীরনিধিং গত্বা দৃষ্ট্বা দ্রোণং মহাগিরিম্ ॥ ৩৩
অদৃষ্ট্বা চৌষধীস্তত্র গিরিমুৎপাট্য সত্বরঃ।
গৃহীত্বা বায়ুবেগেন গত্বা রামস্য সন্নিধিম্ ॥ ৩৪
উবাচ হনুমান্ রামমানীতোঽয়ং মহাগিরিঃ।
যদনুক্তং কুরু দেবেশ বিলম্বো নাত্র যুজ্যতে ॥ ৩৫
শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং রামঃ সন্তুষ্টমানসঃ।
গৃহীত্বা চৌষধীঃ শীঘ্রং সুষেণেন মহামতিঃ ॥ ৩৬
চিকিৎসাং কারয়ামাস লক্ষ্মণায় মহাত্মনে।
ততঃ সুপ্তোত্থিত ইব বুদ্ধ্বা প্রোবাচ লক্ষ্মণঃ ॥ ৩৭
তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ব গন্তাসি হন্মীদানীং দশানন।
ইতি ব্রুবন্তমালোক্য মূর্দ্ধ্যবঘ্রায় রাঘবঃ ॥ ৩৮

কপীশ্বর! তোমার প্রসাদে আজ আমি মুক্তিলাভ করিলাম। আমি অপ্সরাঃ, বিশেষ কারণবশতঃ কোনও এক মুনি পূর্ব্বে আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন (সেই কারণেই আমি এই মকরী হইয়া এই জলাশয়ে বাস করিতে ছিলাম) ॥ ২৫

তুমি আশ্রমে মুনিরূপে যাহাকে দেখিয়া আসিয়াছ, সে মুনি নহে; কালনেমি নামে এক মহাসুর। নিষ্পাপ হনুমান্! পথে তোমার কার্য্যে বিঘ্নসৃষ্টি করিবার জন্য রাবণ এই রাক্ষসকে পাঠাইয়াছে ॥ ২৬

যে মুনির ন্যায় বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে মুনি নহে; ব্রাহ্মণহিংসক রাক্ষস। তুমি সেই দুষ্ট রাক্ষসকে বধ কর এবং তাহার পর সত্বর সর্ব্বোত্তম দ্রোণ পর্ব্বতে গমন কর ॥ ২৭

আমি তোমার স্পর্শে পাপমুক্তা হইয়া এখন ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছি। এই কথা বলিয়া সেই ধান্যমালী স্বর্গে গমন করিল এবং এদিকে হনুমানও আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৮

তখন মুনিবেশধারী কালনেমি হনুমান্‌কে আশ্রমে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বলিল,— বানরশ্রেষ্ঠ! তোমার আর অধিক বিলম্ব করিয়া কি হইবে? ২৯

তুমি আমার নিকট হইতে মন্ত্রসকল গ্রহণ কর এবং আমাকে গুরু দক্ষিণা প্রদান কর। কালনেমি এই কথা বলিলে পর হনুমান্ দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাক্ষসকে বলিলেন। ৩০

"এই গুরু-দক্ষিণা গ্রহণ কর" এই কথা বলিয়া সেই রাক্ষসকে হনুমান্ প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তখন সেই মহাসুর কালনেমি মুনিবেশ ত্যাগ করিয়া নানাবিধ মায়া অবলম্বন করত বায়ু-সুতের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহামায়িক শ্রীরামের দূত এবং মায়াবী রাক্ষসগণের শত্রু হনুমান্ নিজের মুষ্টির দ্বারা রাক্ষসের মস্তকে আঘাত করিলেন। ইহাতে রাক্ষসের মস্তক ভগ্ন হইল এবং সেই রাক্ষস মৃত্যুবরণ করিল। তদনন্তর হনুমান্ ক্ষীরসাগরে গমন করত তথায় মহাপর্ব্বত দ্রোণকে দেখিয়া এবং ওষধিসমূহ চিনিতে না পারিয়া ত্বরাসহকারে দ্রোণ পর্ব্বতকেই উত্তোলিত করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ুতুল্য বেগে শ্রীরামের নিকট গমন করত হনুমান্ শ্রীরামকে বলিলেন,—এই মহাপর্ব্বত দ্রোণকে আমি আনিয়াছি, দেবেশ্বর! অতঃপর যাহা যুক্তিযুক্ত, তাহাই করুন; কারণ, আর বিলম্ব করা উচিত নহে। ৩১-৩৫

মহামতি রাম হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন এবং সুষেণকে দিয়া সত্বর ঔষধিসমূহ সংগ্রহ করিয়া মহাত্মা লক্ষ্মণের চিকিৎসা করাইলেন। তদনন্তর লক্ষ্মণ যেন নিদ্রা হইতে উত্থানের পর জাগরিত হইয়া বলিলেন। ৩৬-৩৭

দশানন! তুমি অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর, তুমি কোথায় যাইবে! আমি তোমাকে এখনই বধ করিব। লক্ষ্মণ এই কথা বলিতে থাকিলে রঘুবংশধর রাম তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

মারুতিং প্রাহ বৎসাদ্য ত্বৎপ্রসাদাদ্ মহাকপে ।
নিরাময়ং প্রপশ্যামি লক্ষ্মণং ভ্রাতরং মম ॥ ৩৯
ইত্যুক্ত্বা বানরৈঃ সার্দ্ধং সুগ্রীবেণ সমন্বিতঃ ।
বিভীষণমতেনৈব যুদ্ধায় সমরস্থিতঃ ॥ ৪০
পাষাণৈঃ পাদপৈশ্চৈব পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ বানরাঃ ।
যুদ্ধায়াভিমুখা ভূত্বা যযুঃ সর্ব্বে যুযুৎসবঃ ॥ ৪১
রাবণো বিব্যথে রামবাণৈর্বিদ্ধো মহাসুরঃ ।
মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুড়েনেব পন্নগঃ ॥ ৪২

তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করত পবননন্দন হনুমান্‌কে বলিলেন,—মহাকপে! বৎস! আজ তোমার করুণায় আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণকে নিরাময় অর্থাৎ সুস্থ দেখিতে পাইলাম । ৩৮ ৩৯

এই কথা বলিয়া শ্রীরাম সুগ্রীব এবং বানরগণের সহিত বিভীষণের মতানুসারে যুদ্ধের জন্য যথাযথভাবে অর্থাৎ ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৪০

প্রস্তর, বৃক্ষ ও পর্ব্বতশিখরসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত বানরগণ যুদ্ধ কামনা করত শত্রুদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল । ৪১

মহাসুর রাবণ রামবাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত হইল এবং সিংহ কর্ত্তৃক হস্তীর ন্যায় ও গরুড় কর্ত্তৃক সর্পের ন্যায় মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া রাজা রাবণ গৃহে প্রত্যাগত হইল। তথায় সিংহাসনে উপবেশন করত রাবণ রাক্ষসগণকে এই কথা বলিল । ৪২-৪৩

অভিভূতোঽগমদ্ রাজা রাঘবেণ মহাত্মনা ।
সিংহাসনে সমাবিশ্য রাক্ষসানিদমব্রবীৎ ॥ ৪৩
মানুষেণৈব মে মৃত্যুমাহ পূর্ব্বং পিতামহঃ ।
মানুষো হি ন মাং হন্তুং শক্তোঽস্তি ভুবি কশ্চন ॥ ৪৪
ততো নারায়ণঃ সাক্ষান্মানুষোঽভূন্ন সংশয়ঃ ।
রামো দাশরথির্ভূত্বা মাং হন্তুং সমুপস্থিতঃ ॥ ৪৫
অনরণ্যেন যৎ পূর্ব্বং শপ্তোঽহং রাক্ষসেশ্বরাঃ ।
উৎপৎস্যতে চ মদ্বংশে পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৪৬

পিতামহ ব্রহ্মা (ব্রহ্মা রাবণের প্রপিতামহ—ব্রহ্মার মানস পুত্র পুলস্ত্য, তাঁহার পুত্র বিশ্রবা, তাঁহার পুত্র রাবণ।) পূর্ব্বে আমাকে বরদানকালে বলিয়াছেন যে মানুষেরই দ্বারা আমার মৃত্যু হইবে। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ আমাকে এই ভূতলে বধ করিতে সমর্থ হইবে না । ৪৪

সেইহেতু সাক্ষাৎ নারায়ণ মানুষ হইয়াছেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তিনি দশরথপুত্র রাম হইয়া আমাকে বধ করিবার জন্য আজ উপস্থিত হইয়াছেন । ৪৫

রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ! রাজা অনরণ্য যে পূর্ব্বে আমাকে শাপদান করিয়াছিলেন, "আমার বংশে সনাতন পরমাত্মা আবির্ভূত হইবেন, তিনিই তোমাকে পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবগণের সহিত বধ করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই" এই কথা আমাকে বলিয়া রাজা অনরণ্য স্বর্গে গমন করিলেন (১) । ৪৬-৪৭

(১) বৈবস্বতমনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, এই ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা সত্যব্রতের জন্ম হয়, ইনিই ত্রিশঙ্কু নামে পরে খ্যাত হন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র, তাঁহার পুত্র রোহিত, রোহিতের পুত্র হরিত, হরিতের পুত্র চঞ্চু, তাঁহার পুত্র রুরুক, রুরুকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র বাহু, এই বাহু গরের (বিষের) সহিত জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় ১। সগর (বাহুর যাদবী পত্নী ভৃগুবংশীয় ঊর্ব-ঋষির আশ্রমে এই সন্তান প্রসব করিয়া ছিলেন। দ্রষ্টব্য হরিবংশ পর্ব্বের চতুর্দ্দশাধ্যায়)। এই সগরের বহু পুত্র থাকিলেও তাঁহার বিদর্ভরাজকন্যা পত্নী কেশিনীর গর্ভে যে ২। অসমঞ্জস নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, সেই পুত্রই রাজা হন। ইনি পঞ্চজন নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। অসমঞ্জসের পুত্র ৩। অংশুমান, তাঁহার পুত্র ৪, দিলীপ, এই দিলীপ খট্টাঙ্গ নামেও প্রখ্যাত ছিলেন (শ্রীরামচন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপিতামহ দিলীপ হইতে ইনি ভিন্ন, কিন্তু ইনি সেই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন।) দিলীপের পুত্র ৫। ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ৬। শ্রুত, শ্রুতের পুত্র ৭। নাভাগ, তাঁহার পুত্র ৮। অম্বরীষ, তাঁহার পুত্র ৯। সিন্ধুদ্বীপ, তাঁহার পুত্র ১০। অযুতাজিৎ, তাঁহার পুত্র ১১। ঋতুপর্ণ (এই ঋতুপর্ণ রাজা নলের সখা ছিলেন। শ্রীরামের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল। ঋতুপর্ণ যে নলের সখা ছিলেন, তিনি বীরসেনপুত্র নল এবং এই নল রাজার উপাখ্যান সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।) তাঁহার পুত্র ১২। আর্ত্তপর্ণি, তাঁহার পুত্র ১৩। সুদাস, (এই সুদাস ইন্দ্রের সখা ছিলেন।) সুদাসের পুত্র ১৪। সৌদাস (এই সৌদাস কল্মাষ-পাদ ও মিত্রসহ নামে খ্যাত ছিলেন।) এই কল্মাষপাদের পুত্র ১৫। সর্ব্বকর্ম্মা, তাঁহার পুত্র ১৬। অনরণ্য (এই অযোধ্যাপতি অনরণ্যই মৃত্যুকালে রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে আমার বংশে শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া তোমাকে সবংশে বধ করিবেন।), অনরণ্যের পুত্র ১৭। নিঘ্ন, এই নিঘ্নের দুই জন পুত্র ছিল অনমিত্র এবং রঘু (এই রঘু শ্রীরামের প্রপিতামহ হইতে ভিন্ন।) অনমিত্রের পুত্রের নাম ১৯। দুলিদুহ, তাঁহার পুত্র ২০। দিলীপ

তেন ত্বং পুত্রপৌত্রৈশ্চ বান্ধবৈশ্চ সমন্বিতঃ ।
হনিষ্যসে ন সন্দেহ ইত্যুক্ত্বা মাং দিবং গতঃ ॥ ৪৭
স এব রামঃ সঞ্জাতো মদর্থে মাং হনিষ্যতি ।
কুম্ভকর্ণস্তু মূঢ়াত্মা সদা নিদ্রাবশং গতঃ ॥ ৪৮
তং বিবোধ্য মহাসত্ত্বমানয়ন্তু সমান্তিকম্ ।
ইত্যুক্তাস্তে মহাকায়াস্তূর্ণং গত্বা তু যত্নতঃ ॥ ৪৯
বিবোধ্য কুম্ভশ্রবণং নিন্যূ রাবণসন্নিধিম্ ।
নমস্কৃত্য স রাজানমাসনোপরি সংস্থিতঃ ॥৫০
তমাহ রাবণো রাজা ভ্রাতরং দীনয়া গিরা ।
কুম্ভকর্ণ নিবোধ ত্বং মহৎ কষ্টমুপস্থিতম্ ॥ ৫১
রামেণ নিহতাঃ শূরাঃ পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ বান্ধবাঃ ।
কিং কর্ত্তব্যমিদানীং মে মৃত্যুকাল উপস্থিতে ॥ ৫২
এষ দাশরথী রামঃ সুগ্রীবসহিতো বলী ।
সমুদ্রং সবলস্তীর্ত্বা মূলং নঃ পরিকৃন্ততি ॥ ৫৩
যে রাক্ষসা মুখ্যতমাস্তে হতা বানরৈর্য়ুধি ।
বানরাণাং ক্ষয়ং যুদ্ধে ন পশ্যামি কদাচন ॥ ৫৪
নাশয়স্ব মহাবাহো যদর্থং পরিবোধিতঃ ।
ভ্রাতুরর্থে মহাসত্ত্ব কুরু কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ॥ ৫৫
শ্রুত্বা তদ্রাক্ষসেন্দ্রস্য বচনং পরিদেবিতম্ ।
কুম্ভকর্ণো জহাসোচ্চৈর্বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৫৬
পুরা মন্ত্রবিচারে তে গদিতং যন্ময়া নৃপ ।
তদদ্য ত্বামুপগতং ফলং পাপস্য কর্ম্মণঃ ॥ ৫৭
পূর্ব্বমেব ময়া প্রোক্তো রামো নারায়ণঃ পরঃ ।
সীতা চ যোগমায়েতি বোধিতোঽপি ন বুধ্যসে ॥ ৫৮
একদাহং বনে সানৌ বিশালায়াং স্থিতো নিশি ।
দৃষ্টো ময়া মুনিঃ সাক্ষান্নারদো দিব্যদর্শনঃ ॥ ৫৯

সেই সনাতন পরমাত্মাই আমাকে বধ করিবার জন্য রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব এই রাম আমাকে বধ করিবেন। কিন্তু মূঢ়াত্মা কুম্ভকর্ণ সর্ব্বদা নিদ্রাবশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে (সুতরাং সে আমার এই বিপদসম্বন্ধে কিছুই জানে নাই ;) । ৪৮

তোমরা সেই মহাবল কুম্ভকর্ণকে জাগাইয়া আমার নিকট আনয়ন কর। রাবণ এই কথা বলিলে পর সেই বিশালদেহ রাক্ষসগণ সত্বর গমন করত যত্নের সহিত কুম্ভকর্ণকে জাগাইয়া রাবণের নিকট লইয়া আসিল। সেই কুম্ভকর্ণ রাজা রাবণকে প্রণাম করত আসনের উপরে উপবিষ্ট হইল । ৪৯-৫০

তদনন্তর রাজা রাবণ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে কাতরতাপূর্ণ বাক্যে বলিল,—কুম্ভকর্ণ! তুমি আমার কথা শ্রবণ কর, আমার মহাকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ আমি এখন গুরুতর কষ্টে পতিত হইয়াছি । ৫১

রাম আমার শৌর্য্যশালী বীর পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবগণকে বধ করিয়াছে। অতঃপর আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে, এখন আমার কি কর্ত্তব্য ? ৫২

এই দশরথনন্দন বলশালী শ্রীরাম সুগ্রীব ও সৈন্যবাহিনীর সহিত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া এখন আমাদের মূলোচ্ছেদ করিতেছে । ৫৩

যে সকল প্রধান প্রধান রাক্ষস ছিল, তাহারা সকলেই যুদ্ধে বানরগণের দ্বারা নিহত হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধে বানরগণের ক্ষয় আমি কখনও দেখিতে পাইতেছি না । ৫৪

মহাবাহো! আমি তোমাকে যে জন্য জাগরিত করিয়াছি, সেই আমার শত্রুসৈন্যগণকে তুমি বিনাশ কর। মহাবল কুম্ভকর্ণ! তুমি ভ্রাতার জন্য এই অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন কর । ৫৫

রাক্ষসরাজ রাবণের এই খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া কুম্ভকর্ণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিল এবং রাবণকে এই কথা বলিল । ৫৬

নৃপ! পূর্ব্বে আমি মন্ত্রণা করিবার সময় যে কথা তোমাকে বলিয়াছিলাম, সেই পাপ কর্ম্মের ফল আজ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে । ৫৭

আমি ত' তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাম সাক্ষাৎ পরমাত্মা নারায়ণ, আর এই সীতাদেবী যোগমায়া; তোমাকে ইহা বুঝাইলেও তুমি বুঝিতেছ না । ৫৮

একদিন আমি এক বিশাল পর্ব্বতশিখরে রাত্রিকালে (টীকাকার মতে হেমন্ত-রজনীতে) বসিয়া আছি, এমন সময় দিব্যদর্শন সাক্ষাৎ নারদ মুনিকে আমি তথায় দর্শন করিলাম । ৫৯

(ইনি শ্রীরামের বৃদ্ধ প্রপিতামহ), দিলীপের পুত্র ২১। রঘু, রঘুর পুত্র ২২। অজ, অজের পুত্র ২৩। দশরথ এবং দশরথের পুত্র ২৪। রাম। (সগর ও অনরণ্যের সহিত ভগবান্ শ্রীরামের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য হরিবংশের হরিবংশপর্ব্বের ১৪।১৫ অধ্যায়ের কিয়দংশ এস্থলে সংযোজিত হইল। সগর হইতে অধস্তন চতুর্বিংশতিতম পুরুষ হইলেন শ্রীরাম এবং অনরণ্য হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ।

তমব্রুবং মহাভাগ কুতো গন্তাসি মে বদ।
ইত্যুক্তো নারদঃ প্রাহ দেবানাং মন্ত্রণে স্থিতঃ ॥৬০
তত্রোৎপন্নমুদন্তং তে বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ।
যুবাভ্যাং পীড়িতা দেবাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুমুপাগতাঃ ॥ ৬১
উচুস্তে দেবদেবেশং স্তুত্বা ভক্ত্যা সমাহিতাঃ।
জহি রাবণমক্ষোভ্যং দেব ত্রৈলোক্যকণ্টকম্ ॥ ৬২
মানুষেণ মৃতিস্তস্য কল্পিতা ব্রহ্মণা পুরা।
অতস্ত্বং মানুষো ভূত্বা জহি রাবণকণ্টকম্ ॥ ৬৩
তথেত্যাহ মহাবিষ্ণুঃ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ।
জাতো রঘুকুলে দেবো রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ৬৪
স হনিষ্যতি বঃ সর্ব্বানিত্যুক্ত্বা প্রযযৌ মুনিঃ।
অতো জানীহি রামং ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৬৫
ত্যজ বৈরং ভজস্বাদ্য মায়ামানুষরূপিণম্।
ভজতো ভক্তিভাবেন প্রসীদতি রঘূত্তমঃ ॥ ৬৬
ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী।
ভক্তিহীনেন যৎ কিঞ্চিৎ কৃতং সর্ব্বমসৎসমম্ ॥ ৬৭
অবতারাঃ সুবহবো বিষ্ণোর্লীলানুকারিণঃ।
তেষাং সহস্রসদৃশো রামো জ্ঞানময়ঃ শিবঃ ॥ ৬৮
রামং ভজন্তি নিপুণা মনসা বচসানিশম্।
অনায়াসেন সংসারং তীর্ত্বা যান্তি হরেঃ পদম্ ॥ ৬৯
যে রামমেব সততং ভুবি শুদ্ধসত্ত্বা
ধ্যায়ন্তি তস্য চরিতানি পঠন্তি সন্তঃ।
মুক্তাস্ত এব ভবভোগমহাহিপাশৈঃ
সীতাপতেঃ পদমনন্তসুখং প্রয়ান্তি ॥৭০

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম,—মহাভাগ! আপনি এখন কোথা হইতে আসিতেছেন, তাহা আমাকে বলুন। আমি এই কথা বলিলে পর নারদ আমাকে বলিলেন,—যথায় দেবগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে ছিলেন, আমি তথায় ছিলাম (আমি এখন সেস্থান হইতেই আসিয়াছি)। ৬০

তথায় যে সব আলোচনা হইয়াছিল, আমি তৎ সমস্তই যথাযথভাবে বলিতেছি তুমি তাহা শ্রবণ কর। তোমাদের উভয়ের দ্বারা (রাবণ ও কুম্ভকর্ণের দ্বারা) পীড়িত হইয়া সমস্ত দেবগণ বিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হন। ৬১

তাঁহারা সকলে সমাহিতচিত্তে ভক্তি সহকারে তাঁহার স্তব করিয়া দেবদেবেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে বলিলেন,— জ্যোতির্ম্ময় ভগবন্! আপনি ত্রিলোকের কণ্টকস্বরূপ অক্ষোভ্য অর্থাৎ দুর্জয় রাবণকে বধ করুন। ৬২

পুরাকালে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা মানুষের দ্বারা তাহার মৃত্যুর বিধান করিয়াছেন, অতএব আপনি মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতের কণ্টকস্বরূপ রাবণকে বিনাশ করুন। ৬৩

তখন সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বর মহাবিষ্ণু 'তথাস্তু' বলিয়া দেবগণের বাক্য স্বীকার করিয়া লইলেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরাণপুরুষ রঘুবংশে অবতীর্ণ হইয়া 'রাম' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ৬৪

তিনি তোমাদের সকলকে বধ করিবেন, এই কথা বলিয়া মুনিবর নারদ প্রস্থিত হইলেন। অতএব তুমি রামকে সনাতন পরম ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। ৬৫

তুমি তাহার সহিত শত্রুতা ত্যাগ কর এবং অদ্য হইতে সেই মায়াবলে মনুষ্য রূপধারী শ্রীরামের ভজনা কর; কারণ, যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে তাঁহার ভজনা করে, রঘুত্তম রাম তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। ৬৬

এই ভক্তি জ্ঞান উৎপন্ন করে এবং এই ভক্তি মোক্ষও প্রদান করে। ভক্তিহীন হইয়া যদি কোনও সৎ কর্ম্মও করা যায়, তবে তাহা 'অসৎ' অর্থাৎ না করারই তুল্য বলিয়া জানিবে। ৬৭

লীলানুকারী বিষ্ণুর অসংখ্য অসংখ্য অবতার আছেন; কিন্তু এই জ্ঞানময় ও কল্যাণময় রাম সেইরূপ সহস্র অবতারের সদৃশ। ৬৮

যে সব নিপুণ ব্যক্তিগণ বাক্য ও মনের দ্বারা সর্ব্বদা শ্রীরামের ভজনা করেন, তাঁহারা অনায়াসেই সংসার পার হইয়া শ্রীহরির পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৬৯

যে সব বিশুদ্ধচিত্ত সৎপুরুষগণ এই ভূতলে সর্ব্বদা শ্রীরামকেই ধ্যান করেন এবং তাঁহার চরিত্রবর্ণনাত্মক রামায়ণাদি পাঠ করেন, তাঁহারাই সংসারের ভোগরাশিস্বরূপ যে মহানাগ পাশ, সেই মহানাগ পাশ হইতে মুক্ত হইয়া যান এবং সীতাপতির অনন্ত সুখময় পদ অর্থাৎ ধামে গমন করিয়া থাকেন। ৭০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

[কুম্ভকর্ণস্য যুদ্ধে আগমনম্, শ্রীরামেণ কুম্ভকর্ণস্য বিনাশঃ, শ্রীরামসমীপে নারদস্যাগমনম্, নিকুম্ভিলাগারে মেঘনাদস্য যজ্ঞানুষ্ঠানঞ্চ ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

কুম্ভকর্ণবচঃ শ্রুত্বা ভ্রুকুটীবিকটাননঃ ।
দশগ্রীবো জগাদেদমাসনাদুৎপতন্নিব ॥ ১
ত্বমানীতো ন মে জ্ঞানবোধনায় সুবুদ্ধিমান্ ।
ময়া কৃতং সমীকৃত্য যুধ্যস্ব যদি রোচতে ॥ ২
নো চেদ্ গচ্ছ সুষুপ্ত্যর্থং নিদ্রা ত্বাং বাধতেঽধুনা ।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ॥ ৩
রুষ্টোঽয়মিতি বিজ্ঞায় তূর্ণং যুদ্ধায় নির্যযৌ ।
স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং মহাপর্ব্বতসন্নিভঃ ॥ ৪
নির্যযৌ নগরাত্তূর্ণং ভীষয়ন্ হরিসৈনিকান্ ।
স ননাদ মহানাদং সমুদ্রমভিনাদয়ন্ ॥ ৫
বানরান্ কালয়ামাস বাহুভ্যাং ভক্ষয়ন্ রুষা ।
কুম্ভকর্ণং তদা দৃষ্ট্বা সপক্ষমিব পর্ব্বতম্ ॥ ৬
দুদ্রুবুর্বানরাঃ সর্ব্বে কালান্তকমিবাখিলাঃ ।
ভ্রমন্তং হরিবাহিন্যাং মুদ্গরেণ মহাবলম্ ॥ ৭
কালয়ন্তং হরীন্ বেগাদ্ ভক্ষয়ন্তং সমন্ততঃ ।
চূর্ণয়ন্তং মুদ্গরেণ পাণিপাদৈরনেকধা ॥ ৮
কুম্ভকর্ণং তদা দৃষ্ট্বা গদাপাণির্বিভীষণঃ ।
ননাম চরণৌ তস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য বুদ্ধিমান্ ॥ ৯
বিভীষণোঽহং ভ্রাতর্মে দয়াং কুরু মহামতে ।
রাবণস্তু ময়া ভ্রাতর্বহুধা পরিবোধিতঃ ॥ ১০
সীতাং দেহীতি রামায় রামঃ সাক্ষাজ্জনার্দ্দনঃ ।
ন শৃণোতি চ মাং হন্তুং খড়্গমুদ্যম্য চোক্তবান্ ॥ ১১
ধিক্ ত্বাং গচ্ছেতি মাং হত্বা পদা পাপিভিরাবৃতঃ ।
চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং রামং শরণমাগতঃ ॥ ১২

অষ্টম অধ্যায় ।

[কুম্ভকর্ণের যুদ্ধে আগমন, শ্রীরামকর্তৃক কুম্ভকর্ণের বিনাশ, রামের নিকট নারদের আগমন এবং নিকুম্ভিলাগারে মেঘনাদের যজ্ঞানুষ্ঠান ।]

দশানন রাবণ কুম্ভকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে ভ্রূভঙ্গি করিলে পর তাহার বদন বিকরাল হইয়া উঠিল। তখন রাবণ নিজের সিংহাসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়াই এই কথা বলিল । ১

তুমি যে অতিশয় বুদ্ধিমান্, তাহা আমি জানি ; কিন্তু আমাকে জ্ঞান দান করিবার জন্য তোমাকে জাগাইয়া আনি নাই। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা মানিয়া লইয়া যদি ভাল লাগে, তবে যুদ্ধ কর । ২

নতুবা তুমি নিদ্রা যাইবার জন্য গমন কর ; কারণ, নিদ্রা তোমাকে এখন পীড়িত করিতেছে (অথবা নিদ্রাই তোমাকে আমার আদেশ পালনে বাধাদান করিতেছে ।) রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল কুম্ভকর্ণ 'ইনি রুষ্ট হইয়াছেন' ইহা জানিতে পারিয়া যুদ্ধের জন্য নির্গত হইল। সেই মহাপর্ব্বতাকার কুম্ভকর্ণ লঙ্কানগরীর প্রাকার লঙ্ঘন করত বানরসৈন্যগণকে ভীতসন্ত্রাসিত করিতে করিতে নগর হইতে সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইল এবং সমুদ্রকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সে সিংহনাদ করিতে লাগিল । ৩-৫

কুম্ভকর্ণ রোষসহকারে দুইহস্তে বানরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সেই সময় সমস্ত প্রাণিগণ যেরূপ কালান্তক যমকে (অথবা কাল ও অন্তককে) দেখিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ বানরগণ পক্ষযুক্ত পর্ব্বততুল্য বিশালদেহ এই কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল কুম্ভকর্ণ বানরসৈন্যবাহিনী মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, সবেগে মুদ্গর প্রহার করত বানরগণকে সংহার করিতে করিতে, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে করিতে এবং মুদ্গর, হস্ত ও পাদপ্রহারে চতুর্দ্দিকে বানরবাহিনীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে করিতে যুদ্ধরত দেখিয়া বুদ্ধিমান্ বিভীষণ হস্তে গদা ধারণ করত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের দুই চরণে প্রণত হইলেন । ৬-৯

ভ্রাতঃ! আমি বিভীষণ (প্রণাম করিলাম)। মহামতে! আপনি আমাকে দয়া করুন। ভ্রাতঃ! আমি রাবণকে বহুভাবে বুঝাইয়াছিলাম । ১০

আপনি রামকে সীতা প্রদান করুন ; কারণ, এই রাম সাক্ষাৎ নারায়ণ'—আমি এইভাবে যুক্তিযুক্ত কথা বলিলেও রাবণ পাপী মন্ত্রিগণে পরিবৃত থাকায় (তাঁহার বিচার বুদ্ধিও পাপপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া) আমার কোনও কথাই শ্রবণ করেন নাই ; খড়্গ উত্তোলিত করিয়া আমাকে পদাঘাত করত এই কথা বলিলেন—'তোমাকে ধিক্', অতএব তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও অর্থাৎ দূর হও। সেইজন্য আমি চারিজন মন্ত্রীর সহিত আসিয়া শ্রীরামের শরণ গ্রহণ করিয়াছি । ১১-১২

তচ্ছ্রুত্বা কুম্ভকর্ণোঽপি জ্ঞাত্বা ভ্রাতরমাগতম্ ।
সমালিঙ্গ্যাহ বৎস ত্বং জীব রামপদাশ্রয়ঃ ॥ ১৩
কুলসংরক্ষণার্থায় রাক্ষসানাং হিতায় চ ।
মহাভাগবতোঽসি ত্বং পুরা মে নারদাচ্ছ্রুতম্ ॥ ১৪
গচ্ছ তাত মমেদানীং দৃশ্যতে ন চ কিঞ্চন ।
মদীয়ো বা পরো বাপি মদমত্তবিলোচনঃ ॥ ১৫
ইত্যুক্তোঽশ্রুমুখো ভ্রাতুশ্চরণাবভিবন্দ্য সঃ ।
রামপার্শ্বমুপাগত্য চিন্তাপর উপস্থিতঃ ॥ ১৬
কুম্ভকর্ণোঽপি হস্তাভ্যাং পাদাভ্যাং পেষয়ন্ হরীন্ ।
চচার বানরীং সেনাং কালয়ন্ গন্ধহস্তিবৎ ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা তং রাঘবঃ ক্রুদ্ধো বায়ব্যং শস্ত্রমাদরাৎ ।
চিক্ষেপ কুম্ভকর্ণায় তেন চিচ্ছেদ রক্ষসঃ ॥ ১৮
সমুদ্গরং দক্ষহস্তং তেন ঘোরং ননাদ সঃ ।
স হস্তঃ পতিতো ভূমাবনেকান্ মর্দ্দয়ন্ কপীন্ ॥ ১৯

এই কথা শ্রবণ করত কুম্ভকর্ণও ভ্রাতা বিভীষণ আসিয়াছে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিল—বৎস ! বংশ রক্ষার জন্ত এবং রাক্ষসগণের মঙ্গলের জন্ত তুমি রামপদের আশ্রয় গ্রহণ করত জীবিত থাক । তুমি মহাভাগবত, ইহা আমি পূর্ব্বে নারদের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি । ১৩-১৪

বৎস ! তুমি এখন আমার নিকট হইতে সরিয়া যাও ; কারণ, আমার নয়নদ্বয় মদমত্ত রহিয়াছে, সুতরাং কে আমার স্বপক্ষ অর্থাৎ মিত্র এবং পরপক্ষ অর্থাৎ শত্রু, ইহা দেখিতে (বুঝিতে) পাইতেছি না (পারিতেছি না) । ১৫

কুম্ভকর্ণ এই কথা বলিলে পর সেই বিভীষণ অশ্রুপূর্ণবদনে ভ্রাতার চরণদ্বয় বন্দনা করিয়া চিন্তিতমনে রামের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ১৬

কুম্ভকর্ণও দুই হস্ত এবং দুই পাদের দ্বারা বানরগণকে পেষণ করিতে করিতে মদমত্ত হস্তীর ন্তায় বানরসৈন্তবাহিনীকে পীড়িত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল । ১৭

কুম্ভকর্ণকে এইভাবে বানরসৈন্তবাহিনী মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যত্নসহকারে তাহার উপর বায়ব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন এবং এই অস্ত্রে রাক্ষস কুম্ভকর্ণের মুদ্গরের সহিত দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিলেন । এই দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইলে পর সেই কুম্ভকর্ণ ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া উঠিল । অন্ত দিকে সেই ছিন্ন হস্ত বহু বানরগণকে মর্দিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল । ১৮-১৯

পর্য্যন্তমাশ্রিতাঃ সর্ব্বে বানরা ভয়বেপিতাঃ ।
রাম-রাক্ষসয়োর্যুদ্ধং পশ্যন্তঃ পর্য্যবস্থিতাঃ ॥ ২০
কুম্ভকর্ণশ্ছিন্নহস্তঃ শালমুদ্যম্য বেগতঃ ।
সমরে রাঘবং হন্তুং দুদ্রাব তমথোঽচ্ছিনৎ ॥ ২১
শালেন সহিতং বামহস্তমৈন্দ্রেণ রাঘবঃ ।
ছিন্নবাহুমথায়ান্তং নর্দ্দন্তং বীক্ষ্য রাঘবঃ ॥ ২২
দ্বাবর্দ্ধচন্দ্রৌ নিশিতাবাদায়াস্য পদদ্বয়ম্ ।
চিচ্ছেদ পতিতৌ পাদৌ লঙ্কাদ্বারি মহাস্বনৌ ॥ ২৩
নিকৃত্তপাণিপাদোঽপি কুম্ভকর্ণোঽতিভীষণঃ ।
বড়বামুখবদ্বক্ত্রং ব্যাদায় রঘুনন্দনম্ ॥ ২৪
অভিদুদ্রাব নিনদন্ রাহুশ্চন্দ্রমসং যথা ।
অপূরয়ৎ শিতাগ্রৈশ্চ সায়কৈস্তদ্রঘূত্তমঃ ॥ ২৫
শরপূরিতবক্ত্রোঽসৌ চুক্রোশাতিভয়ঙ্করঃ ।
অথ সূর্য্যপ্রতীকাশমৈন্দ্রং শরমনুত্তমম্ ॥ ২৬

তখন সমস্ত বানরগণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রণক্ষেত্রের শেষভাগে যাইয়া অবস্থান করত তথা হইতে শ্রীরাম ও রাক্ষস কুম্ভকর্ণ—এই উভয়ের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল । ২০

রাক্ষস কুম্ভকর্ণ নিজের দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইলে বাম হস্তের দ্বারা এক শালবৃক্ষ উত্তোলিত করিয়া যুদ্ধে রাঘবকে বধ করিবার জন্ত সবেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল । তখন রাম ঐন্দ্র অস্ত্রের দ্বারা কুম্ভকর্ণের শালবৃক্ষসহ বাম হস্ত ছেদন করিয়া দিলেন । তদনন্তর ছিন্নবাহু কুম্ভকর্ণকে গর্জন করিতে করিতে আসিতে দেখিয়া রাম দুইটি নিশিত অর্দ্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা কুম্ভকর্ণের দুইপদ ছেদন করিলেন । তখন ছিন্ন সেই দুই পদ প্রচণ্ড শব্দ সহকারে লঙ্কার দ্বারদেশে যাইয়া পতিত হইল । ২১-২৩

হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় ছিন্ন হইয়া যাইলেও অতিভীষণাকৃতি কুম্ভকর্ণ রাহু যেরূপ চন্দ্রকে গ্রাস করিবার জন্ত মুখব্যাদান ধাবিত হয়, সেইরূপ মুখব্যাদান করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে রামের দিকে সবেগে যাইতে লাগিল । তখন রঘূত্তম রাম তীক্ষাগ্র বাণসমূহে কুম্ভকর্ণের মুখ (মুখবিবর) পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন । রামবাণসমূহে বদন পূর্ণ হইয়া যাইলে সেই অতিশয় ভয়ঙ্কর কুম্ভকর্ণ চীৎকার করিতে লাগিল । তদনন্তর রাম দেবদ্বেষী কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর জন্ত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এবং বজ্র অশনিসদৃশ ভয়ঙ্কর সর্ব্বোত্তম ঐন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন । বজ্র যেরূপ বৃত্রাসুরকে ছেদন করিয়াছিল, সেইরূপ এই রাম-নিক্ষিপ্ত ঐন্দ্র বাণ রাক্ষসাধিপতি কুম্ভকর্ণের কুণ্ডলমণ্ডিত ও

বজ্রাশনিসমং রামশ্চিক্ষেপাসুরমৃত্যবে ।
স তৎপর্ব্বতসঙ্কাশং স্ফুরৎকুণ্ডলদংষ্ট্রকম্ ॥ ২৭
চকর্ত্ত রক্ষোঽধিপতেঃ শিরো বৃত্রমিবাশনিঃ ।
তচ্ছিরঃ পতিতং লঙ্কাদ্বারি কায়ো মহোদধৌ ॥ ২৮
শিরোঽস্য রোধয়দ্দ্বারং কায়ো নক্রাংশ্চচূর্ণয়ৎ ॥ ২৯
ততো দেবাঃ সঋষয়ো গন্ধর্ব্বাঃ পন্নগাঃ খগাঃ ।
সিদ্ধা যক্ষা গুহ্যকাশ্চ অপ্সরোভিশ্চ রাঘবম্ ।
ঈড়িরে কুসুমাসারৈর্ব্বর্ষন্তশ্চাভিনন্দিতাঃ ॥ ৩০
আজগাম তদা রামং দ্রষ্টুং দেবমুনীশ্বরঃ ।
নারদো গগনাত্তূর্ণং স্বভাসা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ৩১
রামমিন্দীবরশ্যামমুদারাঙ্গং ধনুর্দ্ধরম্ ।
ঈষত্তাম্রবিশালাক্ষমৈন্দ্রাস্ত্রাঞ্চিতবাহুকম্ ॥ ৩২
দয়ার্দ্রদৃষ্ট্যা পশ্যন্তং বানরান্ শরপীড়িতান্ ।
দৃষ্ট্বা গদ্গদয়া বাচা ভক্ত্যা স্তোতুং প্রচক্রমে ॥ ৩৩

নারদ উবাচ ।

দেবদেব জগন্নাথ পরমাত্মন্ সনাতন ।
নারায়ণাখিলাধার বিশ্বসাক্ষিন্নমোঽস্তু তে ॥ ৩৪
বিশুদ্ধজ্ঞানরূপোঽপি ত্বং লোকানতিবঞ্চয়ন্ ।
মায়য়া মনুজাকারঃ সুখদুঃখাদিমানিব ॥ ৩৫
ত্বং মায়য়া গুহ্যমানঃ সর্ব্বেষাং হৃদি সংস্থিতঃ ।
স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবস্ত্বং ব্যক্ত এবামলাত্মনাম্ ॥ ৩৬
উন্মীলয়ন্ সৃজস্যেতন্নেত্রে রাম জগৎত্রয়ম্ ।
উপসংহ্রিয়তে সর্ব্বং ত্বয়া চক্ষুর্নিমীলনাৎ ॥ ৩৭
যস্মিন্ সর্ব্বমিদং ভাতি যতশ্চৈতচ্চরাচরম্ ।
যস্মান্ন কিঞ্চিল্লোকেঽস্মিন্ তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩৮
প্রকৃতিং পুরুষং কালং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণম্ ।
যং জানন্তি মুনিশ্রেষ্ঠাস্তস্মৈ রামায় তে নমঃ ॥ ৩৯

দন্তপঙ্‌ক্তিসুশোভিত পর্ব্বততুল্য বিশাল মস্তক ছেদন করিল। বাণের আঘাতবেগে তখন সেই কুম্ভকর্ণের মস্তক লঙ্কানগরীর দ্বারে গিয়া পতিত হইল এবং দেহ (মস্তক, পদদ্বয় ও হস্তদ্বয়-বিহীন) মহাসাগরে গিয়া পতিত হইল। কুম্ভকর্ণের এই মস্তক লঙ্কা নগরীর দ্বার রুদ্ধ করিল এবং দেহ সাগরস্থিত কুমীরাদি জলজন্তুদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল। ২৪-২৯

তদনন্তর দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সর্প, পক্ষী (কিংবা আকাশচারী দিব্য প্রাণিগণ), সিদ্ধ, যক্ষ গুহ্যক ও অপ্সরাগণ রঘুনন্দন রামের উপর পুষ্পধারা বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৩০

সেই সময় দেবর্ষি শ্রেষ্ঠ নারদ শ্রীরামকে দর্শন করিবার জন্য স্বীয় দিব্য অঙ্গজ্যোতিতে দিক্‌সকল উদ্‌ভাসিত করিতে করিতে আকাশ হইতে সত্বর মর্ত্তে শুভাগমন করিলেন। ৩১

ইন্দীবরের (নীলপদ্মের) ন্যায় শ্যামবর্ণ, উদারাঙ্গ (মনোরম অঙ্গবিশিষ্ট বা সাক্ষাৎ উদারমূর্ত্তি), ধনুর্দ্ধর, ঈষৎ তাম্রবর্ণ ও বিশাল নয়নশোভিত এবং হস্তে ঐন্দ্রবাণভূষিত, দয়াবিগলিত দৃষ্টিতে বাণপীড়িত বানরগণকে নিরীক্ষণকারী শ্রীরামকে ভক্তি-গদ্‌গদবাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩২-৩৩

নারদ বলিলেন,—হে সনাতন পরমাত্মন্! আপনি জগতের নাথ (রক্ষক ও পালক) এবং হিরণ্যগর্ভাদি দেবগণেরও দেবতা (আরাধ্যনিধি)। হে নারায়ণ! আপনি অখিলাধার—সকলেরই আধার (আশ্রয়) ও বিশ্বসাক্ষী অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী বলিয়া জগতের সাক্ষী, অতএব আপনাকে প্রণাম করি। ৩৪

আপনি বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও স্বীয় মায়াবলে মনুষ্যাকার ধারণ করত লোকসকলকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদিগের নিকট সুখ-দুঃখ ভোগকারী সাধারণ মানুষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। ৩৫

আপনি সকলের হৃদয়বাসী অন্তর্য্যামী এবং স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ হইয়াও মায়াবলে গূঢ় হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু যাহারা নির্ম্মলাত্মা সেই সব ভক্তগণের নিকট আপনি ব্যক্ত হইয়া বিরাজ করেন। ৩৬

হে রাম! আপনি নয়নদ্বয় উন্মীলত করিলেই জগৎত্রয়ের সৃষ্টি এবং নিমীলন করিলে সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকেন অর্থাৎ জগৎত্রয়ের সৃষ্টি ও সংহার লীলা আপনার নেত্রপলকের ব্যাপার মাত্র। ৩৭

যাহা হইতে এই চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমময়) জগৎ উৎপন্ন হইয়া যাহাতে এই সবকিছুই প্রকাশিত হইতেছে এবং এ জগতে যাহা হইতে অতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই (অতএব 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম') আপনি সেই ব্রহ্মস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। ৩৮

মুনিশ্রেষ্ঠগণ যাহাকে প্রকৃতি, পুরুষ, কাল, ব্যক্তস্বরূপ—পঞ্চভূতময় জগদাদি ও অব্যক্তস্বরূপ—ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, আপনি সেই শ্রীরাম, আপনাকে নমস্কার করি। ৩৯

বিকাররহিতং শুদ্ধং জ্ঞানরূপং শ্রুতির্জগৌ।
ত্বাং সর্ব্বজগদাকারমূর্ত্তিং চাপ্যাহ সা শ্রুতিঃ ॥৪০
বিরোধো দৃশ্যতে দেব বৈদিকো বেদবাদিনাম্।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি ত্বৎপ্রসাদং বিনা বুধাঃ ॥ ৪১
মায়য়া ক্রীড়তো দেব ন বিরোধো মনাগপি।
রশ্মিজালং রবের্যদ্বদ্দৃশ্যতে জলবদ্ ভ্রমাৎ।
ভ্রান্তিজ্ঞানাত্তথা রাম ত্বয়ি সর্ব্বং প্রকল্প্যতে ॥ ৪২
মনসোঽবিষয়ো দেব রূপং তে নির্গুণং পরম্।
কথং দৃশ্যং ভবেদ্দেব দৃশ্যাভাবে ভজেৎ কথম্ ॥ ৪৩
অতস্তবাবতারেষু রূপাণি নিপুণা ভুবি।
ভজন্তি বুদ্ধিসম্পন্নাস্তরন্ত্যেব ভবার্ণবম্ ॥ ৪৪
কামক্রোধাদয়স্তত্র বহবঃ পরিপন্থিনঃ ॥৪৫
ভীষয়ন্তি তদা চেতো মার্জ্জারা মূষকং যথা।
ত্বন্নাম স্মরতাং নিত্যং ত্বদ্রূপমপি মানসে ॥ ৪৬
ত্বৎপূজানিরতানাং তে কথামৃতপরাত্মনাম্।
ত্বদ্ভক্তসঙ্গিনাং রাম সংসারো গোষ্পদায়তে ॥ ৪৭
অতস্তে সগুণং রূপং ধ্যাত্বাহং সর্ব্বদা হৃদি।
মুক্তশ্চরামি লোকেষু পূজ্যোঽহং সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥ ৪৮
রাম ত্বয়া মহৎ কার্য্যং কৃতং দেবহিতেচ্ছয়া।
কুম্ভকর্ণবধেনাদ্য ভূভারোঽহং গতঃ প্রভো ॥ ৪৯
শ্বো হনিষ্যতি সৌমিত্রিরিন্দ্রজেতারমাহবে।
হনিষ্যসেঽথ রামত্বং পরশ্বো দশকন্ধরম্ ॥ ৫০
পশ্যামি সর্ব্বং দেবেশ সিদ্ধৈঃ সহ নভোগতঃ।
অনুগৃহীষ মাং দেব গমিষ্যামি সুরালয়ম্ ॥ ৫১

যে শ্রুতি (বেদ) আপনাকে নির্বিকার শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই শ্রুতিই আবার আপনাকে দৃষ্টি-গোচর সর্ব্ব জগৎস্বরূপ বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। ৪০

দেব। বেদবাদী ব্যক্তিগণের এই যে বৈদিক মতবাদ, ইহাতে এইভাবে বিরোধ দেখা যায়; সেই কারণে পণ্ডিতগণ আপনার করুণা ব্যতীত এই উভয় পক্ষমধ্যে প্রকৃত তত্ত্বের নিশ্চয় করিতে পারেন না। ৪১

দেব। এ বিষয়ে কিন্তু ঈষৎও বিরোধ নাই; আপনি যখন মায়া অবলম্বন করিয়া লীলা করেন, তখন আপনি 'সাকার' পরন্তু আপনি নিরাকার অর্থাৎ নিরাকার হইয়াও আপনি লীলা করিবার মানসে মায়াবলে সাকার হন; সুতরাং ইহাতে অল্পও বিরোধ নাই। রাম। মরুভূমিতে সূর্য্যের রশ্মিজাল যেরূপ জলের ভ্রম উৎপাদন করে অর্থাৎ মরীচিকার জলভ্রম হয়, সেইরূপ ভ্রমজ্ঞানবশতঃ আপনার মধ্যে সমস্ত জগৎ কল্পিত হইয়া থাকে। ৪২

দেব। আপনার নির্গুণ রূপ শ্রেষ্ঠ এবং মনের অগোচর। দেব। আপনার সেই মনের অগোচররূপ দৃশ্য হইবে কিরূপে? আর যদি দৃশ্য-ই না হয়, তবে তাহার ভজনা কিভাবে হইবে? ৪৩

অতএব এই ভূতলে আপনি যে সকল রূপে (মৎস্যাদিরূপে) অবতীর্ণ হইয়াছেন, বুদ্ধিমান্ নিপুণব্যক্তিগণ সেই সমস্ত রূপ ভজনা করেন এবং এইভাবে এই ভবসাগর পার হইয়া যান। ৪৪

কিন্তু এই আপনার ভজনে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বহু পরিপন্থী (ভজনবিঘ্নকারী শত্রু) আছে। মার্জার (বিড়াল) যেরূপ মূষিককে (ইঁদুরকে) ভয় দেখায়, সেইরূপ সব শত্রু চিত্তকে (অন্তঃকরণকে যোগশাস্ত্রে চারভাগে ভাগ করা হইয়াছে—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। মনের কার্য্য সঙ্কল্প-বিকল্প, বুদ্ধির কার্য্য—সে বিষয়ে স্থির করা, চিত্তের কার্য্য—বুদ্ধিদ্বারা স্থিরীকৃত বিষয়ের আধার হওয়া এবং অহঙ্কারের কার্য্য—'আমি করি' ইত্যাকার জ্ঞান) ভয় দেখায় অর্থাৎ ভজন করিবার আগ্রহকে নষ্ট করিয়া দেয়। রাম। কিন্তু যাঁহারা আপনার নাম স্মরণ করেন, নিত্য আপনার রূপ মনে মনে ধ্যান করেন, আপনার পূজায় নিরত থাকেন, আপনার লীলাকথামৃত পানে তৎপর থাকেন এবং আপনার ভক্তগণের সঙ্গ করেন, তাঁহারা এই সংসার-সাগরকে গোষ্পদের ন্যায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া যান অর্থাৎ এই সংসারসাগরও গোষ্পদতুল্য হইয়া যায়। ৪৫-৪৭

অতএব আমি সর্ব্বদা আপনার সগুণ রূপ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছি এবং সমস্ত দেবগণের পূজ্য হইয়া আমি এখন লোকসমূহে বিচরণ করিতেছি। ৪৮

রাম। আপনি দেবগণের মঙ্গল কামনা করিয়া আজ এক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। হে প্রভো। আপনি কুম্ভকর্ণকে বধ করায় আজ ভূভার অনেকাংশে অপসৃত হইল। ৪৯

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ আগামীকাল যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবে। রাম। তারপর আপনি আগামী পরশ্ব দিনে দশাননকে বধ করিবেন। (এইস্থলে 'কল্য' ও 'পরশ্ব' শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রজিৎ ও রাবণের মৃত্যু আসন্ন; এবং অগ্রে ইন্দ্রজিৎ ও পরে রাবণ নিহত হইবে। প্রকৃতপক্ষে তিনদিন যুদ্ধের পর ইন্দ্রজিৎ এবং আঠার দিন যুদ্ধের পর রাবণ নিহত হয়। এবিষয়ে বাল্মীকি এবং অগ্নিবেশ্য দ্রষ্টব্য)। ৫০

দেবেশ্বর। আমি সিদ্ধগণের সহিত অন্তরিক্ষে অবস্থান করত আপনার লীলাকর্ম সমস্তই দর্শন করিতেছি। জ্যোতির্ময় ভগবন্। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে অনুমতি করুন, আমি এখন দেবলোকে গমন করিব। ৫১

ইত্যুক্ত্বা রামমামন্ত্র্য নারদো ভগবানৃষিঃ।
যযৌ দেবৈঃ পূজ্যমানো ব্রহ্মলোকমকল্মষম্ ॥ ৫২
ভ্রাতরং নিহতং শ্রুত্বা কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
রাবণঃ শোকসন্তপ্তো রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ৫৩
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমাবুত্থায় বিললাপ হ।
পিতৃব্যং নিহতং শ্রুত্বা পিতরং চাতিবিহ্বলম্ ॥ ৫৪
ইন্দ্রজিৎ প্রাহ শোকার্ত্তং ত্যজ শোকং মহামতে।
ময়ি জীবতি রাজেন্দ্র মেঘনাদে মহাবলে ॥ ৫৫
দুঃখস্যাবসরঃ কুত্র দেবান্তক মহামতে।
ব্যেতু তে দুঃখমখিলং স্বস্থো ভব মহীপতে ॥ ৫৬
সর্ব্বং সমীকরিষ্যামি হনিষ্যামি চ বৈ রিপূন্।
গত্বা নিকুম্ভিলাং সদ্যস্তর্পয়িত্বা হুতাশনম্ ॥ ৫৭
লব্ধ্বা রথাদিকং তস্মাদজেয়োঽহং ভবাম্যরেঃ।
ইত্যুক্ত্বা ত্বরিতং গত্বা নির্দ্দিষ্টং হবনস্থলম্ ॥ ৫৮
রক্তমাল্যাম্বরধরো রক্তগন্ধানুলেপনঃ।
নিকুম্ভিলাস্থলে মৌনী হবনায়োপচক্রমে।
বিভীষণোঽথ তচ্ছ্রুত্বা মেঘনাদস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৫৯
প্রাহ রামায় সকলং হোমারম্ভং দুরাত্মনঃ।
সমাপ্যতে চেদ্ধোমোঽয়ং মেঘনাদস্য দুর্ম্মতেঃ।
তদাজেয়ো ভবেদ্ রাম মেঘনাদঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৬০
অতঃ শীঘ্রং লক্ষ্মণেন ঘাতয়িষ্যামি রাবণিম্।
আজ্ঞাপয় ময়া সার্দ্ধং লক্ষ্মণং বলিনাং বরম্।
হনিষ্যতি ন সন্দেহো মেঘনাদং তবানুজঃ ॥ ৬১

শ্রীরামচন্দ্র উবাচ।

অহমেব গমিষ্যামি হন্তুমিন্দ্রজিতং রিপুম্।
আগ্নেয়েন মহাস্ত্রেণ সর্ব্বরাক্ষসঘাতিনা ॥ ৬২
বিভীষণোঽপি তং প্রাহ নাসাবন্যৈর্নিহন্যতে।
যস্তু দ্বাদশবর্ষাণি নিদ্রাহারবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬৩
তেনৈব মৃত্যুর্নির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মণাস্য দুরাত্মনঃ।
লক্ষ্মণস্তু অযোধ্যায়া নির্গম্যায়াত্ত্বয়া সহ ॥ ৬৪

এই কথা বলিয়া ঋষিপ্রবর ভগবান্ নারদ রামের নিকট হইতে গমনের অনুমতি গ্রহণ করত দেবগণের দ্বারা পূজিত হইতে হইতে পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৫২

এদিকে রাবণ অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী রামের দ্বারা মহাবল ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ নিহত হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শোকে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। কিয়ৎকাল পরে উত্থিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। পিতৃব্য কুম্ভকর্ণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ও পিতা রাবণকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ শোকার্ত্ত পিতাকে বলিল—মহামতে! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। মহামতি দেবান্তক রাজেন্দ্র! মহাবল মেঘনাদ আমি জীবিত থাকিতে আপনার দুঃখের অবসর কোথায়? ভূপতে! আপনার সমস্ত দুঃখের অবসান হউক এবং আপনি এখন স্বস্থ হউন। ৫৩-৫৬

আমি সব কিছু সমীকরণ করিব অর্থাৎ আজ আপনি যেরূপ ভ্রাতৃহত্যাজনিত শোকে ব্যাকুল হইয়াছেন, সেইরূপ আমি লক্ষ্মণকে বধ করিয়া আপনার প্রধান শত্রু রামকেও ভ্রাতৃবধ-জনিত শোকে অভিভূত করিব এবং সমস্ত শত্রুদিগকে বধ করিব। আমি এখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গমন করত অগ্নিদেবের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে সাংগ্রামিক রথাদি লাভ করিয়া যুদ্ধ করিব, তাহা হইলেই আমি শত্রুর নিকট যুদ্ধে 'অজেয়' হইয়া থাকিব, এই কথা বলিয়া মেঘনাদ ত্বরা সহকারে নির্দিষ্ট হবনস্থলে গমন করত রক্তবর্ণ বস্ত্র ও মাল্য ধারণ করিয়া এবং রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়া মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলাস্থলে হোম করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এদিকে বিভীষণ মেঘনাদের এই উদ্যোগের সংবাদ চরমুখে শ্রবণ করিয়া রামকে দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের হোমারম্ভের সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। বিভীষণ আরও বলিলেন,—রাম দুর্মতি মেঘনাদের এই হোম যদি সমাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই মেঘনাদ সুরাসুর সকলেরই 'অজেয়' হইয়া উঠিবে। ৫৭-৬০

অতএব আমি শীঘ্র লক্ষ্মণকে দিয়া রাবণপুত্র মেঘনাদকে বধ করাইব। আপনি বলবান্ বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে আমার সহিত গমন করিতে আজ্ঞা করুন, আপনার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিতে সমর্থ হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬১

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—আমিই সর্ব্ব রাক্ষসঘাতী আগ্নেয়নামক মহাস্ত্রের দ্বারা শত্রু ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার জন্য গমন করিব। ৬২

তখন বিভীষণও সেই শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন,—প্রভো! এই ইন্দ্রজিৎ অন্য কাহারও দ্বারা নিধনযোগ্য নহে। যে ব্যক্তি বার বৎসর যাবৎ আহার ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, সেই ব্যক্তির দ্বারা এই দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর বিধান স্বয়ং বিধাতা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই লক্ষ্মণ আপনার সহিত অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছেন। ৬৩-৬৪

তদাদি নিদ্রাহারাদীন্ন জানাতি রঘূত্তমঃ।
সেবার্থং তব রাজেন্দ্র জ্ঞাতং সর্ব্বমিদং ময়া ॥ ৬৫
তদাজ্ঞাপয় দেবেশ লক্ষ্মণং ত্বরয়া ময়া।
হনিষ্যতি ন সন্দেহঃ শেষঃ সাক্ষাদ্ধরাধরঃ ॥ ৬৬

ত্বমেব সাক্ষাজ্জগতামধীশো
নারায়ণো লক্ষ্মণ এব শেষঃ।
যুবাং ধরাভারনিবারণার্থং
জাতৌ জগন্নাটকসূত্রধারৌ ॥ ৬৭
ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

সেই সময় হইতেই এই রঘুবর লক্ষ্মণ আপনার সেবার জন্ত নিদ্রা ও আহারাদি কিছুই জানে না অর্থাৎ আপনার সেবায় আত্মনিয়োগ করায় এই লক্ষ্মণের আহার ও নিদ্রার প্রয়োজনই হয় নি (অথবা নিদ্রা ও আহারের সুযোগ হয় নি); সেইজন্ত এই লক্ষ্মণ জিতনিদ্র ও নিরাহার দুর্লভ ভাগবতোত্তম। রাজেন্দ্র! আমি এই সবই অবগত আছি। ৬৫

দেবেশ রাম! সেই হেতু আপনি আমার সহিত লক্ষ্মণকে সত্বর গমন করিতে আদেশ করুন। এই লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ ধরণীধর অনন্ত, সুতরাং সে অবশ্যই ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬৬

আপনি সাক্ষাৎ ত্রিজগতের অধীশ্বর নারায়ণ এবং এই লক্ষ্মণ অনন্ত। আপনারা উভয়েই এই জগদ্রূপ নাটকের সূত্রধার, এই ধরণীর ভারলাঘবের জন্তই আপনারা অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৬৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[বিভীষণ-হনুমদঙ্গদ-জাম্ববদাদিভির্বানরবাহিনীভিঃ সহ লক্ষ্মণস্য নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারসমীপে গমনম্, তত্র রাক্ষস-সৈন্যৈঃ সহ বানরসৈন্যবাহিনীনাং তুমুলং যুদ্ধম্, যজ্ঞং ত্যক্ত্বা মেঘনাদস্য যুদ্ধে আগমনম্. লক্ষ্মণেনেন্দ্রজিতো বধশ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামো বাক্যমথাব্রবীৎ।
জানামি তস্য রৌদ্রস্য মায়াং কৃৎস্নাং বিভীষণ ॥ ১
স হি ব্রহ্মাস্ত্রবিচ্ছূরো মায়াবী চ মহাবলঃ।
জানামি লক্ষ্মণস্যাপি স্বরূপং মম সেবনম্ ॥ ২
জ্ঞাত্বৈবাসমহং তূষ্ণীং ভবিষ্যৎকার্য্যগৌরবাৎ।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং প্রাহ রামো জ্ঞানবতাং বরঃ ॥৩
গচ্ছ লক্ষ্মণ সৈন্যেন মহতা জহি রাবণিম্।
হনুমৎপ্রমুখৈঃ সর্ব্বৈর্যূথপৈঃ সহ লক্ষ্মণ ॥ ৪
জাম্ববানৃক্ষরাজোঽয়ং সহ সৈন্যেন সংবৃতঃ।
বিভীষণশ্চ সচিবৈঃ সহ ত্বামভিযাস্যতি ॥ ৫
অভিজ্ঞস্তস্য দেশস্য জানতি বিবরাণি সঃ।
রামস্য বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ সবিভীষণঃ ॥ ৬

নবম অধ্যায়।

[বিভীষণ, হনুমান্, অঙ্গদ ও জাম্ববানাদি বানরবাহিনীর সহিত লক্ষ্মণের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারসমীপে গমন, তথায় রাক্ষস-সৈন্তগণের সহিত বানর-সৈন্তবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ, ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে আগমন এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! শ্রীরাম বিভীষণের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—বিভীষণ! আমি অতিভয়ঙ্কর রাক্ষস ইন্দ্রজিতের সকল মায়া জানি। ১

এই ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ, শৌর্য্যশালী বীর, মহাবল ও মায়াবী। আর লক্ষ্মণের যথার্থ স্বরূপ এবং আমার সেবারূপ ধর্ম্মপালনের বিষয়ও আমি জানি। ২

আমার সেবা করিতে যাইয়া লক্ষ্মণ আহার ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, ইহা জানিয়াও ভবিষ্যৎ কার্য্যের অর্থাৎ ইন্দ্রজিদ্বধ-রূপ কার্য্যের বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমি সেই সময় হইতেই নীরব হইয়া আছি। এই কথা বলিয়া জ্ঞানিগণশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন। ৩

লক্ষ্মণ! তুমি বিশাল সৈন্তবাহিনীর সহিত গমন কর এবং রাবণপুত্র মেঘনাদকে বধ কর। লক্ষ্মণ! হনুমান্ প্রভৃতি সমস্ত বানর-যূথপতিগণের সহিত সৈন্তপরিবৃত এই ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ এবং স্বীয় মন্ত্রিগণের সহিত বিভীষণ তোমার অনুগমন করিবে। ৪-৫

কারণ, এই বিভীষণ সেই দেশের (স্থানের) বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং শত্রুগণের সমস্ত ছিদ্র জানে। রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী লক্ষ্মণ বিভীষণকে সঙ্গে লইয়া

জগ্রাহ কার্ম্মুকং শ্রেষ্ঠমন্যস্তীমপরাক্রমঃ।
রামপাদাম্বুজং স্পৃশ্য হৃষ্টঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ ॥ ৭
অদ্য মৎকার্ম্মুকামুক্তাঃ শরা নির্ভিদ্য রাবণিম্।
গমিষ্যন্তি হি পাতালং স্নাতুং ভোগবতীজলে ॥ ৮
এবমুক্ত্বা স সৌমিত্রিঃ পরিক্রম্য প্রণম্য তম্।
ইন্দ্রজিন্নিধনাকাঙ্ক্ষী যযৌ ত্বরিতবিক্রমঃ ॥ ৯
বানরৈর্বহুসাহস্রৈর্হনুমান্ পৃষ্ঠতোঽন্বয়াৎ।
বিভীষণশ্চ সহিতো মন্ত্রিভিস্ত্বরিতং যযৌ।
জাম্ববৎপ্রমুখা ঋক্ষাঃ সৌমিত্রিং ত্বরয়ান্বগুঃ ॥ ১০
গত্বা নিকুম্ভিলাদেশং লক্ষ্মণো বানরৈঃ সহ ॥ ১১
অপশ্যদ্ বলসঙ্ঘাতং দূরাদ্‌রাক্ষসসঙ্কুলম্।
ধনুরানম্য সৌমিত্রির্যত্তোঽভূদ্ভূরিবিক্রমঃ ॥ ১২
অঙ্গদেন চ বীরেণ জাম্ববান্ রাক্ষসাধিপঃ।
তদা বিভীষণ প্রাহ সৌমিত্রিং পশ্য রাক্ষসান্ ॥ ১৩
যদেতদ্‌রাক্ষসানীকং মেঘশ্যামং বিলোক্যতে।
অস্যানীকস্য মহতো ভেদনে যত্নবান্ ভব ॥ ১৪
রাক্ষসেন্দ্রসুতোঽপ্যস্মিন্ ভিন্নে দৃশ্যো ভবিষ্যতি।
অভিদ্রবাশু যাবদ্ বৈ নৈতৎ কর্ম্ম সমাপ্যতে ॥ ১৫
জহি বীর দুরাত্মানং হিংসাপরমধার্ম্মিকম্।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ ॥ ১৬
ববর্ষ শরবর্ষাণি রাক্ষসেন্দ্রসুতং প্রতি।
পাষাণৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ বৃক্ষৈশ্চ হরিযূথপাঃ ॥ ১৭
নির্জঘ্নুঃ সর্ব্বতো দৈত্যান্ তেঽপি বানরযূথপান্।
পরশ্বধৈঃ সিতৈর্বাণৈরসিভির্যষ্টিতোমরৈঃ ॥১৮
নির্জঘ্নুর্বানরানীকং তদা শব্দো মহানভূৎ।
স সম্প্রহারস্তুমুলঃ সঞ্জজ্ঞে হরি-রক্ষসাম্ ॥ ১৯
ইন্দ্রজিৎ স্ববলং সর্ব্বং মর্দ্দ্যমানং বিলোক্য সঃ।
নিকুম্ভিলাঞ্চ হোমঞ্চ ত্যক্ত্বা শীঘ্রং বিনির্গতঃ ॥ ২০

অন্য এক শ্রেষ্ঠ ধনু গ্রহণ করিলেন। তারপর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ শ্রীরামের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করত হৃষ্টচিত্তে বলিলেন। ৬-৭

আজ আমার এই ধনুর্নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়া ভোগবতীর পবিত্র জলে স্নান করিবার জন্য পাতালে নিশ্চয়ই গমন করিবে। ৮

এই কথা বলিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করত ইন্দ্রজিতের নিধন কামনা করিয়া দ্রুত গতিতে পদক্ষেপ করিতে করিতে গমন করিলেন। ৯

এই সময় বহু সহস্র বানরসৈন্যবাহিনীর সহিত হনুমান্ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। বিভীষণও মন্ত্রিগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গমন করিলেন এবং জাম্ববান্ প্রভৃতি ঋক্ষগণও তখন সুমিত্রাকুমারের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ১০

বানরগণের সহিত লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা দেশে (যজ্ঞাগারের সন্নিকটে) গমন করত দূর হইতে রাক্ষসপরিপূর্ণ বিশাল সৈন্যবাহিনী দর্শন করিলেন। তখন প্রভূত পরাক্রমশালী সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ ধনু আনত করিয়া গুণ সংযোজন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। বীর অঙ্গদের সহিত জাম্ববানও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেই সময় রাক্ষসরাজ বিভীষণ সুমিত্রাকুমারকে বলিলেন,—আপনি এই রাক্ষস-সৈন্যগণের দিকে অবলোকন করুন। এই যে মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসসৈন্যবাহিনী দেখা যাইতেছে, প্রথমে এই বিশাল সৈন্য-বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করিতে যত্ন করুন। ১১-১৪

কারণ, এই সৈন্যদিগের ব্যূহ ভেদ করিয়া যাইতে পারিলেই রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত না ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ সমাপ্ত হয়, তাহার পূর্ব্বেই আপনি সত্বর এই সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ করুন। ১৫

হে বীর লক্ষ্মণ। আপনি হিংসাপরায়ণ ও অধার্ম্মিক দুরাত্মা মেঘনাদকে বধ করুন। বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শুভলক্ষণ যুক্ত লক্ষ্মণ রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্রের দিকে বাণ-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে বানরযূথপতিগণ প্রস্তর, পর্ব্বতশিখর ও বৃক্ষসমূহের দ্বারা চারিদিকে রাক্ষস-দিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং সেই রাক্ষসগণও বানর-যূথপতিদিগকে এবং বানরসৈন্যবাহিনীকে পরশ্বধ (কুঠার), তীক্ষ্ণ বাণ, অসি, যষ্টি ও তোমরসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। তখন সেইস্থলে অস্ত্রাঘাতের ও যুদ্ধের কলরবের প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল। এইভাবে সেই সময় বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৬-১৯

তারপর সেই ইন্দ্রজিৎ নিজের সৈন্যদিগকে শত্রুবাহিনীর দ্বারা পর্য্যুদস্ত হইয়া যাইতে দেখিয়া নিকুম্ভিলা যজ্ঞশালা ও হোম ত্যাগ করত সত্বর নির্গত হইল। ২০

রথমারুহ্য সধনুঃ ক্রোধেন মহতাগমৎ।
সমাহ্বয়িত্বা সৌমিত্রিং যুদ্ধায় রণমূর্দ্ধনি ॥ ২১
সৌমিত্রে মেঘনাদোঽহং ময়া জীবন্ন মোক্ষ্যসে।
তত্র দৃষ্ট্বা পিতৃব্যং স প্রাহ নিষ্ঠুরভাষণম্ ॥ ২২
ইহৈব জাতঃ সংবৃদ্ধঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা পিতুর্মম।
যত্ত্বং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যত্বমাগতঃ ॥ ২৩
কথং দ্রুহ্যসি পুত্রায় পাপীয়ানসি দুর্ম্মতিঃ ॥ ২৪
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা হনুমৎপৃষ্ঠতঃ স্থিতম্।
উদ্যদায়ুধনিস্ত্রিংশে রথে মহতি সংস্থিতঃ।
মহাপ্রমাণমুদ্যম্য ঘোরং বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ ॥ ২৫
অদ্য বো মামকা বাণাঃ প্রাণান্ পাস্যন্তি বানরাঃ।
ততঃ শরং দাশরথিঃ সন্ধায়ামিত্রকর্ষণঃ ॥ ২৬
সসর্জ্জ রাক্ষসেন্দ্রায় ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্
ইন্দ্রজিদ্রক্তনয়নো লক্ষ্মণং সমুদৈক্ষত ॥ ২৭

তদনন্তর মেঘনাদ রথে আরোহণ করত ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া রণক্ষেত্রে অতিশয় ক্রোধের সহিত গমন করিল এবং বলিল,—সৌমিত্রে! আমি মেঘনাদ, তুমি জীবিত থাকিতে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না (অথবা তুমি জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না।) তথায় পিতৃব্য বিভীষণকে দেখিয়া এই নিষ্ঠুর বাক্যে ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে বলিল। ২১-২২

তুমি এই স্থানেই (লঙ্কায়) জন্মিয়াছ, বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছ এবং তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ অর্থাৎ সহোদর ভ্রাতা; তথাপি তুমি এখন স্বজন পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর দাসত্ব করিতেছ। ২৩

কেবল ইহাই নহে, আমি তোমার পুত্রতুল্য, সেই আমার উপরও তুমি দ্রোহাচরণ করিতেছ; বুঝিতেছি—তোমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে, তুমি এখন এক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। ২৪

এই কথা বলিয়া মেঘনাদ লক্ষ্মণকে হনুমানের পৃষ্ঠে অবস্থিত দর্শন করত অস্ত্র ও কৃপাণ প্রভৃতি নানা শস্ত্রসমূহে পরিপূর্ণ বিশাল রথে আরূঢ় হইয়া মহাপ্রমাণ (অতি বিশালাকার) ভয়ঙ্কর ধনু বিস্ফারিত করিতে করিতে বলিল,—রে বানরগণ! অদ্য আমার এই বাণসকল তোমাদের প্রাণ পান করিবে। তদনন্তর শত্রুনাশন দশরথ-পুত্র লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বাণসন্ধান পূর্ব্বক রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত লক্ষ্মণের দিকে তাকাইয়া রহিল। ২৫ ২৭

শক্রাশনিসমস্পর্শৈর্লক্ষ্মণেনাহতঃ শরৈঃ।
মুহূর্ত্তমভবন্মূঢ়ঃ পুনঃ প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৮
দদর্শাবস্থিতং বীরং বীরো দশরথাত্মজম্।
সোঽভিচক্রাম সৌমিত্রিং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ২৯
শরান্ ধনুষি সন্ধায় লক্ষ্মণং চেদমব্রবীৎ।
যদি তে প্রথমে যুদ্ধে ন দৃষ্টো মে পরাক্রমঃ ॥ ৩০
অদ্য ত্বাং দর্শয়িষ্যামি তিষ্ঠেদানীং ব্যবস্থিতঃ।
ইত্যুক্ত্বা সপ্তভির্বাণৈরভিবিব্যাধ লক্ষ্মণম্ ॥ ৩১
দশভিশ্চ হনুমন্তং তীক্ষ্ণধারৈঃ শরোত্তমৈঃ।
ততঃ শরশতেনৈব সম্প্রযুক্তেন বীর্য্যবান্ ॥ ৩২
ক্রোধদ্বিগুণসংরব্ধো নির্বিভেদ বিভীষণম্।
লক্ষ্মণোঽপি তথা শত্রুং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৩৩
ততঃ বাণৈঃ সুসংবিদ্ধং কবচং কাঞ্চনপ্রভম্।
ব্যশীর্য্যত রথোপস্থে তিলশঃ পতিতং ভুবি ॥ ৩৪

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় কঠোর স্পর্শ বাণসমূহের আঘাতে আহত হইয়া মুহূর্ত্তকাল অচৈতন্য হইয়া পড়িল, তদনন্তর পুনরায় চৈতন্যলাভ করত বীর মেঘনাদ সম্মুখে দশরথপুত্র বীর লক্ষ্মণকে অবস্থান করিতে দেখিল। ইহাতে ক্রোধে তাহার চক্ষু অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল। ২৮-২৯

ধনুতে বাণসকল সংযোজিত করিয়া মেঘনাদ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিল,—"যদি তুমি প্রথম যুদ্ধে আমার পরাক্রম না দেখিয়া থাক, তাহা হইলে আজ তোমাকে আমি সেই পরাক্রম দেখাইব; তুমি এখন আমার সম্মুখে অবস্থান কর" এই কথা বলিয়া ইন্দ্রজিৎ সাতটি বাণে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিল। ৩০-৩১

তীক্ষ্ণধার উত্তম দশটি বাণে হনুমান্‌কে বিদ্ধ করিল এবং তারপর শক্তিশালী ইন্দ্রজিৎ সাধারণ ক্রোধ হইতে দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া একশত বাণ নিক্ষেপ করিয়া বিভীষণকে বিশেষভাবে বিদ্ধ করিল। তখন লক্ষ্মণও বাণসকল বর্ষণ করিয়া শত্রু মেঘনাদকে আচ্ছাদিত করিলেন। ৩২-৩৩

লক্ষ্মণের সেই সব বাণে ইন্দ্রজিতের স্বর্ণবর্ণ কবচ অতিশয় বিদ্ধ হইয়া খণ্ডিত হইল এবং রথের উপর তিল তিল ভাবে খণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ৩৪

ততঃ শরসহস্রেণ সংক্রুদ্ধো রাবণাত্মজঃ।
বিভেদ সমরে বীরং লক্ষ্মণং ভীমবিক্রমম্ ॥ ৩৫

ব্যশীর্য্যতাপতদ্দিব্যং কবচং লক্ষ্মণস্য চ।
কৃতপ্রতিকৃতান্যোঽন্যং বভূবতুরভিদ্রুতৌ ॥ ৩৬

অভীক্ষ্ণং নিশ্বসন্তৌ তৌ যুধ্যেতাং তুমুলং পুনঃ।
শরসংবৃতসর্ব্বাঙ্গৌ সর্ব্বতো রুধিরোক্ষিতৌ ॥ ৩৭

সুদীর্ঘকালং তৌ বীরাবন্যোন্যং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অযুধ্যেতাং মহাসত্ত্বৌ জয়াজয়বিবর্জ্জিতৌ ॥ ৩৮

এতস্মিন্নন্তরে বীরো লক্ষ্মণঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
রাবণেঃ সারথিং সাশ্বং রথঞ্চ সমচূর্ণয়ৎ ॥ ৩৯

চিচ্ছেদ কার্ম্মুকং তস্য দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্।
সোঽন্যত্তু কার্ম্মুকং ভদ্রং সজ্যঞ্চক্রে ত্বরান্বিতঃ ॥৪০

তচ্চাপমপি চিচ্ছেদ লক্ষ্মণস্ত্রিভিরাশুগৈঃ।
তমেব ছিন্নধন্বানং বিব্যাধানেকসায়কৈঃ ॥ ৪১

পুনরন্যৎ সমাদায় কার্ম্মুকং ভীমবিক্রমঃ।
ইন্দ্রজিল্লক্ষ্মণং বাণৈঃ শতৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥ ৪২

বিভেদ বানরান্ সর্ব্বান্ বাণৈরাপূরয়ন্ দিশঃ।
তত ঐন্দ্রং সমাদায় লক্ষ্মণো রাবণিং প্রতি ॥ ৪৩

সন্ধায়াকৃষ্য কর্ণান্তং কার্ম্মুকং দৃঢ়নিষ্ঠুরম্।
উবাচ লক্ষ্মণো বীরঃ স্মরন্ রামপদাম্বুজম্ ॥ ৪৪

ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি।
ত্রিলোক্যামপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদেনং জহি রাবণিং ॥ ৪৫

ইত্যুক্ত্বা বাণমাকর্ণাদ্ বিকৃষ্য তমজিহ্মগম্।
লক্ষ্মণঃ সমরে বীরঃ সসর্জ্জেন্দ্রজিতং প্রতি ॥ ৪৬

স শরঃ সশিরস্ত্রাণং শ্রীমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্।
প্রমথ্যেন্দ্রজিতঃ কায়াৎ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৪৭

ততঃ প্রমুদিতা দেবাঃ কীর্ত্তয়ন্তো রঘূত্তমম্।
ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি স্তুবন্তশ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৮

তদনন্তর রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী বীর লক্ষ্মণকে যুদ্ধে সহস্র বাণের দ্বারা বিশেষভাবে বিদ্ধ করিল। ৩৫

ইহাতে লক্ষ্মণের দিব্য কবচ খণ্ডিত ও পতিত হইল। এইভাবে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ পরস্পরের কার্য্যের প্রতীকার করিতে করিতে পরস্পরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ৩৬

ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে তাঁহারা পুনরায় পরস্পর তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া যাইল এবং সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত হইয়া উঠিল। ৩৭

এইভাবে সেই দুই মহাপরাক্রমশালী বীর জয়-পরাজয়ের কথা ত্যাগ করিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা অতি দীর্ঘকাল যাবৎ পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩৮

এই সময়ের মধ্যে বীর লক্ষ্মণ পাঁচটি বাণে রাবণ-পুত্র মেঘনাদের সারথিকে এবং অশ্বগণসহ রথকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। ৩৯

লক্ষ্মণ নিজের হস্তনৈপুণ্য দেখাইয়া সত্বর মেঘনাদের ধনুও ছেদন করিলেন। ইহাতে মেঘনাদ সত্বর অন্য একটি উত্তম ধনু গ্রহণ করত উহাতে গুণারোপণ করিল। ৪০

এই ধনুটিকেও লক্ষ্মণ শীঘ্রগামী তিনটি বাণে ছেদন করিলেন এবং ছিন্নধনু সেই মেঘনাদকেও বহু বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৪১

এই সময় ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ইন্দ্রজিৎ পুনরায় অন্য একটি ধনু গ্রহণ করত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী তীক্ষ্ণ বাণসমূহে লক্ষ্মণকে এবং সমস্ত বানরগণকে বিদ্ধ করিল। তখন ইন্দ্রজিতের বাণ-সমূহে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইয়া যাইল। তদনন্তর লক্ষ্মণ 'ঐন্দ্র' বাণ গ্রহণ করত রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করিয়া ধনুতে যোজনা পূর্ব্বক সেই সময় বীর লক্ষ্মণ অতিশয় দৃঢ় ও নিষ্ঠুর ধনুটিকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত শ্রীরামপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন। ৪২-৪৪

হে ঐন্দ্র বাণ! যদি দশরথনন্দন রাম সত্যপ্রতিজ্ঞ, ধর্ম্মাত্মা ও ত্রিলোকমধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর হন, তাহা হইলে তুমি রাবণপুত্র এই ইন্দ্রজিৎকে বধ কর। ৪৫

বীরবর লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়া কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করিয়া সেই অজিহ্মগ অর্থাৎ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ৪৬

তখন সেই লক্ষ্মণনিক্ষিপ্ত বাণ ইন্দ্রজিতের শিরস্ত্রাণপরি-শোভিত ও উজ্জ্বল কুণ্ডলযুক্ত পরম সুন্দর মস্তকটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেহ হইতে ভূতলে পাতিত করিল। ৪৭

তদনন্তর দেবগণ সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া রঘুবর লক্ষ্মণের প্রশংসা করিতে করিতে এবং স্তব করিতে করিতে তাঁহার উপর পুনঃ পুনঃ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৪৮

জহর্ষ শক্রো ভগবান্ সহ দেবৈর্মহর্ষিভিঃ।
আকাশেঽপি চ দেবানাং শুশ্রুবে দুন্দুভিস্বনঃ ॥৪৯
বিমলং গগনং চাসীৎ স্থিরাভূদ্ বিশ্বধারিণী।
নিহতং রাবণিং দৃষ্ট্বা জয়জয়সমন্বিতঃ ॥ ৫০
গতশ্রমঃ স সৌমিত্রিঃ শঙ্খমাপূরয়দ্রণে।
সিংহনাদং ততঃ কৃত্বা জ্যাশব্দমকরোদ্বিভুঃ ॥ ৫১
তেন নাদেন সংহৃষ্টা বানরাশ্চ গতশ্রমাঃ।
বানরেন্দ্রৈশ্চ সহিতস্তুবদ্ভির্হৃষ্টমানসৈঃ ॥ ৫২
লক্ষ্মণঃ পরিতুষ্টাত্মা দদর্শাভ্যেত্য রাঘবম্।
হনুমদ্রাক্ষসাভ্যাঞ্চ সহিতো বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৫৩
ববন্দে ভ্রাতরং রামং জ্যেষ্ঠং নারায়ণং বিভুম্।
ত্বৎপ্রসাদাদ্রঘুশ্রেষ্ঠ হতো রাবণিরাহবে ॥ ৫৪
শ্রুত্বা তল্লক্ষ্মণাদুক্ত্যো তমালিঙ্গ্য রঘূত্তমঃ।
মূর্দ্ধ্যবঘ্রায় মুদিতঃ সস্নেহমিদমব্রবীৎ ॥৫৫

তখন ভগবান্ ইন্দ্র দেবতা ও মহর্ষিগণের সহিত হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং আকাশেও দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। ৪৯

রাবণপুত্র মেঘনাদকে নিহত দেখিয়া আকাশ নির্ম্মল হইল, পৃথিবী সুস্থিরা হইলেন এবং চারিদিকে কেবল লোকে জয় জয়কার করিতে লাগিল। ৫০

এদিকে লক্ষ্মণও (এই সব শুভলক্ষণসমূহ দেখিয়া) যুদ্ধশ্রম অপগত হওয়ায় সেই রণক্ষেত্রে সানন্দে শঙ্খধ্বনি করিলেন। তদনন্তর প্রভু লক্ষ্মণ সিংহনাদ করিয়া জ্যা-শব্দ অর্থাৎ ধনুষ্টঙ্কার করিলেন। ৫১

লক্ষ্মণের সেই জ্যা-শব্দে বানরগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং তাহাদের যুদ্ধশ্রমও অপসৃত হইল। তখন হৃষ্টচিত্ত ও স্তবকারী বানরেন্দ্রগণের সহিত লক্ষ্মণ অতিশয় আনন্দিতমনে শ্রীরামের নিকট গমন করত তাঁহাকে দর্শন করিলেন। তারপর হনুমান্ ও বিভীষণের সহিত লক্ষ্মণ বিনয় সহকারে সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন,—রঘুশ্রেষ্ঠ রাম! আপনার করুণায় রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। ৫২-৫৪

লক্ষ্মণের নিকট হইতে ইন্দ্রজিতের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রঘূত্তম রাম অনুরাগসহকারে লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করত আনন্দিত হইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া সস্নেহে এই কথা বলিলেন। ৫৫

সাধু লক্ষ্মণ তুষ্টোঽস্মি কর্ম্ম তে দুষ্করং কৃতম্।
মেঘনাদস্য নিধনে জিতং সর্ব্বমরিন্দম ॥ ৫৬
অহোরাত্রৈস্ত্রিভির্বীরঃ কথঞ্চিদ্ বিনিপাতিতঃ।
নিঃসপত্নঃ কৃতোঽস্ম্যদ্য নির্য্যাস্যতি হি রাবণঃ ॥ ৫৭
পুত্রশোকান্ময়া যোদ্ধুং তং হনিষ্যামি রাবণম্।
মেঘনাদং হতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণেন মহাবলম্ ॥ ৫৮
রাবণঃ পতিতো ভূমৌ মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ।
বিললাপাতিদীনাত্মা পুত্রশোকেন রাবণঃ ॥ ৫৯
পুত্রস্য গুণকর্ম্মাণি সংস্মরন্ পর্য্যদেবয়ৎ।
অদ্য দেবগণাঃ সর্ব্বে লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥ ৬০
হতমিন্দ্রজিতং জ্ঞাত্বা সুখং স্বপ্স্যন্তি নির্ভয়াঃ।
ইত্যাদি বহুশঃ পুত্রলালসো বিললাপ হ ॥ ৬১
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
উবাচ রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ নিনাশয়িষুরাহবে। ৬২

লক্ষ্মণ! সুসংবাদ, তুমি অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছ। তোমার এই কর্ম্মে আমি তুষ্ট হইয়াছি। অরিন্দম (শত্রুদমন বা ইন্দ্রিয়দমন)! মেঘনাদের নিধনে তুমি সকলকেই জয় করিয়াছ অর্থাৎ তুমি আমার সর্ব্বজয়ী ভ্রাতা। ৫৬

তিন দিন তিন রাত্রি যুদ্ধ করিয়া তুমি বহু কষ্টে এই বীর মেঘনাদকে বধ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছ। ভ্রাতঃ! তুমি আজ আমাকে শত্রুশূন্য করিয়া দিয়াছ। অতঃপর রাবণ পুত্রশোকে অধৈর্য্য হইয়া নিশ্চয়ই আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বহির্গত হইবে এবং আমিও সেই সুযোগে রাবণকে বধ করিব। লক্ষ্মণের দ্বারা মহাবল মেঘনাদ নিহত হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাবণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তারপর পুনরায় উত্থিত হইয়া রাবণ পুত্রশোকে অতিশয় কাতর-চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিল। ৫৭-৫৯

পুত্র ইন্দ্রজিতের নানাবিধ গুণ ও কর্ম্মসকল স্মরণ করিতে করিতে রাবণ সবিশেষ পরিতাপ করিতে লাগিল এবং বলিল—আজ সমস্ত দেবগণ, লোকপালগণ ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রজিতের নিধন বার্ত্তা অবগত হইয়া নির্ভয় হইবেন এবং সুখে নিদ্রা যাইবেন। পুত্রবৎসল রাবণ এইরূপে বহুভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। ৬০-৬১

তদনন্তর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষস-গণকে বিনাশ করাইতে ইচ্ছুক হইয়া যুদ্ধে যাইতে বলিল। ৬২

স পুত্রবধসন্তপ্তঃ পুরঃ ক্রোধবশং গতঃ।
সংবীক্ষ্য রাবণো বুদ্ধ্যা হন্তুং সীতাং প্রদুদ্রুবে ॥ ৬৩
খড়্গপাণিমথায়ান্তং ক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা দশাননম্।
রাক্ষসীমধ্যগা সীতা ভয়শোকাকুলাভবৎ ॥ ৬৪
এতস্মিন্নন্তরে তস্য সচিবো বুদ্ধিমান্ শুচিঃ।
সুপার্শ্বো নাম মেধাবী রাবণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৫
ননু নাম দশগ্রীব সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণানুজঃ।
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতঃ ॥ ৬৬
অনেকগুণসম্পন্নঃ কথং স্ত্রীবধমিচ্ছসি।
অস্মাভিঃ সহিতো যুদ্ধে হত্বা রামঞ্চ লক্ষ্মণম্।
প্রাপ্স্যসে জানকীং শীঘ্রমিত্যুক্তঃ স ন্যবর্ত্তত ॥৬৭
ততো দুরাত্মা সুহৃদা নিবেদিতং
বচঃ সুধর্ম্মং প্রতিগৃহ্য রাবণঃ।
গৃহং জগামাশু শুচা বিমূঢ়ধীঃ।
পুনঃ সভাঞ্চ প্রযযৌ সুহৃদ্‌বৃতঃ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

সেই রাবণ পুত্রবধে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া ক্রোধের বশীভূত হইল এবং নিজ বুদ্ধি অনুসারে প্রাথমিক কর্ত্তব্য পর্য্যালোচনা করিয়া সীতাকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল ॥ ৬৩

হস্তে খড়্গ ধারণ করত ক্রুদ্ধ দশানন রাবণকে আসিতে দেখিয়া রাক্ষসীদিগের মধ্যভাগে অবস্থিতা সীতা ভয়ে ও শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ॥ ৬৪

এই সময়ের মধ্যে রাবণের এক পবিত্রচিত্ত ও বুদ্ধিমান্ মেধাবী সুপার্শ্বনামক মন্ত্রী তথায় রাবণকে এই কথা বলিল ॥ ৬৫

হে দশানন! আপনি সাক্ষাৎ কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যথাবিধানে বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়াছেন এবং নিয়মানুসারে সমাবর্ত্তন করিয়া স্নাতক হইয়াছেন, নিজ কর্ম্মসমূহে বিশেষজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, আপনি এইরূপ নানাবিধ গুণাবলিতে গুণবান্ হইয়া কিভাবে স্ত্রীবধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? আমাদিগের সহিত আপনি যুদ্ধে রামকে এবং লক্ষ্মণকে বধ করিয়া শীঘ্র জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন। সুপার্শ্ব তখন এই কথা বলিলে তাহার কথায় রাবণ সীতা বধ হইতে নিবৃত্ত হইল ॥ ৬৬-৬৭

তাহার পর সেই দুরাত্মা রাবণ সুহৃৎ সুপার্শ্বের কথিত ধর্ম্মযুক্ত বাক্য গ্রহণ করিয়া পুত্রশোকে বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ায় সত্বর গৃহে গমন করিল এবং সুহৃদ্‌বর্গে পরিবৃত হইয়া পুনরায় সভা অভিমুখে প্রস্থিত হইল ॥ ৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্‌অধ্যাত্মরামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে উমামহেশ্বর-সংবাদে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[যুদ্ধে রাবণস্য গমনম্। পরাজিতস্য তস্য লঙ্কাং প্রত্যাবর্ত্তনম্, পরামর্শায় দৈত্যগুরু-শুক্রাচার্য্যসমীপে রাবণস্য গমনম্, শুক্রাচার্য্যোপদেশেন গুহামধ্যে রাবণস্য হোমানুষ্ঠানম্, বানরৈস্তদ্ধোমস্য বিঘ্নোৎপাদনঞ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।
স বিচার্য্য সভামধ্যে রাক্ষসৈঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
নির্যযৌ যেঽবশিষ্টাস্তৈ রাক্ষসৈঃ সহ রাঘবম্ ॥ ১
শলভঃ শলভৈর্যুক্তঃ প্রজ্বলন্তমিবানলম্।
ততো রামেণ নিহতাঃ সর্ব্বে তে রাক্ষসা যুধি ॥ ২
স্বয়ং রামেণ নিহতস্তীক্ষ্ণবাণেন বক্ষসি।
ব্যথিতস্ত্বরিতং লঙ্কাং প্রবিবেশ দশাননঃ ॥ ৩
দৃষ্ট্বা রামস্য বহুশঃ পৌরুষং চাপ্যমানুষম্।
রাবণো মারুতেশ্চৈব শীঘ্রং শুক্রান্তিকং যযৌ ॥৪

দশম অধ্যায়।

[যুদ্ধে রাবণের গমন, পরাজিত হইয়া লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন, পরামর্শের জন্য দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট রাবণের গমন, শুক্রাচার্য্যের উপদেশে গুহামধ্যে রাবণের হোমানুষ্ঠান এবং বানরগণ কর্ত্তৃক সেই হোমের বিঘ্ন উৎপাদন।]

শ্রীমহাদেব কহিলেন—দেবি! সেই রাবণ মন্ত্রী রাক্ষসগণের সহিত সভামধ্যে বিচার করিয়া পতঙ্গ যেরূপ বহু পতঙ্গদলে পরিবৃত হইয়া প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করে, সেইরূপ রাবণ হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণের সহিত শ্রীরামের নিকট গমন করিল। তদনন্তর যুদ্ধস্থলে সেই সব রাক্ষসই রামের দ্বারা নিহত হইল ॥১-২

তারপর স্বয়ং দশানন রাবণ রাম কর্ত্তৃক এক তীক্ষ্ণ বাণে বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ব্যথিত হইল এবং দ্রুত লঙ্কায় প্রবেশ করিল ॥ ৩

রাবণ বহুবার শ্রীরামের ও হনুমানের অলৌকিক পুরুষকার দেখিয়া সত্বর আচার্য্য শুক্রের নিকট গমন করিল ॥ ৪

নমস্কৃত্য দশগ্রীবঃ শুক্রং প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
ভগবন্ রাঘবেণৈবং লঙ্কা রাক্ষসযূথপৈঃ ॥ ৫
বিনাশিতা মহাদৈত্যা নিহতাঃ পুত্র-বান্ধবাঃ ॥ ৬
কথং মে দুঃখসন্দোহস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি সদ্‌গুরৌ ॥ ৭
ইতি বিজ্ঞাপিতো দৈত্যগুরুঃ প্রাহ দশাননম্।
হোমং কুরু প্রযত্নেন রহসি ত্বং দশানন ॥ ৮
যদি বিঘ্নো ন চেদ্ধোমে তর্হি হোমানলোত্থিতঃ।
মহান্ রথশ্চ বাহশ্চ চাপ-তূণীর-সায়কাঃ।
সম্ভবিষ্যন্তি তৈর্যুক্তস্ত্বমজেয়ো ভবিষ্যসি ॥৯
গৃহাণ মন্ত্রান্মদ্দত্তান্ গচ্ছ হোমং কুরু দ্রুতম্ ॥ ১০
ইত্যুক্তস্ত্বরিতং গত্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
গুহাং পাতালসদৃশীং মন্দিরে যে চকার হ।
লঙ্কাদ্বারকপাটাদি বদ্ধা সর্ব্বত্র যত্নতঃ ॥ ১১
হোমদ্রব্যাণি সম্পাদ্য যান্যুক্তান্যাভিচারিকে।
গুহাং প্রবিশ্য চৈকান্তে মৌনী হোমং প্রচক্রমে ॥১২
উত্থিতং ধূমমালোক্য মহান্তং রাবণানুজঃ।
রামায় দর্শয়ামাস হোমধূমং ভয়াকুলঃ ॥ ১৩
পশ্য রাম দশগ্রীবো হোমং কর্ত্তুং সমারভৎ।
যদি হোমঃ সমাপ্তঃ স্যাত্তদাজেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১৪
অতো বিঘ্নায় হোমস্য প্রেষয়াশু হরীশ্বরান্।
তথেতি রামঃ সুগ্রীবসম্মতেনাঙ্গদং কপিম্ ॥১৫
হনুমৎপ্রমুখান্ বীরান্ আদিদেশ মহাবলান্।
প্রাকারং লঙ্ঘয়িত্বা তে গত্বা রাবণমন্দিরম্ ॥ ১৬
দশকোট্যঃ প্লবঙ্গানাং গত্বা মন্দিররক্ষকান্।
চূর্ণয়ামাসুরশ্বাংশ্চ গজাংশ্চ ন্যহনন্ ক্ষণাৎ ॥ ১৭
ততশ্চ সরমা নাম প্রভাতে হস্তসংজ্ঞয়া।
বিভীষণস্য ভার্য্যা সা হোমস্থানমসূচয়ৎ ॥ ১৮
গুহাপিধানপাষাণমঙ্গদঃ পাদঘট্টনৈঃ।
চূর্ণয়িত্বা মহাসত্ত্বঃ প্রবিবেশ মহাগুহাম্ ॥ ১৯

শুক্রাচার্য্যকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া রাবণ বলিল,—হে ভগবন্! শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসযূথপতিগণের সহিত লঙ্কা নগরীকে এইভাবে ধ্বংস করিয়াছে। প্রধান প্রধান দৈত্যগণ এবং আমার পুত্র ও বান্ধবগণ সকলেই নিহত হইয়াছে। ৫-৬

আপনার ন্যায় সদ্‌গুরু বিদ্যমান থাকিতে আমার এরূপ (যুগপৎ) দুঃখরাশি উপস্থিত হইল কেন? ৭

রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপ নিবেদন করিলে পর দৈত্যগুরু শুক্র দশাননকে বলিলেন,—দশানন! তুমি কোনও নির্জন স্থানে বিশেষ যত্নের সহিত হোম আরম্ভ কর। ৮

যদি সেই হোমে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে সেই হোমাগ্নি হইতে উত্থিত হইয়া এক বিশাল রথ আসিবে, বাহনসকল এবং ধনু, তূণ ও বাণসমূহ উৎপন্ন হইবে। তুমি যদি এ সবের দ্বারা যুক্ত হইতে পার, তবে অবশ্যই তুমি শত্রুর অজেয় হইবে। ৯

তুমি আমার প্রদত্ত অর্থাৎ নিকট হইতে এই সব মন্ত্র গ্রহণ কর এবং যাও, সত্বর হোম আরম্ভ কর। ১০

শুক্রাচার্য্য এই কথা বলিলে পর রাক্ষসরাজ রাবণ সত্বর গমন করত স্ব-ভবনমধ্যে এক পাতাল-সদৃশ গুহা নির্ম্মাণ করাইল। তারপর যত্নসহকারে সর্ব্বত্র লঙ্কার দ্বার ও কপাটাদি বন্ধ করিয়া দিয়া অভিচার-কার্য্যে যে সব হোম-দ্রব্য উল্লিখিত আছে, সেই সমস্তই সংগ্রহ করিয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করত সেই নির্জন স্থানে মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক রাবণ হোম আরম্ভ করিল। ১১-১২

এদিকে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ রাবণকৃত হোমাগ্নির বিশাল ধূম উত্থিত হইতে দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং হোমধূম রামকে দেখাইলেন। ১৩

রাম! এই দেখুন, দশানন হোম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যদি এই হোম সমাপ্ত হয়, তাহা হইলে রাবণ অজেয় হইয়া উঠিবেন। ১৪

অতএব এই হোমের বিঘ্নের জন্য সত্বর বানরশ্রেষ্ঠগণকে পাঠাইয়া দিন। তখন 'তথাস্তু' অর্থাৎ তাহাই করিতেছি, বলিয়া সুগ্রীবের সম্মতিক্রমে বানরবর অঙ্গদকে এবং হনুমান্ প্রভৃতি মহাবল বীর বানরগণকে হোমবিঘ্ন করিতে আদেশ করিলেন। ইহাতে সেই সব বানরশ্রেষ্ঠগণ লঙ্কার প্রাকার অতিক্রম করিয়া রাবণভবনে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেই সময় দশ কোটি বানর তথায় যাইয়া গৃহরক্ষকদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিল এবং ক্ষণকালের মধ্যে অশ্ব ও হস্তীদিগকে নিহত করিল। ১৫-১৭

তদনন্তর প্রভাতকালে বিভীষণের ভার্য্যা সেই সরমানামে এক রমণী হস্তের সঙ্কেতে হোমস্থান জানাইয়া দিল। ১৮

তখন মহাবল অঙ্গদ গুহার মুখে অবস্থিত আচ্ছাদনকারী প্রস্তরকে পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া সেই বিশাল গুহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। ১৯

দৃষ্ট্বা দশাননং তত্র মীলিতাক্ষং দৃঢ়াসনম্ ।
ততোঽঙ্গদাজ্ঞয়া সর্ব্বে বানরা বিবিশুর্দ্রুতম্ ॥ ২০
তত্র কোলাহলং চক্রুস্তাড়য়ন্তশ্চ সেবকান্ ।
সম্ভারাংশ্চিক্ষিপুস্তত্র হোমকুণ্ডে সমন্ততঃ ॥ ২১
স্রুবমাচ্ছিদ্য হস্তাচ্চ রাবণস্য বলাদ্ রুষা ।
তেনৈব সঞ্জঘানাশু হনুমান্ প্লবগাগ্রণীঃ ॥ ২২
ঘ্নন্তি দন্তৈশ্চ কাষ্ঠৈশ্চ বানরাস্তমিতস্ততঃ ।
ন জহৌ রাবণো ধ্যানং হতোঽপি বিজিগীষয়া ॥ ২৩
প্রবিশ্যান্তঃপুরে বেশ্মান্যঙ্গদো বেগবত্তরঃ ।
সমানয়ৎ কেশবন্ধে ধৃত্বা মন্দোদরীং শুভাম্ ॥ ২৪
রাবণস্যৈব পুরতো বিলপন্তীমনাথবৎ ।
বিদদারাঙ্গদস্তস্যাঃ কঞ্চুকং রত্নভূষিতম্ ॥ ২৫
মুক্তা বিমুক্তাঃ পতিতাঃ সমন্তাদ্রত্নসঞ্চয়ৈঃ ।
শ্রোণিসূত্রং নিপতিতং ত্রুটিতং রত্নচিত্রিতম্ ॥ ২৬

তথায় রাবণকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দৃঢ়াসনে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া সমস্ত বানরগণ অঙ্গদের আজ্ঞানুসারে অঙ্গদের প্রবেশের পর দ্রুত গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। ২০

তাহার পর তথায় স্থিত রাবণের সেবকগণকে তাড়না করিতে করিতে কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল এবং হোমকুণ্ডের চারিদিকে স্থিত হোমদ্রব্যসমূহ হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ২১

বানরগণের অগ্রগামী নেতা হনুমান্ রোষবশতঃ সবলে রাবণের হস্ত হইতে স্রুব কাড়িয়া লইয়া তাহারই দ্বারা রাবণকে সত্বর প্রহার করিতে লাগিলেন। ২২

তখন অন্যান্য বানরগণ সকলেই দন্তসমূহ ও কাষ্ঠসমূহের দ্বারা সেই রাবণকে ইতস্ততঃ প্রহার করিতে লাগিল। রামকে জয় করিবার বাসনায় রাবণ সেই সময় বানরগণ কর্ত্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও রাবণ কোনরূপেই ধ্যান ত্যাগ করিল না। ২৩

এদিকে অতিশয় বেগবান্ অঙ্গদ অন্তঃপুরভবনে প্রবেশ করত কেশমুষ্টি ধারণ করিয়া সতী মন্দোদরীকে তথায় লইয়া আসিল। ২৪

রাবণেরই সম্মুখে অনাথার ন্যায় বিলাপকারিণী সেই মন্দোদরীর রত্নবিজড়িত কঞ্চুক (কাঁচুলি) ছিঁড়িয়া দিল। ২৫

কঞ্চুক ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় বিবিধ রত্ননিকরের সহিত মুক্তা-সকল তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং মন্দোদরীর রত্নচিত্রিত মেখলা ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ২৬

কোটিপ্রদেশাদ্ বিস্রস্তা নীবী তস্যৈব পশ্যতঃ ।
ভূষণানি চ সর্ব্বাণি পতিতানি সমন্ততঃ ॥ ২৭
দেব-গন্ধর্ব্বকন্যাশ্চ নীতা হৃষ্টৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ ।
মন্দোদরী রুরোদাথ রাবণস্যাগ্রতো ভৃশম্ ॥ ২৮
ক্রোশন্তী করুণং দীনা জগাদ দশকন্ধরম্ ।
নির্লজ্জোঽসি পরৈরেবং কেশপাশে বিকৃষ্যতে ॥ ২৯
ভার্য্যা তবৈব পুরতঃ কিং জুহোষি ন লজ্জসে ।
হন্যতে পশ্যতো যস্য ভার্য্যা পাপৈশ্চ শত্রুভিঃ ॥ ৩০
মর্ত্তব্যং তেন তত্রৈব জীবিতান্মরণং বরম্ ।
হা মেঘনাদ তে মাতা ক্লিশ্যতে বত বানরৈঃ ॥ ৩১
ত্বয়ি জীবতি মে দুঃখমীদৃশঞ্চ কথং ভবেৎ ।
ভার্য্যা লজ্জা চ সন্ত্যক্তা ভর্ত্রা মে জীবিতাশয়া ॥ ৩২
শ্রুত্বা তদ্দেবিতং রাজা মন্দোদর্য্যা দশাননঃ ।
উত্তস্থৌ খড়্গমাদায় ত্যজ দেবীমিতি ব্রুবন্ ॥ ৩৩

এই সময় রাবণের সমক্ষেই মন্দোদরীর কটিদেশ হইতে বস্ত্রবন্ধন শিথিল হইয়া যাইল। তারপর অন্যান্য সমস্ত অলঙ্কারসমূহও চারিদিকে পতিত হইল। ২৭

তখন হৃষ্ট বানরগণ রাবণের অন্তঃপুরে স্থিত দেব ও গন্ধর্ব্ব-কন্যাদিগকে তথায় লইয়া আসিল। তদনন্তর মন্দোদরী রাবণের সম্মুখে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল। ২৮

এইভাবে করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে দীনা (করুণা) মন্দোদরী দশানন রাবণকে বলিল,—তুমি এরূপ নির্লজ্জ হইয়া পড়িয়াছ যে, তোমারই সম্মুখে তোমার ভার্য্যার কেশপাশে ধরিয়া শত্রুরা টানিয়া আনিতেছে (অথবা টানাটানি করিতেছে) ইহাতেও তুমি কিনা হোম করিতেছ, লজ্জিত হইতেছ না। পাপী শত্রুগণ যাহার ভার্য্যাকে পতির সাক্ষাতেই প্রহার করে, সেরূপ পতির তথায় মরাই উচিত; কারণ, তাহার জীবিত থাকা অপেক্ষা মরাই বরং ভাল (তাহাকে লোকনিন্দা শুনিতে হইবে না)। হায় মেঘনাদ! তোমার মাতাকে কিনা এই বানরগণ ক্লেশ দিতেছে? ২৯-৩১

তুমি জীবিত থাকিলে কি আমাকে এরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইত? হায়! আমার স্বামী এখন নিজের জীবনের আশায় ভার্য্যাকে ও লজ্জাকে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছেন। ৩২

রাজা দশানন এইভাবে মন্দোদরীর বিলাপ শ্রবণ করত 'দেবীকে পরিত্যাগ কর' এই কথা বলিয়া খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক উত্থিত হইল। ৩৩

জঘানাঙ্গদমব্যগ্রঃ কটিদেশে দশাননঃ।
ততোঽসৃজ্য যযুঃ সর্ব্বে বিধ্বস্য হবনং মহৎ ॥ ৩৪
রামপার্শ্বমুপাগম্য তস্থুঃ সর্ব্বে প্রহর্ষিতাঃ।
রাবণস্তু ততো ভার্য্যামুবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ৩৫
দৈবাধীনমিদং ভদ্রে জীবতা কিন্ন দৃশ্যতে।
ত্যজ শোকং বিশালাক্ষি জ্ঞানমালম্ব্য নিশ্চিতম্ ॥ ৩৬
অজ্ঞানপ্রভবঃ শোকঃ শোকো জ্ঞানবিনাশকৃৎ।
অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ শরীরাদিষ্বনাত্মসু ॥ ৩৭
তন্মূলঃ পুত্রদারাদি-সম্বন্ধঃ সংসৃতিস্ততঃ।
হর্ষ-শোক-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহ-স্পৃহাদয়ঃ ॥ ৩৮
অজ্ঞানপ্রভবা হ্যেতে জন্ম-মৃত্যু-জরাদয়ঃ।
আত্মা তু কেবলঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তো হ্যলেপকঃ ॥৩৯
আনন্দরূপো জ্ঞানাত্মা সর্ব্বভাববিবর্জ্জিতঃ।
ন সংযোগো বিয়োগো বা বিদ্যতে কেনচিৎ সতঃ ॥ ৪০

দশানন এই সময় কোনরূপ উদ্বিগ্ন না হইয়াই অঙ্গদের কটিদেশে (কোমরে) সেই খড়্গের দ্বারা আঘাত করিল। তখন সকল বানরগণ সেই মহৎ হোমকার্য্য ধ্বংস করিয়া দিয়া মন্দোদরী প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করত চলিয়া যাইল। ৩৪

তাহারা সকলে শ্রীরামের পার্শ্বে গমন করত আনন্দিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। অন্যদিকে রাবণ বানরগণ চলিয়া যাইবার পর ভার্য্যা মন্দোদরীকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে বলিল। ৩৫

ভদ্রে! ইহা দৈবাধীন অর্থাৎ আজ যাহা ঘটিল, তাহা দৈবায়ত্ত বলিয়াই জানিবে। জীবিত থাকিলে কিনা দেখা যায় অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তিকে কত প্রকার অসম্ভাবিত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে হয়। বিশালাক্ষি! তুমি নিশ্চিত জ্ঞান অবলম্বন করিয়া শোক পরিত্যাগ কর। ৩৬

কারণ, এই শোক অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় এবং এই শোক জ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দেয়। দেহ প্রভৃতি অনাত্ম বস্তুসমূহে যে অহংবুদ্ধি অর্থাৎ আত্মা বলিয়া জ্ঞান, ইহাও অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত। ৩৭

অতএব এই অজ্ঞানই স্ত্রী-পুত্রাদি সম্বন্ধের মূল; আর এই সম্বন্ধ হইতেই সংসার সৃষ্ট হয়। হর্ষ, শোক, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও কামনা প্রভৃতি (বুদ্ধিধর্ম্ম সকল) এবং জন্ম, মৃত্যু ও জরা প্রভৃতি (দেহধর্ম্মসকল)—এ সমস্তই অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। কিন্তু আত্মা এক, শুদ্ধ, ভূতাদির অতিরিক্ত (কিংবা শরীরাদি হইতে পৃথক্), নির্লেপ, আনন্দময়, জ্ঞানময় ও সুখ-দুঃখাদি সর্ব্বভাববর্জিত। এই সৎ অর্থাৎ নিত্য আত্মার কাহারও সহিত সংযোগ বা বিয়োগ নাই। ৩৮-৪০

এবং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানং ত্যজ শোকমনিন্দিতে।
ইদানীমেব গচ্ছামি হত্বা রামং সলক্ষ্মণম্ ॥ ৪১
আগমিষ্যামি নো চেন্মাং দারয়িষ্যতি সায়কৈঃ।
শ্রীরামো বজ্রকল্পৈশ্চ ততো গচ্ছামি তৎপদম্ ॥ ৪২
তদা ত্বয়া মে কর্ত্তব্যা ক্রিয়া মচ্ছাসনাৎ প্রিয়ে।
সীতাং হত্বা ময়া সার্দ্ধং ত্বং প্রবেক্ষ্যসি পাবকম্ ॥ ৪৩
এবং শ্রুত্বা বচস্তস্য রাবণস্যাতিদুঃখিতা।
উবাচ নাথ মে বাক্যং শৃণু সত্যং তথা কুরু ॥ ৪৪
শক্যো ন রাঘবো জেতুং ত্বয়া চান্যৈঃ কদাচন।
রামো দেববরঃ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ৪৫
মৎস্যো ভূত্বা পুরা কল্পে মনুং বৈবস্বতং প্রভুঃ।
ররক্ষ সকলাপদ্ভ্যো রাঘবো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৪৬
রামঃ কূর্ম্মোঽভবৎ পূর্ব্বং লক্ষযোজনবিস্তৃতঃ।
সমুদ্রমন্থনে পৃষ্ঠে দধার কনকাচলম্ ॥ ৪৭

অনিন্দিতে মন্দোদরি! নিজ আত্মাকে এইরূপ জানিয়া তুমি শোক পরিত্যাগ কর। আমি এখনই গমন করিতেছি, রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিয়া ফিরিয়া আসিব। নতুবা শ্রীরাম স্বীয় বজ্রতুল্য বাণসমূহের দ্বারা আমাকে বিদীর্ণ করিবেন, তাহা হইলে আমি সেই পরমপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিব। ৪১-৪২

প্রিয়ে! আমি যদি রামবাণে নিহত হই, তাহা হইলে তুমি আমার আদেশ অনুসারে আমার প্রেত কার্য্য করিবে। কিংবা সীতাকে হত্যা করিয়া তুমি আমার সহিত অনলে প্রবেশ করিবে অর্থাৎ সহমৃতা হইবে। ৪৩

রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করত অতিশয় দুঃখিতা হইয়া মন্দোদরী বলিল,—নাথ! তুমি আমার কথা শ্রবণ কর এবং তাহা প্রতিপালন কর। ৪৪

তুমি কিংবা অন্য কাহারাও এই রঘুবংশধর রামকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ, এই রাম সাক্ষাৎ জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষ নারায়ণ এবং প্রকৃতি ও পুরুষেরও ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ামক (অথবা ব্রহ্মাদি প্রধানপুরুষগণেরও ঈশ্বর)। ৪৫

এই ভক্তবৎসল প্রভু শ্রীরাম পূর্ব্ব কল্পে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বৈবস্বত মনুকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ৪৬

এই রাম পূর্ব্বে লক্ষযোজনবিস্তৃত কূর্ম্মরূপ রূপ ধারণ

হিরণ্যাক্ষোঽতিদুর্বৃত্তো হতোঽনেন মহাত্মনা।
ক্রোড়রূপেণ বপুষা ক্ষৌণীমুদ্ধরতা ক্বচিৎ ॥ ৪৮
ত্রিলোককণ্টকং দৈত্যং হিরণ্যকশিপুং পুরা।
হতবান্নারসিংহেন বপুষা রঘুনন্দনঃ ॥ ৪৯
বিক্রমৈস্ত্রিভিরেবাসৌ বলিং বদ্ধা জগৎত্রয়ম্।
আক্রাম্যাদাৎ সুরেন্দ্রায় ভৃত্যায় রঘুসত্তমঃ। ৫০
রাক্ষসাঃ ক্ষত্রিয়াকারা জাতা ভূমের্ভরাবহাঃ।
তান্ হত্বা বহুশো রামো ভুবং জিত্বা হ্যদান্মুনেঃ॥ ৫১
স এব সাম্প্রতং জাতো রঘুবংশে পরাৎপরঃ।
ভবদর্থে রঘুশ্রেষ্ঠো মানুষত্বমুপাগতঃ ॥ ৫২
তস্য ভার্য্যা কিমর্থং বা হৃতা সীতা বনাদ্ বলাৎ।
মম পুত্রবিনাশার্থং স্বস্যাপি নিধনায় চ ॥ ৫৩
ইতঃ পরং বা বৈদেহীং প্রেষয়স্ব রঘূত্তমে।
বিভীষণায় রাজ্যং তু দত্ত্বা গচ্ছামহে বনম্ ॥ ৫৪
মন্দোদরীবচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
কথং ভদ্রে রণে পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ রাক্ষসমণ্ডলম্ ॥ ৫৫
ঘাতয়িত্বা রাঘবেণ জীবামি বনগোচরঃ।
রামেণ সহ যোৎস্যামি রামবাণৈঃ সুশীঘ্রগৈঃ। ৫৬
বিদার্য্যমাণো যাস্যামি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
জানামি রাঘবং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং জানামি জানকীম্ ॥ ৫৭
জ্ঞাত্বৈব জানকী সীতা ময়া নীতা বনাদ্ বলাৎ।
রামেণ নিধনং প্রাপ্য যাস্যামীতি পরং পদম্ ॥ ৫৮
বিমুচ্য ত্বাং তু সংসারং গমিষ্যামি সহ প্রিয়ে।
পরানন্দময়ী শুদ্ধা সেব্যতে যা মুমুক্ষুভিঃ।
তাং গতিন্তু গমিষ্যামি হতো রামেণ সংযুগে ॥ ৫৯
প্রক্ষাল্য কল্মষাণীহ মুক্তিং যাস্যামি দুর্লভাম্ ॥ ৬০

করিয়াছিলেন এবং সমুদ্র মন্থনকালে স্বীয় পৃষ্ঠে সুবর্ণ পর্ব্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন। ৪৭

এই মহাত্মা শ্রীরাম পূর্ব্বে কোনও এক সময়ে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য বরাহরূপ ধারণ করত অতি দুরাচার অসুর হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন। ৪৮

রঘুবংশের আনন্দবর্দ্ধন রাম পূর্ব্বে নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিলোককণ্টক দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ৪৯

এই রঘুবর শ্রীরামই পূর্ব্বে বামনরূপ ধারণ করত স্বীয় তিন পদে তিন ভুবনকে আক্রমণ (পরিমাপ) করিয়া বলিকে (হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন এবং বিরোচনের পুত্র বলি।) বন্ধন করত ভৃত্য (ভরণযোগ্য) সুরেন্দ্র অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রকে সেই ত্রিভুবন প্রদান করেন। ৫০

পরে এই পৃথিবীতে রাক্ষসগণ ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করে এবং পৃথিবীর পক্ষে ভারবহ হইয়া উঠে, তখন এই রামই পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া বহুবার (একুশবার) সেই সব ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করত এই পৃথিবীকে জয় করিয়া মুনিবর কশ্যপকে উহা দান করেন। ৫১

সেই পরাৎপর পরম-পুরুষ নারায়ণই তোমাকে বধ করিবার জন্য রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীরামরূপে সম্প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং মনুষ্যাকার ধারণ করিয়াছেন। ৫২

আমার পুত্রনাশের জন্য এবং নিজেরও বিনাশের জন্য তুমি বন হইতে তাঁহার ভার্য্যা সীতাকে বলপূর্ব্বক কি হেতু হরণ করিয়া আনিলে? ৫৩

(যাহা করিয়াছ, সেজন্য এখন আর অনুতাপ করিয়া কি হইবে?) যাহা হউক, অতঃপর তুমি বিদেহরাজ জনক-দুহিতা সীতাকে রঘুত্তম রামের নিকট পাঠাইয়া দাও। তারপর বিভীষণকে রাজ্যদান করিয়া আমরা বনে গমন করিব। ৫৪

মন্দোদরীর এই কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ তাহাকে বলিল,—ভদ্রে! যুদ্ধে পুত্রগণকে ও ভ্রাতৃগণকে এবং সম্পূর্ণ রাক্ষস-মণ্ডলকে রামের দ্বারা বধ করাইয়া বনে বাস করত কিভাবে জীবন ধারণ করিব? আমি রামের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তাঁহার অতি দ্রুতগামী বাণসমূহে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া সেই বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিব। আমি রঘুবংশজাত রামকে বিষ্ণু বলিয়া জানি এবং জনকনন্দিনী সীতাকেও লক্ষ্মীদেবী বলিয়া জানি। ৫৫-৫৭

'রামের দ্বারা নিহত হইয়া আমি পরম পদে গমন করিব' এই বাসনায় আমি জনকনন্দিনী সীতাকে জানিয়া-শুনিয়াই দণ্ডকারণ্য হইতে এই লঙ্কায় লইয়া আনিয়াছি। ৫৮

প্রিয়ে! আমি তোমাকে এবং সংসারকে ত্যাগ করিয়া মৃত বন্ধুগণের সহিত গমন করিব। মুমুক্ষুগণ নিরন্তর যে আনন্দময় শুদ্ধ গতির সেবা করেন, আমি যুদ্ধে রামের দ্বারা নিহত হইয়া সেই গতিলাভ করিব। রামের হস্তে নিহত হইলে আমি সমস্ত পাপরাশি হইতে শুদ্ধি লাভ করত দুর্লভ মুক্তি লাভ করিব। ৫৯-৬০

ক্লেশাদিপঙ্কতরঙ্গযুগং ভ্রমাঢ্যং
দারাত্মজাপ্তধনবন্ধুঝষাভিযুক্তম্ ।
ঔর্ব্বানলাভনিজরোষমনঙ্গজালং
সংসারসাগরমতীত্য হরিং ব্রজামি ॥৬১

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

(প্রিয়তমে মন্দোদরি। অতএব তুমি শোক ত্যাগ কর। আমি শ্রীরামহস্তে নিহত হইয়া) অবিদ্যা, অস্মিতা (আত্মা দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত নন, এরূপ জ্ঞান), রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মরণাদি ত্রাস)—এই পঞ্চক্লেশরূপ তরঙ্গমালাযুক্ত, যুগপরিবর্ত্তনরূপ আবর্ত্তসমন্বিত, স্ত্রী, পুত্র, আপ্ত—আত্মীয় (কিংবা—রাগ-দ্বেষবিনির্ম্মুক্ত আপ্ত ইত্যভিধীয়তে।), ধন ও বন্ধু-বান্ধবাদিরূপ জলজন্তুগণে পূর্ণ, প্রাণিগণের নিজ নিজ ক্রোধরূপ বাড়বানলযুক্ত এবং কামরূপ জালে সমাবৃত এই সংসাররূপী সাগর অতিক্রম করিয়া শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইব। ৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্‌অধ্যাত্মরামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুদ্ধে রাবণস্য গমনম্, হনূমতা সহ মুষ্টিযুদ্ধম্, ইন্দ্রেণ মাতলিসারথিযুক্তস্য রথস্য প্রেষণম্, তদ্রথমারুহ্য রাবণেন সহ শ্রীরামস্য ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, শ্রীরামেণ রাবণস্য বধশ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বচনং প্রেম্না রাজ্ঞীং মন্দোদরীং তদা।
রাবণঃ প্রযযৌ যোদ্ধুং রামেণ সহ সংযুগে ॥ ১
দৃঢ়ং স্যন্দনমাস্থায় বৃতো ঘোরৈর্নিশাচরৈঃ।
চক্রৈঃ ষোড়শভির্যুক্তং সবরূথং সকুবরম্ ॥ ২
পিশাচবদনৈর্ঘোরৈঃ খরৈর্যুক্তং ভয়াবহম্।
সর্ব্বাস্ত্র-শস্ত্রসহিতং সর্ব্বোপস্করসংযুতম্ ॥ ৩
নিশ্চক্রামাথ সহসা রাবণো ভীষণাকৃতিঃ।
আয়ান্তং রাবণং দৃষ্ট্বা ভীষণং রণকর্কশম্ ॥ ৪
সন্ত্রস্তাভূত্তদা সেনা বানরী রামপালিতা ॥ ৫
হনূমানথ চোৎপ্লুত্য রাবণং যোদ্ধুমাযযৌ।
আগত্য হনুমান্ রক্ষো বক্ষস্যতুলবিক্রমঃ ॥৬
মুষ্টিবন্ধং দৃঢ়ং বদ্ধা তাড়য়ামাস বেগতঃ।
তেন মুষ্টিপ্রহারেণ জানুভ্যামপতদ্রথে ॥ ৭
মূর্চ্ছিতোঽথ মুহূর্ত্তেন রাবণঃ পুনরুত্থিতঃ।
উবাচ চ হনূমন্তং শূরোঽসি মম সম্মতঃ ॥ ৮
হনূমানাহ তং ধিঙ্‌মাং যত্ত্বং জীবসি রাবণ।
ত্বং তাবন্মুষ্টিনা বক্ষো মম তাড়য় রাবণ ॥৯

একাদশ অধ্যায়।

রাবণের যুদ্ধে গমন, হনুমানের সহিত মুষ্টিযুদ্ধ, ইন্দ্র কর্ত্তৃক মাতলি সারথি যুক্ত রথ প্রেরণ, সেই রথে আরোহণ করত রাবণের সহিত রামের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং শ্রীরাম কর্ত্তৃক রাবণ বধ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি। সেই সময় রাজ্ঞী মন্দোদরীকে রাবণ সপ্রেমে এই কথা বলিয়া শ্রীরামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে প্রস্থিত হইল। ১

ভয়ঙ্কর আকৃতিবিশিষ্ট রাবণ ঘোর রাক্ষসগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ষোড়শ চক্রযুক্ত, বরূথ (রথগুপ্তি—শস্ত্রশস্ত্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য আবরণবিশেষ) ও কুবর (রথের যুগকাষ্ঠবন্ধ কাষ্ঠবিশেষ)-সমন্বিত, পিশাচবদন ঘোররূপী খর-(গাধা) বাহিত, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রপূর্ণ, যুদ্ধোপযোগী সর্ব্ববিধ উপকরণসজ্জিত এবং ভয়াবহ দৃঢ় রথে আরোহণ করত সহসা নিষ্ক্রান্ত হইল। রণকর্কশ ভীষণাকৃতি রাবণকে আসিতে দেখিয়া রামপালিতা বানরসৈন্যবাহিনী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ২-৫

তদনন্তর হনুমান্ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য লম্ফ প্রদান করিয়া আসিলেন। অতুল পরাক্রমশালী হনুমান্ রাবণের সম্মুখে আসিয়া দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করত সবেগে সেই রাক্ষসের বক্ষে আঘাত করিলেন। এই মুষ্টি প্রহারে রাবণ দুই জানু দ্বারা অর্থাৎ দুই হাঁটু গাড়িয়া রথে পতিত হইল। ৬-৭

পরে মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর রাবণ মুহূর্ত্তকাল পরে পুনরায় উত্থিত হইয়া হনুমান্‌কে বলিল—তুমি আমার অভিমত বীর বটে। ৮

তখন হনুমান্ সেই রাবণকে বলিলেন,—রাবণ। আমাকে ধিক্। কারণ, তুমি আমার মুষ্টিপ্রহার প্রাপ্ত হইয়াও এখনও জীবিত রহিয়াছ। রাবণ। অতঃপর তুমি আমার বক্ষে মুষ্টিপ্রহার কর। ৯

পশ্চাম্ময়া হতঃ প্রাণান্মোক্ষ্যসে নাত্র সংশয়ঃ।
তথেতি মুষ্টিনা বক্ষো রাবণেনাপি তাড়িতঃ ॥ ১০
বিঘূর্ণমাননয়নঃ কিঞ্চিৎ কশ্মলমাযযৌ।
সংজ্ঞামবাপ্য কপিরাড্ রাবণং হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ১১
ততোঽন্যত্র গতো ভীত্যা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
হনুমানঙ্গদশ্চৈব নলো নীলস্তথৈব চ ॥ ১২
চত্বারঃ সমবেতাগ্রে দৃষ্ট্বা রাক্ষসপুঙ্গবান্।
অগ্নিবর্ণং তথা সর্পরোমাণং খড়্গরোমকম্ ॥ ১৩
তথা বৃশ্চিকরোমাণং নিজঘ্নুঃ ক্রমশোঽসুরান্।
চত্বারশ্চতুরো হত্বা রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্ ॥ ১৪
সিংহনাদং পৃথক্ কৃত্বা রামপার্শ্বমুপাগতাঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ সন্দশ্য দশনচ্ছদম্ ॥ ১৫
বিবৃত্য নয়নে ক্রূরো রামমেবান্বধাবত।
দশগ্রীবো রথস্থস্তু রামং বজ্রোপমৈঃ শরৈঃ ॥ ১৬
আজঘান মহাঘোরৈর্ধারাভিরিব তোয়দঃ।
রামস্য পুরতঃ সর্ব্বান্ বানরানপি বিব্যথে ॥ ১৭
ততঃ পবনসঙ্কাশৈঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
অভ্যবর্ষদ্রণে রামো দশগ্রীবং সমাহিতঃ ॥ ১৮
রথস্থং রাবণং দৃষ্ট্বা ভূমিষ্ঠং রঘুনন্দনম্।
আহুয় মাতলিং শক্রো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১৯
রথেন মম ভূমিষ্ঠং শীঘ্রং যাহি রঘূত্তমম্।
ত্বরিতং ভূতলং গত্বা কুরু কার্য্যং মমানঘ ॥ ২০
এবমুক্তোঽথ তং নত্বা মাতলির্দেবসারথিঃ।
ততো হয়ৈশ্চ সংযোজ্য হরিতৈঃ স্যন্দনোত্তমম্ ॥ ২১
স্বর্গাজ্জয়ার্থং রামস্য হ্যুপচক্রাম মাতলিঃ।
অব্রবীচ্চ ততো রামমপ্রতর্ক্যরথে স্থিতঃ।
প্রাঞ্জলির্দেবরাজেন প্রেষিতোঽস্মি রঘূত্তম ॥ ২২
রথোঽয়ং দেবরাজস্য বিজয়ায় তব প্রভো।
প্রেষিতশ্চ মহারাজ ধনুরৈন্দ্রঞ্চ ভূষিতম্ ॥ ২৩

তাহার পর আমার মুষ্টিপ্রহারে তুমি হত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। রাবণও 'তাহাই হউক' বলিয়া নিজের মুষ্টি দ্বারা হনুমানের বক্ষে আঘাত করিল। ১০

রাবণের মুষ্ট্যাঘাতে কপিবর হনুমানের নয়ন ঘুরিতে লাগিল এবং পরে কিঞ্চিৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া হনুমান্ রাবণকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। ১১

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ ভীত হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইল। এদিকে হনুমান্, অঙ্গদ, নল ও নীল এই চার বানরপ্রবর সম্মুখে সমবেত অগ্নিবর্ণ, সর্পরোমা, খড়্গরোমা ও বৃশ্চিকরোমা—এই চার রাক্ষসপ্রধানকে দেখিয়া ক্রমশঃ এই সুরবিরোধী রাক্ষসগণকে বধ করেন। এই চার বানরপ্রবর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী চার রাক্ষসকে বধ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সিংহনাদ করত শ্রীরামের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর অর্থাৎ চার রাক্ষসপ্রধানকে নিহত হইতে দেখিয়া রাবণ অধর দংশন করত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ১২-১৫

ক্রূর রাবণ নয়ন ঘূর্ণিত করিতে করিতে রামের দিকে ধাবিত হইল। দশানন রথে থাকিয়া মেঘ যেরূপ জলধারা বর্ষণ দ্বারা পর্ব্বতকে আঘাত করে, সেইরূপ বজ্রতুল্য মহাভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা রামকে আঘাত করিতে লাগিল। রামের সম্মুখে স্থিত সমস্ত বানরগণও তখন রাবণবাণে ব্যথিত হইয়া উঠিল। ১৬-১৭

তদনন্তর রাম বিশেষ সাবধানতার সহিত যুদ্ধে দশানন রাবণের উপর সুবর্ণভূষিত বায়ুতুল্য দ্রুতগামী বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১৮

রাম রাবণের এই যুদ্ধকালীন ইন্দ্র রাবণকে রথে অবস্থান করিতে এবং শ্রীরামকে ভূমিতে অবস্থান করিতে দেখিয়া নিজ সারথি মাতলিকে আহ্বান করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১৯

নিষ্পাপ সারথি! তুমি আমায় লইয়া ভূতলস্থিত রামের নিকট শীঘ্র গমন কর এবং সত্বর ভূতলে গমন করিয়া আমার কার্য্য পরিপালন কর। ২০

দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর দেবসারথি মাতলি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তখন হরিত বর্ণের অশ্বগণকে শ্রেষ্ঠ রথে সংযোজিত করিয়া শ্রীরামের জয়লাভের জন্য স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন। তদনন্তর অপ্রতর্ক্য (অদৃশ্য) সেই রথে অবস্থান করত প্রাঞ্জলি হইয়া শ্রীরামকে বলিলেন,—রঘূত্তম রাম! দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে পাঠাইয়াছেন। ২১-২২

হে প্রভো! এই রথ দেবরাজ ইন্দ্রের, আপনি রাবণকে যুদ্ধ জয় করিবেন বলিয়া তিনি এই রথ আমাকে দিয়া পাঠাইয়াছেন। মহারাজ! ভূষিত ইন্দ্রধনু, অভেদ্য কবচ, খড়্গ এবং দিব্য দুইটি তূণীরও দেবরাজ পাঠাইয়াছেন। হে

অভেদ্যং কবচং খড়্গং দিব্যতূণীযুগং তথা ।
আরুহ্য চ রথং রাম রাবণং জহি রাক্ষসম্ ।
ময়া সারথিনা দেব বৃত্রং দেবপতির্যথা ॥ ২৪
ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য নমস্কৃত্য রথোত্তমম্ ॥ ২৫
আরুরোহ রথং রামো লোকান্ লক্ষ্ম্যা নিয়োজয়ন্
ততোঽভবন্মহাযুদ্ধং ভৈরবং রোমহর্ষণম্ ॥ ২৬
মহাত্মনো রাঘবস্য রাবণস্য চ ধীমতঃ ।
আগ্নেয়েন চ আগ্নেয়ং দৈবং দৈবেন রাঘবঃ ॥ ২৭
অস্ত্রং রাক্ষসরাজস্য জঘান পরমাস্ত্রবিৎ ।
ততস্তু সসৃজে ঘোরং রাক্ষসং চাস্ত্রমস্ত্রবিৎ ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো রামস্যোপরি রাবণঃ ॥ ২৮
রাবণস্য ধনুর্মুক্তাঃ সর্পা ভূত্বা মহাবিষাঃ ।
শরাঃ কাঞ্চনপুঙ্খাভা রাঘবং পরিতোঽপতন্ ॥ ২৯
তৈঃ শরৈঃ সর্পবদনৈর্বমদ্ভিরনলং মুখৈঃ ।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব ব্যাপ্তাস্তত্র তদাভবন্ ॥ ৩০
রামঃ সর্পাংস্ততো দৃষ্ট্বা সমন্তাৎ পরিপূরিতান্ ।
সৌপর্ণমস্ত্রং তদ্‌ঘোরং পুরঃ প্রাবর্ত্তয়দ্ রণে ॥ ৩১
রামেণ মুক্তাস্তে বাণা ভূত্বা গরুড়রূপিণঃ ।
চিচ্ছিদুঃ সর্পবাণাংস্তান্ সমন্তাৎ সর্পশত্রবঃ ॥ ৩২
অস্ত্রে প্রতিহতে যুদ্ধে রামেণ দশকন্ধরঃ ।
অভ্যবর্ষত্ততো রামং ঘোরাভিঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩৩
ততঃ পুনঃ শরানীকৈ রামমক্লিষ্টকারিণম্ ।
অর্দ্দয়িত্বা তু ঘোরেণ মাতলিং প্রত্যবিধ্যত ॥ ৩৪
পাতয়িত্বা রথোপস্থে রথকেতুঞ্চ কাঞ্চনম্ ।
ঐন্দ্রানশ্বানভ্যহনদ্রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৩৫
বিষেদুর্দেবগন্ধর্ব্বাশ্চারণাঃ পিতরস্তথা ।
আর্ত্তাকারং হরিং দৃষ্ট্বা ব্যথিতাশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥৩৬
ব্যথিতা বানরেন্দ্রাশ্চ বভূবুঃ সবিভীষণাঃ ।
দশাস্যো বিংশতিভুজঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ ॥ ৩৭
দদৃশে রাবণস্তত্র মৈনাক ইব পর্ব্বতঃ ।
রামস্তু ভৃকুটিং বদ্ধা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ৩৮

রাম ! আমাকে সারথি করিয়া এই রথে আরোহণ করত দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি সারথি এই যে রথ আনিয়াছি, দেব ! সেই রথে আপনি আরোহণ করিয়া রাক্ষস রাবণকে বধ করুন । ২৩-২৪

সারথি মাতলি এই কথা বলিলে পর রাম সেই রথোত্তম ইন্দ্ররথকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া সমস্ত লোকসমূহকে উল্লসিত করিতে করিতে সেই রথে আরোহণ করিলেন। তদনন্তর মহাত্মা শ্রীরাম ও বুদ্ধিমান্ রাবণ এই উভয়ের মধ্যে রোমাঞ্চকর ভীষণ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রঘুবংশধর রাম রাক্ষসরাজ রাবণের আগ্নেয়াস্ত্র আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা এবং দৈব অস্ত্র দৈবাস্ত্র দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। অস্ত্রজ্ঞ রাবণ তাহার পর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রামের উপর ঘোর রাক্ষস অস্ত্র নিক্ষেপ করিল । ২৫-২৮

রাবণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খশোভিত বাণসমূহ মহাবিষধর সর্প হইয়া রামের চারিদিকে পতিত হইতে লাগিল । ২৯

সেই সময় এই সব সর্পমুখ বাণসমূহ তথায় মুখ দিয়া অগ্নি উদ্‌গিরণ করিতে করিতে চারিদিকে তখন ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল । ৩০

রাম সেই সময় চারিদিকে সর্পশ্রেণী পরিপূর্ণ দেখিয়া যুদ্ধস্থলে ভয়ঙ্কর গরুড়াস্ত্র সম্মুখে প্রয়োগ করিলেন । ৩১

রামনিক্ষিপ্ত সেই সব বাণ সর্পশত্রু গরুড়রূপ ধারণ করত চারিদিকে সর্পবাণসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল । ৩২

এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরাম কর্ত্তৃক সর্পাস্ত্র প্রতিহত হইলে পর দশানন রাবণ রামের উপর ভয়ঙ্কর শরবৃষ্টি করিতে লাগিল । ৩৩

তাহার পর রাবণ অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী শ্রীরামকে পুনরায় বহু বাণে পীড়িত করিয়া এক ভয়ঙ্কর বাণে মাতলিকে বিদ্ধ করিল । ৩৪

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাবণ রথাসনে স্বর্ণনির্ম্মিত রথের ধ্বজ ছেদন করত পাতিত করিয়া ইন্দ্রের অশ্বগণকে আঘাত করিল । ৩৫

এই সময় শ্রীহরি রামচন্দ্রকে অত্যন্ত পীড়িত দেখিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও পিতৃগণ বিষন্ন হইলেন এবং মহর্ষিগণ ব্যথিত হইয়া উঠিলেন । ৩৬

বিভীষণের সহিত বানরশ্রেষ্ঠগণও ব্যথিত হইল। বিংশতিবাহু দশানন রাবণ হস্তে ধনু গ্রহণ করিয়া তথায় মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। অন্যদিকে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করত ভ্রূকুটি করিয়া রাক্ষস রাবণকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে অনুরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। ইন্দ্র ধনুর

কোপং চকার সদৃশং নির্দ্দহন্নিব রাক্ষসম্ ।
ধনুরাদায় দেবেন্দ্রধনুরাকারমদ্ভুতম্ ॥ ৩৯
গৃহীত্বা পাণিনা বাণং কালানলসমপ্রভম্ ।
নির্দ্দহন্নিব চক্ষুর্ভ্যাং দদৃশে রিপুমন্তিকে ॥ ৪০
পরাক্রমং দর্শয়িতুং তেজসা প্রজ্বলন্নিব ।
প্রচক্রমে কালরূপী সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ৪১
বিকৃষ্য চাপং রামস্তু রাবণং প্রতিবিধ্য চ ।
হর্ষয়ন্ বানরানীকং কালান্তক ইবাবভৌ ॥ ৪২
ক্রুদ্ধং রামস্য বদনং দৃষ্ট্বা শত্রুং প্রধাবতঃ ।
তত্রসুঃ সর্ব্বভূতানি চচাল চ বসুন্ধরা ॥ ৪৩
রামং দৃষ্ট্বা মহারৌদ্রমুৎপাতাংশ্চ সুদারুণান্ ।
ত্রস্তানি সর্ব্বভূতানি রাবণং চাবিশদ্ভয়ম্ ॥ ৪৪
বিমানস্থাঃ সুরগণাঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাঃ ।
দদৃশুঃ সুমহাযুদ্ধং লোকসম্বর্ত্তকোপমম্ ।
ঐন্দ্রমস্ত্রং সমাদায় রাবণস্য শিরোঽচ্ছিনৎ ॥ ৪৫

মূর্দ্ধানো রাবণস্যাথ বহবো রুধিরোক্ষিতাঃ ।
গগনাৎ প্রপতন্তি স্ম তালাদিব ফলানি হি ॥ ৪৬
ন দিনং ন চ বৈ রাত্রির্ন সন্ধ্যা ন দিশোঽপি বা ।
প্রকাশন্তে ন তদ্রূপং দৃশ্যতে তত্র সঙ্গরে ॥ ৪৭
ততো রামো বভূবাথ বিস্ময়াবিষ্টমানসঃ ।
শতমেকোত্তরং ছিন্নং শিরসাং চৈকবর্চ্চসাম্ ॥ ৪৮
ন চৈব রাবণঃ শান্তো দৃশ্যতে জীবিতক্ষয়াৎ ।
ততঃ সর্ব্বাস্ত্রবিদ্ বীরঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ৪৯
অস্ত্রৈশ্চ বহুভির্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস রাঘব ।
যৈর্যৈর্বা নৈর্হতা দৈত্যা মহাসত্ত্বপরাক্রমাঃ ॥ ৫০
ত এতে নিষ্ফলং যাতা রাবণস্য নিপাতনে ।
ইতি চিন্তাকুলে রামে সমীপস্থো বিভীষণঃ ॥ ৫১
উবাচ রাঘবং বাক্যং ব্রহ্মদত্তবরো হ্যসৌ ।
বিচ্ছিন্না বাহবোঽপ্যস্য বিচ্ছিন্নানি শিরাংসি চ ॥ ৫২

ন্যায় অদ্ভুত এক ধনু রাম হস্তে গ্রহণ করত এবং দক্ষিণহস্তে যুগান্তাগ্নিতুল্য একটি বাণ গ্রহণ করিয়া সমীপে স্থিত শত্রু রাবণকে দুই নয়ন দ্বারা যেন দগ্ধ করিবার জন্ম তাহাকে দেখিতে লাগিলেন । ৩৭ ৪০

কালরূপী রাম স্বীয় তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতে হইতে সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে নিজের পরাক্রম দেখাইবার জন্ম পরাক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন । ৪১

তখন রাম স্বীয় ধনু আকর্ষণ করত রাবণকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া বানরসৈন্তবাহিনীকে আনন্দিত করিতে করিতে স্বয়ং কালান্তকের তুল্য বিরাজ করিতে লাগিলেন । ৪২

শত্রু রাবণের দিকে ধাবিত রামের ক্রুদ্ধ মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া সমস্ত ভূত (প্রাণি)-বৃন্দ ভীত হইল এবং পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল । ৪৩

শ্রীরামের মহারৌদ্র অর্থাৎ সর্ব্বসংহারক মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া এবং অতিশয় দারুণ উৎপাতসমূহ ও সমস্ত প্রাণিবর্গকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখিয়া রাবণের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল । ৪৪

বিমানস্থিত দেবগণ এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ লোকসমূহের প্রলয়কর আতীবকাদি যুদ্ধের ন্যায় রাম-রাবণের সেই নিদারুণ মহাযুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন । অন্তদিকে শ্রীরামচন্দ্র তখন 'ঐন্দ্র' অস্ত্র গ্রহণ করত তাহা প্রয়োগ করিয়া রাবণের শিরশ্ছেদ করিলেন । ৪৫

তদনন্তর যেরূপ তাল বৃক্ষ হইতে তাল-ফলসকল পতিত হয়, সেইরূপ রাম-বাণে ছিন্ন রাবণের মস্তকসমূহ (দশ মস্তক) রক্তাপ্লুত হইয়া গগন হইতে পতিত হইল । ৪৬

সেই সময় দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা বা দিক্‌সমূহ কিছুই প্রকাশিত হইতেছিল না। এই যুদ্ধে রাবণের মস্তকহীন রূপ অর্থাৎ কবন্ধাকৃতি কেহই দেখিতে পাইল না। কারণ, যতবার রাম রাবণের মস্তক ছেদন করেন, ততবারই রাবণের মস্তক পুনরায় উত্থিত হইতে লাগিল । ৪৭

তদনন্তর রাম ইহা দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন । এইভাবে সমানতেজস্বী একশত একটি মস্তক রাবণের ছিন্ন হইল, কিন্তু তথাপি প্রাণনাশের ভয়ে রাবণকে শান্ত হইয়া যাইতে দেখা যাইল না (বরং যুদ্ধ করিতে সচেষ্ট থাকিতেই দেখা যাইল ।) তখন কৌশল্যাদেবীর আনন্দবর্দ্ধনকারী সর্ব্ববিধ অস্ত্রবিশেষজ্ঞ বীরবর শ্রীরাম বহু অস্ত্রসমূহে যুক্ত থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—"যে যে বাণসমূহে মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী দৈত্যগণ নিহত হইয়াছে, এই সেই সব বাণ রাবণকে বিনাশ করিয়া ভূপাতিত করিতে নিষ্ফল হইল" এইরূপে রাম যখন চিন্তা করিতেছিলেন, তখন বিভীষণ তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৪৮-৫১

তারপর তিনি রাঘবকে এই কথা বলিলেন,—এই রাবণকে ব্রহ্মা বরদান করিয়াছেন। ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

উৎপৎস্যন্তি পুনঃ শীঘ্রমিত্যাহ ভগবানজঃ।
নাভিদেশেঽমৃতং তস্য কুণ্ডলাকারসংস্থিতম্ ॥ ৫৩
তচ্ছোষয়ানলাস্ত্রেণ তস্য মৃত্যুস্ততো ভবেৎ।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামঃ শীঘ্রপরাক্রমঃ ॥ ৫৪
পাবকাস্ত্রেণ সংযোজ্য নাভিং বিব্যাধ রক্ষসঃ।
অনন্তরঞ্চ চিচ্ছেদ শিরাংসি চ মহাবলঃ ॥ ৫৫
বাহূনপি চ সংরব্ধো রাবণস্য রঘূত্তমঃ।
ততো ঘোরাং মহাশক্তিমাদায় দশকন্ধরঃ ॥ ৫৬
বিভীষণবধার্থায় চিক্ষেপ ক্রোধবিহ্বলঃ।
চিচ্ছেদ রাঘবো বাণৈস্তাং শিতৈর্হেমভূষিতৈঃ ॥ ৫৭
দশগ্রীবশিরশ্ছেদাত্তদা তেজো বিনির্গতম্।
ম্লানরূপো বভূবাথ ছিন্নৈঃ শীর্ষৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ॥ ৫৮
একেন মুখ্যশিরসা বাহুভ্যাং রাবণো বভৌ ॥ ৫৯
রাবণস্তু পুনঃ ক্রুদ্ধো নানাশস্ত্রাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ।
ববর্ষ রামং তং রামস্তথা বাণৈর্ববর্ষ চ।
ততো যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ৬০
অথ সংস্মারয়ামাস মাতলী রাঘবং তদা।
বিসৃজাস্ত্রং বধায়াস্য ব্রাহ্মং শীঘ্রং রঘূত্তম ॥ ৬১
বিনাশকালঃ প্রথিতো যঃ সুরৈঃ সোঽদ্য বর্ত্ততে।
উত্তমাঙ্গং ন চৈতস্য ছেত্তব্যং রাঘব ত্বয়া ॥ ৬২
নৈব শীর্ষ্ণি প্রভো বধ্যো বধ্য এব হি মর্ম্মণি।
ততঃ সংস্মারিতো রামস্তেন বাক্যেন মাতলেঃ ॥ ৬৩
জগ্রাহ স শরং দীপ্তং নিশ্বসন্তমিবোরগম্।
যস্য পার্শ্বে তু পবনঃ ফলে ভাস্কর-পাবকৌ ॥ ৬৪
শরীরমাকাশময়ং গৌরবে মেরু-মন্দরৌ।
পর্ব্বস্বপি চ বিন্যস্তা লোকপালা মহৌজসঃ ॥ ৬৫
জাজ্বল্যমানং বপুষা ভাতং ভাস্করবর্চ্চসা।
তমুগ্রমস্ত্রং লোকানাং ভয়নাশনমদ্ভুতম্ ॥ ৬৬

"এই রাবণের বাহু (বিংশতি)-সকল ছিন্ন হইলে এবং মস্তক (দশ)-সমূহ ছিন্ন হইলে পুনরায় সত্বর বাহু ও মস্তক উৎপন্ন হইবে।" এই রাবণের নাভিদেশে কুণ্ডলাকারে অমৃত রহিয়াছে। ৫২-৫৩

আপনি আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহা শোষিত করুন, তাহার পর এই রাবণের মৃত্যু হইবে। বিভীষণের এই কথা শ্রবণ করত শীঘ্রপরাক্রম রাম ধনুতে আগ্নেয়াস্ত্র সংযোজন করিয়া উহা নিক্ষেপ করত রাক্ষস রাবণের নাভিতে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর মহাবল শ্রীরাম তাহার মস্তকসকল ছেদন করিলেন। ৫৪-৫৫

রঘূত্তম রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের বাহুসকলও ছেদন করিলেন। এই সময় দশানন রাবণ এক ভয়ঙ্করী মহাশক্তি গ্রহণ করত ক্রোধে বিহ্বল হইয়া বিভীষণকে বধ করিবার জন্য নিক্ষেপ করিল, কিন্তু রাম স্বর্ণভূষিত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে সেই মহাশক্তিকে ছেদন করিলেন। ৫৬-৫৭

দশানন রাবণের মস্তকসকল ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় সেই সময় তাহার তেজ নির্গত হইয়া যাইল। ভয়ঙ্কর মস্তকসমূহ ছিন্ন হওয়ায় রাবণের কান্তি ম্লান হইয়া গেল। ৫৮

এই সময় রাবণ একটিমাত্র প্রধান মস্তক ও দুইটি বাহুদ্বারা শোভা পাইতে লাগিল। ৫৯

রাবণ তখন পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রামের উপর নানা অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল এবং রামও তখন রাবণের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর রাম-রাবণের মধ্যে সেই সময় রোমাঞ্চকর, ভয়ঙ্কর ও তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ৬০

তাহার পর সারথি মাতলি সেই সময় রামকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, রঘূত্তম! এই রাবণের বধের জন্য আপনি ইহার উপর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করুন। ৬১

দেবগণ যাহাকে ইহার বিনাশকাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই কাল এখন উপস্থিত হইয়াছে। হে রাঘব! আপনি ইহার উত্তমাঙ্গ (মস্তক) ছেদন করিবেন না। ৬২

প্রভো! ইহার মস্তক ছেদন করিলেও ইহার বধ হইবে না। ইহার মর্ম্মে আঘাত করিলেই এই রাবণের বধ হইবে। মাতলির এই বাক্যে তখন রামের সকল বিষয়ই স্মরণ হইল। ৬৩

এই সময় রাম নিশ্বাসত্যাগকারী অর্থাৎ গর্জনকারী সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও প্রদীপ্ত একটি বাণ গ্রহণ করিলেন। এই বাণের পার্শ্বে পবনদেব (বায়ু), ফলায় সূর্য্য ও অগ্নি এবং দেহ আকাশময়। এই বাণ গৌরবে মেরু ও মন্দরপর্ব্বততুল্য। এই বাণের সমুদয় পর্ব্বে মহাতেজস্বী লোকপালগণ অবস্থান করিতেছেন। ৬৪-৬৫

তদনন্তর বলী মহাবাহু রাম দেহপ্রভায় দেদীপ্যমান, সূর্য্যকিরণসদৃশ তেজস্বী, স্বীয় তেজে ভাস্বর, লোকসমূহের ভয়নাশন

অভিমন্ত্র্য ততো রামস্তং মহেষুং মহাভুজঃ।
বেদপ্রোক্তেন বিধিনা সন্দধে কার্ম্মুকে বলী ॥ ৬৭
তস্মিন্ সন্ধীয়মানে তু রাঘবেণ শরোত্তমে।
সর্ব্বভূতানি বিত্রেসুশ্চচাল চ বসুন্ধরা ॥ ৬৮
স রাবণায় সংক্রুদ্ধো ভৃশমানম্য কার্ম্মুকম্।
চিক্ষেপ পরমায়ত্তস্তমস্ত্রং মর্ম্মঘাতিনম্ ॥ ॥ ৬৯
স বজ্র ইব দুর্দ্ধর্ষো বজ্রপাণিবিসর্জ্জিতঃ।
কৃতান্ত ইব ঘোরাস্যো ন্যপতদ্ রাবণোরসি ॥ ৭০
স নিমগ্নো মহাঘোরঃ শরীরান্তকরঃ শরঃ।
বিভেদ হৃদয়ং তূর্ণং রাবণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭১
রাবণস্যাহরৎ প্রাণান্ বিবেশ ধরণীতলে।
স শরো রাবণং হত্বা রামতূণীরমাবিশৎ ॥ ৭২
তস্য হস্তাৎ পপাতাশু সশরং কার্ম্মুকং মহৎ।
গতাসুর্ভ্রমিবেগেন রাক্ষসেন্দ্রোঽপতদ্ভুবি ॥ ৭৩

অদ্ভুত এবং উগ্র সেই বাণকে বেদোক্ত বিধি অনুসারে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই মহাবাণকে ধনুতে সংযোজিত করিলেন। ৬৬-৬৭

রাঘবকর্ত্তৃক সেই শ্রেষ্ঠ মহাবাণকে ধনুতে সংযোজিত করিলে পর সমস্ত ভূতগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং বসুন্ধরা কম্পিতা হইলেন। ৬৮

তখন রাম রাবণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধনু বিশেষভাবে আকর্ষণপূর্ব্বক আনত করিয়া পরম যত্নসহকারে সেই মর্ম্মঘাতী (হৃদয়বিদারক) বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ৬৯

বজ্রপাণি ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্রতুল্য দুর্দ্ধর্ষ সেই বাণ করাল-বদন যমের ন্যায় রাবণের বক্ষে যাইয়া পতিত হইল। ৭০

সেই শরীরনাশক মহাভয়ঙ্কর বাণ পতিত হইয়া বিশালদেহ রাবণের হৃদয় সত্বর বিদীর্ণ করিয়া দিল। (এ স্থলে শ্লোকস্থ 'মহাত্মা' পদের ব্যাখ্যা বিশালদেহ করা হইল। 'মহান্ বিশালঃ আত্মা দেহো যস্য স মহাত্মা'। "আত্মা যত্নে ধৃতৌ দেহে স্বভাবে পরমাত্মনী"তি কোষাৎ।) ৭১

রামনিক্ষিপ্ত সেই বাণ রাবণের প্রাণ হরণ করিল, তারপর ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল এবং এইভাবে রাবণকে বধ করিয়া পুনরায় রামের তূণীরে আসিয়া প্রবেশ করিল। ৭২

রামবাণে নিহত হইলে পর রাবণের হস্ত হইতে বাণসহ বিশাল ধনু সত্বর পতিত হইল এবং রাবণের প্রাণ নির্গত হওয়ায় সেই সময় রাক্ষসরাজ ঘুরিতে ঘুরিতে বেগে ভূতলে পতিত হইল। ৭৩

তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ হতশেষাশ্চ রাক্ষসাঃ।
হতনাথা ভয়ত্রস্তা দুদ্রুবুঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ৭৪
দশগ্রীবস্য নিধনং বিজয়ং রাঘবস্য চ।
ততো বিনেদুঃ সংহৃষ্টা বানরা জিতকাশিনঃ ॥ ৭৫
বদন্তো রামবিজয়ং রাবণস্য চ তদ্বধম্।
অথান্তরীক্ষে ব্যনদৎ সৌম্যস্ত্রিদশদুন্দুভিঃ ॥ ৭৬
পপাত পুষ্পবৃষ্টিশ্চ সমন্তাদ্ রাঘবোপরি।
তুষ্টুবুর্ম্মুনয়ঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ দিবৌকসঃ ॥ ৭৭
অথান্তরীক্ষে ননৃতুঃ সর্ব্বতোঽপ্সরসো মুদা।
রাবণস্য চ দেহোত্থং জ্যোতিরাদিত্যবৎ স্ফুরৎ ॥ ৭৮
প্রবিবেশ রঘুশ্রেষ্ঠং দেবানাং পশ্যতাং সতাম্।
দেবা ঊচুরহো ভাগ্যং রাবণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭৯
বয়ং তু সাত্ত্বিকা দেবা বিষ্ণোঃ কারুণ্যভাজনাঃ।
ভয়দুঃখাদিভির্ব্যাপ্তাঃ সংসারে পরিবর্ত্তিনঃ ॥ ৮০

ভূতলে রাবণকে পতিত হইতে দেখিয়া হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ রক্ষক নিহত হওয়ায় ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং চারিদিকে পলায়ন করিল। ৭৪

তখন দশানন রাবণের নিধন এবং রঘুবর শ্রীরামের বিজয় দর্শন করিয়া সমস্ত বানরগণ জয়োল্লাসিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ-লাভ করিল ও শ্রীরামের বিজয়গাথা এবং রাবণের বধের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে করিতে তাহারা সিংহনাদ করিতে লাগিল। তদনন্তর সেই সময় আকাশে মঙ্গলকর দেবদুন্দুভি বাদিত হইতে লাগিল। ৭৫-৭৬

তখন চারিদিক্ হইতে শ্রীরামের উপরে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মুনি, সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ সকলেই শ্রীরামের স্তব করিতে লাগিলেন। ৭৭

সমস্ত অপ্সরোগণ আনন্দসহকারে স্বর্গে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে রাবণের দেহোত্থিত জ্যোতি সূর্য্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতে হইতে সমস্ত দেবতাবৃন্দ ও সৎ-পুরুষগণের সাক্ষাতে রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া দেবগণ বলিলেন,—অহো! মহাত্মা রাবণের কি ভাগ্য! ৭৮-৭৯

আমরা সত্ত্বগুণপ্রধান দেবতা হইয়া এই বিষ্ণুর করুণার পাত্র হইয়া রহিয়াছি; কারণ, আমরা ভয়, দুঃখ ও শোকাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া এই সংসারে যাতায়াত করিতে থাকি (অতএব আমাদের মুক্তিলাভ হইতেছে না।) ৮০

অয়ং তু রাক্ষসঃ ক্রূরো ব্রহ্মহাতীব তামসঃ।
পরদাররতো বিষ্ণুদ্বেষী তাপসহিংসকঃ ॥ ৮১
পশ্যৎস্মু সর্ব্বভূতেষু রামমেব প্রবিষ্টবান্।
এবং ব্রুবৎস্মু দেবেষু নারদঃ প্রাহ সস্মিতঃ ॥ ৮২
শৃণুতাত্র সুরা যূয়ং ধর্ম্মতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।
রাবণো রাঘবদ্বেষাদনিশং হৃদি ভাবয়ন্ ॥ ৮৩
ভৃত্যৈঃ সহ সদা রামচরিত্রং দ্বেষসংযুতঃ।
শ্রুত্বা রামাৎ স্বনিধনং ভয়াৎ সর্ব্বত্র রাঘবম্ ॥ ৮৪
পশ্যন্নহুদিনং স্বপ্নে রামমেবানুপশ্যতি।
ক্রোধোঽপি রাবণস্যাশু গুরুবোধাধিকোঽভবৎ ॥ ৮৫
রামেণ নিহতশ্চান্তে নির্ধূতাশেষকল্মষঃ।
রামসাযুজ্যমেবাপ রাবণো মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৮৬
পাপিষ্ঠো বা দুরাত্মা পরধন-
পরদারেষু সক্তো যদি স্যাৎ,
নিত্যং স্নেহাদ্ ভয়াদ্ বা
রঘুকুলতিলকং ভাবয়ন্ সম্পরেতঃ।
ভূত্বা শুদ্ধান্তরঙ্গো ভবশতজনিতানেক-
দোষৈর্বিমুক্তঃ,
সদ্যো রামস্য বিষ্ণোঃ সুরবরবিনুতং যাতি
বৈকুণ্ঠমাদ্যম্ ॥ ৮৭
হত্বা যুদ্ধে দশাস্যং
ত্রিভুবনবিসমং বামহস্তেন চাপং,
ভূমৌ বিষ্টভ্য তিষ্ঠন্নিতরকরধৃতং
ভ্রাময়ন্ বাণমেকম্।
আরক্তোপান্তনেত্রঃ শরদলিতবপুঃ-
সূর্য্যকোটিপ্রকাশো
বীরঃ শ্রীবন্ধুরাঙ্গস্ত্রিদশপতিনুতঃ
পাতু মাং বীররামঃ* ॥ ৮৮

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

কিন্তু এই রাক্ষস রাবণ ক্রূর, ব্রহ্মহত্যাকারী, অতিশয় তমোগুণসম্পন্ন, পরস্ত্রী আসক্ত, বিষ্ণুদ্বেষী এবং তাপসগণের হিংসাকারী; তথাপি সে আজ সকল প্রাণীর সাক্ষাতে শ্রীরামেই প্রবিষ্ট হইল। দেবগণ এইরূপ কথা বলিতে থাকিলে নারদ ঈষৎহাস্যসহকারে বলিলেন ॥ ৮১-৮২

হে দেবগণ! তোমরা সকলে ধর্ম্মতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ; তথাপি (আমি) এবিষয়ে (এক তথ্যপূর্ণ কথা বলিতেছি, আমার অভিমত শ্রবণ কর,—রাবণ রামের প্রতি দ্বেষবশতঃ সর্ব্বদা তাঁহাকেই হৃদয়ে ভাবনা করিতে করিতে দ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া ভৃত্যগণের সহিত সদা রামচরিত শ্রবণ করত রাম হইতে নিজের নিধনের ভয়ে সর্ব্বত্র রামকেই দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন স্বপ্নেও সেই রামকেই দেখিতে পাইত। রামের প্রতি রাবণের ক্রোধও রাবণের নিকট গুরুর উপদেশে লব্ধ জ্ঞান হইতেও সত্বর অধিক ফলদায়ক হইয়াছিল ॥ ৮৩-৮৫

সেইজন্য এই জীবনের শেষ সময়েও রাম দ্বারা নিহত হইয়া রাবণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত বন্ধন মুক্ত হইল এবং রামসাযুজ্যই লাভ করিল ॥ ৮৬

পাপিষ্ঠ, দুরাত্মা, পরধনলোভী কিংবা পরস্ত্রী আসক্ত ব্যক্তিও যদি নিত্য স্নেহবশতঃ বা ভয়বশতঃ রঘুবংশভূষণ শ্রীরামকে ভাবনা করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করে, তবে সেই ব্যক্তিও শত শত জন্মার্জিত নানাবিধ দোষ হইতে মুক্ত হইয়া এবং নির্ম্মলচিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ রামরূপী বিষ্ণুর সুরশ্রেষ্ঠগণ প্রশংসিত আদ্য বৈকুণ্ঠধামে গমন করে ॥ ৮৭

যিনি যুদ্ধে ত্রিভুবনের কণ্টকস্বরূপ দশবদন রাবণকে বধ করত ধনু ভূমিতে স্পর্শ করিয়া বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে একটি বাণ ধারণ করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে অবস্থিত, যাঁহার নয়নপ্রান্ত আরক্ত, শরাঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত, কোটি-সূর্য্য সদৃশ দীপ্তিমান্, জয়লক্ষ্মীর দ্বারা যাঁহার শ্রীতনু সুশোভিত এবং সুরপতি ইন্দ্র যাঁহার স্তব করেন, সেই বীরবর শ্রীরাম আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৮৮

*বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়, শ্রীরামের বিজয়ের জন্য মহামুনি অগস্ত্য শ্রীরামকে 'আদিত্য-হৃদয়' স্তোত্রপাঠ করিতে উপদেশ করেন। বাল্মীকিরামায়ণে উল্লিখিত আদিত্যহৃদয় স্তোত্রের বিনিয়োগ ও ন্যাসবিধি—

বিনিয়োগঃ—

অস্য আদিত্যহৃদয়স্তোত্রস্যাগস্ত্য ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ, আদিত্যহৃদয়ভূতো ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতা, নিরস্তাশেষবিঘ্নতয়া ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধৌ সর্ব্বত্র জয় সিদ্ধৌ চ বিনিয়োগঃ।

ঋষ্যাদিন্যাসঃ

শিরসি—ওঁ অগস্ত্যঋষয়ে নমঃ, মুখে—অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ, হৃদি—আদিত্যহৃদয়ভূতব্রহ্মদেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে—ওঁ বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ—ওঁ রশ্মিমতে শক্তয়ে নমঃ, নাভৌ—ওঁ তৎসবিতুরিত্যাদি গায়ত্রীকীলকায় নমঃ।

অঙ্গন্যাস-করন্যাসৌ—

(আদিত্যহৃদয়স্তোত্রের অঙ্গন্যাস ও করন্যাস তিনভাবে করা যায়। কেবল 'ওঁ'—এই প্রণব দ্বারা, গায়ত্রী দ্বারা অথবা 'রশ্মিমতে নমঃ' এইরূপ সূর্য্যের ছয়টি নাম-মন্ত্রের দ্বারা অঙ্গ-ন্যাস ও করন্যাস করিতে হয়। অন্ত দুইটি সহজ বলিয়া কেবল নাম মন্ত্রের দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস উল্লিখিত হইল—

অঙ্গন্যাস—

ওঁ রশ্মিমতে হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ সমুদ্যতে শিরসে স্বাহা, ওঁ দেবাসুরনমস্কৃতায় শিখায়ৈ বষট্ নমঃ ওঁ বিবস্বতে কবচায় হুম্, ওঁ ভাস্করায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ভুবনেশ্বরায় অস্ত্রায় ফট্।

করন্যাস—

ওঁ রশ্মিমতে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ সমুদ্যতে তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ দেবাসুরনমস্কৃতায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ ওঁ বিবস্বতে অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ভাস্করায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ভুবনেশ্বরায় ওঁ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥

এইরূপে ন্যাসাদি করিয়া ভগবান্ সূর্য্যদেবের ধ্যান ও তাঁহাকে প্রণাম করত ব্রাহ্মণদিগের আদিত্যহৃদয় স্তোত্র পাঠ কর্ত্তব্য। অব্রাহ্মণগণ পৌরাণিক মন্ত্ররূপে কেবল এই আদিত্য-হৃদয় পাঠ করিবেন।

"ততো যুদ্ধপরিশ্রান্তং সময়ে চিন্তয়া স্থিতম্।
রাবণং চাগ্রতো দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্॥
দৈবতৈশ্চ সমাগম্য দ্রষ্টুমভ্যাগতো রণম্।
উপগম্যাব্রবীদ্ রামমগস্ত্যো ভগবাংস্তদা॥
রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম্।
যেন সর্ব্বানরীন্ বৎস সমরে বিজয়িষ্যসে॥
আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং সর্ব্বশত্রুবিনাশনম্।
জয়াবহং জপং নিত্যমক্ষয়ং পরমং শিবম্॥
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
চিন্তাশোকপ্রশমনমায়ুর্বর্ধনমুত্তমম্॥
রশ্মিমন্তং সমুদ্যন্তং দেবাসুরনমস্কৃতম্।
পূজয়স্ব বিবস্বন্তং ভাস্করং ভুবনেশ্বরম্॥
সর্ব্বদেবাত্মকো হ্যেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ।
এষ দেবাসুরগণাল্লোকান্ পাতি গভস্তিভিঃ॥
এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ স্কন্দঃ প্রজাপতিঃ।
মহেন্দ্রো ধনদঃ কালো যমঃ সোমো হ্যপাংপতিঃ॥
পিতরো বসবো সাধ্যা অশ্বিনৌ মরুতো মনুঃ।
বায়ুর্বহ্নিঃ প্রজাঃ প্রাণ ঋতুকর্ত্তা প্রভাকরঃ॥
আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান্।
সুবর্ণসদৃশো ভানুর্হিরণ্যরেতা দিবাকরঃ॥

হরিদশ্বঃ সহস্রার্চ্চিঃ সপ্তসপ্তির্মরীচিমান্।
তিমিরোন্মথনঃ শম্ভুস্ত্বষ্টা মার্ত্তণ্ডকোঽংশুমান্॥
হিরণ্যগর্ভঃ শিশিরস্তপনোঽহস্করো রবিঃ।
অগ্নিগর্ভোঽদিতেঃ পুত্রঃ শঙ্খঃ শিশিরনাশনঃ॥
ব্যোমনাথস্তমোভেদী ঋগ্-যজুঃ-সামপারগঃ।
ঘনবৃষ্টিরপাং মিত্রো বিন্ধ্যবীথীপ্লবঙ্গমঃ॥
আতপী মণ্ডলী মৃত্যুঃ পিঙ্গলঃ সর্ব্বতাপনঃ।
কবির্বিশ্বো মহাতেজা রক্তঃ সর্ব্বভবোদ্ভবঃ॥
নক্ষত্র-গ্রহ-তারাণামধিপো বিশ্বভাবনঃ।
তেজসামপি তেজস্বী দ্বাদশাত্মন্ নমোঽস্তু তে।
নমঃ পূর্ব্বায় গিরয়ে পশ্চিমায়াদ্রয়ে নমঃ।
জ্যোতির্গণানাং পতয়ে দিনাধিপতয়ে নমঃ॥
জয়ায় জয়ভদ্রায় হর্য্যশ্বায় নমো নমঃ।
নমো নমঃ সহস্রাংশো আদিত্যায় নমো নমঃ॥
নম উগ্রায় বীরায় সারঙ্গায় নমো নমঃ।
নমঃ পদ্মপ্রবোধায় প্রচণ্ডায় নমোঽস্তু তে॥
ব্রহ্মেশানাচ্যুতেশায় সূরায়াদিত্যবর্চসে।
ভাস্বতে সর্ব্বভক্ষায় রৌদ্রায় বপুষে নমঃ॥
তমোঘ্নায় হিমঘ্নায় শত্রুঘ্নায়ামিতাত্মনে।
কৃতঘ্নঘ্নায় দেবায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ॥
তপ্তচামীকরাভয়ে হরয়ে বিশ্বকর্ম্মণে।
নমস্তমোঽভিনিঘ্নায় রুচয়ে লোকসাক্ষিণে॥
নাশয়ত্যেষ বৈ ভূতং তমেব সৃজতি প্রভুঃ।
পায়ত্যেষ তপত্যেষ বর্ষত্যেষ গভস্তিভিঃ॥
এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি ভূতেষু পরিনিষ্ঠিতঃ।
এষ বৈ চাগ্নিহোত্রঞ্চ ফলঞ্চৈবাগ্নিহোত্রিণাম্॥
দেবাশ্চ ক্রতবশ্চৈব ক্রতূনাং ফলমেব চ।
যানি কৃত্যানি লোকেষু সর্ব্বেষু পরমপ্রভুঃ॥
এনমাপৎসু কৃচ্ছ্রেষু কান্তারেষু ভয়েষু চ।
কীর্ত্তয়ন্ পুরুষঃ কশ্চিন্নাবসীদতি রাঘব॥
পূজয়স্বৈনমেকাগ্রো দেবদেবং জগৎপতিম্।
এতৎত্রিগুণিতং জপ্ত্বা যুদ্ধেষু বিজয়িষ্যতি॥
অস্মিন্ ক্ষণে মহাবাহো রাবণং ত্বং জহিষ্যসি।
এবমুক্ত্বা ততোঽগস্ত্যো জগাম স যথাগতম্॥
এতচ্ছ্রুত্বা মহাতেজা নষ্টশোকোঽভবত্তদা।
ধারয়ামাস সুপ্রীতো রাঘবঃ প্রযতাত্মবান্॥
আদিত্যং প্রেক্ষ্য জপ্ত্বেদং পরং হর্ষমবাপ্তবান্।
ত্রিরাচম্য শুচির্ভূত্বা ধনুরাদায় বীর্য্যবান্॥

রাবণং প্রেক্ষ্য হৃষ্টাত্মা জয়ার্থং সমুপাগমৎ।
সর্ব্বযত্নেন মহতা বৃতস্তস্য বধেঽভবৎ ॥
অথ রবিরবদন্নিরীক্ষ্য রামং
মুদিতমনাঃ পরমং প্রহৃষ্যমাণঃ।
নিশিচরপতিসংক্ষয়ং বিদিত্বা
সুরগণমধ্যগতো বচস্ত্বরেতি ॥"
ইতি বাল্মীকিপ্রোক্ত আদিত্যহৃদয়স্তবঃ।

এই অধ্যাত্মরামায়ণে পাওয়া যায়, শ্রীরাম সারথি মাতলির বাক্যে 'ব্রহ্মাস্ত্র' প্রয়োগ করিয়া রাবণকে বধ করেন। বাল্মীকি-রামায়ণে পাওয়া যায়—মহামুনি অগস্ত্যের উপদেশে 'আদিত্য-হৃদয় স্তব' পাঠ করিয়া শক্তি লাভ করত মাতলির বাক্যে ব্রহ্মাস্ত্রের স্মরণ হওয়ায় অগস্ত্যপ্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা রাবণকে বধ করেন। কিন্তু দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণ—এই সব পুরাণের মতে শ্রীরামচন্দ্র দেবীপূজা করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করত এই রাবণকে বধ করেন। এই সব পুরাণবাক্যেই আশ্বিন মাসে দেবীর 'অকালবোধন' করিয়া অদ্যাবধি শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে উমা-মহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভ্রাতৃশোকেন বিভীষণস্য বিলাপঃ, রামপ্রেরণয়া লক্ষ্মণকর্ত্তৃকং বিভীষণায় সান্ত্বনাদানম্, বিভীষণস্য রাজ্যাভিষেকঃ, সীতাদেব্যা অগ্নিপরীক্ষা চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ
রামো বিভীষণং দৃষ্ট্বা হনুমন্তং তথাঙ্গদম্।
লক্ষ্মণং কপিরাজঞ্চ জাম্ববন্তং তথাপরান্ ॥ ১
পরিতুষ্টেন মনসা সর্ব্বানেবাব্রবীদ্ বচঃ।
ভবতাং বাহুবীর্য্যেণ নিহতো রাবণো ময়া ॥ ২
কীর্ত্তিঃ স্থাস্যতি বঃ পুণ্যা যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি ভবতাং কথাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্ ॥৩
যয়োপেতাং কলিহরাং যাস্যন্তি পরমাং গতিম্।
এতস্মিন্নন্তরে দৃষ্ট্বা রাবণং পতিতং ভুবি ॥ ৪
মন্দোদরীমুখাঃ সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ো রাবণপালিতাঃ।
পতিতা রাবণস্যাগ্রে শোচন্ত্যঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥৫
বিভীষণঃ শুশোচার্ত্ত শোকেন মহতাবৃতঃ।
পতিতো রাবণস্যাগ্রে বহুধা পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ৬
রামস্তু লক্ষ্মণং প্রাহ বোধয়স্ব বিভীষণম্।
করোতু ভ্রাতৃসংস্কারং কিং বিলম্বেন মানদ ॥ ৭

দ্বাদশ অধ্যায়।

[ভ্রাতৃশোকে বিভীষণের বিলাপ, রামের প্রেরণায় লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বিভীষণকে সান্ত্বনাপ্রদান, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক এবং সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা।]

রাক্ষসরাজ রাবণের মৃত্যুর পর শ্রীরাম বিভীষণ, হনুমান্, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, কপিরাজ সুগ্রীব, জাম্ববান্ এবং অন্যান্য বীরগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টমনে সকলকেই এই কথা বলিলেন,—তোমাদের বাহুবলের সাহায্যে আমি রাবণকে বধ করিতে পারিয়াছি। ১-২

যতদিন চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবেন, ততদিন তোমাদের এই পবিত্র কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে। ত্রিলোকপাবনী তোমাদের এই কীর্ত্তিগাথা ত্রিলোকবাসী সকলেই কীর্ত্তন করিবে। ৩

তোমাদের এই কীর্ত্তিগাথাযুক্ত কলিকালোচিত পাপনাশক বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া সকলে পরমা গতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিবে। এই সময়ের মধ্যে রাবণকে ভূতলে পতিত দেখিয়া মন্দোদরী প্রভৃতি রাবণপালিতা সমস্ত স্ত্রীগণ শোক করিতে করিতে রাবণের নিকটে ভূতলে পতিত হইয়া অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিল। ৪-৫

এই সময় বিভীষণও গুরুতর শোকাচ্ছন্ন হইয়া আর্ত্তভাবে শোক করিতে লাগিলেন এবং রাবণের সম্মুখে ভূতলে পতিত হইয়া বহুপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৬

তখন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন,—মানদ। তুমি বিভীষণকে বুঝাও। বিভীষণ ভ্রাতা রাবণের অন্তিম সংস্কার করুক; আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? ৭

স্ত্রিয়ো মন্দোদরীমুখ্যাঃ পতিতা বিলপন্তি চ।
নিবারয়তু তাঃ সর্ব্বা রাক্ষসী রাবণপ্রিয়াঃ ॥ ৮
এবমুক্তোঽথ রামেণ লক্ষ্মণোঽগাদ্ বিভীষণম্।
উবাচ মৃতকোপান্তে পতিতং মৃতকোপমম্ ॥ ৯
শোকেন মহতাবিষ্টং সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ।
যং শোচসি ত্বং দুঃখেন কোঽয়ং তব বিভীষণ।
ত্বং বাস্য কতমঃ সৃষ্টেঃ পুরেদানীমতঃ পরম্ ॥ ১০
যদ্বত্তোয়ৌঘপতিতাঃ সিকতা যান্তি তদ্বশাঃ।
সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ ॥ ১১

মন্দোদরী প্রভৃতি রাবণপ্রিয়া রাক্ষসী স্ত্রীগণ ভূমিতে পড়িয়া বিলাপ করিতেছে। বিভীষণ তাহাদের সকলকে সান্ত্বনাদান পূর্ব্বক নিবারণ করুক। ৮

শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ বিভীষণের নিকটে গমন করিলেন। মৃতকের পার্শ্বে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের শবদেহের পার্শ্বে শবেরই ন্যায় নিশ্চেষ্ট বিভীষণকে বলিলেন। ৯

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন বিভীষণকে এই কথা কহিলেন,— বিভীষণ! তুমি দুঃখসহকারে যাহার জন্য শোক করিতেছ, এই রাবণ তোমার কে? এবিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখ যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ তোমার জন্মের পূর্ব্বে তুমি ইহার কে ছিলে এবং বর্ত্তমান সময়েই বা তুমি ইহার কে? অর্থাৎ তোমার সহিত এই রাবণের জন্মের পূর্ব্বে বা পরে কি সম্বন্ধ ছিল? ১০

যেরূপ জলবেগে পতিত হইয়া বালুকারাশি সেই বেগেরই বশীভূত থাকিয়া পরিচালিত হয় এবং তাহাতে কখনও পরস্পর সংযুক্ত হয়, আবার পরস্পর বিযুক্তও অর্থাৎ বিচ্ছিন্নও হইয়া যায়, সেইরূপ দেহধারী জীবগণ কালবশে কখনও কখনও মিলিত হয়, আবার কখনও কখনও বিযুক্ত হইয়া থাকে। (প্রকৃতপক্ষে এই মিলন ও বিয়োগে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, অতএব এরূপ অনিয়মিত ব্যাপারে কখনও কোনও সুনির্দ্দিষ্ট অক্ষয় সম্বন্ধও থাকিতে পারে না; সেইহেতু এ বিষয়ে শোক করিবারও কিছু নাই। কারণ—"গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ। ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্। দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।" শ্রীভগবান্ প্রিয়সখা অর্জুনকে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১১ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত যে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, এস্থলে লক্ষ্মণের ইঙ্গিতও তাহাই বুঝিতে হইবে)। ১১

যথা ধানাসু বৈ ধানা ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ১২
এবং ভূতেষু ভূতানি প্রেরিতানীশমায়য়া।
ত্বং চেমে বয়মন্যে চ তুল্যাঃ কালবশোদ্ভবাঃ ॥ ১৩
জন্ম-মৃত্যু যদা যস্মাত্তদা তস্মাত্তু বিস্মৃতঃ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানি ভূতৈঃ সৃজতি হন্ত্যজঃ ॥ ১৪
আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোঽপি বালবৎ।
দেহেন দেহিনো জীবা দেহাদ্দেহোঽভিজায়তে ॥ ১৫
বীজাদেব যথা বীজং দেহান্য ইব শাশ্বতঃ।
দেহি-দেহবিভাগোঽয়মবিবেককৃতঃ পুরা ॥ ১৬

যেরূপ বীজসমূহ হইতে বীজসমূহ উৎপন্ন হয়; আবার কখনও কখনও বা বীজ হইতে বীজ উৎপন্ন হয় না (বীজ হইতে বীজ উৎপন্ন হইবেই, এরূপ কোন বিশেষ নিয়ম না থাকায় সব সময় বীজ হইতে বীজ হয় না, কখনও বা দেখা যায় বীজ হইতে বীজ জন্মিতেছে), সেইরূপ পরমেশ্বরের মায়াবলে প্রাণিগণ প্রাণিগণের সহিত পুত্রপ্রভৃতি রূপে সংযুক্ত হয় এবং বিযুক্তও হয়; (এ বিষয়ে জ্ঞাতব্য হইল—প্রাণিগণের জন্য-জনকভাব বীজের ন্যায় মাত্র; কিন্তু ইহাদের সংযোগ এবং বিয়োগ মায়িক বলিয়া নশ্বর, অতএব অশ্রদ্ধেয়।) সেইহেতু শোক করা অনুচিত। তুমি, এই দৃশ্যমান ইহারা এবং আমরা সকলেই কালবশে উৎপন্ন হইয়াছি বলিয়া সমান অর্থাৎ কালবশে সকলেরই সংযোগ-বিয়োগ হয় বলিয়া আমাদের সকলেরই সংযোগ-বিয়োগ একই প্রকার বুঝিতে হইবে। ১২-১৩

বিধাতা যে সময়ে, যাহা হইতে যাহার জন্ম ও মৃত্যু বিধান করিয়া দিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে, তাহা হইতে তাহার জন্ম ও মৃত্যু হইবেই। স্বয়ম্ভু ঈশ্বর নিরপেক্ষ হইলেও অর্থাৎ নিজের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধির অপেক্ষা না থাকিলেও বালকের ন্যায় অস্বতন্ত্র (অস্বাধীন—মায়াধীন) স্বসৃষ্ট প্রাণিগণের দ্বারা অন্য প্রাণিগণের সৃষ্টি ও নাশ করেন। দেহের দ্বারা অর্থাৎ দেহের সংযোগের দ্বারা জীবগণ দেহী বলিয়া কথিত হয়; কারণ, দেহ হইতে দেহ উৎপন্ন হয় (সুতরাং নশ্বর দেহ হইতে নশ্বর দেহই উৎপন্ন হয় বলিয়া এই দেহ অনিত্য; কিন্তু দেহী অর্থাৎ দেহধারী জীব (জীবাত্মা) নিত্য; এতাদৃশ দেহের সহিত দেহীর সংযোগ ও বিয়োগ কিয়ৎকাল সাপেক্ষ, অতএব তাহার জন্য শোক করা অনুচিত।) ১৪-১৫

যেরূপ বীজ হইতেই বীজ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক দেহ

নানাত্বং জন্মনাশশ্চ ক্ষয়ো বৃদ্ধিঃ ক্রিয়াফলম্ ।
দ্রষ্টুরাভান্ত্যতদ্ধর্ম্মা যথাগ্নের্দারুবিক্রিয়াঃ ॥ ১৭
ত ইমে দেহসংযোগাদাত্মনা ভান্ত্যসদ্‌গ্রহাৎ ॥১৮
যথা যথা তথা চান্যদ্ ধ্যায়তো সদসদ্‌গ্রহাৎ ।
প্রসুপ্তস্যানহংভাবাত্তদা ভাতি ন সংসৃতিঃ ।
জীবিতোঽপি তথা তদ্বদ্ বিমুক্তস্যানহঙ্কৃতেঃ ॥ ১৯
তস্মান্মায়ামনোধর্ম্মং জহ্যহংমমতাভ্রমম্ ।
রামভদ্রে ভগবতি মনো দেহ্যাত্মনীশ্বরে ॥ ২০
সর্ব্বভূতাত্মনি পরে মায়ামানুষরূপিণি ।
বাহ্যেন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধাৎ ত্যজয়িত্বা মনঃ শনৈঃ ॥ ২১
তত্র দোষান্ দর্শয়িত্বা রামানন্দে নিয়োজয় ।
দেহবুদ্ধ্যা ভবেদ্ ভ্রাতা পিতা মাতা সুহৃৎ প্রিয়ঃ । ২২
বিলক্ষণং যদা দেহাজ্‌জ্ঞানাত্যাত্মানমাত্মনা ।
তদা কঃ কস্য বা বন্ধুর্ভ্রাতা মাতা পিতা সুহৃৎ ॥২৩
মিথ্যাজ্ঞানবশাজ্জাতা দারাগারাদয়ঃ সদা ।
শব্দাদয়শ্চ বিষয়া বিবিধাশ্চৈব সম্পদঃ ॥ ২৪
বলং কোশো ভৃত্যবর্গো রাজ্যং ভূমিঃ সুতাদয়ঃ ।
অজ্ঞানজত্বাৎ সর্ব্বে তে ক্ষণসঙ্গমভঙ্গুরাঃ ॥ ২৫
অথোত্তিষ্ঠ হৃদা রামং ভাবয়ন্ ভক্তিভাবিতম্ ।
অনুবর্ত্তস্ব রাজ্যাদি ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমগ্রহম্ ॥ ২৬
ভূতং ভবিষ্যদভজন্ বর্ত্তমানমথাচরন্ ।
বিহরস্ব যথান্যায়ং ভবদোষৈর্ন লিপ্যসে ॥ ২৭

হইতে অন্য দেহ উৎপন্ন হওয়ার যে নিয়ম, তাহা শাশ্বত অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে প্রচলিত। কিন্তু এই যে দেহী ও দেহের বিভাগ, তাহা পুরাকাল হইতেই অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। ১৬

যে কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সেই কাষ্ঠ যদি বিকারবশতঃ বক্র বা সরল হয়, তদনুসারে কাষ্ঠে জ্বলিত অবস্থায় স্থিত অগ্নিও যেরূপ বক্র বা সরল বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ পার্থক্য, জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয়, বৃদ্ধি ও কর্ম্মফল—এই সব আত্মার ধর্ম্ম না হইলেও বুদ্ধিপ্রভৃতির ধর্ম্ম বলিয়া দ্রষ্টার অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ১৭

আত্মাধ্যাসিত দেহের সংযোগবশতঃ যে অসদ্‌গ্রহ—অহঙ্কারাত্মক অসদ্ জ্ঞান যতই সমুদিত হয় অর্থাৎ দেহ প্রভৃতিকে 'আমি' বা 'আমার' বলিয়া বুঝাইতে যে অজ্ঞান উৎপন্ন হয়, উহা হইতে এই সব পার্থক্য, জন্ম ও নাশাদি পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধি প্রভৃতির ধর্ম্মসকল আত্মা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮

সদ্‌গ্রহ—আত্মজ্ঞান ও অসদ্‌গ্রহ—অনাত্মজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞান, এই উভয়ের বিবেচনা বলে যেরূপ যেরূপ কিংবা অন্য যে কোনরূপ চিন্তা করিতে থাকে, তাহার নিকট তাহাই প্রতিভাত হয়। যেরূপ অহংভাবের অভাববশতঃ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ব্যক্তির অন্তরে সেই সময় সংসার প্রতিভাত হয় না, সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষেরও অহঙ্কার না থাকায় জীবিত কালে তাঁহারও সংসার জ্ঞান থাকে না। ১৯

সেইহেতু মায়াময় মনের ধর্ম্ম যে 'অহংতা, মমতা'—'আমি, আমার' এই ভ্রম জ্ঞান, তাহা পরিত্যাগ কর এবং মায়াবলে মনুষ্যরূপধারণকারী সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা পরমেশ্বর এই ভগবান্ শ্রীরামভদ্রে মনোনিবেশ কর। বাহ্যেন্দ্রিয় ও তদ্‌বিষয়সম্বন্ধে দোষ দেখাইয়া ধীরে ধীরে মনকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করাইয়া আনন্দময় শ্রীরামে নিয়োজিত কর। ২০-২১½

দেহে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞানবশতঃ ভ্রাতা, পিতা, মাতা, বন্ধু ও প্রিয়—এই সব মায়িক মমতা বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু যখন নিজের চেষ্টায় অর্থাৎ স্বসাধনবলে আত্মাকে দেহ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া জানিতে পারা যায়, তখন কে কাহার বা বন্ধু? কে কাহার ভ্রাতা, মাতা, পিতা বা সুহৃৎ? ২২-২৩

মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃই সদা স্ত্রী, গৃহপ্রভৃতি, শব্দাদি বিষয়সমূহ, বিবিধ সম্পত্তি, সৈন্য, কোশ (ধনাগার), ভৃত্যবর্গ রাজ্য, ভূমি এবং পুত্র প্রভৃতি এই সব পৃথক্ পৃথক্ সম্বন্ধ জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু এই সব অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই সবের সহিত মিলনও ভঙ্গুর বলিয়া কথিত হয়। ২৪ ২৫

অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হও এবং ভক্তিভাবন শ্রীরামকে হৃদয়ে ভাবনা করিতে করিতে রাজ্যাদি ভোগ করত নিরন্তর প্রারব্ধের অনুবর্ত্তন কর। ২৬

অতীতে কি করিয়াছি ও ভবিষ্যতে আমার কি হইবে? এই সব ভূত-ভবিষ্যদ্ বিষয়ে কোনও বিচার না করিয়া বর্ত্তমানে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যথাবিধি আচরণ করিতে করিতে ন্যায়ানুসারে বিহার কর। ইহাতে তুমি সংসারের দোষসমূহে লিপ্ত হইবে না। ২৭

শ্রীরাম তোমাকে আজ্ঞা করিতেছেন যে, তুমি এখন ভ্রাতা রাবণের পারলৌকিক কৃত্য অর্থাৎ যাহা প্রেতকার্য্য করণীয়,

আজ্ঞাপয়তি রামস্ত্বাং যদ্ ভ্রাতুঃ সাম্পরায়িকম্ ।
তৎ কুরুষ যথাশাস্ত্রং রুদতীশ্চাপি যোষিতঃ ॥ ২৮
নিবারয় মহাবুদ্ধে লঙ্কাং গচ্ছন্তু মা চিরম্ ।
শ্রুত্বা যথাবদ্ বচনং লক্ষ্মণস্য বিভীষণঃ ॥ ২৯
ত্যক্ত্বা শোকঞ্চ মোহঞ্চ রামপার্শ্বমুপাগমৎ ।
বিমৃশ্য বুদ্ধ্যা ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ ॥ ৩০
রামস্যৈবানুবৃত্ত্যর্থমুত্তরং পর্য্যভাষত ·
নৃশংসমনৃতং ক্রূরং ত্যক্তধর্ম্মব্রতং প্রভো ॥ ৩১
নার্হোঽস্মি দেব সংস্কর্ত্তুং পরদারাভিমর্শিনম্ ।
শ্রুত্বা তদ্বচনং প্রীতো রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩২
মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্ ।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব ॥ ৩৩
রামাজ্ঞাং শিরসা ধৃত্বা শীঘ্রমেব বিভীষণঃ ।
সান্ত্ববাক্যৈর্মোহবুদ্ধিং রাজ্ঞীং মন্দোদরীং তদা ॥ ৩৪
সান্ত্বয়ামাস ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মবুদ্ধির্বিভীষণঃ ।
ত্বরয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ সংস্কারার্থং স্ববান্ধবান্ ॥ ৩৫
চিত্যাং নিবেশ্য বিধিবৎ পিতৃমেধবিধানতঃ ।
আহিতাগ্নের্যথা কার্য্যং রাবণস্য বিভীষণঃ ॥ ৩৬
তথৈব সর্ব্বমকরোদ্ বন্ধুভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ।
দদৌ চ পাবকং তস্য বিধিযুক্তং বিভীষণঃ ॥ ৩৭
স্নাত্বা চৈবার্দ্রবস্ত্রেণ তিলান্ দর্ভাভিমিশ্রিতান্ ।
উদকেন চ সম্মিশ্রান্ প্রদায় বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৮
প্রদায় চোদকং তস্মৈ মূর্দ্ধ্না চৈনং প্রণম্য চ ।
তাঃ স্ত্রিয়োঽনুনয়ামাস সান্ত্বমুক্ত্বা পুনঃ পুনঃ ॥৩৯
গম্যতামিতি তাঃ সর্ব্বা বিবিশুর্নগরং তদা ।
প্রবিষ্টাসু চ সর্ব্বাসু রাক্ষসীষু বিভীষণঃ ॥ ৪০
রামপার্শ্বমুপাগত্য তদাতিষ্ঠদ্ বিনীতবৎ ।
রামোঽপি সহ সৈন্যেন সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৪১
হর্ষং লেভে রিপূন্ হত্বা যথা বৃত্রং শতক্রতুঃ ।
মাতলিশ্চ তদা রামং পরিক্রম্যাভিনন্দ্য চ ॥ ৪২

তাহা শাস্ত্রবিধি অনুসারে সম্পাদন কর। যে সব রমণীগণ রাবণের শোকে রোদন করিতেছে, তাহাদিগকে তুমি নিবারণ কর। মহামতি বিভীষণ! আর কাল বিলম্ব না করিয়া ইহারা সত্বর লঙ্কায় গমন করুক। বিভীষণ লক্ষ্মণের এই যথোক্ত বাক্য শ্রবণ করত শোক ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ নিজের বুদ্ধিবলে 'শ্রীরামের পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য—ভ্রাতার প্রেতকার্য্য সম্পাদন কর' ইহা মনে মনে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করত অর্থাৎ এই রাবণ শ্রীরামের শত্রু, তাহার পারলৌকিক কার্য্য করিলে শ্রীরামের দুঃখ হইতে পারে—এইভাবে নানাবিধ বিবেচনা করত শ্রীরামেরই যথার্থ সন্তুষ্টিলাভের জন্য—তাঁহার হৃদ্গত অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য এই উত্তর বাক্য বলিলেন,—প্রভো! এই রাবণ নৃশংস, মিথ্যাবাদী, ক্রূর, ধর্ম্মত্যাগী, ব্রতহীন এবং পরস্ত্রীগামী, দেব! সুতরাং আমি এই রাবণের অন্তিম সংস্কার করিতে পারিব না। শ্রীরাম তখন বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করত প্রসন্ন হইয়া এই কথা বলিলেন। ২৮-৩২

মরণকাল পর্য্যন্তই শত্রুতা থাকে; এখন রাবণের মৃত্যু হওয়ায় আমাদের প্রয়োজন নিবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ সেই শত্রুতার অবসান হইয়াছে, অতএব তুমি ইহার অন্তিম সংস্কার কর; কারণ, এই রাবণ যেরূপ তোমার ভ্রাতা, সেইরূপ আমারও ভ্রাতা বলিয়া জানিবে। ৩৩

বিভীষণ রামাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শীঘ্রই মন্দোদরীর নিকট গমন করত ধর্ম্মমতি ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ মোহগ্রস্তমতি রাণী মন্দোদরীকে নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা দান করিলেন। তারপর ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ ভ্রাতা রাবণের অন্তিম সংস্কারের জন্য নিজ বান্ধবগণকে ত্বরা করিতে বলিলেন। ৩৪-৩৫

বিভীষণ বন্ধু ও মন্ত্রিবর্গের সহিত পিতৃমেধ বিধান অনুসারে মৃতদেহ চিতায় সন্নিবেশিত করিয়া অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের যেরূপ কর্ত্তব্য, তদনুসারেই রাবণের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বিভীষণ সেই সময় তাহার যথাবিধি মুখাগ্নিদান করিলেন। ৩৬-৩৭

তদনন্তর বিভীষণ দাহ কার্য্যশেষে স্নান করত আর্দ্রবস্ত্রেই কুশসংযুক্ত ও তিলমিশ্রিত জলের দ্বারা রাবণের বিধি অনুসারে তর্পণ করিয়া এবং তাহাকে কেবল শুদ্ধ জলদান করিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ সেই স্ত্রীগণকে সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে সান্ত্বনা দান করত শোকাপনোদন করিলেন। ৩৮-৩৯

তারপর সেই সময় বিভীষণ 'আপনারা গমন করুন' এই কথা বলিলে পর তাহারা সকলে লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিল। এইভাবে সেই রাক্ষসীগণ সকলে নগরীতে প্রবিষ্ট হইলে পর বিভীষণ শ্রীরামের পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরাম ও

অনুজ্ঞাতশ্চ রামেণ যযৌ স্বর্গং বিহায়সা।
ততো হৃষ্টমনা রামো লক্ষ্মণং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৩
বিভীষণায় মে লঙ্কারাজ্যং দত্তং পুরৈব হি।
ইদানীমপি গত্বা ত্বং লঙ্কামধ্যে বিভীষণম্ ॥ ৪৪
অভিষেচয় বিপ্রৈশ্চ মন্ত্রবদ্ বিধিপূর্ব্বকম্।
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তূর্ণং জগাম সহ বানরৈঃ ॥ ৪৫
লঙ্কাং স্বুবর্ণকলশৈঃ সমুদ্রজলসংবৃতৈঃ।
অভিষেকং শুভং চক্রে রাক্ষসেন্দ্রস্য ধীমতঃ ॥ ৪৬
ততঃ পৌরজনৈঃ সার্দ্ধং নানোপায়নপাণিভিঃ।
বিভীষণঃ সসৌমিত্রিরুপায়নপুরস্কৃতঃ ॥ ৪৭
দণ্ডপ্রণামমকরোদ্ রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
রামো বিভীষণং দৃষ্ট্বা প্রাপ্তরাজ্যং মুদান্বিতঃ ॥ ৪৮
কৃতকৃত্যমিবাত্মানমমন্যত সহানুজঃ।
সুগ্রীবঞ্চ সমালিঙ্গ্য রামো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৪৯

সসৈন্য সুগ্রীব ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, সেইরূপ শত্রুদিগকে বধ করিয়া হর্ষলাভ করিলেন। সেই সময় ইন্দ্রসারথি মাতলি শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করত অভিনন্দন জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীরামের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আকাশপথে স্বর্গে গমন করিলেন। তদনন্তর হৃষ্টচিত্ত শ্রীরাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন। ৪০-৪৩

আমি বিভীষণকে পূর্ব্বেই লঙ্কারাজ্য প্রদান করিয়াছি। তুমি এখন লঙ্কামধ্যে যাইয়া ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিধি অনুসারে মন্ত্র পাঠ করাইয়া বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত কর। শ্রীরাম এই কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ অতি সত্বর বানরগণের সহিত লঙ্কায় গমন করিলেন। তথায় যাইয়া লক্ষ্মণ সমুদ্রজল-পূর্ণ স্বর্ণকলসসমূহে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ধীমান্ বিভীষণের শুভ অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ৪৪-৪৬

তদনন্তর হস্তে নানা উপায়নধারী পুরবাসিগণ এবং সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণের সহিত বিভীষণ উপায়ন (উপঢৌকন) লইয়া অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী শ্রীরামের সম্মুখে গমন করত দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অনুজ লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরাম বিভীষণ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং যেন নিজেকে কৃতকার্য্য বলিয়া মনে করিলেন। তাহার পর শ্রীরাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন। ৪৭-৪৯

বীর! তোমার সহায়তায় আমি মহাবল রাবণকে জয়

সহায়েন ত্বয়া বীর জিতো মে রাবণো মহান্।
বিভীষণোঽপি লঙ্কায়ামভিষিক্তো ময়ানঘ ॥ ৫০
ততঃ প্রাহ হনুমন্তং পার্শ্বস্থং বিনয়ান্বিতম্।
বিভীষণস্যানুমতে গচ্ছ ত্বং রাবণালয়ম্ ॥ ৫১
জানক্যৈ সর্ব্বমাখ্যাহি রাবণস্য বধাদিকম্।
জানক্যাঃ প্রতিবাক্যং মে শীঘ্রমেব নিবেদয় ॥ ৫২
এবমাজ্ঞাপিতো ধীমান্ রামেণ পবনাত্মজঃ।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ ॥ ৫৩
প্রবিশ্য রাবণগৃহং শিংশপা মূলমাশ্রিতাম্।
দদর্শ জানকীং তত্র কৃশাং দীনামনিন্দিতাম্ ॥ ৫৪
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতাং ধ্যায়ন্তীং রামমেব হি।
বিনয়াবনতো ভূত্বা প্রণম্য পবনাত্মজঃ ॥ ৫৫
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রহ্বো ভক্ত্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা জানকী তূষ্ণীং স্থিত্বা পূর্ব্বস্মৃতিং যযৌ।

করিয়াছি। নিষ্পাপ বন্ধুবর! এই বিভীষণকেও লঙ্কায় অভিষিক্ত করিয়াছি। ৫০

তদনন্তর বিনয় সহকারে পার্শ্বে অবস্থিত হনুমান্‌কে বলিলেন,—'তুমি বিভীষণের অনুমতি লইয়া রাবণ-নিবাসে গমন কর। ৫১

তথায় যাইয়া জনকনন্দিনী সীতাকে রাবণবধ প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া বল এবং সেই সব শুনিয়া জানকী তাহার উত্তরে কি বলেন, তাহা শীঘ্রই আমাকে আসিয়া নিবেদন কর। ৫২

শ্রীরাম কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বুদ্ধিমান্ পবননন্দন হনুমান্ রাক্ষসগণের দ্বারা পূজিত হইতে হইতে লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করিলেন। ৫৩

হনুমান্ রাবণগৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় শিংশপাবৃক্ষের মূল আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থিতা, কৃশা (ক্ষীণাঙ্গী), দীনা (কাতরচিত্তা), অনিন্দিতা জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শন করিলেন। ৫৪

পবননন্দন হনুমান্ রাক্ষসীগণপরিবৃতা ও শ্রীরামেরই ধ্যানে নিমগ্না সীতাদেবীকে বিনয়াবনত হইয়া প্রণাম করত ভক্তিসহকারে দুই হস্ত অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া বিনীতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জনকনন্দিনী সীতা তাঁহাকে দেখিয়া নীরব হইয়া অবস্থান করিলে তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি উদিত হইল।

জ্ঞাত্বা তং রামদূতং সা হর্ষাৎ সৌম্যমুখী ভবৎ ॥ ৫৬
স তাং সৌম্যমুখীং দৃষ্ট্বা তস্যাঃ পবননন্দনঃ।
রামস্য ভাষিতং সর্ব্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ৫৭
দেবি রামঃ সসুগ্রীবো বিভীষণসহায়বান্।
কুশলী বানরাণাঞ্চ সৈন্যৈশ্চ সহ লক্ষ্মণঃ ॥ ৫৮
রাবণং সসুতং হত্বা সবলং সহ মন্ত্রিভিঃ।
ত্বামাহ কুশলং রামো রাজ্যে কৃত্বা বিভীষণম্ ॥ ৫৯
শ্রুত্বা ভর্ত্তুঃ প্রিয়ং বাক্যং হর্ষগদ্গদয়া গিরা।
কিং তে প্রিয়ং করোম্যদ্য ন পশ্যামি জগত্রয়ে ॥ ৬০
সমং তে প্রিয়বাক্যস্য রত্নান্যাভরণানি চ।
এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা প্রত্যুবাচ প্লবঙ্গমঃ ॥ ৬১
রত্নৌঘাদ্ বিবিধাদ্ বাপি দেবরাজ্যাদ্ বিশিষ্যতে।
হতশত্রুং বিজয়িনং রামং পশ্যামি সুস্থিরম্ ॥ ৬২

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মৈথিলী প্রাহ মারুতিম্।
সর্ব্বে সৌম্যগুণাঃ সৌম্য ত্বয্যেব পরিনিষ্ঠিতাঃ ॥ ৬৩
রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রং মামাজ্ঞাপয়তু রাঘবঃ।
তথেতি তাং নমস্কৃত্য যযৌ দ্রষ্টুং রঘূত্তমম্ ॥ ৬৪
জানক্যা ভাষিতং সর্ব্বং রামস্যাগ্রে ন্যবেদয়ৎ।
যন্নিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ কর্ম্মণাঞ্চ ফলোদয়ঃ ॥ ৬৫
তাং দেবীং শোকসন্তপ্তাং দ্রষ্টুমর্হসি মৈথিলীম্।
এবমুক্তো হনুমতা রামো জ্ঞানবতাং বরঃ ॥৬৬
মায়াসীতাং পরিত্যক্তুং জানকীমনলে স্থিতাম্।
আদাতুং মনসা ধ্যাত্বা রামঃ প্রাহ বিভীষণম্ ॥ ৬৭
গচ্ছ রাজন্ জনকজামানয়াশু মমান্তিকম্।
স্নাতাং বিরজবস্ত্রাঢ্যাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ৬৮
বিভীষণোঽপি তচ্ছ্রুত্বা জগাম সহমারুতিঃ।
রাক্ষসীভিঃ সুবৃদ্ধাভিঃ স্নাপয়িত্বা তু মৈথিলীম্ ।৬৯

সেই হনুমান্‌কে রামদূত বলিয়া জানিয়া সেই সীতাদেবী তখন হর্ষবশতঃ প্রসন্নমুখী হইলেন ॥ ৫৫-৫৬

পবননন্দন হনুমান্ তখন সীতাদেবীর বদন প্রসন্ন দর্শন করিয়া তাঁহার সম্মুখে রামকথিত সমস্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৭

দেবি! শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব, বিভীষণ এবং সমস্ত বানর-সৈন্যগণের সহিত কুশলে আছেন ॥ ৫৮

পুত্র, সৈন্য ও মন্ত্রিগণের সহিত রাবণকে বধ করিয়া এবং বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া শ্রীরামচন্দ্র আপনাকে তাঁহার কুশল সংবাদ জানাইয়াছেন ॥ ৫৯

তখন সীতাদেবী স্বামীর প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষগদ্গদ স্বরে হনুমান্‌কে বলিলেন,—(বৎস হনুমন্! তুমি আমাকে যে প্রিয় সংবাদ দিলে ইহার প্রতিদানে) আজ আমি তোমার কি প্রিয় করিব, তাদৃশ কোনও প্রিয় আমি এই ত্রিভুবনে দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৬০

রত্নসমূহ ও আভরণসকলও (ইহাই জীব জগতে সর্ব্বাধিক সকলেরই প্রিয়) তোমার এই প্রিয় বাক্যের সমতুল হইতে পারে না। বিদেহ-রাজকন্যা সীতা এই কথা বলিলে পর হনুমান্ প্রত্যুত্তরে বলিলেন ॥ ৬১

মাতঃ! শ্রীরাম শত্রু রাবণকে বধ করিয়াছেন, যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছেন এবং ইহাতে তিনি যে বর্ত্তমানে সুস্থির হইয়াছেন, ইহা দেখিতে পাইয়াছি। আমার নিকট ইহা বিবিধ রত্নসমূহ হইতে এবং দেবরাজ্য হইতেও অধিক অর্থাৎ অতিশয় সুখ বোধ হইতেছে ॥ ৬২

হনুমানের এই কথা শ্রবণ করত মিথিলা-রাজদুহিতা সীতা পবনকুমারকে বলিলেন,—সৌম্য! সমস্ত সদ্গুণরাশি তোমাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে ॥ ৬৩

এখন রঘুবংশধর রাম আমাকে আদেশ করুন, আমি সত্বর রামকে দর্শন করিব। হনুমান্ 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া সীতাদেবীকে নমস্কার করত রঘুশ্রেষ্ঠ রামকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ৬৪

শ্রীরামের নিকটে আসিয়া হনুমান্ সীতাকথিত সকল বিষয় শ্রীরামের সম্মুখে নিবেদন করিলেন। তাহার পর বলিলেন— যাঁহার জন্য এই সব উদ্যোগ আয়োজন এবং যিনি সেই সব কর্ম্মের ফলরূপে উদিত হইয়াছেন, সেই শোকসন্তপ্তা সীতাদেবীকে আপনি এখন দর্শন করুন। হনুমান্ শ্রীরামকে এই কথা বলিলে পর জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম মায়াসীতাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য এবং অনলে স্থিতা সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য মনে মনে চিন্তা করত রাম বিভীষণকে বলিলেন ॥ ৬৫-৬৭

রাজন্! তুমি যাও, জনকনন্দিনী সীতাকে স্নান করাইয়া, নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান করাইয়া এবং সর্ব্ববিধ আভরণসমূহে বিভূষিত করাইয়া সত্বর আমার নিকট আনয়ন কর ॥ ৬৮

সর্ব্বাভরণসম্পন্নামারোপ্য শিবিকোত্তমে।
যাষ্টিকৈর্বহুভির্গুপ্তাং কঞ্চুকোষ্ণীষিভিঃ শুভাম্ ॥ ৭০
তাং দ্রষ্টুমাগতাঃ সর্ব্বে বানরা জনকাত্মজাম্।
তান্ বারয়ন্তো বহবঃ সর্ব্বতো বেত্রপাণয়ঃ ॥ ৭১
কোলাহলং প্রকুর্ব্বন্তো রামপার্শ্বমুপাযযুঃ।
দৃষ্ট্বা তাং শিবিকারূঢ়াং দূরাদথ রঘূত্তমঃ ॥ ৭২
বিভীষণ কিমর্থং তে বানরান্ বারয়ন্তি হি।
পশ্যন্তু বানরাঃ সর্ব্বে মৈথিলীং মাতরং যথা ॥ ৭৩
পদচারেণ সায়াতু জানকী মম সন্নিধিম্।
শ্রুত্বা তদ্ রামবচনং শিবিকাদবরুহ্য সা ॥ ৭৪
পাদচারেণ শনকৈরাগতা রামসন্নিধিম্।
রামোঽপি দৃষ্ট্বা তাং মায়াসীতাং কার্য্যার্থ-
নির্ম্মিতাম্ ॥ ৭৫

অবাচ্যবাদান্ বহুশঃ প্রাহ তাং রঘুনন্দনঃ।
অমৃগ্যমাণা সা সীতা বচনং রাঘবোদিতম্ ॥ ৭৬
লক্ষ্মণং প্রাহ মে শীঘ্রং প্রজ্বালয় হুতাশনম্।
বিশ্বাসার্থং হি রামস্য লোকানাং প্রত্যয়ায় চ ॥ ৭৭
রাঘবস্য মতং জ্ঞাত্বা লক্ষ্মণোঽপি তদৈব হি।
মহাকাষ্ঠচয়ং কৃত্বা জ্বালয়িত্বা হুতাশনম্ ॥ ৭৮
রামপার্শ্বমুপাগম্য তস্থৌ তূষ্ণীমরিন্দমঃ।
ততঃ সীতা পরিক্রম্য রাঘবং ভক্তিসংযুতা ॥ ৭৯
পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং দেব-রাক্ষসযোষিতাম্ ॥ ৮০
প্রণম্য দেবতাভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মৈথিলী।
বদ্ধাঞ্জলিপুটা চেদমুবাচাগ্নিসমীপগা ॥ ৮১
যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥ ৮২

তখন বিভীষণও সেই কথা শ্রবণ করিয়া পবনকুমার হনুমানের সহিত গমন করিলেন এবং অতিশয় বৃদ্ধা রাক্ষসীগণের দ্বারা সীতাদেবীকে স্নান করাইয়া সর্ব্ববিধ আভরণে বিভূষিতা করাইয়া এবং উত্তম এক শিবিকায় আরোহণ করাইয়া রামের নিকট আনা হইতেছিল। তখন কঞ্চুক (যুদ্ধোপযোগী গাত্রাবরণ—জামাবিশেষ) ও উষ্ণীষ (পাগড়ী)-পরিহিত যষ্টি (দণ্ড)-ধারী রক্ষকগণের দ্বারা রক্ষিতা কল্যাণময়ী সীতাকে দর্শন করিবার জন্য সমস্ত বানরগণ তথায় আসিতে লাগিল। কিন্তু হস্তে বেত্র ধারণ করিয়া রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত বহু রক্ষিগণ তাহাদিগকে বারণ করিতে লাগিল। ৬৯-৭১

এইরূপে বানরগণকে নিবারণসূচক কোলাহল করিতে করিতে শ্রীরামের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল। রঘূত্তম রাম দূর হইতে শিবিকারূঢ়া সীতাকে দেখিয়া বিভীষণকে বলিলেন,—বিভীষণ! কি জন্য তোমার রক্ষিগণ বানরদিগকে নিবারণ করিতেছে? সমস্ত বানরগণ মাতার ন্যায় মৈথিলীকে দর্শন করুক। ৭২-৭৩

এই জানকী পদব্রজে আমার নিকটে আগমন করুক। শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া জানকীদেবী শিবিকা হইতে নামিয়া পদব্রজেই ধীরে ধীরে রামের সমীপে আসিলেন। শ্রীরামও তখন বিশেষ কার্য্য নির্বাহের জন্য নির্ম্মিতা সেই মায়াসীতাকে দর্শন করত রঘুনন্দন (প্রকৃত সীতার সহিত মিলিত হইবার জন্য সম্মুখে উপস্থিত মায়াসীতাকে) তাঁহাকে বহুভাবে অবাচ্য (নিন্দনীয় দুর্বাক্য) কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সীতা রাম-কথিত সেই সব দুর্বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—আমার প্রতি শ্রীরামের বিশ্বাসের জন্য এবং লোকসকলেরও বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সত্বর অগ্নি প্রজ্বালিত কর। ৭৪-৭৭

সেই সময় লক্ষ্মণও শ্রীরামের অভিমত জ্ঞাত হইয়া এবং বিশাল কাষ্ঠরাশি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্বালিত করত শত্রুদমন লক্ষ্মণ শ্রীরামের পার্শ্বে গমন করত নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সীতাদেবী ভক্তিসহকারে রঘুবংশ-ভূষণ রামকে প্রদক্ষিণ করত তৎকালীন উপস্থিত সমস্ত লোক-সকলের সাক্ষাতে এবং দেব-রমণীগণের সম্মুখে মিথিলারাজ-কন্যা সীতা দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম পূর্ব্বক অগ্নির সমীপে গমন করত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া এই কথা বলিলেন। ৭৮-৮১

যেরূপ আমার হৃদয় কখনই রঘুকুলনায়ক রাম হইতে অপসৃত হয় না, সেইরূপ সর্ব্বলোকের সাক্ষী—দ্রষ্টা (অর্থাৎ কে কখন কি কর্ম্ম করে, তাহা আপনি সকল জীবের অন্তর্যামী হইয়া অন্তরে বাস করত প্রতিনিয়ত অবলোকন করিতেছেন) পাবক—পবিত্রকারী (এস্থলে পাবক শব্দ ব্যবহারের দ্বারা ইহাই বুঝান হইতেছে যে, কে কিরূপ পবিত্র, তাহা আপনিই জানেন, অতএব আমি যে কিরূপ পবিত্র তাহা আপনার অগোচর নহে; সুতরাং আপনি আমাকে) অগ্নিদেব আপনি আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। ৮২

এবমুক্ত্বা তদা সীতা পরিক্রম্য হুতাশনম্ ।
বিবেশ জ্বলনং দীপ্তং নির্ভয়েণ হৃদা সতী ॥ ৮৩
দৃষ্ট্বা ততো ভূতগণাঃ সসিদ্ধাঃ
সীতাং মহাবহ্নিগতাং ভৃশার্ত্তাঃ ।
পরস্পরং প্রাহুরহো স সীতাং
রামঃ শ্রিয়ং স্বাং কথমত্যজজ্ জ্ঞঃ ॥ ৮৪

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

এই কথা বলিয়া তখন সতী সীতাদেবী অগ্নিকে পরিক্রমা করিয়া নির্ভয় চিত্তে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৮৩

তদনন্তর সিদ্ধবৃন্দ সহ ভূতগণ সীতাদেবীকে সেই মহাবহ্নি-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন—অহো। রাম সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইয়া স্বীয় শক্তিস্বরূপা লক্ষ্মী সীতাদেবীকে কেন পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৮৪

শ্রীরামসমীপে সীতাদেবীকে আনয়ন করা হইলে বাল্মীকি-রামায়ণে শ্রীসীতাদেবীর প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি—

"যৎ কর্ত্তব্যং মনুষ্যেণ ধর্ষণাং প্রতিমার্জ্জতা ।
তৎ কৃতং রাবণং হত্বা ময়েদং মানকাঙ্ক্ষিণা ॥
নির্জ্জিতা জীবলোকস্য তপসা ভাবিতাত্মনা ।
অগস্ত্যেন দুরাধর্ষা মুনিনা দক্ষিণেব দিক্ ॥
বিদিতশ্চাস্তু ভদ্রং তে যোঽয়ং রণপরিশ্রমঃ ।
সুতীর্ণঃ সুহৃদাং বীর্য্যান্ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ ॥
রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদঞ্চ সর্ব্বতঃ ।
প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গঞ্চ পরিমার্জ্জতা ॥
প্রাপ্তচারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা ।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়া ॥
তদ্গচ্ছ ত্বানুজানেঽদ্য যথেষ্টং জনকাত্মজে ।
এতা দশ দিশো ভদ্রে কার্য্যমস্তি ন মে ত্বয়া ॥
কঃ পুমাংস্তু কুলে জাতঃ স্ত্রিয়ং পরগৃহোষিতাম্ ।
তেজস্বী পুনরাদদ্যাৎ সুহৃল্লোভেন চেতসা ॥
রাবণাঙ্কপরিক্লিষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা ।
কথং ত্বাং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিশন্মহৎ ॥
যদর্থং নির্জ্জিতা মে ত্বং সোঽয়মাসাদিতো ময়া ।
নাস্তি মে ত্বয্যভিষ্বঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতি ॥
তদদ্য ব্যাহৃতং ভদ্রে ময়ৈতৎ কৃতবুদ্ধিনা ।
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্ ॥
শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে ।
নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনা ॥
নহি ত্বাং রাবণো দৃষ্ট্বা দিব্যরূপাং মনোরমাম্ ।
মর্ষয়েত চিরং সীতে স্বগৃহে পর্য্যবস্থিতাম্ ॥"

৬।১১৫।১৩-২৪

শ্রীরামের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া সীতাদেবীর অবস্থা বর্ণন-প্রসঙ্গে আদিকবি বাল্মীকি,—

"ততঃ প্রিয়ার্হশ্রবণা তদপ্রিয়ং প্রিয়াদুপশ্রুত্য চিরস্য মানিনী ।
মুমোচ বাষ্পং রুদতী তদা ভৃশং গজেন্দ্রহস্তাভিহতেব বল্লরী ॥"

৬।১১৫।২৫

শ্রীরামকে তিরস্কারব্যঞ্জকবাক্যে সীতাদেবীর উত্তর দান-প্রসঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি,—

"ততো বাষ্পপরিক্লিন্নং প্রমার্জ্জন্তী স্বমাননম্ ।
শনৈর্গদ্গদয়া বাচা ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥
কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্ ।
রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ॥
ন তথাস্মি মহাবাহো যথা ত্বমবগচ্ছসি ।
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে ॥
পৃথক্‌স্ত্রীণাং প্রচারেণ জাতিং ত্বং পরিশঙ্কসে ।
পরিত্যজৈনাং শঙ্কান্তু যদি তেঽহং পরীক্ষিতা ॥
যদহং গাত্রসংস্পর্শং গতাস্মি বিবশা প্রভো ।
কামকারো ন মে তত্র দৈবং তত্রাপরাধ্যতি ॥
মদধীনন্তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ত্ততে ।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী ॥
সহ সংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেণ চ মানদ ।
যদি তেঽহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্ ॥
প্রেষিতস্তে মহাবীরো হনুমানবলোকতঃ ।
লঙ্কাস্থাহং ত্বয়া রাজন্ কিং তদা ন বিসর্জ্জিতা ॥
ন বৃথা তে শ্রমোঽয়ং স্যাৎ সংশয়ে ন্যস্য জীবিতম্ ।
সুহৃজ্জনপরিক্লেশো ন চায়ং বিফলস্তব ॥
ত্বয়া তু নৃপশার্দ্দূল রোষমেবানুবর্ত্ততা ।
লঘুনেব মনুষ্যেণ স্ত্রীত্বমেব পুরস্কৃতম্ ॥
অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ ।
মম বৃত্তঞ্চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্ ॥
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ ।
মম ভক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্ব্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্ ॥"

৬।১১৬।৪-১৬

শ্রীরামবাক্যের উত্তরদান করিয়া রোদনপরায়ণা সীতাদেবী লক্ষ্মণকে চিতা নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন,—

"ইতি ব্রুবন্তী রুদতী বাষ্পগদ্‌গদভাষিণী।
উবাচ লক্ষ্মণং সীতা দীনং ধ্যানপরায়ণম্॥
চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনস্যাস্য ভেষজম্।
মিথ্যাপবাদোপহতা নাহং জীবিতুমুৎসহে॥
অপ্রীতেন গুণৈর্ভর্ত্রা ত্যক্তায়া জনসংসদি।
যা ক্ষমা মে গতির্গন্তুং প্রবেক্ষ্যে হব্যবাহনম্॥"

৬।১১৬।১৭-১৯

শ্রীসীতাদেবী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণ শ্রীরামের দিকে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলে শ্রীরাম তাঁহাকে আকারে ইঙ্গিতে চিতা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ তখন চিতা নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু তৎকালীন শ্রীরামের সংহারকর রূপ দেখিয়া কোন কিছু বলিতে পারিলেন না,—

"নহি রামং তদা কশ্চিৎ কালান্তকযমোপমম্।
অনুনেতুমথো বক্তুং দ্রষ্টুং বাপ্যশকৎ সুহৃৎ॥"

৬ ১১৬।২২

তদনন্তর সীতাদেবী—

"অধোমুখং স্থিতং রামং ততঃ কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
উপাবর্ত্তত বৈদেহী দীপ্যমানং হুতাশনম্॥
প্রণম্য দৈবতেভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মৈথিলী।
বদ্ধাঞ্জলিপুটা চেদমুবাচাগ্নিসমীপতঃ॥
যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥
যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যথা নাতিচরাম্যহম্।
রাঘবং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং তথা মাং পাতু পাবকঃ॥
আদিত্যো ভগবান্ বায়ুর্দিশশ্চন্দ্রস্তথৈব চ।
অহশ্চাপি তথা সন্ধ্যে রাত্রিশ্চ পৃথিবী তথা॥
যথান্যেঽপি বিজানন্তি তথা চারিত্রসংযুতাম্॥
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী পরিক্রম্য হুতাশনম্।
বিবেশ জ্বলনং দীপ্তং নিঃশঙ্কেনান্তরাত্মনা॥
জনশ্চ সুমহাংস্তত্র বালবৃদ্ধসমাকুলঃ।
দদর্শ মৈথিলীং দীপ্তাং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্॥
সা তপ্তনবহেমাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা।
পপাত জ্বলনং দীপ্তং সর্ব্বলোকস্য সন্নিধৌ॥
দদৃশুস্তাং বিশালাক্ষীং পতন্তীং হব্যবাহনম্।
সীতাং সর্ব্বাণি রূপাণি রুক্মবেদনিভাং তদা॥
দদৃশুস্তাং মহাভাগাং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্।
ঋষয়ো দেব-গন্ধর্ব্বা যজ্ঞে পূর্ণাহুতীমিব॥
প্রচুক্রুশুঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তাং দৃষ্ট্বা হব্যবাহনে।
পতন্তীং সংস্কৃতাং মন্ত্রৈর্বসোর্ধারামিবাধ্বরে॥
দদৃশুস্তাং ত্রয়ো লোকা দেব-গন্ধর্ব্ব-দানবাঃ।
শপ্তাং পতন্তীং নিরয়ে ত্রিদিবাদ্দেবতামিব॥
তস্যামগ্নিং বিশন্ত্যাং তু হা হেতি বিপুলঃ স্বনঃ।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ॥"

৬।১১৬।২৫-৩৬

সীতাদেবী অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলে পর শ্রীরামের নিকট ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণ আসিয়া শ্রীরামের স্বরূপ বর্ণনা করেন। তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম বলেন,—

"ইত্যুক্তো লোকপালৈস্তৈঃ স্বামী লোকস্য রাঘবঃ।
অব্রবীৎ ত্রিদশশ্রেষ্ঠান্ রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ॥
আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্।
সোঽহং যশ্চ যতশ্চাহং ভগবাংস্তদ্ ব্রবীতু মে॥"

৬।১১৭।১০-১১

শ্রীরামের প্রশ্নের উত্তরে লোকপিতামহ ব্রহ্মা শ্রীরামের ভগবৎস্বরূপ প্রতিপাদনচ্ছলে স্তব করেন। তাহার পর সীতাদেবী সহ মূর্ত্তিমান্ অগ্নিদেব আবির্ভূত হইয়া শ্রীরামের নিকট সীতাকে সমর্পণ করেন এবং বলেন,—

"অব্রবীৎ তু তদা রামং সাক্ষী লোকস্য পাবকঃ।
এষা তে রাম বৈদেহী পাপমস্যাং ন বিদ্যতে॥
নৈব বাচা ন মনসা নৈব বুদ্ধ্যা ন চক্ষুষা।
সুবৃত্তা বৃত্তশৌটীর্য্যং ন ত্বামত্যচরচ্ছুভা॥" ইত্যাদি

৬।১১৮।৫-৬

অগ্নিদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম বলিলেন,—

"এবমুক্তো মহাতেজা ধৃতিমানুরুবিক্রমঃ।
উবাচ ত্রিদশশ্রেষ্ঠং রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ॥
অবশ্যং চাপি লোকেষু সীতা পাবনমর্হতি।
দীর্ঘকালোষিতা হীয়ং রাবণান্তঃপুরে শুভা॥
বালিশো বত কামাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ।
ইতি বক্ষ্যতি মাং লোকো জানকীমবিশোধ্য হি॥
অনন্যহৃদয়াং সীতাং মচ্চিত্তপরিরক্ষিণীম্।
অহমপ্যবগচ্ছামি মৈথিলীং জনকাত্মজাম্॥
ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা।
রাবণো নাতিবর্ত্তেত বেলামিব মহোদধিঃ॥

প্রত্যয়ার্থং তু লোকানাং ত্রয়াণাং সত্যসংশ্রয়ঃ।
উপেক্ষে চাপি বৈদেহীং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্॥
ন শক্তঃ সুদুষ্টাত্মা মনসাপি হি মৈথিলীম্।
প্রধর্ষয়িতুমপ্রাপ্যাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥
নেয়মর্হতি বৈক্লব্যং রাবণান্তঃপুরে সতী।
অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রভা যথা॥
বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা কীর্তিরাত্মবতা যথা॥
অবশ্যঞ্চ ময়া কার্য্যং সর্ব্বেষাং বো বচোহিতম্।
স্নিগ্ধানাং লোকনাথানামেবঞ্চ বদতাং হিতম্॥
ইত্যেবমুক্ত্বা বিজয়ী মহাবলঃ
প্রশস্যমানঃ স্বকৃতেন কর্ম্মণা।
সমেত্য রামঃ প্রিয়য়া মহাযশাঃ
সুখং সুখার্হোঽনুবভূব রাঘবঃ॥"
৬।১১৮।১১-২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্অধ্যাত্মরামায়ণে শ্রীউমামহেশ্বরসংবাদে লঙ্কাকাণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[রামসমীপে ইন্দ্রব্রহ্মাদিদেবানামাগমনম্, ব্রহ্মণা কৃতঃ স্তবঃ, সুধাবর্ষণেন ইন্দ্রকর্তৃকং বানরেভ্যো জীবনদানম্, শ্রীরামস্য স্বদেশযাত্রা চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততঃ শক্রঃ সহস্রাক্ষো যমশ্চ বরুণস্তথা।
কুবেরশ্চ মহাতেজাঃ পিনাকী বৃষবাহনঃ॥ ১
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মুনিভিঃ সিদ্ধচারণৈঃ।
পিতরো ঋষয়ঃ সাধ্যা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোরগাঃ॥ ২
এতে চান্যে বিমানাগ্র্যৈরাজগ্মুর্যত্র রাঘবঃ।
অব্রুবন্ পরমাত্মানং রামং প্রাঞ্জলয়শ্চ তে॥ ৩
কর্তা ত্বং সর্ব্বলোকানাং সাক্ষী বিজ্ঞানবিগ্রহঃ।
বসূনামষ্টমোঽসি ত্বং রুদ্রাণাং শঙ্করো ভবান্॥ ৪
আদিকর্তাসি লোকানাং ব্রহ্মা ত্বং চতুরাননঃ।
অশ্বিনৌ ঘ্রাণভূতৌ তে চক্ষুষী চন্দ্রভাস্করৌ॥ ৫
লোকানামাদিরন্তোঽসি নিত্য একঃ সদোদিতঃ।
সদাশুদ্ধঃ সদাবুদ্ধঃ সদামুক্তোঽগুণোঽদ্বয়ঃ॥ ৬
ত্বন্মায়াসংবৃতানাং ত্বং ভাসি মানুষবিগ্রহঃ।
ত্বন্নাম স্মরতাং রাম সদা ভাসি চিদাত্মকঃ॥ ৭
রাবণেন হৃতং স্থানমস্মাকং তেজসা সহ।
ত্বয়াদ্য নিহতো দুষ্টঃ পুনঃ প্রাপ্তং পদং স্বকম্॥ ৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[রামের নিকট ইন্দ্র-ব্রহ্মাদি দেবগণের আগমন, ব্রহ্মকৃত স্তব, সুধাবৃষ্টি করিয়া ইন্দ্র কর্তৃক বানরগণের জীবনদান এবং শ্রীরামের স্বদেশ যাত্রা।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—তদনন্তর শ্রীরাম যথায় বিরাজ করিতেছিলেন, সেইস্থানে সহস্রলোচন ইন্দ্র, যম, বরুণ, মহাতেজা কুবের, বৃষবাহন পিনাকনামক ধনুর্দ্ধারী মহাদেব, ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা এবং মুনি, সিদ্ধ ও চারণগণের সহিত পিতৃগণ, ঋষিগণ, সাধ্যসকল, গন্ধর্ব্ববৃন্দ এবং অপ্সরাদিগের সহিত সর্পগণ—ইঁহারা ও অন্যান্য আরও সকলে উত্তম বিমানের সাহায্যে আগমন করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া পরমাত্মা শ্রীরামকে বলিলেন। ১-৩

ভগবন্। আপনি সমস্ত লোকসমূহের কর্তা (সৃষ্টিকর্তা), সাক্ষী ও বিজ্ঞানমূর্তি; আপনি বসুগণের মধ্যে অষ্টম বসু এবং একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে আপনি শঙ্কর। ৪

আপনি লোকসকলের আদিকর্তা চতুরানন ব্রহ্মা। দুই অশ্বিনীকুমার নাসত্য ও দস্র আপনার দুই নাসিকা এবং চন্দ্র ও সূর্য্য ইঁহারা উভয়ে আপনার চক্ষু। ৫

আপনি লোকসকলের আদি ও অন্ত, আপনি নিত্য, এক, সদাপ্রকাশ, সদাশুদ্ধ, সদাবুদ্ধ, সদামুক্ত, নির্গুণ এবং অদ্বিতীয়। ৬

রাম। যাহারা আপনার মায়ায় আবৃত, আপনি তাহাদেরই নিকট মনুষ্যরূপধারী অর্থাৎ মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হন; কিন্তু যাঁহারা আপনার নাম স্মরণ করেন অর্থাৎ যাঁহারা আপনার নামকীর্তন করিয়া নাম-মহিমায় মায়ামুক্ত হইয়াছেন, সেই সব ব্যক্তিগণের নিকট আপনি চিদাত্মা অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ৭

রাবণ আমাদের সকলের তেজ সহ স্থান—অধিকার হরণ করিয়াছিল, আপনি আজ সেই দুষ্ট রাবণকে নিহত করায় আমরা পুনরায় নিজ নিজ পদ প্রাপ্ত হইলাম। ৮

এবং স্তুবৎসু দেবেষু ব্রহ্মা সাক্ষাৎ পিতামহঃ।
অব্রবীৎ প্রণতো ভূত্বা রামং সত্যপথে স্থিতম্ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ।

বন্দে দেবং বিষ্ণুমশেষস্থিতিহেতুং
ত্বামধ্যাত্মজ্ঞানিভিরন্তর্হৃদি ভাব্যম্।
হেয়াহেয়দ্বন্দ্ববিহীনং পরমেকং
সত্তামাত্রং সর্ব্বহৃদিস্থং দৃশিরূপম্ ॥ ১০
প্রাণাপানৌ নিশ্চয়বুদ্ধ্যা হৃদি রুদ্ধ্বা
ছিত্ত্বা সর্ব্বং সংশয়বন্ধং বিষয়ৌঘান্।
পশ্যন্তীশং যং গতমোহা যতয়স্তং
বন্দে রামং রত্নকিরীটং রবিভাসম্ ॥ ১১
মায়াতীতং মাধবমাদ্যং জগদাদিং
মানাতীতং মোহবিনাশং মুনিবন্দ্যম্।
যোগিধ্যেয়ং যোগিবিধানং পরিপূর্ণং
বন্দে রামং রঞ্জিতলোকং রমণীয়ম্ ॥ ১২
ভাবাভাবপ্রত্যয়হীনং ভবমুখ্যৈ-
র্ভোগাসক্তৈরর্চ্চিতপাদাম্বুজযুগ্মম্।
নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমনন্তং প্রণবাখ্যং
বন্দে রামং বীরমশেষাসুরদাবম্ ॥ ১৩
ত্বং মে নাথো নাথিতকার্য্যাখিলকারী
মানাতীতো মাধবরূপোঽখিলধারী।
ভক্ত্যা গম্যো ভাবিতরূপো ভবহারী
যোগাভ্যাসৈর্ভাবিতচেতঃসহচারী ॥ ১৪
ত্বামাদ্যন্তং লোকততীনাং পরমীশং
লোকানাং নো লৌকিকমানৈরধিগম্যম্।
ভক্তিশ্রদ্ধাভাবসমেতৈর্ভজনীয়ং
বন্দে রামং সুন্দরমিন্দীবরনীলম্ ॥ ১৫

দেবগণ এইরূপে শ্রীরামের স্তব করিতে থাকিলে তখন সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মা সত্যপথে অবস্থিত শ্রীরামকে প্রণাম করিয়া বলিলেন। ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—আপনি সকলের স্থিতির কারণ দেব বিষ্ণু। অধ্যাত্মজ্ঞানিগণ আপনাকে নিজ নিজ হৃদয়ে নিরন্তর ভাবনা করেন; আপনি হেয় অর্থাৎ ত্যাজ্য দুঃখাদি এবং অহেয় অর্থাৎ অত্যাজ্য—গ্রাহ্য সুখাদি—এই সব দ্বন্দ্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত; কারণ, আপনি পর অর্থাৎ প্রকৃতির পরস্থিত পরমাত্মা ও এক—অদ্বিতীয়; অতএব আপনি সত্তামাত্র জ্ঞেয় সর্ব্বান্তর্য্যামী জ্ঞানস্বরূপ, আপনাকে আমি বন্দনা (অবনত মস্তকে প্রণাম) করি। ১০

যতিগণ অর্থাৎ যোগবলে যাঁহারা ইন্দ্রিয়বর্গকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়াছেন ("যে নির্জ্জিতেন্দ্রিয়গ্রামা যতিনো যতয়শ্চ তে"। ইতি কোষাৎ), সেই যোগী পুরুষগণ হৃদয়মধ্যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ু রোধ করত অর্থাৎ কুম্ভকে সদা অবস্থান করত দিব্য জ্ঞানের উন্মেষে অন্তরের সমস্ত সংশয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া এবং বিষয়বাসনাসমূহ পরিহার করিয়া মোহ হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক যাঁহাকে হৃদয়ে তৎকালীন নিরন্তর অবলোকন করেন, আমি সেই রত্নকিরীটধারী সূর্য্য-সদৃশ স্বদেহ-কান্তিতে সদা ভাস্বর শ্রীরামকে বন্দনা করি। ১১

যিনি মায়াতীত, মাধব (মা—লক্ষ্মী, তাঁহার ধব—স্বামী), আদিপুরুষ, জগতেরও আদি, মানাতীত (পরিমাণবর্জ্জিত), মোহনাশক, মুনিগণবন্দনীয়, যোগিদিগের চিন্তনীয়, যোগপথের প্রবর্ত্তক এবং পরিপূর্ণ, আমি সেই সেই লোকরঞ্জনকারী রমণীয় শ্রীরামকে বন্দনা করি। ১২

যিনি ভাব ও অভাব—এই উভয় জ্ঞানেরই অগোচর, ভোগে অসক্ত অর্থাৎ বিষয়ভোগসুখ-বর্জ্জিত শিবাদি দেবগণ যাঁহার শ্রীচরণকমলযুগল অর্চ্চনা করেন, যিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অনন্ত এবং প্রণববাচ্য, আমি সমস্ত অসুরকুল-সংহারকারী বীরবর সেই শ্রীরামকে বন্দনা করি। ১৩

আপনি আমার নাথ—রক্ষাকর্ত্তা প্রভু, আমি যখন যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, আপনি আমার সেই প্রার্থনানুসারে সকল কার্য্যই সম্পাদন করেন। আপনি দেশ-কালাদি পরিচ্ছেদ-শূন্য (অথবা অভিমান শূন্য), লক্ষ্মীপতিস্বরূপ, লোকসমূহের ধারক, ভক্তিলভ্য, যাঁহার রূপ যোগিগণ হৃদয়ে সদা ভাবনা করিয়া থাকেন, (অথবা রূপ্যতে জ্ঞায়তে অনেনেতি রূপং জ্ঞানম্, ভাবিতং প্রার্থনাযোগ্যতয়া চিন্তিতং রূপং যস্য তম্ ভাবিতরূপম্ অর্থাৎ যোগিগণ যে অদ্বয় জ্ঞানকে সদা হৃদয়ে ভাবনা করিয়া প্রার্থনা করেন, আপনি সেই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ), সংসার-বন্ধনহারী এবং যাঁহারা যোগাভ্যাসে রত, আপনি সেই সব পবিত্রচিত্ত যোগিগণের হৃদয়ে সদা বিচরণ করেন। ১৪

আপনি এই পরিদৃশ্যমান লোকসমূহের আদি ও অন্ত; আপনি লোকসকলের অতীত পরমেশ্বর; সেইজন্য লৌকিক প্রমাণের দ্বারা আপনাকে বুঝা যায় না। ভক্তিমান্, শ্রদ্ধাবান্ এবং সদ্ভাবাপন্ন মহাপুরুষগণের আপনি ভজনীয় অর্থাৎ সেব্য। নীল-পদ্মসদৃশ নীল বর্ণ বলিয়া যিনি সুন্দর, আমি সেই শ্রীরামকে বন্দনা করি। ১৫

কো বা জ্ঞাতুং ত্বামতিমানং গতমানং
মানাসক্তো মাধব শক্তো মুনিমান্যম্ ।
বৃন্দারণ্যে বন্দিতবৃন্দারকবৃন্দং
বন্দে রামং ভবমুখবন্দ্যং সুখকন্দম্ ॥১৬

নানাশাস্ত্রৈর্বেদকদম্বৈঃ প্রতিপাদ্যং
নিত্যানন্দং নির্বিষয়জ্ঞানমনাদিম্ ।
সৎসেবার্থং মানুষভাবং প্রতিপন্নং
বন্দে রামং মরকতবর্ণং মথুরেশম্ ॥১৭

শ্রদ্ধাযুক্তো যঃ পঠতীমং স্তবমাদ্যং
ব্রাহ্মং ব্রহ্মজ্ঞানবিধানং ভুবি মর্ত্যঃ ।
রামং শ্যামং কামিতকামপ্রদমীশং
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা পাতকজালৈর্বিগতঃ স্যাৎ ॥ ১৮

শ্রুত্বা স্তুতিং লোকগুরোর্বিভাবসুঃ
স্বাঙ্কে সমাদায় বিদেহপুত্রিকাম্ ।
বিভ্রাজমানাং বিমলারুণদ্যুতিং
রক্তাম্বরাং দিব্যবিভূষণান্বিতাম্ ॥ ১৯

প্রোবাচ সাক্ষী জগতাং রঘূত্তমং
প্রপন্নসর্বার্তিহরং হুতাশনঃ ।
গৃহাণ দেবীং রঘুনাথ জানকীং
পুরা ত্বয়া মষ্যবরোপিতাং বনে ॥ ২০

বিধায় মায়াজনকাত্মজাং হরে
দশাননপ্রাণবিনাশনায় চ ।
হতো দশাস্যঃ সহ পুত্র-বান্ধবৈ-
র্নিরাকৃতোঽনেন ভরো ভুবঃ প্রভো ॥২১

হে মাধব ! আপনি অতিমান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের অগোচর গতমান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শূন্য (অথবা পরিচ্ছেদশূন্য), সুতরাং ইন্দ্রিয়াসক্ত কোন্ ব্যক্তি আপনাকে জানিতে সমর্থ হইবে ? আপনি মুনিগণের মাননীয়, আপনি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণকে বন্দনা করিয়াছেন, আমি সেই শিবপ্রমুখ দেবগণের বন্দনীয় সুখের মূলস্বরূপ শ্রীরামকে বন্দনা করি । ১৬

যিনি বেদান্তাদি শাস্ত্রসমূহ ও বেদসমূহের প্রতিপাদ্য, নিত্যানন্দ, বিষয়-জ্ঞানবর্জিত (অথবা নির্বিকল্পক জ্ঞানবিশেষ) অনাদি, সৎপুরুষগণের পরিপালনের জন্য আমার প্রার্থনায় এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি সেই মরকততুল্য দেহলাবণ্যযুক্ত মথুরাপতি শ্রীরামকে বন্দনা করি । (যাঁহার চারিটি বদন না থাকিলেও সাক্ষাৎ চতুর্বদন ব্রহ্মার ন্যায় নব নব সৃষ্টি করিতে সমর্থ, চতুর্বাহু রূপে শ্রীহরি জগতে বিখ্যাত বটে, কিন্তু যিনি সেই শ্রীহরিরই ন্যায় মহামহিমশালী দ্বিবাহু অন্য এক শ্রীহরি বলিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল—সর্ব্বত্র প্রথিত এবং জগদ্গুরু শঙ্কর ত্রিলোচন বলিয়া বিশ্ববিশ্রুত ; কারণ, তাঁহার ললাটে একটি নয়ন (জ্ঞানচক্ষু) আছে ; কিন্তু যাঁহার ভালে অর্থাৎ ললাটে নয়ন না থাকিলেও ত্রিলোচন শম্ভু অর্থাৎ মঙ্গলনিদান মহাদেব-সদৃশ জ্ঞানকোষ জগদ্গুরুরূপে ভূঃ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন সপ্তলোক এবং অতলাদি অধস্তন সপ্তলোকে যিনি স্বমহিমায় বিকস্বর, সেই বদরিকাশ্রমবাসী ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনামূলক মহাভারত, নানা পুরাণ-উপপুরাণ, হরিবংশ এবং শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীদেবীভাগবতাদি প্রণয়ন করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন, তাই এই অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যাত্ম-রামায়ণে শ্রীরামচরিত বর্ণনা করিতে যাইয়াও নিজের ইষ্ট-দেবের কথা মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন ; যেমন আদিকাণ্ডে বানরগণকে নবনীত দান প্রভৃতি এবং এস্থলে ১৬ শ্লোকে ও ১৭ শ্লোকে সেই শ্রীকৃষ্ণকথাই বলিয়াছেন, সুতরাং শ্রীরামকে মথুরাপতি ও বৃন্দাবনবিহারী ইত্যাদি বলিয়া দুস্তর ব্যবধান এবং অসঙ্গতি সত্ত্বেও বেদান্তদর্শনপ্রণেতা ও বেদবিভাগকর্ত্তা ভগবান্ বেদব্যাসের ইহা এক অভিনব ইষ্টলীলাচিন্তাপ্রণালীর নিরুপম নিদর্শন ।) ॥ ১৭

এই ভূতলে যে মানুষ প্রার্থী ব্যক্তিগণের প্রার্থনা পূরণকারী ঈশ্বর শ্যামসুন্দর শ্রীরামকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে শ্রদ্ধা-সহকারে ব্রহ্মকৃত, অতএব আদ্য—সর্ব্বোত্তম এবং ব্রহ্মজ্ঞানজনক স্তব পাঠ করে, সেই মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় । ১৮

লোকগুরু ব্রহ্মার এই স্তব শ্রবণ করিয়া জগৎসাক্ষী বিভাবসু অর্থাৎ অগ্নিদেব রক্তবস্ত্রপরিহিতা, দিব্য ভূষণসমূহে বিভূষিতা, নির্ম্মল সূর্য্যসদৃশ স্বীয় দেহ লাবণ্যচ্ছটায় উদ্ভাসিতা এবং দেদীপ্যমানা বৈদেহী সীতাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া শরণাগত ভক্তগণের সর্ব্ববিধ আর্ত্তিনাশক রঘুবংশভূষণ শ্রীরামকে বলিলেন,—হে হরে ! হে রঘুনাথ ! পূর্ব্বে দশানন রাবণের প্রাণনাশের জন্য মায়াসীতা নির্ম্মাণ করিয়া বনমধ্যে যাঁহাকে আপনি আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, সেই জনকনন্দিনী সীতাকে আপনি গ্রহণ করুন । প্রভো ! পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত দশানন রাবণকে আপনি বিনাশ করিয়াছেন, ইহাতে পৃথিবীর ভার অপনোদিত হইয়াছে । ১৯-২১

তিরোহিতা সা প্রতিবিম্বরূপিণী
কৃতা যদর্থং কৃতকৃত্যতাং গতা।
ততোঽতিহৃষ্টাং পরিগৃহ্য জানকীং
রামঃ প্রহৃষ্টঃ প্রতিপূজ্য পাবকম্ ॥
স্বাঙ্কে সমাবেশ্য সদানপায়িনীং
শ্রিয়ং ত্রিলোকীজননীং শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ২২
দৃষ্ট্বাথ রামং জনকাত্মজাযুতং
শ্রিয়া স্ফুরন্তং সুরনায়কো মুদা।
ভক্ত্যা গিরা গদ্গদয়া সমেত্য
কৃতাঞ্জলিঃ স্তোতুমথোপচক্রমে ॥ ২৩
ইন্দ্র উবাচ।
ভজেঽহং সদা রামমিন্দীবরাভং
ভবারণ্যদাবানলাভাভিধানম্।
ভবানীহৃদা ভাবিতানন্দরূপং
ভবাভাবহেতুং ভবাদিপ্রপন্নম্ ॥ ২৪
সুরানীকদুঃখৌঘনাশৈকহেতুং
নরাকারদেহং নিরাকারমীড্যম্।
পরেশং পরানন্দরূপং বরেণ্যং
হরিং রামমীশং ভজে ভারনাশম্ ॥ ২৫
প্রপন্নাখিলানন্দদোহং প্রপন্নং
প্রপন্নার্তিনিঃশেষনাশাভিধানম্।
তপোযোগযোগীশভাবাভিভাব্যং
কপীশাদিমিত্রং ভজে রামমিত্রম্ ॥ ২৬
সদা ভোগভাজাং সুদূরে বিভান্তম্
সদা যোগভাজামদূরে বিভান্তম্।
চিদানন্দকন্দং সদা রাঘবেশং
বিদেহাত্মজানন্দরূপং প্রপদ্যে ॥ ২৭

যেজন্ত আপনি মায়া সীতার সৃজন করিয়াছিলেন, সেই কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সংসাধিত হওয়ায় সেই প্রতিবিম্বরূপিণী সীতাদেবী অদৃশ্যা হইয়া গিয়াছেন। অনন্তর শ্রীরাম অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া অগ্নিদেবকে সমাদরসহকারে অর্চনা করত জনকনন্দিনী সীতাকে গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মীপতি শ্রীরাম সদা অক্ষয়স্বরূপা (অথবা নিত্যসহচরী) ত্রিভুবনজননী লক্ষ্মীদেবীকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপিত করিলেন। তখন সুরপতি ইন্দ্র জনকনন্দিনী সীতাদেবীর সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত শ্রীরামকে দর্শন করিয়া আনন্দসহকারে সম্মুখে গমন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিগদ্গদ বাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ২২ ২৩

ইন্দ্র বলিলেন,—যাঁহার 'নাম' অর্থাৎ 'রাম নাম' সংসাররূপ বনকে ভস্মীভূত করিতে দাবানল—বহ্নিস্বরূপ, ভবপত্নী দুর্গা নিজ হৃদয়ে যাঁহার আনন্দময়রূপ অর্থাৎ 'রামমূর্ত্তি' ভাবনা করেন, শিবাদি দেবগণ যাঁহার শরণাগত হইয়াছেন (এবং সদা যাঁহার ভৃত্যবৎ সেবা করেন) এবং ভবের (সংসারের) অভাবের (নাশের) কারণ অর্থাৎ যিনি সংসারপাশ হইতে মুক্তিদান করেন, আমি সেই ইন্দীবর (নীলপদ্ম)-তুল্য কান্তিমান্ শ্রীরামকে সদা ভজনা করি। ২৪

যিনি দেবগণের দুঃখরাশি নাশ করিবার একমাত্র কারণ, যিনি স্বীয় মায়াবলে নরাকার দেহ অর্থাৎ এই মানব দেহ ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু স্বরূপতঃ যিনি পূজনীয় নিরাকার পরমেশ্বর ও পরমানন্দময়, আমি সেই ভূভারহারী জগদীশ্বর শ্রীহরি রামকে ভজনা করি অর্থাৎ ভৃত্যবৎ ভজনপরায়ণ হইয়া সদা তাঁহার সেবা করি। ২৫

শরণাগত ভক্তগণকে যিনি সর্ব্বপ্রকার আনন্দ দান করেন, যিনি স্বয়ং প্রপন্ন অর্থাৎ ভক্তাধীন, যাঁহার নাম (রামনাম) শরণাগত ভক্তগণের ক্লেশরাশি সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করিয়া দেন, তপস্বী ব্যক্তিগণ তপস্যা দ্বারা এবং যোগীন্দ্রগণ যোগের দ্বারা যাঁহার ভাবনা করেন, আমি সেই বানররাজ সুগ্রীবাদির মিত্র রামরূপী মিত্রকে অর্থাৎ জগদ্বন্ধুকে ভজনা করি (অথবা এস্থলে মিত্রশব্দে সূর্য্য ব্যাখ্যা করা যায় অর্থাৎ সূর্য্য যেরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া প্রাণিজগৎকে পুলকিত করেন, সেইরূপ যিনি পাপরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া হৃদয়ে সূর্য্যবৎ জ্ঞানালোক প্রদান করেন, আমি সেই শ্রীরামরূপী সূর্য্যকে ভজনা করি)। ২৬

যাহারা সদা বিষয়ভোগপরায়ণ, তাহাদের নিকট হইতে যিনি দূরে বিরাজমান থাকেন (যদিও পরমেশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বাস করেন, তথাপি অজ্ঞানতাবশতঃ জীব তাঁহার অধিষ্ঠান জানিতে সমর্থ হয় না।), কিন্তু যাঁহারা যোগী (যোগানুষ্ঠানদ্বারা ভগবদারাধনায় রত), তাঁহাদিগের অদূরে অর্থাৎ অন্তরে অনুভববেদ্য হইয়া বিরাজ করেন, যিনি চিদানন্দের মূল এবং রঘুবংশধরগণের ঈশ্বর (রঘুবংশে আবির্ভূত হওয়ায় যিনি সেই বংশগণের নিয়ামক), আমি সেই বিদেহরাজকন্যা সীতাদেবীর আনন্দস্বরূপ শ্রীরামের সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া রহিলাম। ২৭

মহাযোগমায়াবিশেষানুযুক্তো
　　বিভাসীশ লীলানরাকারবৃত্তিঃ।
ত্বদানন্দলীলাকথাপূর্ণকর্ণাঃ
　　সদানন্দরূপা ভবন্তীহ লোকে ॥ ২৮

অহং মানপানাভিমত্তপ্রমত্তো
　　ন বেদাখিলেশাভিমানাভিমানঃ।
ইদানীং ভবৎপাদপদ্মপ্রসাদাৎ
　　ত্রিলোকাধিপত্যাভিমানো বিনষ্টঃ ॥ ২৯

স্ফুরদ্রত্নকেয়ূরহারাভিরামং
　　ধরাভারভূতাসুরানীকদাবম্।
শরচ্চন্দ্রবক্ত্রং লসৎপদ্মনেত্রং
　　দুরাবারপারং ভজে রাঘবেশম্ ॥ ৩০

সুরাধীশনীলাভ্রনীলাঙ্গকান্তিং
　　বিরাধাদিরক্ষোবধাল্লোকশান্তিম্।
কিরীটাদিশোভং পুরারাতিলাভং
　　ভজে রামচন্দ্রং রঘূণামধীশম্ ॥ ৩১

লসচ্চন্দ্রকোটিপ্রকাশাদিপীঠে
　　সমাসীনমঙ্কে সমাধায় সীতাম্।
স্ফুরদ্ধেমবর্ণাং তড়িৎপুঞ্জভাসং
　　ভজে রামচন্দ্রং নিবৃত্তার্তিতন্দ্রম্ ॥ ৩২

ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ ভবান্যা সহিতো ভবঃ।
রামং কমলপত্রাক্ষং বিমানস্থো নভস্থলে ॥ ৩৩
আগমিষ্যাম্যযোধ্যায়াং দ্রষ্টুং ত্বাং রাজ্যসৎকৃতম্।
ইদানীং পশ্য পিতরমস্য দেহস্য রাঘব ॥ ৩৪
ততোঽপশ্যদ্ বিমানস্থং রামং দশরথং পুরঃ।
ননাম শিরসা পাদৌ মুদা ভক্ত্যা সহানুজঃ ॥ ৩৫

হে পরমেশ্বর! আপনি এখন এই মহাযোগমায়া সীতাদেবীর দ্বারা বিশেষভাবে সংযুক্ত হইয়া অভিনব শোভা ধারণ করিয়াছেন। আপনি লীলা করিবার জন্য বর্তমানে মর্ত্তলোকে এই নরাকৃতিতে অর্থাৎ রামরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। যাঁহারা আপনার এই লীলাকথাপূর্ণ রামচরিত কর্ণ পূর্ণ করিয়া শ্রবণ করেন, সেই সব ব্যক্তিগণও এই ধরাতলে 'সদানন্দময়' হইয়া যান। (এই শ্লোকের নিম্নরূপ ব্যাখ্যাও করা যায়—হে পরমেশ্বর! আপনি যোগমায়ার সত্ত্বাদি গুণসমূহে যুক্ত হইয়া এই ধরাধামে লীলাচ্ছলে মনুষ্যাকার ধারণ করত বিরাজ করিতেছেন। এই মর্ত্তলোকে মর্ত্ত্যগণ আপনার সেই আনন্দময় লীলাকথাপূর্ণ রামচরিত শ্রবণ করিয়া তাঁহারাও আনন্দময় হইয়া যান)। ২৮

আমি মান অর্থাৎ অহঙ্কাররূপ মদ্যপান করিয়া মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছি (অথবা অহঙ্কারে মত্ত এবং সুরাপান করিয়া প্রমত্ত হইয়াছি।), সেইহেতু অন্য অখিলপতির ন্যায় অভিমানে অভিমানিত হইয়া আমি আপনাকে জানিতে পারি নাই। কিন্তু এখন আপনার শ্রীপাদপদ্মের প্রসাদে (করুণায়) আমার সেই ত্রিলোকাধিপত্যের অভিমান অপসারিত হইয়া গিয়াছে। ২৯

যিনি অতি দীপ্তিবিশিষ্ট রত্নময় কেয়ূর ও হারাদি আভরণসমূহে পরমরমণীয় হইয়া উঠিয়াছেন, যিনি ধরিত্রীর ভারস্বরূপ অসুরগণরূপ বনের দহনকারী দাবাগ্নিতুল্য অর্থাৎ অসুরনিধনকারী যাঁহার বদন শারদচন্দ্রের ন্যায় পরমসুন্দর, যাঁহার নয়নযুগল পদ্মের সদৃশ কমনীয় এবং যিনি দুর্লভ আনন্দমহাপারাবার, আমি সেই রঘুকুলনায়ক শ্রীরামের ভজনা করি। ৩০

যিনি ইন্দ্রনীলমণিসদৃশ নীলবর্ণ এবং মেঘের ন্যায় নীলকান্তিমান্, যিনি বিরাধপ্রভৃতি রাক্ষসগণকে বধ করিয়া এই ভূলোকে সর্বত্র শান্তি স্থাপন করিয়াছেন, কিরীটাদি আভরণসমূহে যিনি সুশোভিত এবং পুরারি অর্থাৎ ত্রিপুরারি শিবের নিধির ন্যায় পরমলাভস্বরূপ (অথবা পুরারি পুরন্দর ইন্দ্র, তাঁহার পরম লাভরূপী), আমি সেই রঘুকুলের অধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করি। ৩১

যিনি বিদ্যুদ্বর্ণা ও অত্যুজ্জ্বল হেমতুল্য কান্তিমতী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া কোটিচন্দ্রের প্রভার ন্যায় অতীব ভাস্বর আদিপীঠে অর্থাৎ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, আমি সেই দুঃখ-ক্লেশ ও আলস্যশূন্য (অথবা যিনি নিখিল দুঃখরাশি ও আলস্যকে সর্বথা নিবারিত করেন) শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি। ৩২

তদনন্তর গগনতলে বিমানে আরোহণ করত উমাদেবীর সহিত ভগবান্ শঙ্কর কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা বলিলেন। ৩৩

হে রাঘব! তুমি অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত হইলে পর আমি অযোধ্যায় তোমাকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিব। এখন তোমার এই রাম-দেহের জনক দশরথকে তুমি দর্শন কর। ৩৪

তাহার পর শ্রীরাম সম্মুখে বিমানে অবস্থিত দশরথকে দর্শন করিলেন। অনন্তর অনুজ লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র আনন্দ

আলিঙ্গ্য মূর্দ্ধ্যবঘ্রায় রামং দশরথোঽব্রবীৎ।
তারিতোঽস্মি ত্বয়া বৎস সংসারাদ্দুঃখসাগরাৎ ॥৩৬
ইত্যুক্ত্বা পুনরালিঙ্গ্য যযৌ রামেণ পূজিতঃ।
রামোঽপি দেবরাজং তং দৃষ্ট্বা প্রাহ কৃতাঞ্জলিম্ ॥৩৭
মৎকৃতে নিহতান্ সংখ্যে বানরান্ পতিতান্ ভুবি।
জীবয়াশু সুধাবৃষ্ট্যা সহস্রাক্ষ মমাজ্ঞয়া ॥ ৩৮
তথেত্যমৃতবৃষ্ট্যা তান্ জীবয়ামাস বানরান্।
যে যে মৃতা মৃধে পূর্ব্বং তে তে সুপ্তোত্থিতা ইব।
পূর্ব্ববদ্ বলিনো হৃষ্টা রামপার্শ্বমুপাযযুঃ ॥ ৩৯
নোত্থিতা রাক্ষসাস্তত্র পীযূষস্পর্শনাদপি।
বিভীষণস্তু সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাব্রবীদ্ বচঃ ॥৪০
দেব মামনুগৃহ্ণীষ্ব ময়ি ভক্তির্যদা তব।
মঙ্গলস্নানমদ্য ত্বং কুরু সীতাসমন্বিতঃ ॥ ৪১

সহকারে তাঁহার দুই চরণে ভক্তিভরে অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন। ৩৫

তখন দশরথ শ্রীরামকে আলিঙ্গন করত তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক বলিলেন,—বৎস! আমি তোমাদ্বারা দুঃখসাগর এই সংসার হইতে তারিত হইয়াছি। ৩৬

এই কথা বলিয়া পুনরায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক রাম কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া গমন করিলেন। তাহারপর শ্রীরামচন্দ্রও সেই দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন। ৩৭

সহস্রাক্ষ ইন্দ্র! যুদ্ধে আমার জন্য নিহত হইয়া ভূতলে পতিত বানরগণকে তুমি আমার আদেশে সুধাবৃষ্টি করিয়া সত্বর জীবিত কর। ৩৮

তখন দেবরাজ ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া অমৃতবৃষ্টি দ্বারা সেই সব নিহত বানরগণকে জীবিত করিয়া দিলেন। যাহারা পূর্ব্বে সেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই নিদ্রা হইতে জাগিয়া উত্থিত হওয়ার ন্যায় উত্থিত হইল এবং পূর্ব্ববৎ বলশালী হইয়া হৃষ্টচিত্তে শ্রীরামের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। ৩৯

কিন্তু তথায় যে সমস্ত রাক্ষস নিহত হইয়া পতিত ছিল, তাহারা অমৃত স্পর্শ পাইয়াও উত্থিত হইল না। এই সময় বিভীষণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া শ্রীরামকে এই কথা বলিলেন। ৪০

দেব! যদি আপনার প্রতি আমার ভক্তি থাকে, তাহা হইলে আপনি আমায় কৃপা করুন। আপনি সীতাদেবীর সহিত আজ মঙ্গল-স্নান করুন। ৪১

অলঙ্কৃত্য সহ ভ্রাত্রা শ্বো গমিষ্যামহে বয়ম্।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ রঘূত্তমঃ।
সুকুমারোঽতিভক্তো মে ভরতো মামপেক্ষতে ॥ ৪২
জটাবল্কলধারী স শব্দব্রহ্মসমাহিতঃ।
কথং তেন বিনা স্নানমলঙ্কারাদিকং মম ॥ ৪৩
অতঃ সুগ্রীবমুখ্যাংস্ত্বং পূজয়াশু বিশেষতঃ।
পূজিতেষু কপীন্দ্রেষু পূজিতোঽহং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪
ইত্যুক্তো রাঘবেণাশু স্বর্ণরত্নাম্বরাণি চ।
ববর্ষ রাক্ষসশ্রেষ্ঠো যথাকামং যথারুচি ॥ ৪৫
ততস্তান্ পূজিতান্ দৃষ্ট্বা রামো রত্নৈশ্চ যূথপান্।
অভিনন্দ্য যথান্যায়ং বিসসর্জ্জ হরীশ্বরান্ ॥ ৪৬
বিভীষণসমানীতং পুষ্পকং সূর্য্যবর্চ্চসম্।
আরুরোহ ততো রামস্তদ্বিমানমনুত্তমম্ ॥ ৪৭

তাহার পর নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া আগামী কাল ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আমরা অযোধ্যায় গমন করিব। বিভীষণের এই কথা শ্রবণ করিয়া রঘূত্তম রাম প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—আমার পরম ভক্ত সুকুমার ভরত আমার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ৪২

সেই ভরত মস্তকে জটা এবং পরিধানে বল্কল ধারণ করত শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণব-ধ্যানপরায়ণ হইয়া রহিয়াছে, আমি সেই ভরতকে পরিত্যাগ করিয়া কিভাবে মঙ্গল স্নান ও অলঙ্কারাদি ধারণ করিব? ৪৩

অতএব তুমি সত্বর সুগ্রীবপ্রভৃতির বিশেষভাবে পূজা কর। এই সব বানরশ্রেষ্ঠগণ পূজিত হইলে আমি পূজিত হইব, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ৪৪

শ্রীরাম এই কথা বলিলে পর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ বানরগণের অভিরুচি ও ইচ্ছানুসারে সত্বর স্বর্ণ, রত্ন ও বসনসকল তাঁহাদিগকে বিতরণ করিলেন। ৪৫

তদনন্তর শ্রীরাম সেই সব দলপতি বানরশ্রেষ্ঠগণকে রত্নসমূহের দ্বারা পূজিত হইতে দেখিয়া যথাযথভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করত বিদায় দান করিলেন অর্থাৎ নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুমতি করিলেন। ৪৬

তাহার পর শ্রীরাম যশস্বিনী সলজ্জা সীতাদেবীকে ক্রোড়ে স্থাপন করত পরাক্রমশালী ধনুর্দ্ধারী ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিভীষণ কর্ত্তৃক আনীত সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী সর্ব্বোত্তম পুষ্পক-

অঙ্কে নিধায় বৈদেহীং লজ্জমানাং যশস্বিনীম্ ॥ ॥ ৪৮
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিক্রান্তেন ধনুষ্মতা।
অব্রবীচ্চ বিমানস্থঃ শ্রীরামঃ সর্ব্ববানরান্ ॥ ৪৯
সুগ্রীবং হরিরাজঞ্চ অঙ্গদঞ্চ বিভীষণম্।
মিত্রকার্য্যং কৃতং সর্ব্বং ভবদ্ভিঃ সহ বানরৈঃ ॥ ৫০
অনুজ্ঞাতা ময়া সর্ব্বে যথেষ্টং গন্তুমর্হথ।
সুগ্রীব প্রতিযাহ্যাশু কিষ্কিন্ধ্যাং সর্ব্বসৈনিকৈঃ ॥ ৫১
স্বরাজ্যে বস লঙ্কায়াং মম ভক্তো বিভীষণ।
ন ত্বাং ধর্ষয়িতুং শক্তাঃ সেন্দ্রা অপি দিবৌকসঃ ॥ ৫২
অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামি রাজধানীং পিতুর্মম।
এবমুক্তাস্তু রামেণ বানরাস্তে মহাবলাঃ ॥ ৫৩
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ।
অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামস্ত্বয়া সহ রঘূত্তম ॥ ৫৪
দৃষ্ট্বা ত্বামভিষিক্তং তু কৌশল্যামভিবাদ্য চ।
পশ্চাদ্বৃণীমহে রাজ্যমনুজ্ঞাং দেহি নঃ প্রভো ॥ ৫৫

রামস্তথেতি সুগ্রীব বানরৈঃ সবিভীষণঃ।
পুষ্পকং সহনুমাংশ্চ শীঘ্রমারোহ সাম্প্রতম্ ॥ ৫৬
ততস্তু পুষ্পকং দিব্যং সুগ্রীবঃ সহ সেনয়া।
বিভীষণশ্চ সামাত্যঃ সর্ব্বে চারুরুহুদ্রুতম্ ॥৫৭
তেষ্বারূঢ়েষু সর্ব্বেষু কৌবেরং পরমাসনম্।
রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতমুৎপপাত বিহায়সা ॥ ৫৮
বভৌ তেন বিমানেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা।
প্রহৃষ্টশ্চ তদা রামশ্চতুর্ম্মুখ ইবাপরঃ ॥ ৫৯
ততো বভৌ ভাস্করবিম্বতুল্যং
কুবেরযানং তপসানুলব্ধম্।
রামেণ শোভাং নিতরাং প্রপেদে
সীতাসমেতেন সহানুজেন ॥ ৬০

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

বিমানে আরোহণ করিলেন। এই বিমানে থাকিয়াই শ্রীরাম সমস্ত বানরগণকে এবং বানররাজ সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণকে বলিলেন,—বানরদিগের সহিত তোমরা সকলে আমার মিত্রোচিত সকল কার্য্যই করিয়াছ। ৪৭-৫০

আমি এখন তোমাদিগকে অনুমতি করিতেছি, তোমরা সকলে ইচ্ছানুসারে স্ব-স্বস্থানে গমন করিতে পার। সুগ্রীব। তুমি সমস্ত বানরসৈন্যগণের সহিত সত্বর কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে গমন কর। ৫১

বিভীষণ। তুমি আমার ভক্ত, তুমি স্বরাজ্য এই লঙ্কা নগরীতেই বাস কর। তোমাকে স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদি দেবগণও পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না। ৫২

আমি এখন আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা নগরীতে যাইতে অভিলাষী হইয়াছি। শ্রীরামচন্দ্র বানরগণকে এই কথা বলিলে পর সেই সব মহাবল বানরগণ এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণ কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীরামকে বলিলেন,—হে রঘূত্তম রাম। আমরা সকলে আপনার সহিত অযোধ্যায় যাইতে ইচ্ছা করি। ৫৩-৫৪

আমরা আপনাকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইতে দেখিয়া এবং মাতা কৌশল্যাদেবীকে অভিবাদন করিয়া পরে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিব। হে প্রভো। আপনি আমাদিগকে এই অনুমতি করুন। ৫৫

তখন শ্রীরাম 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদের প্রার্থনা অনুমোদন করত সুগ্রীবকে বলিলেন,—সুগ্রীব। তুমি বানরগণ, বিভীষণ ও হনুমানের সহিত সত্বর এই পুষ্পক বিমানে আরোহণ কর। ৫৬

তদনন্তর সৈন্যসহ সুগ্রীব এবং মন্ত্রিসহ বিভীষণ—ইঁহারা সকলেই অতি সত্বর সেই দিব্য পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিলেন। ৫৭

তাঁহারা সকলেই বিমানে আরোহণ করিলে পর কুবেরের সেই পরমাসন অর্থাৎ পুষ্পকবিমান শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে আকাশপথে উড্ডীন হইল। ৫৮

তখন শ্রীরামচন্দ্র হৃষ্টচিত্তে সেই হংসযুক্ত ভাস্বর বিমানে আরোহণ করত দ্বিতীয় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৫৯

তদনন্তর সেই তপোলব্ধ সূর্য্যবিম্বতুল্য অত্যুজ্জ্বল কুবের-বিমানও সীতাদেবী এবং অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র আরোহণ করায় তাঁহার দ্বারা অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল। ৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে লঙ্কাকাণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

(সীতাং নানা স্থানানি দর্শয়তঃ শ্রীরামস্য ভরদ্বাজ-মুনেরাশ্রমে গমনম্, মুনিনা শ্রীরামস্য স্তুতিঃ, হনুমতা ভরতসমীপে শ্রীরামস্যাগমনসংবাদকথনম্, শ্রীরামং দ্রষ্টুং ভরতস্য বহির্গমনম্, শ্রীরামস্যাযোধ্যাগমনম্, ভরতাদিভিঃ সহ মিলনঞ্চ ।)

শ্রীমহাদেব উবাচ ।
পাতয়িত্বা ততশ্চক্ষুঃ সর্ব্বতো রঘুনন্দনঃ ।
অব্রবীদ্ মৈথিলীং সীতাং রামঃ শশিনিভাননাম্ ॥ ১
ত্রিকূটশিখরাগ্রস্থাং পশ্য লঙ্কাং মহাপ্রভাম্ ।
এতাং রণভুবং পশ্য মাংসকর্দ্দমপঙ্কিলাম্ ॥ ২
অসুরাণাং প্লবঙ্গানামত্র বৈশসনং মহৎ ।
অত্র মে নিহতঃ শেতে রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৩
কুম্ভকর্ণেন্দ্রজিন্মুখ্যাঃ সর্ব্বে চাত্র নিপাতিতাঃ ।
এষ সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সাগরে সলিলাশয়ে ॥ ৪
এতচ্চ দৃশ্যতে তীরং সাগরস্য মহাত্মনঃ ।
সেতুবন্ধমিতি খ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতম্ ॥ ৫
এতৎ পবিত্রং পরমং দর্শনাৎ পাতকাপহম্ ।
অত্র রামেশ্বরো দেবো ময়া শম্ভুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৬
অত্র মাং শরণং প্রাপ্তো মন্ত্রিভিশ্চ বিভীষণঃ ।
এষা সুগ্রীবনগরী কিষ্কিন্ধ্যা চিত্রকাননা ॥ ৭
তত্র রামাজ্ঞয়া তারাপ্রমুখা হরিযোষিতঃ ।
আনয়ামাস সুগ্রীবঃ সীতায়াঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৮
তাভিঃ সহোত্থিতং শীঘ্রং বিমানং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ ।
প্রাহ চাদ্রিং ঋষ্যমূকং পশ্য বাল্যত্র মে হতঃ ॥ ৯
এষা পঞ্চবটী নাম রাক্ষসা যত্র মে হতাঃ ।
অগস্ত্যস্য সুতীক্ষ্ণস্য পশ্যাশ্রমপদে শুভে ॥ ১০
এতে তে তাপসাঃ সর্ব্বে দৃশ্যন্তে বরবর্ণিনি ।
অসৌ শৈলবরো দিবি চিত্রকূটঃ প্রকাশতে ॥ ১১
অত্র মাং কৈকয়ীপুত্রঃ প্রসাদয়িতুমাগতঃ ।
ভরদ্বাজাশ্রমং পশ্য দৃশ্যতে যমুনাতটে ॥ ১২
এষা ভাগীরথী গঙ্গা দৃশ্যতে লোকপাবনী ।
এষা সা দৃশ্যতে সীতে সরযূর্য্যূপমালিনী ॥ ১৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

[সীতাকে নানাস্থান দর্শন করাইতে করাইতে শ্রীরামের ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গমন, মুনি কর্ত্তৃক শ্রীরামের স্তব, হনুমান্ কর্ত্তৃক ভরতের নিকট শ্রীরামের আগমন সংবাদ কথন, শ্রীরামকে সন্দর্শনের জন্ম ভরতের বহির্গমন, শ্রীরামের অযোধ্যায় আগমন এবং ভরতাদির সহিত মিলন ।]

অনন্তর রঘুনন্দন রাম সর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মিথিলা-রাজনন্দিনী চন্দ্রবদনা সীতাদেবীকে বলিলেন । ১

প্রিয়তমে ! ত্রিকূট পর্ব্বত শিখরাগ্রভাগস্থিত অতি সমুজ্জ্বল লঙ্কা নগরীকে দর্শন কর এবং মাংসশোনিতাদি উৎপন্ন কর্দ্দমে পঙ্কিল এই রণভূমিও তুমি নিরীক্ষণ কর । ২

এই স্থানে সুরবিরোধী রাক্ষসগণ এবং বানরগণের মধ্যে প্রাণঘাতী প্রচণ্ড সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। আর এই স্থানে আমার দ্বারা নিহত হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণ ধরাশায়ী হইয়াছে । ৩

কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎপ্রমুখ সমস্ত রাক্ষস-যোদ্ধারা এই স্থানে ভূপাতিত হইয়াছে। জলাশয় সাগরে এই সেতু আমার দ্বারা বদ্ধ হইয়াছে । ৪

এই যে মহাত্মা সাগরের তীর দেখা যাইতেছে, ইহা 'সেতুবন্ধ' নামে বিখ্যাত এবং ইহা ত্রিলোকপূজিত । ৫

এই স্থান পরম পবিত্র এবং ইহার দর্শনেই পাপসমূহ নষ্ট হইয়া যায় । এই স্থানে আমি 'রামেশ্বর' নামে মহাদেব শিবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি । ৬

এই স্থানে মন্ত্রিগণসহ বিভীষণ আমার শরণাপন্ন হইয়াছিল। এই বিচিত্র কাননশোভিতা এক নগরী দেখা যাইতেছে, ইহা সুগ্রীবের নগরী কিষ্কিন্ধ্যা । ৭

শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে তারাপ্রভৃতি বানর-রমণীগণকে সীতার প্রিয়কামনায় সুগ্রীব তখন সেস্থানে আনয়ন করিল । ৮

সেই সব বানর-রমণীগণকে লইয়া বিমানকে সত্বর আকাশে উঠিতে দেখিয়া শ্রীরাম বলিলেন—এই দেখ, ঋষ্যমূক পর্ব্বত। আর এই স্থানে আমি বালীকে বধ করিয়াছি । ৯

এই সেই পঞ্চবটীনামক বন, যথায় আমি সমস্ত রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়াছিলাম। অগস্ত্য ও সুতীক্ষ্ণ মুনির এই দুই পরম পবিত্র আশ্রম স্থান । ১০

শ্রেষ্ঠরূপবতী সুন্দরি ! এই সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সকল তাপসগণকে দেখা যাইতেছে। দেবি ! এই সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ চিত্রকূট শোভা পাইতেছে । ১১

এ স্থানেই কৈকেয়ীপুত্র ভরত আমাকে প্রসন্ন করিতে আসিয়াছিল। এই দেখ, যমুনাতীরে ভরদ্বাজের আশ্রম দেখা যাইতেছে । ১২

এই আমাদের সম্মুখে লোকপাবনী ভাগীরথী গঙ্গা দেখা

এষা সা দৃশ্যতেঽযোধ্যা প্রণামং কুরু ভামিনি।
এবং ক্রমেণ সম্প্রাপ্তো ভরদ্বাজাশ্রমং হরিঃ ॥ ১৪
পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং রঘুনন্দনঃ।
ভরদ্বাজং মুনিং দৃষ্ট্বা ববন্দে সানুজঃ প্রভুঃ ॥ ১৫
পপ্রচ্ছ মুনিমাসীনং বিনয়েন রঘূত্তমঃ।
শৃণোষি কচ্চিদ্ভরতঃ কুশল্যাস্তে সহানুজঃ ॥ ১৬
সুভিক্ষা বর্ত্ততেঽযোধ্যা জীবন্তি চ হি মাতরঃ।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং ভরদ্বাজঃ প্রহৃষ্টধীঃ ॥ ১৭
প্রাহ সর্ব্বে কুশলিনো ভরতস্তু মহামনাঃ।
ফলমূলকৃতাহারো জটাবল্কলধারকঃ ॥ ১৮
পাদুকে সকলং ন্যস্য রাজ্যং ত্বাং সুপ্রতীক্ষতে।
যদ্‌যৎ কৃতং ত্বয়া কর্ম্ম দণ্ডকে রঘুনন্দন ॥ ১৯
রাক্ষসানাং বিনাশঞ্চ সীতাহরণপূর্ব্বকম্।
সর্ব্বং জ্ঞাতং ময়া রাম তপসা তে প্রসাদতঃ ॥ ২০
ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতঃ।
ত্বমগ্রে সলিলং সৃষ্ট্বা তত্র সুপ্তোঽসি ভূতকৃৎ ॥ ২১
নারায়ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ নরাণামন্তরাত্মকঃ।
ত্বন্নাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ২২
অতস্ত্বং জগতামীশঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।
ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মীঃ শেষোঽয়ং লক্ষ্মণাভিধঃ ॥ ২৩
আত্মনা সৃজসীদং ত্বমাত্মন্যেবাত্মমায়য়া।
ন সজ্জসে নভোবত্ত্বং চিচ্ছক্ত্যা সর্ব্বসাক্ষিকঃ ॥ ২৪
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন।
পূর্ণোঽসি মূঢ়দৃষ্টীনাং বিচ্ছিন্ন ইব লক্ষ্যসে ॥ ২৫
জগত্ত্বং জগদাধারস্ত্বমেব পরিপালকঃ।
ত্বমেব সর্ব্বভূতানাং ভোক্তা ভোজ্যং জগৎপতে ॥ ২৬

যাইতেছে। সীতে! এই সেই যূপমালাপরিশোভিতা সরযূ নদীও সম্মুখে দেখা যাইতেছে। ১৩

ভামিনি (প্রণয়পূর্ণ কোপবতি)! এই সেই অযোধ্যা নগরী দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তুমি ইহাকে প্রণাম কর। শ্রীহরি রামচন্দ্র এইরূপে ক্রমে ক্রমে ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৪

রঘুনন্দন রাম চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে পর পঞ্চমী তিথিতে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আসিয়া তথায় ভরদ্বাজ মুনিকে দর্শন করত অনুজ লক্ষ্মণের সহিত প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। ১৫

এই সময় রঘূত্তম রাম বিনয়সহকারে আসনে উপবিষ্ট ভরদ্বাজমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! আপনি শুনিয়াছেন কি? অনুজ শত্রুঘ্নের সহিত ভরত কুশলে আছে? ১৬

অযোধ্যায় ভিক্ষা সহজে পাওয়া যায় ত'? আমার মাতৃগণ কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা দেবী জীবিত আছেন ত'? শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভরদ্বাজ অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন—সকলেই কুশলে আছেন। মহামনা ভরত ফলমূলাহারী হইয়া মস্তকে জটা এবং পরিধানে বল্কল ধারণ করত তোমার পাদুকাযুগলের উপর সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া তোমার জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। রঘুনন্দন! দণ্ডকারণ্যে তুমি যাহা যাহা কর্ম্ম করিয়াছ, সীতাহরণের পর যুদ্ধে রাক্ষসগণের বিনাশ; হে রাম! এ সমস্তই আমি তোমার কৃপাপ্রসাদে তপস্যার দ্বারা জানিতে পারিয়াছি। ১৭-২০

রাম! তুমি সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, তুমি আদি, মধ্য ও অন্তহীন; কারণ, তুমি ভূতকৃৎ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতজাতের স্রষ্টা, সুতরাং তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নির্ণয় কি করিয়া হইবে? তুমি সৃষ্টির প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তথায় যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া নিদ্রিত ছিলে। ২১

হে বিশ্বাত্মন্! তুমি নরগণের অন্তরাত্মা নারায়ণ। লোকপিতামহ (ব্রহ্মার মানসপুত্র কশ্যপ হইতে প্রাণিবর্গ সৃষ্ট হওয়ায় লোকসমূহের পিতা হইলেন কশ্যপ, তাঁহার পিতা ব্রহ্মা, অতএব ব্রহ্মা লোকপিতামহ বলিয়া পুরাণে খ্যাত।) ব্রহ্মা তোমার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ২২

অতএব তুমি সর্ব্বলোকনমস্কৃত জগদীশ্বর। তুমি বিষ্ণু, এই জনকনন্দিনী সীতা লক্ষ্মী এবং এই লক্ষ্মণ অনন্ত। ২৩

তুমি স্বীয় মায়াবলে নিজেরই দ্বারা নিজের মধ্যে এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতেছ; কিন্তু তুমি সৃষ্টপদার্থে আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত রহিয়াছ (অথবা তুমি সর্ব্বত্র আকাশের ন্যায় নিঃসঙ্গ)। তুমি স্বীয় চিৎ শক্তির প্রভাবে সকলের সাক্ষী। ২৪

হে রঘুনন্দন! তুমিই ভূতগণের অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছ, কিন্তু মূঢ়বুদ্ধিগণ তোমাকে খণ্ড বলিয়া লক্ষ্য করে। ২৫

হে জগৎপতে! তুমি জগৎ, জগতের আধার এবং তুমিই এই জগতের পরিপালক; অতএব তুমি সর্ব্বভূতগণের মধ্যে ভোক্তা ও ভোজ্য। ২৬

দৃশ্যতে শ্রূয়তে যদ্‌যৎ স্মর্য্যতে বা রঘূত্তম।
ত্বমেব সর্ব্বমখিলং ত্বদ্বিনান্যন্ন কিঞ্চন ॥ ২৭
মায়া সৃজতি লোকাংশ্চ স্বগুণৈরহমাদিভিঃ।
ত্বচ্ছক্তিপ্রেরিতা রাম তস্মাত্ত্বয্যুপচর্য্যতে ॥ ২৮
যথা চুম্বকসান্নিধ্যাচ্চরন্ত্যেবায়সাদয়ঃ।
জড়া তথা ত্বয়া দৃষ্টা মায়া সৃজতি বৈ জগৎ ॥ ২৯
দেহদ্বয়মদেহস্য তব বিশ্বং রিরক্ষিষোঃ।
বিরাট্ স্থূলং শরীরং তে সূত্রং সূক্ষ্মমুদাহৃতম্ ॥ ৩০
বিরাজঃ সম্ভবন্ত্যেতে অবতারাঃ সহস্রশঃ।
কার্য্যান্তে প্রবিশন্ত্যেব বিরাজং রঘুনন্দন ॥ ৩১
অবতারকথাং লোকে যে গায়ন্তি গৃণন্তি চ।
অনন্যমনসো মুক্তিস্তেষামেব রঘূত্তম ॥ ৩২
ত্বং ব্রহ্মণা পুরা ভূমের্ভারহারায় রাঘব।
প্রার্থিতস্তপসা তুষ্টস্ত্বং জাতোঽসি রঘোঃ কুলে ॥ ৩৩

রঘূত্তম! যাহা যাহা দেখা যায়, শুনা যায় বা স্মরণ করা হয়, এই সমস্তই তুমি; অধিক কি? তোমা ভিন্ন জগতে অন্য কিছুই নাই। ২৭

রাম! মায়া তোমার শক্তিতে প্রেরিত হইয়া স্ব-গুণসমূহ অহমাদি দ্বারা লোকসকল সৃষ্টি করেন, কিন্তু এই সৃষ্টিকার্য্য তুমিই কর, এরূপ তোমাতে আরোপ করা হইয়া থাকে। ২৮

যেরূপ চুম্বকের সান্নিধ্যবশতঃ লৌহাদি বিচলিত হয়, সেইরূপ মায়া জড় হইয়া তোমার দ্বারা ঈক্ষিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকেন। ২৯

যদিও তুমি অদেহ অর্থাৎ নিরাকার, তথাপি বিশ্বকে রক্ষা করিবার অভিলাষে তোমার দুইটি দেহ দেখা যায়,—প্রথম এই দৃশ্যমান বিরাট্ দেহই তোমার স্থূল দেহ এবং সূত্র অর্থাৎ হিরণ্য-গর্ভই তোমার দ্বিতীয় সূক্ষ্ম দেহ বলিয়া কথিত হয়। ৩০

রঘুনন্দন! সহস্র সহস্র এই সব অবতার বিরাট্ দেহ হইতেই হইয়া থাকেন এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তাঁহারা আবার এই বিরাট্ দেহেই প্রবিষ্ট হন। ৩১

রঘূত্তম! যাহারা এ জগতে সেই সব অবতারের লীলাকথা অনন্যমনে গান করে ও কীর্ত্তন করে, তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৩২

রাঘব! তুমি পূর্ব্বে পৃথিবীর ভার হরণের জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া এবং তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া এই রঘুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছ। ৩৩

দেবকার্য্যমশেষেণ কৃতং তে রাম দুষ্করম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি মানুষং দেহমাশ্রিতঃ ॥ ৩৪
কুর্ব্বন্ দুষ্করকর্ম্মাণি লোকদ্বয়হিতায় চ।
পাপহারীণি ভুবনং যশসা পূরয়িষ্যসি ॥ ৩৫
প্রার্থয়ামি জগন্নাথ পবিত্রং কুরু মে গৃহম্।
স্থিত্বাদ্য ভুক্ত্বা সবলঃ শ্বো গমিষ্যসি পত্তনম্ ॥ ৩৬
তথেতি রাঘবোঽতিষ্ঠত্তস্মিন্নাশ্রম উত্তমে।
সসৈন্যঃ পূজিতস্তেন সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ৩৭
ততো রামশ্চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং প্রাহ মারুতিম্।
ততো গচ্ছ হনুমংস্ত্বমযোধ্যাং প্রতি সত্বরঃ ॥ ৩৮
জানীহি কুশলী কচ্চিজ্জনো নৃপতিমন্দিরে।
শৃঙ্গবেরপুরং গত্বা ব্রূহি মিত্রং গুহং মম ॥ ৩৯
জানকী-লক্ষ্মণোপেতমাগতং মাং নিবেদয়।
নন্দিগ্রামং ততো গত্বা ভ্রাতরং ভরতং মম ॥ ৪০

হে রাম! তুমি সর্ব্বতোভাবে দুষ্কর দেবকার্য্য সাধন করিয়াছ। বহুসহস্র বৎসর ধরিয়া মানব দেহ অবলম্বন করত ইহলোক ও পরলোক—এই উভয় লোকের হিতের জন্য পাপ-নাশক বহু দুষ্কর কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া যশে এই ভুবনকে পূর্ণ করিবে। ৩৪-৩৫

জগন্নাথ! আমি প্রার্থনা করিতেছি—তুমি আমার এই গৃহ পবিত্র কর। আজ সসৈন্যে এস্থানে অবস্থান করত ভোজন করিয়া আগামী কাল তুমি স্বীয় নগর অভিমুখে গমন করিবে। ৩৬

তখন রাঘব! 'তাহাই হউক, বলিয়া মহামুনি ভরদ্বাজের প্রার্থনা পূর্ণ করত সেই পবিত্র উত্তম আশ্রমে সীতা, লক্ষ্মণ ও সৈন্য সহ তাঁহার দ্বারা পূজিত হইয়া অবস্থান করিলেন। ৩৭

তদনন্তর রাম তথায় মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া পবননন্দন হনুমান্‌কে বলিলেন,—হনুমন্! তুমি এস্থান হইতে সত্বর অযোধ্যা নগরীতে গমন কর। ৩৮

তথায় অবগত হও যে, রাজভবনে সকলেই কুশলে আছে কি না? আর শৃঙ্গবেরপুরে যাইয়া আমার মিত্র গুহকে বল। ৩৯

জনকনন্দিনী সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আমি আসিতেছি—ইহা তাহাকে জানাইয়া দিও। তারপর নন্দীগ্রামে গিয়া আমার ভ্রাতা ভরতকে দর্শন করত তাহাকে বলিবে যে, আমি ভার্য্যা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত কুশলেই আছি। অনন্তর

দৃষ্ট্বা ব্রূহি সভার্য্যস্য সভ্রাতুঃ কুশলং মম ।
সীতাপহরণাদীনি রাবণস্য বধাদিকম্ ॥ ৪১
ব্রূহি ক্রমেণ মে ভ্রাতুঃ সর্ব্বং তত্র বিচেষ্টিতম্ ॥ ৪২
হত্বা শত্রুগণান্ সর্ব্বান্ সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ।
উপযাতি সমৃদ্ধার্থং সহ ঋক্ষহরীশ্বরৈঃ ।
ইত্যুক্ত্বা তত্র বৃত্তান্তং ভরতস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ৪৩
সর্ব্বং জ্ঞাত্বা পুনঃ শীঘ্রমাগচ্ছ মম সন্নিধিম্ ।
তথেতি হনুমাংস্তত্র মানুষং বপুরাস্থিতঃ ॥ ৪৪
নন্দিগ্রামং যযৌ তূর্ণং বায়ুবেগেন মারুতিঃ ।
গরুত্মানিব বেগেন জিঘৃক্ষন্ ভুজগোত্তমম্ ॥ ৪৫
শৃঙ্গবেরপুরং প্রাপ্য গুহমাসাদ্য মারুতিঃ ।
উবাচ মধুরং বাক্যং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৪৬
রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ সখা তে সহ সীতয়া ।
সলক্ষ্মণস্ত্বাং ধর্ম্মাত্মা ক্ষেমী কুশলমব্রবীৎ ॥ ৪৭
অনুজ্ঞাতোঽদ্য মুনিনা ভরদ্বাজেন রাঘবঃ ।
আগমিষ্যতি তং দেবং দ্রক্ষ্যসি ত্বং রঘূত্তমম্ ॥ ৪৮
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ।
উৎপপাত মহাবেগো বায়ুবেগেন মারুতিঃ ॥ ৪৯
সোঽপশ্যদ্ রামতীর্থঞ্চ সরযূঞ্চ মহানদীম্ ।
তামতিক্রম্য হনুমান্নন্দিগ্রামং যযৌ মুদা ॥ ৫০
ক্রোশমাত্রে ত্বযোধ্যায়াশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্ ।
দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্ ॥ ৫১
মলপঙ্কবিদিগ্ধাঙ্গং জটিলং বল্কলাম্বরম্ ।
ফলমূলকৃতাহারং রামচিন্তাপরায়ণম্ ॥ ৫২
পাদুকে তে পুরস্কৃত্য শাসয়ন্তং বসুন্ধরাম্ ।
মন্ত্রিভিঃ পৌরমুখ্যৈশ্চ কাষায়াম্বরধারিভিঃ ॥ ৫৩
বৃতদেহং মূর্ত্তিমন্তং সাক্ষাদ্ধর্ম্মমিব স্থিতম্ ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥ ৫৪
যং ত্বং চিন্তয়সে রামং তাপসং দণ্ডকে স্থিতম্ ।
অনুশোচসি কাকুৎস্থঃ স ত্বাং কুশলমব্রবীৎ ॥ ৫৫

সীতাহরণ হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণবধ পর্য্যন্ত সমস্ত আমার কার্য্য ভ্রাতা ভরতকে ক্রমে ক্রমে সব বলিবে । ৪০-৪২

সমস্ত শত্রুদিগকে বধ করিয়া কৃতকার্য্য শ্রীরাম ভার্য্যা সীতা দেবী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত এবং ভল্লুকশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ ও কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব প্রভৃতির সহিত (অথবা ভল্লুকশ্রেষ্ঠ ও বানরশ্রেষ্ঠগণের সহিত) অযোধ্যা অভিমুখে আসিতেছেন। এই কথা বলিয়া তথায় ভরতের সমস্ত কার্য্য বিবরণ অবগত হইয়া পুনরায় সত্বর আমার নিকট আগমন কর। 'যথা আজ্ঞা' এই কথা বলিয়া হনুমান্ তথায় মনুষ্য(১) দেহ ধারণ করিলেন । ৪৩-৪৪

তদনন্তর পবনকুমার বায়ুবেগে এবং সর্পশ্রেষ্ঠকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী গরুড়ের ন্যায় তীব্রবেগে অতিক্রত নন্দিগ্রামে অর্থাৎ নন্দিগ্রামে যাইবার জন্য গমন করিলেন । ৪৫

হনুমান্ পথিমধ্যে শৃঙ্গবেরপুর প্রাপ্ত হইয়া তথায় গুহের নিকট গমন করত অতিশয় হৃষ্টচিত্তে মধুর বাক্যে বলিলেন । ৪৬

তোমার সখা ধর্ম্মাত্মা দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম সীতাদেবী এবং লক্ষ্মণের সহিত কুশলে আছেন, তিনি তোমাকে এই কুশল সংবাদ আমাকে জানাইতে বলিয়াছেন । ৪৭

রাঘব আজ ভরদ্বাজ মুনির অনুমতি গ্রহণ করিয়া এখানে আসিবেন। তখন তুমি সেই রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামদেবকে দর্শন করিবে । ৪৮

শ্রীরামের সখা গুহকে এই কথা বলিয়া মহাবেগ মহাতেজা হনুমান্ অতিশয় আনন্দে রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া আকাশ-পথে উৎপতিত হইলেন । ৪৯

যাইতে যাইতে তিনি রামতীর্থ ও মহানদী সরযূকে দর্শন করিলেন। তারপর হনুমান্ আনন্দের সহিত সেই মহানদী অতিক্রম করিয়া নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন । ৫০

এই নন্দিগ্রাম অযোধ্যা হইতে মাত্র এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তথায় হনুমান্ ভরতকে দর্শন করিলেন। এই ভরত দীনভাবাপন্ন, কৃশ, চীর (খণ্ডবস্ত্র) ও কৃষ্ণ মৃগচর্ম্ম বসন-পরিহিত, আশ্রমবাসী, সর্ব্বাঙ্গে পঙ্কের ন্যায় মললিপ্ত অর্থাৎ দেহসংস্কার শূন্য, জটাধারী, বল্কলবস্ত্রধারী, ফল-মূলাহারী এবং সর্ব্বদা রামচিন্তাপরায়ণ ছিলেন । ৫১-৫২

কাষায়বস্ত্রধারী পৌরপ্রধানগণ এবং মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীরামপাদুকাদ্বয় সম্মুখে রাখিয়া এই ভরত পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন। পবননন্দন হনুমান্ ভরতকে মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন । ৫৩-৫৪

হে ককুৎস্থবংশধর ভরত! আপনি দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত তাপস বেশধারী যে রামের চিন্তা করিতেছেন এবং যাঁহার জন্য অনুশোচনা করিতেছেন, সেই রাম আপনাকে কুশল সংবাদ দিয়াছেন । ৫৫

(১) হনুমান্ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ভরতের নিকট গিয়াছিলেন, ইহা মহর্ষি বাল্মীকিও বলিয়াছেন,—
"মানুষং ধারয়ন্ রূপং শৃঙ্গবেরপুরং যযৌ ।" ৬।১০১।৪২
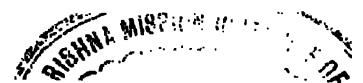
প্রিয়মাখ্যামি তে দেব শোকং ত্যজ সুদারুণম্।
অস্মিন্মুহূর্ত্তে ভ্রাত্রা ত্বং রামেণ সহ সঙ্গতঃ ॥ ৫৬
সমরে রাবণং হত্বা রামঃ সীতামবাপ্য চ।
উপযাতি সমৃদ্ধার্থঃ সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৫৭
এবমুক্তো মহাতেজা ভরতো হর্ষমূর্চ্ছিতঃ।
পপাত ভুবি চ স্বস্থঃ(ক) কৈকেয়ীপ্রিয়নন্দনঃ ॥৫৮
আলিঙ্গ্য ভরতঃ শীঘ্রং মারুতিং প্রিয়বাদিনম্।
আনন্দজৈরশ্রুজলৈঃ সিষেচ ভরতঃ কপিম্ ॥ ৫৯
দেবো বা মানুষো বা ত্বমনুক্রোশাদিহাগতঃ।
প্রিয়াখ্যানস্য তে সৌম্য দদামি ব্রুবতঃ প্রিয়ম্ ॥ ৬০
গবাং শতসহস্রঞ্চ গ্রামাণাঞ্চ শতং বরম্।
সর্ব্বাভরণসম্পন্না মুগ্ধাঃ কন্যাস্তু ষোড়শ ॥ ৬১
এবমুক্তো পুনঃ প্রাহ ভরতো মারুতাত্মজম্।

হে দেব! আমি আপনাকে প্রিয় সংবাদ বলিতেছি, আপনি এখন সেই নিদারুণ (রামবনবাসাদি রূপ) শোক পরিত্যাগ করুন। এই মুহূর্ত্তেই অর্থাৎ অল্পকালমধ্যে ভ্রাতা রামের সহিত আপনার মিলন হইবে। ৫৬

রাম যুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে লাভ করত কৃতকার্য্য হইয়া সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের সহিত আপনার নিকটে আসিতেছেন। ৫৭

হনুমান্ এই কথা বলিলে পর কৈকেয়ীর প্রিয় পুত্র মহাতেজা ভরত হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন এবং কোনরূপে আত্মস্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ৫৮

তদনন্তর পরক্ষণেই উত্থিত হইয়া প্রিয়বাদী হনুমান্‌কে আলিঙ্গন করত আনন্দাশ্রুজলে অভিষিক্ত করিলেন। ৫৯

তারপর ভরত বলিলেন,—হে সৌম্য! তুমি দেবতাই হও বা মানুষ হও, যখন দয়াপরবশ হইয়া আগমন করিয়াছ, তখন এই প্রিয় সংবাদ জানাইবার জন্য আমি তোমাকে পুরস্কার-স্বরূপ এক লক্ষ গাভী, এক শত সমৃদ্ধিশালী গ্রাম এবং সর্ব্বাভরণে বিভূষিতা ও সুন্দরী ষোড়শ কন্যা প্রদান করিব। ৬০-৬১

এই কথা বলিয়া ভরত পুনরায় পবননন্দন হনুমান্‌কে বলিলেন,—প্রভু আমার বহু বৎসর হইল বনে গমন করিয়াছেন,

বহূনীমানি বর্ষাণি গতস্য সুমহদ্বনম্ ॥ ৬২
শৃণোম্যহং প্রীতিকরং মম নাথস্য কীর্ত্তনম্।
কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মে ॥
এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি ॥ ৬৩
রাঘবস্য হরীণাঞ্চ কথমাসীৎ সমাগমঃ।
তত্ত্বমাখ্যাহি ভদ্রং তে বিশ্বসেয়ং বচস্তব ॥ ৬৪
এবমুক্তোঽথ হনুমান্ ভরতেন মহাত্মনা।
আচচক্ষেঽথ রামস্য চরিতং কৃৎস্নশঃ ক্রমাৎ ॥ ৬৫
শ্রুত্বা তু পরমানন্দং ভরতো মারুতাত্মজাৎ।
আজ্ঞাপয়চ্ছত্রুহনং মুদা যুক্তং মুদান্বিতঃ ॥ ৬৬
দৈবতানি চ যাবন্তি নগরে রঘুনন্দন।
নানোপহারবলিভিঃ পূজয়ন্তু মহাধিয়ঃ ॥ ৬৭
সূতা বৈতালিকাশ্চৈব বন্দিনস্তুতিপাঠকাঃ।
বারমুখ্যাশ্চ শতশো নির্য্যান্ত্বদ্যৈব সঙ্ঘশঃ ॥ ৬৮

আমার প্রীতিপ্রদ সেই নাথের সংবাদকীর্ত্তন আমি শ্রবণ করিতেছি। মানুষ জীবিত থাকিলে শত বৎসর পরেও আনন্দ তাহার নিকট উপস্থিত হয় অর্থাৎ সে আনন্দ লাভ করে, এই লৌকিক গাথা আজ আমার নিকট কল্যাণকর বলিয়া মনে হইতেছে। ৬২-৬৩

আচ্ছা, রামচন্দ্র ও বানরগণের মধ্যে কিভাবে এই পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ মিলন হইল? তুমি আমাকে তাহা যথাযথভাবে বল; তোমার মঙ্গল হউক, যাহাতে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিতে পারি। ৬৪

মহাত্মা ভরত এই কথা বলিলে পর হনুমান্ শ্রীরামের চরিত ক্রমানুসারে সম্পূর্ণরূপে বলিলেন। ৬৫

ভরত পবননন্দন হনুমানের নিকট পরমানন্দজনক শ্রীরাম-চরিত শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং হৃষ্টচিত্ত শত্রুঘ্নকে আজ্ঞা করিলেন। ৬৬

রঘুনন্দন! এই নগরে যত দেবতা আছেন, মহামতি ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ পূজোপহার এবং বলি দ্বারা তাঁহাদের পূজা করুন। ৬৭

সূত (সূত্রধার), বৈতালিক (স্তুতিপাঠ দ্বারা রাজার নিদ্রাভঙ্গকারী), বন্দী (বন্দনামূলক গীতিকার), (শ্রীধর স্বামী এবিষয়ে বলিয়াছেন যে, "সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশবেদিনঃ। বন্দিনস্ত্বমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ॥") অন্যান্য স্তুতিপাঠকগণ এবং শত শত বারবনিতাগণ দলবদ্ধ হইয়া অদ্যই নির্গত হউক। ৬৮

(ক) টীকাকার এস্থলে "পপাত ভুবি চাস্বস্থঃ" এই পাঠ ধরিয়া 'অস্বস্থঃ প্রাপ্তমোহঃ' এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কারণ ইহাতে বাল্মীকিসম্মত পাঠ হইবে। যথা—"এবমুক্তো হনুমতা ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ। উৎপপাত তদা হৃষ্টো হর্ষান্মোহং জগাম চ।" ৬।১০৭।৬৩

রাজদারাস্তথামাত্যাঃ সেনা হস্ত্যশ্বপত্তয়ঃ ॥ ৬৯
ব্রাহ্মণাশ্চ তথা পৌরা রাজানো যে সমাগতাঃ।
নির্যান্তু রাঘবস্যাদ্য দ্রষ্টুং শশিনিভাননম্ ॥ ৭০
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নপরিচোদিতাঃ।
অলঞ্চক্রুশ্চ নগরীং মুক্তারত্নময়োজ্জ্বলৈঃ ॥ ৭১
তোরণৈশ্চ পতাকাভির্বিবিচিত্রাভিরনেকধা।
অলঙ্কুর্বন্তি বেশ্মানি নানাবলিবিচক্ষণাঃ ॥ ৭২
নির্যান্তি বৃন্দশঃ সর্ব্বে রামদর্শনলালসাঃ।
হয়ানাং শতসাহস্রং গজানামযুতং তথা ॥ ৭৩
রথানাং দশসাহস্রং স্বর্ণসূত্রবিভূষিতম্।
পারমেষ্ঠীন্যুপাদায় দ্রব্যাণ্যুচ্চাবচানি চ ॥ ৭৪
ততস্তু শিবিকারূঢ়া নির্যযু রাজযোষিতঃ।
ভরতঃ পাদুকে ন্যস্য শিরস্যেব কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৭৫
শত্রুঘ্নসহিতো রামং পাদচারেণ নির্যযৌ।
তদৈব দৃশ্যতে দূরাদ্ বিমানং চন্দ্রসন্নিভম্ ॥ ৭৬
পুষ্পকং সূর্য্যসঙ্কাশং মনসা ব্রহ্মনির্ম্মিতম্।
এতস্মিন্ ভ্রাতরৌ বীরৌ বৈদেহ্যা রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৭৭
সুগ্রীবশ্চ কপিশ্রেষ্ঠো মন্ত্রিভিশ্চ বিভীষণঃ।
দৃশ্যতে পশ্যত জনা ইত্যাহ পবনাত্মজঃ ॥ ৭৮
ততো হর্ষসমুদ্ভূতো নিস্বনো দিবমস্পৃশৎ।
স্ত্রীবালযুববৃদ্ধানাং রামোঽয়মিতি কীর্ত্তনাৎ ॥ ৭৯
রথকুঞ্জরবাজিস্থা অবতীর্য্য মহীং গতাঃ।
দদৃশুস্তে বিমানস্থং জনাঃ সোমমিবাম্বরে ॥ ৮০
প্রাঞ্জলির্ভরতো ভূত্বা প্রহৃষ্টো রাঘবোন্মুখঃ।
ততো বিমানাগ্রগতং ভরতো রাঘবং মুদা ॥ ৮১
ববন্দে প্রণতো রামং মেরুস্থমিব ভাস্করম্।
ততো রামাভ্যনুজ্ঞাতং বিমানমপতদ্ভুবি ॥ ৮২
আরোপিতো বিমানং তদ্ভরতঃ সানুজস্তদা।
রামমাসাদ্য মুদিতঃ পুনরেবাভ্যবাদয়ৎ ॥ ৮৩

রাজ-পত্নীগণ, মন্ত্রিবর্গ, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুর্বিধ সেনা, ব্রাহ্মণগণ, পুরবাসীরা, যে সব রাজা (সামন্ত রাজারা) এস্থানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা শ্রীরামের চন্দ্রবদন দর্শন করিবার জন্য নির্গত হউন। ৬৯-৭০

ভরতের কথা শ্রবণ করত শত্রুঘ্ন নির্দেশ করিলে পর নানাবিধ উপহার রচনা বিষয়ে অথবা নানাভাবে সজ্জীকরণ বিষয়ে নিপুণ ব্যক্তিগণ মুক্তা ও রত্নরাশিতে সমুদ্ভাসিত বহু তোরণ দ্বারে নগরীকে অলঙ্কৃত করিলেন। চারিদিকে বিচিত্র বর্ণের নানা পতাকা দ্বারা নগরীর সকল গৃহকে সজ্জিত করিলেন। ৭১-৭২

তখন চারিদিক্ দিয়া দলে দলে শ্রীরামকে দর্শন করিবার অভিলাষে রাজোচিত নানাবিধ উপহার দ্রব্য লইয়া মানুষ বাহির হইয়া আসিল। সেই সঙ্গে শত সহস্র (এক লক্ষ) অশ্ব, দশ হাজার হস্তী এবং স্বর্ণসূত্র বিভূষিত দশ হাজার রথ বহির্গত হইল। ৭৩-৭৪

তদনন্তর শিবিকায় আরোহণ করিয়া রাজপত্নীগণ নির্গত হইলেন। ভরত শ্রীরামের পাদুকাদ্বয় মস্তকেই স্থাপন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত পদব্রজেই রামকে দর্শন করিবার জন্য নির্গত হইলেন। ইতিমধ্যে সেই সময়েই ব্রহ্মার মানসকল্পিত চন্দ্রতুল্য মনোরম এবং সূর্য্যতুল্য তেজস্বী পুষ্পক বিমান দূর হইতে আকাশ পথে দেখা যাইল। এই পুষ্পক বিমানে বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতা সহ দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ, কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব এবং মন্ত্রিগণের সহিত বিভীষণ রহিয়াছেন, সেই বিমান তখন দেখা যাইতে লাগিল। এই অবস্থায় পবননন্দন হনুমান্ বলিলেন,—হে জনগণ! ঐ পুষ্পক বিমান দেখা যাইতেছে, তোমরা ইহা দর্শন কর। ৭৫ ৭৮

তদনন্তর স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ—এই সকলেরই 'এই রাম, এই রাম' এই বলিয়া কীর্ত্তন করিতে থাকায় তখন হর্ষসমুৎপন্ন জনতাধ্বনি আকাশকে স্পর্শ করিল। ৭৯

রথ, হস্তী ও অশ্বস্থিত ব্যক্তিগণ ভূতলে নামিয়া আসিল। আকাশে চন্দ্রের ন্যায় ভূতলস্থিত সেই সব জনগণ তখন বিমান-স্থিত শ্রীরামকে দর্শন করিতে লাগিল। ৮০

এই সময় অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীরামের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিলেন। তদনন্তর ভরত আনন্দ সহকারে সুমেরু পর্ব্বতস্থিত সূর্য্যতুল্য বিমানের অগ্রভাগস্থিত(১) শ্রীরামচন্দ্রকে ভূতলে নত হইয়া বন্দনা করিলেন। তাহার পর সেই বিমান রামের আজ্ঞানুসারে ভূতলে অবতরণ করিল। ৮১-৮২

তখন অনুজ শত্রুঘ্নের সহিত ভরত সেই বিমানে আরোহণ করিলেন এবং রামের নিকট গমন করত আনন্দিত হইয়া পুনরায় রামকে অভিবাদন করিলেন। ৮৩

(১) বিমানস্থিত শ্রীরামসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়,—
পুষ্পকস্থো নুতঃ স্ত্রীভিঃ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ।
বিরেজে ভগবান্ রাজন্ গ্রহৈশ্চন্দ্র ইবোদিতঃ।"
৯।১০।৪৪

সমুত্থাপ্য চিরাদ্ দৃষ্টং ভরতং রঘুনন্দনঃ।
ভ্রাতরং স্বাঙ্কমারোপ্য মুদা তং পরিষস্বজে ॥ ৮৪
ততো লক্ষ্মণমাসাদ্য বৈদেহীং নাম কীর্ত্তয়ন্।
অভ্যবাদয়ত প্রীতো ভরতঃ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৮৫
সুগ্রীবং জাম্ববন্তঞ্চ যুবরাজং তথাঙ্গদম্।
মৈন্দ-দ্বিবিদ-নীলাংশ্চ ঋষভঞ্চৈব সস্বজে ॥ ৮৬
সুষেণঞ্চ নলঞ্চৈব গবাক্ষং গন্ধমাদনম্।
শরভং পনসং চৈব ভরতঃ পরিষস্বজে ॥ ৮৭
সর্ব্বে তে মানুষং রূপং কৃত্বা ভরতমাদৃতাঃ।
পপ্রচ্ছুঃ কুশলং সৌম্যাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ প্লবঙ্গমাঃ ॥
ততঃ সুগ্রীবমালিঙ্গ্য ভরত প্রাহ ভক্তিতঃ ॥ ৮৮
ত্বৎসহায়েন রামস্য জয়োঽভূদ্ রাবণো হতঃ।
ত্বমস্মাকং চতুর্ণাং তু ভ্রাতা সুগ্রীব পঞ্চমঃ ॥ ৮৯
শত্রুঘ্নশ্চ তদা রামমভিবাদ্য সলক্ষ্মণম্।
সীতায়াশ্চরণৌ পশ্চাদ্ ববন্দে বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৯০

রঘুনন্দন রাম বহুকাল পরে দৃষ্ট ভ্রাতা ভরতকে উত্থাপিত করিয়া নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া আনন্দসহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ৮৪

তদনন্তর প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে ভরত প্রীতিসহকারে লক্ষ্মণকে যথাযথভাবে সংবর্দ্ধনা জানাইয়া নিজের নাম উল্লেখ করত জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে প্রণাম করিলেন। ৮৫

তারপর ভরত সুগ্রীব, জাম্ববান্, যুবরাজ অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল ও ঋষভকে আলিঙ্গন করিলেন। ৮৬

এইরূপ ভরত সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ ও পনসকেও আলিঙ্গন করিলেন। ৮৭

এই সময় সৌম্যমূর্ত্তি বানরগণও মনুষ্য রূপ ধারণ করত ভরতকে সমাদর করিলেন এবং অতিশয় হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর ভরত সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া ভক্তিভাবে বলিলেন। ৮৮

সুগ্রীব! তোমার সহায়তায় শ্রীরামের জয় হইয়াছে এবং রাবণ নিহত হইয়াছে, অতএব তুমি আমাদের চার ভ্রাতার ভ্রাতা পঞ্চম ভ্রাতা সুগ্রীব। ৮৯

এদিকে সেই সময় শত্রুঘ্ন শ্রীরামকে এবং লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া পরে বিনয় সহকারে সীতার চরণ বন্দনা করিলেন। ৯০

তারপর শ্রীরাম শোকবিহ্বলা বিবর্ণা মাতা কৌশল্যা

রামো মাতরমাসাদ্য বিবর্ণাং শোকবিহ্বলাম্।
জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতুঃ প্রসাদয়ন্ ॥ ৯১
কৈকেয়ীঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ ননামেতরমাতরম্ ॥ ৯২
ভরতঃ পাদুকে তে তু রাঘবস্য সুপূজিতে।
যোজয়ামাস রামস্য পদয়োর্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৯৩
রাজ্যমেতন্ন্যাসভূতং ময়া নির্য্যাতিতং তব।
অদ্য মে সফলং জন্ম ফলিতো মে মনোরথঃ ॥ ৯৪
যৎ পশ্যামি সমায়াতমযোধ্যাং ত্বামহং প্রভো।
কোষ্ঠাগারং বলং কোষং কৃতং দশগুণং ময়া ॥ ৯৫
ত্বত্তেজসা জগন্নাথ পালয়স্ব পুরং স্বকম্।
ইতি ব্রুবাণং ভরতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে কপীশ্বরাঃ ॥ ৯৬
মুমুচুর্নেত্রজং তোয়ং প্রশশংসুর্মুদান্বিতাঃ।
ততো রামঃ প্রহৃষ্টাত্মা ভরতং স্বাঙ্কগং মুদা ॥ ৯৭
যযৌ তেন বিমানেন ভরতস্যাশ্রমং তদা।
অবরুহ্য তদা রামো বিমানাগ্রান্মহীতলম্ ॥ ৯৮

দেবীর নিকট গমন করত তাঁহার মনকে প্রসন্ন করিতে করিতে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ করিলেন। ৯১

তাহার পর অন্য মাতৃগণকে এবং কৈকেয়ী ও সুমিত্রা দেবীকেও প্রণাম করিলেন। ৯২

ভরত শ্রীরামের সুপূজিত পাদুকাযুগল শ্রীরামের চরণদ্বয়ে ভক্তিসহকারে পরাইয়া দিলেন (এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন)। ৯৩

এই রাজ্য আমার নিকট এতদিন গচ্ছিত ছিল, এখন আমি তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। আজ আমার জন্ম সফল হইল এবং আমার মনোবাসনাও পূর্ণ হইল। ৯৪

কারণ, প্রভো! আজ আপনাকে আমি যে অযোধ্যার প্রত্যাগত হইতে দেখিতে পাইতেছি। হে জগন্নাথ! আপনার মহিমায় আমি অন্নাদি স্থাপনগৃহ, বল (সৈন্য), ধনাগার দশগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছি। আপনি এখন নিজ নগর অর্থাৎ রাজ্য পালন করুন। তখন কপিশ্রেষ্ঠগণ সকলে ভরতকে এই কথা বলিতে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর শ্রীরাম হৃষ্টচিত্তে ভরতকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া সেই পুষ্পক বিমানের দ্বারা আনন্দসহকারে সেই সময় ভরতের আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় দেব শ্রীরাম শ্রেষ্ঠ বিমানে পুষ্পক হইতে

অব্রবীৎ পুষ্পকং দেবো গচ্ছ বৈশ্রবণং বহ।
অনুগচ্ছানুজানামি কুবেরং ধনপালকম্ ॥ ৯৯
রামো বসিষ্ঠস্য গুরোঃ পদাম্বুজং
নত্বা যথা দেবগুরোঃ শতক্রতুঃ

ভূতলে নামিয়া সেই পুষ্পক বিমানকে বলিলেন—তুমি যাও, অতঃপর কুবরকে বহন কর। আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি ধনপালক কুবেরের নিকট গমন কর। ৯৫-৯৯

শতযজ্ঞকারী ইন্দ্র যেরূপ গুরু বৃহস্পতির শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম

দত্ত্বা মহার্হাসনমুত্তমং গুরো-
রুপাবিবেশাথ গুরোঃ সমীপতঃ ॥ ১০০

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

করেন, সেইরূপ শ্রীরামও গুরু বশিষ্ঠের শ্রীচরণকমলে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাকে বহুমূল্য উত্তম আসন বসিবার জন্য প্রদান করিয়া স্বয়ং গুরু বশিষ্ঠের সমীপে উপবেশন করিলেন। ১০০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরামস্যাযোধ্যানগরীপ্রবেশঃ, রাজ্যাভিষেকঃ, মহাদেবাদি-দেবানামাগমনম্, শ্রীরামস্তুতিশ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততস্তু কৈকেয়ীপুত্রো ভরতো ভক্তিসংযুতঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমব্রবীৎ ॥ ১
মাতা মে সৎকৃতা রাম দত্তং রাজ্যং ত্বয়া মম।
দদামি তত্তে চ পুনর্যথা ত্বমদদা মম ॥ ২
ইত্যুক্ত্বা পাদয়োর্ভক্ত্যা সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ।
বহুধা প্রার্থয়ামাস কৈকেয্যা গুরুণা সহ ॥ ৩
তথেতি প্রতিজগ্রাহ ভরতাদ্‌রাজ্যমীশ্বরঃ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[শ্রীরামের অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ, রাজ্যাভিষেক এবং মহাদেব প্রভৃতি দেবগণের আগমন ও শ্রীরামের স্তবকরণ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—তদনন্তর কৈকেয়ী-পুত্র ভরত ভক্তি সহকারে মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামকে বলিলেন। ১

রাম। আপনি আমার মাতাকে সম্মানিত করিয়াছেন অর্থাৎ 'আমার পুত্রকে রাজ্যদান করিয়া রাম বনে গমন করুক' এই আমার মাতার ইচ্ছা পূরণ করিতে আপনি বনে গমন করিয়াছেন এবং আমাকে আপনি রাজ্য প্রদান করিয়াছেন; অতএব এই উভয় কার্য্য দ্বারা আমার মাতৃবাক্য পালিত হওয়ায় তিনি সম্মানিতা হইয়াছেন। আপনি যেরূপ পূর্ব্বে আমাকে এই রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, আজ আমিও সেইরূপ এই রাজ্য আপনাকে পুনরায় প্রদান করিতেছি। ২

এই কথা বলিয়া ভরত ভক্তিসহকারে শ্রীরামের শ্রীপদদ্বয়ে

মায়ামাশ্রিত্য সকলাং নরচেষ্টামুপাগতঃ ॥ ৪
স্বারাজ্যানুভবো যস্য সুখজ্ঞানৈকরূপিণঃ।
নিরস্তাতিশয়ানন্দরূপিণং পরমাত্মনঃ ॥ ৫
মানুষেণ তু রাজ্যেন কিং তস্য জগদীশিতুঃ।
যস্য ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ ত্রিলোকী নশ্যতি ক্ষণাৎ ॥ ৬
যস্যানুগ্রহমাত্রেণ ভবন্ত্যাখণ্ডলশ্রিয়ঃ।
লীলাসৃষ্টমহাসৃষ্টেঃ কিয়দেতদ্রমাপতেঃ ॥৭
তথাপি ভজতাং নিত্যং কামপূরবিধিৎসয়া।
মায়ামানুষদেহেন সর্ব্বমপ্যনুবর্ত্ততে ॥ ৮

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করত মাতা কৈকেয়ী ও গুরু বশিষ্ঠের সহিত নানাভাবে রাজ্যগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। ৩

মায়া অবলম্বন করিয়া সকল মানবচেষ্টার অনুকরণকারী পরমেশ্বর শ্রীরাম তখন 'তথাস্তু' বলিয়া ভরত হইতে রাজ্য গ্রহণ করিলেন। ৪

অন্যথায় যিনি সুখ ও জ্ঞানের একমাত্র স্বরূপ, অর্থাৎ যিনি সুখময় ও জ্ঞানময়, যিনি সদা পরমানন্দময় এবং যিনি নিজ আত্মাতেই সদা ভূমা সুখ অনুভব করিতেছেন, সেই পরমাত্মা জগদীশ্বরের এই সাধারণ মনুষ্যরাজ্যের কি প্রয়োজন আছে? যাঁহার ভ্রূভঙ্গীমাত্রেই এই ত্রিলোক ক্ষণকালেই বিনষ্ট হয়। ৫-৬

যাঁহার অনুগ্রহমাত্রেই দরিদ্রের ইন্দ্রতুল্য সম্পদ লাভ হয় এবং যিনি লীলাচ্ছলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, সেই লক্ষ্মীপতি শ্রীরামচন্দ্রের এই সামান্য অযোধ্যা রাজ্যে কি প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে? তথাপি তিনি ভজনশীল ভক্তগণের কামনা পূরণের ইচ্ছায় মায়া অবলম্বনে ধৃত মনুষ্য দেহে সব কিছুই মনুষ্যবৎ আচরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ৭-৮

ততঃ শত্রুঘ্নবচনান্নিপুণঃ শ্মশ্রুকৃন্তকঃ।
সম্ভারাশ্চাভিষেকার্থমানীতা রাঘবস্য হি ॥ ৯
পূর্ব্বং তু ভরতে স্নাতে লক্ষ্মণে চ মহাত্মনি।
সুগ্রীবে বানরেন্দ্রে চ রাক্ষসেন্দ্রে বিভীষণে ॥ ১০
বিশোধিতজটঃ স্নাতশ্চিত্রমাল্যানুলেপনঃ।
মহার্হবসনোপেতস্তস্থৌ তত্র শ্রিয়া জ্বলন্ ॥ ১১
প্রতিকর্ম্ম চ রামস্য লক্ষ্মণশ্চ মহামতিঃ।
কারয়ামাস ভরতঃ সীতায়া রাজযোষিতঃ ॥ ১২
মহার্হবস্ত্রাভরণৈরলঞ্চক্রুঃ সুমধ্যমাম্।
ততো বানরপত্নীনাং সর্ব্বাসামেব শোভনা ॥ ১৩
অকারয়ত কৌশল্যা প্রহৃষ্টা পুত্রবৎসলা।
ততঃ স্যন্দনমাদায় শত্রুঘ্নবচনাৎ সুধীঃ ॥ ১৪
সুমন্ত্রঃ সূর্য্যসঙ্কাশং যোজয়িত্বাগ্রতঃ স্থিতঃ।
আরুরোহ রথং রামঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১৫
সুগ্রীবো যুবরাজশ্চ হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ।
স্নাত্বা দিব্যাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতাঃ ॥ ১৬
রামমন্বীযুরগ্রে চ রথাশ্বগজবাহনাঃ।
সুগ্রীবপত্ন্যঃ সীতা চ যযুর্যানৈঃ পুরং মহৎ ॥ ১৭
বজ্রপাণির্যথা দেবৈর্হরিতাশ্বরথে স্থিতঃ।
প্রযযৌ রথমাস্থায় তথা রামো মহৎ পুরম্ ॥ ১৮
সারথ্যং ভরতশ্চক্রে রত্নদণ্ডং মহাদ্যুতিঃ।
শ্বেতাতপত্রং শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণো ব্যজনং দধে ॥ ১৯
চামরঞ্চ সমীপস্থো ন্যবীজয়দরিন্দমঃ।
শশিপ্রকাশং ত্বপরং জগ্রাহাসুরনায়কঃ ॥ ২০
দিবিষ্ঠৈঃ সিদ্ধসঙ্ঘৈশ্চ ঋষিভির্দিব্যদর্শনৈঃ।
স্তূয়মানস্য রামস্য শুশ্রুবে মধুরধ্বনিঃ ॥ ২১
মানুষং রূপমাস্থায় বানরা গজবাহনাঃ।
ভেরীশঙ্খনিনাদৈশ্চ মৃদঙ্গপণবানকৈঃ ॥ ২২
প্রযযৌ রাঘবশ্রেষ্ঠস্তাং পুরীং সমলঙ্কৃতাম্।
দদৃশুস্তে সমায়ান্তং রাঘবং পুরবাসিনঃ ॥ ২৩

তদনন্তর শত্রুঘ্নের আদেশে সুদক্ষ নাপিত এবং শ্রীরামের অভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনীত হইল। ৯

প্রথমে ভরত, মহাত্মা লক্ষ্মণ, বানররাজ সুগ্রীব এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণ স্নান করিলে পর শ্রীরাম জটা পরিষ্কার করিয়া স্নান করিলেন। তারপর মহার্হ (বহুমূল্য) বসন পরিধান করিয়া বিচিত্র মাল্য ধারণ করত সুগন্ধি অনুলেপন অঙ্গে ধারণ করিলেন। ইহাতে দিব্য সৌন্দর্য্যে উদ্দীপিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১০-১১

তাহার পর মহামতি লক্ষ্মণ ও ভরত শ্রীরামের উদ্বর্ত্তনাদি সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক বেশ-ভূষা করাইলেন। অন্যদিকে রাজপত্নীগণ মহার্হ বসন ও আভরণসমূহে সুমধ্যমা সীতাদেবীকে অলঙ্কৃতা করিলেন। তখন পুত্রবৎসলা অতিশয় আনন্দিতা শোভনা কৌশল্যা দেবী সমস্ত বানর-পত্নীগণেরই বেশভূষা করাইয়া দিলেন। তদনন্তর শত্রুঘ্নের আদেশে সুমতি সুমন্ত্র সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান রথ আনিয়া উহাতে অশ্ব সংযোজন পূর্ব্বক রামের সম্মুখে রাখিলেন। সত্যপরায়ণ ও ধর্ম্মপরায়ণ রাম তখন সেই রথে আরোহণ করিলেন। ১২-১৫

সুগ্রীব, যুবরাজ অঙ্গদ, হনুমান্ এবং বিভীষণ স্নান করত দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া দিব্য আভরণসমূহে বিভূষিত হইয়া রথ, অশ্ব ও হস্তীতে আরোহণ করত শ্রীরামের অগ্রে এবং পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব-পত্নীগণ এবং সীতাদেবী শিবিকায় আরোহণ করিয়া পরম রমণীয় অযোধ্যা নগরীতে গমন করিলেন। ১৬-১৭

হস্তে বজ্রধারী ইন্দ্র যেরূপ হরিতবর্ণ অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করিয়া দেবগণের সহিত দিব্য পুরী অমরাবতীতে গমন করেন, সেইরূপ শ্রীরাম রথে আরোহণ করত মহৎ পুরী অযোধ্যা অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। ১৮

এই সময়ে সেই রথের সারথির কার্য্য ভরত করিতেছিলেন, মহাতেজস্বী শত্রুঘ্ন রত্নদণ্ড শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মণ চামর বীজন করিতে লাগিলেন। ১৯

শত্রুদমন সুগ্রীব শ্রীরামের নিকটে থাকিয়া চামর ব্যজন করিতে থাকিলেন। এইরূপ রাক্ষসরাজ বিভীষণ চন্দ্রতুল্য শুভ্র অন্য এক চামর গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ সাদা চামর লইয়া বীজন করিতে লাগিলেন। ২০

সেই সময় দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং দিব্যদর্শন ঋষিগণ শ্রীরামের স্তব করিতেছিলেন। এই স্তবের সুমধুর ধ্বনি তখন সকলেই শ্রবণ করিতেছিল। ২১

তৎকালীন বানরগণ সকলে মনুষ্যদেহ ধারণ করত হস্তীতে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিল। রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম ভেরী ও শঙ্খের নাদে নিনাদিত এবং মৃদঙ্গ, পণব ও আনক—এই সব বাদ্যের ধ্বনিতে মুখরিত এবং নানাভাবে সুসজ্জিত সেই অযোধ্যা নগরীতে গমন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পুরবাসী সকলেই 'শ্রীরাম অযোধ্যা নগরীতে শুভাগমন করিতেছেন'—ইহা দর্শন করিতে লাগিল। ২২-২৩

দূর্ব্বাদলশ্যামতনুং মহার্হ-
কিরীটরত্নাভরণাচিতাঙ্গম্ ।
আরক্তকঞ্জায়তলোচনান্তং
দৃষ্ট্বা যযুর্মোদমতীব পুণ্যাঃ ॥ ২৪
বিচিত্ররত্নাঞ্চিতসূত্রনদ্ধ--
পীতাম্বরং পীনভুজান্তরালম্ ।
অনর্ঘ্যমুক্তাফলদিব্যহারৈ-
র্বিরোচমানং রঘুনন্দনং প্রজাঃ ॥ ২৫
সুগ্রীবমুখ্যৈর্হরিভিঃ প্রশান্তৈ-
র্নিষেব্যমাণং রবিতুল্যভাসম্ ।
কস্তুরিকাচন্দনলিপ্তগাত্রং
নিবীতকল্পদ্রুমপুষ্পমালম্ ॥ ২৬
শ্রুত্বা স্ত্রিয়ো রামমুপাগতং মুদা
প্রহর্ষবেগোৎকলিতাননশ্রিয়ঃ ।
অপাস্য সর্ব্বং গৃহকার্য্যমাহিতং
হর্ম্ম্যাণি চৈবারুরুহুঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৭
দৃষ্ট্বা হরিং সর্ব্বদৃগুৎসবাকৃতিং
পুষ্পৈঃ কিরন্ত্যঃ স্মিতশোভিতাননাঃ ।
দৃগ্ভিঃ পুনর্নেত্রমনোরসায়নং
স্বানন্দমূর্ত্তিং মনসাভিরেভিরে ॥২৮
রামঃ স্মিতস্নিগ্ধদৃশা প্রজাস্তথা
পশ্যন্ প্রজানাথ ইবাপরঃ প্রভুঃ ।
শনৈর্জগামাথ পিতুঃ স্বলঙ্কৃতং
গৃহং মহেন্দ্রালয়সন্নিভং হরিঃ ॥ ২৯
প্রবিশ্য বেশ্মান্তরসংস্থিতো মুদা
রামো ববন্দে চরণৌ স্বমাতুঃ ।
ক্রমেণ সর্ব্বাঃ পিতৃযোষিতঃ প্রভু-
র্নমাম ভক্ত্যা রঘুবংশকেতুঃ ॥ ৩০
ততো ভরতমাহেদং রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
সর্ব্বসম্পৎসমাযুক্তং মম মন্দিরমুত্তমম্ ॥ ৩১
মিত্রায় বানরেন্দ্রায় সুগ্রীবায় প্রদীয়তাম্ ।
সর্ব্বেভ্যঃ সখ্যবাসার্থং মন্দিরাণি প্রকল্পয় ॥ ৩২
রামেণৈবং সমাদিষ্টো ভরতশ্চ তথাকরোৎ ।
উবাচ চ মহাতেজাঃ সুগ্রীবং রাঘবানুজঃ ॥ ৩৩
রাঘবস্যাভিষেকার্থং চতুঃসিন্ধুজলং শুভম্ ।
আনেতুং প্রেষয়াশু দূতাংস্ত্বরিতবিক্রমান্ ॥ ৩৪

অতিশয় পুণ্যবান্ প্রজাগণ বহুমূল্য কিরীট ও রত্নময় আভরণসমূহে সুশোভিতদেহ, অরুণবর্ণ কমলদল-সদৃশ আয়তলোচন, বিচিত্র রত্নময় সূত্রগ্রথিত পীতবর্ণের বস্ত্রপরিহিত, স্থূল বাহুদ্বয়শোভিত, পীবর বক্ষঃস্থলবিশিষ্ট, অমূল্য মুক্তাফলে গ্রথিত দিব্য হারে পরম রমণীয়, সুগ্রীব প্রভৃতি প্রশান্ত বানরগণ কর্তৃক সেবিত, সূর্য্য-সদৃশ কান্তিমান্, কস্তুরী ও চন্দনে চর্চিতদেহ এবং কল্পবৃক্ষপুষ্পগ্রথিত মাল্যকে মালার ন্যায় ধারণকারী রঘুনন্দন রামকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন ।২৪ ২৬

শ্রীরাম উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা শ্রবণ করত পুর-রমণীগণের মুখশ্রী আনন্দবেগে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা তখন নিজ নিজ আরব্ধ গৃহকার্য্যসকল ত্যাগ করত নানাভাবে অলঙ্কৃত হইয়া প্রাসাদের ছাদে আরোহণ করিলেন । ২৭

সকলের নয়নের উৎসবজনক আকৃতিবিশিষ্ট রামরূপধারী শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া ঈষৎহাস্য সুশোভিতবদনে পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে সেই সব রমণীগণ নয়ন ও মনের রসায়নস্বরূপ আত্মারাম মূর্ত্তি শ্রীরামকে নয়ন এবং মনের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় প্রজানাথ অর্থাৎ ব্রহ্মার ন্যায় প্রভাবশালী শ্রীহরি রামচন্দ্র ঈষৎহাস্য সহকারে এবং স্নেহপূর্ণ নয়নে প্রজাগণকে অবলোকন করিতে করিতে মহেন্দ্রভবন-তুল্য সুসজ্জিত পিতৃগৃহ অভিমুখে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন । ২৮-২৯

রঘুবংশকেতু (রঘুবংশে যিনি স্বীয় গুণগরিমা ও প্রতাপ-পরাক্রমাদিতে কেতুস্বরূপ অর্থাৎ ধ্বজতুল্য সর্ব্বোপরি বিরাজমান, প্রভু শ্রীরাম তথায় প্রবিষ্ট হইয়া গৃহান্তরে গমন করত প্রথমে স্বীয় মাতা কৌশল্যাদেবীর চরণদ্বয়ে প্রণাম করিলেন। তারপর শ্রীরাম ভক্তিসহকারে ক্রমে ক্রমে সকল বিমাতাদিগকে প্রণাম করিলেন । ৩০

তদনন্তর সত্যপরাক্রম রাম ভরতকে এই কথা বলিলেন,—আমার সমস্ত সম্পদযুক্ত উত্তম ভবন বানররাজ মিত্র সুগ্রীবকে প্রদান কর। অন্যান্য যাহারা আছে, তাহাদের সুখে বাস করিবার জন্য প্রত্যেকের গৃহের ব্যবস্থা কর । ৩১-৩২

শ্রীরাম এই কথা বলিয়া আদেশ করিলে পর মহাতেজা রামানুজ ভরত তাহাই করিলেন এবং বানররাজ সুগ্রীবকে বলিলেন । ৩৩

শ্রীরামের অভিষেকের জন্য চার সমুদ্রের* পবিত্র জল আনয়ন

* বাল্মীকিরামায়ণে সমুদ্রের নাম, জলানয়নের পাত্রের নাম ও বানরগণের নাম বর্ণিত আছে ; যথা—

"ঋষভো দক্ষিণাৎ তূর্ণং সমুদ্রাজ্জলমানয়ৎ ।
রক্তচন্দনশাখাভিঃ সংবৃতে কাঞ্চনে ঘটে ।
জাম্ববান্ পশ্চিমাত্তোয়মাজহার স সাগরাৎ ।
রক্তকুম্ভেন মহতাগুরুপল্লবশোভিনা ।
বেগদর্শী পরিক্রান্ত উত্তরাদুদধের্জলম্ ।
শোভিতং ফুল্লশাখাভিরচিরাদানয়চ্ছিবম্ ।
সুষেণোহঙ্গদকেয়ূরৈর্মণ্ডিতং কলসং তথা ।
পানীয়মানয়ৎ তত্র সমুদ্রাদিতরাৎ ত্বরন্ । ৬।১৩।৬৫-৬৮

প্রেষয়ামাস সুগ্রীবো জাম্ববন্তং মরুৎসুতম্।
অঙ্গদঞ্চ সুষেণঞ্চ তে গত্বা বায়ুবেগতঃ ॥ ৩৫
জলপূর্ণান্ শাতকুম্ভকলসাংশ্চ সমানয়ন্।
আনীতং তীর্থসলিলং শত্রুঘ্নো মন্ত্রিভিঃ সহ ॥ ৩৬
রাঘবস্যাভিষেকার্থং বসিষ্ঠায় ন্যবেদয়ৎ।
ততস্তু প্রযতো বৃদ্ধো বসিষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥ ৩৭
রামং রত্নময়ে পীঠে সসীতং সন্ন্যবেশয়ৎ।
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালি‌র্গৌতমস্তথা ॥ ৩৮
বাল্মীকিশ্চ তথা চক্রুঃ সর্ব্বে রামাভিষেচনম্।
কুশাগ্রতুলসীযুক্তপুণ্যগন্ধজলৈর্মুদা ॥ ৩৯

অভ্যষিঞ্চন্ রঘুশ্রেষ্ঠং বাসবং বসবো যথা।
ঋত্বিগ্‌ভির্ব্রাহ্মণৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ কন্যাভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥৪০
সর্ব্বৌষধিরসৈশ্চৈব দৈবতৈর্নভসি স্থিতৈঃ।
চতুর্ভির্লোকপালৈশ্চ স্তুবদ্ভিঃ সগণৈস্তথা ॥ ৪১
ছত্রঞ্চ তস্য জগ্রাহ শত্রুঘ্নঃ পাণ্ডুরং শুভম্।
সুগ্রীব-রাক্ষসেন্দ্রৌ তৌ দধতুঃ শ্বেতচামরে ॥ ৪২
মালাঞ্চ কাঞ্চনীং বায়ুর্দদৌ বাসবচোদিতঃ।
সর্ব্বরত্নসমাযুক্তং মণিকাঞ্চনভূষিতম্ ॥ ৪৩
দদৌ হারং নরেন্দ্রায় স্বয়ং শত্রুস্তু ভক্তিতঃ।
প্রজগুর্দেবগন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪৪

করিতে সত্বর দ্রুতবেগে গমন করিতে সমর্থ দূতগণকে প্রেরণ কর। ৩৪

তখন সুগ্রীব জাম্ববান্, পবননন্দন হনুমান্, অঙ্গদ ও সুষেণকে পাঠাইয়া দিলেন।(১) ইঁহারা বায়ুতুল্য তীব্রবেগে যাইয়া জলপূর্ণ স্বর্ণ কলসসমূহ আনয়ন করিলেন। অন্যদিকে শত্রুঘ্নও মন্ত্রিগণের দ্বারা তীর্থজল আনয়ন করিলেন। ৩৫-৩৬

তাহার পর শ্রীরামের অভিষেকের জন্য বশিষ্ঠকে নিবেদন করিলেন। তখন সংযত বৃদ্ধ কুলগুরু বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত সীতাদেবী সহ রামকে রত্নময় পীঠে বসাইলেন। বশিষ্ঠ, বামদেব জাবালি,গৌতম ও বাল্মীকি(২) ইঁহার সকলে শ্রীরামের অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। বসুগণ যেরূপ বাসবকে অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ শ্রেষ্ঠঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ,কুমারী ও মন্ত্রিগণের সাহায্য লইয়া কুশাগ্র(৩) ও তুলসী দলযুক্ত পবিত্র গন্ধজল এবং সর্ব্বৌষধি জল দ্বারা আনন্দ-

সহকারে রঘুশ্রেষ্ঠ রামকে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময় সমস্ত দেবতারা এবং লোকপালগণ অনুচরবৃন্দের সহিত আকাশে অবস্থান করত শ্রীরামের স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৭-৪১

শত্রুঘ্ন তাঁহার শুভ শুভ্রবর্ণের ছত্র ধারণ করিলেন। সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ—ইঁহারা উভয়ে শ্বেত চামর ধারণ করিলেন (৪)। ৪২

ইন্দ্রপ্রেরিত বায়ু কাঞ্চনময়ী মালা শ্রীরামকে প্রদান করিলেন। সমস্ত রত্নখচিত ও মণিকাঞ্চনশোভিত একটি হার স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ভক্তিভরে নরোত্তম রামকে দান করিলেন। তখন দেবগণ ও গন্ধর্বগণ গান করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৪৩-৪৪

(১) এস্থলে বানরনামপ্রসঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি,—
"জাম্ববাংশ্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ।
ঋষভশ্চ মহাবাহুশ্চত্বারোঽপি বনৌকসঃ।" ৬।১১২।৬৩

(২) অভিষেককর্ত্তা ঋষিগণের নাম বাল্মীকিরামায়ণে,—
"বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালির্বিজয়স্তথা।
কাশ্যপো গৌতমশ্চাপি তথা কাত্যায়নো দ্বিজঃ।
বিশ্বামিত্রশ্চ তেজস্বী তথান্যে দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
অভ্যসিঞ্চন্নরবরং প্রসন্নেন সুগন্ধিনা।" ৬।১ ২।৭৩-৭৪

পদ্মপুরাণে—
"বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ মৌদ্গল্যঃ পর্ব্বতো নারদস্তথা।
এতে মহর্ষয়স্তত্র জপহোমপুরঃসরম্।
অভিষেকং শুভং চক্রুর্মুনয়ো রাজসত্তমম্।"
—উত্তরখণ্ডে ২৪৩।২-৩

(৩) পদ্মপুরাণে দেখা যায়, কুশাগ্র প্রভৃতি স্থলে দূর্ব্বাগ্র প্রভৃতি উল্লিখিত আছে,—
"দূর্ব্বাগ্র-তুলসীপত্র-পুষ্প-গন্ধসমন্বিতৈঃ।
মন্ত্রপূতজলৈঃ শুদ্ধৈর্মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।"
উত্তরখণ্ডে ২৪৩।৬

(৪) চামরাদি ধারণবিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি—
"শুক্লঞ্চ বালব্যজনং সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
অপরং চন্দ্রসঙ্কাশং বালব্যজনমুত্তমম্।
জগ্রাহ রামস্য জগ্রাহ রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।"
৬।১১২।৭৮-৭৯

এবিষয়ে পদ্মপুরাণ—
"ছত্রঞ্চ চামরং দিব্যং ধৃতবাঁল্লক্ষ্মণস্তদা।
পার্শ্বে ভরত-শত্রুঘ্নৌ তালবৃন্তৌ বিরেজতুঃ।
দর্পণং প্রদদৌ শ্রীমান্ রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
দধার পূর্ণকলসং সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
জাম্ববাংশ্চ মহাতেজাঃ পুষ্পমালাং মনোহরাম্।
বালিপুত্রস্তু তাম্বূলং সকর্পূরং দদৌ হরেঃ।
হনুমান্ দীপকান্ দিব্যান্ সুষেণশ্চ ধ্বজং শুভম্।
—উত্তরখণ্ড ২৪৩।১০

দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত খাৎ ।
নবদূর্ব্বাদলশ্যামং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ॥ ৪৫
রবিকোটিপ্রভাযুক্তকিরীটেন বিরাজিতম্ ।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং পীতাম্বরসমাবৃতম্ ॥ ৪৬
দিব্যাভরণসম্পন্নং দিব্যচন্দনলেপনম্ ।
অযুতাদিত্যসঙ্কাশং দ্বিভুজং রঘুনন্দনম্ ॥ ৪৭
বামভাগে সমাসীনাং সীতাং কাঞ্চনসন্নিভাম্ ।
সর্ব্বাভরণসম্পন্নাং বামাঙ্কে সমুপস্থিতাম্ ॥ ৪৮
রক্তোৎপলকরাম্ভোজাং বামেনালিঙ্গ্য সংস্থিতাম্ ।
সর্ব্বাতিশয়শোভাঢ্যাং দৃষ্ট্বা ভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৪৯
উময়া সহিতো দেবঃ শঙ্করো রঘুনন্দনম্ ।
সর্ব্বদেবগণৈর্যুক্তঃ স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ৫০

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

নমোঽস্তু রামায় সশক্তিকায়
নীলোৎপলশ্যামলকোমলায় ।
কিরীটহারাঙ্গদভূষণায়
সিংহাসনস্থায় মহাপ্রভায় ॥ ৫১

ত্বমাদিমধ্যান্তবিহীন একঃ
সৃজস্যবস্যৎসি চ লোকজাতম্ ।
স্বমায়য়া তেন ন লিপ্যসে ত্বং
যৎ স্বে সুখেঽজস্ররতোঽনবদ্যঃ ॥ ৫২
লীলাং বিধৎসে গুণসংবৃতস্ত্বং
প্রপন্নভক্তানুবিধানহেতোঃ ।
নানাবতারৈঃ সুরমানুষাদ্যৈঃ
প্রতীয়সে জ্ঞানিভিরেব নিত্যম্ ॥ ৫৩
স্বাংশেন লোকং সকলং বিধায় তং
বিভর্ষি চ ত্বং তদধঃ ফণীশ্বরঃ ।
উপর্য্যধো ভাননিলোডুপৌষধী
প্রবর্ষরূপোঽবসি নৈকধা জগৎ ॥ ৫৪
ত্বমিহ দেহভৃতাং শিখিরূপঃ
পচসি ভুক্তমশেষমজস্রম্ ।
পবনপঞ্চকরূপসহায়ো
জগদখণ্ডমনেন বিভর্ষি ॥ ৫৫
চন্দ্র-সূর্য্য-শিখিমধ্যগতং যৎ
তেজ ঈশ চিদশেষতনূনাম্ ।
প্রাভবত্তনুভৃতামিহ ধৈর্য্যং
শৌর্য্যমায়ুরখিলং তব সত্ত্বম্ ॥ ৫৬

দেবদুন্দুভিসমূহ বাদিত হইতে লাগিল এবং আকাশ হইতেও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। পদ্মপত্রসদৃশ আয়তলোচন, কোটি সূর্য্যসদৃশ অত্যুজ্জ্বল কিরীটশোভিত, কোটি কামদেবতুল্য কমনীয় কান্তিমান্, পীতবর্ণের বস্ত্রপরিহিত, দিব্য আভরণ-সমূহে বিভূষিত, দিব্য চন্দনচর্চিত, দশসহস্র সূর্য্যতুল্য জ্যোতিষ্মান্ দ্বিবাহু ও নবদূর্ব্বাদলশ্যামতনু রঘুনন্দন রামকে এবং শ্রীরামের বামভাগে উপবিষ্টা, স্বর্ণবর্ণা, সর্ব্ববিধ আভরণে বিভূষিতা এবং শ্রীরামের বামক্রোড়ে বিরাজিতা, শ্রীরাম কর্তৃক বামহস্তে আলিঙ্গিতা, স্বীয় পদ্মহস্তে রক্তপদ্মধারিণী এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্যবতী সীতাদেবীকে দর্শন করিয়া উমাদেবীর সহিত ভক্তিমান্ মহাদেব শঙ্কর রঘুনন্দন রামকে সমস্ত দেবতাবৃন্দ সমভিব্যাহারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৫-৫০

শ্রীমহাদেব বলিলেন,— নীলপদ্মসদৃশ শ্যামল বর্ণ, কোমলাঙ্গ, কিরীট, হার ও অঙ্গদ ভূষিত, সিংহাসনে অবস্থিত ও অত্যুজ্জ্বল কান্তিমান্ শ্রীরামকে শক্তি সীতাদেবীর সহিত প্রণাম করি। ৫১

(হে রাম! আমি স্বয়ং মহাদেব হইয়া সাধারণ মনুষ্যরূপী কেন তোমাকে প্রণাম করিতেছি, তাহা বলিতেছি—) আদি, মধ্য ও অন্তহীন এক তুমিই স্বীয় মায়া শক্তিবলে এই লোকসমূহ সৃজন, পালন ও নাশ করিতেছ; কিন্তু সেই মায়াগুণে তুমি কখনও লিপ্ত হও না; কারণ, তুমি অনবদ্য অর্থাৎ বিশুদ্ধস্বরূপ এবং নিরন্তর নিজ আনন্দে নিমগ্ন রহিয়াছ। ৫২

(তোমার মতে যদি আমি এরূপই হই, তাহা হইলে আমার কর্ম্মাচরণের কি প্রয়োজন আছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—) তুমি যে গুণসমূহে আবৃত হইয়া দেব ও মনুষ্যাদি রূপে নানা অবতার গ্রহণ করত লীলাপ্রকাশ করিয়া থাক, তাহা কেবল তোমার শরণাগত ভক্তগণের মুক্তিবিধানের জন্য। জ্ঞানী পুরুষ-গণ তোমার এই স্বরূপ নিত্য অবগত আছেন। ৫৩

স্বীয় অংশে লোকসকল সৃষ্টি করিয়া তাহার অধোদেশে ফণিরাজরূপে অবস্থান করত উহা ধারণ করিয়া রক্ষা করিতেছ। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ওষধি ও মেঘ— এই সব রূপ ধারণ করত এজগতের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ নানা ভাবে রক্ষা করিতেছ। ৫৪

তুমি এজগতে অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া দেহধারী জীবগণের ভুক্ত নানাবিধ অন্ন প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান—এই পঞ্চ বায়ুর সাহায্যে নিরন্তর পরিপাক করিতেছ*; এইভাবে তুমি নিখিল জগৎ পরিপালন করিয়া থাক। ৫৫

হে পরমেশ্বর! চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির মধ্যে যে তেজ,

* "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—১৫।১৪

ত্বং বিরিঞ্চি-শিব-বিষ্ণুবিভেদাৎ
কাল-কর্ম্মশশি-সূর্য্যবিভাগাৎ।
বাদিনাং পৃথগিবেশ বিভাসি
ব্রহ্ম নিশ্চিতমনন্যদিহৈকম্ ॥ ৫৭

মৎস্যাদিরূপেণ যথা ত্বমেকঃ
শ্রুতৌ পুরাণেষু চ লোকসিদ্ধঃ।
তথৈব সর্ব্বং সদসদ্বিভাগ-
স্ত্বমেব নান্যত্ত্ববতো বিভাতি ॥ ৫৮

যদ্‌যৎ সমুৎপন্নমনন্তসৃষ্টৌ
উৎপৎস্যতে যচ্চ ভবচ্চ যচ্চ।
ন দৃশ্যতে স্থাবর-জঙ্গমাদৌ
ত্বয়া বিনাতঃ পরতঃ পরস্ত্বম্ ॥ ৫৯

তত্ত্বং ন জানন্তি পরাত্মনস্তে
জনাঃ সমস্তাস্তব মায়য়াতঃ।

নিখিল দেহধারীদিগের চৈতন্য এবং প্রাণিবর্গের শৌর্য্য, ধৈর্য্য ও আয়ু ;—তোমার সত্ত্বই এই সবরূপে পরিণত হয়(.) । ৫৬

(তাহা হইলে তুমি বলিতেছ, আমার ব্রহ্মত্ব নাই ; কারণ,
"অব্যাবৃত্তাননুগতং বস্তু ব্রহ্মেতি ভণ্যতে।
ব্রহ্মার্থো দুর্লভস্তস্মাদ্ দ্বিতীয়ে সতি বস্তুনি ।"

ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন,—

হে জগদীশ্বর। তুমিই ভেদশূন্য একমাত্র নিশ্চিত ব্রহ্ম ; কিন্তু রূপবাদী পুরুষগণের নিকট তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কাল, কর্ম্ম, চন্দ্র ও সূর্য্য—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে পৃথক্ বলিয়া প্রতিভাত হও । ৫৭

যেরূপ একমাত্র তুমিই মৎস্যাদি রূপে অবতীর্ণ হও বলিয়া বেদ, পুরাণসমূহ ও জগতে প্রসিদ্ধ আছ, সেইরূপ সৎ ও অসৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জগৎ একমাত্র তুমিই প্রতীয়মান হও বলিয়া তুমিই সমস্ত ; তোমা ভিন্ন আর অন্য কিছুই প্রতিভাত হয় না ।৫৮

এই স্থাবর ও জঙ্গমাদিময় অনন্ত অর্থাৎ অন্তরহিত সৃষ্টিতে (পাতঞ্জলে কথিত আছে—
'সর্ব্বথা সৃষ্ট্যাদ্যুচ্ছেদো নৈব
কৃতার্থমুক্তং প্রত্যেব তু তন্নিবৃত্তিঃ' ।

এবং স্মৃতিতেও উক্ত আছে—

ত্বদ্ভক্তসেবামলমানসানাং
বিভাতি তত্ত্বং পরমেকমৈশম্ ॥ ৬০

ব্রহ্মাদয়স্তে ন বিদুঃ স্বরূপং
চিদাত্মতত্ত্বং বহিরর্থভাবাঃ।
ততো বুধস্ত্বামিদমেবরূপং
ভক্ত্যা ভজন্মুক্তিমুপৈত্যদুঃখঃ ॥ ৬১

অহং ভবন্নাম গৃণন্ কৃতার্থো
বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্যা।
মুমূর্ষমাণস্য বিমুক্তয়েঽহং
দিশামি মন্ত্রং তব রামনাম ॥ ৬২

ইমং স্তবং নিত্যমনন্যভক্ত্যা
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি লিখন্তি যে বৈ।
তে সর্ব্বসৌখ্যং পরমঞ্চ লব্ধ্বা
ভবৎপদং যান্তু ভবৎপ্রসাদাৎ ॥ ৬৩

"অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ বিদ্যতে।
অব্যুচ্ছিন্নাস্ততস্ত্বেতে সর্গ-স্থিত্যন্ত-সংযমাঃ ।")

যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে এবং যাহা বর্ত্তমানে উৎপন্ন হইতেছে, এ সবেরই মধ্যে তোমা ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না ; অতএব তুমিই পরাৎপর পরমব্রহ্ম ।৫৯

যেহেতু তোমার মায়া দ্বারা সমস্ত জনগণ আবৃত আছে, সেইহেতু তাহারা পরমাত্মা তোমার তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা তোমার ভক্তগণের সেবা করিয়া নির্ম্মলচিত্ত হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই অদ্বিতীয় পারমেশ্বর তত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকেন । ৬০

বাহ্য বিষয়ে আসক্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তোমার সেই চিন্ময় আত্মতত্ত্ব জানেন না। সেইহেতু জ্ঞানী ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে তোমার এই রামরূপের ভজনা করিতে করিতে সমস্ত দুঃখশূন্য হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । ৬১

আমি তোমার 'রাম' এই নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে কৃতার্থ হইয়া ভবানী দুর্গার সহিত নিরন্তর কাশীধামে বাস করি এবং তথায় মুমূর্ষু জীবগণের মুক্তিদানের জন্য তোমার রামনাম রূপ মন্ত্র তাহাদিগকে উপদেশ করি অর্থাৎ মৃত্যুকালে তাহাদিগকে রামনাম দান করি । ৬২

যে ব্যক্তিগণ তোমার এই স্তব অনন্য ভক্তিসহকারে নিত্য শ্রবণ করিবে, গান (পাঠ) করিবে কিংবা লিপিবদ্ধ করিবে, তাহারা সকলে তোমার করুণায় যেন পরম সুখ লাভ করত তোমার পরম পাদ লাভ করে । ৬৩

---

(১) "যদাদিত্য-গতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্ ।
শ্রীগীতা—১৫।১২

ইন্দ্র উবাচ।

রক্ষোঽধিপেনাখিলদেবসৌখ্যং
হৃতঞ্চ মে ব্রহ্মবরেণ দেব।
পুনশ্চ সর্ব্বে ভবতঃ প্রসাদাৎ
প্রাপ্তং হতো রাক্ষসদুষ্টশত্রুঃ ॥ ৬৪

দেবা উচুঃ।

হৃতা যজ্ঞভাগা ধরাদেবদত্তা
মুরারে খলেনাদিদৈত্যেন বিষ্ণো।
হৃতাঽদ্য ত্বয়া নো বিতানেষু ভাগাঃ
পুরাবদ্ভবিষ্যন্তি যুষ্মৎপ্রসাদাৎ ॥ ৬৫

পিতর উচুঃ।

হতোঽদ্য ত্বয়া দুষ্টদৈত্যো মহাত্মন্
গয়াদৌ নরৈর্দত্তপিণ্ডাদিকান্নঃ।
বলাদত্তি হত্বা গৃহীত্বা সমস্তা-
নিদানীং পুনর্লব্ধতৃপ্তা ভবামঃ ॥ ৬৬

ইন্দ্র বলিলেন,—হে দেব! রাক্ষসাধিপতি রাবণ ব্রহ্মার বরপ্রভাবে আমার এবং সমস্ত দেবগণের সর্ব্বপ্রকার সুখসম্ভোগ হরণ করিয়াছিল। এখন সেই দুষ্ট রাক্ষস শত্রু রাবণকে আপনি বধ করায় আমরা আপনার কৃপায় তৎ সমস্ত পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছি। ৬৪

দেবগণ বলিলেন,—হে মুরারে! হে বিষ্ণো! যে খল রাক্ষস জন্মান্তরে আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপু ছিল, ধরাদেবগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক আমাদিগের উদ্দেশে প্রদত্ত যজ্ঞভাগ-সকল যে রাবণ হরণ করিত, সেই রাবণকে আপনি এখন বধ করিয়াছেন; অতএব আপনার প্রসাদে পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় যজ্ঞভাগসকল আমাদের হইবে। ৬৫

পিতৃগণ কহিলেন,—হে মহাত্মন্! গয়াদি তীর্থক্ষেত্রে মনুষ্যগণ যে পিণ্ডাদি রূপ অন্ন প্রদান করিত, এই দুষ্ট দৈত্য সেই সব পিণ্ড আমাদিগকে আঘাত করিয়া সবলে কাড়িয়া লইয়া ভক্ষণ করিত, আপনি সম্প্রতি তাহাকে নিহত করিয়াছেন, অতএব আমরা এখন তাহা লাভ করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইব। ৬৬

যক্ষগণ বলিলেন,—হে রাঘব! হে পরমেশ্বর! এই দশানন রাবণ বলপূর্ব্বক আমাদিগকে অবৈতনিক দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিল, আমরা দুঃখান্বিত হইয়া তাহাকে বহন করিতাম;

যক্ষা উচুঃ

সদা বিষ্টিকর্ম্মণ্যনেনাভিযুক্তা
বহামো দশাস্যং বলাদ্ দুঃখযুক্তাঃ।
দুরাত্মা হতো রাবণো রাঘবেশ
ত্বয়া তে বয়ং দুঃখজাতা বিমুক্তাঃ ॥ ৬৭

গন্ধর্ব্বা উচুঃ।

বয়ং সঙ্গীতনিপুণা গায়ন্তস্তে কথামৃতম্।
আনন্দামৃতসন্দোহযুক্তাঃ পূর্ণাঃ স্থিতাঃ পুরা ॥ ৬৮
পশ্চাদ্দুরাত্মনা রাম রাবণেনাভিবিদ্রুতাঃ।
তমেব গায়মানাশ্চ তদারাধনতৎপরাঃ ॥ ৬৯
স্থিতাস্ত্বয়া পরিত্রাতা হতোঽয়ং দুষ্টরাক্ষসঃ।
এবং মহোরগাঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরা মরুতস্তথা ॥ ৭০
বসবো মুনয়ো গাবো গুহ্যকাশ্চ পতত্রিণঃ।
সপ্রজাপতয়শ্চৈতে তথা চাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৭১
সর্ব্বে রামং সমাসাদ্য দৃষ্ট্বা নেত্রমহোৎসবম্।
স্তুত্বা পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্বে রাঘবেণাভিবন্দিতাঃ ॥ ৭২

কিন্তু এখন আপনি সেই দুরাত্মা রাবণকে বধ করিয়াছেন, অতএব আমরা আপনার দয়ায় সেই দুঃখরাশি হইতে বিশেষ ভাবে মুক্ত হইলাম। ৬৭

গন্ধর্ব্বগণ কহিলেন,—আমরা সঙ্গীতনিপুণ গন্ধর্ব্ব, আমরা পূর্ব্বে আপনার লীলাকথারূপ অমৃতগাথা গান করত প্রেমানন্দ-রূপ অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইয়া পরম পরিতৃপ্ত ছিলাম, কিন্তু পরে দুরাত্মা রাবণ বলপূর্ব্বক আমাদিগকে বশীভূত করিলে তাহার আরাধনায় তৎপর হইয়া তাহার চরিত গান করিতে করিতে অবস্থান করিতাম; বর্ত্তমানে আপনার দ্বারা সেই দুষ্ট রাক্ষস নিহত হওয়ায় আমরা সকলে পরিরক্ষিত হইলাম। এইরূপ মহোরগ, সিদ্ধ, কিন্নর, মরুৎ, বায়ু, মুনি, গো, গুহ্যক, পক্ষী এবং প্রজাপতিগণ ও অপ্সরোবৃন্দ—ইহারা সকলে সেই নয়নানন্দকর শ্রীরামের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করত সকলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্তব করিলে রাঘবও তাঁহাদিগকে অভিবাদন জানাইলেন। ৬৮-৭২

ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেবগণ সকলে আনন্দসহকারে শ্রীরামের প্রশংসা করিতে করিতে এবং তাঁহার লীলাচরিত গান করিতে করিতে নিজ নিজ ধামে গমন করিলেন। ৭৩

যযুঃ স্বং স্বং পদং সর্ব্বে ব্রহ্ম-রুদ্রাদয়স্তথা।
প্রশংসন্তো মুদা রামং গায়ন্তস্তস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৭৩
ধ্যায়ন্তস্ত্বভিষেকার্দ্রং সীতা-লক্ষ্মণসংযুতম্।
সিংহাসনস্থং রাজেন্দ্রং যযুঃ সর্ব্বে হৃদিস্থিতম্ ॥ ৭৪
খে বাদ্যেষু ধ্বনৎসু প্রমুদিতহৃদয়ৈ-
দেববৃন্দৈঃ স্তুবদ্ভিঃ।
বর্ষদ্ভিঃ পুষ্পবৃষ্টিং দিবি মুনিনিকরৈ-
রীড্যমানঃ সমন্তাৎ।
রামঃ শ্যামঃ প্রসন্নঃ স্মিতরুচিরমুখঃ
সূর্য্যকোটিপ্রকাশঃ।
সীতাসৌমিত্রিবায়্বাত্মজমুনিহরিভিঃ
সেব্যমানো বিভাতি ॥ ৭৫

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

অভিষেকার্দ্র অর্থাৎ রাজপদে অভিষিক্ত, সীতা ও লক্ষ্মণ-সমন্বিত এবং সিংহাসনে বিরাজিত রাজেন্দ্র শ্রীরামকে হৃদয়ে ধ্যানযোগে স্থাপনা করত সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।৭৪

এই সময় আকাশে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতেছিল, দেবগণ আনন্দিতহৃদয়ে তাঁহার স্তব করিতে করিতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে-ছিলেন, মুনিবৃন্দ চারিদিকে তাঁহার স্তব করিতেছিলেন। সীতা, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, পবননন্দন হনুমান্, মুনিগণ ও বানর-গণ তাঁহার সেবায় নিরত ছিলেন। কোটি সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান শ্যামসুন্দর শ্রীরাম প্রসন্ন হইয়া ঈষৎ হাস্য মধুরবদনে তখন নিরুপম শোভা পাইতেছিলেন। (মহাদেব শ্রীরামের এই মূর্ত্তি ধ্যান করেন)। ৭৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[সুগ্রীবপ্রভৃতীনাং স্বদেশগমনম্, শ্রীরামতস্তথা শ্রীসীতাদেবীতো হনুমতো বরলাভশ্চ।)

শ্রীমহাদেব উবাচ।

রামেঽভিষিক্তে রাজেন্দ্রে সর্ব্বলোকসুখাবহে
বসুধা শস্যসম্পন্না ফলবন্তো মহীরুহাঃ ॥ ১
গন্ধহীনানি পুষ্পাণি গন্ধবন্তি চকাশিরে।
সহস্রশতমশ্বানাং ধেনূনাঞ্চ গবাং তথা ॥ ২
দদৌ শতবৃষান্ পূর্ব্বং দ্বিজেভ্যো রঘুনন্দনঃ।
ত্রিংশৎকোটিং সুবর্ণস্য ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুনঃ ॥ ৩
বস্ত্রাভরণরত্নানি ব্রাহ্মণেভ্যো মুদা তথা।
সূর্য্যকান্তিসমপ্রখ্যাং সর্ব্বরত্নময়ীং স্রজম্ ॥ ৪

ষোড়শ অধ্যায়।

[সুগ্রীবপ্রভৃতির স্বদেশে গমন এবং শ্রীরাম ও সীতাদেবীর নিকট হইতে হনুমানের বর লাভ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,— শ্রীরাম রাজেন্দ্রপদে অভিষিক্ত হইলে পর সমস্ত লোকসমূহ সুখময় হইয়া উঠিল, পৃথিবী শস্য-সম্পূর্ণা এবং বৃক্ষসকল ফলশালী হইল। ১

গন্ধহীন পুষ্পসকলও সুগন্ধ প্রাপ্ত হইয়া বিকসিত হইল। রঘুনন্দন রাম অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে শত সহস্র অর্থাৎ এক লক্ষ অশ্ব, ধেনু (নবপ্রসূতা গাভী) এবং সাধারণ গো দান করিয়াছিলেন ও শত শত বৃষ দান করিয়াছিলেন। অভিষিক্ত হইবার পর পুনরায় তিনি ব্রাহ্মণগণকে ত্রিশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দান করিলেন(১)। ২-৩

শ্রীরাম আনন্দের সহিত ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, আভরণ ও রত্ন-সমূহও দান করিলেন। ভক্তবৎসল রাঘব এই সময় সূর্য্যকান্তি-সদৃশ সমুজ্জ্বল একটি সর্ব্বরত্নময়ী মালা প্রীতির সহিত সুগ্রীবকে প্রদান করিলেন। রঘুনন্দন রাম অঙ্গদকে দুইটি দিব্য অঙ্গদ (বাহুভূষণবলয়) দান করিলেন।৪-৫

(১) ব্রাহ্মণগণকে দান করা বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে—
"দদৌ সহস্রং ধেনূনাং সহস্রগুণিতং তথা।
শতং শতগুণঞ্চৈব বৃষাণাং ব্রাহ্মণেষু চ।
ত্রিংশৎকোটীর্হিরণ্যস্য ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুনঃ।
নানাভরণবস্ত্রাণি শয়নান্যাসনানি চ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ হৃষ্টো গ্রামাংশ্চ বহুশো বহূন্।"
৬।১১২।৮৪-৮৬

সুগ্রীবায় দদৌ প্রীত্যা রাঘবো ভক্তবৎসলঃ।
অঙ্গদায় দদৌ দিব্যে হ্যঙ্গদে রঘুনন্দনঃ ॥ ৫
চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশং মণিরত্নবিভূষিতম্।
সীতায়ৈ প্রদদৌ হারং প্রীত্যা রঘুকুলোত্তমঃ ॥ ৬
অবমুচ্যাত্মনঃ কণ্ঠাদ্ধারং জনকনন্দিনী।
অবৈক্ষত হরীন্ সর্ব্বান্ ভর্ত্তারঞ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭
রামস্তামাহ বৈদেহীমিঙ্গিতজ্ঞো বিলোকয়ন্।
বৈদেহি যস্য তুষ্টাসি দেহি তস্মৈ বরাননে ॥ ৮
হনুমতে দদৌ হারং পশ্যতো রাঘবস্য চ।
তেন হারেণ শুশুভে মারুতির্গৌরবেণ চ ॥ ৯
রামোঽপি মারুতিং দৃষ্ট্বা কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্।
ভক্ত্যা পরময়া তুষ্ট ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১০
হনুমংস্তে প্রসন্নোঽস্মি বরং বরয় কাঙ্ক্ষিতম্।
দাস্যামি দেবৈরপি যদ্দুর্লভং ভুবনত্রয়ে ॥ ১১
হনুমানপি তং প্রাহ নত্বা রামং প্রহৃষ্টধীঃ।
ত্বন্নাম স্মরতো রাম ন তৃপ্যতি মনো মম ॥ ১২
অতস্ত্বন্নাম সততং স্মরন্ স্থাস্যামি ভূতলে।
যাবৎ স্থাস্যতি তে নাম লোকে তাবৎ কলেবরম্ ॥ ১৩
মম তিষ্ঠতু রাজেন্দ্র বরোঽয়ং মেঽভিকাঙ্ক্ষিতঃ।
রামস্তথেতি তং প্রাহ মুক্তস্তিষ্ঠ যথাসুখম্ ॥ ১৪
কল্পান্তে মম সাযুজ্যং প্রাপ্স্যসে নাত্র সংশয়ঃ।
তমাহ জানকী প্রীতা যত্র কুত্রাপি মারুতে ॥ ১৫

রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাম কোটিচন্দ্রতুল্য চাকচিক্যময় মণি ও রত্নবিভূষিত একটি হার সীতাদেবীকে প্রীতিসহকারে প্রদান করিলেন। ৬

জনকনন্দিনী সীতা নিজ কণ্ঠ হইতে সেই হার খুলিয়া পুনঃ পুনঃ নিজ স্বামী রামচন্দ্র ও সমস্ত বানরগণকে দেখিতে লাগিলেন। ৭

ইঙ্গিতজ্ঞ(১) শ্রীরাম তখন বিদেহরাজকন্যা সীতাকে বলিলেন,—বৈদেহি! সুবদনে! তুমি যাহার প্রতি সন্তুষ্ট, তাহাকে এই হার প্রদান কর। ৮

শ্রীরামের বাক্যানুসারে সীতাদেবী রাঘবের সাক্ষাতে সেই হার হনুমান্‌কে প্রদান করিলেন। ইহাতে তখন পবননন্দন সেই হারের দ্বারা এবং সীতাপ্রদত্ত গৌরবের দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন। ৯

শ্রীরামও সেই সময় হনুমান্‌কে কৃতাঞ্জলি হইয়া পরম ভক্তিসহকারে সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তুষ্ট মনে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১০

হনুমন্! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি আমার নিকট তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। যাহা ত্রিভুবনে দেবগণেরও দুর্লভ, আমি তাহাও তোমাকে প্রদান করিব। ১১

তখন হনুমান্‌ও অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীরামকে প্রণাম করত তাঁহাকে বলিলেন,—রাম! আপনার নাম স্মরণ করিয়া আমার মন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। ১২

অতএব সদা সর্ব্বদা আপনার স্মরণ করিতে করিতেই যেন ভূতলে অবস্থান করিতে পারি। হে রাজেন্দ্র! জগতে যতকাল আপনার নাম থাকিবে, ততকাল আমার এই দেহ বর্ত্তমান থাকুক, ইহাই আমার অভিলষিত বর। তখন রাম 'তথাস্তু' (২) বলিয়া তাঁহাকে আরও বলিলেন,—হনুমন্! তুমি জীবন্মুক্ত হইয়া যথাসুখে এজগতে বাস কর। ১৩-১৪

তদনন্তর কল্পান্তে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এই সময় জনকনন্দিনী সীতাদেবী( ) প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—পবনকুমার! তুমি যে কোনও স্থানেই অবস্থান কর না কেন, আমার আদেশে সর্ব্বপ্রকার

(১) মহর্ষি বাল্মীকিও অনুরূপ ভাষায় বলিয়াছেন,—
"তানীঙ্গিতানি সম্প্রেক্ষ্য বভাষে রাঘবঃ প্রিয়ম্।
প্রযচ্ছ সুভগে হারং যস্য তুষ্টাসি মৈথিলি।" ৬।১১২।১২

(২) শ্রীরাম কর্ত্তৃক হনুমান্‌কে বরদানপ্রসঙ্গে মহামুনি বাল্মীকি—
"এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
এবং ভবতু ভদ্রং তে যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি।
পর্ব্বতাশ্চ সমুদ্রাশ্চ তাবদায়ুরবাপ্নুহি।
বলবান্ নীরুজশ্চৈব তরুণো ন জরান্বিতঃ।"
৬।১১২।১৫-১৭

(৩) হনুমান্‌কে শ্রীসীতাদেবীর বরদান বাল্মীকিরামায়ণে,—
"মৈথিল্যাপি তদা চৈনমুবাচ বরমুত্তমম্।
উপস্থাস্যন্তি ভোগাস্ত্বাং স্বয়মেবেহ মারুতে।
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বাস্তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ।
যত্র তিষ্ঠসি তত্র ত্বাং সেবিষ্যন্তে যথামরম্।
ফলান্যমৃতকল্পানি তোয়ানি বিমলানি চ।
উৎপৎস্যন্তি যথাকামং স্মরণেন তবানঘ।"
৬।১১২।১০৪-১০৬

স্থিতং ত্বামনুযাস্যন্তি ভোগাঃ সর্ব্বে মমাজ্ঞয়া।
ইত্যুক্তো মারুতিস্তাভ্যামীশ্বরাভ্যাং প্রহৃষ্টধীঃ ॥ ১৬
আনন্দাশ্রুপরীতাক্ষো ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণম্য তৌ।
কৃচ্ছ্রাদ্যযৌ তপস্তপ্তুং হিমবন্তং মহামতিঃ ॥ ১৭
ততো গুহং সমাসাদ্য রামঃ প্রাঞ্জলিমব্রবীৎ।
সখে গচ্ছ পুরং রম্যং শৃঙ্গবেরমনুত্তমম্ ॥ ১৮
মামেব চিন্তয়ন্নিত্যং ভুঙ্‌ক্ষ ভোগান্নিজার্জিতান্।
অন্তে মমৈব সারূপ্যং প্রাপ্স্যসে ত্বং ন সংশয়ঃ ॥ ১৯
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তস্মৈ দিব্যান্যাভরণানি চ।
রাজ্যঞ্চ বিপুলং দত্ত্বা বিজ্ঞানঞ্চ দদৌ বিভুঃ ॥ ২০
রামেণালিঙ্গিতো হৃষ্টো যযৌ স্বভবনং গুহঃ।
যে চান্যে বানরাঃ শ্রেষ্ঠা অযোধ্যাং সমুপাগতাঃ ॥২১
অমূল্যাভরণৈর্বস্ত্রৈঃ পূজয়ামাস রাঘবঃ।
সুগ্রীবপ্রমুখাঃ সর্ব্বে বানরাঃ সবিভীষণাঃ ॥২২
যথার্হং পূজিতাস্তেন রামেণ পরমাত্মনা।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে জগ্মুরেব যথাগতম্ ॥ ২৩
সুগ্রীবপ্রমুখাঃ সর্ব্বে কিষ্কিন্ধ্যাং প্রযযুর্মুদা।
বিভীষণস্তু সম্প্রাপ্য রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ২৪
রামেণ পূজিতঃ প্রীত্যা যযৌ লঙ্কামনিন্দিতঃ।
রাঘবো রাজ্যমখিলং শশাসাখিলবৎসলঃ ॥ ২৫
অনিচ্ছন্নপি রামেণ যৌবরাজ্যেঽভিষেচিতঃ।
লক্ষ্মণঃ পরয়া ভক্ত্যা রামসেবাপরোঽভবৎ ॥ ২৬

ভোগসমূহ তোমাকে অনুসরণ করিতে থাকিবে। জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও জগন্মাতা সীতাদেবী—ইঁহারা উভয়ে তাঁহাকে বর দান করিলে পর হনুমান্ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের দুইজনকে প্রণাম করিয়া মহামতি হনুমান্ তপস্যা করিবার জন্য অতিকষ্টে অর্থাৎ রাম-সীতার বিরহজনিত দুঃখ-সন্তপ্তচিত্তে হিমালয়ে গমন করিলেন। ১৫-১৭

তদনন্তর শ্রীরাম কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত গুহের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—সখে! তুমি সর্ব্বোত্তম রমণীয় শৃঙ্গবের নগরে গমন কর। ১৮

সর্ব্বদা আমারই চিন্তা করিতে করিতে তুমি স্বোপার্জিত ভোগসমূহ ভোগ কর। অন্তে তুমি আমারই সারূপ্য প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৯

প্রভু শ্রীরামচন্দ্র গুহকে এই কথা বলিয়া দিব্য আভরণসকল তাহাকে প্রদান করিলেন। তাহার পর তাহাকে বিশাল রাজ্য দান করিয়া বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিলেন। ২০

তদনন্তর রাম কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া হৃষ্টচিত্ত গুহ স্বভবনে গমন করিলেন। অন্যান্য যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ বানরগণ অযোধ্যায় তৎকালীন উপস্থিত হইয়াছিলেন, রাঘব তাঁহাদিগকেও অমূল্য বহু আভরণ এবং বস্ত্র দান করিয়া সম্মানিত করিলেন(১)। সুগ্রীবাদি সমস্ত বানরগণ এবং বিভীষণ পরমাত্মা শ্রীরাম কর্ত্তৃক যথাযোগ্য সম্মানিত হইয়া যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেইরূপে (অথবা যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেস্থানে) প্রসন্ন মনে গমন করিলেন। ২১-২৩

সুগ্রীবাদি বানরগণ সকলে আনন্দসহকারে কিষ্কিন্ধ্যা অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। বিভীষণ নিষ্কণ্টক লঙ্কারাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রীতিসহকারে রাম কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আপ্যায়িত হইয়া আনন্দিতচিত্তে গমন করিলেন। এইভাবে সুগ্রীবাদি সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে পর সর্ব্বলোকবৎসল শ্রীরাম অখিল রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ২৪-২৫

অনিচ্ছুক থাকিলেও লক্ষ্মণকে শ্রীরাম যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিলেন(২)। লক্ষ্মণও পরম ভক্তিসহকারে শ্রীরামের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ২৬

(১) অন্যান্য বানর ও রাক্ষসপ্রভৃতিকে অলঙ্কারাদি দান-প্রসঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি,—

"ততো দ্বিবিদ-নীলাভ্যাং মৈন্দায় পনসায় চ।
সর্ব্বকামগুণান্ দেয়ান্ প্রদদৌ বসুধাধিপঃ।
সর্ব্ববানরবৃদ্ধেভ্যো যে চান্যে বানরেশ্বরাঃ।
স তেভ্যঃ প্রদদৌ রামো ভূষণানি যথার্হতঃ।
এবং তে পূজিতাঃ সর্ব্বে কামৈ রত্নৈশ্চ পুষ্কলৈঃ।
উষিত্বা বানরা বাসং রাক্ষসশ্চাস্তথৈব চ।"
৬।১১২।১৫-১৭

(২) লক্ষ্মণকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করা—এই মত বাল্মীকির নহে,—পাশ্চাত্য রামায়ণে যথা—

"আতিষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ ময়া সহেমাং
গাং পূর্ব্বরাজাধ্যুষিতাং বলেন।
তুল্যং হি যথা ত্বং পিতৃভিঃ
পুরস্তাৎ তৈর্যৌবরাজ্যে ধুরমুদ্বহস্ব।
সর্ব্বাত্মনা পর্য্যনুনীয়মানো
যদা ন সৌমিত্রিরুপৈতি যোগম্।
নিযুজ্যমানো ভুবি যৌবরাজ্যে
ততোঽভ্যষিঞ্চদ্ ভরতং মহাত্মা।"
৬।১৩০।৯২-৯৩

রামস্তু পরমাত্মাপি কর্মাধ্যক্ষোঽপি নির্মলঃ।
কর্তৃত্বাদিবিহীনোঽপি নির্বিকারোঽপি সর্বদা ॥ ২৭

স্বানন্দেনাপি তুষ্টঃ সন্ লোকানামুপদেশকৃৎ।
অশ্বমেধাদিযজ্ঞৈশ্চ সর্বৈর্বিপুলদক্ষিণৈঃ ॥ ২৮

অযজৎ পরমানন্দো মানুষং বপুরাশ্রিতঃ।
ন পর্যদেবন্ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্ ॥ ২৯

ন ব্যাধিজং ভয়ং চাসীদনর্থো নাস্তি কশ্চন।
লোকে দস্যুভয়ং নাসীদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥৩০

বৃদ্ধেষু সৎসু বালানাং নাসীন্মৃত্যুভয়ং তথা।
রামপূজাপরাঃ সর্বে সর্বে রাঘবচিন্তকাঃ ॥ ৩১

ববৃষুর্জলদাস্তোয়ং যথাকালং যথারুচি।
প্রজাঃ স্বধর্মনিরতা বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ ॥ ৩২

ঔরসানিব রামোঽপি জুগোপ পিতৃবৎ প্রজাঃ।
সর্বলক্ষণসংযুক্তাঃ সর্বধর্মপরায়ণাঃ ॥ ৩৩

দশবর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমুপাস্ত সঃ ॥ ৩৪

ইদং রহস্যং ধনধান্যঋদ্ধিমৎ
দীর্ঘায়ুরারোগ্যকরং সুপুণ্যদম্।
পবিত্রমাধ্যাত্মিকসংজ্ঞিতং পুরা
রামায়ণং ভাষিতমাদিশম্ভুনা ॥ ৩৫

শৃণোতি ভক্ত্যা মনুজঃ সমাহিতো
ভক্ত্যা পঠেদ্ বা পরিতুষ্টমানসঃ।
সর্বাঃ সমাপ্নোতি মনোগতাশিষো
বিমুচ্যতে পাতককোটিভিঃ ক্ষণাৎ ॥৩৬

রামাভিষেকং প্রয়তঃ শৃণোতি যো
ধনাভিলাষী লভতে মহদ্ধনম্।
পুত্রাভিলাষী সুতমার্যসম্মতং
প্রাপ্নোতি রামায়ণমাদিতঃ পঠন্ ॥ ৩৭

শ্রীরাম পরমাত্মা হইয়াও, নির্মল কর্মাধ্যক্ষ হইয়াও, কর্তৃত্বাদিহীন হইয়াও এবং নির্বিকার হইয়াও সর্বদা আত্মানন্দে তুষ্ট হইয়া লোকসকলকে উপদেশ করিবার জন্য অর্থাৎ লোকশিক্ষার জন্য পরমানন্দ মনুষ্যদেহ ধারণ করত বিপুল দক্ষিণাসহকারে অশ্বমেধাদি বহু যজ্ঞ করিলেন। সেই সময় শ্রীরাম রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে রমণীগণ বিধবা হইয়া বিলাপ করিতেন না ১) ; হিংস্র জন্তুগণের উপদ্রব ভয় ছিল না ; রোগসঞ্জাত ভয় ছিল না ; জগতে দস্যুভয় ছিল না এবং কোনও অনিষ্টপাত হইত না। রামের রাজ্যশাসনকালে বৃদ্ধগণ জীবিত থাকিতে থাকিতে বালকদিগের মৃত্যুভয় ছিল না অর্থাৎ শিশুমৃত্যু ছিল না। সকল মানুষই তখন রামপূজাপরায়ণ ছিলেন এবং সকলেই শ্রীরামের ধ্যান করিতেন। ২৭-৩১

মেঘ যথাকালে প্রয়োজনানুরূপ জল বর্ষণ করিত। সমস্ত প্রজাগণ নিজ নিজ ধর্মপালনে রত ছিলেন এবং বর্ণ ও আশ্রম অথবা বর্ণাশ্রমধর্মোচিত গুণসমূহে বিভূষিত ছিলেন অর্থাৎ সকল প্রজাই নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম পালন করিয়া চলিতেন। ৩২

শ্রীরামও পিতার ন্যায় সর্বলক্ষণান্বিত ও সর্বধর্মপরায়ণ প্রজাগণকে ঔরসজাত পুত্র-তুল্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে দশ হাজার বৎসর(২) রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ৩৩-৩৪

পুরাকালে আদি শম্ভু অর্থাৎ আদিদেব মহাদেব এই পবিত্র গোপনীয় আধ্যাত্ম-রামায়ণ বলিয়াছিলেন। এই অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ করিলে ধন, ধান্য, সমৃদ্ধি, দীর্ঘায়ু, আরোগ্য ও উত্তম পুণ্য লাভ হয়। ৩৫

মানুষ যদি ভক্তিসহকারে সমাহিতচিত্তে ইহা শ্রবণ করে কিংবা সন্তুষ্টমনে ভক্তিসহকারে পাঠ করে, তাহা হইলে সেই মানুষ সমস্ত মনোগত অভিলাষ প্রাপ্ত হইবে এবং ক্ষণকালের মধ্যে কোটি কোটি পাপরাশি হইতে মুক্ত হইবে। ৩৬

যে ব্যক্তি ধনাভিলাষী হইয়া সংযতচিত্তে পবিত্রভাবে শ্রীরামের অভিষেক কথা শ্রবণ করিবে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি

(১) রামরাজ্যবর্ণনা প্রসঙ্গে বাল্মীকিরামায়ণ—

"হৃষ্টঃ প্রমুদিতো লোকস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্মিকঃ।
নিরাময়ো বিশোকশ্চ দুর্ভিক্ষভয়বর্জিতঃ।
ন পুত্রমরণং কেচিৎ পশ্যন্তি স্ম নরাঃ ক্বচিৎ।
নার্যশ্চাবিধবা নিত্যং পতিশুশ্রূষণে রতাঃ।
ন বাতজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপ্সু মজ্জন্তি জন্তবঃ।
ন চাগ্নিজং ভয়ং কিঞ্চিদ্ যথা কৃতযুগে তথা।
ন তস্য রাজ্যে বধিরা নানাথাস্তত্র নাবুধঃ।
ন দুর্গতো ন কৃপণো ন ব্যাধ্যার্তোঽভবন্নরঃ।"

১।১।৯৭-১০০

(২) এই বার্তা পাশ্চাত্য বাল্মীকিরামায়ণের মতানুসারিণীয়, যথা—

"দশবর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ।" ৬।১৩০।১০৪

প্রাচ্যবাল্মীকিরামায়ণে কিন্তু শ্রীরাম এগার হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে যথা—

"দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাস্যাসৌ বিষ্ণুলোকং গমিষ্যতি।"

১।১।১০৩

শৃণোতি যোঽধ্যাত্মিকরামসংহিতাং
প্রাপ্নোতি রাজ্যং ভুবমৃদ্ধসম্পদম্ ।
শত্রূন্ বিজিত্যারিভিরপ্রধর্ষিতো
ব্যপেতদুঃখো বিজয়ী ভবেন্নৃপঃ ॥ ৩৮
স্ত্রিয়োঽপি শৃণ্বন্ত্যধিরামসংহিতাং
ভবন্তি তা জীবসুতাশ্চ পূজিতাঃ ।
বন্ধ্যাপি পুত্রং লভতে সুরূপিণং
কথামিমাং ভক্তিযুতা শৃণোতি যা ॥ ৩৯
শ্রদ্ধান্বিতো যঃ শৃণুয়াৎ পঠেন্নরো
বিজিত্য কোপঞ্চ তথা বিমৎসরঃ ।
দুর্গাণি সর্ব্বাণি বিজিত্য নির্ভয়ো
ভবেৎ সুখী রাঘবভক্তিসংযুতঃ ॥ ৪০
সুরাঃ সমস্তা অপি যান্তি তুষ্টতাং
বিঘ্নাঃ সমস্তা অপযান্তি শৃণ্বতাম্ ।
অধ্যাত্মরামায়ণমাদিতো নৃণাং
ভবন্তি সর্ব্বা অপি সম্পদঃ পরাঃ ॥ ৪১

রজস্বলা বা যদি রামতৎপরা
শৃণোতি রামায়ণমেতদাদিতঃ ।
পুত্রং প্রসূতে ঋষভং চিরায়ুষং
পতিব্রতা লোকসুপূজিতা ভবেৎ ॥ ৪২
পূজয়িত্বা তু যে ভক্ত্যা নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ ।
সর্ব্বৈঃ পাপৈর্বিনির্মুক্তা বিষ্ণোর্যান্তি পরং পদম্ ॥ ৪৩
অধ্যাত্মরামচরিতং কৃৎস্নং শৃণ্বন্তি ভক্তিতঃ ।
পঠন্তি বা স্বয়ং বক্ত্রাত্তেষাং রামঃ প্রসীদতি ॥৪৪
রাম এব পরং ব্রহ্ম তস্মিংস্তুষ্টেঽখিলাত্মনি ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং যদ্যদিচ্ছতি তদ্ভবেৎ ৪৫
শ্রোতব্যং নিয়মেনৈতদ্ রামায়ণমখণ্ডিতম্ ।
আয়ুষ্যমারোগ্যকরং কল্পকোট্যঘনাশনম্ ॥ ৪৬
দেবাশ্চ সর্ব্বে তুষ্যন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ ।
রামায়ণস্য শ্রবণে তুষ্যন্তি পিতরস্তথা ॥ ৪৭

বিপুল ধনরাশি প্রাপ্ত হইবে। আর এই অধ্যাত্ম-রামায়ণের আদি হইতে পাঠ করিলে পুত্রাভিলাষী ব্যক্তি শিষ্টসম্মত পুত্র লাভ করিবে। ৩৭

যে রাজা এই অধ্যাত্মরামায়ণসংহিতা শ্রবণ করেন, তিনি সমৃদ্ধিপূর্ণ ভূসম্পদ অর্থাৎ পৃথিবীরাজ্যপ্রাপ্ত হইবেন এবং শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ হইয়া শত্রুদিগকে পরাজিত করত সেই নরপতি সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া বিজয়ী হইবেন। ৩৮

স্ত্রীগণও যদি এই অধ্যাত্মরামায়ণ যথাবিধি শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও জীবৎপুত্রকা ও সকলের পূজিতা হন। বন্ধ্যা রমণীও যদি ভক্তিযুক্তা হইয়া এই অধ্যাত্ম রামায়ণের কথা শ্রবণ করেন, তবে তিনি সুরূপ পুত্র প্রাপ্ত হন। ৩৯

যে মানুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রবণ করে কিংবা পাঠ করে, সেই মানুষ ক্রোধকে জয় করিয়া মাৎসর্য্যহীন হইয়া যায়, সমস্ত সঙ্কটকে জয় করিয়া নির্ভয় হয় এবং শ্রীরাম-ভক্তি লাভ করত পরম সুখী হয়। ৪০

যে সব মানুষ আদি হইতে এই অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রবণ করে, সমস্ত দেবগণ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাহাদের সকল বিঘ্ন নাশ হয় এবং তাহারা উত্তম ধনসম্পদ লাভ করে। ৪১

রজস্বলা অর্থাৎ ঋতুমতী নারী যদি রামাতে শ্রীরামপরায়ণা হইয়া এই অধ্যাত্মরামায়ণের আদি হইতে শ্রবণ করেন, তবে সেই নারী উত্তম পুত্র প্রসব করেন এবং পতিব্রতা(১) ও সর্ব্বলোক-পূজিতা হন। ৪২

যে ব্যক্তিগণ ভক্তিসহকারে নিত্যই এই অধ্যাত্মরামায়ণ পূজা করিয়া নমস্কার করে, তাহারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিয়া থাকে। ৪৩

যে ব্যক্তিগণ ভক্তিসহকারে এই অধ্যাত্মরামায়ণ সম্পূর্ণ শ্রবণ করে কিংবা নিজ মুখে পাঠ করে, তাহাদের প্রতি শ্রীরাম প্রসন্ন হন। ৪৪

রামই হইলেন পরমব্রহ্ম, অতএব সেই সর্ব্বাত্মা রাম সন্তুষ্ট হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের মধ্যে যাহা যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহাই লাভ হইবে। ৪৫

এই অধ্যাত্মরামায়ণ শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে সম্পূর্ণ শ্রবণ করিতে হয়। ইহাতে দীর্ঘায়ুপ্রাপ্তি ও আরোগ্য লাভ হয় এবং কোটিকল্পকৃত সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হইয়া যায়। ৪৬

এই অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রবণে দেবগণ তুষ্ট হন, গ্রহগণ ও সমস্ত মহর্ষিবৃন্দ সন্তুষ্ট হন এবং পিতৃগণও সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ৪৭

(১) সুখিতে সুখিতা পত্যৌ দুঃখিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা নারী সা বিজ্ঞেয়া পতিব্রতা।

অধ্যাত্মরামায়ণমেদদ্ভুতং
বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাতনম্।
পঠন্তি শৃণ্বন্তি লিখন্তি যে নরা-
স্তেষাং ভবেঽস্মিন্ন পুনর্ভবো ভবেৎ ॥ ৪৮

আলোড্যাখিলবেদরাশিমসকৃদ্
যত্তারকং ব্রহ্ম তদ্
রামো বিষ্ণুরহস্যমূর্ত্তিরিতি যো
বিজ্ঞায় ভূতেশ্বরঃ।
উদ্ধৃত্যাখিলসারসংগ্রহমিদং
সংক্ষেপতঃ প্রস্ফুটং
শ্রীরামস্য নিগূঢ়তত্ত্বমখিলং
প্রাহ প্রিয়ায়ৈ ভবঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥
সমাপ্তশ্চেদং লঙ্কাকাণ্ডম্।

যে মনুষ্যগণ বৈরাগ্য ও বিজ্ঞানযুক্ত পুরাতন এই অদ্ভুত অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ করে, শ্রবণ করে কিংবা লিখিয়া থাকে (স্ব স্ব ভাষায় লিপিবদ্ধ করে), সেই মনুষ্যগণের এই সংসারে পুনর্জন্ম হয় না। ৪৮

ভূতপতি মহেশ্বর সমস্ত বেদরাশি বারংবার পর্য্যালোচনা করত 'রাম বিষ্ণুর রহস্যমূর্ত্তি' ইহা বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ সার সংগ্রহ করত সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় শ্রীরামের এই পূর্ণ নিগূঢ় তত্ত্ব প্রিয়তমা পত্নী পার্ব্বতীকে উপদেশ করিয়াছেন। ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে শ্রীউমামহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে লঙ্কাকাণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

—লঙ্কাকাণ্ড সম্পূর্ণ

উত্তরকাণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[অগস্ত্য-রাময়োঃ সংবাদঃ, অগস্ত্যেন শ্রীরামসমীপে রাবণাদীনাং জন্মবৃত্তান্তকথনঞ্চ।]

জয়তি রঘুবংশতিলকঃ কৌশল্যাহৃদয়নন্দনো রামঃ।
দশবদননিধনকারী দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ॥ ১

পার্ব্বত্যুবাচ।

অথ রামঃ কিমকরোৎ কৌশল্যানন্দিবর্দ্ধনঃ।
হত্বা মৃধে রাবণাদীন্ রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমঃ॥ ২
অভিষিক্তস্ত্বযোধ্যায়াং সীতয়া সহ রাঘবঃ।
মায়ামানুষতাং প্রাপ্য কতি বর্ষাণি ভূতলে॥ ৩
স্থিতবান্ লীলয়া দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
অত্যজন্মানুষং লোকং কথমন্তে রঘূদ্বহঃ॥ ৪
এতদাখ্যাহি ভগবন্ শ্রদ্দধত্যা মম প্রভো।
কথাপীযুষমাস্বাদ্য তৃষ্ণা মেঽতীব বর্দ্ধতে।
রামচন্দ্রস্য ভগবন্ ব্রূহি বিস্তরশঃ কথাম্॥ ৫

শ্রীমহাদেব উবাচ।

রাক্ষসানাং বধং কৃত্বা রাজ্যং রাম উপস্থিতে।
আযযুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে শ্রীরামমভিবন্দিতুম্॥ ৬
বিশ্বামিত্রোঽসিতঃ কণ্বো দুর্ব্বাসা ভৃগুরঙ্গিরাঃ।
কশ্যপো বামদেবোঽত্রিস্তথা সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ॥ ৭

উত্তর-কাণ্ড

প্রথম অধ্যায়।

[অগস্ত্য-রামসংবাদ এবং অগস্ত্যকর্ত্তৃক শ্রীরামসমীপে রাবণাদির জন্মবৃত্তান্তকথন।]

রঘুবংশের তিলকস্বরূপ, কৌশল্যাদেবীর হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধনকারী, দশানন রাবণের নিধনকারী, দশরথপুত্র ও কমললোচন রাম জয়যুক্ত হউন। ১

পার্ব্বতী অর্থাৎ পর্ব্বতরাজ হিমালয়কন্যা ভগবতী দুর্গাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! তদনন্তর কৌশল্যাপুত্র (অথবা কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধন) ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাম যুদ্ধে রাবণাদি রাক্ষসগণকে বধ করিয়া কি করিলেন? ২

পরমাত্মা সনাতনদেব রাঘব লীলা করিবার জন্য মায়াবলে মনুষ্যরূপ গ্রহণ করত সীতাদেবীর সহিত অযোধ্যায় অভিষিক্ত হইয়া কত বৎসর ভূতলে বিরাজমান ছিলেন? রঘুবংশধর রাম অন্তকালে কিভাবে মনুষ্যলোক ত্যাগ করিলেন। ৩-৪

হে ভগবন্! হে প্রভো! আমি ইহা শুনিবার জন্য শ্রদ্ধাবতী হইয়াছি, আপনি আমার নিকট ইহা বর্ণনা করুন। শ্রীরামচন্দ্রের কথামৃত আস্বাদন করিয়া আমার সেই কথা শুনিবার তৃষ্ণা অতিশয় বর্দ্ধিত হইতেছে; হে ভগবন্! আপনি এই কথা সবিস্তরে আমাকে বলুন। ৫

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—শ্রীরাম রাক্ষসগণকে বধ করিয়া রাজ্যে উপস্থিত হইলে পর সমস্ত মুনিগণ(১) শ্রীরামকে বন্দনা করিবার জন্য অযোধ্যায় আগমন করিলেন। ৬

বিশ্বামিত্র, অসিত, কন্ব, দুর্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরাঃ, কশ্যপ, বামদেব,

(১) মুনিগণের নাম সম্বন্ধে প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণে—

"কৌশিকোঽথ যবক্রীতো বৈদশ্চ্যবন এব চ।
ক্রথো মেধাতিথেঃ পুত্রঃ পূর্ব্বাং যে সংশ্রিতা দিশম্।
স্বস্ত্যাত্রেয়োঽথ ভগবান্ মুমুচুঃ প্রমুচুস্তথা।
আজগ্মুস্তে মহাত্মানো যে শ্রিতা দক্ষিণাং দিশম্।
উষদ্গুঃ কমঠো ধৌম্যো রৌদ্রাশ্বশ্চ মহাতপাঃ।
তেঽপ্যাজগ্মুঃ সশিষ্যা বৈ প্রতীচীং যে শ্রিতা দিশম্।
বশিষ্ঠং কশ্যপোঽত্রিশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজস্তথা সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ।
ঔদীচ্যাং দিশি সপ্তৈতে নিত্যমেব নিবাসিনঃ।
প্রাপ্য তে তু মহাত্মানো রাঘবস্য নিবেশনম্। ৭।১।২-৬

পাশ্চাত্ত্য রামায়ণে—

"কৌশিকোঽথ যবক্রীতো গার্গ্যো গালব এব চ।
কণ্বো মেধাতিথেঃ পুত্রঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি যে শ্রিতাঃ।
স্বস্ত্যাত্রেয়শ্চ ভগবান্ নমুচিঃ প্রমুচিস্তথা।
অগস্ত্যোঽত্রিশ্চ ভগবান্ সুমুখো বিমুখস্তথা।
আজগ্মুস্তে সহাগস্ত্যা যে শ্রিতা দক্ষিণং দিশম্।
নৃষঙ্গুঃ কবষো ধৌম্যঃ কৌশেয়শ্চ মহানৃষিঃ।
তেঽপ্যাজগ্মুঃ সশিষ্যা বৈ যে শ্রিতাঃ পশ্চিমাং দিশম্।
বশিষ্ঠঃ কশ্যপোঽথাত্রির্বিশ্বামিত্রঃ সগৌতমঃ।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজস্তেঽপি সপ্তর্ষয়স্তথা।
ঔদীচ্যাং দিশি সপ্তৈতে নিত্যমেব নিবাসিনঃ॥' ৭।১।২-৬

অগস্ত্যঃ সহ শিষ্যৈশ্চ মুনিভিঃ সহিতোঽভ্যগাৎ।
দ্বারমাসাদ্য রামস্য দ্বারপালমথাব্রবীৎ ॥ ৮
ব্রূহি রামায় মুনয়ঃ সমাগত্য বহিঃ স্থিতাঃ।
অগস্ত্যপ্রমুখাঃ সর্ব্বে আশীর্ভিরভিনন্দিতুম্ ॥ ৯
প্রতীহারস্ততো রামমগস্ত্যবচনাদ্ দ্রুতম্।
নমস্কৃত্যাব্রবীদ্ বাক্যং বিনয়াবনতঃ প্রভুম্ ॥১০
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদমগস্ত্যো মুনিভিঃ সহঃ।
দেব ত্বদ্দর্শনার্থায় প্রাপ্তো বহিরুপস্থিতঃ ॥ ১১
তমুবাচ দ্বারপাল প্রবেশয় যথাসুখম্।
পূজিতা বিবিশুর্বেশ্ম নানারত্নবিভূষিতম্ ॥ ১২
দৃষ্ট্বা রামো মুনীন্ শীঘ্রং প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাদিভিরাপূজ্য গাং নিবেদ্য যথাবিধি ॥ ১৩
নত্বা তেভ্যো দদৌ দিব্যান্যাসনানি যথার্হতঃ।
উপবিষ্টা প্রহৃষ্টাশ্চ মুনয়ো রামপূজিতাঃ ॥ ১৪

অত্রি, নির্ম্মল মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ এবং শিষ্যবৃন্দ সহ অগস্ত্য অযোধ্যায় শুভাগমন করিলেন। অগস্ত্য শ্রীরামের দ্বারদেশে গমন করিয়া দ্বারপালকে বলিলেন। ৭-৮

তুমি রামকে গিয়া বল যে, অগস্ত্য প্রভৃতি সমস্ত মুনিগণ আশীর্বাদ দ্বারা আপনাকে অভিনন্দিত করিবার জন্ত বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতেছেন। ৯

তদনন্তর দ্বারপাল অগস্ত্যের বাক্যানুসারে দ্রুত প্রভু শ্রীরামের নিকট গমন করিয়া নমস্কার করত বিনয়ে অবনত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন—দেব। আপনাকে দর্শন করিবার জন্ত মুনিগণের সহিত মহর্ষি অগস্ত্য আসিয়াছেন এবং তিনি বহির্দেশে অপেক্ষা করিতেছেন। ১০-১১

তখন শ্রীরাম তাহাকে বলিলেন,—দ্বারপাল। যথাসুখে তাঁহাদিগকে প্রবেশ করাও। তাহার পর সেই মুনিগণ পূজিত হইয়া নানারত্নসমূহে বিভূষিত রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ১২

শ্রীরাম মুনিগণকে দেখিয়া সত্বর কৃতাঞ্জলিপুটে উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া বিধি অনুসারে মধুপর্কে গো নিবেদন করত(১) প্রণামপূর্ব্বক যথাযোগ্যভাবে তাঁহাদিগকে দিব্য আসনসমূহ প্রদান করিলেন। শ্রীরাম কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সেই সব মুনিগণ অত্যন্ত আনন্দিত মনে উপবিষ্ট হইলেন। রাম তাঁহাদিগকে কুশল

সংপৃষ্টকুশলাঃ সর্ব্বে রামং কুশলমব্রুবন্।
কুশলং তে মহাবাহো সর্ব্বত্র রঘুনন্দন ॥ ১৫
দিষ্ট্যেদানীং প্রপশ্যামো হতশত্রুমরিন্দম।
ন হি ভারঃ স তে রাম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥১৬
সধনুস্ত্বং হি লোকাংস্ত্রীন্ বিজেতুং শক্ত এব চ।
দিষ্ট্যা ত্বয়া হতাঃ সর্ব্বে রাক্ষসা রাবণাদয়ঃ ॥ ১৭
সহ্যমেতন্মহাবাহো রাবণস্য নিবর্হণম্।
অসহ্যমেতৎ সম্প্রাপ্তং রাবণের্গন্নিষূদনম্ ॥ ১৮
অন্তকপ্রতিমাঃ সর্ব্বে কুম্ভকর্ণাদয়ো মৃধে।
অন্তকপ্রতিমৈর্বাণৈর্হতাস্তে রঘুসত্তম ॥ ১৯
দত্তা চেয়ং ত্বয়াস্মাকং পুরা হ্যভয়দক্ষিণা।
হত্বা রক্ষোগণান্ সংখ্যে কৃতকৃত্যোঽদ্য জীবসি।
শ্রুত্বা তু ভাষিতং তেষাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। ২১

জিজ্ঞাসা করিলে পর সকল মুনিগণও শ্রীরামকে নিজেদের কুশল সংবাদ বলিলেন। তারপর মুনিগণ বলিলেন,—মহাবাহো রঘুনন্দন রাম। তোমার সর্ব্বত্র কুশল ত? ১৩-১৫

হে অরিন্দম (শত্রুদমন) রাম। আমরা আজ সৌভাগ্যবলে তোমাকে শত্রুবধ করিয়া এই অযোধ্যায় উপস্থিত দর্শন করিতেছি। অবশ্য সেই রাক্ষসরাজ রাবণ তোমার নিকট কোনরূপ ভারই নহে। ১৬

তুমি ধনু ধারণ করিলে তিন লোককেই জয় করিতে সমর্থ। সৌভাগ্যক্রমে তুমি রাবণাদি সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ করিয়াছ। ১৭

মহাবাহো রাম। রাবণের এই বধ কোনরূপে সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু সেই রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিতের এই বধ অসম্ভবসম্ভব অর্থাৎ অসাধ্যসাধন করা হইয়াছে। ১৮

হে রঘুসত্তম রাম। যুদ্ধে কুম্ভকর্ণাদি সমস্ত রাক্ষসগণ সাক্ষাৎ অন্তক অর্থাৎ যমসদৃশ, ইহারাও তোমার অন্তকতুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহের আঘাতে নিহত হইয়াছে। ১৯

তুমি পূর্ব্বেই আমাদিগকে এই অভয়রূপ দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলে। সেই তুমি আজ সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া জীবিত রহিয়াছ। ২০

পূতাত্মা সেই মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করত রাম অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া করযোড়ে বলিলেন। ২১

(১) মধুপর্কের জন্ত গো নিবেদন করিয়া—"বৃষভং মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ" ইতি স্মৃতেঃ।
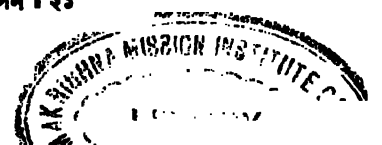
রাবণাদীনতিক্রম্য কুম্ভকর্ণাদিরাক্ষসান্ ।
ত্রিলোকজয়িনো হিত্বা কিং প্রশংসথ রাবণিম্ ॥ ২২
ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।
কুম্ভযোনির্মহাতেজা রামং প্রীত্যা বচোঽব্রবীৎ ॥ ২৩
শৃণু রাম যথাবৃত্তং রাবণে রাবণস্য চ ।
জন্মকর্ম্মবরাদানং সংক্ষেপাদ্ গদতো মম ॥ ২৪
পুরা কৃতযুগে রাম পুলস্ত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ।
তপস্তপ্তুং গতো বিদ্বান্ মেরোঃ পার্শ্বং মহামতিঃ ॥২৫
তৃণবিন্দোরাশ্রমেঽসৌ ন্যবসন্মুনিপুঙ্গবঃ ।
তপস্তেপে মহাতেজাঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ সদা ॥ ২৬
তত্রাশ্রমে মহারম্যে দেবগন্ধর্ব্বকন্যকাঃ ।
গায়ন্ত্যো ননৃতুস্তত্র হসন্ত্যো বাদয়ন্তি চ ॥ ২৮

আপনারা রাবণপ্রভৃতিকে অতিক্রম করিয়া এবং ত্রিলোক-বিজয়ী কুম্ভকর্ণাদি রাক্ষসদিগকে ত্যাগ করিয়া কেন রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন । ২২

তদনন্তর মহাত্মা রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করত মহাতেজা কুম্ভযোনি অগস্ত্যমুনি রামকে প্রীতিসহকারে এই কথা বলিলেন ? ২৩

রাম ! রাবণের ও রাবণপুত্র মেঘনাদের জন্ম, কর্ম্ম ও বর-গ্রহণ—এই সব যথাযথ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । ২৪

রাম ! পূরাকালে সত্যযুগে ব্রহ্মার মানসপুত্র বিদ্বান্ মহামতি পুলস্ত্য তপস্যা করিবার জন্য মেরুপর্ব্বতের পার্শ্বে গমন করেন ॥ ২৫

এই মহাতেজা মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য তৃণবিন্দুর আশ্রমে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বদা স্বাধ্যায়-নিরত হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন । ২৬

সেই অত্যন্ত রমণীয় আশ্রমে দেবকন্যা ও গন্ধর্ব্বকন্যাগণ গান করিতে করিতে নৃত্য করিত এবং হাস্য করিতে করিতে বাদ্যধ্বনি করিত । ২৭

পুলস্ত্যস্য তপোবিঘ্নং চক্রুঃ সর্ব্বা অনিন্দিতাঃ ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা ব্যাজহার বচো মহৎ ॥২৮
যা মে দৃষ্টিপথং গচ্ছেৎ সা গর্ভং ধারয়িষ্যতি ।
তাঃ সর্ব্বাঃ শাপসংবিগ্না ন তং দেশং প্রচক্রমুঃ ॥ ২৯
তৃণবিন্দোস্তু রাজর্ষেঃ কন্যা তন্নাশৃণোদবচঃ ।
বিচচার মুনেরগ্রে নির্ভয়া তং প্রপশ্যতী ॥ ৩০
বভূব পাণ্ডুরতনুর্ব্যঞ্জিতান্তঃশরীরজা ।
দৃষ্ট্বা সা দেহবৈবর্ণ্যং ভীতা পিতরমন্বগাৎ ॥ ৩১
তৃণবিন্দুশ্চ তাং দৃষ্ট্বা রাজর্ষিরমিতদ্যুতিঃ ।
ধ্যাত্বা মুনিকৃতং সর্ব্বমবৈদ্ বিজ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৩২
তাং কন্যাং মুনিবর্য্যায় পুলস্ত্যায় দদৌ পিতা ।
তাং প্রগৃহ্যাব্রবীৎ কন্যাং বাঢ়মিত্যেব স দ্বিজঃ ॥ ৩৩

সেই সব অনিন্দিতা কন্যাগণ পুলস্ত্যের তপস্যায় বিঘ্নসৃষ্টি করিতে লাগিল । তখন মহাতেজা পুলস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া এই মহৎ বাক্য বলিলেন । ২৮

যে কন্যা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, সেই কন্যাই গর্ভ ধারণ করিবে । তখন সেই সব কন্যাগণ পুলস্ত্যের এই শাপে উদ্বিগ্ন হইয়া সেই দেশে আর আসিত না । ২৯

কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা(১) সেই পুলস্ত্যের অভিশাপবাক্য শ্রবণ করে নাই, সেইহেতু সেই কন্যা মুনিকে দেখিতে দেখিতে মুনির অগ্রেই নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল । ৩০

ইহাতে সেই কন্যার দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইল এবং গর্ভের লক্ষণ স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়া পড়িল । তখন কন্যা নিজের দেহের বিবর্ণতা লক্ষ্য করত ভীতা হইয়া পিতা তৃণবিন্দুর নিকটে গমন করিল । ৩১

অমিততেজা রাজর্ষি তৃণবিন্দু স্বীয় কন্যাকে দেখিয়া ধ্যান করত বিজ্ঞান দৃষ্টিতে অর্থাৎ তপোলব্ধ শক্তিবলে পুলস্ত্যমুনিকৃত সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন । ৩২

তখন পিতা তৃণবিন্দু মুনিগণের বরণীয় সেই মহর্ষি পুলস্ত্যকে সেই কন্যা দান করিলেন । সেই সময় দ্বিজবর পুলস্ত্য সেই কন্যাকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আমি আপনার কন্যাকে গ্রহণের স্বীকৃতি দিলাম । ৩৩

(১) তৃণবিন্দু ও তাঁহার কন্যা প্রসঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি,—

"তাত দৃষ্ট্বা তথাভূতাং তৃণবিন্দুরথাব্রবীৎ । কিং ত্বমেতদ-সদৃশং ধারয়স্যাত্মনো বপুঃ । সাথ কৃতাঞ্জলির্দীনা কন্যোবাচ তপোধনম্ । ন জানে কারণং তাত যেন মে রূপমীদৃশম্ । কিন্তু পূর্ব্বং গতাস্ম্যেকা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ । পুলস্ত্যস্যাশ্রম-পদময়েষ্টুং স্বসখীজনম্ । ন চ পশ্যাম্যহং তত্র কাঞ্চিদভ্যাগতাং সখীম্ । রূপস্য তু বিপর্য্যাসং দৃষ্ট্বা চাহমিহাগতা । তৃণবিন্দুস্তু রাজর্ষিস্তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ । ধ্যানং বিবেশ তচ্চাপি দদর্শ মুনিশাপজম্ । ৭।২।১৭-২১

শুশ্রূষণপরাং দৃষ্ট্বা মুনিঃ প্রীতোঽব্রবীদ্ বচঃ।
দাস্যামি পুত্রমেকং তে উভয়োর্বংশবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৪
ততঃ প্রাসূত সা পুত্রং পুলস্ত্যাল্লোকবিশ্রুতম্।
বিশ্রবা ইতি বিখ্যাতঃ পৌলস্ত্যো ব্রহ্মবিন্মুনিঃ ॥ ৩৫
তস্য শীলাদিকং দৃষ্ট্বা ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
ভার্য্যার্থং স্বাং দুহিতরং দদৌ বিশ্রবসে মুদা ॥ ৩৬
তস্যাস্তু পুত্রঃ সঞ্জজ্ঞে পৌলস্ত্যাল্লোকসম্মতঃ।
পিতৃতুল্যো বৈশ্রবণো ব্রহ্মণা চানুমোদিতঃ ॥ ৩৭
দদৌ তত্তপসা তুষ্টো ব্রহ্মা তস্মৈ বরং শুভম্।
মনোঽভিলষিতং তস্য ধনেশত্বমখণ্ডিতম্ ॥ ৩৮
ততো লব্ধবরঃ সোঽপি পিতরং দ্রষ্টুমাগতঃ।
পুষ্পকেণ ধনাধ্যক্ষো ব্রহ্মদত্তেন ভাস্বতা ॥ ৩৯
নমস্কৃত্যাথ পিতরং নিবেদ্য তপসঃ ফলম্।
প্রাহ মে ভগবান্ ব্রহ্মা দত্ত্বা বরমনিন্দিতম্ ॥ ৪০
নিবাসায় ন মে স্থানং দত্তবান্ পরমেশ্বরঃ।
ব্রূহি মে নিয়তং স্থানং হিংসা যত্র ন কস্যচিৎ ॥ ৪১
বিশ্রবা অপি তং প্রাহ লঙ্কা নাম পুরী শুভা।
রাক্ষসানাং নিবাসায় নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৪২
ত্যক্ত্বা বিষ্ণুভয়াদ্দৈত্যা বিবিশুস্তে রসাতলম্।
সা পুরী দুষ্প্রধর্ষান্যৈর্মধ্যেসাগরমাস্থিতা ॥ ৪৩
তত্র বাসায় গচ্ছ ত্বং নান্যৈঃ সাধিষ্ঠিতা পুরা।
পিত্রাদিষ্টস্তু সৌ গত্বা তাং পুরীং ধনদোঽবিশৎ ॥ ৪৪
স তত্র সুচিরং কালমুবাস পিতৃসম্মতঃ।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সুমালী নাম রাক্ষসঃ ॥ ৪৫

সেবাপরায়ণা সেই কন্যাকে দেখিয়া একদিন মুনিবর পুলস্ত্য প্রসন্ন হইয়া এই কথা বলিলেন,—শুভে! মাতৃ ও পিতৃকুলের বংশবর্দ্ধন এক পুত্র আমি তোমাকে প্রদান করিব। ৩৪

তদনন্তর সেই কন্যা পুলস্ত্য হইতে লোকবিশ্রুত এক পুত্র প্রসব করিলেন। পুলস্ত্যনন্দন ব্রহ্মজ্ঞ সেই মুনি জগতে বিশ্রবা(১) নামে বিখ্যাত হইলেন। ৩৫

তাঁহার সৎস্বভাব ও ব্যবহারাদি দর্শন করত মহামুনি ভরদ্বাজ ভার্য্যারূপে নিজ কন্যাকে বিশ্রবামুনির হস্তে সানন্দে সমর্পণ করিলেন। ৩৬

তখন পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা হইতে সেই কন্যার গর্ভে এক লোকসম্মত পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহার নাম বৈশ্রবণ (কুবের)। ইনি পিতৃতুল্য তেজস্বী এবং ব্রহ্মার অর্থাৎ নিজের প্রপিতামহ ব্রহ্মার অনুমোদিত—ব্রহ্মার অতিশয় প্রিয়ভাজন ছিলেন। ৩৭

এই বৈশ্রবণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহার মনোঽভিলষিত 'ধনপতি হইবার' শুভ বর তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ৩৮

তদনন্তর ব্রহ্মার নিকট হইতে বর লাভ করিয়া সেই ধনাধ্যক্ষ বৈশ্রবণ ব্রহ্মাকর্তৃক প্রদত্ত ভাস্বর পুষ্পকবিমানে করিয়া পিতা বিশ্রবাকে দর্শন করিতে আসিলেন। ৩৯

তথায় পিতাকে নমস্কার করত তপস্যার ফল নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন,—ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে এই অত্যুত্তম বর প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই পরমেশ্বর আমাকে বাস করিবার জন্য কোনও স্থান দান করেন নাই। হে পিতঃ! যেস্থানে কাহারও কোনও হিংসা না হয়, এরূপ এক নির্দিষ্ট স্থান আপনি আমাকে বলুন। ৪০-৪১

তখন বিশ্রবাও তাঁহাকে বলিলেন,—লঙ্কানামে উত্তম নগরী আছে। রাক্ষসগণের বাসের জন্য বিশ্বকর্ম্মা এই নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৪২

এই লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণ বিষ্ণুর ভয়ে লঙ্কা ত্যাগ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিয়াছে (অতল, বিতল, সুতল, তলাতল রসাতল, মহাতল ও পাতাল—এই সপ্ত পাতাল (অধোলোক)-মধ্যে রসাতল পঞ্চম অধোলোক।) সাগরের মধ্যে অবস্থিতা এই নগরী অন্য সকলেরই পক্ষে দুর্দ্ধর্ষা। ৪৩

পুত্র! তুমি বাসের জন্য সেস্থানে গমন কর, রাক্ষসগণ সেই নগরী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর এখনও সেস্থানে অন্য কাহারাও বাস করে নাই। পিতা বিশ্রবা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই ধনদাতা কুবের সেই লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়া উহাতে প্রবেশ করিলেন। ৪৪

পিতার সম্মতি অনুসারে ধনাধ্যক্ষ কুবের তথায় বহুকাল বাস করিলেন। তারপর কিছুকাল অতিবাহিত হইলে সুমালী

(১) পুলস্ত্যপুত্রের বিশ্রবা নাম হইবার কারণ বাল্মীকি-রামায়ণে,—"উভয়োর্বংশকর্ত্তারং পৌলস্ত্য ইতি বিশ্রুতম্। যস্মাৎ তু বিশ্রুতো বেদস্ত্বয়েহাধ্যয়তো মম। তস্মাৎ স বিশ্রবা নাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।" ৭।২।২৯-৩০

বিশ্রবার পুত্রের 'বৈশ্রবণ' নাম স্বয়ং ব্রহ্মা রাখিয়াছিলেন,—"তস্মিন্ জাতে তু সন্তুষ্টঃ স বভূব পিতামহঃ। নাম চাস্যাকরোৎ প্রীতঃ সার্দ্ধং দেবর্ষিভিস্তদা। যস্মাদ্ বিশ্রবসোঽপত্যং সাদৃশ্যাদ্ বিশ্রবা ইব। তস্মাদ্ বৈশ্রবণো নাম ভবিষ্যত্যেষ বিশ্রুতঃ।" ৭।৩।৬-৭

রসাতলান্মর্ত্ত্যলোকং চচার পিশিতাশনঃ।
গৃহীত্বা তনয়াং কন্যাং সাক্ষাদ্দেবীমিব শ্রিয়ম্ ॥ ৪৬
অপশ্যদ্ধনদং দেবং চরন্তং পুষ্পকেণ সঃ।
হিতায় চিন্তয়ামাস রাক্ষসানাং মহামনাঃ ॥ ৪৭
উবাচ তনয়াং তত্র নৈকষীং নাম নামতঃ।
বৎসে বিবাহকালস্তে যৌবনং চাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৮
প্রত্যাখ্যানাচ্চ ভীতৈস্ত্বং ন বরৈর্গৃহ্যসে শুভে।
সা ত্বং বরয় ভদ্রং তে মুনিং ব্রহ্মকুলোদ্ভবম্ ॥ ৪৯
স্বয়মেব ততঃ পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ।
ঈদৃশঃ সর্ব্বশোভাঢ্যা ধনদেন সমাঃ শুভে ॥ ৫০
তথেতি সাশ্রমং গত্বা মুনেরগ্রে ব্যবস্থিতা।
লিখন্তী ভুবমগ্রেণ পাদেনাধোমুখী স্থিতা ॥ ৫১
তামপৃচ্ছৎ মুনিঃ কা ত্বং কন্যাসি বরবর্ণিনি।
সাব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ব্রহ্মন্ ধ্যানেন জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৫২
ততো ধ্যাত্বা মুনিঃ সর্ব্বং জ্ঞাত্বা তাং প্রত্যভাষত।
জ্ঞাতং তত্ত্বাভিলষিতং মত্তঃ পুত্রানভীপ্সসি ॥ ৫৩
দারুণায়াং তু বেলায়ামাগতাসি সুমধ্যমে।
অতস্তে দারুণৌ পুত্রৌ রাক্ষসৌ সম্ভবিষ্যতঃ ॥ ৫৪

নামে এক রাক্ষস রসাতল হইতে আসিয়া মর্ত্তালোকে বিচরণ করিতে লাগিল। একদিন সেই মাংসাশী রাক্ষস সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-দেবীর ন্যায় সুন্দরী কন্যাকে লইয়া দেখিল—পুষ্পকবিমানযোগে ধনদ দেব কুবের বিচরণ করিতেছেন। তখন সেই মহামনা রাক্ষস সুমালী রাক্ষসকুলের হিতের জন্য চিন্তা করিতে লাগিল। ৪৫-৪৭

তথায় নৈকষী(১) নামে নিজ কন্যাকে বলিল,—বৎসে! তোমার বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে এবং যৌবন অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। ৪৮

শুভে! তোমার প্রত্যাখ্যানের ভয়ে কোনও উপযুক্ত বরই তোমাকে গ্রহণ করিতে আসে নাই; অতএব তুমি স্বয়ংই যাইয়া ব্রহ্মবংশসম্ভূত মুনিবর বিশ্রবাকে পতিরূপে বরণ কর। ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে। সেই মুনিবর হইতে তোমার মহাবল বহু পুত্র লাভ হইবে। শুভে! তাহারা সকলে ধনদ কুবেরের তুল্য এইরূপ সর্ব্বশোভাসম্পন্ন হইবে। ৪৯-৫০

তখন সেই কন্যা 'তাহাই হউক' বলিয়া আশ্রমে গমন করত মুনির অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল এবং তথায় পাদাগ্রভাগ দ্বারা ভূমিতে লিখিতে লিখিতে (আঁক কাটিতে কাটিতে কি বলিব? এবং মুনিবরই বা তাহাকে কি বলিবেন? এই সব নানা জল্পনা-কল্পনা করিতে করিতে) অধোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ৫১

তাহার পর মুনিবর বিশ্রবা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বরবর্ণিনি (উত্তমরূপবতী সুন্দরি)! তুমি কে এবং কাহার কন্যা?(২) তখন সেই কন্যা কৃতাঞ্জলি হইয়া মুনিবরকে বলিল,—ব্রহ্মন্! আপনি ধ্যানযোগে ইহা অবগত হউন। ৫২

তদনন্তর মুনিবর বিশ্রবা ধ্যান করত সব কিছুই জানিয়া তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—তোমার যথার্থ অভিলাষ জ্ঞাত হইয়াছি; তুমি আমা হইতে বহু পুত্র লাভের বাসনা করিয়াছ। ৫৩

সুমধ্যমে! কিন্তু তুমি এই দারুণ(৩) সময়ে আসিয়াছ; অতএব তোমার দুইটি দারুণ রাক্ষস পুত্র হইবে। ৫৪

(১) পাশ্চাত্ত্য বাল্মীকিরামায়ণে 'নৈকষী' এই নামের স্থানে 'কৈকসী' নাম গৃহীত হইয়াছে—"অথাব্রবীৎ সুতাং রক্ষ কৈকসীং নাম নামতঃ। ৭।৯।৭

(২) বাল্মীকিরামায়ণে কন্যাসমীপে মুনির প্রশ্ন—"ভদ্রে কস্যাসি দুহিতা কুতো বা ত্বমিহাগতা। কিং কার্য্যং কস্য বা হেতো তত্ত্বতো ব্রূহি তচ্ছুভে" ৭।৯।১৮

মুনিকে উত্তরদান প্রসঙ্গে কন্যার বাক্যরূপে মহর্ষি বাল্মীকি,—"এবমুক্তা তু সা কন্যা কৃতাঞ্জলিরথাব্রবীৎ। রাক্ষসীং বিদ্ধি মাং ব্রহ্মন্ শাসনাৎ পিতুরাগতা। নৈকসীমিতি নাম্না বৈ শেষং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি। তপঃপ্রভাবেণ মুনে যদর্থমহমাগতা।" ৭।৯।১৯-২০

(৩) দারুণ বেলায় আগমন উপলক্ষ্য করিয়া বাল্মীকি-রামায়ণে—"এতস্মিন্নন্তরে রাম পুলস্ত্যতনয়ো দ্বিজঃ। অগ্নি-হোত্রমুপাতিষ্ঠচ্চতুর্থ ইব পাবকঃ। সা তু তং দারুণং কালমবুদ্ধ্বা পিতৃগৌরবাৎ। উপসৃত্যাগ্রতস্তস্য চরণেঽধোমুখী স্থিতা।" ৭।৯।১৫-১৬

এই অবস্থায় মুনির বাক্য বাল্মীকিরামায়ণে—"সুতাভিলাষো মত্তস্তে মত্তমাতঙ্গগামিনি। দারুণায়াং তু বেলায়াং যস্মাৎ ত্বং সমুপস্থিতা। শৃণু তস্মাৎ সুতান্ ভদ্রে যাদৃশান্ জনয়িষ্যসি। দারুণান্ দারুণাকারান্ দারুণাভিজনপ্রিয়ান্। জনয়িষ্যাসি সুশ্রোণি রাক্ষসান্ ক্রূরকর্ম্মণঃ।" ৭।৯।২২-২৪

সাব্রবীন্মুনিশার্দ্দূলং ত্বত্তোঽপ্যেবংবিধৌ সুতৌ।
তামাহ পশ্চিমো যস্তে ভবিষ্যতি মহামতিঃ ॥ ৫৫
মহাভাগবতঃ শ্রীমান্ রামভক্ত্যেকতৎপরঃ।
ইত্যুক্তা সা তথা কালে সুষুবে দশকন্ধরম্ ॥ ৫৬
রাবণং বিংশতিভুজং দশশীর্ষং সুদারুণম্।
তত্রক্ষো জাতমাত্রেণ চচাল চ বসুন্ধরা ॥ ৫৭
বভূবুর্নাশহেতূনি নিমিত্তান্যখিলান্যপি।
কুম্ভকর্ণস্ততো জাতো মহাপর্ব্বতসন্নিভঃ ॥ ৫৮
ততঃ শূর্পণখা নাম জাতা রাবণসোদরা।
ততো বিভীষণো জাতঃ শান্তাত্মা সৌম্যদর্শনঃ ॥ ৫৯
স্বাধ্যায়ী নিয়তাহারো নিত্যকর্ম্মপরায়ণঃ।
কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা দ্বিজান্ সন্তুষ্টচেতসঃ ॥ ৬০
ভক্ষয়ন্নৃষিসঙ্ঘাংশ্চ বিচচারাতিদারুণঃ।
রাবণোঽপি মহাসত্ত্বো লোকানাং ভয়দায়কঃ।
ববৃধে লোকনাশায় হ্যাময়ো দেহিনামিব ॥ ৬১
রাম ত্বং সকলান্তরস্থমভিতো জানাসি বিজ্ঞানদৃক্
সাক্ষী সর্ব্বহৃদি স্থিতো হি পরমো নিত্যোদিতো নির্ম্মলঃ।
ত্বং লীলমনুজাকৃতিঃ স্বমহিমা মায়াগুণৈর্নাঞ্জ্যসে
লীলার্থং প্রতিচোদিতোঽস্মি ভবতো বক্ষ্যামি রক্ষোদ্ভবম্ ॥ ৬২
জানামি কেবলমনন্তমচিন্ত্যশক্তিং
চিন্মাত্রমক্ষরমজং বিদিতাত্মতত্ত্বম্।
ত্বাং রাম মূঢ়নিজরূপমনুপ্রবুদ্ধো
মূঢ়োঽপ্যহং ভবদনুগ্রহতশ্চরামি ॥ ৬৩

তখন সেই কন্যা বলিল,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনা হইতে আমার এরূপ পুত্রলাভ হইবে? ইহাতে মুনিবর বলিলেন,—তোমার যে অন্তিম পুত্র হইবে, সে মহামতি, মহাভাগবত, শ্রীমান্ ও একমাত্র রামভক্তিপরায়ণ হইবে। তিনি এই কথা বলিলে পর সেই নৈকষী সেই কালে দশকন্ধর, বিংশতিবাহু, দশমস্তক ও অতি নিদারুণ রাবণ নামে এক পুত্র প্রসব করিল। সেই রাক্ষস জন্মিবামাত্রই পৃথিবী কম্পিতা হইলেন। ৫৫-৫৭

এইরূপ অন্যান্য বহু নাশকর দুর্নিমিত্তসকল (অপশকুন) উদ্ভূত হইল। তদনন্তর মহাপর্ব্বততুল্য বিশাল দেহ কুম্ভকর্ণ জন্মলাভ করিল। ৫৮

তাহার পর রাবণের সহোদরা ভগিনী শূর্পণখা নামে উৎপন্ন হইল। তৎপরে শান্তচিত্ত সৌম্যদর্শন বিভীষণ জন্মলাভ করিলেন। ৫৯

এই বিভীষণ নিত্য স্বাধ্যায়পরায়ণ, পরিমিতাহারী এবং নিত্য সৎকর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু অতি নিদারুণ দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ সন্তুষ্টচিত্ত দ্বিজগণকে এবং ঋষিসঙ্ঘকে ভক্ষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিল। দেহধারী জীবগণের বিনাশের জন্য যেরূপ রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ লোকসকলের ভয়দায়ক মহাক্রমশালী রাবণও লোকসমূহের বিনাশের জন্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ৬০-৬১

রাম! তুমি সকলের অন্তরে অবস্থিত সর্ব্ববিষয় পূর্ণরূপে অবগত আছ; কারণ, তুমি বিজ্ঞানরূপে সর্ব্বদর্শী। তুমি সকলের হৃদয়বাসী সাক্ষিস্বরূপ পরমাত্মা, নিত্যপ্রকাশ ও নির্ম্মল। তুমি লীলা করিবার জন্য এই মনুষ্যাকাররূপ ধারণ করিয়াছ, স্বমহিমার ভাস্বর এই মায়াগুণসমূহ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি লীলার জন্যই আমাকে এই রাক্ষসকুলের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে আদেশ করিয়াছ অথবা প্রেরিত করিয়াছ, সেই-হেতু তোমার নিকট এই রাক্ষসকুলের উৎপত্তি বর্ণনা করিতেছি। ৬২

হে রাম! আমি মূঢ় অর্থাৎ মোহগ্রস্ত মূর্খ হইলেও তোমার অনুগ্রহে তোমাকে জানি। তুমি কেবল অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-

কন্যাকে সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে মুনি যে কথা বলিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বাল্মীকি—"পশ্চিমো যস্তব সুতো ভবিষ্যতি শুভাননে। মম বংশানুরূপঃ স ধর্ম্মাচারো ন সংশয়ঃ। ৭।৯।২৭

(১) সদ্যোজাত সন্তান দশাননের আকৃতিবর্ণনে বাল্মীকি—"এবমুক্তা তু সা কন্যা রাম কালেন কেনচিৎ। জনয়ামাস বীভৎসং রক্ষোরূপং সুদারুণম্। দশশীর্ষং মহাদংষ্ট্রং নীলাঞ্জনচয়প্রভম্। তাম্রোষ্ঠং বিংশতিভুজং মহাস্যং দীপ্তমূর্দ্ধজম্। ৭।৯।২৮-২৯

(২) রাবণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে সব দুর্লক্ষণ তৎকালীন পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি,—"জাতমাত্রে ততস্তস্মিন্ সজ্বালকবলাঃ শিবাঃ। ক্রব্যাদাশ্চাপসব্যানি মণ্ডলানি বিচক্রমুঃ। ববর্ষ রুধিরং দেবো মেঘাশ্চ খরনিস্বনাঃ। প্রবভৌ ন চ বৈ সূর্য্যো মহোল্কাশ্চাপতন্ ভুবি। চকম্পে জগতী চৈব ববুর্বাতাশ্চ দারুণাঃ। অক্ষোভ্যঃ ক্ষোভিতশ্চৈব সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।" ৭।৯।৩০-৩২

(৩) কুম্ভকর্ণ সম্বন্ধে মহামুনি বাল্মীকির বাক্য—"তস্য ত্বনন্তরং জাতঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ। প্রমাণাদ্ যস্য বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে।" ৭।৯।৩৪

(৪) নিয়ত আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় অনুশাসন—"দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈস্তোয়েনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ।"

এবং বদন্তমিনবংশপবিত্রকীর্ত্তিঃ

কুম্ভোদ্ভবং রঘুপতিঃ প্রহসন্ বভাষে।

মায়াশ্রিতং সকলমেতদনন্যকত্বাদ্

মৎকীর্ত্তনং জগতি পাপহরং নিবোধ ॥৬৪

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

উত্তরকাণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

স্বরূপ, অতএব অনন্ত, অচিন্তনীয় শক্তিশালী, চৈতন্যস্বরূপ, অক্ষর—নাশরহিত এবং অজ—জন্মরহিত। তুমি নিজ তত্ত্ব কেবল নিজেই অবগত আছ ও তুমি নিজ স্বরূপ গোপন করিয়া রাখিয়াছ। আমি তোমার আজ বাক্যপ্রেরণায় অনুপ্রবৃত্ত হইয়া তোমার প্রতি মনুষ্যবৎ আচরণ করিতেছি অর্থাৎ তোমাকে মানুষ ভাবিয়া আজ তোমার নিকট রাক্ষসবংশের উদ্ভব বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছি। ৬৩

কুম্ভোৎপন্ন মহর্ষি অগস্ত্য এরূপ বলিতে থাকিলে সূর্য্যবংশের পবিত্রকীর্ত্তি রঘুপতি রাম হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন,—আমা হইতে ভিন্ন বলিয়া এই সব পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎ মায়াশ্রিত অর্থাৎ মায়াময়। জগতে আমার নাম, গুণ ও লীলাকীর্ত্তন সমস্ত পাপহরণকারী বলিয়া জানিও। ৬৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে উত্তরকাণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(রাবণাদি রাক্ষসানাং তপস্যা, ব্রহ্মতস্তেষাং বরলাভঃ, রাবণস্য দিগ্‌বিজয়বর্ণনঞ্চ)

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শ্রীরামবচনং শ্রুত্বা পরমানন্দনির্ভরঃ।

মুনিঃ প্রোবাচ সদসি সর্ব্বেষাং তত্র শৃণ্বতাম্ ॥ ১

অথ বিত্তেশ্বরো দেবস্তত্র কালেন কেনচিৎ।

আযযৌ পুষ্পকারূঢ়ঃ পিতরং দ্রষ্টুমঞ্জসা ॥ ২

দৃষ্ট্বা স্বং নৈকষী তত্র ভ্রাজমানং মহৌজসম্।

রাক্ষসী পুত্রসামীপ্যং গত্বা রাবণমব্রবীৎ ॥ ৩

পুত্র পশ্য ধনাধ্যক্ষং জ্বলন্তং স্বেন তেজসা।

ত্বমপ্যেবং যথা ভূয়াস্তথা যত্নং কুরু প্রভো ॥ ৪

তচ্ছ্রুত্বা রাবণো রোষাৎ প্রতিজ্ঞামকরোদ দ্রুতম্।

ধনদেন সমো বাপি হ্যধিকো বাচিরেণ তু ॥ ৫

ভবিষ্যাম্যম্ব মাং পশ্য সন্তাপং ত্যজ সুব্রতে।

ইত্যুক্ত্বা দুষ্করং কর্ত্তুং তপঃ স দশকন্ধরঃ ॥ ৬

আগমৎ ফলসিদ্ধ্যর্থং গোকর্ণং তু সহানুজঃ।

স্বং স্বং নিয়মমাস্থায় ভ্রাতরস্তে তপো মহৎ ॥ ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[রাবণাদি রাক্ষসগণের তপস্যা, ব্রহ্মা হইতে তাহাদের বর লাভ এবং রাবণের দিগ্‌বিজয় বর্ণন।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করত পরমানন্দে নির্ভর হইয়া মুনিবর অগস্ত্য সেই সভামধ্যে সকল শ্রোতাদিগের সম্মুখে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১

অনন্তর কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে পর ধনপতি দেব কুবের পুষ্পকবিমানে আরোহণ করত পিতা বিশ্রবামুনিকে দর্শন করিবার জন্য সত্বর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২

রাক্ষসী নৈকষী তথায় মহাতেজা কুবেরকে দেদীপ্যমান দেখিয়া পুত্রের নিকটে গিয়া রাবণকে বলিল (১)। ৩

পুত্র! স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান এই ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে অবলোকন কর। সামর্থ্যশালী (অথবা আমার মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ) পুত্র! তুমিও যাহাতে এরূপ হইতে পার, সেইরূপ যত্ন কর। ৪

মাতার এই কথা শ্রবণ করত রাবণ রোষভরে সত্বর প্রতিজ্ঞা করিল,—মাতঃ! আমি অবিলম্বে ধনদাতা কুবেরের সদৃশ অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক হইব। সুব্রতে! তুমি আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং মনের সন্তাপ পরিত্যাগ কর। এই কথা বলিয়া দশকন্ধর রাবণ কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের সহিত ইষ্টসিদ্ধি লাভের নিমিত্ত দুষ্কর তপস্যা করিতে গোকর্ণ

(১) এ বিষয়ে বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায়,—"তং দৃষ্ট্বা নৈকসী তত্র জ্বলন্তমিব তেজসা। আগম্য রাক্ষসীং বুদ্ধিং দশগ্রীবমুবাচ হ। পুত্র বৈশ্রবণং পশ্য ভ্রাতরং তেজসাবৃতম্। ভ্রাতৃভাবে সমে চাপি পশ্যাত্মানং ত্বমীদৃশম্। দশগ্রীব তথা যত্নং কুরুষ্বামিতবিক্রম। যথা ত্বমপি মে পুত্র ভবের্বৈশ্রবণোপমঃ।" ৭।৯।৪১-৪৩

আস্থিতা দুষ্করং ঘোরং সর্বলোকৈকতাপনম্
দশবর্ষসহস্রাণি কুম্ভকর্ণোঽকরোত্তপঃ ॥ ৮
বিভীষণোঽপি ধর্ম্মাত্মা সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি পাদনৈকেন তস্থিবান্ ॥ ৯
দিব্যবর্ষসহস্রং তু নিরাহারো দশাননঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শীর্ষমগ্নৌ জুহাব সঃ।
এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্যাতিচক্রমুঃ ॥ ১০
অথ বর্ষসহস্রে তু দশমে দশমং শিরঃ।
ছেত্তুকামস্য ধর্ম্মাত্মা প্রাপ্তশ্চাথ প্রজাপতিঃ ॥ ১১
বৎস বৎস দশগ্রীব প্রীতোঽস্মীত্যভ্যভাষত।
বরং বরয় দাস্যামি যত্তে মনসি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ১২
দশগ্রীবোঽপি তচ্ছ্রুত্বা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
অমরত্বং বৃণোমীশ বরদো যদি মে ভবান্।
সুপর্ণ-নাগ-যক্ষাণাং দেবতানাং তথা সুরৈঃ ॥ ১৩
অবধ্যত্বং তু মে দেহি তৃণভূতা হি মানুষাঃ।
তথাস্ত্বিতি প্রজাধ্যক্ষঃ পুনরাহ দশাননম্ ॥ ১৪

তীর্থে আগমন করিল। তথায় তিন ভ্রাতা নিজ নিজ নিয়ম অবলম্বন করিয়া কঠোর ঘোরতর মহাতপস্যায় নিমগ্ন হইল। তাহাদের এই তপস্যায় লোকসকল সন্তাপিত হইয়া উঠিল। কুম্ভকর্ণ তখন দশ হাজার বৎসর তপস্যা করিয়াছিল (১)। ৫-৮

সত্যধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা বিভীষণও একপদে দণ্ডায়মান হইয়া পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিলেন (২)। ৯

অন্যদিকে দশানন রাবণ দিব্য দশ হাজার বৎসর নিরাহারে থাকিয়া তপস্যা করিল। এই দশ হাজারের মধ্যে যখন এক এক হাজার বৎসর পূর্ণ হইত, তখন রাবণ তাহার দশ মস্তকের মধ্যে এক একটি মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিত। এইভাবে তাহার তপস্যায় নয় হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া যাইল (৩)। ১০

অনন্তর যখন তাহার দশ হাজার বর্ষ পূর্ণ হইল, তখন রাবণ তাহার দশম মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ১১

তারপর ব্রহ্মা রাবণকে বলিলেন,—বৎস। বৎস!! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। দশানন! তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা অনুরূপ বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বরদান করিব। ১২

তখন দশাননও ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করত অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে বলিল, (৪) হে ঈশ্বর! যদি আপনি আমাকে বরদানই করিবেন, তবে আমি আপনার নিকট হইতে 'অমর হইবার'

---

(১) কুম্ভকর্ণের তপস্যাবর্ণনায় মহর্ষি বাল্মীকি,—"কুম্ভকর্ণস্তদাত্যর্থং সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ। অতপ্যদ্ গ্রীষ্মকালে বৈ সোঽগ্নিভিঃ সূর্য্যপঞ্চমৈঃ। মেঘাম্বুসিক্তো বর্ষাসু বীরাসনমসেবত। এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তস্য তদা যযুঃ। সত্যে ধর্ম্মে চ রক্তস্য সৎপথাবস্থিতস্য চ॥" ৭।১০।৩-৫

(২) বিভীষণের তপস্যা অবলম্বনে বাল্মীকিরামায়ণে,—"বিভীষণস্তু ধর্ম্মাত্মা নিত্যং ধর্ম্মপরঃ শুচিঃ। পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি পাদেনৈকেন তস্থিবান্। সমাপ্তে নিয়মে তস্মিন্ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। পপাত পুষ্পবর্ষঞ্চ তুষ্টুবুশ্চৈব দেবতাঃ। পঞ্চবর্ষসহস্রাণি সূর্য্যমেবান্ববর্ত্তয়ন্। তস্থাবূর্দ্ধ-শিরোবাহুঃ স্বাধ্যায়াসক্তচেতনঃ। এবং বিভীষণস্যাপি গতানি সুমহাত্মনঃ। দশবর্ষসহস্রাণি স্বর্গস্থস্যেব নন্দনে।" ৭।১০।৬-৯

(৩) রাবণের অভিনব তপস্যার মস্তক আহুতিদান বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—"এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্যাতিচক্রমুঃ। শিরাংসি নব চাপ্যস্য প্রবিষ্টানি হুতাশনে।" ৭।১০।১১

(৪) রাবণের বরপ্রার্থনা ও তাহাকে ব্রহ্মার বরদানপ্রসঙ্গ বাল্মীকিরামায়ণে,—"ততোঽব্রবীদ্ দশগ্রীবঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। প্রণম্য শিরসা দেবং হর্ষগদ্গদয়া গিরা। ভগবন্ প্রাণিনাং নিত্যং নান্যত্র মরণাদ্ ভয়ম্। ন চ মৃত্যুসমঃ শত্রুরমরত্বমতো বৃণে। এবমুক্তস্ততো ব্রহ্মা দশগ্রীবমুবাচ হ। নাস্তি সর্বামরত্বং তে বরমন্যং বৃণীষ্ব বৈ। এবমুক্তস্তদা রাম ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা। দশগ্রীব উবাচেদং কৃতাঞ্জলিরথাগ্রতঃ। সুপর্ণ-যক্ষ-নাগানাং দৈত্য-দানব-রক্ষসাম্। অবধ্যঃ স্যাং প্রজাধ্যক্ষ দেবতানাঞ্চ সর্বশঃ। ন হি চিন্তা সমান্যেষু প্রাণিষু প্রপিতামহ। তৃণভূতা হি তে সর্ব্বে প্রাণিনো মানুষাদয়ঃ। এবমুক্তস্তু ধর্ম্মাত্মা দশগ্রীবেণ রক্ষসা। উবাচ বচনং দেবঃ সহ দেবৈঃ পিতামহঃ। ভবিষ্যত্যেবমেতত্তে বৎস রাক্ষসপুঙ্গব। এবমুক্ত্বা তু তং রাম দশগ্রীবং পিতামহঃ। শৃণু চাপি বরো ভূয়ঃ প্রীতস্যেহ শুভো মম। হুতানি যানি শীর্ষাণি পূর্ব্বমগ্নৌ ত্বয়ানঘ। পুনস্তানি ভবিষ্যন্তি তথৈব তব রাক্ষস। বিতরামীহ তে সৌম্য বরং চান্যং দুরাসদম্। ছন্দতস্তব রূপঞ্চ মনসা যদ্ যথেপ্সিতম্। এবং পিতামহোক্তস্য দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ। অগ্নৌ হুতানি শীর্ষাণি পুনস্তান্যুত্থিতানি বৈ।" ইত্যাদি। ১০।১৫।-২৫

অগ্নৌ হুতানি শীর্ষাণি যানি তেহসুরপুঙ্গব ।
ভবিষ্যন্তি যথাপূর্ব্বমক্ষয়াণি চ সত্তম ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা ততো রাম দশগ্রীবং প্রজাপতিঃ ।
বিভীষণমুবাচেদং প্রণতং ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৬
বিভীষণ ত্বয়া বৎস কৃতং ধর্ম্মার্থমুত্তমম্ ।
তপস্ততো বরং বৎস বৃণীষ্বাভিমতং স্থিতম্ ॥ ১৭
বিভীষণোহপি তাং নত্বা প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ।
দেব মে সর্ব্বদা বুদ্ধির্ধর্ম্মে তিষ্ঠতু শাশ্বতী ।
মা রোচয়ত্বধর্ম্মে মে বুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ১৮
ততঃ প্রজাপতিঃ প্রীতো বিভীষণমথাব্রবীৎ ।
বৎস ত্বং ধর্ম্মশীলোহসি তথৈব চ ভবিষ্যসি ॥ ১৯
অযাচিতোহপি তে দাস্যে হ্যমরত্বং বিভীষণ ।
কুম্ভকর্ণমথোবাচ বরং বরয় সুব্রত ॥ ২০
বাণ্যা ব্যাপ্তোহথ তং প্রাহ কুম্ভকর্ণঃ পিতামহম্ ।
স্বপ্স্যামি দেব ষণ্মাসান্ দিনমেকন্তু ভোজনম্ ॥ ২১
এবমস্ত্বিতি তং প্রাহ ব্রহ্মা দৃষ্ট্বা দিবৌকসঃ ।
সরস্বতী চ তদ্বক্ত্রান্নির্গতা প্রযযৌ দিবম্ ॥ ২২
কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ।
অনভিপ্রেতমেব স্যাৎ কিং নির্গতমহো বিধিঃ ॥২৩
সুমালী বরলব্ধাংস্তান্ জ্ঞাত্বা পৌত্রান্ নিশাচরান্ ।
পাতালান্নির্ভয়ঃ প্রায়াৎ প্রহস্তাদিভিরন্বিতঃ ॥ ২৪

বর প্রার্থনা করি। গরুড়, নাগ, যক্ষ ও দেবগণ এবং অসুরগণের অবধ্যত্ব বর আপনি আমাকে প্রদান করুন। মানুষেরা ত' আমার নিকট তৃণ-স্বরূপ। তখন প্রজাপতি 'তথাস্তু' বলিয়া বরদান করিলেন এবং পুনরায় দশাননকে বলিলেন ১৩-১৪

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি অগ্নিতে যে সকল মস্তক আহুতিদান করিয়াছ, তোমার সেই সব মস্তক পূর্ব্ববৎ হইবে। হে সাধুত্তম! তোমার এই মস্তকসকল অক্ষয় হইয়া থাকিবে। ১৫

হে রাম! রাবণকে এই কথা বলিয়া ভক্তবৎসল প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার পর প্রণত বিভীষণকে ইহা বলিলেন। ১৬

বৎস বিভীষণ! তুমি ধর্ম্মের জন্য উত্তম তপস্যা করিয়াছ। বৎস! তোমার মনে যে অভিলাষ আছে, তদনুসারে তুমি বর প্রার্থনা কর। ১৭

তখন বিভীষণও (১) কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন,—দেব! আমার বুদ্ধি যেন সর্ব্বদা ধর্ম্মে অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে, সর্ব্বত্র সব সময়ে আমার বুদ্ধি কখনও যেন অধর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়। ১৮

তদনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া বিভীষণকে বলিলেন, বৎস! তুমি স্বাভাবিক ধর্ম্মপরায়ণ, তোমার তাহাই হইবে। ১৯

বিভীষণ! তুমি প্রার্থনা না করিলেও আমি স্বয়ং তোমাকে 'অমরত্ব' প্রদান করিলাম। তাহার পর তিনি কুম্ভকর্ণকে বলিলেন,—সুব্রত! তুমি বর প্রার্থনা কর। ২০

তখন কুম্ভকর্ণ বাগ্দেবী কর্ত্তৃক আক্রান্ত (২) হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিল,—দেব! আমি ছয় মাস ধরিয়া নিদ্রা যাইব এবং একদিন ভোজন করিব। ২১

ব্রহ্মা অন্তরিক্ষে অদৃশ্য অবস্থায় স্থিত দেবগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই কুম্ভকর্ণকে বলিলেন,—'তথাস্তু'। বরলাভের পর কুম্ভকর্ণের বদন হইতে সরস্বতী নিক্রান্তা হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ২২

তারপর দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল—আমার এরূপ বর অভিলষিত না হইলেও কি করিয়া মুখ দিয়া এরূপ বরপ্রার্থনা নির্গত হইল? হায়! আমার দুরদৃষ্ট। ২৩

---

(১) বিভীষণের বর প্রার্থনা বাল্মীকিরামায়ণে,—"ভগবন্ কৃতমেতাবদ্ যন্মে লোকেশ্বরঃ প্রভুঃ। প্রীতো মে যদি দাতব্যো বরং মে শৃণু সুব্রত। পরমাপদ্গতস্যাপি ধর্ম্মে এব মতির্ভবেৎ। অশিক্ষিতঞ্চ ভগবন্ ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাতু মে। যা যা জায়েত মে বুদ্ধির্যেষু যেষ্বাশ্রমেষু চ। সা সা ভবতু ধর্ম্মিষ্ঠা তং তং ধর্ম্মং চরেত চ" ৭।১০।২৯-৩১

(২) বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়, ব্রহ্মাকে বরদান করিতে উদ্যত দেখিয়া দেবগণ বলিলেন,—"ন তাবৎ কুম্ভকর্ণায় প্রদাতব্যো বরস্ত্বয়া। জানাসি হি যথা লোকাংস্ত্রাসয়ত্যেষ রাক্ষসঃ। নন্দনেহপ্সরসঃ সপ্ত মহেন্দ্রানুচরাস্তথা। অনেন ভক্ষিতা ব্রহ্মন্ ঋষয়ো মানুষাস্তথা। তচ্ছাপো বরনামাস্মৈ দীয়তামমিতপ্রভ। লোকেভ্যঃ স্বস্তি চৈবং স্যাদ্ ভবেৎ তস্য চ সম্মতিঃ।" ৭।১০।৩৭-৩৯

দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর পিতামহ ব্রহ্মা—"এবমুক্তঃ সুরৈর্ব্রহ্মা চিন্তয়ন্ পদ্মসম্ভবঃ। দেবীং সরস্বতীং দেবঃ পদ্মাক্ষীং পদ্মসম্ভবাম্। ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতেষু জিহ্বা বুদ্ধির্ধৃতিঃ স্মৃতিঃ। চিন্তিতা চোপতস্থে সা পার্শ্বে দেবী সরস্বতী। বাণী ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভব বাগ্দেবতেপ্সিতা। ইত্যুক্তা সা প্রবিশ্যাথ তং বিবেশ নিশাচরম্। ৭।১০।৪০-৪৪

দশগ্রীবং পরিষ্বজ্য বচনং চেদমব্রবীৎ ।
দিষ্ট্যা তে পুত্র সংবৃত্তো বাঞ্ছিতো মে মনোরথঃ ॥ ২৫
যদ্ভয়াচ্চ বয়ং লঙ্কাং ত্যক্ত্বা যাতা রসাতলম্ ।
তদ্গতং নো মহাবাহো মহদ্বিষ্ণুকৃতং ভয়ম্ ॥ ২৬
অস্মাভিঃ পূর্ব্বমুষিতা লঙ্কেয়ং ধনদেন তে ।
ভ্রাত্রাক্রান্তামিদানীং ত্বং প্রত্যানেতুমিহার্হসি ॥ ২৭
সাম্না বাথ বলেনাপি রাজ্ঞাং বন্ধুঃ কুতঃ সুহৃৎ ।
ইত্যুক্তো রাবণঃ প্রাহ নার্হস্যেবং প্রভাষিতুম্ ॥ ২৮
বিত্তেশো গুরুরস্মাকমেবং শ্রুত্বা তমব্রবীৎ ।
প্রহস্তঃ প্রশ্রিতং বাক্যং রাবণং দশকন্ধরম্ ॥ ২৯

শৃণু রাবণ যত্নেন নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি
নাধীতা রাজধর্ম্মাস্তে নীতিশাস্ত্রং তথৈব চ ॥ ৩০
সুরাণাং ন হি সৌভ্রাত্রং শৃণু মে বদতঃ প্রভো ।
কশ্যপস্য সুতা দেবা রাক্ষসাশ্চ মহাবলাঃ ॥ ৩১
পরস্পরমযুধ্যন্ত ত্যক্ত্বা সৌহৃদমায়ুধৈঃ ।
নৈবেদানীন্তনং রাজন্ বৈরং দেবৈরনুষ্ঠিতম্ ॥ ৩২
প্রহস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা দশগ্রীবো দুরাত্মনঃ ।
তথেতি ক্রোধতাম্রাক্ষস্ত্রিকূটাচলমন্বগাৎ ॥ ৩৩
দূতং প্রহস্তং সংপ্রেষ্য নিষ্কাশ্য ধনদেশ্বরম্ ।
লঙ্কামাক্রম্য সচিবৈ রাক্ষসৈঃ সুখমাস্থিতঃ ॥ ৩৪

সুমালী দৌহিত্র রাবণাদি রাক্ষসগণ বরলাভ করিয়াছে জানিতে পারিয়া প্রহস্তাদি রাক্ষসগণের(১) সহিত নির্ভয়ে পাতাল হইতে প্রস্থিত হইয়া রাবণের নিকট গমন করিল । ২৪

তারপর দশানন রাবণকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিল,—পুত্র ! সৌভাগ্যবশতঃ আমার মনোগত বাসনা পূর্ণ হইয়াছে ॥ ২৫

যাঁহার ভয়ে আমরা লঙ্কা ত্যাগ করিয়া রসাতলে গমন করিয়াছিলাম, মহাবাহো ! সেই বিষ্ণুকৃত মহাভয় আমাদের দূর হইয়াছে । ২৬

আমরা পূর্ব্বে এই লঙ্কায় বাস করিতাম, তখন তোমার ভ্রাতা ধনপতি কুবের ইহাকে অধিকার করিয়াছে । শান্তিভাবেই হউক বা বল পূর্ব্বকই হউক তুমি এখন সেই লঙ্কাকে ফিরাইয়া আন । রাজাদিগের আবার বন্ধুই (উপকারকারী) কোথায় বা সুহৃৎ (শুভানুধ্যায়ী)-ই কোথায় ? বাহুবলই তাহাদের একমাত্র সম্বল । সুমালী রাবণকে এই কথা বলিলে পর রাবণ তাহাকে বলিল,—এরূপ বলা উচিত নহে । ২৭-২৮

কারণ, সেই ধনেশ্বর কুবের আমাদের গুরু (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) । রাবণের এরূপ কথা শ্রবণ করত প্রহস্ত সেই দশকন্ধর রাবণকে বিনীতভাবে বলিল । ২৯

রাবণ ! তুমি যত্নসহকারে আমাদের কথা শ্রবণ কর । তোমার এরূপ বলা উচিত নয় । তুমি রাজধর্ম্ম অধ্যয়ন কর নাই এবং সেইরূপ নীতিশাস্ত্রও অধ্যয়ন কর নাই (সেইজন্য এরূপ বলিতেছ) । ৩০

প্রভো ! আমি এখন যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর । দেবগণের মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ সৌহার্দ্দ নাই । মহাবল রাক্ষসগণ (কশ্যপপত্নী দিতিগর্ভজাত) এবং দেবগণ (কশ্যপপত্নী অদিতি-গর্ভজাত) পরস্পর ভ্রাতা । ৩১

কিন্তু ইহারা পরস্পর সৌহার্দ্দ ত্যাগ করিয়া অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিয়াছিল । রাজন্ ! এখন অবশ্য দেবতারা নূতন করিয়া কোনও শত্রুতাচরণ করে নাই (২) । (তাহারা পূর্ব্বে যুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে পরাজিত করিয়া এই লঙ্কা নগরী হইতে আমাদের তাড়াইয়া দিয়াছে । সেই আমরা এখন সবল হইয়াছি, সুতরাং আমরা কেন এই লঙ্কা নগরী অধিকার করিব না ?) । ৩২

দুরাত্মা প্রহস্তের এই কথা শ্রবণ করত 'তাহাই হউক' বলিয়া

( ) বাল্মীকিরামায়ণে রাক্ষসগণের নাম স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত আছে,—"মাল্যবাংশ্চ প্রহস্তশ্চ বিরূপাক্ষো মহোদরঃ । সচিবাঃ পরিবার্য্যৈনমুদতিষ্ঠন্ সুমালিনম্ ।" ৭ ।১১।২

(২) 'এই বৃত্তান্ত বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়,—"অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব যৌ ভগিন্যৌ বভূবতুঃ । কার্য্যে পরমরূপিণ্যৌ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ । অদিত্যা জজ্ঞিরে দেবাস্তদা ত্রিভুবনেশ্বরাঃ । দিতিস্ত্বজনয়দ্ দৈত্যান্ কশ্যপাদাত্মসম্ভবান্ । দৈত্যানাং কিল ধর্ম্মজ্ঞ পুরেয়ং সবনার্ণবা । আসীৎ সপর্ব্বতা ভূমিস্তেঽভবন্ প্রভবিষ্ণবঃ । ততস্তে নিহতাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা । দেবানাঞ্চ বশং নীতং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ । তথা বৈরমপর্য্যন্তং গরুত্মস্তোরগৈঃ সহ । ভ্রাতৃভিঃ সংপ্রসক্তং হি সংহারো যত্র নাভবৎ । নৈতদেকো ভবানদ্য করিষ্যতি বিপর্য্যয়ম্ । সুরৈরাচরিতং পূর্ব্বং কুরুষ্বৈতদ্ বচো মম ।
৭।১১।১৫-২০

ধনদঃ পিতৃবাক্যেন ত্যক্ত্বা লঙ্কাং মহাযশাঃ।
গত্বা কৈলাসশিখরং তপসাতোষয়চ্ছিবম্ ॥ ৩৫
তেন সখ্যমনুপ্রাপ্য তেনৈব পরিপালিতঃ
অলকাং নগরীং তত্র নির্ম্মমে বিশ্বকর্ম্মণা
দিক্‌পালত্বং চকারাত্র শিবেন পরিপালিতঃ ॥ ৩৬
রাবণো রাক্ষসৈঃ সার্দ্ধমভিষিক্তঃ সহানুজৈঃ।
রাজ্যং চকারাসুরাণাং ত্রিলোকীং বাধয়ন্ খলঃ ॥ ৩৭
ভগিনীং কালখঞ্জায় দদৌ বিকটরূপিণীম্।
বিদ্যুজ্জিহ্বায় নাম্নাসৌ মহামায়ো নিশাচরঃ ॥ ৩৮
ততো ময়ো বিশ্বকর্ম্মা রাক্ষসানাং দিতেঃ সুতঃ।
সুতাং মন্দোদরীং নাম্না দদৌ লোকৈকসুন্দরীম্ ॥
রাবণায় পুনঃ শক্তিমমোঘং প্রীতমানসঃ ॥ ৩৯
বৈরোচনস্য দৌহিত্রীং বৃত্রজ্বালেতি বিশ্রুতম্।
স্বয়ং দত্তামুদবহৎ কুম্ভকর্ণায় রাবণঃ ॥ ৪০
গন্ধর্ব্বরাজস্য সুতাং শৈলূষস্য মহাত্মনঃ।
বিভীষণস্য ভার্য্যার্থে ধর্ম্মজ্ঞাং সমুদাবহৎ ॥ ৪১
সরমাং নাম সুভগাং সর্ব্বলক্ষণসংবৃতাম্।
ততো মন্দোদরী পুত্রং মেঘনাদমজীজনৎ ॥ ৪২
জাতমাত্রস্তু যো নাদং মেঘবৎ প্রমুমোচ হ।
ততঃ সর্ব্বেঽব্রুবন্মেঘনাদোঽয়মিতি চাসকৃৎ ॥ ৪৩

দশানন রাবণ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ (১) করত ত্রিকূট পর্ব্বত অভিমুখে গমন করিল। ৩৩

প্রহস্তকে দূতরূপে পাঠাইয়া কুবেরকে বহিষ্কার পূর্ব্বক লঙ্কা অধিকার করত (২) মন্ত্রী ও অন্যান্য রাক্ষসগণের সহিত রাবণ সুখে তথায় বাস করিতে লাগিল। ৩৪

এদিকে মহাযশা ধনদাতা কুবের পিতৃবাক্যে লঙ্কা ত্যাগ করত কৈলাসপর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক তপস্যা করিয়া শিবকে সন্তুষ্ট করিলেন। ৩৫

এস্থানে শিবের সহিত বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহারই দ্বারা পরিপালিত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া তথায় অলকা নাম্নী এক নগরী নির্ম্মাণ করাইলেন। এই অলকাপুরীতে বাস করত শিবের দ্বারা রক্ষিত হইয়া কুবের দিক্‌পালত্ব করিতে লাগিলেন। ৩৬

অত্র রাবণ লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাক্ষসগণের ও অনুজ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত রাক্ষসরাজ্য পালন করিতে লাগিল। এই খল রাবণ তখন ত্রিভুবনকে উৎপীড়িত করিতে থাকিল। ৩৭

রাবণ কালখঞ্জ (৩) বংশজাত বিদ্যুজ্জিহ্বনামক রাক্ষসকে বিকটরূপিণী ভগিনী শূর্পণখাকে সম্প্রদান করিল। এই রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্ব মহামায়াবী ছিল। ৩৮

তদনন্তর রাক্ষসগণের মধ্যে বিশ্বকর্ম্মানামে খ্যাত দানব ময় জগতে অদ্বিতীয়া সুন্দরী মন্দোদরী নাম্নী (৪) স্বীয় কন্যাকে রাবণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ময় প্রীতমনে পুনরায় এক অমোঘ শক্তিও রাবণকে প্রদান করিল। ৩৯

বিরোচনপুত্র বলির দৌহিত্রী বৃত্রজ্বালানামে (৫) বিখ্যাত কন্যাকে রাবণ কুম্ভকর্ণের জন্য লইয়া আসিল। এই কন্যার পিতা স্বয়ংই ইচ্ছানুসারে কন্যাদান করিয়াছিল। ৪০

রাবণ সর্ব্বলক্ষণযুক্তা, সৌভাগ্যবতী এবং মহাত্মা গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের সরমা (৬) নাম্নী ধর্ম্মজ্ঞা কন্যাকে বিভীষণের ভার্য্যার

(১) 'ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া' ইহা বাল্মীকিবিরোধী মত; কারণ, বাল্মীকি বলিয়াছেন,—"স তু তেনৈব হর্ষেণ তস্মিন্নহনি বীর্য্যবান্। লঙ্কাং যাতো দশগ্রীবঃ সহ তৈঃ ক্ষণদাচরৈঃ।" ৭।১১।২২

(২) 'কুবেরকে বহিষ্কার পূর্ব্বক লঙ্কা অধিকার করত' এই কথাও বাল্মীকিমতবিরুদ্ধ, বাল্মীকি বলিয়াছেন—"ব্রূহি গচ্ছ দশগ্রীবং পুরীং রাজ্যঞ্চ যন্মম। তবাপ্যেতন্মহাবাহো ভুঙ্‌ক্ষ্ব চৈতদকণ্টকম্। অবিভক্তং ত্বয়া সার্দ্ধং রাজ্যং যচ্চাপি মে বসু। অহং গচ্ছামি কৈলাসং নিবাসায় মহাগিরিম্। অন্বাসমাবস ভদ্রং তে স্বধর্ম্মং তত্র পালয়। এবমুক্ত্বা ধনাধ্যক্ষো বলেন মহতা বৃতঃ। সপৌরদারঃ সামাত্যঃ সবাহনধনো গতঃ।" ৭।১১।৩৩-৩৬

(৩) 'কালখঞ্জ' এই পাঠ না ধরিয়া বাল্মীকিরামায়ণে 'কালকেয়' এই পাঠ আছে (৭।১২।২)।

(৪) এই মন্দোদরী হেমার গর্ভজাতা ময়ের কন্যা, যথা বাল্মীকি-রামায়ণে—"ইয়ং মমাত্মজা রাজন্ হেমায়াঃ পয়সা ভৃতা। কন্যা মন্দোদরী নাম ভার্য্যার্থে প্রতিগৃহ্যতাম্।" ৭।১২।১৮ "ইয়ং মমাত্মজা রাজংস্তস্যাঃ কুক্ষিসমুদ্ভবা। ভর্ত্তারমস্যাঃ সগুণং প্রাপ্তবানস্মি মার্গিতুম্।" ৭।১২।১০

(৫) বাল্মীকিরামায়ণে 'বৃত্রজ্বালা' এই নামের স্থলে 'বিদ্যুজ্জ্বালা' বা 'বজ্রজ্বালা, এই নাম দেখা যায় (৭।১২।২৩)।

(৬) 'সরমা' এই নামের কারণ বাল্মীকিরামায়ণে উল্লিখিত আছে,—"তীরে বৈ সরসঃ সা হি মানসস্য ব্যজায়ত। মানসঞ্চ সরস্তদ্ বৈ বর্দ্ধে জলদাগমে। মাত্রা তত্রাস্তু কন্যায়াঃ পুত্রা স্নেহাৎ ত্বয়া বচঃ। উক্তং সরো মা বর্দ্ধেতি ততঃ সা 'সরমা' হ্যভবৎ।" ৭।১২।২৫-২৬

কুম্ভকর্ণস্ততঃ প্রাহ নিদ্রা মাং বাধতে প্রভো।
ততশ্চ কারয়ামাস গুহাং দীর্ঘাং সুবিস্তরাম্ ॥ ৪৪
তত্র সুষ্বাপ মূঢ়াত্মা কুম্ভকর্ণো বিঘূর্ণিতঃ।
নিদ্রিতে কুম্ভকর্ণে তু রাবণো লোকরাবণঃ ॥৪৫
ব্রাহ্মণানৃষিমুখ্যাংশ্চ দেব-দানব-কিন্নরান্।
দেবস্ত্রিয়ো মনুষ্যাংশ্চ নিজঘ্নে স মহোরগান্ ॥ ৪৬
ধনদোঽপি ততঃ শ্রুত্বা রাবণস্যাক্রমং প্রভুঃ।
অধর্মং মা কুরুষ্বেতি দূতবাক্যৈর্ন্যবারয়ৎ ॥ ৪৭
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবো জগাম ধনদালয়ম্।
বিনির্জিত্য ধনাধ্যক্ষং জহারোত্তমপুষ্পকম্ ॥৪৮
ততো যমঞ্চ বরুণং নির্জিত্য সমরেঽসুরঃ।
স্বর্গলোকমগাৎ তূর্ণং দেবরাজজিঘাংসয়া ॥ ৪৯
ততোঽভবন্মহদ্ যুদ্ধমিন্দ্রেণ সহ দৈবতৈঃ।
ততো রাবণমভ্যেত্য ববন্ধ ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ৫০
তচ্ছ্রুত্বা সহসাগত্য মেঘনাদঃ প্রতাপবান্।
কৃত্বা ঘোরং মহদ্ যুদ্ধং জিত্বা ত্রিদশপুঙ্গবান্ ॥ ৫১
ইন্দ্রং গৃহীত্বা বদ্ধাসৌ মেঘনাদো মহাবলঃ।
মোচয়িত্বা তু পিতরং গৃহীত্বেন্দ্রং যযৌ পুরম্ ॥৫২
ব্রহ্মা তু মোচয়ামাস দেবেন্দ্রং মেঘনাদতঃ।
দত্ত্বা বরান্ বহূংস্তস্মৈ ব্রহ্মা স্বভবনং যযৌ ॥ ৫৩
রাবণো বিজয়ী লোকান্ সর্বান্ জিত্বা ক্রমেণ তু।
কৈলাসং তোলয়ামাস বাহুভিঃ পরিঘোপমৈঃ ॥ ৫৪

জন্ম লইয়া আসিল। তদনন্তর মন্দোদরী মেঘনাদ নামে (১) এক পুত্রের জন্মদান করিল। ৪১-৪২

যে পুত্র জন্মিবামাত্র মেঘের ন্যায় নাদ অর্থাৎ গর্জন করিয়াছিল, সেইহেতু সকলেই বার বার বলিতে লাগিল—এই পুত্র মেঘনাদ। ৪৩

তদনন্তর কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলিল,—প্রভো! নিদ্রা আমাকে পীড়িত করিতেছে। তখন রাবণ কুম্ভকর্ণের জন্য এক অতি বিস্তৃত ও দীর্ঘ গুহা নির্মাণ (২) করাইলেন। ৪৪

মূঢ়াত্মা কুম্ভকর্ণ নিদ্রাঘূর্ণিতলোচনে সেই গুহাতে নিদ্রিত হইল। এইভাবে কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত হইলে পর লোকরাবণ (লোকসকলকে উৎপীড়নে রোদনপরায়ণকারী) রাবণ ব্রাহ্মণগণ এবং ঋষিশ্রেষ্ঠ, দেব, দানব, কিন্নর, মনুষ্য ও মহাসর্পদিগকে বধ করিতে লাগিল এবং দেব-সম্পত্তিসমূহ হরণ করিতে লাগিল। ৪৫-৪৬

প্রভু ধনদাতা কুবের সেই সময় রাবণের এই আক্রমণাত্মক কর্মের কথা শ্রবণ করিয়া দূতমুখে রাবণকে নিবারণ পূর্বক বলিয়া পাঠাইলেন যে, এরূপ অধর্ম করিও না। ৪৭

তদনন্তর দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া কুবের-ভবনে গমন করিল এবং ধনাধ্যক্ষকে জয় করিয়া তাঁহার উত্তম পুষ্পক বিমান অপহরণ করিল। ৪৮

তাহার পর সেই সুরবিরোধী রাবণ যুদ্ধে যমকে ও বরুণকে জয় করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করিবার ইচ্ছায় অতিদ্রুত স্বর্গলোকে গমন করিল। ৪৯

তদনন্তর দেবগণসহ ইন্দ্রের সহিত রাবণের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন এই যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র রাবণের সমীপে উপস্থিত হইয়া রাবণকে বন্দী করিলেন। ৫০

রাবণের বন্দী হইবার সংবাদ শ্রবণ করত প্রতাপশালী মেঘনাদ সহসা রণস্থলে আসিয়া ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ করত দেবশ্রেষ্ঠগণকে পরাজিত করিয়া সেই মহাবল মেঘনাদ ইন্দ্রকে বন্ধনপূর্বক গ্রহণ করিয়া পিতা রাবণকে মোচন করত ইন্দ্রকে লইয়া নিজ পুরী লঙ্কাতে গমন করিল। ৫১-৫২

কিন্তু ব্রহ্মা মেঘনাদের নিকট হইতে ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তারপর মেঘনাদকে বহু বর (৩) প্রদান করিয়া ব্রহ্মা স্বভবনে গমন করিলেন। ৫৩

(১) 'মেঘনাদ' নাম হইবার কারণসম্বন্ধে মহর্ষি বাল্মীকি,—"জড়ীকৃতায়াং লঙ্কায়াং তেন নাদেন তস্য বৈ। পিতা তস্যাকরোন্নাম মেঘনাদ ইতি প্রভো।" ৭।১২।৩১

(২) কুম্ভকর্ণের গৃহনির্মাণবর্ণনায় মহর্ষি বাল্মীকি,—"বিনিযুক্তাস্ততো রাজ্ঞা শিল্পিনো বিশ্বকর্মবৎ। অকুর্বন্ কুম্ভকর্ণস্য কৈলাসাকারমালয়ম্। দ্বিকিষ্কুশতবিস্তীর্ণং ততঃ ষড়্গুণমায়তম্। শয়নীয়ং গুহাকারং কুম্ভকর্ণস্য চক্রিরে। কাঞ্চনৈঃ স্ফাটিকৈশ্চৈব স্তম্ভৈঃ সর্বত্র শোভিতম্। বৈদূর্য্যকৃতসোপানং কিঙ্কিণীজালশোভিতম্। দান্ততোরণবিন্যস্তং বজ্রপ্রথিতবেদিকম্। সর্বর্ত্তুসুখদং নিত্যং মেরোঃ প্রাগ্র্যাং গুহামিব। ৭।১৩।৩-৬

(৩) ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকে ব্রহ্মার বরদান বিষয়ে বাল্মীকি-রামায়ণে পাওয়া যায়,—"অথাব্রবীদ্ বিমানস্থমিন্দ্রজিৎ প্রভুমব্যয়ম্। শ্রূয়তাং যো ভবেৎ সঙ্গিঃ শতক্রতুবিমোক্ষণে। মমেষ্টো দহনো নিত্যং হব্যৈঃ সম্পূজ্য মন্ত্রবৎ। যং প্রবর্ত্তেয় সংগ্রামং ন চ মে স্যাৎ পরাজয়ঃ। তং যদা ত্বসমাপ্যাহং জপ্যং হোমং বিভাবসো। যুধ্যেয়ং দেব সংগ্রামে তদা মে স্যাৎ পরাজয়ঃ। সর্বো হি তপসা দেব বৃণোত্যমরতাং পুমান্। বিক্রমেণাজিতং চেদমমরত্বং ময়া প্রভো। এবমস্ত্বিতি তং প্রাহ বাক্যং দেবঃ প্রজাপতিঃ। মুক্তশ্চেন্দ্রজিতা শক্রো গতাশ্চ ত্রিদিবং সুরাঃ। ৭।৩০।১১-১৫

তত্র নন্দীশ্বরেণৈবং শপ্তোঽয়ং রাবণেশ্বরঃ।
বানরৈর্মানুষৈশ্চৈব নাশং গচ্ছেতি কোপিনা ॥ ৫৫
শপ্তোঽপ্যগণয়ন্ বাক্যং যযৌ হৈহয়সত্তমম্।
তেন বদ্ধো দশগ্রীবঃ পুলস্ত্যেন বিমোচিতঃ ॥ ৫৬
ততোঽপি বলমাসাদ্য জিঘাংসুর্হরিপুঙ্গবম্।
ধৃতস্তেনৈব কক্ষেণ বালিনা দশকন্ধরঃ ॥ ৫৭
ভ্রাময়িত্বা তু চতুরঃ সমুদ্রান্ রাবণং হরিঃ।
বিসর্জ্জয়ামাস ততস্তেন সখ্যং চকার সঃ ॥ ৫৮
রাবণঃ পরমপ্রীত এবং লোকান্মহাবলঃ।
চকার স্ববশে রাম বুভুজে স্বয়মেব তান্ ॥ ৫৯
এবং প্রভাবো রাজেন্দ্র দশগ্রীবঃ সহেন্দ্রজিৎ।
ত্বয়া বিনিহতঃ সঙ্খ্যে রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ৬০

বিজয়ী রাবণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত লোকসকলকে জয় করিয়া নিজের পরিঘসদৃশ দশ বাহুর দ্বারা কৈলাস পর্ব্বতকে উত্তোলিত করিল। ৫৪

তথায় ক্রুদ্ধ নন্দীশ্বর রাবণরাজাকে এই অভিশাপ (১) প্রদান করিলেন যে, তুমি বানর এবং মনুষ্যগণের দ্বারা নিহত হইবে। ৫৫

এই অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াও নন্দীশ্বরের সেই বাক্য কোনরূপ গ্রাহ্য না করিয়া দশানন হৈহয়রাজধানীতে অর্থাৎ কার্ত্তবীর্য্যের রাজধানীতে গমন করে। তথায় কার্ত্তবীর্য্য দশাননকে বন্দী করেন এবং পুলস্ত্যমুনি তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন (২)। ৫৬

তাহার পরেও নিজ বল অবলম্বন করিয়া (অথবা বলশালী বানর বালীর নিকট উপস্থিত হইয়া) বানররাজ বালীকে বধ করিবার বাসনা করিল। কিন্তু দশানন রাবণকে বালী কক্ষে (বাহুমূলে, আবদ্ধ (৩) রাখে। ৫৭

তারপর বানররাজ বালী রাবণকে চার সমুদ্র ঘুরাইয়া পরিত্যাগ করে। তখন রাবণ বালীর সহিত সখ্য স্থাপন করে (৪)। ৫৮

হে রাম! মহাবল রাবণ অতিশয় প্রীত হইয়া এইভাবে লোকসকলকে নিজের বশীভূত করিল এবং সেই সব ভোগ করিতে লাগিল। ৫৯

---

(১) অভিশাপের কারণ ও শাপপ্রকার বাল্মীকি-রামায়ণে,—"দৃষ্ট্বা তং বানরমুখমবজ্ঞায় স রাক্ষসঃ। প্রহাসং মুমুচে তত্র সতোয় ইব তোয়দঃ। স ক্রুদ্ধো ভগবান্ নন্দী শঙ্করস্যাপরা তনুঃ। অব্রবীদ্ রাক্ষসেন্দ্রশ্চ দশগ্রীবমুপস্থিতম্। যস্মাদ্ বানরমূর্ত্তিং মাং দৃষ্ট্বা রাক্ষস দুর্মতে। মোহাদিহ ন জানীষে প্রহাসং চৈব মুঞ্চসি। তস্মান্মদ্রূপসংযুক্তা মদ্বীর্য্যসমতেজসঃ। উৎপৎস্যন্তে বধার্থং তে কুলস্য তুবি বানরাঃ। নখং দংষ্ট্রায়ুধাঃ শূরা মনঃ-পবনরংহসঃ। যুদ্ধোন্মত্তা বলোদগ্রাঃ শৈলা ইব বিসর্পিণঃ। তে রাক্ষস বলং দর্পমুৎসেধঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্। ব্যপনেষ্যন্তি সম্ভূয় সহামাত্যসুতস্য তে। ৭।১৬।১৩-১৯

(২) রাবণকে বন্দী করা বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—"তং বিহ্বলিতমালোক্য দশগ্রীবং ততোঽর্জ্জুনঃ। সহসাপ্লুত্য জগ্রাহ গরুত্মানিব পন্নগম্। স তং বাহুসহস্রেণ বলাদাদায় রাবণম্। ববন্ধ বলবান্ রাজা বলিং নারায়ণো যথা।" ৭।২১।৬৩-৬৫

পুলস্ত্য কর্ত্তৃক রাবণকে মুক্তিদান ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত রাবণের বন্ধুত্ব স্থাপনবিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে;—তং পুত্রক যশঃস্ফীতং লোকে বিশ্রাবিতং তথা। মদ্বাক্যং পালয় ত্বদ্য মুঞ্চ তাত দশাননম্। পুলস্ত্যাজ্ঞাং গৃহীত্বা স ন কিঞ্চিদ্বচনোঽর্জ্জুনঃ। অমুঞ্চৎ পার্থিবেন্দ্রস্তং রাক্ষসেন্দ্রং প্রহৃষ্টবৎ। স তং বিমুচ্য ত্রিদশারিমর্জ্জুনঃ প্রপূজ্য দিব্যাভরণাম্বরৈঃ শুভৈঃ। অহিংসয়া সখ্যমুপেত্য সাগ্নিকং প্রণম্য স ব্রহ্মসুতং ব্যসর্জ্জয়ৎ।" ৭।২২।১৭-১৮

(৩) বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—"হন্তং প্রাপ্তং তু তং দৃষ্ট্বা পদশব্দেন রাবণম্। প্রাঙ্মুখস্তং নিজগ্রাহ বালী সর্পমিবাণ্ডজঃ। গ্রহীতুকামমাদায় রক্ষসামীশ্বরং হরিঃ। খমুৎপপাত বেগেন কৃত্বা কক্ষাবলম্বিনম্।" ৭।২৩।২১-২২

রাবণকে চার সমুদ্র ঘুরাণসম্পর্কে মহর্ষি বাল্মীকি,—"সভাজ্যমানো ভূতৈস্তু খেচরৈঃ খেচরো হরিঃ। পশ্চিমং সাগরং বালী আজগাম সরাবণঃ। তত্র সন্ধ্যামুপাস্যাসৌ জপ্ত্বা জপ্যঞ্চ বানরঃ। উত্তরং সাগরং প্রায়াদ্ বহমানো নিশাচরম্। বহুযোজনসাহস্রং তমধ্যানং মহাকপিঃ। বায়ুবচ্চ মনোবচ্চ জগাম সহশত্রুণা। উত্তরে সাগরে সন্ধ্যামুপাস্যৈব বিধানতঃ। প্রযযৌ বেগবান্ বালী পূর্ব্বমম্বুমহানিধিম্। তত্রাপি সন্ধ্যামন্বাস্য বাসবিঃ স হরীশ্বরঃ। কিষ্কিন্ধ্যাভিমুখং রক্ষো গৃহীত্বা পুনরাগমৎ। ৭।২৩।২৯-৩৩

(৪) বন্ধুত্বস্থাপনপ্রসঙ্গে মহামুনি বাল্মীকি,—"ততঃ প্রজ্বাল্য তাবগ্নিং তত্রোভৌ হরি-রাক্ষসৌ। ভ্রাতৃত্বমুপগম্যৌ তৌ পরিষজ্য পরস্পরম্।" ৭।২৩।৪৪

মেঘনাদশ্চ নিহতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।
কুম্ভকর্ণশ্চ নিহতস্ত্বয়া পর্ব্বতসন্নিভঃ ॥ ৬১
ভবান্নারায়ণঃ সাক্ষাজ্জগতামাদিকৃদ্ বিভুঃ ।
ত্বৎস্বরূপমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥৬২
ত্বন্নাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
অগ্নিস্তে মুখতো জাতো বাচা সহ রঘূত্তম ॥ ৬৩
বাহুভ্যাং লোকপালৌঘাশ্চক্ষুর্ভ্যাং চন্দ্র-ভাস্করৌ ।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব কর্ণাভ্যাং তে সমুত্থিতাঃ ॥ ৬৪
ঘ্রাণাৎ প্রাণঃ সমুৎপন্নশ্চাশ্বিনৌ দেবসত্তমৌ ।
জঙ্ঘাজানূরুজঘনাদ্ ভুবর্লোকাদয়োঽভবন্ ॥ ৬৫
কুক্ষিদেশাৎসমুৎপন্নাশ্চত্বারঃ সাগরা হরে ।
স্তনাভ্যামিন্দ্র-বরুণৌ বালখিল্যাশ্চ রেতসঃ ॥ ৬৬
মেঢ্রাদ্ যমো গুদান্মৃত্যুর্মন্যো রুদ্রস্ত্রিলোচনঃ ।
অস্থিভ্যঃ পর্ব্বতা জাতাঃ কেশেভ্যো মেঘসংহতিঃ ॥ ৬৭
ঔষধ্যস্তব রোমভ্যো নখেভ্যশ্চ খরাদয়ঃ ।
ত্বং বিশ্বরূপঃ পুরুষো মায়াশক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৬৮
নানারূপ ইবাভাসি গুণব্যতিকরে সতি ।
ত্বামাশ্রিত্যৈব বিবুধাঃ পিবন্ত্যমৃতমধ্বরে ॥ ৬৯
ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্ব্বং বিশ্বং স্থাবর-জঙ্গমম্ ।
ত্বামাশ্রিত্যৈব জীবন্তি সর্ব্বে স্থাবর-জঙ্গমাঃ ॥ ৭০
ত্বদ্যুক্তমখিলং বস্তু ব্যবহারোঽপি রাঘব ।
ক্ষীরমধ্যগতং সর্পির্যথা ব্যাপ্যাখিলং পয়ঃ ॥ ৭১
ত্বদ্ভাসা ভাসতেঽর্কাদির্ন ত্বং তেনাবভাসসে ।
সর্ব্বগং নিত্যমেকং ত্বাং জ্ঞানচক্ষুর্বিলোকয়েৎ ॥ ৭২
নাজ্ঞানচক্ষুস্ত্বাং পশ্যেদন্ধদৃগ্ ভাস্করং যথা ।
যোগিনস্ত্বাং বিচিন্বন্তি স্বদেহে পরমেশ্বরম্ ॥ ৭৩

রাজেন্দ্র রাম! ইন্দ্রজিৎ সহ দশানন রাবণ এরূপ প্রভাবশালী ছিল। সেই লোকরাবণ (সকল লোককে রোদনপরায়ণকারী) রাবণকে তুমি যুদ্ধে বধ করিয়াছ। ৬০

মহাত্মা লক্ষ্মণ মেঘনাদকে নিহত করিয়াছে এবং পর্ব্বততুল্য বিশালদেহ কুম্ভকর্ণকে তুমি স্বয়ং বিনষ্ট করিয়াছ। ৬১

তুমি জগতের আদি সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী সাক্ষাৎ নারায়ণ। এই দৃশ্যমান চরাচর জগৎ তোমার স্বরূপ। ৬২

তোমার নাভিপদ্ম হইতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। হে রঘুত্তম রাম! বাক্‌সহ অগ্নিদেব তোমার মুখ (১) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ৬৩

লোকপালগণ তোমার দুই বাহু হইতে, চন্দ্র ও সূর্য্য নেত্রদ্বয় হইতে এবং দিক্‌সমূহ ও বিদিক্‌সমূহ তোমার কর্ণদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৬৪

ঘ্রাণ (নাসিকা) হইতে প্রাণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় (নাসত্য ও দস্র—ইহারা উভয়ে অশ্বিনীকুমার নামে প্রসিদ্ধ।) সঞ্জাত হইয়াছে। জঙ্ঘা, জানু, ঊরু ও জঘনদেশ হইতে 'ভুবঃ' প্রভৃতি অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জন, মহঃ, তপঃ ও সত্য—এই সপ্ত ঊর্দ্ধ লোক এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল ও পাতাল—এই সপ্ত অধোলোক উদ্ভূত হইয়াছে। ৬৫

কুক্ষি হইতে চার সাগর উৎপন্ন হইয়াছে। হে হরে! তোমার স্তনদ্বয় হইতে ইন্দ্র ও বরুণ এবং রেতঃ (বীর্য্য) হইতে বালখিল্য মুনিগণ সম্ভূত হইয়াছেন। ৬৬

লিঙ্গ হইতে যম, গুহ্য হইতে মৃত্যু, ক্রোধ হইতে ত্রিলোচন রুদ্র, অস্থিসমূহ হইতে পর্ব্বতসকল এবং কেশরাশি হইতে মেঘমণ্ডল উদ্ভূত হইয়াছে। ৬৭

তোমার রোমশ্রেণী হইতে ওষধিসমূহ এবং নখসকল হইতে খরাদি রাক্ষসগণ সঞ্জাত হইয়াছে। তুমি বিশ্বরূপধারী বিরাট্ পুরুষ, মায়াশক্তি দ্বারা আবৃত হ'লে পর গুণসমূহের সংমিশ্রণে নানারূপবৎ প্রতিভাত হও। দেবগণ তোমাকেই আশ্রয় করত যজ্ঞে অমৃত (হবিঃ) ভোজন করেন। ৬৮-৬৯

তুমি এই স্থাবর ও জঙ্গমময় সম্পূর্ণ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ। তোমাকে আশ্রয় করিয়াই (২) স্থাবর-জঙ্গম সবই জীবিত রহিয়াছে। ৭০

হে রাঘব! যেরূপ দুগ্ধের মধ্যে অবস্থিত ঘৃত সম্পূর্ণ দুগ্ধকে ব্যাপিয়াই থাকে, সেইরূপ ব্যবহারকালেও সমস্ত বস্তু তোমা দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ তোমার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট থাকে। ৭১

তোমার প্রভাদ্বারা সূর্য্যাদি প্রকাশিত হয়। তুমি সূর্য্যাদি দ্বারা প্রকাশিত হও না (৩)। যে ব্যক্তির জ্ঞানচক্ষু আছে, সেই ব্যক্তি তোমাকে সর্ব্বগ, নিত্য ও এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিয়া দর্শন করেন। ৭২

(১) 'মুখাদগ্নিরজায়ত' (বাজসনেয়সংহিতা ৩১।১২), 'অগ্নিং বাগপ্যেতি' (বৃহদারণ্যক ৩।২।১৩) ইতি শ্রুতেঃ।

(২) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি" তৈত্তিরীয় ১৩।১।১

(৩) "তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" কঠ ০।৫।১৫

"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ" বৃহদারণ্যক ০ ৩।৪।২

অন্তর্নিরসনমুখৈর্বেদশীর্ষৈরহর্নিশম্ ।
ত্বৎপাদভক্তিলেশেন গৃহীতা যদি যোগিনঃ ।
বিচিন্বন্তো হি পশ্যন্তি চিন্মাত্রং ত্বাং ন চান্যথা ॥ ৭৪
ময়া প্রলপিতং কিঞ্চিৎ সর্ব্বজ্ঞস্য তবাগ্রতঃ ।
ক্ষন্তুমর্হসি দেবেশ তবানুগ্রহভাগহম্ ॥ ৭৫

যাহার চক্ষু অন্ধ অর্থাৎ চক্ষু আছে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নাই ; সেই ব্যক্তি যে ন সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ যাহার জ্ঞানচক্ষু নাই, সে তোমাকে দেখিতে পায় না। যাহাতে অনাত্ম বস্তুর নিরাকরণ আছে, সেই বেদের শিরোভাগস্বরূপ উপনিষৎসমূহের দ্বারা যোগিগণ পরমেশ্বর তোমাকে নিজ নিজ দেহেই অর্থাৎ হৃদয়াভ্যন্তরে অন্বেষণ করেন। সেই যোগিগণ যদি তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিলেশও লাভ করেন, তবেই চিন্মাত্র-স্বরূপ তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তোমাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন, অন্যথা নহে। ৭৩-৭৪

দিগ্‌দেশকালপরিহীনমনন্যমেকং
চিন্মাত্রমক্ষরমজং চলনাদিহীনম্ ।
সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরমনন্তগুণব্যুদস্ত-
মায়ং ভজে রঘুপতিং ভজতামভিন্নম্ ॥৭৬
ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

হে দেবেশ্বর রাম। তুমি সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর, তোমার সম্মুখে আমি যাহা কিছু প্রলাপ করিলাম, সেই বিষয়ে তুমি আমাকে ক্ষমা কর ; কারণ, আমি তোমার অনুগ্রহের পাত্র। ৭৫

যিনি দিক্, দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদশূন্য, যাঁহা হইতে অন্য কোনও বস্তু নাই, যিনি এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ, যিনি চিন্ময়, অতএব অক্ষর—বিনাশহীন, অজ—জন্মরহিত, চলনাদি কর্ম্মরহিত, সর্ব্বজ্ঞ, অনন্ত গুণগ্রামে বিভূষিত, মায়াতীত এবং ভক্তগণের নিকট যিনি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হন না, সেই রঘুপতি রামকে আমি ভজনা করি। ৭৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

(বালি-সুগ্রীবয়োর্জন্মবৃত্তান্তকথনম্, সনৎকুমারতো রাবণস্য শ্রীরামাবতারকথাশ্রবণঞ্চ।)

শ্রীরাম উবাচ ।
বালি-সুগ্রীবয়োর্জন্ম শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।
রবীন্দ্রৌ বানরাকারৌ জজ্ঞাতে ইতি নঃ শ্রুতিঃ ॥ ১
অগস্ত্য উবাচ ।
মেরোঃ স্বর্ণময়স্যাদ্রের্মধ্যশৃঙ্গে মণিপ্রভে ।

তৃতীয় অধ্যায়।

[বালী ও সুগ্রীবের জন্মবৃত্তান্তকথন এবং সনৎকুমারের নিকট হইতে রাবণের রামাবতারের কথা শ্রবণ।]

শ্রীরাম বলিলেন,—মুনে। আমি যথাযথভাবে বালী ও সুগ্রীবের জন্মবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। আমরা শুনিয়াছি যে, সূর্য্য ও ইন্দ্র বানররূপ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন (১)। ১

অগস্ত্য বলিলেন,—স্বর্ণময় সুমেরু পর্ব্বতের মণিপ্রভ মধ্য-শিখরে ব্রহ্মার শতযোজন বিস্তৃত এক সভা (২) আছে। ২

(১) "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি"—কৌষীতকী ০ ২।১১

এস্থলে জ্ঞাতব্য হইল যে, তৃতীয় অধ্যায় হইতে চতুর্থাধ্যায়ের দশমে শ্লোক "মাতৃবৎ পালয়ামাস স্বতঃ কাঞ্চনং বহং বকম্।" এই অংশ পর্য্যন্ত প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণে নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়। বাল্মীকিরামায়ণের

তস্মিন্ সভাস্তে বিস্তীর্ণা ব্রহ্মণঃ শতযোজনা ॥ ২
তস্যাং চতুর্ম্মুখঃ সাক্ষাৎ কদাচিদ্ যোগমাস্থিতঃ ।
নেত্রাভ্যাং পতিতং দিব্যমানন্দসলিলং বহু ॥ ৩

কোনও একদিন সাক্ষাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সেই যোগসভায় অবলম্বন করিয়া (৩) অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে বহু আনন্দাশ্রু পতিত হইল। ৩

তিলকটীকাকার শ্রীভগবান্ রামানুজাচার্য্য এই অংশ গ্রহণ করেন নাই। পাশ্চাত্য রামায়ণে অগস্ত্যের নিকট শ্রীরামের প্রশ্ন—"এতচ্ছ্রুত্বা তু নিখিলং রাঘবোঽগস্ত্যমব্রবীৎ।' য এষক্ষরজা নাম বালি-সুগ্রীবয়োঃ পিতা। জননী কা চ ভগবন্ ন ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতা। বালি-সুগ্রীবয়োশ্চাপি নামনী কেন হেতুনা।" ৭।৪।১-২

(২) এই ব্রহ্মসভা বর্ণনায় বাল্মীকিরামায়ণ,—"মেরুর্নগবরঃ শ্রীমান্ জাম্বূনদময়ঃ শুভঃ। তস্য মধ্যমং শৃঙ্গং সর্ব্বদেবতভূ যতম্। তস্মিন্ দিব্যা সভা রম্যা ব্রহ্মণঃ শত-যোজনা। তস্যামাস্তে সদা দেবঃ পদ্মযোনিশ্চতুর্ম্মুখঃ। ৭।৪ ।৭-৮

(৩) এবিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—"যোগমভ্যাসতস্তস্য নেত্রাভ্যাং যদস্রুবৎ। তদ্ গৃহীত্বা ভগবতা পাণিনা চর্চিতঞ্চ তৎ।" ৭।৫।৯

তদ্ গৃহীত্বা করে ব্রহ্মা ধ্যাত্বা কিঞ্চিত্তদত্যজৎ ।
ভূমৌ পতিতমাত্রেণ তস্মাজ্জাতো মহাকপিঃ ॥ ৪
তমাহ দ্রুহিণো বৎস কিঞ্চিৎকালং বসাত্র মে ।
সমীপে সর্ব্বশোভাঢ্যে ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥৫
ইত্যুক্তো ন্যবসত্তত্র ব্রহ্মণা বানরোত্তমঃ ।
এবং বহুতিথে কালে গতে ঋক্ষাধিপঃ সুধীঃ ॥ ৬
কদাচিৎ পর্য্যটন্নদ্রৌ ফলমূলার্থমুদ্যতঃ ।
অপশ্যদ্দিব্যসলিলাং বাপীং মণিশিলান্বিতাম্ ॥ ৭
পানীয়ং পাতুমাগচ্ছত্তত্রচ্ছায়াময়ং কপিঃ ।
দৃষ্ট্বা প্রতিকপিং মত্বা নিপপাত জলান্তরে ॥ ৮

ব্রহ্মা সেই আনন্দাশ্রু নিজ হস্তে ধারণ করত কিছু চিন্তা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন। সেই অশ্রু ভূমিতে পতিত হইবামাত্র তাহা হইতে এক মহাবানর (১) উৎপন্ন হইল। ৪

তারপর ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন,—বৎস। কিছুকাল তুমি আমার সমীপে এই সর্ব্বশোভাসম্পন্ন স্থানে (২) বাস কর, ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে। ৫

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর সেই বানরোত্তম তথায় বাস করিতে লাগিল। এইভাবে বহুকাল অতীত হইলে পর মতিমান্ ঋক্ষরাজ কোন এক সময়ে পর্ব্বতে বিচরণ করিতে করিতে তথায় স্থিত ফলমূল গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল (৩)। এই সময় সেই বানরবর মণিশিলাযুক্ত ও দিব্য জলে পূর্ণ একটি দীর্ঘিকা দেখিতে পাইল। ৬-৭

তথায় সে জলপান করিতে আসিল। সেই জলমধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি (৪) বানরকে দর্শন করত অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী বানর মনে করিয়া জলমধ্যে লাফ দিয়া পতিত হইল। ৮

কিন্তু তথায় অন্য কোনও বানরকে না দেখিয়া পুনরায় সত্বর

তস্মাদদৃষ্ট্বা হরিং শীঘ্রং পুনরুৎপ্লুত্য বানরঃ ।
অপশ্যৎ সুন্দরীং রামামাত্মানং বিস্ময়ং গতঃ ॥ ৯
ততঃ সুরেশো দেবেশো পূজয়িত্বা চতুর্মুখম্ ।
গচ্ছন্মধ্যাহ্নসময়ে দৃষ্ট্বা নারীং মনোরমাম্ ॥ ১০
কন্দর্পশরবিদ্ধাঙ্গস্ত্যক্তবান্ বীর্য্যমুত্তমম্ ।
তামপ্রাপ্যৈব তদ্ বীজং বালদেশেঽপতদ্ভুবি ॥ ১১
বালী সমভবত্তত্র শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
তস্য দত্ত্বা সুরেশানঃ স্বর্ণমালাং দিবং গতঃ ॥ ১২
ভানুরপ্যাগতস্তত্র তদানীমেব ভামিনীম্ ।
দৃষ্ট্বা কামবশো ভূত্বা গ্রীবাদেশেঽসৃজন্মহৎ ॥ ১৩

লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উঠিয়া আসিয়া সেই বানর নিজেকে এক পরমরমণীয়া সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করত অত্যন্ত বিস্মিত (৫) হইল। ৯

তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র সেই সময় চতুরানন দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া ফিরিয়া যাইতে যাইতে মধ্যাহ্নকালে সেই মনোরমা নারী মূর্ত্তি দেখিয়া কামবাণে বিদ্ধ হইয়া তাহার সহিত সঙ্গম না হইলেও স্বীয় অমোঘবীর্য্য পরিত্যাগ করিলেন। সেই বীর্য্য তখন উক্ত রমণীর কেশপাশে পতিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ১০-১১

তথায় ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বালী উৎপন্ন হইল। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে এই স্বর্ণমালা প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ১২

সেই সময়েই সূর্য্যও তথায় আসিলেন এবং সেই ভামিনী রমণীকে দর্শন করত কামবশীভূত হইয়া তাহার গ্রীবাদেশে

(১) এই প্রসঙ্গে বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—"নিক্ষিপ্তমাত্রং তদ্ভূমৌ ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা। তস্মিন্নশ্রুকণে রাম বানরঃ সম্বভূব হ।" ৭।৪২।১০

(২) এস্থলে মহামুনি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—"পশ্য শৈলং সুবিস্তীর্ণং সুরৈরধ্যুষিতং সদা। তস্মিন্ রম্যে গিরিবরে বহুমূলফলাশনঃ। মমান্তিকচরো নিত্যং ভব বানরপুঙ্গব। কঞ্চিৎ কালমিহাস্য ত্বং ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি।" ৭।৪২।১২-১৩

(৩) এ বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—"কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য সমতীতস্য রাঘব। ঋক্ষরাড্ বানরশ্রেষ্ঠস্তৃষয়া পরিপীড়িতঃ। উত্তরং মেরুশিখরং গতস্তত্র স দৃষ্টবান্।" ৭।৪২।২০-২১

(৪) দীর্ঘিকায় স্বীয় প্রতিচ্ছবি অবলম্বনে বাল্মীকিরামায়ণ,—"দদর্শ তস্মিন্ সরসি বক্ত্রচ্ছায়ামথাত্মনঃ। কোঽয়মস্মিন্ মম রিপুর্বসত্যন্তর্জলে মহান্। রূপং চান্তর্গতং তৎ তু বীক্ষ্য তস্য বশো হরিঃ। ক্রোধাবিষ্টমনা হ্যেষ নিয়তং মাবমন্যতে।" ৭।৪২।২৩-২৪

(৫) এই প্রসঙ্গবর্ণনায় আদিকবি বাল্মীকি,—"উৎপ্লুত্য তস্মাৎ স হ্রদাদ্ দুঃখিতঃ প্লবগঃ পুনঃ। তস্মিন্নেব ক্ষণে রাম স্ত্রীত্বং প্রাপ স বানরঃ। মনোজ্ঞরূপা সা নারী লাবণ্যললিতা শুভা। বিস্তীর্ণজঘনা সুভ্রূর্নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা। সুস্মিতাস্যশুভবক্ত্রা চ পীনস্তনতটী শুভা। হ্রদতীরে চ সা ভাতি বল্লরীবঞ্চিতা যথা। ত্রিলোকসুন্দরী কান্তা সর্ব্বচিত্তপ্রমাথিনী। লক্ষ্মীব পদ্মরহিতা চন্দ্রজ্যোৎস্নেব নির্ম্মলা। রূপেণাপ্যভবৎ সা তু শ্রিয়ং দেবীমুমা যথা। দ্যোতয়ন্তী দিশঃ সর্ব্বাস্তত্রাভূৎ সা বরাঙ্গনা।" ৭।৪২।২৬-৩০

বীজং তস্যাস্ততঃ সদ্যো মহাকায়োঽভবদ্ধরিঃ।
তস্য দত্ত্বা হনুমন্তং সহায়ার্থং গতো রবিঃ ॥ ১৪
পুত্রদ্বয়ং সমাদায় গত্বা সা নিদ্রিতা কচিৎ।
প্রভাতেঽপশ্যদাত্মানং পূর্ব্ববদ্ বানরাকৃতিম্ ॥ ১৫
ফলামূলাদিভিঃ সার্দ্ধং পুত্রাভ্যাং সহিতঃ কপিঃ।
নত্বা চতুর্ম্মুখস্যাগ্রে ঋক্ষরাজঃ স্থিতঃ সুধীঃ ॥ ১৬
ততোঽব্রবীৎ সমাশ্বাস্য বহুশঃ কপিকুঞ্জরম্।
তত্রৈকং দেবতাদূতমাহূয়ামরসন্নিভম্ ॥ ১৭
গচ্ছ দূত ময়াদিষ্টো গৃহীত্বা বানরোত্তমম্।
কিষ্কিন্ধ্যাং দিব্যনগরীং নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা ॥১৮
সর্ব্বসৌভাগ্যবলিতাং দেবৈরপি দুরাসদাম্।
তস্যাং সিংহাসনে বীরং রাজানমভিষেচয় ॥ ১৯
সপ্তদ্বীপগতা যে যে বানরাঃ সন্তি দুর্জ্জয়াঃ।
সর্ব্বে তে ঋক্ষরাজস্য ভবিষ্যন্তি বশেঽনুগাঃ ॥ ২০
যদা নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ রামো ভূত্বা সনাতনঃ।
ভূভারাসুরনাশায় সম্ভবিষ্যতি ভূতলে ॥ ২১
তদা সর্ব্বে সহায়ার্থে তস্য গচ্ছন্তু বানরাঃ।
ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা দূতো দেবানাং স মহামতিঃ ॥ ২২
যথাজ্ঞপ্তস্তথা চক্রে ব্রহ্মণা তং হরীশ্বরম্।
দেবদূতস্ততো গত্বা ব্রহ্মণে তন্ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৩
তদাদি বানরাণাং সা কিষ্কিন্ধ্যাভূন্নৃপাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বেশ্বরত্বমেবাসীরিদানীং ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥ ২৪

অমোঘ বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। (১) ইহাতে তৎক্ষণাৎ এক বিশালদেহ বানর (সুগ্রীব) উদ্ভূত হইল। সূর্য্য সেই বানরের সাহায্যের জন্য হনুমান্‌কে প্রদান করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। ১৩-১৪

সেই রমণী তখন পুত্রদ্বয়কে লইয়া গিয়া কোনও একস্থানে নিদ্রিতা হইয়া পড়িল। প্রাতঃকালে সে পুনরায় নিজেকে বানরাকার দর্শন করিল। ১৫

সুমতি ঋক্ষরাজ বানরবর ফল-মূলাদির সহিত এবং পুত্র বানরদ্বয়ের সহিত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে প্রণাম করত তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল। ১৬

তদনন্তর ব্রহ্মা দেবোপম বানরশ্রেষ্ঠকে নানাভাবে আশ্বাস দান করত তথায় এক দেবদূতকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন,—দূত! তুমি আমার আদেশ অনুসারে এই বানরশ্রেষ্ঠকে লইয়া সর্ব্বসৌভাগ্যসম্বলিত, দেবগণেরও দুর্জ্জয় ও বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত দিব্য নগরী কিষ্কিন্ধ্যাতে গমন কর। সেই কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে এই বীর বানরকে অভিষিক্ত কর। ১৭-১৯

সপ্তদ্বীপমধ্যে যে যে দুর্জ্জয় বানরগণ রহিয়াছে, তাহারা সকলেই ঋক্ষরাজের বশীভূত হইয়া থাকিবে। ২০

যখন সাক্ষাৎ সনাতন পুরুষ নারায়ণ রাম রূপ ধারণ করিয়া ভূভার হরণ এবং অসুরগণের নাশের জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন সমস্ত বানরগণ তাঁহার সাহায্যের জন্য গমন করিবে। ব্রহ্মা মহামতি সেই দেবদূতকে এই বলিলে পর ব্রহ্মা যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে সেই দেবদূত বানরকে বানররাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তাহার পর দেবদূত ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত কৃত কার্য্য নিবেদন করিলেন। ২১-২৩

সেই সময় হইতেই কিষ্কিন্ধ্যানগরী বানরগণের রাজধানী হইল। তুমি সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা, ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে সম্প্রতি লীলাচ্ছলে মনুষ্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীর সম্পূর্ণ ভার লাঘব করিয়া দিয়াছ। তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত, নিত্যমুক্ত, চিদাত্মা ও অখণ্ডানন্দময় (২) তোমার পক্ষে এই পরাক্রম আর কতটুকু? তথাপি সর্ব্বলোকসমূহের পাপনাশ ও সুখলাভের

(১) এই অধ্যাত্ম রামায়ণে দেখা যাইতেছে, প্রথমে ইন্দ্র এই নারী মূর্ত্তি দর্শন করেন, পরে সূর্য্যদেব; কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায়—উভয়ে একসঙ্গে আগমন পূর্ব্বক দর্শন করেন—যথা,—"এতস্মিন্নন্তরে দেবো নিবৃত্তঃ সুরনায়কঃ। পাদাবুপাস্য দেবস্য ব্রহ্মণস্তেন বৈ পথা॥ তস্যামেব চ বেলায়ামাদিত্যোঽপি পরিভ্রমন্। তস্মিন্নেব পদে সোঽভূদ্ য যস্মিন্ সা তনুমধ্যমা॥ যুগপৎ সা তদা দৃষ্টা দেবাভ্যাং সুরসুন্দরী। কন্দর্পবশগৌ তৌ তু দৃষ্ট্বা তাং সম্বভূবতুঃ॥" ৭।৪২।৩১-৩৩

বীর্য্যপাত এবং বানরদ্বয়ের উৎপত্তি প্রসঙ্গে,—"ততস্তাং সুরেন্দ্রেণ স্কন্দং শিরসি পাতিতম্। অপ্রাপ্যৈব তাং নারীং সন্নিবৃত্তমধোভবৎ॥ ততঃ সা বানরপতিং জজ্ঞে বানরমীশ্বরম্। অমোঘরেতসস্তস্য বাসবস্য মহাত্মনঃ॥ বালেষু পতিতং বীজং বালী নাম বভূব সঃ। ভাস্করেণাপি তস্যাং বৈ কন্দর্পবশবর্ত্তিনা॥ বীজং নিষিক্তং গ্রীবায়াং বিধানমনুবর্ত্ততা। গ্রীবায়াং পতিতং বীজং সুগ্রীবঃ সমজায়ত॥" ৭।৪২।৩৫-৩৯

(২) "এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুতেঃ (বৃহ০৪।৩।৩২)

ভূমের্ভারো হৃতঃ কৃৎস্নস্ত্বয়া লীলানুদেহিনা।
সর্ব্বভূতান্তরস্থস্য নিত্যমুক্তচিদাত্মনঃ ॥ ২৫
অখণ্ডানন্দরূপস্য কিয়ানেষ পরাক্রমঃ ;
তথাপি বর্ণ্যতে সদ্ভির্লীলামানুষরূপিণঃ ॥ ২৬
ভাবাস্তে সর্ব্বলোকানাং পাপহত্যৈ সুখায় চ।
য ইদং কীর্ত্তয়েন্মর্ত্ত্যো বালি-সুগ্রীবয়োর্মহৎ ॥ ২৭
জন্ম ত্বদাশ্রয়ত্বাৎ স মুচ্যেত সর্ব্বপাতকৈঃ।
অথান্যাং সম্প্রবক্ষ্যামি কথাং রাম ত্বদাশ্রয়াম্ ॥ ২৮
সীতা হৃতা যদর্থং সা রাবণেন দুরাত্মনা।
পুরা কৃতযুগে রামঃ প্রজাপতিসুতং বিভুম্ ॥ ২৯
সনৎকুমারমেকান্তে সমাসীনং দশাননঃ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা হৃভিবাদ্যেদমব্রবীৎ ॥ ৩০
কো যস্মিন্ প্রবরো লোকে দেবানাং বলবত্তরঃ।
দেবাশ্চ যং সমাশ্রিত্য যুদ্ধে শক্রং জয়ন্তি হি ॥৩১
কং যজন্তি দ্বিজা নিত্যং কং ধ্যায়ন্তি চ যোগিনঃ।
এতন্মে শংস ভগবন্ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর ॥৩২
জ্ঞাত্বা তস্য হৃদিস্থং যত্তদশেষেণ যোগদৃক্ ;
দশাননমুবাচেদং শৃণু বক্ষ্যামি পুত্রক ॥ ৩৩
ভর্ত্তা যো জগতাং নিত্যং যস্য জন্মাদিকং ন হি।
সুরাসুরৈর্নুতো নিত্যং হরির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥৩৪
যন্নাভিপঙ্কজাজ্জাতো ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাম্পতিঃ।
সৃষ্টং যেনৈব সকলং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৫
তং সমাশ্রিত্য বিবুধা জয়ন্তি সমরে রিপূন্।
যোগিনো ধ্যানযোগেন তমেবানুজপন্তি হি ॥ ৩৬
মহর্ষের্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ দশাননঃ।
দৈত্য-দানব-রক্ষাংসি বিষ্ণুনা নিহতানি চ ॥ ৩৭
কাং বা গতিং প্রপদ্যন্তে প্রেত্য তে মুনিপুঙ্গব।
তমুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠো রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৩৮
দৈবতৈর্নিহতা নিত্যং গত্বা স্বর্গমনুত্তমম্।
ভোগক্ষয়ে পুনস্তস্মাদ্ ভ্রষ্টা ভূমৌ ভবন্তি তে ॥ ৩৯

অত সৎপুরুষগণ লীলা করিবার নিমিত্ত মনুষ্যরূপধারী তোমার যশোগাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে মানব বালী ও সুগ্রীবের এই মহৎ জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবে, সেই মানব সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে; কারণ, এই বালী ও সুগ্রীব তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ শরণাপন্ন হইয়া তোমারই লীলার সহায়ক হইয়াছিল (অথবা ইহাদের জন্ম তোমার উপকারের জন্ম বলিয়া লীলাসহচর)। হে রাম। এখন আমি অন্ত এক তোমার লীলাসম্বন্ধীয় কথা বলিব। ২৪-২৮

দুরাত্মা রাবণ যেজন্ত সীতা (১) হরণ করিয়াছিল। রাম। পুরাকালে সত্যযুগে দশানন রাবণ প্রজাপতিপুত্র প্রভু নির্জনে উপবিষ্ট সনৎকুমারকে অভিবাদন করত বিনয়ে অবনত হইয়া এই কথা বলিল। ২৯-৩০

এ জগতে কে প্রধান? দেবগণের মধ্যে অতিশয় বলবান্ কে? দেবগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে শত্রুকে জয় করেন? ৩১

দ্বিজগণ নিত্য কাঁহার যজন (পূজা) করেন? এবং যোগিগণই বা কাঁহার ধ্যান করেন? প্রশ্নবিদ্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবন্। আপনি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দান করুন। ৩২

যোগবলে সব কিছু প্রত্যক্ষ দর্শনকারী ভগবান্ সনৎকুমার দশানন রাবণের হৃদয়ে যাহা অভিপ্রায় ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—পুত্র। তোমার প্রশ্নের উত্তর বলিব, শ্রবণ কর। ৩৩

যিনি জগতের ভরণ-পোষণকর্ত্তা, যাঁহার জন্মাদি নাই সুরাসুরগণ নিত্য যাঁহার স্তব করেন, যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে বিশ্বস্রষ্টা কশ্যপাদিরও পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যিনিই এই চরাচর সম্পূর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি হইলেন অব্যয় পরমাত্মা শ্রীহরি নারায়ণ। ৩৪-৩৫

তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া দেবগণ যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজিত করেন। যোগিগণ ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া তাঁহারই ধ্যান করেন এবং তাঁহারই মন্ত্র জপ করেন। ৩৬

মহর্ষি সনৎকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া দশানন প্রত্যুত্তরে বলিল,—মুনিশ্রেষ্ঠ। বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ নিহত হইয়া পরলোকে কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়? মুনিশ্রেষ্ঠ সনৎকুমার তখন রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিলেন। ৩৭-৩৮

দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সদা অত্যুত্তম স্বর্গে গমন করত (তথায় স্বর্গ সুখভোগ করিয়া) ভোগাবসানে পুনরায় তথা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তাহারা ভূতলে জন্মগ্রহণ করে। ৩৯

(১) বাল্মীকিরামায়ণেও অনুরূপ কথা পাওয়া যায়,—"অথাপরাং কথাং দিব্যাং শৃণু রাজন্ সনাতনীম্। যদর্থং রাম বৈদেহী রাবণেন হৃতা পুরা।" ৭.৪৩।৬

পূর্ব্বার্জ্জিতৈঃ পুণ্যপাপৈর্ম্রিয়ন্তে চোদ্ভবন্তি চ।
বিষ্ণুনা যে হতাস্তে তু প্রাপ্নুবন্তি হরের্গতিম্ ॥ ৪০
শ্রুত্বা মুনিমুখাৎ সর্ব্বং রাবণো হৃষ্টমানসঃ।
যোৎস্যেঽহং হরিণা সার্দ্ধমিতি চিন্তাপরোঽভবৎ ॥ ৪১
মনঃস্থিতং পরিজ্ঞাত্বা রাবণস্য মহামুনিঃ।
উবাচ বৎস তেঽভীষ্টং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪২
কিঞ্চিৎকালং প্রতীক্ষস্ব সুখী ভব দশানন।
এবমুক্ত্বা মহাবাহো মুনিঃ পুনরুবাচ তম্ ॥ ৪৩
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি হ্যরূপস্যাপি মায়িনঃ।
স্থাবরেষু চ সর্ব্বেষু নদেষু চ নদীষু চ ॥ ৪৪
ওঁকারশ্চৈব সত্যঞ্চ সাবিত্রী পৃথিবী চ সঃ।
সমস্তজগদাধারঃ শেষরূপধরো হি সঃ ॥ ৪৫

সর্ব্বে দেবাঃ সমুদ্রাশ্চ কালঃ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাঃ।
সূর্য্যোদয়ো দিবা রাত্রির্যমশ্চৈব তথানিলঃ ॥ ৪৬
অগ্নিরিন্দ্রস্তথা মৃত্যুঃ পর্জ্জন্যো বসবস্তথা।
ব্রহ্মা রুদ্রাদয়শ্চৈব যে চান্যে দেব-দানবাঃ ॥ ৪৭
বিদ্যোততি জ্বলত্যেষ পাতি চাত্তীতি বিশ্বকৃৎ।
ক্রীড়াং করোত্যব্যয়াত্মা সোঽয়ং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ৪৮
তেন সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
নীলোৎপলদলশ্যামো বিদ্যুদ্বর্ণাম্বরাবৃতঃ ॥ ৪৯
শুদ্ধজাম্বুনদপ্রখ্যাং শ্রিয়ং বামাঙ্কসংস্থিতাম্।
সদানপায়িনীং দেবীং পশ্যন্নালিঙ্গ্য তিষ্ঠতি ॥ ৫০
দ্রষ্টুং ন শক্যতে কৈশ্চিদ্দেব-দানব-পন্নগৈঃ।
যস্য প্রসাদং কুরুতে স চৈনং দ্রষ্টুমর্হতি ॥ ৫১

এইভাবে তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জিত পুণ্য ও পাপ-বলে বারংবার জন্মগ্রহণ করে ও মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু যাহারা বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহারা সকলে শ্রীহরির গতি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে। ৪০

মুনি সনৎকুমারের মুখ হইতে সব কিছু তথ্য শ্রবণ করিয়া রাবণ মনে মনে হৃষ্ট হইল এবং 'আমি শ্রীহরির সহিত যুদ্ধ করিব' এরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। ৪১

মহামুনি সনৎকুমার রাবণের মানসিক অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া বলিলেন,—বৎস! তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪২

দশানন! তুমি এস্থানে কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা কর এবং (আমার আরও গুহ্যাতিগুহ্য পরম উপদেশ শ্রবণ করিয়া) সুখী (১) হও। মহাবাহু রাম! এই কথা বলিয়া মুনি সনৎকুমার পুনরায় রাবণকে বলিলেন। ৪৩

যাঁহার কোনও রূপ (আকৃতি ও বর্ণ) নাই, তিনি যদি মায়া অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহার যে স্বরূপ হয়, তাহা আমি তোমাকে বলিব। তিনি সমস্ত স্থাবর, নদ ও নদীসমূহে বিরাজমান আছেন। ৪৪

তিনি ওঙ্কার, ('ওঙ্কারো বৈ সর্ব্বা বাক্' ইতি শ্রুতেঃ,—ছান্দোগ্য০২।২৩ ৪) সত্য, গায়ত্রী ও পৃথিবী। তিনি সমস্ত জগতের আধার শেষরূপধারী অর্থাৎ অনন্ত। ৪৫

সমস্ত দেবগণ, সকল সমুদ্র, কাল, সূর্য্য, চন্দ্র, সূর্য্যোদয়, দিবা, রাত্রি, যম ও বায়ু তিনি। ৪৬

অগ্নি, ইন্দ্র, মৃত্যু, পর্জ্জন্য, বসুগণ, ব্রহ্মা, রুদ্রাদিগণ এবং অন্য যে সব দেব ও দানবগণ আছেন, এ সমস্তই তিনি। ৪৭

ইনি সব কিছুই প্রকাশ করেন অথবা স্বীয় তেজ প্রকাশ করেন, প্রজ্বলিত হন, সকলকে রক্ষা করেন ও নাশ করেন। যে বিশ্বকর্ত্তা অব্যয়াত্মা এইভাবে ক্রীড়া করেন, ইনিই সেই সনাতন বিষ্ণু। ৪৮

এই সমস্ত চরাচরময় ত্রিলোক তাঁহারই দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে (২)। তিনি নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও বিদ্যুদ্ বর্ণ-যুক্ত বস্ত্রপরিহিত অথবা বিদ্যুতের ন্যায় অতি দীপ্তিশালী পীত-বস্ত্র পরিহিত। ৪৯

বিশুদ্ধ স্বর্ণসদৃশ কান্তিমতী, চিরসহচরী, বামক্রোড়ে উপবিষ্টা লক্ষ্মী দেবীকে (৩) আলিঙ্গন সহকারে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যিনি অবস্থান করিতেছেন। ৫০

দেব, দানব ও সর্পগণ এবং অন্য কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু তিনি যাঁহার উপর প্রসন্ন হন, কেবল সেই সৌভাগ্যবানই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ৫১

(১) মহর্ষি বাল্মীকি এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"মনসশ্চেপ্সিতং যৎ তদ্ ভবিষ্যতি মহাহবে। সুখী ভব মহাবাহো কঞ্চিৎ কালমুদীক্ষ্য চ।" ৭।৪৪।২

(২) পাশ্চাত্য বাল্মীকিরামায়ণেও অনুরূপ ভাষায় এই তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে,—"অথবা বহুনানেন কিমুক্তেন দশানন। তেন সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।"

(৩) বাল্মীকিরামায়ণে আরও স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে,—"তত্র নিত্যং শরীরস্থা মেঘস্যেব শতহ্রদা। সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মীর্দ্দেবমায়াবৃতা তিষ্ঠতি।" ৭।৪৪।১৩

ন চ যজ্ঞ-তপোভির্বা ন দানাধ্যয়নাদিভিঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুমুপায়ৈরিতরৈরপি ॥ ৫২
সদ্ভক্তৈস্তদ্গতপ্রাণৈস্তচ্চিত্তৈর্ধূতকল্মষৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ বিষ্ণুর্বেদান্তামলদৃষ্টিভিঃ ॥ ৫৩
অথবা দ্রষ্টুমিচ্ছা তে শৃণু ত্বং পরমেশ্বরম্।
ত্রেতাযুগে স দেবেশো ভবিতা নৃপবিগ্রহঃ ॥৫৪
হিতার্থং দেবমর্ত্ত্যানামিক্ষ্বাকূণাং কুলে হরিঃ।
রামো দাশরথির্ভূত্বা মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥ ৫৫
পিতুর্নিয়োগাৎ স ভ্রাত্রা ভার্য্যয়া দণ্ডকে বনে।
বিচরিষ্যতি ধর্ম্মাত্মা জগন্মাত্রা স্বমায়য়া ॥ ৫৬
এবং তে সর্ব্বমাখ্যাতং ময়া রাবণ বিস্তরাৎ।
ভজস্ব ভক্তিভাবেন তদা রামং শ্রিয়া যুতম্ ॥ ৫৭

এই শ্রীভগবান্‌কে যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা দর্শন করিতে পারা যায় না, দান ও স্বাধ্যায়াদি দ্বারাও তাঁহার দর্শন হয় না এবং অন্য কোন উপায়সমূহেও তাঁহার দর্শন লাভ হয় না। ৫২

যাঁহারা সদ্‌ভক্ত (নিত্য ভক্ত অথবা উত্তম ভজনপরায়ণ যেরূপ হনূমদাদি), যাঁহারা তদ্গতপ্রাণ (যেরূপ গোপীরা), যাঁহারা তদ্গতচিত্ত (যেরূপ শুকদেবাদি), যাঁহারা নিষ্পাপ (যেরূপ গুহাদি) এবং যাঁহারা বেদান্তজ্ঞানে নির্ম্মল দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন (৩) (যেরূপ বেদান্তরচয়িতা এই গ্রন্থকার বেদব্যাস প্রভৃতি), তাঁহারাই এই ভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। ৫৩

অথবা তোমার যদি সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে ত্রেতাযুগে সেই দেবেশ্বর নৃপমূর্ত্তি হইয়া আবির্ভূত হইবেন। ৫৪

শ্রীহরি দেবতা ও মনুষ্যগণের হিতের জন্য ইক্ষ্বাকুবংশে মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী দশরথপুত্র রাম হইয়া অবতীর্ণ হইবেন। ৫৫

(৩) মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—"তদ্ভক্তৈস্তদ্গতপ্রাণৈস্তচ্চিত্তৈস্তৎপরায়ণৈঃ। শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং জ্ঞাননির্ধূতকিল্বিষৈঃ।" ৭।৪৪ ১৬

এবং শ্রুত্বা সুরাধ্যক্ষো ধ্যাত্বা কিঞ্চিদ্ বিচার্য্য চ।
ত্বয়া সহ বিরোধেপ্সুর্মুমুদে রাবণো মহান্ ॥ ৫৮
যুদ্ধার্থী সর্ব্বতো লোকান্ পর্য্যটন্ সমবস্থিতঃ।
এতদর্থং মহারাজ রাবণোঽতীব বুদ্ধিমান্।
হৃতবান্ জানকীং দেবীং ত্বয়াত্মবধকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৫৯
ইমাং কথাং যঃ শৃণুয়াৎ পঠেদ্ বা
সংশ্রাবয়েদ্ বা শ্রবণার্থিনাং সদা।
আয়ুষ্যমারোগ্যমনন্তসৌখ্যং
প্রাপ্নোতি লাভং ধনমক্ষয়ঞ্চ ॥ ৬০

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
উত্তরকাণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

সেই ধর্ম্মাত্মা রাম পিতা দশরথের নিয়োগে স্বমায়া ভার্য্যা জগন্মাতা সীতাদেবী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিবেন। ৫৬

রাবণ! এইভাবে আমি তোমাকে সব কিছুই সবিস্তরে বলিলাম। সেই সময় তুমি লক্ষ্মী সীতাদেবী সহ রামকে ভক্তিভাবে ভজনা করিও। ৫৭

রাক্ষসাধিপতি মহাবল রাবণ ইহা শ্রবণ করত কিছুকাল চিন্তা করিয়া এবং স্বীয় কৃত্যসম্বন্ধে কিছু বিচার করিয়া 'রাম! তোমার সহিত বিরোধের ইচ্ছা করত' মনে মনে আনন্দ পোষণ করিতে লাগিল। ৫৮

মহারাজ! এই জন্য আমি মনে করি, রাবণ অতিশয় বুদ্ধিমান্; কারণ, সে নিজের বধ কামনা করিয়া জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছিল। ৫৯

যে ব্যক্তি এই কথা সদা অর্থাৎ প্রত্যহ নিয়মিত শ্রবণ করে, বা পাঠ করে কিংবা শুনিতে ইচ্ছুক শ্রোতাদিগকে শ্রবণ করায়, সেই ব্যক্তি দীর্ঘ আয়ু, আরোগ্য, অনন্ত সুখসম্ভোগ, অক্ষয় ধন এবং অন্যবিধ সম্পদ লাভ করিয়া থাকে। ৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে উত্তরকাণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীসীতাদেব্যাঃ পুনর্বনবাসবর্ণনম্ ।)

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

একদা ব্রহ্মণো লোকাদায়ান্তং নারদং মুনিম্ ।
পর্য্যটন্ রাবণো লোকান্ দৃষ্ট্বা নত্বাব্রবীদ্ বচঃ ॥ ১
ভগবন্ ব্রূহি মে যোদ্ধুং কুত্র সন্তি মহাবলাঃ ।
যোদ্ধুমিচ্ছামি বলিভিস্তং জ্ঞাতাসি জগত্রয়ম্ ॥ ২
মুনির্ধ্যাত্বাহ সুচিরং শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ ।
মহাবলা মহাকায়াস্তত্র যাহি মহামতে ॥ ৩
বিষ্ণুপূজারতা যে বৈ বিষ্ণুনা নিহতাশ্চ যে ।
ত এব তত্র সঞ্জাতা অজেয়াশ্চ সুরাসুরৈঃ ॥ ৪
শ্রুত্বা তদ্‌রাবণো বেগান্মন্ত্রিভিঃ পুষ্পকেণ তান্ ।
যোদ্ধুকামঃ সমাগত্য শ্বেতদ্বীপসমীপতঃ ॥ ৫
তৎপ্রভাহততেজস্কং পুষ্পকং নাচলত্ততঃ ।
ত্যক্ত্বা বিমানং প্রযযৌ মন্ত্রিণশ্চ দশানন ॥৬
প্রবিশন্নেব তদ্দ্বীপং ধৃতো হস্তেন যোষিতা ।
পৃষ্টশ্চ ত্বং কুতঃ কোঽসি প্রেষিতঃ কেন বা বদ ॥ ৭
ইত্যুক্তো লীলয়া স্ত্রীভির্হসন্তীভিঃ পুনঃ পুনঃ ।
কৃচ্ছ্রাদ্ধস্তাদ্ বিনির্মুক্তস্তাসাং স্ত্রীণাং দশাননঃ ॥ ৮
আশ্চর্য্যমতুলং লব্ধ্বা চিন্তয়ামাস দুর্ম্মতিঃ ।
বিষ্ণুনা নিহতো যামি বৈকুণ্ঠমিতি নিশ্চিতঃ ॥ ৯

চতুর্থ অধ্যায় ।

[শ্রীসীতাদেবীর পুনরায় বনবাস বর্ণন ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি। নানা লোকসমূহ পর্য্যটন করিতে করিতে একদিন রাবণ ব্রহ্মলোক হইতে আগত নারদ মুনিকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত এই কথা বলিল । ১

ভগবন্। আপনি ত্রিভুবনের সব কিছুই জানেন, অতএব আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ মহাবল যোদ্ধাগণ কোথায় আছে, বলিয়া দিন ; আমি সেই সব বলবান্ যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি । ২

মুনি নারদ দীর্ঘকাল ধরিয়া ধ্যান (চিন্তা) করত বলিলেন,—মহামতে। শ্বেতদ্বীপবাসিগণ (১) সকলেই মহাবল ও বিশাল দেহধারী। তুমি তথায় গমন কর । ৩

যাহারা বিষ্ণুপূজায় নিরত এবং যাহারা বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহারাই এই শ্বেতদ্বীপে জন্মগ্রহণ করে ও তাহারা সকলেই সুরাসুরের অজেয় । ৪

নারদের নিকট হইতে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাবণ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মন্ত্রিগণ সহ পুষ্পক বিমানে করিয়া সবেগে শ্বেতদ্বীপের সমীপে উপস্থিত হওয়ায় শ্বেতদ্বীপের প্রভায় পুষ্পক বিমানের তেজ প্রতিহত হইল এবং তখন সেই পুষ্পক বিমান আর চলিতে পারিল না। তখন তথায় এই পুষ্পক বিমান এবং মন্ত্রিগণকে পরিত্যাগ করিয়া দশানন রাবণ একাকীই প্রস্থিত হইল । ৫-৬

রাবণ সেই দ্বীপে প্রবেশ করিতে করিতেই এক রমণী কর্তৃক হস্তে ধৃত হইয়া জিজ্ঞাসিত হইল যে, তুমি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? এবং কেই বা তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছে ? ইহা বল । ৭

তারপর বহু স্ত্রী সেখানে লীলাসহকারে হাস্য করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—বল, বল। তদনন্তর দশানন রাবণ সেই সব স্ত্রীগণের হস্ত হইতে বহুকষ্টে মুক্ত হইল । ৮

দুর্মতি রাবণ অতুল আশ্চর্য্য (২) প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল এবং নিশ্চয় করিল যে, আমি বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিব । ৯

---

(১) শ্বেতদ্বীপ ক্ষীরোদসাগরের সমীপবর্ত্তী কোনও এক দ্বীপ। এবিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়,—"চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তেন নারদঃ প্রত্যুবাচ তম্। অস্তি রাজন্ মহাদ্বীপং ক্ষীরোদস্য সমীপতঃ। তত্র তে চন্দ্রসঙ্কাশা মানবাঃ সুমহাবলাঃ। মহাকায়া মহাবীর্য্যা মেঘস্তনিতনিস্বনাঃ। মহামাত্রা ধৈর্য্যবন্তো মহাপরিঘবাহবঃ। শ্বেতদ্বীপে ময়া দৃষ্টা মানবা রাক্ষসাধিপ।" ৭।৪৬।৭-৯

এই শ্বেতদ্বীপকে 'ত্রিপিষ্টপ' নামেও অভিহিত করা হয়। যথা বাল্মীকিরামায়ণে—"যে হতা লোকনাথেন শার্ঙ্গধন্বা সংযুগে। চক্রায়ুধেন দেবেন তেষাং বাসস্ত্রিপিষ্টপে।" ৭।৪৬।১৬

(২) এ প্রসঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন,— "তয়া সহ বিনির্ধূতঃ সহসৈব নিশাচরঃ। পপাত সোঽস্তসো মধ্যে সাগরস্য ভয়াতুরঃ। পর্ব্বতস্যেব শিখরং যথা বজ্রবিদারিতম্। প্রাপতৎ সাগরজলে তথাসৌ বিনিপাতিতঃ। এবং স রাবণো রাম শ্বেতদ্বীপনিবাসিভিঃ। যুবতীভির্বিগৃহ্যাও ভ্রামিতশ্চ ততস্ততঃ। নারদোঽপি মহাতেজা রাবণং প্রাপ্য ধর্ষিতম্। বিস্ময়ং রুচিরং গত্বা প্রজহাস ননর্ত চ।" ৭।৪৬।৩৭-৪২

মযি বিষ্ণুর্যথা কুপ্যেত্তথা কার্য্যং করোম্যহম্ ।
ইতি নিশ্চিত্য বৈদেহীং জহার বিপিনেঽসুরঃ ॥ ১০
জানন্নেব পরাত্মানং স জহারাবনীসুতাম্ ।
মাতৃবৎ পালয়ামাস ত্বত্তঃ কাঙ্ক্ষন্ বধং স্বকম্ ॥ ১১
রামত্বং পরমেশ্বরোঽসি সকলং জানাসি বিজ্ঞানদৃক্
ভূতং ভব্যমিদং ত্রিকালকলনাসাক্ষী বিকল্পোজ্‌ঝিতঃ।
ভক্তানামনুবর্তনায় সকলাং কুর্বন্ ক্রিয়াসংহতিং,
ত্বং শৃণ্বন্মনুজাকৃতির্মুনিবচো ভাসীশ লোকার্চ্চিতঃ ॥১২
স্তুত্বৈবং রাঘবং তেন পূজিতঃ কুম্ভসম্ভবঃ ।
স্বাশ্রমং মুনিভিঃ সার্দ্ধং প্রযযৌ হৃষ্টমানসঃ ॥ ১৩

আমার উপর বিষ্ণু যাহাতে কুপিত হন, আমি সেইরূপ কার্য্যই করিব, এরূপ স্থির করিয়া সুরবিরোধী রাবণ দণ্ডকারণ্যে বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে হরণ করিয়াছিল। ১০

রাবণ তোমাকে পরমাত্মা বলিয়া জানিয়াই ধরণীকন্যা সীতাকে হরণ করে এবং নিজের বধ আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে মাতার ন্যায় পালন করে। ১১

রাম তুমি পরমেশ্বর, সব কিছুই তুমি জান; কারণ, তুমি বিজ্ঞানচক্ষু; অতীত, অনাগত ও বর্তমান—এই ত্রিকালের সকল কর্ম্মের সাক্ষী এবং ভ্রান্তিবর্জিত। হে জগদীশ্বর। তুমি সর্ব্বলোকপূজিত হইয়াও ভক্তগণের অনুসরণযোগ্য পথ দেখাইবার জন্য (১) মনুষ্যাকার ধারণ করত সকল কর্ম্মসমূহ করিতে করিতে এবং মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে বিরাজ করিতেছ। ১২

কুম্ভযোনি অগস্ত্য এইভাবে শ্রীরামের স্তব করিয়া এবং শ্রীরাম কর্তৃক পূজিত হইয়া মুনিগণের সহিত হৃষ্টমনে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। ১৩

এদিকে রমা (লক্ষ্মী)-নাথ শ্রীরাম ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিবর্গের সহিত এবং সীতাদেবীর সহিত সাধারণ সংসারীর ন্যায় আমোদ-প্রমোদ করিতে করিতে নিজ ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। ১৪

হনুমান্ প্রভৃতি সদ্‌বানরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া

(১) শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে। ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি। যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্। সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ। শ্রীগীতা ৩।২১-২৪

রামস্তু সীতয়া সার্দ্ধং ভ্রাতৃভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
সংসারীব রমানাথো রমমাণোঽবসদ্ গৃহে ॥ ১৪
অনাসক্তোঽপি বিষয়ান্ বুভুজে প্রিয়য়া সহ ।
হনুমৎপ্রমুখৈঃ সদ্ভির্বানরৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ১৫
পুষ্পকং চাগমদ্ রামমেকদা পূর্ব্ববৎ প্রভুম্ ।
প্রাহ দেব কুবেরেণ প্রেষিতং ত্বামহং ততঃ ॥ ১৬
জিতং ত্বং রাবণেনাদৌ পশ্চাদ্রামেণ নির্জ্জিতম্ ।
অতস্ত্বং রাঘবং নিত্যং বহ যাবদ্ বসেদ্‌ভুবি ॥ ১৭
যদা গচ্ছেদ্রঘুশ্রেষ্ঠো বৈকুণ্ঠং যাহি মাং তদা ।
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবঃ প্রাহ পুষ্পকং সূর্য্যসন্নিভম্ ॥ ১৮

শ্রীরাম স্বয়ং বিষয়সমূহে আসক্ত না থাকিলেও প্রিয়া সীতা দেবীর সহিত নানা বিষয়সকল ভোগ করিতে লাগিলেন। ১৫

এই সময় একদিন প্রভু শ্রীরামের নিকট পুষ্পক বিমান পূর্ব্ববৎ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শ্রীরামকে বলিল (১)—দেব। কুবের আমাকে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন যে, তুমি তাবৎ কাল রামকে নিত্য বহন কর, যাবৎ কাল তিনি এই পৃথিবীতে বাস করিবেন। ১৬-১৭

রঘুশ্রেষ্ঠ রাম যখন বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন, তখন তুমি আমার নিকট আসিবে। রাম পুষ্পকের এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্য্যতুল্য তেজস্বী পুষ্পককে বলিলেন। ১৮

(১) বাল্মীকিরামায়ণে পুষ্পকের বাক্য,—"সৌম্য রাম নিরীক্ষস্ব সৌম্যেন বদনেন মাম্। কুবেরভবনাৎ প্রাপ্তং বিদ্ধি মাং পুষ্পকং বিভো। তব শাসনমাজ্ঞায় গতোঽস্মি ধনদং প্রতি। উপস্থিতং নরশ্রেষ্ঠ স চ মাং প্রত্যভাষত। নির্জ্জিতস্ত্বং নরেন্দ্রেণ রাঘবেণ মহাত্মনা। নিহত্য যুধি দুর্দ্ধর্ষং রাবণং রাক্ষসাধিপম্। মমাপি পরমা প্রীতির্হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি। রাবণে সগণে রৌদ্রে সপুত্রে সহবান্ধবে। স ত্বং রামেণ লঙ্কায়াং নির্জ্জিতঃ পরমাত্মনা। বহ সৌম্য তমেব ত্বমহমাজ্ঞাপয়ামি তে। ৭।৪১।৩-৮

পুষ্পকবিমানকে শ্রীরামের উত্তর,—"যদ্যেবং স্বাগতং তেঽস্তু বিমানবর পুষ্পক। আনুকূল্যাদ্ধনেশস্য বৃত্তদোষো ন নো ভবেৎ।" ৭।৪১।১২

পুষ্পককে পূজা করিয়া বিদায়দান প্রসঙ্গে,—"লাজৈশ্চৈব তথা পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ। পূজয়িত্বা মহাবাহু রাঘবঃ পুষ্পকং তদা। গম্যতামিতি চাবোচদাগচ্ছেঃ সংস্মৃতে ময়া। সিদ্ধানাঞ্চ গতিং সৌম্য মা বিষাদেন যো যুজ।" ৭।৪১।১৩-১৪

যদা স্মরামি ভদ্রং তে তদাগচ্ছ মমান্তিকম্।
তিষ্ঠান্তর্ধায় সর্ব্বত্র গচ্ছেদানীং মম জ্ঞয়া ॥ ১৯
ইত্যুক্ত্বা রামচন্দ্রোঽপি পৌরকার্য্যাণি সর্ব্বশঃ।
ভ্রাতৃভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং যথান্যায়ং চকার সঃ ॥ ২০
রাঘবে শাসতি ভুবং লোকনাথে রমাপতৌ।
বসুধা শস্যসম্পন্না ফলবন্তশ্চ ভূরুহাঃ ॥ ২১
জনা ধর্ম্মপরাঃ সর্ব্বে পতিভক্তিপরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নাপশ্যৎ পুত্রমরণং কশ্চিদ্রাজনি রাঘবে ॥ ২২
সমারুহ্য বিমানাগ্র্যং রাঘবঃ সীতয়া সহ।
বানরৈর্ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং সঞ্চচারাবনিং প্রভুঃ ॥২৩
অমানুষাণি কার্য্যাণি চকার বহুশো ভুবি।
ব্রাহ্মণস্য সুতং দৃষ্ট্বা বালং মৃতমকালতঃ ॥ ২৪
শোচন্তং ব্রাহ্মণং চাপি জ্ঞাত্বা রামো মহামতিঃ।
তপস্যন্তং বনে শূদ্রং হত্বা ব্রাহ্মণবালকম্ ॥ ২৫
জীবয়ামাস শূদ্রস্য দদৌ স্বর্গমনুত্তমম্।
লোকানামুপদেশার্থং পরমাত্মা রঘূত্তমঃ ॥ ২৬
কোটিশঃ স্থাপয়ামাস শিবলিঙ্গানি সর্ব্বশঃ
সীতাঞ্চ রময়ামাস সর্ব্বভোগৈরমানুষৈঃ ॥ ২৭

যখন আমি তোমাকে স্মরণ করিব, তখন তুমি আমার নিকট আসিও। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি এখন আমার আদেশে অন্তর্হিত হইয়া অর্থাৎ অদৃশ্যভাবে অবস্থান কর এবং সর্ব্বত্র ইচ্ছানুসারে গমন কর (তোমার ইচ্ছানুসারে নানাস্থানে ভ্রমণ কর।) ১৯

এই কথা বলিয়া সেই রামচন্দ্রও ভ্রাতৃবৃন্দ ও মন্ত্রিগণের সহিত ন্যায়ানুসারে সর্ব্ববিধ পৌর কার্য্যসকল করিতে লাগিলেন। ২০

লোকনাথ রমাপতি রামচন্দ্র পৃথিবী শাসন করিতে থাকিলে সমগ্র পৃথিবী শস্যশালিনী হইয়া উঠিল এবং বৃক্ষসকল ফলবান্ হইল। ২১

সমস্ত জনগণ ধর্ম্মপরায়ণ হইলেন, স্ত্রীগণ পতিভক্তিপরায়ণা হইলেন। শ্রীরাম রাজা হইলে পর কেহ পুত্রের মরণ দেখিল না অর্থাৎ কোনও ব্যক্তিই পুত্রমরণজনিত শোক ভোগ করে নাই। ২২

সীতাকে সঙ্গে লইয়া প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতৃগণ ও বানরদিগের সহিত বিমানোত্তম পুষ্পকে আরোহণ করত সম্পূর্ণ ধরণী বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২৩

তখন তিনি এই ভূতলে বহু অলৌকিক কার্য্যসকল করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একদিন এক ব্রাহ্মণের শিশু-পুত্রকে অকালে মৃত্যুবরণ করিতে দেখিয়া এবং ব্রাহ্মণ শোক (১) করিতেছেন—এ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া মহামতি শ্রীরাম বনে তপস্যারত (২) শূদ্র শম্বুককেও (গুরু বসিষ্ঠের আদেশে) বধ করিয়া ব্রাহ্মণ-বালককে জীবিত (৩) করিলেন এবং শূদ্র শম্বুককেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক দান করিলেন। পরমাত্মা রঘূত্তম রাম লোকসকলকে শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদিকে কোটি কোটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন। অলৌকিক সর্ব্ববিধ ভোগসমূহের দ্বারা তিনি সীতাকে আমোদ-প্রমোদে আনন্দিত করিতে লাগিলেন। ২৪-২৭

(১) মৃতপুত্র ব্রাহ্মণের শোকবর্ণনায় মহর্ষি বাল্মীকি,—'কিন্নু মে দুষ্কৃতং কর্ম পুরা দেহান্তরে কৃতম্। যদহং পুত্রমেকং ত্বাং পশ্যামি নিধনং গতম্। অপ্রাপ্তযৌবনং বালং পঞ্চবর্ষ-কমেব চ। অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রক। ন স্মরাম্যনৃতং কিঞ্চিন্ন চ হিংসাং কথঞ্চন। সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং চাপি পীড়াং নৈব স্মরাম্যহম্। কেনায়ং দুষ্কৃতেনাদ্য বাল এব মমাত্মজঃ। অকৃত্বা পিতৃকার্য্যাণি নীতো বৈবস্বতক্ষয়ম্। নেদৃশং দৃষ্টপূর্ব্বং মে শ্রুতং বা ঘোরদর্শনম্। মৃত্যুরপ্রাপ্ত-কালানাং রামস্য বিষয়ে যথা। রামস্য দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্ মহদস্তি ন সংশয়ঃ। তথাহি বিষয়স্থানাং বালানাং মৃত্যুরাগমঃ।

৭।৭৩।৪-১০

(২) তপস্যাবিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে,—"তস্মিন্ সরসি তপ্যন্তং তাপসং সুমহত্তপঃ। দদর্শ রাঘবো ভীমং লম্বমান-মধোমুখম্।" ৭।৮১।১৪

শূদ্রের নাম সম্বন্ধে বাল্মীকিরামায়ণে,—"ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকজিগীষয়া। শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ 'শম্বুকং' নাম নামতঃ" ৭।৮২.৩

বধবিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—"ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়্গং সুরুচিরপ্রভম্। নিষ্কৃষ্য কোষাদ্ বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ।"

৭।৮২।৪

(৩) মৃত ব্রাহ্মণ-বালককে জীবিত করা সম্বন্ধে বাল্মীকি-রামায়ণে,—নিবৃত্তো ভব কাকুৎস্থ ব্রাহ্মণস্যৈকপুত্রকঃ। জীবিতং প্রাপ্তবান্ ভূয়ঃ সঙ্গতশ্চাপি বন্ধুভিঃ। যস্মিন্ মুহূর্ত্তে কাকুৎস্থ শূদ্রোঽয়ং বিনিপাতিতঃ। তস্মিন্নেব স জীবেন বালকঃ সমযুজ্যত। ৭।৮২।১৪-১৫

শশাস রামো ধর্ম্মেণ রাজ্যং পরমধর্ম্মবিৎ।
কথাং সংস্থাপয়ামাস সর্ব্বলোকমলাপহাম্ ॥ ২৮
দশবর্ষসহস্রাণি মায়ামানুষবিগ্রহঃ।
চকার রাজ্যং বিধিবল্লোকবন্দ্যপদাম্বুজঃ ॥ ২৯
একপত্নীব্রতো রামো রাজর্ষিঃ সর্ব্বদা শুচিঃ।
গৃহমেধীয়মখিলমাচরন্ শিক্ষয়ন্ জনান্ ॥ ৩০
সীতা প্রেম্নানুবৃত্ত্যা চ প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
ভর্ত্তুর্মনোহরা সাধ্বী ভাবজ্ঞা সা হ্রিয়া ভিয়া ॥ ৩১
একদাক্রীড়বিপিনে সর্ব্বভোগসমন্বিতে।
একান্তে দিব্যভবনে সুখাসীনং রঘূত্তমম্ ॥ ৩২
নীলমাণিক্যসঙ্কাশং দিব্যাভরণভূষিতম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং বিদ্যুৎপুঞ্জনিভাম্বরম্ ॥ ৩৩
সীতা কমলপত্রাক্ষী সর্ব্বাভরণভূষিতা।
রামমাহ করাভ্যাং সা লালয়ন্তী পদাম্বুজে ॥ ৩৪
দেবদেব জগন্নাথ পরমাত্মন্ সনাতন।
চিদানন্দাদিমধ্যান্তরহিতাশেষকারণ ॥ ৩৫
দেব দেবাঃ সমাসাদ্য মামেকান্তেঽব্রুবন্ বচঃ।
বহুশোঽর্থয়মানাস্তে বৈকুণ্ঠগমনং প্রতি ॥ ৩৬
ত্বয়া সমেতশ্চিচ্ছক্ত্যা রামস্তিষ্ঠতি ভূতলে।
বিসৃজ্যাস্মান্ স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠঞ্চ সনাতনম্ ॥ ৩৭
আস্তে তয়া জগদ্ধাত্রি রামঃ কমললোচনঃ।
অগ্রতো যাহি বৈকুণ্ঠং ত্বং তথা চেদ্রঘূত্তমঃ ॥ ৩৮
আগমিষ্যতি বৈকুণ্ঠং সনাথান্নঃ করিষ্যতি।
ইতি বিজ্ঞাপিতাহং তৈর্ময়া বিজ্ঞাপিতো ভবান্ ॥ ৩৯
যদযুক্তং তৎ কুরুষ্বাদ্য নাহমাজ্ঞাপয়ে প্রভো।
সীতায়াস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা রামো ধ্যাত্বাব্রবীৎ ক্ষণম্ ॥ ৪০

পরম ধর্ম্মজ্ঞ শ্রীরাম তখন ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোকের পাপহারিণী শ্রীরামায়ণী কথা তিনিই জগতে সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। ২৮

যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সকল লোকেরই বন্দনীয়, মায়াবলে মনুষ্য রূপধারী এই শ্রীরাম দশ হাজার বৎসর কাল বিধি অনুসারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ২৯

রাজর্ষি শ্রীরাম একপত্নী ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকিতেন। এইভাবে তিনি সম্পূর্ণ গৃহস্থ ধর্ম্ম আচরণ করিয়া সমস্ত জনসাধারণকে গৃহস্থ ধর্ম্মের আচার-নিয়ম শিক্ষা দানে নিরত ছিলেন। ৩০

ভাবজ্ঞা ("ভাবো মুখবিকারঃ স্যাদ্ ভাবশ্চিত্তসমুদ্গতঃ"। পতির চিত্তগত অভিপ্রায় যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বকালে বিনা বাক্যে বুঝিতে পারেন, তিনি ভাবজ্ঞা) সতী সাধ্বী সীতা দেবী স্বীয় প্রেম, অনুবৃত্তি (সেবা), বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম, লজ্জা ও ভয়—এই সব গুণসমূহে পতি শ্রীরামের সব সময় মন হরণ করিতেন। ৩১

একদিন সর্ব্বভোগ বিলাসযুক্ত ক্রীড়াকাননে দিব্য ভবনে নির্জনে সুখে উপবিষ্ট, নীলমণিসদৃশ কান্তিমান্, দিব্য আভরণ-সমূহে বিভূষিত, বিদ্যুৎপুঞ্জসদৃশ অতি সমুজ্জ্বল পীতবস্ত্র পরিহিত, প্রসন্নবদন ও শান্ত শ্রীরামকে পদ্মপত্রতুল্য আয়তলোচনা সর্ব্বাভরণভূষিতা সীতা দেবী দুইহাতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সেবা করিতে করিতে অর্থাৎ হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন (১) ৩২-৩৪

হে দেবদেব জগন্নাথ! হে সনাতন পরমাত্মন্! হে চিদানন্দময়! আদি-মধ্য-অন্তরহিত সকল কারণ জ্যোতির্ম্ময়! দেবগণ নির্জনে আসিয়া যাহাতে আপনি বৈকুণ্ঠে গমন করেন, সে বিষয়ে নানাভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, শ্রীরাম আমাদিগকে এবং স্বীয় সনাতন ধাম বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া চিৎ-শক্তি আপনার সহিত ধরাতলে অবস্থান করিতেছেন। কমললোচন শ্রীরাম আপনার সহিত মিলিত হইয়া আছেন বলিয়াই এই ধরাধামে এখনও বিরাজ করিতেছেন। অতএব অগ্রে আপনি যদি বৈকুণ্ঠে গমন করেন, তাহা হইলে রঘুত্তম রাম পরে এই বৈকুণ্ঠে শুভাগমন করিবেন এবং আমাদিগকে সনাথ করিবেন। তাঁহারা আমাকে এই কথা জানাইলে আমি আপনাকে ইহা নিবেদন করিলাম। ৩৫-৩৯

হে প্রভো! আমি আপনাকে কোনও আজ্ঞা করিতেছি না, আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন। সীতাদেবীর এই কথা শ্রবণ করত শ্রীরাম ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন। ৪০

(১) ৩২ শ্লোক হইতে বর্ণিত বৃত্তান্ত বাল্মীকিরামায়ণে নাই। তথায় গর্ভাবস্থায় সীতার মুনিজন সেবারূপ প্রার্থনাই সীতাপরিত্যাগের সঙ্কেত,—"স্মিতং কৃত্বা তু বৈদেহী রামং বাক্যমথাব্রবীৎ। আশ্রমাণি পবিত্রাণি দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘব। গঙ্গাতীরনিবিষ্টানি ঋষীণামুগ্রতেজসাম্। ফল-মূলাশিনাং দেব পাদমূলমুপাসিতুম্। পর এব হি কামো মে যন্মূল-ফলভোজনম্। অপ্যেকরাত্রিং কাকুৎস্থ নিবসেয়ং তপোবনে। ৭।৪৩।২৫

দেবি জানামি সকলং তত্রোপায়ং বদামি তে।
কল্পয়িত্বা মিষং দেবি লোকবাদং ত্বদাশ্রয়ম্ ॥ ৪১
ত্যজামি ত্বাং বনে লোকবাদাদ্ভীত ইবাপরঃ।
ভবিষ্যতঃ কুমারৌ দ্বৌ বাল্মীকেরাশ্রমান্তিকে ॥ ৪২
ইদানীং দৃশ্যতে গর্ভঃ পুনরাগত্য মেঽন্তিকম্।
লোকানাং প্রত্যয়ার্থং ত্বং কৃত্বা শপথমাদরাৎ ॥ ৪৩
ভূমের্বিবরমাত্রেণ বৈকুণ্ঠং যাস্যসি দ্রুতম্।
পশ্চাদহং গমিষ্যামি এষ এব সুনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৪
ইত্যুক্ত্বা তাং বিসৃজ্যাথ রামো জ্ঞানৈকলক্ষণঃ।
মন্ত্রিভির্মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈর্বলমুখ্যৈশ্চ সংবৃতঃ ॥ ৪৫
তত্রোপবিষ্টং শ্রীরামং সুহৃদঃ পর্য্যুপাসত।

দেবি! আমি সবই জানি। সে বিষয়ে অর্থাৎ আমাদের উভয়ের বৈকুণ্ঠে গমন বিষয়ে এবং আমাদের উভয়ের মধ্যে তোমার অগ্রে গমন বিষয়ে তোমাকে এক উপায় বলিতেছি। দেবি! তোমার উপর লোকাপবাদের ছল করিয়া এক লোকাপবাদভীত সাধারণ মানুষের ন্যায় তোমাকে আমি বনে ত্যাগ করিব। তথায় বাল্মীকিমুনির আশ্রমসন্নিধানে তোমার দুইটি পুত্র হইবে। ৪১-৪২

তাহার লক্ষণ গর্ভ (১) এখনই দেখা যাইতেছে। তুমি পুনরায় আমার নিকট আসিয়া লোকসকলের বিশ্বাসের জন্য সমাদরের সহিত শপথ করত ভূবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দ্রুত অর্থাৎ আমার পূর্ব্বেই বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। পরে আমি তথায় গমন করিব—ইহাই আমাদের সুনিশ্চয় রহিল। ৪৩-৪৪

জ্ঞানই যাঁহার একমাত্র লক্ষণ, সেই রাম এই কথা বলিয়া সীতাকে বিদায় দিয়া মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রিগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষগণের সহিত মিলিত হইলেন। ৪৫

তথায় উপবিষ্ট শ্রীরামকে তাঁহার বয়স্য সুহৃদ্‌গণ পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। হাস্য-পরিহাস ও গল্প করিতে নিপুণ সেই সব বয়স্যগণ শ্রীহরিকে হাসাইতে হাসাইতে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪৬

এই সময় কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরাম বিজয় নামক (২) এক দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরবাসিগণ ও জনপদবাসিগণ, আমি, সীতা, মাতৃগণ, আমার ভ্রাতৃবৃন্দ কিংবা কৈকেয়ী—এই সব

হাস্যপ্রৌঢ়কথাভিজ্ঞা হাসয়ন্তঃ স্থিতা হরিম্ ॥ ৪৬
কথাপ্রসঙ্গাৎ পপ্রচ্ছ রামো বিজয়নামকম্।
পৌরা জানপদা মে কিং বদন্তীহ শুভাশুভম্ ॥ ৪৭
সীতাং বা মাতরং বা মে ভ্রাতৄন্ বা কৈকয়ীমথ।
ন ভেতব্যং ত্বয়া ব্রূহি শাপিতোঽসি মমোপরি ॥ ৪৮
ইত্যুক্তঃ প্রাহ বিজয়ো দেব সর্ব্বে বদন্তি তে।
কৃতং সুদুষ্করং সর্ব্বং রামেণ বিদিতাত্মনা ॥ ৪৯
কিন্তু হত্বা দশগ্রীবং সীতামাহৃত্য রাঘবঃ।
অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্ম প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ৫০
কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখম্।
যা হৃতা বিজনেঽরণ্যে রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৫১

আমাদিগের বিষয়ে কে কি বলে? তুমি ভয় করিও না, আমার দিব্য রহিল, তুমি সব বল। ৪৭-৪৮

শ্রীরাম এই কথা বলিলে পর বিজয় বলিল,—(৩) দেব! তাহারা সকলে বলে যে, আত্মজ্ঞ রাম অতি দুষ্কর কার্য্যসকল করিয়াছেন। ৪৯

কিন্তু রাঘব দশানন রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করত নিজ বংশমর্য্যাদানুযায়ী ক্রোধকে অবহেলা করিয়া সেই সীতাকে কিনা নিজ গৃহে লইয়া আসিয়াছেন অর্থাৎ যে সীতাকে পর-পুরুষ সংসর্গকারিণী বোধে ক্রোধবশতঃ ত্যাগ করা উচিত ছিল, তাহাকে গৃহে লইয়া আসিয়া বসবাস করিতেছেন। ৫০

দুরাত্মা রাবণ নির্জন অরণ্যমধ্যে যাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই সীতাকে সম্ভোগ করিয়া এখন রামের হৃদয়ে কিরূপ সুখ হইতেছে? ৫১

---

(১) পুত্রসম্ভাবনা বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে,—"অপত্য-লাভো বৈদেহি ত্বয্যয়ং সমুপস্থিতঃ। কিমিচ্ছসি বরারোহে কামঃ কঃ ক্রিয়তাং তব।" ৭।৪২।৩১

(২) এই অধ্যাত্মরামায়ণে দূতের নাম 'বিজয়' বলা হইয়াছে, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায় এই দূতের নাম 'ভদ্র',—"এবমুক্তে তু রামেণ ভদ্রঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। শুভাশুভাঃ কথা রাজন্ বর্ত্তন্তে পুরবাসিনাম্।" ৭।৪৩।৭

(৩) দূত ভদ্রের বাক্যরূপে বাল্মীকিরামায়ণে,—"দুষ্করং কৃতবান্ রামঃ সমুদ্রে সেতুবন্ধনম্। অকৃতং পূর্ব্বকৈঃ কশ্চিৎ দেবৈরপি সুরাসুরৈঃ। রাবণশ্চ দুরাধর্ষো হতঃ সবল-বাহনঃ। বানরাশ্চ বশং নীতা ঋক্ষাশ্চ রাক্ষসৈঃ সহ। হত্বা চ রাবণং যুদ্ধে সীতামাহৃত্য রাঘবঃ। অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্বং প্রবেশম-দালয়ম্। কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখম্। অঙ্কমারোপ্য যা পূর্ব্বং রাবণেন হৃতা বলাৎ। লঙ্কামপি পুরীং নীতামশোকবনিকাং গতাম্। রক্ষোবশং প্রাপ্তাং কথং রামঃ ন জুগুপ্সতে তাম্। ৭।৪৩।১৪-১৮

অস্মাকমপি দুষ্কর্ম যোষিতাং মর্ষণং ভবেৎ।
যাদৃক্ ভবতি বৈ রাজা তাদৃশ্যো নিয়তং প্রজাঃ ॥ ৫২
শ্রুত্বা তদ্বচনং রামঃ স্বজনান্ পর্য্যপৃচ্ছত।
তেঽপি নত্বাব্রুবন্ রামমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩
ততো বিসৃজ্য সচিবান্ বিজয়ং সুহৃদস্তথা।
আহূয় লক্ষ্মণং রামো বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৫৪
লোকাপবাদস্তু মহান্ সীতামাশ্রিত্য মেঽভবৎ।
সীতাং প্রাতঃ সমানীয় বাল্মীকেরাশ্রমান্তিকে ॥ ৫৫
ত্যক্ত্বা শীঘ্রং রথেন ত্বং পুনরায়াহি লক্ষ্মণ।
বক্ষ্যসে যদি বা কিঞ্চিত্তদা মাং হতবানসি ॥ ৫৬

অতঃপর আমাদের রমণীরাও (১) যদি এরূপ দুষ্কর্ম করে, তবে আমাদেরও সহ্য করিতে হইবে; কারণ, রাজা যেরূপ আচার-বিচারপরায়ণ হন, তাহার প্রজারাও নিশ্চয় সেইরূপ হইয়া থাকে। ৫২

রাম বিজয়ের এই কথা শ্রবণ করত আত্মীয়-স্বজনগণকেও (২) সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাঁহারাও রামকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন,—হাঁ, এরূপই সকলে বলে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৩

তদনন্তর রাম মন্ত্রিগণ, বিজয় ও সুহৃদ্বর্গকে বিদায় দিয়া লক্ষ্মণকে আহ্বান করত এই কথা বলিলেন। ৫৪

লক্ষ্মণ! রাজ্যমধ্যে সীতাকে লইয়া আমার অতিশয় লোকাপবাদ হইয়াছে, অতএব প্রাতঃকালে সীতাকে লইয়া গিয়া তুমি বাল্মীকিমুনির আশ্রমসন্নিধানে ত্যাগ (৩) করত সত্বর রথে করিয়া পুনরায় চলিয়া আসিবে। আমার এই কথার উত্তরে যদি তুমি কোনও কথা বল, তাহা হইলে আমাকে হত্যা করা হইবে। ৫৫-৫৬

ইত্যুক্তো লক্ষ্মণো ভীত্যা প্রাতরুত্থাপ্য জানকীম্।
সুমন্ত্রস্য রথে কৃত্বা জগাম সহসা বনম্ ॥ ৫৭
বাল্মীকেরাশ্রমস্যান্তে ত্যক্ত্বা সীতামুবাচ সঃ।
লোকাপবাদভীত্যা ত্বাং ত্যক্তবান্ রাঘবো বনে ॥ ৫৮
দোষো ন কশ্চিন্মে মাতর্গচ্ছাশ্রমপদং মুনেঃ।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণঃ শীঘ্রং গতবান্ রামসন্নিধিম্ ॥ ৫৯
সীতাপি দুঃখসন্তপ্তা বিললাপাতিমুগ্ধবৎ।
শিষ্যৈঃ শ্রুত্বা চ বাল্মীকিঃ সীতাং জ্ঞাত্বা স দিব্যদৃক্ ॥৬০
অর্ঘ্যাদিভিঃ পূজয়িত্বা সমাশ্বাস্য চ জানকীম্।
জ্ঞাত্বা ভবিষ্যং সকলমার্পয়ন্মুনিযোষিতাম্ ॥ ৬১

শ্রীরাম এই কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ ভীতভাবে প্রাতঃকালে জানকীকে জাগাইয়া সুমন্ত্রের রথে আরোহণ করত সহসা বনে গমন করিলেন। ৫৭

মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমের নিকটে সীতাকে ত্যাগ করত সেই লক্ষ্মণ বলিলেন—শ্রীরাম লোকাপবাদ ভয়ে (৪) আপনাকে এই বনে ত্যাগ করিয়াছেন। ৫৮

মাতঃ! ইহাতে আমার কোনও দোষ নাই। আপনি মুনির আশ্রম স্থানে গমন করুন। এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণ সত্বর রামসমীপে গমন করিলেন। ৫৯

সেই সময় সীতাও অতিশয় মূঢ়ের ন্যায় দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণের দ্বারা রমণীর বিলাপ সংবাদ শ্রবণ করত সমস্ত ভবিষ্য বৃত্তান্ত জানিয়া সীতাদেবীকে মুনিপত্নীগণের নিকট সমর্পণ করিলেন। ৬০-৬১

---

(১) এই একই ভাব বাল্মীকি রামায়ণেও দেখা যায়,—"অস্মাকমপি দারাণাং সহনীয়ং ভবিষ্যতি। যচ্ছীলো হি ভবেদ্ রাজা তচ্ছীলা চ প্রজা ভবেৎ।"

(২) 'স্বজনগণকে জিজ্ঞাসা করা' এই বিষয় লইয়া বাল্মীকি-রামায়ণে,—"তস্য তদ্বাপ্রিয়ং বাক্যং রাঘবঃ পরমার্ত্তবৎ। উবাচ সর্ব্বান্ সুহৃদঃ কথমেতদিতি প্রভুঃ। শিরোভিস্তে ততো রামমভিগম্য প্রণম্য চ। উচুর্নরপতিং দীনমেবমেতন্ন সংশয়ঃ।" ৭।৪৩।২১-২২

(৩) সীতাকে ত্যাগ করা সম্বন্ধে লক্ষ্মণকে শ্রীরামের বাক্য অবলম্বন করত মহর্ষি বাল্মীকি,—শ্বস্ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্। আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসৃজ। গঙ্গায়াস্তু পরে পারে বাল্মীকেঃ সুমহাত্মনঃ। আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ। তত্রৈনাং বিজনে-ঽরণ্যে উৎসৃজ্য রঘুনন্দন। শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ বচনং মম। ন চাস্মি প্রতিবক্তব্যঃ সীতাং প্রতি কদাচন। অপ্রীতির্হি পরা মে স্যাদ্ বচনেঽস্মিন্ বিচারিতে। ৭।৪৫।১৫-১৮

(৪) লোকাপবাদভয়ে সীতাকে ত্যাগ করিলেন, এই কথা বাল্মীকিরামায়ণেও আছে—"শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে প্রতিবাদং সুদারুণম্। পুরে জনপদে চৈব ত্বৎকৃতে জনকাত্মজে। • • • • সা ত্বং ত্যক্ত্বা নরেন্দ্রেণ সাধ্বী কুলসমন্বিতা। লোকাপবাদভীতেন ত্বং ত্যক্তা দেবি সাম্প্রতম্।" ৭।৪৭।১২-১৪

তাস্তাঃ সম্পূজয়ন্তি স্ম সীতাং ভক্ত্যা দিনে দিনে ॥ ৬২
জ্ঞাত্বা পরাত্মনো লক্ষ্মীং মুনিবাক্যেন যোষিতঃ।
সেবাং চক্রুঃ সদা তস্যা বিনয়াদিভিরাদরাৎ ॥ ৬৩
রামোঽপি সীতারহিতঃ পরাত্মা
বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আদিদেবঃ
সন্ত্যজ্য ভোগানখিলান্ বিরক্তো
মুনিব্রতোঽভূন্মুনিসেবিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ৬৪
ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
উত্তরকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

সেই সব মুনিপত্নীগণ প্রতিদিন ভক্তিভরে সীতাদেবীকে বিশেষভাবে পূজা করিতে লাগিলেন। ৬২

মহর্ষি বাল্মীকির কথায় মুনিপত্নীগণ সীতাকে পরমাত্মা বিষ্ণুর লক্ষ্মী বলিয়া জানিতে পারিয়া আদর সহকারে বিনয়াদি সদ্‌ভাব দ্বারা সতত তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ৬৩

মুনিগণ সদা যাঁহার শ্রীপাদদ্বয় সেবা করেন, যিনি বিজ্ঞান-দৃষ্টি, উপাধিবর্জিত, আদিদেব ও পরমাত্মা, সেই শ্রীরামও সীতা-রহিত হইয়া বিষয়বিরক্ত হইলেন এবং সমস্ত ভোগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া মুনির ন্যায় ব্রত ধারণ করিলেন। ৬৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে উত্তরকাণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

(শ্রীরাম-গীতা)

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততো জগন্মঙ্গলমঙ্গলাত্মনা
বিধায় রামায়ণকীর্ত্তিমুত্তমাম্
চচার পূর্ব্বাচরিতং রঘূত্তমো
রাজর্ষিবর্য্যৈরভিসেবিতং যথা ॥ ১

পঞ্চম অধ্যায়।

[শ্রীরাম গীতা।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—তাহার পর অর্থাৎ সীতানির্বাসনের পর রঘূত্তম রাম জগতের মঙ্গলেরও মঙ্গলকর স্বীয় পরমানন্দময় রামরূপে উত্তম রামায়ণকীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া যেরূপ শ্রেষ্ঠ রাজর্ষিগণ স্ববংশমর্য্যাদার অনুরূপ স্বকুলোচিত ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন, সেইরূপ বংশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণের আচরিত ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন*। ১

* শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস 'মহাভারতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবতে গোপীগীতা, শ্রীদেবীভাগবতে দেবীগীতা প্রভৃতির ন্যায় এই শ্রীমদ্ অধ্যাত্ম-রামায়ণে রামগীতা বর্ণনা করিয়াছেন। জগদ্‌গুরু ভগবান্ শঙ্কর এই তত্ত্ব মহাশক্তি দুর্গাদেবীকে প্রথম উপদেশ করিয়াছিলেন। পরে ব্রহ্মা নারদকে এবং সর্ব্বশেষে উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্য-বাসী মুনিগণের নিকট এই রাম-গীতা কীর্ত্তন করেন। কিন্তু মূল বক্তা ভগবান্ শ্রীরাম জিজ্ঞাসু লক্ষ্মণকে সীতাসমীপে বলিয়াছিলেন। প্রশ্ন না করিলে কোনও তত্ত্বকথা বলিতে নাই;—নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়ান্ ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।

"জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোকমাচরেৎ।"
—সন্ন্যাসোপনিষদি।

"পৃষ্টঃ সন্ প্রকৃতং বক্তি ন পৃষ্টঃ স্থাণুবৎ স্থিতঃ"।
—যোগবাশিষ্ঠে

জিজ্ঞাসা না করিলেও যাহাদিগকে উপদেশ করিতে হয়—

"অনুরক্তানাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাঞ্চ দ্বিজোত্তম।
অনাপৃষ্টমপি ব্রূয়ুর্গুরবো দীনবৎসলাঃ।"
—শ্রীমদ্‌ভাগবত ৩।৭

"ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত।"

একটি বিষয় এ স্থানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জিজ্ঞাসুও একজন শ্রীভগবদ্‌ভক্ত—

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।"
শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা ৭।১৬

সুতরাং এই জিজ্ঞাসু ভক্তকে প্রকৃত তত্ত্বপূর্ণ উত্তর দান করিলে তাহার আত্মজ্ঞান লাভ হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানবর্জিত নিরর্থক উত্তর দানে অধ্যাত্ম ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। এ বিষয়ে শ্রেষাত্মক একটি শ্লোক শৈব ধর্মসংহিতায় পরিলক্ষিত হয়—

"ক্ষুধা হি সর্ব্বরোগাণাং ব্যাধিঃ শ্রেষ্ঠতমঃ স্মৃতঃ।
স চান্নৌষধলেপেন নশ্যতীহ ন সংশয়ঃ।"

সৌমিত্রিণা পৃষ্ট উদারবুদ্ধিনা
রামঃ কথাঃ প্রাহ পুরাতনীঃ শুভাঃ।
রাজ্ঞঃ প্রমত্তস্য নৃগস্য শাপতো
দ্বিজস্য তির্য্যক্‌ত্বমথাহ রাঘবঃ ॥ ২

উদারমতি (যে বুদ্ধিতে কোনরূপ কপটতা বা ক্রূরতা প্রভৃতি দোষের লেশও থাকে না এবং প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার অনুকূল বুদ্ধিযুক্ত) সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া রাম পুরাকালে সংঘটিত প্রাচীন কথাসমূহ বলিতে আরম্ভ করিলেন। উহাতে রাঘব এক ব্রাহ্মণের অভিশাপে প্রমত্ত রাজা নৃগের (ক) তির্য্যগ্ যোনিতে জন্মলাভের কথাও বলিয়াছেন। ২

(ক) শ্রীরামের মনঃসন্তাপ অপনোদনের জন্য লক্ষ্মণের এই জিজ্ঞাসা। লক্ষ্মণের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীরাম নিমি-বশিষ্ঠাদি সংবাদরূপ পুরাতন কথা বলেন। এই কথা প্রসঙ্গেই এক ব্রাহ্মণের অভিশাপে প্রমত্ত রাজা নৃগের কৃকলাসদেহ প্রাপ্তি হয়। এই উপাখ্যান বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত আছে এবং পারস্পরিক মতপার্থক্যও আছে। প্রথমে বাল্মীকিরামায়ণপ্রদর্শিত মতানুসারে—নৃগ নামে এক ভূপতি ছিলেন। তিনি কোনও এক সময় এক কোটি সবৎসা ধেনু ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। কিন্তু এই ধেনুমধ্যে কোনও এক সাগ্নিক ব্রাহ্মণের একটি সদ্যাগতা ধেনু ছিল, যাহা রাজা নৃগ জানিতেন না। গ্রহীতা ব্রাহ্মণগণ সেইসব ধেনু লইয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইলেন। একদিকে সেই দরিদ্র গো-স্বামী ব্রাহ্মণ নিজের হারিয়ে যাওয়া সেই ধেনু চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি কনখলে আসিলেন এবং তথায় এক ব্রাহ্মণের গৃহে নিজের সেই ধেনুকে দেখিলেন। তিনি ধেনুকে দেখিয়াই বলিলেন—শবলে! তুমি আমার সহিত আগমন কর। সেই ধেনু তখন ক্ষুধাপীড়িত ও কৃশকায় নিজ প্রভুর কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। এদিকে তদানীন্তন গো-স্বামী সেই ধেনুকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া পূর্ব্ব গোস্বামী ব্রাহ্মণকে বলিলেন, এই ধেনু আমার। এই লইয়া তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল এবং তাঁহারা তখন গোদাতা রাজা নৃগের সমীপে গমন করিলেন। তাহার পর বাল্মীকির ভাষায়—"তৌ রাজভবনদ্বারং সম্প্রাপ্তৌ কার্য্যগৌরবাৎ। অহোরাত্রাণ্যনেকানি বসন্তৌ ক্রোধমীয়তুঃ। ঊচতুশ্চ মহাভাগৌ তাবুভৌ দ্বিজসত্তমৌ। ক্রুদ্ধৌ পরমসন্তপ্তৌ বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্। অর্থিনাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং যস্মাত্ত্বং নৈষি দর্শনম্। তস্মাদদৃশ্যো ভূতানাং কৃকলাসো ভবিষ্যসি। বহুবর্ষসহস্রাণি বহুবর্ষশতানি চ। শ্বভ্রে ত্বং কৃকলীভূত্বা দীর্ঘকালং নিবৎস্যসি। উৎপৎস্যতে চ যো লোকে যদূনাং পুরুষর্ষভঃ। বাসুদেব ইতি খ্যাতো বিষ্ণুর্মানুষবিগ্রহঃ। স তে মোক্ষয়িতা রাজংস্তস্মাচ্ছাপাৎ সুদারুণাৎ।" ইত্যাদি ৪।৫৫।১৬-২১

মহাভারতে এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই শাপবৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে নৃগবৃত্তান্ত, যথা—"তাবুভৌ সমনুপ্রাপ্তৌ বিবদন্তৌ ভৃশজ্বরৌ। ভবান্ দাতা ভবান্ হর্ত্তেত্যথ তৌ মামবোচতাম্। শতেন শতসংখ্যেন গবাং বিনিময়েন বৈ। যাচে প্রতিগ্রহীতারং স তু মামব্রবীদিদম্। দেশ-কালোপসম্পন্না দোগ্ধ্রী শান্তাতিবৎসলা। স্বাদুক্ষীরবতী ধন্যা মম নিত্যং নিবেশনে। কৃশঞ্চ ভরতে সা গৌর্মম পুত্রমপস্তনম্। ন সা শক্যা ময়া দাতুমিত্যুক্ত্বা স জগাম হ। ততস্তমপরং বিপ্রং যাচে বিনিময়েন বৈ। গবাং শতসহস্রং হি তৎকৃতে গৃহ্যতামিতি। ব্রাহ্মণ উবাচ—ন রাজ্ঞাং প্রতিগৃহ্ণামি শক্তোঽহং স্বস্য মার্গণে। সৈব গৌর্দীয়তাং শীঘ্রং মমেতি মধুসূদন। রুক্মমশ্বাংশ্চ দদতো রজতস্যন্দনাংস্তথা। ন জগ্রাহ যযৌ চাপি তদা স ব্রাহ্মণর্ষভঃ। এতস্মিন্নেব কালে তু চোদিতঃ কালধর্ম্মণা। পিতৃলোকমহং প্রাপ্য ধর্ম্মরাজমুপাগমম্। যমস্তু পূজয়িত্বা মাং ততো বচনমব্রবীৎ। নান্তঃ সংখ্যায়তে রাজংস্তব পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ। অস্তি চৈব কৃতং পাপমজ্ঞানাৎ তদপি ত্বয়া। চরস্ব পাপং পশ্চাদ্ বা পূর্ব্বং বা ত্বং যথেচ্ছসি। রক্ষিতাস্মীতি চোক্তং তে প্রতিজ্ঞা চানৃতা তব। ব্রাহ্মণস্য চাদানং দ্বিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ। পূর্ব্বং কৃচ্ছ্রং চরিষ্যেঽহং পশ্চাচ্ছুভমিতি প্রভো। ধর্ম্মরাজং ব্রুবন্নেবং পতিতোঽস্মি মহীতলে। অশ্রৌষং পতিতশ্চাহং যমস্যোচ্চৈঃ প্রভাষতঃ। বাসুদেবঃ সমুদ্ধর্ত্তা ভবিতা তে জনার্দ্দনঃ। পূর্ণে বর্ষসহস্রান্তে ক্ষীণে কর্ম্মণি দুষ্কৃতে। প্রাপ্স্যসে শাশ্বতাঁল্লোকান্ জিতান্ স্বেনৈব কর্ম্মণা। কূপেঽহত্মানমধাশীর্ষমপশ্যং পতিতশ্চ হ। তির্য্যগ্‌যোনিমনুপ্রাপ্তং ন চ মামজহাৎ স্মৃতিঃ॥" ইত্যাদি মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব ৭০।১৩-২৭

এইরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতেও (১০।৬৪) দেখা যায়। সুতরাং এই অধ্যাত্মরামায়ণে যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে—'ব্রাহ্মণের শাপে রাজা নৃগ কৃকলাস হইয়াছেন।' ইহা মহর্ষি বেদব্যাস মহামুনি বাল্মীকির মতের অনুসরণ করিয়াছেন। মূল শ্লোকে যে 'প্রমত্তস্য' পদ আছে, ইহার অর্থ হইল 'অনবহিত' অর্থাৎ অজ্ঞাতবৃত্ত। দানাদি করিয়া অতিশয় উদ্ধত কিংবা পানাদি

কদাচিদেকান্ত উপস্থিতং প্রভুং
রামং রমালালিতপাদপঙ্কজম্ ।
সৌমিত্রিরাসাদিতশুদ্ধভাবনঃ
প্রণম্য ভক্ত্যা বিনয়ান্বিতোঽব্রবীৎ ॥ ৩
ত্বং শুদ্ধবোধোঽসি হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশোঽসি নিরাকৃতিঃ স্বয়ম্ ।
প্রতীয়সে জ্ঞানদৃশাং মহামতে
পাদাব্জভৃঙ্গায়িতসঙ্গসঙ্গিনাম্ ॥ ৪
অহং প্রপন্নোঽস্মি পদাম্বুজং প্রভো
ভবাপবর্গং তব যোগিভাবিতম্ ।
যথাঞ্জসাজ্ঞানমপারবারিধিং
সুখং তরিষ্যামি তথানুশাধি মাম্ ॥ ৫
শ্রুত্বাথ সৌমিত্রিবচোঽখিলং তদা
প্রাহ প্রপন্নার্তিহরঃ প্রসন্নধীঃ ।
বিজ্ঞানমজ্ঞানতমোপশান্তয়ে
শ্রুতিপ্রপন্নং ক্ষিতিপালভূষণঃ ॥ ৬
আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ ।
সমাপ্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ
সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে ॥ ৭

রমা (লক্ষ্মী) দেবী যাঁহার শ্রীচরণকমল সেবা করেন, সেই প্রভু শ্রীরাম একদিন নির্জন স্থানে উপবিষ্ট আছেন, এরূপ সময়ে বিশুদ্ধান্তঃকরণ সুমিত্রা-পুত্র লক্ষ্মণ ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করত বিনয় সহকারে বলিলেন। ৩

হে মহামতে! আপনি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, সমস্ত দেহধারী জীবগণের আত্মা ও অধীশ্বর (সর্ব্বনিয়ামক) এবং স্বয়ং নিরাকার পরংব্রহ্ম। যাঁহাদিগের চিত্তরূপ ভ্রমর আপনার শ্রীপাদপদ্মের মধু সেবনে সদা সংযুক্ত আছে (অথবা যাঁহারা ভ্রমরের ন্যায় আপনার শ্রীপাদপদ্মে সংলগ্ন রহিয়াছেন)। সেই সব জ্ঞানদর্শী পুরুষগণের নিকট আপনি স্বতঃই প্রতিভাত হন। ৪

প্রভো! যোগিগণ যাঁহার সদা ধ্যান করেন এবং যিনি সংসার হইতে মুক্তি দান করেন, সেই আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমি শরণ গ্রহণ করিলাম; যাহাতে অবিলম্বে এবং সুখে অর্থাৎ অনায়াসে অপার সাগরস্বরূপ অজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি, আমাকে আপনি সেইরূপ উপদেশ দান করুন। ৫

প্রপন্নগণের অর্থাৎ শরণাগত ভক্তগণের সর্ব্বদুঃখহারী, ভূপতিগণের ভূষণস্বরূপ ও প্রসন্নমতি শ্রীরাম সেই সময় সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণের সমুদয় বাক্য শ্রবণ করত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নিরসন করিবার জন্য শ্রুতি-প্রতিপাদিত বিজ্ঞান আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬

মানুষ প্রথমে স্ব স্ববর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্মসমূহ (১) সম্পাদন করিয়া মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে এবং এই সব কর্ম্মসমূহ

দ্বারা অত্যন্ত মত্ত—এরূপ অর্থ হইবে না; কারণ, রামায়ণ, মহাভারত বা শ্রীমদ্‌ভাগবতে এরূপ কোন অবস্থা বর্ণিত হয় নাই। মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে দেখা যায়,—"মৃগস্ততোঽব্রবীৎ কৃষ্ণং ব্রাহ্মণস্যাগ্নিহোত্রিণঃ। প্রোষিতস্য পরিভ্রষ্টা গৌরেকা মম গোধনে। গবাং সহস্রে সংখ্যাতা তদা সা পশুপৈর্মম। সা ব্রাহ্মণায় মে দত্তা প্রেত্যার্থমভিকাঙ্ক্ষতা ॥

৭০।১০।১০ ১১

ভাগবতেও—

"কস্যচিদ্ দ্বিজমুখ্যস্য ভ্রষ্টা গৌর্মম গোধনে।
সংপৃক্তাবিদুষা সা তু ময়া দত্তা দ্বিজাতয়ে ।" ১০।৬৪।১৬

বাল্মীকিরামায়ণে—

"সা কদাচিদ্ গবাং কোটীঃ সবৎসাঃ স্বর্ণভূষিতাঃ।
নৃদেবো ভূমিদেবেভ্যঃ পুষ্করেষু দদৌ নৃগঃ ।
তত্র সঞ্জাগতা ধেনুঃ সবৎসা কাংস্যদোহনা।
ব্রাহ্মণস্যাহিতাগ্নেস্তু দরিদ্রস্যোঞ্ছবৃত্তিনঃ ।" ৪।৫৫।৮-৯

এই সব প্রমাণের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, এবং "অস্তি চৈব কৃতং পাপ-মজ্ঞানাৎ তদপি ত্বয়া" । এই মহাভারতীয় বাক্যে রাজা নৃগের অজ্ঞানকৃত পাপই তাহার কৃকলাস হইবার কারণ।

(১) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে জগদ্‌বাসীকে যে গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের কর্ম্মসমূহ বর্ণিত আছে,—

""ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥

ব্রাহ্মণের কর্ম্ম—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ।

ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতা
প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ।
ধর্ম্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং
পুন ক্রিয়া চক্রবদীর্য্যতে ভবঃ ॥ ৮

অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণং
তদ্ধানমেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে।
বিদ্যৈব তন্নাশবিধৌ পটীয়সী
ন কর্ম্ম তজ্জং সবিরোধমীরিতম্ ॥ ৯

অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শম-দমাদি সাধন লাভ হইলে পর যাবতীয় কর্ম সমাপন করত অর্থাৎ কর্ম্মসন্ন্যাস গ্রহণ করত আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সদ্‌গুরুর (১) আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ৭

দেহধারী মনুষ্যগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আদর সহকারে যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই সকল কর্ম্মই তাহাদের জন্মধারণের কারণ হইয়া থাকে। এই কর্ম্মাসক্ত বিষয়ানুরাগী ব্যক্তির অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই তাহার সুখ এবং দুঃখের ও পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণের কারণ হয় অর্থাৎ যাহারা বিষয়াসক্ত, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, আবার কেহ কেহ অধর্ম্মানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করে। এইভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করায় সেই কর্ম্মের ফলরূপে তাহারা দেহান্তে উচ্চকুলে বা নীচকুলে কিংবা আরও কোন নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; তথায় তাহারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখ অথবা অধর্ম্মের ফলস্বরূপ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। অতএব এই নিয়মানুসারে পুনরায় দেহ ধারণ এবং সেই দেহে পুনরায় কর্ম্মানুষ্ঠান ও তৎকর্ম্মের ফলে পুনরায় দেহ ধারণ,—এইভাবে সংসার চক্রের ন্যায় ঘুরিয়াই চলিয়াছে। ৮

কিন্তু এই সংসারের মূল কারণ হইল—অজ্ঞান। অতএব সংসার হইতে নিবৃত্তি লাভ করিবার বিষয়ে সেই অজ্ঞানের নাশ

ক্ষাত্রের কর্ম্ম—
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥
বৈশ্যকর্ম্ম—
কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
শূদ্র কর্ম্ম—পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥"
১৮।৪১-৪৪

এই বর্ণাশ্রমধর্মাচারপালন বিষয়ে কুলার্ণবতন্ত্রে—
"জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনো বাপি যাবদ্ দেহস্য ধারণা।
তৎতদ্‌বর্ণাশ্রমাচারঃ কর্ত্তব্যঃ কর্ম্মমুক্তয়ে ॥"
"যস্য বর্ণাশ্রমাচারঃ সুগুহস্তম্ব-পুষ্পবৎ।
গলিতঃ স্বয়মেবাত্র বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥"
"আচারঃ প্রথমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।"
"যেষু দেশেষু যচ্ছৌচং ধর্ম্মাচারশ্চ যাদৃশঃ।
তত্র তং নাবমন্যেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ ॥"
"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে ॥"
"যস্মিন্ যত্র য আচারস্তত্র ধর্ম্মস্তু তাদৃশঃ ॥"
—গন্ধর্ব্বতন্ত্র

"গ্রামধর্ম্মা জাতিধর্ম্মা দেশধর্ম্মাঃ কুলোদ্‌ভবাঃ।
পরিগ্রাহ্যা নৃভিঃ সর্ব্বৈর্নৈব তান্ লঙ্ঘয়েন্ মুনে ॥"
—শ্রীদেবীভাগবত।

"দেশাচারাঃ পরিগ্রাহ্যাস্তৎতদ্‌দেশীয়কৈর্নরৈঃ।
অন্যথা পতিতো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥"
—বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

এই সব শাস্ত্র প্রমাণ দেখিয়া মনে হইতেছে, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া জগদ্‌বাসীকে জানাইলেন—সকলে স্ব স্ব বর্ণ ধর্ম্ম ও দেশাচার, কুলাচারাদি ধর্ম্ম পালন কর; কারণ—
"এক এব সুহৃদ্ ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যৎ তু গচ্ছতি ॥"

(১) "স এব সদ্ গুরুর্যঃ স্যাৎ সদসদ্-ব্রহ্মবিত্তমঃ।
তস্য স্থানানি সর্ব্বাণি পবিত্রাণি ন সংশয়ঃ ॥"
শ্রীশ্রীগুরু গীতা—৯৬ শ্লোক।

এই সদ্‌গুরুই হইলেন মোক্ষদ গুরু অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ও তত্ত্বোপদেশক। এবিষয়ে কুলার্ণবতন্ত্রে—
"সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি তত্ত্বজ্ঞানী গুরুঃ স্মৃতঃ।
তস্মাৎ তত্ত্ববিদেবেহ মুক্তো মোচক এব চ ॥"
শিবপুরাণে বায়বীয় সংহিতায়—
"তস্মাৎ তত্ত্ববিদেবেহ মুক্তো মোচক ইষ্যতে।
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিদপ্যয়ম্ ॥
সর্ব্বোপায়-বিধিজ্ঞোঽপি তত্ত্বহীনস্তু নিষ্ফলঃ ॥"
পুনঃ কুলার্ণবে—
"তত্ত্বহীনাৎ কুতো বোধো কুতোঽধ্যাত্মপরিগ্রহঃ।
তত্ত্বজ্ঞৈরুপদিষ্টা যে তে তত্ত্বজ্ঞা ন সংশয়ঃ ॥
তত্ত্বহীনং গুরুং লব্ধ্বা কেবলং ভবতৎপরঃ ॥"
"গুরবো বহবঃ সন্তি বেদ-শাস্ত্রাদিপারগাঃ।
দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি পরতত্ত্বার্থপারগঃ ॥"

নাজ্ঞানহানির্ন চ রাগসংক্ষয়ো
ভ:বত্ততঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্ভবেৎ ।
ততঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যবারিতা
তস্মাদ্ বুধো জ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ ॥১০

নমু ক্রিয়া বেদমুখেন চোদিতা
তথৈব বিদ্যা পুরুষার্থসাধনম্ ।
কর্ত্তব্যতা প্রাণভৃতঃ প্রচোদিতা
বিদ্যাসহায়ত্বমুপৈতি সা পুনঃ ॥ ১১

কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জগৌ
তস্মাৎ সদা কার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা ।

নমু স্বতন্ত্রা ধ্রুবকার্য্যকারিণী
বিদ্যা ন কিঞ্চিন্মনসাপ্যপেক্ষতে ॥ ১২

ন সত্যকার্য্যোঽপি হি যদ্বদধ্বরঃ
প্রকাঙ্ক্ষতেঽন্যানপি কারকাদিকান্ ।
তথৈব বিদ্যা বিধিতঃ প্রকাশিতৈ-
র্বিশিষ্যতে কর্ম্মভিরেব মুক্তয়ে ॥ ১৩

কেচিদ্ বদন্তীতি বিতর্কবাদিন-
স্তদপ্যসদ্ দৃষ্টবিরোধকারণাৎ ।
দেহাভিমানাদভিবর্দ্ধতে ক্রিয়া
বিদ্যা গতাহঙ্কৃতিতঃ প্রসিধ্যতি ॥ ১৪

করা একান্ত আবশ্যক। বিদ্যাই (ব্রহ্মজ্ঞানই) সেই অজ্ঞানকে নাশ করিতে অতিশয় পটু বলিয়া জানিবে, কিন্তু অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন কর্ম্ম কখনই সেই অজ্ঞানকে নাশ করিতে সমর্থ হয় না; কারণ, অজ্ঞানোৎপন্ন কর্ম্ম কখনও অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না। অজ্ঞানবিরোধী জ্ঞানই অজ্ঞানকে নাশ করিতে সমর্থ হয়। ৯

কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ কাম্য কর্ম্মের দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয় না এবং কর্ম্মের দ্বারা রাগ অর্থাৎ বিষয়াসক্তিরও ক্ষয় হয় না। কিন্তু এই কর্ম্ম হইতে নানাবিধ দোষকর কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। আবার এই দোষযুক্ত কর্ম্ম হইতে অনিবারিত সংসার উদ্ভূত হয়; সেইহেতু বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই জ্ঞানবিচারে তৎপর হইবেন। ১০

বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা 'তত্ত্বজ্ঞান' যেরূপ মুক্তির সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে ['তত্ত্ববিদাপ্নোতি পরম্' ইতি শ্রুতেঃ।], সেইরূপ 'স্ব স্ববর্ণ ধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম করিলে অর্থাৎ স্বকর্ম্ম দ্বারা শ্রীভগবদর্চ্চনা করিলে মোক্ষলাভ হয়' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে নিত্যরূপে বিহিত ক্রিয়াসমূহও পুরুষার্থচতুষ্টয়ের সাধনরূপে কথিত হয়; এই নিত্য ও নৈমিত্তিকরূপা ক্রিয়া দেহধারী প্রাণীদিগের অর্থাৎ মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। সেইজন্য এই ক্রিয়া বিদ্যার পুনরায় সহায়িকা হয় অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মসকল তত্ত্ব জ্ঞান লাভে সাহায্য করিয়া থাকে। (যোগবাশিষ্ঠে দেখা যায়—"উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈব জ্ঞান-কর্ম্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম-সাধনম্।")। ১১

কর্ম না করিলে যে দোষ হয়, তাহা শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, ("বীর হা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে, যাবজ্জীব-মগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইতি শ্রুতেঃ।) অতএব মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। সেস্থলে ইহার উত্তরে একটি বিষয় বলা যায় যে, মুক্তিরূপ অক্ষয় ফলোৎ-পাদিকা বিদ্যা স্বতন্ত্রা অর্থাৎ অন্ত কাহারও অধীন নহে; এমন কি মনে মনেও সে কোন কিছুরই অপেক্ষা করে না; সুতরাং সেই বিদ্যা আবার কর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া তাহার সাহায্যে মোক্ষদান করিবে ইহা হইতেই পারে না। ১২

জ্ঞান-কর্ম্ম সমুচ্চয়বাদ পরিহারের জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, যজ্ঞ যেরূপ সত্যকার্য্য হইলেও অর্থাৎ অক্ষয়ফলজনক হইলেও (অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি' ইতি শ্রুতেঃ) কারকাদি—কর্ত্তা প্রভৃতি (যজ্ঞ স্বয়ংই হইতে পারে না, যজ্ঞ করিতে হইলে যজমান, আচার্য্য ও হোতা এই সব) এবং অন্যান্য —অর্থাৎ উপকারক প্রযাজাদি অঙ্গসকল ও দেশকালাদি এবং স্রুক্ স্রুবাদি আনুষঙ্গিক দ্রব্যসমূহের অপেক্ষা করে, সেইরূপ 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইত্যাদি বেদবাক্যবিহিত নিত্যাদি কর্ম্ম-সমূহের দ্বারাই বিদ্যা মুক্তিদানে সমর্থ হয়। ১৩

শ্রীভগবান্ অতঃপর পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিয়া স্বাভিমত প্রকাশ করিতেছেন,—কোন কোন বিতর্কবাদী ব্যক্তিগণ এরূপ বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু কর্ম্ম ও বিদ্যা—এই উভয়ের মধ্যে বিরোধের পর্য্যাপ্ত কারণ দেখা যায় বলিয়া পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান-কর্ম্ম সমুচ্চয়বাদ—অসৎ অর্থাৎ যুক্তিগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অতঃপর বিরোধ দেখাইতেছেন,— দেহাভিমান থাকিলেই কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, কিন্তু বিদ্যা (আত্মজ্ঞান বা তত্ত্ব-জ্ঞান) সেই দেহাভিমানকে নষ্ট করে বলিয়া যাহার অহঙ্কার নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই নিরহঙ্কার অতএব দেহাভিমানশূন্য ব্যক্তিই বিদ্যা লাভ করিয়া থাকে—এই যথার্থ তথ্যপূর্ণ প্রামাণিক তত্ত্বই প্রসিদ্ধ আছে। ১৪

বেদান্তাদি শাস্ত্র বিচার করিয়া যে বিশুদ্ধ চরম ও পরম জ্ঞানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মাকারান্তঃকরণপরিণাম, ইহাই 'বিদ্যা' বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু কর্ম্ম (কর্ত্তৃত্বাদিনিবন্ধন)

বিশুদ্ধবিজ্ঞানবিরোচনাঞ্চিতা
বিদ্যাত্মবৃত্তিশ্চরমেতি ভণ্যতে।
উদেতি কর্ম্মাখিলকারকাদিভি-
র্নিহন্তি বিদ্যাখিলকারকাদিকম্ ॥ ১৫

তস্মাত্ত্যজেৎ কার্য্যমশেষতঃ সুধী-
র্বিদ্যাবিরোধান্ন সমুচ্চয়ো ভবেৎ।
আত্মানুসন্ধানপরায়ণঃ সদা
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিগোচরঃ ॥ ১৬

যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী-
স্তাবদ্ বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাম্।
নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তজ্-
জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ ॥ ১৭

সকল কারকাদি সাহায্যে উৎপন্ন হয়, আর বিদ্যা কর্ত্তব্য কর্ম্মান্তর্ভূত কর্ত্তৃত্বাদি বুদ্ধিরই বিনাশ করিয়া থাকে (সুতরাং বিদ্যা ও কর্ম্ম পারস্পরিক বিরোধিতা করে বলিয়া বিদ্যা ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ই হয় না)। ১৫

সেইহেতু সুমতি ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে কর্ম্ম (নিত্য ও নৈমিত্তিক সকল কর্ম্ম) পরিত্যাগ করিবে ; কারণ ; কর্ম্মের সহিত বিদ্যার বিরোধ থাকায় বিদ্যা ও কর্ম্ম—এই উভয়ের সমুচ্চয় অর্থাৎ যুগপদ্‌ভাবে সহাবস্থানই হয় না। (কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কিভাবে অবস্থান করিতে হইবে, তদ্‌বিষয়ে উপদেশ করিতেছেন—) আত্মানুসন্ধানপরায়ণ হইয়া অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আত্মবিষয়ক অধ্যাত্ম শাস্ত্রাদি শ্রবণ পঠন মননাদি করিয়া অবস্থান করিবে ("আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ। বৃহদারণ্যক ৩.২.৪।৪৫) এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে রূপাদি বিষয়সমূহ হইতে সর্ব্বদা নিবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দিগকে সর্ব্বদা সংযত করিয়া রাখিবে। ১৬

(কোন্ অবস্থায় কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কোন্ অবস্থায় কর্ম্ম পরিত্যাজ্য—ইহার উপদেশ করিতেছেন।) মায়াবশে যত কাল পর্য্যন্ত দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্তই বেদবিহিত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবে, কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। কিন্তু তদনন্তর যখন 'নেতি নেতি' অর্থাৎ 'তন্ন তন্ন' ('অথাত আদেশো নেতি নেতি') ইত্যাদি বেদবাক্যে সমস্ত অনাত্মবস্তু নিরাকরণ পূর্ব্বক সেই পরমাত্মাকে—'একমেবাদ্বিতীয়ং' (ছান্দো-৩৬।২।১) ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারিবে, তখন ক্রিয়াসমূহ ত্যাগ করিবে। ১৭

যদা পরাত্মাত্মবিভেদভেদকং
বিজ্ঞানমাত্মন্যবভাতি ভাস্বরম্।
তদৈব মায়া প্রবিলীয়তেঽঞ্জসা
সকারকা কারণমাত্মসংসৃতেঃ ॥ ১৮

শ্রুতিপ্রমাণাভিবিনাশিতা চ সা
কথং ভবিষ্যত্যপি কার্য্যকারিণী।
বিজ্ঞানমাত্রাদমলাদ্বিতীয়ত-
স্তস্মাদবিদ্যা ন পুনর্ভবিষ্যতি ॥ ১৯

যদি স্ম নষ্টা ন পুনঃ প্রসূয়তে
কর্ত্তাহমস্যেতি মতিঃ কথং ভবেৎ।
তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ন কিমপ্যপেক্ষতে
বিদ্যা বিমোক্ষায় বিভাতি কেবলা ॥ ২০

যখন পরমাত্মা ও আত্মা (জীবাত্মা)—এই উভয়ের ভেদ-জ্ঞাননাশক, অতএব ভাস্বর—স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ বিজ্ঞান মনোমধ্যে প্রতিভাত হইবে, তখনই আত্মার সংসার-বন্ধনের কারণীভূত জন্মান্তরপ্রাপক কর্ম্মবীজসহিত মায়া (অবিদ্যা) অবিলম্বে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ১৮

শ্রীভগবান্ স্বয়ংই পূর্ব্ব পক্ষ উত্থাপিত করিয়া এবিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন— শ্রুতির প্রমাণবলে "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ জনয়ন্তীং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।" শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৪৫) অজ্ঞান বিনাশিত হইয়া সেই অবিদ্যা (মায়া) কিরূপে কার্য্যকারিণী হইবে? অর্থাৎ অজ্ঞান শ্রুতিপ্রমাণে বিনাশিত হইয়া আর কার্য্যকর হইতে পারে না এবং বিশুদ্ধ ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকার বিজ্ঞানমাত্রের অর্থাৎ নিদিধ্যাসনাদি-পরিপাকজাত জ্ঞানের প্রভাবে সেই অবিদ্যা আর উৎপন্নও হইতে পারে না। রজ্জুতে সর্পভ্রমজনিত যে অজ্ঞান, তাহা রজ্জুর জ্ঞানের পর অদৃশ্য হইয়া যায়, আর কোনরূপেই মনের মধ্যে সর্পভ্রম উত্থিত হয় না ; সেইরূপ অজ্ঞান পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে সম্যগ্ বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার আর পুনরাগমনের সম্ভাবনাই থাকে না। ১৯

যদি এতাদৃশ বিজ্ঞানের অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞানের প্রভাবে অবিদ্যা নষ্ট হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইতে না পারিল, তবে 'আমি কর্ত্তা' এরূপ অভিমানই বা কিরূপে হইবে অর্থাৎ কারণাভাব-নিবন্ধন সেই অবিদ্যার কার্য্য অভিমানাদিই বা কিভাবে উৎপন্ন হইবে? সেইহেতু এই বিদ্যা স্বয়ং স্বাধীন বলিয়া বিনা সাহায্যেই মুক্তি দান করে, কাহারও কোন অপেক্ষা করে না অর্থাৎ এই বিদ্যা স্বয়ং মুক্তিদাত্রী বলিয়া খ্যাত আছে। ২০

সা তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং
ন্যাসং প্রশস্তাখিলকর্ম্মণাং স্ফুটম্ ।
এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতি-
র্জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্মসাধনম্ ॥ ২১

বিদ্যাসমত্বেন তু দর্শিতস্ত্বয়া
ক্রতুর্ন দৃষ্টান্ত উদাহৃতঃ সমঃ ।
ফলৈঃ পৃথক্ত্বাদ্বহুকারকৈঃ ক্রতুঃ
সংসাধ্যতে জ্ঞানমতো বিপর্য্যয়ম্ ॥ ২২

সপ্রত্যবায়ো হ্যহমিত্যনাত্মধী-
রজ্ঞপ্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ ।
তস্মাদ্ বুধৈস্ত্যাজ্যমবিক্রিয়াত্মভি-
র্বিধানতঃ কর্ম্ম বিধিপ্রকাশিতম্ ॥ ২৩

শ্রদ্ধান্বিতস্তত্ত্বমসীতি বাক্যতো
গুরোঃ প্রসাদাদপি শুদ্ধমানসঃ ।
বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্যমথাত্মজীবয়োঃ
সুখী ভবেন্মেরুরিবাপ্রকম্পনঃ ॥ ২৪

আদৌ পদার্থাবগতির্হি কারণং
বাক্যার্থবিজ্ঞানবিধৌ বিধানতঃ ।
তত্ত্বম্পদার্থৌ পরমাত্মজীবকা-
বসীতি চৈকাত্ম্যমথানয়োর্ভবেৎ ॥ ২৫

প্রসিদ্ধ তৈত্তিরীয় শ্রুতি সমস্ত প্রশস্ত অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্য-প্রশংসিত বৈধ কর্ম্মসমূহকে পরিত্যাগ করিতে সাদরে স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (যথা—"ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" ।) আবার বাজসনেয় শ্রুতি ("এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্"—বৃহ০৪।৫।১৫) ইত্যাদি বাক্যে 'জ্ঞান মুক্তিসাধন ; কর্ম্মসাধন নহে' এই বিষয় বলিয়াছেন । ২

(কর্ম্মসমুচ্চয়বাদী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইতেছে—) তুমি ক্রতুকে অর্থাৎ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞকে বিদ্যার সমান বলিয়া দেখাইয়াছ ; কিন্তু তাহার তুল্য কোনও দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার নাই (অতএব এস্থলে দৃষ্টান্তের অভাবে ক্রতু শ্রুতিবোধিত-কর্ত্তব্যতাকহেতু বিদ্যাসম—এরূপ অনুমানও খণ্ডিত হইল। কারণ, অন্বয়ীই অনুমান, ব্যতিরেকী নহে) । বিদ্যা ও কর্ম্ম—এই উভয়ের ফলগত ভেদ থাকায় অর্থাৎ একবিধ ফল না হওয়ায় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না এবং এ বিষয়ে আরও জানিতে হইবে যে, ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম বহুবিধ অঙ্গযোগে (অহং-মমতা-অভিমানরূপ আন্তর এবং বাহ্য কারক ও দেশ-কালাদি নিয়ম সংযোগে) সংসাধিত হয় ; কিন্তু এই জ্ঞান তাহার বিপরীত, অতএব জ্ঞান এবং কর্ম্মের সাম্য হইতে পারে না । ২২

কর্ম্ম না করিলে আমি প্রত্যবায়ভাগী হইব, এই ভয়ে 'কর্ম্ম করণীয়' যদি এই কথা বলা হয়, তবে তাহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—'আমি পাপী' অর্থাৎ বিহিত কর্ম না করায় আমি পাপভাগী, এরূপ বুদ্ধি তাহারই হইয়া থাকে, যাহার শরীরাদি অনাত্ম বস্তুতে 'অহং' বুদ্ধি আছে ; কিন্তু তত্ত্বদর্শীর অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর তাহা হয় না। সেইহেতু যাহাদের মন হর্ষ-বিষাদাদি বিকারশূন্য হইয়াছে, সেই বিবেকবান্ ব্যক্তিগণও অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিধিবিহিত কর্ম্মও পরিত্যাগ করিবে। (এস্থলে তৃতীয় পাদে'অবিক্রিয়াত্মভিঃ' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'ক্রিয়াত্মভিঃ' এই পাঠ কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়। সেরূপ স্থলে এই ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে—কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ইতি-কর্ত্তব্যতারূপে বিধিবোধিত কর্ম্মও পরিত্যাগ করিতে হইবে ।) । ২৩

শ্রীগুরুর শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করার পর মুমুক্ষু ব্যক্তির জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞান লাভ হয়—শ্রীভগবান্ ইহারই উপদেশ করিতেছেন,—শ্রদ্ধাবান্ (গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা) এবং শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জিজ্ঞাসু হইয়া শ্রীগুরুদেবের করুণালব্ধ 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা জীবাত্মা এবং পরমাত্মা—এই উভয়ের মধ্যে ঐক্য—একাত্মতা বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়া অর্থাৎ শ্রীগুরুর উপদেশানুসারে শ্রুতিপ্রতিপাদ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ঐক্যজ্ঞান লাভ করত মনন-নিদিধ্যাসনবলে সেই জ্ঞান পরিপক্ব হইলে পর মেরু পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে অবস্থান করত সুখী হইবে অর্থাৎ ধীর স্থির শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে । ২৪

ঐক্যাত্মজ্ঞান লাভবিষয়ে আরও পরিপাটী করিয়া বুঝাইতেছেন—বিধানানুসারে অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদাদিরহিত হইয়া যথার্থরূপে বাক্যার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমে পদার্থ-জ্ঞানই তাহার কারণ হয়। অর্থাৎ 'তৎ ত্বম্ অসি' এই বাক্যার্থ জ্ঞানের কারণ হইল 'তত্ত্বমসি' বাক্যে যে তিনটি পদ (১। তৎ, ২। ত্বম্ ৩। অসি) আছে, সেই পদার্থ জ্ঞান। এখন সেই তিনটি পদের অর্থ বলিতেছি,—'তৎ' এই পদের অর্থ 'পরমাত্মা,' 'ত্বং' এই পদের অর্থ 'জীব' এবং 'অসি' এই পদের অর্থ 'পরমাত্মা' ও জীবাত্মা' এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞান—অভেদজ্ঞান বুঝিতে হইবে । ২৫

প্রত্যক্‌পরোক্ষাদিবিরোধমাত্মনো-
বিহায় সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মতাম্ ।
সংশোধিতাং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাং
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমথাদ্বয়ো ভবেৎ ॥ ২৬

একাত্মকত্বাজ্জহতী ন সম্ভবেৎ
তথাজহল্লক্ষণয়া বিরোধতঃ ।
সোঽহংপদার্থাবিব ভাগলক্ষণা
যুজ্যেত তৎত্বম্পদয়োরদোষতঃ ॥ ২৭

রসাদিপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং
ভোগালয়ং দুঃখসুখাদিকর্ম্মণাম্ ।
শরীরমাদ্যন্তবদাদিকর্মজং
মায়াময়ং স্থূলমুপাধিমাত্মনঃ ॥ ২৮

সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈর্যুতং
প্রাণৈরপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবম্ ।
ভোক্তুঃ সুখাদেরনুসাধনং ভবেচ্-
ছরীরমন্যদ্ বিদুরাত্মনো বুধাঃ ॥ ২৯

অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমপীহ কারণং
মায়াপ্রধানন্তু পরং শরীরকম্ ।
উপাধিভেদাত্তু যতঃ পৃথক্‌স্থিতং
স্বাত্মানমাত্মন্যবধারয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৩০

এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট আর জীব কিঞ্চিদ্‌জ্ঞ অর্থাৎ অল্পজ্ঞ ; সুতরাং এইরূপ বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান কিরূপে হইতে পারে ? ইহারই উত্তর প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—প্রত্যগাত্মা —অহংবুদ্ধিবেদ্যত্ব প্রত্যক্ত্ব জীবধর্ম্ম, অতএব প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা হইলেন অপরোক্ষ জ্ঞানবিশিষ্ট ও অল্পজ্ঞ, কিন্তু পরোক্ষত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট পরমাত্মা—ইঁহাদের উভয়ের পারস্পরিক বিরুদ্ধ অংশ অল্পজ্ঞত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি পরিহার করিয়া যুক্তিবলে পূর্ণরূপে বিবেচিত এবং 'তৎ ত্বং' এই শ্রুতি বাক্যের পদদ্বয়ের লক্ষণার দ্বারা লক্ষিত জীবাত্মা-পরমাত্মা—এই উভয়াত্মার অবিরুদ্ধাংশ চৈতন্যরূপকে সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মকে নিজের স্বরূপ জ্ঞান করত 'অদ্বয়' হইবে অর্থাৎ দ্বৈতভাব বর্জন করিবে। এই শ্লোকের ভাবার্থ হইল—'তৎ' ও 'ত্বং' এই দুইটি পদের অর্থ দুই প্রকার ; বাচ্য অর্থ ও লক্ষ্য অর্থ। এস্থলে 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ,—মায়া-উপাধিযুক্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট, সুতরাং ঈশ ধর্ম। এইরূপ 'ত্বং' পদের বাচ্যার্থ—কিঞ্চিদ্ জ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট মায়াকার্য্য ও অবিদ্যা-উপাধিযুক্ত, অতএব অবিদ্যাবদ্ অন্তঃকরণ উপাধিযুক্ত, সুতরাং জীবধর্ম্ম ; এস্থলে বুঝা যাইল যে, বাচ্যার্থের দ্বারা উভয়ের ঐক্য হইল না ; কারণ, উভয়ে বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট। কিন্তু উভয়ের এই বিশেষণাংশ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যার্থরূপে শুদ্ধ চিদাত্মা গ্রহণ করিলে ঐক্যে কোন বাধা থাকিবে না। ২৬

অতঃপর লক্ষণার স্বরূপ বলিতেছেন—এস্থলে প্রথমে প্রশ্ন হইতে পারে যে, জড়ের সহিত সংযোগবশতঃ আত্মার 'জড়ত্ব' কেন হইল না ? তাঁহাকে কেন চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিব ? কারণ, এই গ্রন্থেই পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, "জড়স্ত চিৎ—সমাযোগাচ্চিত্ত্বং ভূয়াচ্চিতেস্তথা। জড়সঙ্গাজ্জড়ত্বং হি জলাগ্ন্যোর্মেলনং যথা।" ১।৭৩৩, সুতরাং আত্মাকে কেন জড় বলিব না ? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—একাত্মকতাহেতু অর্থাৎ 'তৎ ত্বং' এই দুই পদের বিশেষ্যাংশ (চৈতন্যরূপ) এক বলিয়া 'জহৎস্বার্থলক্ষণা' হইতে পারে না। আবার বিশেষণাংশ ত্যাগ করায় অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব কিঞ্চিদ্‌জ্ঞত্বাদিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ত্যাগ করায় স্বার্থ অপরিত্যক্ত থাকিল না, সুতরাং অজহৎস্বার্থ লক্ষণাও বলিতে পারিব না। অতএব কিরূপ লক্ষণার দ্বারা এস্থলে লক্ষ্যার্থ গৃহীত হইবে, তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন,—কোনও দোষ না থাকায় "সোঽহং—সঃ অয়ং" (তিনি এই—তিনিই ইনি) এই দুই পদের অর্থের ন্যায় 'তৎ ত্বং' এই দুই পদের অর্থ ভাগলক্ষণা অর্থাৎ জহদজহৎস্বার্থলক্ষণা লক্ষিত করিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। ২৭

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগণ ক্ষিতি, অপ্ (জল), তেজ, মরুৎ (বায়ু), ও ব্যোম (আকাশ)—এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ স্থূল ভূত হইতে সম্ভূত, যাহাতে সুখ-দুঃখাদি কর্ম্মফল ভোগ হয়, উৎপত্তি-বিনাশবিশিষ্ট, প্রাক্তন কর্ম্মজাত ও মায়াময় শরীরকে আত্মার স্থূল শরীর বলিয়া থাকেন। ২৮

মন, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা), প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই পঞ্চ প্রাণ একুণে সপ্তদশসমন্বিত এবং পূর্ব্বোক্ত অপঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূত হইতে উৎপন্ন, স্থূল দেহ হইতে ভিন্ন এবং ভোক্তার সুখ-দুঃখাদির সাধনভূত, জ্ঞানী পণ্ডিতগণ তাহাকে আত্মার সূক্ষ্মদেহ বলিয়া অভিহিত করেন। ("পঞ্চপ্রাণ-মনো-বুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্।")। ২৯

জীবের দুই উপাধির (স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ) কথা বলিয়া অতঃপর পরমেশ্বরের উপাধির কথা বলিতেছেন,—অনাদি—

কোষেষ্বয়ং তেষু তু তত্তদাকৃতি-
বিভাতি সঙ্গাৎ স্ফটিকোপলো যথা।
অসঙ্গরূপোঽয়মজো যতোঽদ্বয়ো
বিজ্ঞায়তেঽস্মিন্ পরিতো বিচারিতে ॥ ৩১

বুদ্ধেস্ত্রিধা বৃত্তিরপীহ দৃশ্যতে
স্বপ্নাদিভেদেন গুণত্রয়াত্মনঃ।
অন্যোঽন্যতোঽস্মিন্ ব্যভিচারতো মৃষা
নিত্যে পরে ব্রহ্মণি কেবলে শিবে ॥৩২

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনশ্চিদাত্মনাং
সঙ্ঘাদজস্রং পরিবর্ত্ততে ধিয়ঃ।
বৃত্তিস্তমোমূলতয়াজ্ঞলক্ষণা,
যাবস্তবেত্তাবদসৌ ভবোদ্ভবঃ ॥ ৩৩

নেতিপ্রমাণেন নিরাকৃতাখিলো
হৃদা সমাস্বাদিতচিদ্ঘনামৃতঃ।
ত্যজেদশেষং জগদাত্তসদ্রসং
পীত্বা যথাম্ভঃ প্রজহাতি তৎফলম্ ॥ ৩৪

কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে
ন ক্ষীয়তে নাপি বিবর্দ্ধতেঽনবঃ।
নিরস্তসর্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ
স্বয়ংপ্রভঃ সর্ব্বগতোঽয়মদ্বয়ঃ ॥৩৫

উৎপত্তিহীন ও প্রবাহরূপে অসীম, অনির্বাচ্য—যাঁহাকে কোন রূপেই নির্বচন করা যায় না, এরূপ কারণ অর্থাৎ সকল প্রপঞ্চের জনক, মায়াপ্রধান বলিয়া পর অর্থাৎ ব্রহ্মের ঈশ্বরব্যবহার-সম্পাদকরূপে উৎকৃষ্ট শরীর। এতাদৃশ উপাধিভেদবশতঃ অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এইভাবে উপাধি ভেদ থাকায় যীয় আত্মা যাঁহা হইতে পৃথগ্ ভাবে অবস্থিত, সেই পরমাত্মার সহিত ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আদি দ্বারা ভাবশুদ্ধির পর অভিন্ন বলিয়া ভাবনা করিবে। ৩০

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চবিধ কোষ ভেদানুসারে আত্মাও পঞ্চবিধ বলিয়া কথিত হয়, সুতরাং আত্মা এক—এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়; ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—যেরূপ স্ফটিকমণি নীল পীতাদি বর্ণের সংসর্গে নীল-পীতাদি বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ আত্মাও অন্নময়াদি পঞ্চবিধ কোষের সংসর্গে তৎতদ্ আকৃতি-রূপে প্রতীত হন; কিন্তু ইহা ঠিক নহে, “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্য বিশেষরূপে বিচার করিলে দেখা যায়—এই আত্মা সংসর্গশূন্য (‘অসঙ্গো ন হি সজ্জতে’—ইতি শ্রুতেঃ) এবং অজ; যেহেতু তিনি অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ। এস্থলে বুঝিতে হইবে—‘আমি আমি’ এইরূপ স্থূলবুদ্ধি অজ্ঞ ব্যক্তি নানাবিধ কোষসংসর্গে আত্মাকে নানাবিধ বলিয়া মনে করে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আত্মাকে সর্ব্বথা অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই মনে করেন। ৩১

এই জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় যে বুদ্ধিধর্ম্ম, উহা আত্মধর্ম্ম নহে—তাহাই বলিতেছেন,—ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির ধর্ম্ম তিন প্রকার—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশশূন্য, অতএব সদৈকরূপ; পর—মূল কারণ, কেবল—নির্ধর্মক, শিব—মঙ্গল-স্বরূপ ব্রহ্মে অন্যোঽন্য—ব্যভিচার দোষবশতঃ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্ম থাকিতে পারে না; তবে আত্মাতে যে উহার উপলব্ধি হয়, তাহা মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রমাত্মক। ৩২

দেহ, ইন্দ্রিয়বর্গ, প্রাণ, মন ও চিদাত্মা—এই সবের পারস্পরিক অধ্যাসবশতঃ বুদ্ধির অর্থাৎ অন্তঃকরণের যে বৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয়, সেই অজ্ঞতাসূচক বুদ্ধিবৃত্তি তমোগুণ-নিবন্ধন যতকাল বিদ্যমান থাকে, ততকালই সংসারোদ্ভব হইতে থাকে। ৩৩

‘নেতি’ ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ বলে (‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’, ‘অতোঽন্যদার্ত্তম্’, ‘নেহ নানাস্তি কিঞ্চন’, এবং ‘অথাত আদেশো নেতি নেতি’ ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ।) এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে মিথ্যা জ্ঞান করিয়া পরিহার করত তাহার অসারত্ব বিশুদ্ধ মনে চৈতন্যরূপ এক অখণ্ড অমৃত আস্বাদন করিবে। তাহার পর তৃষ্ণাপীড়িত ব্যক্তি যেরূপ নারিকেল নারঙ্গাদি ফলের মধ্যস্থিত জল পান করত পরিতৃপ্ত হইয়া সেই ফল পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জগতের সারাংশ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করত সম্পূর্ণ জগৎকে অসারবোধে পরিত্যাগ করিবে। ৩৪

আত্মার কখনও মৃত্যু নাই, জন্ম নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, কারণ এই আত্মা অনব—চিরকাল সমভাবে স্থিত (টীকাকার মতে—অনব উৎপত্ত্যনন্তরাবিদ্যমান নব, ইহার দ্বারা আত্মার জন্মান্তরাস্তিত্ব নিবারিত হইল। নবত্বাভাববশতঃ জীর্ণত্বাভাব-হেতু অবস্থান্তরাপত্তিরূপ পরিণামও নিরস্ত হইল।) সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদির অতিশয় অর্থাৎ মহত্ত্ব যিনি নিরাস করিয়া দেন অর্থাৎ যাঁহাকে লাভ করিলে অন্য কিছু লাভকে অধিক বলিয়া মনে হয় না “যল্লাভান্নাপরো লাভঃ” ইতি শ্রুতেঃ। সুখাত্মক আনন্দস্বরূপ আত্মা স্বয়ম্প্রভ (দেহাদিন্দ্রিয়াদি দুঃখস্বরূপ ও পরপ্রকাশ) স্বপ্রকাশ ‘যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি’ ইতি শ্রুতেঃ। আত্মা

এবংবিধে জ্ঞানময়ে সুখাত্মকে
কথং ভবো দুঃখময়ঃ প্রতীয়তে ।
অজ্ঞানতোঽধ্যাসবশাৎ প্রকাশতে
জ্ঞানে বিলীয়েত বিরোধতঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩৬
যদন্যদন্যত্র বিভাব্যতে ভ্রমা-
দধ্যাসমিত্যাহুরমুং বিপশ্চিতঃ ।
অসর্পভূতেঽহিবিভাবনং যথা
রজ্জ্বাদিকে তদ্বদপীশ্বরে জগৎ ॥ ৩৭
বিকল্পমায়ারহিতে চিদাত্মকে-
ঽহঙ্কার এষ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ ।
অধ্যাস এবাত্মনি সর্ব্বকারণে
নিরাময়ে ব্রহ্মণি কেবলে পরে ॥ ৩৮

ইচ্ছা[illegible]
সদা ধিয়ঃ সংসৃতিহেতবঃ পরে ।
যস্মাৎ প্রসুপ্তৌ তদভাবতঃ পরঃ
সুখস্বরূপেণ বিভাব্যতে হি নঃ ॥ ৩৯
অনাদ্যবিদ্যোদ্ভববুদ্ধিবিম্বিতো
জীবঃ প্রকাশোঽয়মিতীর্য্যতে চিতঃ ।
আত্মা ধিয়ঃ সাক্ষিতয়া পৃথক্স্থিতো
বুদ্ধ্যা পরিচ্ছিন্নপরঃ স এব হি ॥ ৪০
চিদ্বিম্বসাক্ষ্যাত্মধিয়াং প্রসঙ্গত-
স্ত্বেকত্র বাসাদনলাক্তলোহবৎ ।
অন্যোন্যমধ্যাসবশাৎ প্রতীয়তে
জড়াজড়ত্বঞ্চ চিদাত্মচেতসোঃ ॥ ৪১

সর্ব্বব্যাপক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতেঃ। ব্যতিরেকেও এই আত্মাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—"অব্যাবৃত্ত্যাননুগতং বস্তু ব্রহ্মেতি ভণ্যতে। ব্রহ্মার্থো দুর্লভস্তস্মাদ্ দ্বিতীয়ে সতি বস্তুনি"। ইতি। ৩৫

এইরূপ জ্ঞানময়, অতএব সুখস্বরূপ আত্মাতে দুঃখময় সংসার কিভাবে প্রতীতি হইবে? অজ্ঞানের অধ্যাসবশতঃ এরূপ প্রতীতি হয়, কিন্তু যখনই অজ্ঞানের বিরোধী জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে, তৎক্ষণাৎ এই অজ্ঞানোৎপন্ন সংসার লীন হইয়া যাইবে। ৩৬

ভ্রমবশতঃ এক বস্তুতে অন্য বস্তুর যে জ্ঞান, তাহাকেই 'অধ্যাস' বলিয়া পণ্ডিতগণ অভিহিত করেন। যেরূপ রজ্জু সর্প না হইলেও ভ্রমবশতঃ উহাতে সর্পজ্ঞান হইলে এই জ্ঞানকে 'অধ্যাস' বলা হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরে জগদ্ভাবনা ভ্রমাত্মক বলিয়া উহা অজ্ঞানাধ্যাসবশতঃ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু যখন রজ্জু জ্ঞান হইবে, তখন আর সর্পভ্রম থাকে না; সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে আর জগদ্ভ্রম থাকিতে পারে না। ৩৭

আত্মায় জগদ্ভাণবিষয়ে প্রথমে কীদৃশ অধ্যাস কারণরূপে পরিলক্ষিত হয়? তাহাই বলিতেছেন,—বিকল্পমায়ারহিত অর্থাৎ পরমার্থতঃ ভেদাবিদ্যাশূন্য, চিৎস্বরূপ, সর্ব্বকারণ, আনন্দময়, সকল বিকারবর্জিত, দৃশ্যবিলক্ষণ ও ব্যাপক আত্মায় প্রথম কল্পিত 'অহং' বুদ্ধিই অধ্যাস। এই অহংবুদ্ধিরূপ অধ্যাসই সর্ব্ব সংসারকারণ। ৩৮

এই পরিদৃশ্যমান সংসার বুদ্ধিনিষ্ঠ, আত্মনিষ্ঠ নহে, এবিষয়ে অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে প্রমাণ দেখাইতেছেন— সর্ব্বসাক্ষী আত্মার সংসারের কারণ হইল কালত্রয়ে বিদ্যমান ইচ্ছা-উপেক্ষা, রাগ-দ্বেষ এবং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বধর্ম্মযুক্তা বুদ্ধি অর্থাৎ এরূপ দ্বন্দ্ব-ধর্ম্মবিশিষ্টা বুদ্ধি থাকিলে সংসার থাকিবে (ইহাতে অন্বয় প্রদর্শিত হইল)। অতঃপর ব্যতিরেক দেখাইতেছেন—যেহেতু প্রসুপ্তিকালে উক্ত ইচ্ছা-উপেক্ষাদি দ্বন্দ্বধর্ম্মযুক্ত বুদ্ধির অভাব থাকায় পর অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী পরমাত্মা সুখস্বরূপে অর্থাৎ স্বীয় পরমানন্দময় স্বরূপে বিরাজমান থাকেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইল—যখন আমাদের বুদ্ধি ইচ্ছা-উপেক্ষাদি দ্বন্দ্বযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তখন এই সবের সংসর্গে আত্মা 'সংসারী' এরূপ বোধ হয়, আবার সুষুপ্তিকালে যখন এই সব দ্বন্দ্ব বুদ্ধিবৃত্তিতে থাকে না, তখন আত্মা 'পরমানন্দময়' বলিয়া অনুভব হয়। ৩৯

তাহা হইলে জীবের স্বরূপ কি? এই উপলক্ষ্যে বলিতেছেন,—অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্না যে বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ, উহাতে প্রতিবিম্বিত যে চিৎপ্রকাশ অর্থাৎ চৈতন্যের প্রকাশ, এই চৈতন্যের প্রকাশস্বরূপই 'জীব' নামে অভিহিত হয়। আর আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপে পৃথক্ ভাবে বিরাজমান থাকেন। এইভাবে বুদ্ধির দ্বারা সেই পরমাত্মাই পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকেন। জীব যখন বুদ্ধি বলে 'আমি সুখী' প্রভৃতি দ্বন্দ্বযুক্ত হয়, তখন খণ্ড জীব; আর যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করত দ্বন্দ্বাতীত হন, তখন সেই জীবই 'পরমাত্মা' বলিয়া অভিহিত হন। ৪০

তাহা হইলে অজড় আত্মা জড়রূপে এবং জড় অন্তঃকরণ অজড়রূপে কিভাবে প্রতিপন্ন হয়? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য বলিতেছেন—একস্থানে অবস্থান করায় অর্থাৎ অগ্নি ও লৌহ

গুরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ
সঞ্জাতবিদ্যানুভবো নিরীক্ষ্য তম্।
স্বাত্মানমাত্মস্থমুপাধিবর্জ্জিতং
ত্যজেদশেষং জড়মাত্মগোচরম্ ॥ ৪২

প্রকাশরূপোঽহমজোঽহমদ্বয়ো-
ঽসকৃদ্‌বিভাতোঽহমতীব নির্ম্মলঃ।
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনো নিরাময়ঃ
সম্পূর্ণ আনন্দময়োঽহমক্রিয়ঃ ॥ ৪৩

সদৈব মুক্তোঽহমচিন্ত্যশক্তিমা-
নতীন্দ্রিয়জ্ঞানমবিক্রিয়াত্মকঃ।
অনন্তপারোঽহমহর্নিশং বুধৈ-
র্বিভাবিতোঽহং হৃদি বেদবাদিভিঃ ॥৪৪

এবং সদাত্মানমখণ্ডিতাত্মনা
বিচারমাণস্য বিশুদ্ধভাবনা।
হন্যাদবিদ্যামচিরেণ কারকৈ-
রসায়নং যদ্বদুপাসিতং রুজঃ ॥ ৪৫

বিবিক্ত আসীন উপারতেন্দ্রিয়ো
বিনির্জ্জিতাত্মা বিমলান্তরাশয়ঃ।
বিভাবয়েদেকমনন্যসাধনো
বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আত্মসংস্থিতঃ ॥ ৪৬

পরস্পর একত্রে অবস্থিত হইলে লৌহ যেরূপ অগ্নিতুল্য দাহিকা-শক্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং নিজ ধর্ম্ম বর্ত্তুলাদি অগ্নিতে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চিদ্‌বিম্ব (চিদাভাস), ইন্দ্রিয়বর্গ, দেহ ও ধী অর্থাৎ বুদ্ধি পরস্পর অধ্যাসবশতঃ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংসর্গবশতঃ চৈতন্যময় আত্মা জড়রূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। ৪১

এই জীব ও পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিবার উপায় বলিয়া জীব-পরমাত্মার পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য বলিতেছেন—শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে এবং বেদবাক্য হইতে লব্ধ বিদ্যাবলে আত্মাকে যথার্থরূপে অনুভব করিয়া (এস্থলে বুঝিতে হইবে—শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে এবং বেদবাক্য হইতে আত্মতত্ত্ব প্রথম শ্রবণ, তদনন্তর মনন করিলে পর যে পরিপক্ব জ্ঞান লাভ হইবে, তাহারই দ্বারা জ্ঞানরূপ আত্মার অনুভব হইবে; অন্যথায় আত্মানুভবের অন্য কোন উপায় নাই, ইহাই প্রদর্শিত হইল) অর্থাৎ এইভাবে নিদি-ধ্যাসন করিয়া সাধক উপাধিবর্জিত, স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মা রূপে—পরমাত্মা হইতে নিজেকে অভিন্ন প্রত্যক্ষ করিয়া আত্ম-বিষয়ক সমস্ত জড়পদার্থে দৃশ্যসমূহ পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ এই জড় দৃশ্য জগৎ হইতে উদাসীন হইয়া যাইবে। ৪২

অতঃপর নিরুপাধিক জ্ঞেয়স্বরূপ পর পর দুইটি শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। পূর্ব্বশ্লোকে 'আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবার' উপায় বলিয়াছেন, এস্থলে আত্মস্বরূপ কি? তাহারই বর্ণনা—আমি প্রকাশস্বরূপ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ (পরপ্রকাশহীন, পর প্রকাশরূপ—যথা ঘটাদি), আমি অজ, আমি অদ্বয় (সজাতীয় দ্বিতীয়রহিত), আমি অসকৃদ্‌বিভাত অর্থাৎ একবারও অন্য কোনও ভাসকের দ্বারা ভাসিত—প্রকাশিত হই না, ("ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকমিতি" শ্রুতেঃ। 'ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যঃ' ইতি স্মৃতেশ্চ।) আমি অতীব নির্ম্মল—রাগাদি দোষ-লেশশূন্য, আমি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময়, নিরাময়—কর্তৃত্বাভিমান-রহিত, সম্পূর্ণ—বৃদ্ধিরহিত বা দেশ-কাল পরিচ্ছেদহীন, আনন্দময় এবং অবিক্রিয়—দেহেন্দ্রিয়াদি বিকাররহিত। ৪৩

বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ হৃদয়ে আমাকে সদা অর্থাৎ কালত্রয়ে মুক্ত, অচিন্তনীয় শক্তিশালী পরমাত্মা, অতএব ইন্দ্রিয়া-তিরিক্ত জ্ঞানস্বরূপ (যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ—ইতি শ্রুতেঃ), কামাদি বিকারশূন্য অন্তঃকরণবিশিষ্ট এবং অনন্তপার—অসীম বলিয়া দিবারাত্র ভাবনা করে। ৪৪

এইভাবে আমাকে ভাবনার যে কি ফল, তাহাই শ্রীভগবান্ এস্থলে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—এইরূপে আত্মাকে অখণ্ড ভাবে অর্থাৎ বিষয়াকর্ষণরহিত চিত্তে সর্ব্বদা বিচার করিতে করিতে যে বিশুদ্ধ ভাবনা অর্থাৎ নির্মল ধ্যান (ব্রহ্মাকারান্তঃ-করণ বৃত্তি) উৎপন্ন হইবে, সেই ভাবনা রসায়নসেবা যেরূপ রোগসমূহ নাশ করে, সেইরূপ দেহান্তরপ্রাপক কর্ম্মসমূহের সহিত অবিদ্যাকে অতিসত্বর নাশ করিয়া দেয়। ৪৫

অতঃপর ধ্যানবিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা উপদেশ করিতেছেন,—নির্জনস্থানে যথোচিত পদ্মাসনাদিতে উপবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়-বর্গকে বশীভূত করত সংযতমনে এবং রাগাদি দোষবর্জিত অন্তঃকরণে অনন্যসাধন হইয়া অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের অতিরিক্ত মুক্তিসাধনের অস্তিত্ব স্বীকাররূপ ভ্রমশূন্য হইয়া, বিজ্ঞানদর্শী অর্থাৎ দ্রষ্টৃ দৃশ্যভাবমুক্ত হইয়া, কেবল—অসঙ্গ হইয়া এবং আত্মনিষ্ঠ হইয়া একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মকে ধ্যান করিবে। ৪৬

বিশ্বং যদেতৎ পরমাত্মদর্শনং
বিলাপয়েদাত্মনি সর্ব্বকারণে।
পূর্ণচিদানন্দময়োঽবতিষ্ঠতে
ন বেদ বাহ্যং ন চ কিঞ্চিদান্তরম্ ॥ ৪৭

পূর্ব্বং সমাধেরখিলং বিচিন্তয়ে-
দোঙ্কারমাত্রং সচরাচরং জগৎ।
তদেব বাচ্যং প্রণবো হি বাচকো
বিভাব্যতেঽজ্ঞানবশান্ন বোধতঃ ॥ ৪৮

অকারসংজ্ঞঃ পুরুষো হি বিশ্বকো
হ্যুকারকস্তৈজস ঈর্য্যতে ক্রমাৎ।
প্রাজ্ঞো মকারঃ পরিপঠ্যতেঽখিলৈঃ
সমাধিপূর্ব্বং ন তু তত্ত্বতো ভবেৎ ॥ ৪৯

বিশ্বং ত্বকারং পুরুষং বিলাপয়েৎ
উকারমধ্যে বহুধা ব্যবস্থিতাম্।
ততো মকারে প্রবিলাপ্য তৈজসং
দ্বিতীয়বর্ণং প্রণবস্য চান্তিমে ॥ ৫০

মকারমপ্যাত্মনি চিদ্ঘনে পরে
বিলাপয়েৎ প্রাজ্ঞমপীহ কারণম্।
সোঽহং পরং ব্রহ্ম সদা বিমুক্তিমদ্
বিজ্ঞানদৃঙ্‌মুক্ত উপাধিতোঽমলঃ ॥ ৫১

পূর্ব্বশ্লোকে সবিকল্পসমাধির কথা বলিয়া এই শ্লোকে নির্বিকল্প সমাধি বর্ণনা করিতেছেন----এই দৃশ্যমান বিশ্বকে পরমাত্মারূপে দর্শন করিয়া অথবা এই যে বিশ্বকে পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞান করিয়া উহাকে সর্ব্বকারণরূপী পরমাত্মায় বিলীন করিয়া দিবে। এইভাবে বিশ্বদর্শন বিলুপ্ত হইলে পর তখন একমাত্র পূর্ণ চিদানন্দময় ব্রহ্মই অবস্থান করিবেন অর্থাৎ বাহ্য ও আন্তর----এই উভয় সত্তার বিলোপ সাধন হওয়ায় এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিরাজ করেন। এই সময় বাহ্য বিষয়ের কোনও জ্ঞান থাকে না এবং আন্তর বিষয়েও ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোনও জ্ঞান থাকে না। (এস্থলে সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধিবিষয়ে মহামতি টীকাকার শ্রীনরোত্তমমহোদয়ের অভিমত প্রদর্শিত হইল—সমাধির্দ্বিবিধঃ, সবিকল্পো নির্বিকল্পশ্চ। —"তত্র সবিকল্পো নাম জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-বিকল্পাপেক্ষয়া অদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারকারিতায়াশ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানম্। মৃন্ময়-গজাদিভানেঽপি মৃদ্‌ভাবনাবদ্ দ্বৈতজ্ঞানেঽপ্যদ্বৈতং ভাসতে। নির্বিকল্পস্তু— জ্ঞাতৃ-জ্ঞানাদি-প্রমাণাপেক্ষয়া অদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারকারিতায়াশ্চিত্তবৃত্তের-তিতরামেকীভাবেনাবস্থানম্, তদা জলাকারাকারিতলবণানবভাসেন জলমাত্রাবভাসবদ্ অদ্বিতীয়বস্ত্বাকারকারিতচিত্তবৃত্ত্যানবভাসেন অদ্বিতীয়বস্তুমাত্রমবভাসতে। তস্যাঙ্গানি—যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়ঃ। তত্র অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ। শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। কর-চরণাদিসংস্থান-বিশেষলক্ষণানি পদ্ম-স্বস্তিকাদীনি আসনানি। রেচক-পূরক-কুম্ভকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ। ইন্দ্রিয়াণাং স্ব-স্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ। অদ্বিতীয়ে বস্তুনি অন্তরিন্দ্রিয়-ধারণং ধারণা। অদ্বিতীয়ে বস্তুনি বিষয়েভ্যো বিচ্ছিদ্য অন্তরিন্দ্রিয়-বৃত্তিপ্রবাহো ধ্যানম্। সমাধিস্তূক্তঃ।) । ৪৭

সমাধি লাভ করিবার পূর্ব্বে এই দৃশ্যমান সম্পূর্ণ সচরাচর জগৎকে ওঙ্কারমাত্র বলিয়া ভাবনা করিতে, কারণ, জগৎ ওঙ্কারের বাচ্য এবং ওঙ্কার জগতের বাচক। অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ বাচ্য-বাচক চিন্তা হইবে; কিন্তু জ্ঞান লাভ হইলে পর সে চিন্তা আর থাকিবে না। ৪৮

অতঃ ওঙ্কারের অর্থ বিশেষ ভাবে বলিতেছেন,—(ওঁ—অ, উ ও ম্—এই মিলিত শব্দ ওম্; তন্মধ্যে—) অকারপদবাচ্য----পুরুষ হইলেন এই বিশ্ব অর্থাৎ স্থূলশরীরস্থিত জাগ্রদবস্থাসাক্ষী বিরাট্, উকারপদবাচ্য—স্বপ্নাবস্থাসাক্ষী তৈজস পুরুষ অর্থাৎ লিঙ্গদেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভ এবং মকারপদবাচ্য—সুষুপ্তি-সাক্ষী কারণ-দেহাভিমানী প্রাজ্ঞ পুরুষ—ইহাই অখিল বেদ-কথিত প্রণবতত্ত্ববিশ্লেষণ। এরূপ ভাবনা সমাধির পূর্ব্বেই হইয়া থাকে, কিন্তু সমাধিবশে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পর এরূপ ভাবনা থাকে না; কারণ, সেই অবস্থায় সবই ব্রহ্মে লীন হইয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছুরই স্ফুরণ হয় না। ৪৯

বহুরূপে অবস্থিত স্থূলদেহাভিমানী অকারপদবাচ্য বিরাট্ পুরুষ বিশ্বকে উকারমধ্যে অর্থাৎ উকারপদবাচ্য লিঙ্গদেহা-ভিমানী তৈজসাত্মক হিরণ্যগর্ভে বিলীন ভাবনা করিবে। তদনন্তর বিলীনবিশ্বক দ্বিতীয় বর্ণ উকারকে প্রণবের শেষ বর্ণ মকারে অর্থাৎ মকারপদবাচ্য কারণদেহাভিমানী প্রাজ্ঞ পুরুষে বিলীন ভাবনা করিয়া সেই কারণস্বরূপ প্রাজ্ঞ পুরুষকে এবং মকারকে চিদ্‌ঘন পরমাত্মায় বিলীন করিয়া দিবে। এই যে পরমাত্মায় সব কিছুই বিলীন হইয়া যায়, আমিই সেই সর্ব্ববিলাপাধিষ্ঠান পরম ব্রহ্ম। আমি নিত্যমুক্ত, সর্ব্ব উপাধিবর্জিত, বিজ্ঞানদর্শী ও নির্ম্মল। ৫০-৫১

এবং পরিজ্ঞাতপরাত্মভাবনঃ
স্বানন্দতুষ্টঃ পরিবিস্মৃতাখিলঃ।
আস্তে স নিত্যাত্মসুখপ্রকাশকঃ
সাক্ষাদ্ বিমুক্তোঽচলবারিসিন্ধুবৎ ॥৫২
এবং সদাভ্যস্তসমাধিযোগিনো
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়গোচরস্য হি।
বিনির্জিতাশেষরিপোরহং সদা
দৃশ্যো ভবেয়ং জিতষড়্ গুণাত্মনঃ ॥ ৫৩
ধ্যাত্বৈবমাত্মানমহর্নিশং মুনি-
স্তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধনঃ।
প্রারব্ধমশ্নন্নভিমানবর্জিতো
ময্যেব সাক্ষাৎ প্রবিলীয়তে ততঃ ॥৫৪
আদৌ চ মধ্যে চ তথৈব চান্ততো
ভবং বিদিত্বা ভয়শোককারণম্।
হিত্বা সমস্তং বিধিবাদচোদিতং
ভজেৎ স্বমাত্মানমথাখিলাত্মনাম্ ॥ ৫৫

আত্মন্যভেদেন বিভাবয়ন্নিদং
ভবত্যভেদেন ময়াত্মনা তদা।
যথা জলং বারিনিধৌ যথা পয়ঃ
ক্ষীরে বিয়দ্ ব্যোম্ন্যনলে যথানিলঃ ॥ ৫৬
ইত্থং যদীক্ষেত হি লোকসংস্থিতো
জগন্মৃষৈবেতি বিভাবয়ন্মুনিঃ।
নিরাকৃতত্বাচ্ছ্রুতিযুক্তিমানতো
যথেন্দুভেদো দিশি দিগ্ভ্রমাদয়ঃ ॥ ৫৭
যাবন্ন পশ্যেদখিলং মদাত্মকং
তাবন্মদারাধনতৎপরো ভবেৎ।
শ্রদ্ধালুরত্যূর্জিতভক্তিলক্ষণো
যস্তস্য দৃশ্যোঽহমহর্নিশং হৃদি ॥ ৫৮
রহস্যমেতচ্ছ্রুতিসারসংগ্রহং
ময়া বিনিশ্চিত্য তবোদিতং প্রিয়।
যস্ত্বেতদালোচয়তীহ বুদ্ধিমান্
স মুচ্যতে পাতকরাশিভিঃ ক্ষণাৎ ॥ ৫৯

এইভাবে পরমাত্মার ভাবনার বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া অথবা সদা এইভাবে পরমাত্মাকে ভাবনা করিতে করিতে পুত্র-দারাদি সব কিছুই ভুলিয়া গিয়া এবং আত্মানন্দে তুষ্ট থাকিয়া (ইহাতে স্পষ্টই উল্লিখিত হইল যে, বিষয়ানন্দে বিভোর হইয়া থাকিলে পরমাত্মার ভাবনা আসিবে না।) অখণ্ড আত্মস্বরূপ অতএব আত্মসুখপ্রকাশক সাক্ষাৎ জীবন্মুক্ত হইয়া স্থিরজল সাগরের ন্যায় সেই যোগী অবস্থান করিবে। ৫২

এইভাবে সদা যোগাভ্যাসকারী যোগী ব্যক্তি চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের রূপাদি বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া এবং কামাদি সকল রিপুদিগকে জয় করিয়া, অতএব সর্ব্বজ্ঞত্ব, নিত্য-তৃপ্তত্ব, নিত্যবোধিরূপত্ব, স্বতন্ত্রত্ব, নিত্য অলুপ্তত্ব এবং অনন্তস্বরূপ এই ছয় গুণসম্পন্ন হইলে পর আমি সদা সেই ভক্তের নিকট দৃশ্য হইয়া থাকি। ৫৩

এইরূপে মুনি দিবারাত্র আত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে সদা সমস্ত বন্ধনমুক্ত হইয়া ও অভিমানশূন্য হইয়া প্রারব্ধ ভোগ করিতে করিতে অবস্থান করে। তাহার পর সেই মুনি সাক্ষাৎ আমাতেই বিলীন হইয়া যায়। ৫৪

সংসারের আদি, মধ্য ও অন্ত এই সব অবস্থায় সংসারকে ভয় এবং শোকের কারণ জানিয়া বিধিবাদবোধিত সমস্ত কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করত সকল জীবস্বরূপ পরমেশ্বর আমাকে ভজনা করিবে। ৫৫

এইভাবে জীব নিজ স্বরূপকে আমার সহিত অভিন্ন ভাবনা করিতে করিতে সমুদ্রে জলবিন্দুর ন্যায়, দুগ্ধরাশিতে দুগ্ধবিন্দুর ন্যায়, মহাকাশে খণ্ডাকাশের ন্যায় এবং মহাবায়ুতে ব্যজনোত্থিত বায়ুর ন্যায় আমাতেই মিশিয়া যায়। ৫৬

জীবন্মুক্তিদশায় প্রারব্ধবশতঃ লোকব্যবহার করিতে থাকিলেও 'জগৎ মিথ্যাই' এরূপ ভাবনা করিতে করিতে যে সময় মুনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ প্রত্যক্ষ করে, সেই সময় তাহার জগতের সত্যত্ব ভ্রম নিরাকৃত হইয়া যায়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেরূপ বস্তু জ্ঞান হইলে দ্বিচন্দ্র ভ্রম এবং দিগ্ভ্রম প্রভৃতি চলিয়া যায়, সেইরূপ শ্রুতিকথিত যুক্তি ও প্রমাণাদি বলে জগতের প্রতি সত্যত্বভ্রমও চলিয়া যায়। ৫৭

যে পর্য্যন্ত জগৎকে মৎস্বরূপ বলিয়া প্রত্যক্ষ না করে, সেই পর্য্যন্ত আমার আরাধনায় তৎপর থাকিবে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধালু এবং অতিশয় ভক্তিমান্, আমি তাহার হৃদয়ে দিবারাত্র দৃশ্য হইয়া থাকি অর্থাৎ সেই ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বদা তাহার মানস-পটে প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। ৫৮

প্রিয় লক্ষ্মণ। আমি তোমার নিকট শ্রুতিসারসংগ্রহ এই রহস্য বিশেষভাবে স্থির সিদ্ধান্ত তোমাকে বলিলাম। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এ জগতে ইহার আলোচনা করিবে, সে ক্ষণকালের মধ্যেই সমস্ত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। ৫৯

ভ্রান্তর্যদীদং পরিদৃশ্যতে জগদ্-
মথৈব সর্ব্বং পরিহৃত্য চেতসা।
মদ্ভাবনাভাবিতশুদ্ধমানসঃ
সুখী ভবানন্দময়ো নিরাময়ঃ ॥ ৬০
যঃ সেবতে মামগুণং গুণাৎ পরং
হৃদা কদা বা যদি বা গুণাত্মকম্।
সোঽহং স্বপাদাঞ্চিতরেণুভিঃ স্পৃশন্
পুনাতি লোকত্রিতয়ং যথা রবিঃ ॥৬১

বিজ্ঞানমেতদখিলং শ্রুতিসারমেকং
বেদান্তবেদ্যচরণেন মথৈব গীতম্।
যঃ শ্রদ্ধয়া পরিপঠেদ্ গুরুভক্তিযুক্তো
মদ্রূপমেতি যদি মদ্বচনেষু ভক্তিঃ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ। এই যে জগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহা সবই মায়ামাত্র জানিয়া তাহা হইতে মনকে (বুদ্ধিবলে) সরাইয়া আনিয়া সর্ব্বদা আমার ভাবনা করত বিশুদ্ধমনা হও এবং আনন্দময় ও নিরাময় হইয়া সদা সুখ ভোগ কর। ৬০

যে ব্যক্তি কোন সময়ে আমার গুণাতীত নির্গুণ স্বরূপের কিংবা কোনও সময়ে যদি আমার সগুণ এই রামরূপের হৃদয়ে সেবা করে, তবে সেই ব্যক্তি 'সোঽহং' হইয়া যায় অর্থাৎ সে আমার স্বরূপ হইয়া যায় ("প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ" ইতি গীতোক্তেঃ) এবং তাদৃশ জ্ঞানী পুরুষ স্বীয় পাদপদ্মের পরাগস্পর্শে ত্রিভুবনকে সূর্য্যের ন্যায় পবিত্র করিয়া থাকে। ৬১

এই পঞ্চমাধ্যায়ে বর্ণিত শ্রীরামগীতাবাক্য বেদের সম্পূর্ণ একমাত্র সারাংশ ও বিজ্ঞানজনক। লক্ষ্মণ! বেদান্তবেদ্য যাঁহার চরিত্র অর্থাৎ যাঁহার গুণ, কর্ম্ম ও লীলাচরণাদি বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই পরমব্রহ্মস্বরূপ আমি এই শ্রীরাম-গীতা আজ তোমাকে উপদেশ করিলাম। যে ব্যক্তি গুরুভক্তি-যুক্ত হইয়া ইহা শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিবে এবং মৎকথিত এই সব বাক্যে ভক্তিমান্ থাকিবে অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে, সেই ব্যক্তি আমার স্বরূপতা লাভ করিবে। ৬২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

(লবণাসুরবধঃ, মথুরাপুরীস্থাপনম্, কুশ-লবয়োর্জন্ম, শ্রীরামস্যাশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানম্, তস্মিন্ যজ্ঞে লব-কুশয়োরাগমনঞ্চ।)

শ্রীমহাদেব উবাচ।

একদা মুনয়ঃ সর্ব্বে যমুনাতীরবাসিনঃ।
আজগ্মূ রাঘবং দ্রষ্টুং ভয়াল্লবণরক্ষসঃ ॥ ১
কৃত্বাগ্রে তু মুনিশ্রেষ্ঠং ভার্গবং চ্যবনং দ্বিজাঃ।
অসংখ্যাতাঃ সমায়াতা রামাদভয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২
তান্ পূজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যা রঘুকুলোত্তমঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং হর্ষয়ন্মুনিমণ্ডলম্ ॥ ৩
করবাণি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কিমাগমনকারণম্।
ধন্যোঽস্মি যদি যূয়ং মাং প্রীত্যা দ্রষ্টুমিহাগতাঃ ॥৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

[লবণাসুরবধ, মথুরাপুরী স্থাপন, কুশ ও লবের জন্ম, শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং সেই যজ্ঞে লব-কুশের আগমন।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! একদিন যমুনাতীরবাসী (১) সমস্ত মুনিগণ লবণ-রাক্ষসের ভয়ে ভীত হইয়া রঘুকুলভূষণ শ্রীরামকে দর্শন করিবার জন্য অযোধ্যানগরীতে আগমন করিলেন। ১

সেই অসংখ্য দ্বিজগণ ভৃগুমুনির পুত্র চ্যবনকে অগ্রে করিয়া শ্রীরামের নিকট হইতে অভয় লাভ করিবার বাসনায় সমাগত হইলেন। ২

রঘুকুলোত্তম শ্রীরাম পরম ভক্তিসহকারে তাঁহাদের সকলকে পূজা করিয়া সেই সব মুনিবৃন্দের হর্ষোৎপাদন করিতে করিতে এই মধুর বাক্য বলিলেন। ৩

---

(১) মুনিগণের শ্রীরামসমীপে আগমনবিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—"ততো নিবেদিতং রাজ্ঞে দ্বারে তিষ্ঠন্তি তাপসাঃ। ভার্গবং চ্যবনং নাম পুরস্কৃত্য মহামুনিম্। দর্শনং তব রাজেন্দ্র কাঙ্ক্ষন্তি তে মহর্ষয়ঃ। আগতাস্ত্বরমাণা হি যমুনাতীর-বাসিনঃ।" ৭।৬১-১-২

দুষ্করং চাপি যৎকার্য্যং ভবতাং তৎ করোম্যহম্ ।
আজ্ঞাপয়ন্তু মাং ভৃত্যং ব্রাহ্মণা দৈবতং হি মে ॥ ৫
তচ্ছ্রুত্বা সহসা হৃষ্টশ্চ্যবনো বাক্যমব্রবীৎ ।
মধুনামা মহাদৈত্যঃ পুরা কৃতযুগে প্রভো ॥ ৬
আসীদতীব ধর্ম্মাত্মা দেব-ব্রাহ্মণপূজকঃ ।
তস্য তুষ্টো মহাদেবো দদৌ শূলমনুত্তমম্ ॥ ৭

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। আমি আপনাদের কি কার্য্য করিব? আপনারা কিজন্য এস্থানে শুভাগমন করিয়াছেন? (১) আপনারা আজ যে প্রসন্নমনে আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্য হইলাম। (এই শ্লোকের নিম্নরূপ ব্যাখ্যাও করা যায়,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। আপনারা যে জন্য এস্থানে শুভাগমন করিয়াছেন, আমি আপনাদের সেই কার্য্য সম্পাদন করিব। যদি আপনারা বিনা প্রয়োজনে প্রীতিবশতঃ আমাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি ধন্য হইলাম।) । ৪

পরম পূজনীয় আপনাদের ঈপ্সিত কার্য্য যদি অতিশয় দুষ্করও হয়, তথাপি আমি তাহা নিষ্পাদন করিব। আপনারা ভৃত্য—সেবক আমাকে আদেশ করুন; কারণ, আমার নিকট ব্রাহ্মণগণ হইলেন দেবতা। ৫

শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করত চ্যবনমুনি হৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ এই কথা বলিলেন,—প্রভো। পুরাকালে সত্যযুগে মধুনামে এক মহাদৈত্য ছিল। সে অতিশয় ধর্ম্মাত্মা, দেব ও ব্রাহ্মণপূজক ছিল (২)। স্বয়ং মহাদেব তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া একটি সর্ব্বোত্তম শূল প্রদান করেন। ৬-৭

(১) মুনিগণকে শ্রীরামের প্রশ্ন বাল্মীকিরামায়ণে,—কিমাগমনকার্য্যং বঃ কিং করোমি তপোধনাঃ। আজ্ঞাপ্যোঽহং তপঃসিদ্ধৈঃ সর্ব্বথা কিঙ্করঃ স্বয়ম্। ইদং রাজ্যঞ্চ সকলং জীবিতঞ্চ হৃদি স্থিতম্। সর্ব্বমেতদ্ দ্বিজার্থং মে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বঃ।" ৭।৬১।১১-১২

(২) মধুর বর্ণনাপ্রসঙ্গে মহামুনি বাল্মীকি,—"পূর্ব্বং কৃতযুগে রাম দৈতেয়ঃ সুমহানভূৎ। হিরণ্যকশিপোর্নপ্তা মধুর্নাম মহাসুরঃ। ব্রাহ্মণ্যশ্চ বদান্যশ্চ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ। সুরৈশ্চ পরমোদারৈঃ প্রীতিস্তস্যাতুলাভবৎ।"

(৩) শূলপ্রদান বাল্মীকিরামায়ণে,—"শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃষ্য মহাবীর্য্যং মহাবলম্। দদৌ মহাত্মা সুপ্রীতো বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ। ভবানয়মতুলো ধর্ম্মো মৎপ্রসাদকরঃ শুভঃ। যেন প্রীতস্তবা-ঞ্চিমং দাতাম্যায়ুধমুত্তমম্। যাবৎ সুরৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ বিরুধ্যেস্ ন

প্রাহ চানেন যং হংসি স তু ভস্মীভবিষ্যতি ।
রাবণস্যানুজা ভার্য্যা তস্য কুম্ভীনসী শ্রুতা ॥ ৮
তস্যাং তু লবণো নাম রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ ।
আসীদ্ দুরাত্মা দুর্দ্ধর্ষো দেব-ব্রাহ্মণহিংসকঃ ।
পীড়িতাস্তেন রাজেন্দ্র বয়ং ত্বাং শরণং গতাঃ ॥ ৯
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবোঽপ্যাহ মা ভৈর্ব্বো মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১০

তারপর মহাদেব তাহাকে বলেন,—তুমি এই শূলের (৩) দ্বারা যাহাকেই আঘাত করিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী কুম্ভীনসী (৪) সেই মধুর ভার্য্যা ছিল বলিয়া শুনা যায়। ৮

এই কুম্ভীনসীরই গর্ভে মধুর ঔরসে লবণনামে ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাক্ষস জন্মগ্রহণ করে। সেই দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস লবণ দেব ও ব্রাহ্মণদ্বেষী এবং দুরাত্মা। হে রাজেন্দ্র রাম। আমরা তাহার দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া আজ আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। মহর্ষি চ্যবনের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামও বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। আপনারা ভীত হইবেন না (৫)। ৯-১০

ভবান্ ভুবি। তাবচ্ছূলং ভবৈতৎ স্যাদ্ অন্যথা নাশমেষ্যতি। যশ্চ ত্বামভিযুঞ্জীত যুদ্ধায় বিগতজ্বরঃ। তং শূলো ভস্মসাৎ কৃত্বা পুনরেষ্যসি তে করম্।" ৭।৬১।৬-৯

(৪) মধুর ভার্য্যাপ্রসঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি,—তস্য পত্নী মহাভাগা প্রিয়া কুম্ভীনসীতি যা। দত্তা বিশ্রবসোঽপত্যং রাক্ষসী রাবণস্বসা।" ৭।৬১।১৬

(৫) বংশপরম্পরাক্রমে এই শূল যাহাতে থাকে, তদ্বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে,—"এবং শূলবরং লব্ধ্বা স্মরমানো মহাসুরঃ। প্রণিপত্য মহাদেবং বাক্যমেতদুবাচ হ। ভগবন্ মম বংশস্য শূলমেতদনুত্তমম্। ভবেত্তু সততং দেব বরাণামীশ্বরো হ্যসি। তথা ব্রুবাণমসুরং সর্ব্বভূতপতিঃ শিবঃ। প্রত্যুবাচ স্বয়ং শম্ভু নৈতদেবং ভবিষ্যতি। যাবচ্ছূলং করস্থং তু ভবিষ্যতি সুতস্য তে। অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং তাবদেব ভবিষ্যতি। ইত্যাদি ৭।৬১।১০-১৪

লবণাসুরের বাসাদি বর্ণনপ্রসঙ্গে বাল্মীকিরামায়ণে,—"আহারঃ সর্ব্বসত্ত্বানি বিশেষেণ চ তাপসাঃ। আচারো রৌদ্রতা নিত্যং বাসো মধুবনে তথা। হত্বা বহুসহস্রাণি সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগ-দ্বিপান্। মানুষাংশ্চৈব কুরুতে নিত্যমাহারমাহ্নিকম্। ততোঽপরাণি সত্ত্বানি খাদিতে স মহাবল। সংহারে সমনুপ্রাপ্তে ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ।" ইত্যাদি ৭।৬২।৩-৫

লবণং নাশয়িষ্যামি গচ্ছন্তু বিগতজ্বরাঃ ।
ইত্যুক্ত্বা প্রাহ রামোঽপি ভ্রাতৄন্ কো বা হনিষ্যতি ॥ ১১
লবণং রাক্ষসং দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যোঽভয়ং মহৎ ।
তচ্ছ্রুত্বা প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ ভরতো রাঘবায় বৈ ॥ ১২
অহমেব হনিষ্যামি দেবাজ্ঞাপয় মাং প্রভো ।
ততো রামং নমস্কৃত্য শত্রুঘ্নো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩
লক্ষ্মণেন মহৎকার্য্যং কৃতং রাঘব সংযুগে ।
নন্দিগ্রামে মহাবুদ্ধির্ভরতো দুঃখমন্বভূৎ ॥ ১৪
অহমেব গমিষ্যামি লবণস্য বধায় চ ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্রঘুশ্রেষ্ঠ হন্যাং তং রাক্ষসং যুধি ॥ ১৫
তচ্ছ্রুত্বা স্বাঙ্কমারোপ্য শত্রুঘ্নং শত্রুসূদনঃ ।
প্রাহাদ্যৈবাভিষেক্ষ্যামি মথুরারাজ্যকারণাৎ ॥ ১৬
আনায্য চ সুসম্ভারান্ লক্ষ্মণেনাভিষেচনে ।
অনিচ্ছন্তমপি স্নেহাদভিষেকমকারয়ৎ ॥ ১৭
দত্ত্বা তস্মৈ শরং দিব্যং রামঃ শত্রুঘ্নমব্রবীৎ ।
অনেন জহি বাণেন লবণং লোককণ্টকম্ ॥ ১৮
স তু সম্পূজ্য তচ্ছূলং গেহে গচ্ছতি কাননম্ ।
ভক্ষণার্থং তু জন্তূনাং নানাপ্রাণিবধায় চ ॥ ১৯
স তু নায়াতি সদনং যাবদ্ বনচরো ভবেৎ ।
তাবদেব পুরদ্বারি তিষ্ঠ ত্বং ধৃতকার্ম্মুকঃ ॥ ২০
যোৎস্যতে স ত্বয়া ক্রুদ্ধস্তদা বধ্যো ভবিষ্যতি ।
তং হত্বা লবণং ক্রূরং তদ্বনং মধুসংজ্ঞিতম্ ॥ ২১

আমি লবণাসুরকে বিনাশ করিব, আপনারা নিরুদ্বেগে গমন করুন। এই কথা বলিয়া শ্রীরামও ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, তোমাদের মধ্যে কে রাক্ষস লবণকে বধ করিবে? কে এই ব্রাহ্মণদিগকে মহৎ অভয় প্রদান করিবে? শ্রীরামের কথা শ্রবণ করত ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া রাঘবকে বলিলেন। ১১-১২

দেব! আমিই লবণাসুরকে বধ করিব। প্রভো! আপনি আমাকে অনুমতি করুন। তদনন্তর শত্রুঘ্ন রামকে নমস্কার করত এই কথা বলিলেন। ১৩

রাঘব! লক্ষ্মণ যুদ্ধে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন এবং মহামতি ভরত নন্দিগ্রামে অতিশয় দুঃখভোগ (১) করিয়াছেন। ১৪

অতএব লবণাসুরকে বধ করিবার জন্য আমিই গমন করিব। রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনার করুণায় আমি যুদ্ধস্থলে সেই রাক্ষসকে বধ করিতে পারিব। ১৫

এই কথা শ্রবণ করত শত্রুনাশন রাম শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে বসাইয়া বলিলেন,—আমি আজই মথুরারাজ্য প্রদান করিবার জন্য তোমাকে অভিষিক্ত করিব। ১৬

তখন শ্রীরাম লক্ষ্মণকে দিয়া অভিষেকের উত্তম দ্রব্যসমূহ আনাইয়া শত্রুঘ্ন ইচ্ছুক না থাকিলেও (২) স্নেহবশতঃ তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। ১৭

তারপর শ্রীরাম শত্রুঘ্নকে একটি দিব্য বাণ (৩) প্রদান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তুমি এই বাণের দ্বারা লোক-কণ্টক লবণকে বধ কর। ১৮

লবণাসুর সেই প্রখ্যাত শিবপ্রদত্ত শূলকে পূজা করত গৃহে রাখিয়া জন্তুগণকে ভক্ষণ করিবার জন্য এবং নানাবিধ প্রাণীদিগকে বধ করিবার জন্য বনে গমন করে। ১৯

সে বনে বিচরণ করিবার পর যতক্ষণ না গৃহে ফিরিয়া আসে, তুমি সেই সময়ের মধ্যেই নগরের দ্বারে ধনু ধারণ করত অবস্থান কর। ২০

(শূল আনিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে তুমি তাহাকে বাধা দিবে, ইহাতে) ক্রুদ্ধ হইয়া সেই লবণ তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে এবং তখনই সে তোমার বধ্য (৪)

(১) ভরতের দুঃখভোগবর্ণনায় মহামুনি বাল্মীকি,—"অনুভূতানি দুঃখানি ভরতেন বহূনি চ। শয়ানো দুঃখশয্যাসু নন্দিগ্রামে মহাত্মবান্। ফলমূলাশনো ভূত্বা জটাচীরধরস্তথা। ময়ি প্রেষ্যে স্থিতে হ্যেষ ন ভূয়ঃ ক্লেশমর্হতি।" ৭।৬৭।১৩-১৪

(২) বাল্মীকিরামায়ণে শত্রুঘ্নের অনিচ্ছা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে,—"এবমুক্তস্তু রামেণ ভৃশং কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ। শত্রুঘ্নো বীর্য্যসম্পন্নো মন্দমন্দমুবাচ হ। কাকুৎস্থ বেৎসি ধর্মং ত্বমস্মিন্নেকে নরেশ্বর। কথং জ্যেষ্ঠেষু তিষ্ঠৎসু কনীয়ানভিষিচ্যতে।" ৭।৬৮।১-২

(৩) এই বাণের বর্ণনা বাল্মীকিরামায়ণে,—"অমোঘোঽয়ং শরো বীর দিব্যঃ পরপুরঞ্জয়। অনেন লবণং বীর হত্বাসি জয়তাং বর। সৃষ্টঃ শরোঽয়ং শত্রুঘ্ন জগত্যেকার্ণবে পুরা। স্বয়ম্ভুবা দেবদেবেনাজিতেন মহাত্মনা। অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং তেনায়ং শর উত্তমঃ। সৃষ্টঃ ক্রোধাভিভূতেন বিনাশায় দুরাত্মনোঃ। মধু-কৈটভয়োর্বীর বিঘ্নতে বর্ত্তমানয়োঃ। স্রষ্টুকামেন লোকাংস্ত্রীংস্তৌ বাণেন হতৌ যুধি।" ৭।৬৮।১৯-২২

(৪) এ বিষয়ে বাল্মীকি,—"স ত্বং নিবর্ত্তমানং তং দৃষ্ট্বা-হারপ্রচারতঃ। অপ্রবিষ্টং পুরং পূর্ব্বং দ্বারি তিষ্ঠেধৃতায়ুধঃ। অগৃহীতায়ুধং চৈব যুদ্ধায় পুরুষর্ষভ। আহ্বয়েথা মহাবাহো ততো হন্তাসি রাক্ষসম্।" ৭।৬৯।৫-৬

নিবেশ্য নগরং তত্র তিষ্ঠ ত্বং মেঽনুশাসনাৎ।
অশ্বানাং পঞ্চসাহস্রং রথানাঞ্চ তদর্দ্ধকম্ ॥ ২২
গজানাং ষট্‌শতানীহ পত্তীনামযুতত্রয়ম্।
আগমিষ্যন্তি পশ্চাত্ত্বমগ্রে সাধয় রাক্ষসম্ ॥ ২৩
ইত্যুক্ত্বা মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় প্রেষয়ামাস রাঘবঃ।
শত্রুঘ্নঃ মুনিভিঃ সার্দ্ধমাশীর্ভিরভিনন্দ্য চ ॥ ২৪
শত্রুঘ্নোঽপি তথা চক্রে যথা রামেণ চোদিতঃ।
হত্বা মধুসুতং যুদ্ধে মথুরামকরোৎ পুরীম্ ॥ ২৫
স্ফীতাং জনপদং চক্রে মথুরাং দানমানতঃ।

সীতাপি সুষুবে পুত্রৌ দ্বৌ বাল্মীকেরথাশ্রমে ॥ ২৬
মুনিস্তয়োর্নাম চক্রে কুশো জ্যেষ্ঠোঽনুজো লবঃ।
ক্রমেণ বিদ্যাসম্পন্নৌ সীতাপুত্রৌ বভূবতুঃ ॥ ২৭
উপনীতৌ চ মুনিনা বেদাধ্যয়নতৎপরৌ।
কৃৎস্নং রামায়ণং প্রাহ কাব্যং বালকয়োর্মুনিঃ ॥ ২৮
শঙ্করেণ পুরা প্রোক্তং পার্ব্বত্যৈ পুরহারিণা।
বেদোপবৃংহণার্থায় তাবগ্রাহয়ৎ প্রভুঃ ॥ ২৯
কুমারৌ স্বরসম্পন্নৌ সুন্দরাবশ্বিনাবিব।
তন্ত্রীতালসমাযুক্তৌ গায়ন্তৌ চেরতুর্বনে ॥ ৩০

হইবে। এই অবস্থায় তুমি সেই ক্রূর লবণকে বধ করিয়া তাহার মধুনামক যে বন আছে, তথায় এক নগর স্থাপন করিয়া আমার আদেশে তুমি সেই নগরে বাস করিবে। তুমি অগ্রে রাক্ষস লবণকে বধ কর। তোমার পশ্চাতে পাঁচ হাজার অশ্ব, তদর্দ্ধ অর্থাৎ আড়াই হাজার রথ, ছয় শত হস্তী এবং তিন শত পদাতি (১) গমন করিবে। ২১-২৩

শ্রীরাম এই কথা বলিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করত আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া মুনিগণের সহিত শত্রুকে প্রেরণ করিলেন। ২৪

শ্রীরাম যে কথা বলিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন, শত্রুঘ্নও তখন তাহাই করিলেন। যুদ্ধে মধুপুত্র লবণাসুরকে বধ করিয়া শত্রুঘ্ন তথায় মথুরা নগরী (২) স্থাপন করিলেন। ২৫

ধনদান ও সম্মান প্রদর্শন করায় বহু লোক এই নগরীতে বাস করিতে লাগিল। শত্রুঘ্ন এইভাবে সেই মথুরাকে বিস্তৃত ও সুসমৃদ্ধ জনপদরূপে সংগঠন করিলেন। অন্যদিকে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সীতাদেবীও দুইটি পুত্র প্রসব করিলেন। ২৬

তখন মুনি বাল্মীকি সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম রাখিলেন কুশ এবং কনিষ্ঠের নাম রাখিলেন লব (৩)। এই দুই সীতাপুত্র কুশ ও লব ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করত বিদ্যা অর্জন করিয়া বিদ্বান্ হইলেন। ২৭

তাহারপর মুনি কর্ত্তৃক উপনীত হইয়া বেদ অধ্যয়নে তৎপর হইলেন। তদনন্তর মুনি বাল্মীকি এই দুই বালকের নিকট সম্পূর্ণ রামায়ণ কাব্য বর্ণনা করিলেন অর্থাৎ কুশ ও লবকে মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ শিক্ষা দিলেন। ২৮

পুরাকালে ত্রিপুরারি শঙ্কর জগন্মাতা পার্ব্বতীকে যে রামায়ণ বলিয়াছিলেন, প্রভাবশালী মহর্ষি বাল্মীকি বালকদ্বয়ের বেদার্থ জ্ঞানের বিশেষ নৈপুণ্য আনিবার জন্য সেই রামায়ণ তাঁহাদের দুইজনকে উপদেশ করিলেন। ২৯

দুই অশ্বিনীকুমার নাসত্য ও দস্রের ন্যায় সুন্দর স্বরবিৎ এই দুই কুমার কুশ ও লব তন্ত্রীতাল-লয় যোগে রামায়ণ গান করিতে করিতে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩০

(১) অশ্বাদি প্রেরণসম্বন্ধে বাল্মীকি,-"ইমান্যশ্বসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভ। রথানাং দ্বে সহস্রে চ গজানাং শতমুত্তমম্। অন্তরাপণ-বীথ্যশ্চ নানাপণ্যোপ-শোভিতাঃ। অনুগচ্ছন্তু শত্রুঘ্নং তথৈব নট-নর্ত্তকাঃ। হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য নিযুতং প্রযুতং তথা। গৃহীত্বা গচ্ছ শত্রুঘ্ন পর্য্যাপ্তবলবাহনঃ।" ইত্যাদি ৭।৭০।২-৪

(২) মধুনির্ম্মিত নগরীর 'মথুরা'নামকরণ বাল্মীকিরামায়ণে, ---দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা শূরো মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ। প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শত্রুঘ্নঃ প্রযতাত্মবান্। ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা পূর্ব্বনির্ম্মিতা। নিবেশং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রমেষ মে কাঙ্ক্ষিতো বরঃ। তং দেবা বাঢ়মিত্যেবং প্রীতাঃ শত্রুঘ্নমব্রুবন্। ভবিষ্যতীয়ং নগরী মথুরেত্যভিশব্দিতা" । ইতি ৭।৭৫।৪-৬

(৩) লবণকে বধ করিবার জন্য প্রস্থিত শত্রুঘ্ন যে দিনে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত বাল্মীকির আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, সেই দিনেই কুশ ও লবের জন্ম হয়। এ বিষয়ে বাল্মীকি-রামায়ণে প্রমাণ,—যামেব রাত্রিং শত্রুঘ্নঃ পর্ণশালা-মুপাবিশৎ। তামেব রাত্রিং সীতাপি প্রসূতা দারকদ্বয়ম্।" ৭।৭২।১

সীতাদেবীর দুই পুত্রের নামকরণপ্রসঙ্গে বাল্মীকি,— "যস্তয়োঃ পূর্ব্বজাতস্তু স কুশৈর্মন্ত্রসংস্কৃতৈঃ। নির্মার্জনীয়ো নাম্না হি ভবিতা ইত্যসৌ। তয়োরবরজো যঃ স্যাল্লবণেনৈব চৈব হি। নির্মার্জনীয়ো বৃদ্ধাভির্নাম্না স ভবিতা লবঃ।" ৭।৭২।৬-৭

তত্র তত্র মুনীনাং তৌ সমাজে স্বররূপিণৌ।
গায়ন্তাবভিতো দৃষ্ট্বা বিস্মিতা মুনয়োঽব্রুবন্ ॥ ৩১
গন্ধর্বেষ্বিহ কিন্নরেষু ভুবি বা দেবেষু দেবালয়ে
পাতালেষ্বথ বা চতুর্মুখগৃহে লোকেষু সর্বেষু চ।
অস্মাভিশ্চিরজীবিভিশ্চিরতরং দৃষ্ট্বা দিশঃ সর্বতো
নাজ্ঞায়ীদৃশগীতবাদ্যগরিমা নাদর্শি নাশ্রাবি চ ॥ ৩২
এবং স্তবস্থিরখিলৈর্মুনিভিঃ প্রতিবাসরম্।
আসাতে সুখমেকান্তে বাল্মীকেরাশ্রমে চিরম্ ॥ ৩৩
অথ রামোঽশ্বমেধাদীংশ্চকার বহুদক্ষিণান্।
যজ্ঞান্ স্বর্ণময়ীং সীতাং বিধায় বিপুলদ্যুতিঃ ॥ ৩৪
তস্মিন্ বিতানে ঋষয়ঃ সর্বে রাজর্ষয়স্তথা।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সমাজগ্মুর্দিদৃক্ষবঃ ॥ ৩৫
বাল্মীকিরপি সংগৃহ্য গায়ন্তৌ তৌ কুশী-লবৌ।
জগাম ঋষিবাটস্য সমীপং মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩৬
তত্রৈকান্তে স্থিতং শান্তং সমাধিবিরমে মুনিম্।

দেবরূপী এই দুই কুমারকে সেই সেই মুনিগণের সমাজে চারিদিকে রামায়ণ গান করিতে দেখিয়া মুনিগণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন। ৩১

আমরা সকলে চিরজীবী, আমাদের এই দীর্ঘ জীবনে আমরা যাহা চারিদিকে দেখিয়া আসিতেছি, উহাতে গন্ধর্ব, কিন্নর বা দেবলোকে, দেবালয়ে বা ভূতলে, পাতাললোকে অথবা ব্রহ্মভবনে এবং অন্যান্য লোকসমূহে এরূপ গায়কের গীতবাদ্যের অত্যুত্তম উৎকর্ষ জানি নাই, দেখি নাই ও শ্রবণও করি নাই। ৩২

এইভাবে প্রতিদিন মুনিগণ সেই রামায়ণ-গানের প্রশংসা করিতেন। সেই সময় কুশ ও লব বাল্মীকিমুনির আশ্রমে দীর্ঘকাল ধরিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ৩৩

অনন্তর অমিততেজা শ্রীরাম স্বর্ণময়ী সীতা প্রতিমা নির্মাণ করত তাঁহাকে ভার্যারূপে দক্ষিণভাগে রাখিয়া বহু দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধাদি নানা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ৩৪

সেই যজ্ঞমণ্ডপে ঋষিগণ সমস্ত রাজর্ষিবৃন্দ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যজ্ঞদর্শনের বাসনায় আসিতে লাগিলেন। ৩৫

অন্যদিকে মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিও রামায়ণগায়ক কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া ঋষিবাটের (ঋষিপল্লীর) নিকটে গমন করিলেন। ৩৬

তথায় সমাধির শেষে একান্তে অবস্থিত শান্ত মুনি বাল্মীকিকে কুশ কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞানশাস্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৭

কুশঃ পপ্রচ্ছ বাল্মীকিং জ্ঞানশাস্ত্রং কথান্তরে ॥ ৩৭
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি সংক্ষেপাদ্ভবতোঽখিলম্।
দেহিনঃ সংসৃতের্বন্ধঃ কথমুৎপদ্যতে দৃঢ়ঃ ॥ ৩৮
কথং বিমুচ্যতে দেহী দৃঢ়বন্ধাত্তবাভিধাৎ।
বক্তুমর্হসি সর্বজ্ঞ মহ্যং শিষ্যায় তে মুনে ॥ ৩৯

বাল্মীকিরুবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি তে সর্বং সংক্ষেপাদ্ বন্ধ-মোক্ষয়োঃ।
স্বরূপং সাধনং চাপি মত্তঃ শ্রুত্বা যথোদিতম্ ॥ ৪০
তথৈবাচর ভদ্রং তে জীবন্মুক্তো ভবিষ্যসি।
দেহ এব মহাগেহমদেহস্য চিদাত্মনঃ ॥ ৪১
তস্যাহঙ্কার এবাস্মিন্মন্ত্রী তেনৈব কল্পিতঃ।
দেহগেহাভিমানং স্বং সমারোপ্য চিদাত্মনি ॥ ৪২
তেন তাদাত্ম্যমাপন্নং স্বচেষ্টিতমশেষতঃ।
বিদধাতি চিদানন্দে তদ্বাসিতবপুঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৩
তেন সঙ্কল্পিতো দেহী সঙ্কল্পনিগড়াবৃতঃ।
পুত্রদারগৃহাদীনি সঙ্কল্পয়তি চানিশম্ ॥ ৪৪

ভগবন্! আমি আপনার নিকট হইতে সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণ এই বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি যে, দেহধারী জীবের এই দৃঢ় সংসারবন্ধন কিরূপে উৎপন্ন হয়? ৩৮

হে সর্বজ্ঞ! দেহী দৃঢ়ভাবে বদ্ধ সেই সংসারবন্ধন হইতে কিরূপে মুক্তিলাভই বা করিয়া থাকে? হে মুনে! আমি আপনার শিষ্য, অতএব আমাকে আপনি ইহা বলুন। ৩৯

বাল্মীকি কহিলেন,—বৎস! শ্রবণ কর। আমি তোমাকে বন্ধ ও মোক্ষের স্বরূপ এবং উপায় বলিতেছি। আমার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া আমার বাক্য যথাযথভাবে আচরণ কর, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে এবং জীবন্মুক্ত হইয়া যাইবে। এই দেহই অর্থাৎ জীবদেহই সেই অদেহ—নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ আত্মার মহাগেহ। ৪০-৪১

এই জীবদেহরূপ গৃহে অহঙ্কারই সেই আত্মার 'মন্ত্রী'। এই অহঙ্কার তাঁহারই দ্বারা কল্পিত। এই আত্মকল্পিত অহঙ্কার আবার স্বীয় দেহ-গেহবিষয়ক অভিমানকে চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে আরোপিত করিয়া সেই আত্মার সহিত অভিন্নবৎ এক সম্বন্ধ স্থাপিত করত সেই আত্মার সহিত সম্বন্ধবশতঃ স্বয়ং আত্মতুল্য সামর্থ্যশালী হইয়া নিজের যাবতীয় কার্য্য চিদানন্দময় আত্মার উপর স্থাপিত করে। ৪২-৪৩

সেই অহঙ্কারকৃত সঙ্কল্পের বশীভূত দেহধারী জীব সেই সঙ্কল্প অর্থাৎ বাসনারূপ মনোবৃত্তিরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া নিরন্তর পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদির কামনা করিতে থাকে। ৪৪

সঙ্কল্পয়ন্ স্বয়ং দেহী পরিশোচতি সর্ব্বদা।
ত্রয়স্তস্যাহমো দেহা অধমোত্তমমধ্যমাঃ ॥ ৪৫
তমঃসত্ত্বরজঃসংজ্ঞা জগতঃ কারণং স্থিতেঃ।
তমোরূপাদ্ধি সঙ্কল্পান্নিত্যং তামসচেষ্টয়া ॥ ৪৬
অত্যন্তং তামসো ভূত্বা কৃমিকীটত্বমাপ্নুয়াৎ।
সত্ত্বরূপো হি সঙ্কল্পো ধর্ম্মজ্ঞানপরায়ণঃ ॥ ৪৭
অদূরমোক্ষসাম্রাজ্যঃ সুখরূপো হি তিষ্ঠতি।
রজোরূপো হি সঙ্কল্পো লোকে স ব্যবহারবান্ ॥ ৪৮
পরিতিষ্ঠতি সংসারে পুত্রদারানুরঞ্জিতঃ।
ত্রিবিধং তু পরিত্যজ্য রূপমেতন্মহামতে ॥ ৪৯
সঙ্কল্পঃ পরমাপ্নোতি পরমাত্মপরিক্ষয়ে।
দৃষ্টীঃ সর্ব্বাঃ পরিত্যজ্য নিয়ম্য মনসা মনঃ ॥৫০
সবাহ্যাভ্যন্তরার্থস্য সঙ্কল্পস্য ক্ষয়ং কুরু।
যদি বর্ষসহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণম্ ॥ ৫১

দেহী স্বয়ং এইভাবে নানা সঙ্কল্প করিতে করিতে সর্ব্বদা শোক করিতে থাকে। সেই অহঙ্কারের তমঃ, সত্ত্ব ও রজো-নামক অধম, উত্তম এবং মধ্যম—এই তিন প্রকার দেহ অর্থাৎ তমোগুণাত্মক অধমদেহ, সত্ত্বগুণাত্মক উত্তম দেহ এবং রজো-গুণাত্মক মধ্যম দেহ—এই ত্রিবিধ দেহ আছে। এই দেহসকলই জন্মস্থিতির কারণ। ৪৫৳

তন্মধ্যে তমোরূপ সঙ্কল্পপ্রভাবে নিত্য তামস চেষ্টা দ্বারা অত্যন্ত তামসপ্রকৃতি হইয়া কৃমি-কীটাদি তামসিক নীচ যোনিতে জন্মলাভ করে; কিন্তু যাহার সঙ্কল্প সত্ত্বময়, সেই দেহী ধর্ম্মপরায়ণ এবং জ্ঞানী হইয়া থাকে। ৪৭

তাহার মোক্ষসাম্রাজ্য অদূরবর্ত্তী এবং সেই ব্যক্তি সুখী হইয়া অবস্থান করে। যাহার সঙ্কল্প রজোময়, সেই ব্যক্তি সংসারে ব্যবহারনিপুণ হইয়া ও পুত্র-স্ত্রীপ্রভৃতিতে অনুরক্ত হইয়া সংসারমধ্যে অবস্থান করে। ৪৮৳

মহামতে! যাহার সঙ্কল্প এই ত্রিবিধ রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং উপরত হয়, সেই ব্যক্তি পরম পদ লাভ করিয়া থাকে। তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানযোগের দ্বারা মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া বাহ্য ও আন্তরবিষয়ক সঙ্কল্পের ক্ষয় কর। হে নিষ্পাপ বৎস! যদি সহস্র বৎসর দুষ্কর

পাতালস্থস্য ভূস্থস্য স্বর্গস্থস্যাপি তেঽনঘ।
নান্যঃ কশ্চিদুপায়োঽস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতে ॥ ৫২
অনাবাধেঽবিকারে স্বে সুখে পরমপাবনে।
সঙ্কল্পোপশমে যত্নং পৌরুষেণ পরং কুরু ॥ ৫৩
সঙ্কল্পতন্তৌ নিখিলা ভাবাঃ প্রোক্তাঃ কিলানঘ।
ছিন্নে তন্তৌ ন জানীমঃ ক যান্তি বিভবাঃ পরাঃ ॥৫৪
নিঃসঙ্কল্পো যথাপ্রাপ্তব্যবহারপরো ভব।
ক্ষয়ে সঙ্কল্পজালস্য জীবো ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৫
অধিগতপরমার্থতামুপেত্য
প্রসভমপাস্য বিকল্পজালমুচ্চৈঃ।
অধিগময় পদং তদদ্বিতীয়ং
বিততসুখায় সুষুপ্তচিত্তবৃত্তিঃ ॥ ৫৬
ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

তপস্যা কর এবং পাতাল, ভূতল ও স্বর্গ—এই যে কোনও স্থানেই অবস্থান কর, সঙ্কল্পক্ষয় ব্যতীত মোক্ষলাভের আর অন্য কোনও উপায় নাই। ৪৯-৫২

নির্বিঘ্ন, অবিকৃত এবং পরমপাবন আত্মসুখ লাভবিষয়ে সঙ্কল্পকে ক্ষয় করিতে পুরুষকার অবলম্বন করত বিশেষ যত্ন কর। ৫৩

অনঘ! নিখিল সংসারপ্রবর্ত্তক ভাবসমূহ সঙ্কল্পসূত্রে গ্রথিত আছে, এই সূত্র ছিন্ন হইলে সেই সব ভাবসমূহ কোথায় যায়, তাহা জানি না। ৫৪

তুমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া যথাপ্রাপ্ত বস্তু ব্যবহার কর অর্থাৎ যাহা লাভ করিবে, তদ্দ্বারাই জীবন নির্ব্বাহ করিয়া যাইবে। এইভাবে সঙ্কল্পজাল ছিন্ন হইলে পর জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। ৫৫

বৎস! তুমি চিত্তবৃত্তিকে সুষুপ্ত করিয়া রাখ অর্থাৎ বিষয়-বাসনা হইতে চিত্তবৃত্তিকে নিবৃত্ত কর। বিকল্পজালকে সবলে সম্যগ্‌রূপে পরিত্যাগ করত ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া সেই অদ্বিতীয় পরম পদ অবিচ্ছিন্ন সুখের জন্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৫৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

(কুশ-লবয়োর্জ্জন্মবৃত্তান্তঃ, সীতাদেব্যাঃ পাতালপ্রবেশশ্চ ।)

শ্রীমহাদেব উবাচ

বাল্মীকিনা বোধিতোঽসৌ কুশঃ সন্তো গতভ্রমঃ ।
অন্তর্যুক্তো বহিঃসর্ব্বমনুকুর্ব্বংশ্চচার সঃ ॥ ১

বাল্মীকিরপি তৌ প্রাহ সীতাপুত্রৌ মহাধিয়ৌ ।
তত্র তত্র চ গায়ন্তৌ পুরে বীথিষু সর্ব্বতঃ ॥ ২

রামস্যাগ্রে প্রগায়েতং শুশ্রূষুর্যদি রাঘবঃ ।
ন গ্রাহ্যং বৈ যুবাভ্যাং তদ্ যদি কিঞ্চিৎ প্রদাস্যতি ॥৩

ইতি তৌ চোদিতৌ তত্র গায়মানৌ বিচেরতুঃ ।
যথোক্তমৃষিণা পূর্ব্বং তত্র তত্রাভ্যগায়তাম্ ॥ ৪

তাং সংশুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্ব্বচর্য্যাং ততস্ততঃ ।
অপূর্ব্বপাঠজাতিঞ্চ গেয়েন সমভিপ্লুতাম্ ॥ ৫

বালয়ো রাঘবঃ শ্রুত্বা কৌতূহলমুপেয়িবান্ ।
অথ কর্ম্মান্তরে রাজা সমাহূয় মহামুনীন্ ॥ ৬

রাজ্ঞশ্চৈব নরব্যাঘ্রঃ পণ্ডিতাংশ্চৈব নৈগমান্ ।
পৌরাণিকাঞ্ছব্দবিদো যে চ বৃদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭

এতান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় গায়কৌ সংপ্রবেশয়ৎ ।
তে সর্ব্বে হৃষ্টমনসো রাজানো ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৮

রামং তৌ দারকৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতা হ্যনিমেষণাঃ ।
অবোচন্ সর্ব্ব এবৈতে পরস্পরমথাগতাঃ ॥ ৯

ইমৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্ বিম্বমিবোদিতৌ ।
জটিলৌ যদি ন স্যাতাং ন চ বল্কলধারিণৌ ॥ ১০

বিশেষং নাধিগচ্ছামো রাঘবস্যানয়োস্তদা ।
এবং সংবদতাং তেষাং বিস্মিতানাং পরস্পরম্ ॥ ১১

উপচক্রমতুর্গাতুং তাভুবৌ মুনিদারকৌ ।
ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্ব্বমতিমানুষম্ ॥ ১২

সপ্তম অধ্যায়।

[কুশ-লবের জন্মবৃত্তান্ত ও সীতাদেবীর পাতালপ্রবেশ।]

শ্রীমহাদেব কহিলেন,— দেবি। বাল্মীকিকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সেই কুশ তৎক্ষণাৎ ভ্রমশূন্য হইল এবং অন্তরে যোগযুক্ত হইয়া বাহিরে সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের অনুকরণ করিতে লাগিল। ১

বাল্মীকিও সেই সময় মহামতি দুই সীতানন্দন কুশ ও লবকে বলিলেন,—তোমরা দুইজনে নগরীতে ও রাজপথসমূহে রামায়ণ গান করিতে থাকিবে। ২

যদি শ্রীরাম এই রামায়ণ শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারও সম্মুখে গান করিবে। রামায়ণ গান শুনিয়া যদি তিনি কিছু পারিতোষিক দিতে আসেন, তবে তোমরা গ্রহণ করিও না। ৩

এই কথা বলিয়া মহর্ষি তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহারাও গান করিতে করিতে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছিলেন, কুশ ও লব তদনুসারে সেই সেই স্থানে রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন। ৪

এদিকে কাকুৎস্থ শ্রীরাম সেই সব স্থানে অপূর্ব্ব পাঠজাতি-সম্পন্ন (১) ও তান-লয়সংযোগে গানযুক্ত স্বীয় পূর্ব্ব চরিত্র কথা শ্রবণ করিলেন। ৫

রাঘব বালকদ্বয়ের নিকট তাদৃশ নিজ পূর্ব্বচরিত্রসংবলিত রামায়ণ গান শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কৌতূহল প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর নরোত্তম রাজা শ্রীরাম কোনও এক কার্য্যোপলক্ষ্যে মহামুনিগণকে, রাজাদিগকে এবং বেদজ্ঞ-পৌরাণিক-বৈয়াকরণাদি পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া, অন্যান্য যে সব বৃদ্ধ দ্বিজগণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে এবং সকল প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া সেই দুই গায়ককে আহ্বান করত সভামধ্যে প্রবেশ করাইলেন। ইহাতে সেস্থানে স্থিত রাজারা ও ব্রাহ্মণাদি সকলে মনে মনে হৃষ্ট হইলেন। ৬-৮

তারপর তথায় আগত সকলে রামকে ও সেই বালকদ্বয়কে অনিমিষনয়নে দেখিতে দেখিতে বিস্মিত হইলেন এবং সকলে পরস্পর এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৯

এই দুই বালক ঠিক যেন রামেরই সদৃশ, রামের মূর্ত্তি হইতে যেন প্রতিমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছে। সত্যই, ইহাদের যদি জটা না থাকিত এবং ইহারা বল্কলধারী না হইত, তাহা হইলে রাম ও এই দুই বালকের মধ্যে পার্থক্য আমরা বুঝিতেই পারিতাম না। বিস্মিত হইয়া এইভাবে তাঁহারা সকলে যখন পরস্পর বলাবলি করিতেছিলেন, তখন সেই দুই মুনিকুমার গান আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সেই অপার্থিব গান্ধর্ব্ব গান মধু-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ১০-১২

(১) এ বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,---"তাঞ্চ শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ কথাং দিব্যাদ্ভুতোপমাম্। অপূর্ব্বাং পাঠজাতিঞ্চ গেয়েন সমভিপ্লুতাম্।" ৭।১০০।২

শ্রুত্বা তন্মধুরং গীতম্পরাহ্ণে রঘূত্তমঃ।
উবাচ ভরতং চাভ্যাং দীয়তামযুতং বসু॥ ১৩
দীয়মানং সুবর্ণন্তু ন তজ্জগৃহতুস্তদা।
কিমনেন সবর্ণেন রাজন্নৌ বন্যভোজিনৌ॥ ১৪
ইতি সন্ত্যজ্য সম্পত্তং জগ্মতুর্মুনিসন্নিধিম্।
এবং শ্রুত্বা তু চরিতং রামঃ স্বস্থেব বিস্মিতঃ॥ ১৫
জ্ঞাত্বা সীতাকুমারৌ তৌ শত্রুঘ্নং চেদমব্রবীৎ।
হনুমন্তং সুষেণঞ্চ বিভীষণমথাঙ্গদম্॥ ১৬
ভগবন্তং মহাত্মানং বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্।
আনয়ধ্বং মুনিবরং সসীতং দেবসম্মিতম্॥ ১৭
অস্যাস্তু পর্ষদো মধ্যে প্রত্যয়ং জনকাত্মজা।
করোতু শপথং সর্ব্বে জানন্তু গতকল্মষাম্॥ ১৮

রঘূত্তম রাম অপরাহ্নকালে সেই সুমধুর রামায়ণগীত-শ্রবণ করিয়া ভরতকে বলিলেন,—ইহাদের দুইজনকে দশ হাজার সুবর্ণ মুদ্রা (১) প্রদান কর। ১৩

সেই সময় ভরত সুবর্ণ প্রদান করিতে যাইলে কুশ ও লব তাহা গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন,—রাজন্! আমরা বনজাত-ফলমূলভোজী বনবাসী, সুতরাং এই সুবর্ণে আমাদের কি হইবে? ১৪

এইভাবে প্রদত্ত ধন পরিত্যাগ করিয়া (২) কুশ ও লব মুনি বাল্মীকির নিকটে গমন করেন। রাম নিজেরই ন্যায় এরূপ চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। ১৫

তাহার পর রামায়ণগায়ক সেই দুই কুমারকে সীতার সন্তান বলিয়া জানিতে পারিয়া শত্রুঘ্ন হনুমান্, সুষেণ, বিভীষণ ও

সীতাং তদ্বচনং শ্রুত্বা গতাঃ সর্ব্বেঽতিবিস্মিতাঃ।
উচুর্যথোক্তং রামেণ বাল্মীকিং রামপার্ষদাঃ॥ ১৯
রামস্য হৃদগতং সর্ব্বে জ্ঞাত্বা বাল্মীকিরব্রবীৎ।
শ্বঃ করিষ্যতি বৈ সীতা শপথং জনসংসদি॥ ২০
যোষিতাং পরমং দৈবং পতিরেব ন সংশয়ঃ।
তচ্ছ্রুত্বা সহসা গত্বা সর্ব্বে প্রোচুর্মুনের্বচঃ॥ ২১
রাঘবস্যাপি রামোঽপি শ্রুত্বা মুনিবচস্তথা।
রাজানো মুনয়ঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বমিতি চাব্রবীৎ॥ ২২
সীতায়াঃ শপথং লোকা বিজানন্তু শুভাশুভম্।
ইত্যুক্তা রাঘবেণাথ লোকাঃ সর্ব্বে দিদৃক্ষবঃ॥ ২৩
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহর্ষয়ঃ।
বানরাশ্চ সমাজগ্মুঃ কৌতূহলসমন্বিতাঃ॥ ২৪

অঙ্গদকে এই কথা বলিলেন। ১৬

তোমরা সকলে মৌন ব্রতধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাত্মা, দেবোপম, ভগবান্ মুনিবর বাল্মীকিকে সীতার সহিত আনয়ন কর (৩)। ১৭

জনকনন্দিনী সীতা এই সভামধ্যে সকলের সমক্ষে শপথ করিয়া প্রত্যয় উৎপাদন করুন, ইহাতে সকলে সীতাকে নিষ্পাপ বলিয়া অবগত হউক। শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করত সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গমন করিলেন এবং রাম যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, এই রাম-পার্ষদগণ তাহাই যথাযথভাবে বাল্মীকিকে বলিলেন। ১৮-১৯

তখন মহর্ষি বাল্মীকি শ্রীরামের হৃদ্গত সব অভিপ্রায় জানিয়া বলিলেন,—সীতা আগামী কাল রামবাক্যানুসারে জনসভায় তাঁহার শপথ করিবেন; কারণ, রমণীগণের পতিই হইলেন শ্রেষ্ঠ দেবতা—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২০

এই কথা শ্রবণ করত সেই রাম-পার্ষদগণ সকলে সহসা রামের নিকট গমন করত মুনি বাল্মীকি-কথিত বাক্য নিবেদন করিলেন। শ্রীরামও মুনিবাক্য শ্রবণ করত বলিলেন,—হে রাজগণ! হে মুনিগণ! আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। ২১-২২

সীতার শপথ শ্রবণ করত পর্য্যালোচনা করিয়া সকলে তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জানুন। শ্রীরাম এই কথা বলিলে পর সকল লোকেই সেই সভায় সীতাদেবীকে (এবং তাঁহার শপথকে) দর্শন করিতে অভিলাষী হইলেন। ২৩

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মহর্ষি এবং বানরগণ সকলে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজসভায় আসিতে লাগিলেন। ২৪

---

(১) মহামুনি বাল্মীকিও দশহাজার সুবর্ণদানের কথা বলিয়াছেন,—"শ্রুত্বা বিংশতিসর্গাংস্তান্ ভ্রাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ। আভ্যাং দশসহস্রাণি সুবর্ণস্য কৃতাকৃতম্॥" ৭।১০০।১৫

(২) ধনত্যাগবিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে,— "দীয়মানং সুবর্ণং তু ন তৌ জগৃহতুস্তদা। উচতুশ্চ মহাত্মানৌ কিং ধনেন বিশাং পতে। বন্যেন ফল-মূলেন নিরতানাং বনৌকসাম্। কিমস্মাকং হিরণ্যেন সুবর্ণেনাপি বা নৃপ।" ৭।১০১।১৭-১৮

(৩) বাল্মীকিমুনিকে আনয়নপ্রসঙ্গে স্বয়ং বাল্মীকি তদীয় আদিকাব্যে বাল্মীকিরামায়ণে বলিয়াছেন,—তস্মিন্ গীতেঽথ বিজ্ঞায় সীতাপুত্রৌ কুশী-লবৌ। তস্যাঃ পরিষদো মধ্যে রামো বাক্যমুবাচ হ। শত্রুঘ্নং বীর্য্যসম্পন্নং হনুমন্তঞ্চ বানরম্। বিভীষণঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞং সুষেণঞ্চ পরন্তপম্। ভগবন্তং মহাত্মানং বাল্মীকিমৃষিসত্তমম্। আনয়ধ্বমিহোদারং সসীতং দেবসম্মিতম্।" ৭।১০২।৬-৮

ততো মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ ।
অগ্রতস্তমৃষিং কৃত্বা যান্তী কিঞ্চিদবাঙ্মুখী ॥ ২৫

কৃতাঞ্জলির্বাষ্পকণ্ঠী সীতা যজ্ঞং বিবেশ তম্ ।
দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীমিবায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুযায়িনী ॥ ২৬

বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ।
তদা মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২৭

সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতি প্রাহ চ রাঘবম্ ।
ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী ॥ ২৮

অপাপা তে পুরা ত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ ।
লোকাপবাদভীতেন ত্বয়া রাম মহাবনে ।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ২৯

তদনন্তর মুনিবর বাল্মীকিও সীতাদেবীর সহিত অতিসত্বর রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সীতাদেবী মহর্ষি বাল্মীকিকে অগ্রে করিয়া ঈষৎ অবনতবদনে কৃতাঞ্জলি হইয়া যাইতেছিলেন। সেই সময় বাষ্পে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ ছিল। এই অবস্থায় সীতাদেবী সেই যজ্ঞভূমিতে প্রবিষ্ট হইলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী হইয়া লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় বাল্মীকির পশ্চাতে (১) সীতাদেবীকে আগমন করিতে দেখিয়া তখন সভা-মধ্যে সাধুবাদ উত্থিত হইতে লাগিল। সেই সময় সীতাদেবীর সহিত মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সেই জনগণের মধ্যে প্রবেশ করত শ্রীরামকে এই কথা বলিলেন,—দশরথনন্দন রাম। এই সীতা সুব্রতা, ধর্ম্মচারিণী ও নিষ্পাপা (২) তুমি ইহাকে পূর্ব্বে আমার আশ্রমের নিকটে লোকাপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলে। এই সীতা এখন তাহার পবিত্রতার প্রমাণ প্রদান করিবে, তুমি তাহাকে অনুমতি দান কর। ২৫-২৯

এই দুই জন বালক সীতার পুত্র, ইহারা উভয়ে 'যমজ,

ইমৌ তু সীতাতনয়াবিমৌ যমলজাতকৌ ।
সুতৌ তু তব দুর্দ্ধর্ষৌ তথ্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥৩০

প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রঘুকুলোদ্বহ ।
অনৃতং ন স্মরাম্যুক্তং যথেমৌ তব পুত্রকৌ ॥ ৩১

বহূন্ বর্ষগণান্ সম্যক্ তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা ।
নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ॥ ৩২

বাল্মীকিনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ প্রত্যভাষত ॥ ৩৩

এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ যথা বদসি সুব্রত ।
প্রত্যয়ো জনিতো মহ্যং তব বাক্যৈরকিল্বিষৈঃ ॥ ৩৪

লঙ্কায়ামপি দত্তো মে বৈদেহ্যা প্রত্যয়ো মহান্ ।
দেবানাং পুরতস্তেন মন্দিরে সম্প্রবেশিতা ॥ ৩৫

হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহারা তোমারই দুর্দ্ধর্ষ বীর পুত্র—এই তথ্য আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। ৩০

আমি মহর্ষি প্রচেতার দশম পুত্র, রঘুবংশধর রাম। আমি যে কখনও মিথ্যা বলিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না; অতএব ইহারা দুইজনে তোমারই সন্তান অর্থাৎ তোমার ঔরস-জাত পুত্র। ৩১

আমি বহু বর্ষসকল ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে তপস্যাচরণ করিয়াছি, (৩) যদি এই মিথিলারাজনন্দিনী সীতা দুষ্টা হন, তাহা হইলে আমি যেন সেই সব তপস্যার ফল ভোগ করিতে না পাই। বাল্মীকি এরূপ বলিলে পর শ্রীরাম প্রত্যুত্তরে বলিলেন। ৩২-৩৩

হে মহাপ্রাজ্ঞ সুব্রত। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যথার্থই অর্থাৎ আপনার বাক্য ধ্রুব সত্য। আপনার পবিত্র বাক্যসমূহে আমার বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে। ৩৪

এই বিদেহ-রাজকন্যা সীতা লঙ্কানগরীতে আমার ও দেবগণের সম্মুখে 'অগ্নিপরীক্ষা' দিয়া আমার দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করিয়াছিল। সেই কারণেই সীতাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া ছিলাম। ৩৫

(১) বশিষ্ঠকে অগ্রে করিয়া সীতাদেবীর তৎপশ্চাতে গমন-প্রসঙ্গে বাল্মীকিরামায়ণে—"তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদ-বাঙ্মুখী। কৃতাঞ্জলির্বাষ্পবতী কৃত্বা রামং মনোগতম্। দৃষ্ট্বা শ্রিয়মিবায়ান্তীং সুব্রতাং ব্রহ্মচারিণীম্। বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ।" ৭।১০৩।৯-১০

(২) বাল্মীকির বাক্যরূপে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে,—"অপাপাং মৈথিলীং রাম ত্যক্তুং নার্হসি সুব্রত। ইয়ন্ত বিরজা সাধ্বী ভাস্করস্য প্রভা যথা। অন্যথা তব কাকুৎস্থ কস্মাৎ ত্যক্তা ত্বয়ানঘ।" ২৪৪ ১৮

(৩) বাল্মীকির শপথকরণ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে,—"বহূন্ বর্ষগণান্ সৌম্য তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা। প্রাপ্নুয়াং ন ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী। কর্ম্মণা মনসা বাচা ন মেঽভি কলুষীকৃতম্। প্রাপ্নুয়াং ন ফলং তস্য দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী।" ৭।১০৩।১৮-১৯

সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মন্ অপাপাপি সতী পুরা।
সীতা ময়া পরিত্যক্তা ভবাংস্তৎ ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৩৬
মমৈব জাতৌ জানামি পুত্রাবেতৌ কুশীলবৌ।
শুদ্ধায়াং জগতীমধ্যে সীতায়াং প্রীতিরস্তু মে ॥ ৩৭
দেবাঃ সর্ব্বে পরিজ্ঞায় রামাভিপ্রায়মুৎসুকাঃ।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৮
প্রজাঃ সমাগমন্ হৃষ্টাঃ সীতা কৌষেয়বাসিনী।
উদঙ্মুখী হ্যধোদৃষ্টিঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৯
রামাদন্যং যথাহং বৈ মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে ধরণী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ৪০
তথা শপন্ত্যাঃ সীতায়াঃ প্রাদুরাসীন্মহাদ্ভুতম্।
ভূতলাদ্দিব্যমত্যর্থং সিংহাসনমনুত্তমম্ ॥ ৪১
নাগেন্দ্রৈর্ধ্রিয়মাণঞ্চ দিব্যদেহৈ রবিপ্রভম্।
ভূদেবী জানকীং দোর্ভ্যাং গৃহীত্বা স্নেহসংবৃতা ॥ ৪২
স্বাগতং তামুবাচৈনামাসনে সন্ন্যবেশয়ৎ।
সিংহাসনস্থাং বৈদেহীং প্রবিশন্তীং রসাতলম্ ॥ ৪৩
নিরন্তরা পুষ্পবৃষ্টির্দিব্যা সীতামবাকিরৎ।
সাধুবাদশ্চ সুমহান্ দেবানাং পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৪৪

ব্রহ্মন্! এই সেই সীতা যে নিষ্পাপা, তাহা আমি জানি, তথাপি এই সীতাকে আমি লোকাপবাদের ভয়ে পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। ৩৬

আমারই ঔরসজাত এই দুই পুত্র কুশ ও লবকে আমি জানি। এখন এই সীতা জগতের মধ্যে শুদ্ধা বলিয়া পরিচিতা হইলে পর আমার অতিশয় প্রীতিলাভ হইবে। ৩৭

সেই সময় সমস্ত দেবগণও রামের এই অভিপ্রায় বিশেষভাবে অবগত হইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে রাখিয়া দলে দলে শুভাগমন (১) করিলেন। ৩৮

সমস্ত প্রজাগণও হৃষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সময় কৌষেয় বস্ত্রপরিহিতা সীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তরদিকে মুখ করত অধোদিকে (২) দৃষ্টি রাখিয়া এই কথা বলিলেন। ৩৯

আমি যদি রাম ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষকে মনে মনেও চিন্তা করিয়া না থাকি, (৩) তাহা হইলে এই দেবী বসুন্ধরা আমাকে বিবর প্রদান করুন অর্থাৎ ভূগর্ভে আমাকে স্থান দান করুন। ৪০

সীতাদেবী যখন এইভাবে শপথ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার সম্মুখে ভূতল হইতে (৪) মহাবিচিত্র, অতিশয় দিব্য, অনুত্তম, দিব্য দেহধারী নাগশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক ধৃত এবং সূর্য্যতুল্য কান্তিমান্ এক সিংহাসন প্রাদুর্ভূত হইল। তারপর স্বয়ং ভূদেবী স্নেহভরে দুই হস্তে সীতাদেবীকে ধরিয়া (৫) তাঁহাকে বলিলেন—'স্বাগত'—সুখে আগমন কর; এই বলিয়া সীতাদেবীকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার উপর নিরন্তর দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং সেই পুষ্পবৃষ্টি সীতাদেবীকে আচ্ছাদিত করিল। তখন দেবতাগণের মধ্যেও অতি বিচিত্র পরম মহান্ সাধুবাদ উত্থিত হইতে লাগিল। ৪১-৪৪

---

(১) দেবগণের আগমনসম্বন্ধে মহর্ষি বাল্মীকি,—অভিপ্রায়ং তু রামস্য বিজ্ঞায় সুরসত্তমাঃ। পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব্ব এব সমাগতাঃ। আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদশ্বিনৌ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব সর্ব্ব এব সমাগতাঃ। নাগা যক্ষাঃ সুপর্ণাশ্চ তথা বিদ্যাধরোত্তমাঃ। সীতাশপথসন্ত্রাস্তাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ। ততো বায়ুঃ সুখস্পর্শো দিব্যগন্ধবহঃ শুভঃ। তং জনৌঘং সুরাংশ্চৈব প্রহ্লাদয়তি সর্ব্বতঃ।" ৭।১ ৪৬-৯

(২) এই অবস্থায় সীতাদেবীর বর্ণনায় মহামুনি বাল্মীকি,—"সর্ব্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী। অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী।" বাষ্পকলং প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ।" ৭ ১০৪।১১

(৩) সীতাপ্রার্থনা বাল্মীকিরামায়ণে,—"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি। মনসা কর্ম্মণা বাচা রামমেব যথার্চয়ে। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি। যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে ন রামাৎ কাময়ে পরম্। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।" ৭।১০৪।১২-১৪

(৪) মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন, 'ভূতল ভেদ করিয়া' যথা,—"তথা শপন্ত্যাং সীতায়াং প্রাদুরাসীন্মহাদ্ভুতম্। ভূতলং ভিত্ত্বা সহসা সিংহাসনমনুত্তমম্।" ৭।১০৪।১৫

(৫) এবিষয়ে পদ্মপুরাণবর্ণিত,—"ততো রত্নময়ং পীঠং পৃষ্ঠে ধৃত্বা খগেশ্বরঃ। রসাতলাৎ তদা বীরো বিজ্ঞাপ্য জননীং তদা। ততস্তু ধরণী দেবী হস্তাভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্। স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে সন্ন্যবেশয়ৎ। ২৬৪।২৭-২৮ উত্তরখণ্ডে।

সীতাদেবী তৎকালীন গরুড়ে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, পদ্মপুরাণে ইহার পরেও উল্লেখ আছে। যথা,—"সাপি দিব্যাপ্সরোভিস্তু পূজ্যমানা সনাতনী। বৈনতেয়ং সমারুহ্য তস্মাত্মার্গাদ্ দিবং যযৌ।" ২৬৪।৩০ উত্তরখণ্ডে।

উচুশ্চ বহুধা বাচো হ্যন্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ।
অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব্বে স্থাবর-জঙ্গমাঃ ॥ ৪৫
বানরাশ্চ মহাকায়াঃ সীতাশপথকারণাৎ।
কেচিচ্চিন্তাপরাস্তস্থাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৪৬
কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তঃ কেচিৎ সীতামচেতসঃ।
মুহূর্ত্তমাত্রং তৎসর্ব্বং তুষ্ণীভূতমচেতনম্ ॥ ৪৭
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা সর্ব্বং সম্মোহিতং জগৎ।
রামস্তু সর্ব্বং জ্ঞাত্বৈব ভবিষ্যৎকার্য্যগৌরবম্ ॥ ৪৮
অজানন্নিব দুঃখেন শুশোচ জনকাত্মজাম্।

অন্তরিক্ষে স্থিত দেবগণ তখন বহুভাবে নানা কথা বলিতে লাগিলেন অর্থাৎ সকলেই সীতাদেবীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপ কি ভূতল কি আকাশস্থিত স্থাবর ও জঙ্গম সকল প্রাণী এবং বিশালদেহ বানরগণ সেই সময় সীতার শপথবশতঃ কেহ কেহ নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ আবার তৎকালীন সীতাদেবীকে ধ্যান করিতে লাগিল (১)। ৪৫-৪৬

কেহ কেহ তখন যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রামকে দর্শন করিতে লাগিল, আবার কেহ কেহ সীতাদেবীকে দর্শন করিতে লাগিল। এইভাবে তখন মুহূর্ত্তমাত্র সকলেই যেন অচৈতন্য, অতএব নিস্পন্দ এবং অবাক্—নিঃশব্দ হইয়া রহিল। ৪৭

সেই সময় সীতার পাতালপ্রবেশ দেখিয়া সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া পড়িল। অন্য দিকে শ্রীরাম ভবিষ্যতের কার্য্যের সর্ব্বতোভাবে গুরুত্ব জ্ঞাত হইয়াই যেন না জানার ভাণ করিয়া

(১) বাল্মীকিরামায়ণেও অনুরূপ ভাব দেখা যায়,—"কেচিদ্ বিনেদুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ ধ্যানপরায়ণাঃ। কেচিদ্ রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচিন্তয়ন্।" ৭।১০৪।২৩

(২) বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়, শ্রীরাম কেবল শোক করেন নি, তিনি তখন পৃথিবী দেবীর প্রতি ক্রুদ্ধও হইয়াছিলেন,—"স রুদিত্বা চিরং কালমশ্রুং বাষ্পমবাসৃজৎ। ক্রোধ-শোক-সমাবিষ্টো রামো বাক্যমথাব্রবীৎ।" * * * * বসুধে দ্বং ভগবতি সীতাং নির্যাতয়স্ব মে। দর্শয়িষ্যামি বা ক্রোধং যথা মামবগচ্ছসি। * * * * আনয়ধ্বং খনিত্রং মে অদ্যাহং মৈথিলীকৃতে। সপর্ব্বত-বনাং কৃৎস্নাং খনিষ্যামি বসুন্ধরাম্। অথ দাস্যতি বা সীতাং তথারূপাং স্বয়ং মহী। নাশয়িষ্যামি বা ভূমিং সর্ব্বমাপো ভবিষ্যতি।" ৭।১০৫।৪-১৩

এইরূপ রামের ক্রোধ, তারপর ব্রহ্মার উপদেশ এবং রসাতল

ব্রহ্মণা ঋষিভিঃ সার্দ্ধং বোধিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৪৯
প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নাচ্চকারানন্তরাঃ ক্রিয়াঃ।
বিসসর্জ ঋষীন্ সর্ব্বান্ ঋত্বিজো যে সমাগতাঃ ॥ ৫০
তান্ সর্ব্বান্ ধনরত্নাদ্যৈস্তোষয়ামাস ভূরিশঃ।
উপাদায় কুমারৌ তাবয়োধ্যামগমৎ প্রভুঃ ॥ ৫১
তদাদি নিস্পৃহো রামঃ সর্ব্বভোগেষু সর্ব্বদা।
আত্মচিন্তাপরো নিত্যমেকান্তে সমুপস্থিতঃ ॥ ৫২
একান্তে ধ্যাননিরতে একদা রাঘবে সতি।
জ্ঞাত্বা নারায়ণং সাক্ষাৎ কৌশল্যা প্রিয়বাদিনী ॥ ৫৩

দুঃখে জনকনন্দিনী সীতাদেবীর জন্য শোক করিতে লাগিলেন। তখন ঋষিগণের সহিত বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা শ্রীরামকে প্রবোধ দান করিলেন (২)। ৪৮-৪৯

ব্রহ্মার বাক্যে প্রতিবুদ্ধ হইয়া শ্রীরাম স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় অনন্তর-কর্ত্তব্য কার্য্যসমূহ করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত ঋষিগণকে এবং যে সমস্ত ঋত্বিক্‌গণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে বিদায় দিলেন। ৫০

শ্রীরাম তাঁহাদিগের সকলকেই প্রভূত ধনরাশি দান করিয়া সন্তোষবিধান করিলেন। তদনন্তর প্রভু শ্রীরাম দুই কুমার কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলেন। ৫১

শ্রীরাম সেই সময় সর্ব্বদা সমস্ত ভোগসমূহে নিস্পৃহ হইয়া আত্মচিন্তায় তৎপর থাকিয়া কেবল নির্জনে বসিয়া থাকিতেন। ৫২

এইরূপ একদিন শ্রীরাম নির্জনে ধ্যাননিবিষ্ট আছেন, এরূপ সময়ে প্রিয়ভাষিণী কৌশল্যাদেবী রামকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক প্রণাম

হইতে অশরীরোৎপন্না বাণী কর্ত্তৃক রামের প্রতি উপদেশ বর্ণিত আছে, "এতস্মিন্নন্তরে বাণী নিঃসৃতা ধরণীতলাৎ। জহি ত্বং রাম সন্তাপং কৃতান্তো হ্যত্র কারণম্। কাঙ্ক্ষসে যচ্চ বৈদেহীং তদ্‌বৃথা পরিতপ্যসে। দুর্লভং দর্শনং তস্যাস্ত্রৈলোক্যে বা প্রতিষ্ঠিতা। ইহস্বা পূজ্যতে নাগৈর্মর্ত্ত্যলোকে চ মানুষৈঃ। পিতৃণাঞ্চ সুধা স্বর্গে সা তৃপ্তিরমৃতাশিনাম্। শ্রীবৎসবক্ষসো দেহে সৈব লক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা। সিদ্ধানাং স্বর্গসংস্থানাং সা চ সিদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা। নিবর্ত্তয় মতিং রাম বৈদেহ্যা দর্শনং প্রতি। দ্রষ্টব্যা যদি তে সীতা পুত্রৌ পশ্য কুশী-লবৌ। শ্রূয়তাঞ্চ শুভং কাব্যং সত্যং বাল্মীকিনা কৃতম্। উত্তরে যদ্ ভবিষ্যচ্চ যথা প্রাহ পিতামহঃ।" ৭।১০৫ ২৭-৩২

ভক্ত্যাগত্য প্রসন্নং তং প্রণতা প্রাহ হৃষ্টধীঃ।
রাম ত্বং জগতামাদিরাদিমধ্যান্তবর্জ্জিত ॥ ৫৪
পরমাত্মা পরানন্দঃ পূর্ণঃ পুরুষ ঈশ্বরঃ।
জাতোঽসি মে গর্ভগৃহে মম পুণ্যাতিরেকতঃ ॥ ৫৫
অবসানে মমাপ্যদ্য সময়োঽভূদ্ রঘূত্তম।
নাদ্যাপ্যবোধজঃ কৃৎস্নো ভববন্ধো নিবর্ত্ততে ॥ ৫৬
ইদানীমপি মে জ্ঞানং ভববন্ধনিবর্ত্তকম্।
যথা সঙ্ক্ষেপতো ভূয়াত্তথা বোধয় মাং বিভো ॥ ৫৭
নির্ব্বেদবাদিনীমেবং মাতরং মাতৃবৎসলঃ।
দয়ালুঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা জরাজর্জ্জরিতাং শুভাম্ ॥ ৫৮
মার্গাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তিসাধকাঃ।
কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ শাশ্বতঃ ॥ ৫৯
ভক্তির্বিভিদ্যতে মাতস্ত্রিবিধা গুণভেদতঃ।

করিয়া সেই প্রসন্ন শ্রীরামকে হৃষ্টচিত্তে এই কথা বলিলেন,—হে রাম! তুমি এই দৃশ্যমান জগতের আদি, কিন্তু তুমি স্বয়ং আদি, মধ্য ও অন্তবর্জিত। ৫৩-৫৪

তুমি পরমাত্মা, পরানন্দময়, পূর্ণ, পুরুষ ও ঈশ্বর। তুমি আমার অতিরিক্ত পুণ্যবশতঃ আমার গর্ভ-গৃহে আবির্ভূত হইয়াছ। ৫৫

হে রঘূত্তম! এখন আমার অন্তিম দশা; তোমারও লীলা সম্বরণ করিবার সময় আসিতেছে, সেই কারণে জিজ্ঞাসা করি,—অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সমস্ত সংসারবন্ধন আমার অদ্যাপি নিবৃত্তি হয় নাই। ৫৬

হে বিভো! অতএব আমার যাহাতে সংসারবন্ধনচ্ছেদক জ্ঞান এখন উৎপন্ন হয়, তুমি সেইভাবে সংক্ষেপে আমাকে তদনুরূপ জ্ঞান উপদেশ কর। ৫৭

বার্দ্ধক্যে জর্জরিতদেহা, পরমপবিত্রা জননী কৌশল্যা দেবীকে নির্বেদ (বৈরাগ্যব্যঞ্জক আকৃতি) সহকারে এইরূপ প্রশ্ন করিতে দেখিয়া মাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা দয়ালু শ্রীরাম বলিলেন। ৫৮

মাতঃ! আমি পুরাকালে মোক্ষপ্রাপ্তিকারক ত্রিবিধ পথের কথা বলিয়াছি। সেই তিনটি পথ হইল,—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও শাশ্বত (নিত্য—চিরস্থায়ী) ভক্তিযোগ। ৫৯

মাতঃ! এই ভক্তিযোগ আবার গুণভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত; কারণ, যাহার স্বভাব যেরূপ হইবে, তাহার ভক্তিও তদনুসারে ভেদ প্রাপ্ত হইবে। ৬০

স্বভাবো যস্য যস্তেন তস্য ভক্তির্বিভিদ্যতে ॥ ৬০
যস্তু হিংসাং সমুদ্দিশ্য দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
ভেদদৃষ্টিশ্চ সংরম্ভী ভক্তো মে তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৬১
ফলাভিসন্ধির্ভোগার্থী ধনকামো যশস্তথা।
অর্চ্চাদৌ ভেদবুদ্ধ্যা মাং পূজয়েৎ স তু রাজসঃ ॥ ৬২
পরস্মিন্নপি তং যস্তু কর্ম্মনির্হরণায় বা।
কর্ত্তব্যমিতি বা কুর্য্যাদ্ভেদবুদ্ধ্যা স সাত্ত্বিকঃ ॥ ৬৩
মদ্‌গুণাশ্রয়ণাদেব ময্যনন্তগুণালয়ে।
অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তির্যথা গঙ্গাম্বুনোঽম্বুধৌ।
তদেব ভক্তিযোগস্য লক্ষণং নির্গুণস্য হি ॥ ৬৪
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তির্ময়ি জায়তে।
সা মে সালোক্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্যমেব বা ॥ ৬৫
দদাত্যপি ন গৃহ্ণন্তি ভক্তা মৎসেবনং বিনা।
স এবাত্যন্তিকো যোগো ভক্তিমার্গস্য ভামিনি।

ভেদদৃষ্টি ও সংরম্ভী (ক্রোধী) যে ব্যক্তি হিংসা, দম্ভ বা মাৎসর্য্য উদ্দেশে আমার পূজা-অর্চনা করে, সেই ব্যক্তি আমার তামস ভক্ত বলিয়া কথিত হয়। ৬১

ফলাভিসন্ধি যে ব্যক্তি ভোগার্থী, ধনার্থী ও যশঃপ্রার্থী হইয়া ভেদবুদ্ধি অনুসারে আমার প্রতিমাদিতে আমাকে পূজা করে, সেই ব্যক্তি আমার রাজস ভক্ত। ৬২

যে ব্যক্তি ভেদ বুদ্ধি অবলম্বন করত পরমেশ্বর আমাতে কৃত কর্ম্ম সমর্পণ করে, স্বকৃত কর্ম্মসমূহের (কর্ম্ম ত্রিবিধ—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ; এস্থলে ত্রিবিধ কর্ম্মেরই কথা বুঝিতে হইবে।) ক্ষয়ের (অথবা পাপ ক্ষয়ের) জন্য কর্ম্ম করে কিংবা 'কর্ত্তব্য'-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মের কোনরূপ ফলাভিসন্ধি করে না, সেই ব্যক্তি সাত্ত্বিক ভক্ত বলিয়া কথিত হয়। ৬৩

আমার এই সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিলে পর অনন্তগুণালয় আমাতে তাহার মনোবৃত্তি সমুদ্রে গঙ্গাজলের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। (এই বাক্যের অনুরূপ কথা ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন —"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।" ৩।২৯।১১)।) ইহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত হয়। ৬৪

আমাতে ভক্তগণের যে অহৈতুকী অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিত নিরন্তর সম্বন্ধযুক্ত ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই ভক্তি ভক্তগণকে আমার সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি বা সাযুজ্য মুক্তিদান করিলেও

মদ্ভাবং প্রাপ্নুয়াত্তেন অতিক্রম্য গুণত্রয়ম্।
মহতা কামহীনেন স্বধর্ম্মাচরণেন চ ॥ ৬৭
কর্ম্মযোগেন শস্তেন বির্জ্জিতেন বিহিংসনম্।
মদ্দর্শনস্তুতিমহাপূজাভিঃ স্মৃতিবন্দনৈঃ ॥ ৬৮
ভূতেষু মদ্ভাবনয়াসাঙ্গেনাসত্যবর্জ্জনৈঃ।
বহুমানেন মহতাং দুঃখিনামনুকম্পয়া ॥ ৬৯
স্বসমানেষু মৈত্র্যা চ যমাদীনাং নিষেবয়া।
বেদান্তবাক্যশ্রবণান্মম নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৭০
সৎসঙ্গেনার্জ্জবেনৈব হ্যহংসঃ পরিবর্জনাৎ।
কাঙ্ক্ষয়ামলধর্ম্মস্য পরিশুদ্ধান্তরো জনঃ ॥ ৭১
মদ্গুণশ্রবণাদেব যাতি মামঞ্জসা জনঃ।
যথা বায়ুবশাদ্ গন্ধঃ স্বাশ্রয়াদ্ ঘ্রাণমাবিশেৎ ॥৭২
যোগাভ্যাসরতং চিত্তমেবমাত্মানমাবিশেৎ।
সর্ব্বেষু প্রাণিজাতেষু হ্যহমাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭৩
তমজ্ঞাত্বা বিমূঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ ॥ ৭৪
ক্রিয়োৎপন্নৈর্নৈকভেদৈর্দ্রব্যৈর্মে নাম্ব তোষণম্।
ভূতাবমানিনার্চ্চায়ামর্চ্চিতোঽহং ন পূজিতঃ ॥ ৭৫

ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতীত উক্ত চতুর্বিধা মুক্তির মধ্যে কোনও মুক্তিকেই গ্রহণ করে না (অথবা মুক্তিলাভ করিলে আমার সেবা করিতে পারিবে না বলিয়া ভক্তগণ মুক্তিবাসনা করে না : (১) ভামিনী মাতঃ! (এস্থলে শ্রীভগবানের মাতার প্রতি 'ভামিনি' সম্বোধনের বিশেষ তাৎপার্য্য হইল—তৎকালীন মাতা কৌশল্যাদেবী—সীতার পুনরায় বনবাস, সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি শ্রীরামের কৃতকার্য্যে মনে মনে বোধ হয় কিছু ক্রোধ পোষণ করিতেছিলেন, শ্রীভগবান্ মাতার এই গুপ্ত মনোবৃত্তি উল্লেখ করিয়া উহা হরণ করিয়া লইলেন।) ইহাই অর্থাৎ মুক্তি পরিহার করিয়া আমার একান্ত সেবানুরাগই হইল ভক্তিপথের আত্যন্তিক (অব্যভিচারী) সর্ব্বোত্তম যোগ—উপায়। ৬৫-৬৬

এই ভক্তিযোগবলে ভক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া 'মদ্ভাব'—ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় (শ্রীমদ্ ভাগবতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে,—"স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্ মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥" ৩।২৯।১৩)। অতঃপর সগুণা ভক্তির সাধনপ্রকার বলিতেছেন—নিষ্কামভাবে সর্ব্বোত্তম স্বধর্মাচরণ অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্মোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মাচরণ, প্রশস্ত অর্থাৎ শাস্ত্রকথিত হিংসাবর্জিত কর্ম্মযোগ, আমাকে অর্থাৎ আমার প্রতিমাদি দর্শন, আমার স্তুতি, বিশেষ বিশেষ উপচার সহযোগে আমার পূজা, আমার স্মরণ ও বন্দন, সর্ব্বভূতে আমার ভাবনা—চিন্তা, অসঙ্গ অর্থাৎ নির্জ্জনবাস, অসত্য— মিথ্যাভাষণ-বর্জন, মহাপুরুষগণের প্রতি বিশেষ সম্মানপ্রদর্শন, দুঃখভোগকারী ব্যক্তিগণের উপর অনুকম্পা—কৃপা, স্ব-তুল্য অর্থাৎ সমান সমান ব্যক্তিবর্গের সহিত মিত্রতা, শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধা—এই ছয়টির অনুশীলন, বেদান্ত-বাক্যশ্রবণ অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্যপ্রতিপাদিত 'ব্রহ্ম' বস্তুর শ্রবণ (এস্থলে শ্রবণপদে 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' ইতি শ্রুতেঃ, দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন বুঝিতে হইবে।), আমার নাম কীর্ত্তন, সৎপুরুষগণের সঙ্গ, সরলতাবলম্বন, অহঙ্কারবর্জন এবং অমলধর্ম্ম অর্থাৎ নিষ্কাম ভাগবত ধর্মের বাসনা—এই সব ভক্তিসাধন দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়া যায়। ৬৭-৭১

এইভাবে সগুণ ভক্তিযোগের ফল দেখাইয়া নির্গুণ ভক্তির ফল দৃষ্টান্ত সহকারে প্রদর্শন করিতেছেন,— আমার গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়াই অর্থাৎ আমার লীলা কথা শ্রবণ করিয়াই মানুষ অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেরূপ বায়ুবশে গন্ধ নিজের আশ্রয়স্থল পুষ্পাদি হইতে নিঃসারিত হইয়া মানুষের ঘ্রাণমধ্যে অর্থাৎ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ যোগাভ্যাস রত (যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, তস্যাভ্যাসঃ পুনঃ পুনরনুষ্ঠানম্, তত্র রতম্) চিত্ত ক্রমশঃ আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। সমস্ত প্রাণিবর্গে আমি 'আত্মা' রূপে বিরাজমান আছি ("অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ"। ইতি গীতোক্তেঃ।)। ৭২-৭৩

যাহার আত্মা—চিত্ত ("আত্মা চিত্তে ধৃতৌ দেহে স্বভাবে পরমাত্মনি" ইতি কোষাৎ।) বিমূঢ় অর্থাৎ কর্ত্তব্যাবকর্ত্তব্যে মোহগ্রস্ত হইয়া কল্যাণপথ হইতে চ্যুত, সেই ব্যক্তি আত্মস্বরূপ আমাকে না জানিয়া প্রতিমাদিতে কেবল বাহ্য পূজা করিয়া থাকে। ৭৪

মাতঃ! ক্রিয়োৎপন্ন অর্থাৎ অতিশয় যত্নসহকারে নিষ্পাদিত নানাবিধ দ্রব্যসমূহে আমার সন্তোষলাভ হয় না। প্রাণীর

(১) শ্রীমদ্ভাগবতেও অনুরূপভাবসম্বলিত একটি শ্লোক পাওয়া যায়, যথা—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

তাবন্মামর্চ্চয়েদ্দেবং প্রতিমাদৌ স্বকর্ম্মভিঃ।
যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং চাত্মনি ন স্মরেৎ ॥ ৭৬
যস্তু ভেদং প্রকুরুতে স্বাত্মানশ্চ পরস্য চ।
ভিন্নদৃষ্টের্ভয়ং মৃত্যুস্তস্য কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭
মামতঃ সর্ব্বভূতেষু পরিচ্ছিন্নেষু সংস্থিতম্।
একং জ্ঞানেন মানেন মৈত্র্যা চার্চ্চেদভিন্নধীঃ ॥ ৭৮
চেতসৈবানিশং সর্ব্বভূতানি প্রণমেৎ সুধীঃ।
জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেণ সংস্থিতম্ ॥ ৭৯
তস্মাৎ কদাচিন্নেক্ষেত ভেদমীশ্বর-জীবয়োঃ।

অবমাননাকারী ব্যক্তি প্রতিমাদিতে আমার পূজা করিলেও আমি পূজিত হই না অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তির পূজা আমি গ্রহণ করি না (শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্‌ভাগবতেও এই কথা বলিয়াছেন,—"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্।" ৩।২৯।১৭)। ৭৫

যে পর্য্যন্ত না সর্ব্ব ভূতে অবস্থিত আত্মাকে স্মরণ করিতে পারিবে দেবরূপী আমাকে পূজা করিবে। ৭৬

যে ব্যক্তি নিজের আত্মার এবং পরের আত্মার—এই উভয় আত্মার ভেদজ্ঞান করে, মৃত্যু ভিন্ন দর্শী সেই ব্যক্তিকে ভয় দান (ভীত-সন্ত্রস্ত) করে ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ("মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইতি শ্রুতেঃ বৃহদারণ্যকোপনিষদি ৪।৪।১৯, শ্রীমদ্‌ভাগবতেও অনুরূপ উক্তি পরিলক্ষিত হয়,—"আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যু র্বিদধে ভয়মুল্বণম্।" ৩।২৯।২১)। ৭৭

অতঃপর জ্ঞানযোগে বলিতেছেন,—অতএব (এস্থলে অতএব পদের তাৎপর্য্য হইল—ভেদজ্ঞান ভয় দায়ক বলিয়া একমাত্র আমাকে সমস্ত ভূত বৃন্দে পরিচ্ছিন্নরূপে অর্থাৎ এক অখণ্ড পরমাত্মা আমি প্রত্যাগাত্মস্বরূপ ধারণ করত সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করিতেছি, এরূপ অভেদ বুদ্ধি হইয়া জ্ঞান, মান ও মৈত্রী দ্বারা অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান করিয়া বিশেষ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক মিত্রতা সহকারে আমার অর্চ্চনা করিবে। ৭৮

শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আমাকে 'জীব'রূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত জানিয়া উত্তম ধ্যানপরায়ণ জ্ঞানী ব্যক্তি মনে মনে সর্ব্বভূতবৃন্দকে নিত্য প্রণাম করিবে। ৭৯

সেইহেতু কখনই ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ভেদ দর্শন করিবে

ভক্তিযোগো জ্ঞানযোগো ময়া মাতরুদীরিতঃ ॥ ৮০
আলম্ব্যৈকতরং বাপি পুরুষঃ শমমিচ্ছতি।
ততো মাং ভক্তিযোগেন মাতঃ সর্ব্বহৃদিস্থিতম্ ॥ ৮১
পুত্ররূপেণ বা নিত্যং স্মৃত্বা শান্তিমবাপ্স্যসি।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং কৌশল্যানন্দসংযুতা ॥ ৮২
রামং সদা হৃদি ধ্যাত্বা ছিত্ত্বা সংসারবন্ধনম্।
অতিক্রম্য গতীস্তিস্রোঽপ্যবাপ পরমাং গতিম্ ॥ ৮৩
কৈকেয়ী চাপি যোগং রঘুপতিগদিতং পূর্ব্বমেবাধিগম্য
শ্রদ্ধা-ভক্তিপ্রশান্তা হৃদি রঘুতিলকং ভাবয়ন্তী গতাসুঃ।

না। মাতঃ! এই আমি তো তোমাকে ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ—এই উভয় যোগ উপদেশ করিলাম। ৮০

মানুষ এই দুইটি পথের মধ্যে একটি পথও অবলম্বন করিলে শান্তিলাভ করিবে। মাতঃ! অতএব তুমি আমাকে ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে কিংবা (তাহাতে অসমর্থ হইলে) পুত্র রামরূপে নিত্য স্মরণ করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হইবে। কৌশল্যাদেবী শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দলাভ করিলেন। ৮১-৮২

তিনি শ্রীরামকে হৃদয়ে সদা ধ্যান করত সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া "সাত্ত্বিকী গতি—অর্চিরাদি গতি, রাজসী গতি—ধূমাদি গতি এবং তামসী গতি—'জায়স্ব, ম্রিয়স্ব' অর্থাৎ 'জন্মাও আর মর' এইরূপ কেবল যাতায়াতরূপা গতি"—এই ত্রিগুণাত্মিকা তিনটি গতি অতিক্রম পূর্ব্বক পরম গতি অর্থাৎ 'নাস্য প্রাণা হ্যুৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে' এতাদৃশ জ্ঞানিলভ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ৮৩

কৈকেয়ী দেবীও শ্রীরামকথিত ("গচ্ছস্ব হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্। সর্ব্বত্র বিগতস্নেহা মদ্ভক্ত্যা মোক্ষ্যসেঽচিরাৎ।") যোগ পূর্ব্বেই অবগত হইয়া শ্রদ্ধা এবং ভক্তিসহকারে স্বহৃদয়ে রঘুকুলতিলক শ্রীরামকে শান্তচিত্তে ভাবনা করিতে করিতে গতাসু অর্থাৎ মৃতা হইলেন এবং স্বর্গে গমন করত স্বামী দশরথের সহিত স্বীয় তেজে দেদীপ্যমানা হইয়া স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে করিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অতিশয় পবিত্র বুদ্ধিমতী শ্রীলক্ষ্মণের মাতা সুমিত্রাদেবীও দেহ পরিত্যাগ করত পতি দশরথের সমীপে উপস্থিত হইলেন অর্থাৎ পতিলোক লাভ করিলেন। (এস্থলে স্পষ্টই উল্লিখিত হইল যে, শ্রীভগবানের গর্ভধারিণী জননী কৌশল্যাদেবী সদ্যোমুক্তি লাভ করিয়া ছিলেন এবং কৈকেয়ীদেবী ও সুমিত্রাদেবী পতির সহিত স্বর্গসুখ ভোগান্তে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাদ্মে উত্তরখণ্ডে

গত্বা স্বর্গং স্ফুরন্তী দশরথসহিতা মোদমানাবতস্থে
মাতা শ্রীলক্ষ্মণস্যাপ্যতিবিমলগতিঃ প্রাপ ভর্ত্তুঃ
সমীপম্ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

এই মাতৃগণের গতির কথা যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উল্লিত হইল,--"অথ কালেন মহতা মাতরঃ সংশিত-ব্রতাঃ। কালধর্ম্মং সমাপন্না ভর্ত্তুঃ স্বর্গং প্রপেদিরে।" ২৬৪।৩৪) । ৮৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্‌অধ্যাত্ম রামায়ণে উত্তর কাণ্ডে উমা-মহেশ্বর সংবাদ প্রসঙ্গে সপ্তম সর্গের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরামসমীপে ঋষিরূপেণ কালস্যাগমনম্, কথোপকথনঞ্চ, মহর্ষি-দুর্বাসস আগমনম্, লক্ষ্মণবর্জনম্, লক্ষ্মণস্য স্বর্গগমনঞ্চ।]

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ কালে গতে কস্মিন্ ভরতো ভীমবিক্রমঃ।
যুধাজিতা মাতুলেন হ্যাহূতোঽগাৎ সসৈনিকঃ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

[শ্রীরামের নিকট ঋষিরূপে কালের আগমন ও কথোপকথন, মহর্ষি দুর্ব্বাসার আগমন, লক্ষ্মণ বর্জন এবং লক্ষ্মণের স্বর্গগমন।)

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—তদনন্তর কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভরত মাতুল যুধাজিৎ কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বগণকে বিনাশ করিবার জন্য (১) আহূত হইয়া সসৈন্যে কৈকেয়রাজ্যে গমন করিলেন। ১

(১) বাল্মীকিরামায়ণে এ বিষয়ে পাওয়া যায়,—কৈকয়াধিপতি যুধাজিৎ গন্ধর্ব্বগণকে বিনাশ করিবার জন্য বিবিধ উপহারদ্রব্যসহকারে ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যকে শ্রীরামের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরামের আদেশে পুত্রদ্বয়ের সহিত ভরত সসৈন্যে মাতুলালয়ে আসেন। "কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য যুধাজিৎ কৈকয়াধিপঃ। পুরোহিতং প্রহিতবান্ রাঘবস্য মহাত্মনঃ। গার্গ্যমাঙ্গিরসঃ পুত্রং ব্রহ্মর্ষিমমিতপ্রভম্। দশ চাশ্বসহস্রাণি প্রীতিদানমনুত্তমম্। কম্বলাদীনি রত্নানি চীরপট্টাংস্তথোত্তমান্। বহু চাভরণং মুখ্যং রামায় প্রাহিণোন্নৃপঃ।" ৭।১০৭।১-৩

গন্ধর্ব্বগণকে জয় করিবার জন্যই—ইহাও স্পষ্ট ভাষায় বাল্মীকিরামায়ণে বর্ণিত আছে,—"অস্তি গন্ধর্ব্ববিষয়ঃ ফলমূলোপশোভিতঃ। সিন্ধোরুভয়তঃপার্শ্বে দেশঃ পরমশোভনঃ। তং তু রক্ষন্তি গন্ধর্ব্বাঃ সায়ুধা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ। শৈলূষস্য সুতা বীরাস্তিস্রঃ কোট্যো মহাবলাঃ। তান্ বিনির্জিত্য কাকুৎস্থ গন্ধর্ব্ববিষয়ং শুভম্। নিবেশয় মহাবাহো দ্বে পুরে সুসমাহিতঃ। নান্যস্য ন গতির্বীর দেশশ্চায়ং সুশোভনঃ। রম্যং পুষ্প-ফলাকীর্ণং নিবেশয় মহামতে।"৭।১০৭।১১-১৪

রামাজ্ঞয়া গতস্তত্র হত্বা গন্ধর্ব্বনায়কান্।
তিস্রঃ কোটীঃ পুরে দ্বে তু নিবেশ্য রঘুনন্দনঃ ॥ ২
পুষ্করং পুষ্করাবত্যাং তক্ষং তক্ষশিলাহ্বয়ে।
অভিষিচ্য সুতৌ তত্র ধনধান্যসুহৃদ্‌বৃতৌ ॥ ৩

রঘুনন্দন ভরত রামের আদেশক্রমে তথায় গিয়াছিলেন। তিনি তিন কোটি গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠকে বধ করিয়া সেই গন্ধর্ব্বরাজ্যে পুষ্করাবতী ও তক্ষশিলা নামে দুইটি নগরী স্থাপন করত পুষ্করাবতী নগরীতে নিজ পুত্র পুষ্করকে এবং তক্ষশিলা নগরীতে নিজ পুত্র তক্ষকে,—এইভাবে দুই পুত্রকে দুই নগরীতে অভিষিক্ত করিয়া তাহাদিগকে ধন-ধান্যসমন্বিত এবং সুহৃদবর্গে পরিবৃত করিয়া দিলেন (২)। ২-৩

শ্রীরামের আদেশে কুমারদ্বয় ও সৈন্যবাহিনীসহ ভরতের গমনও বাল্মীকিরামায়ণে,—"তচ্ছ্রুত্বা রাঘবঃ প্রীতঃ সন্দেশং মাতুলস্য চ। উবাচ বাঢ়মিত্যেব ভরতং চান্বৈক্ষত। সোঽব্রবীদ্ রাঘবঃ প্রীতঃ প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহো দ্বিজম্। ইমৌ কুমারৌ ব্রহ্মর্ষে তং দেশং বিচরিষ্যতঃ। ভরতস্যাত্মজৌ বীরৌ তক্ষঃ পুষ্কর এব চ। মাতুলেন সুসংগুপ্তৌ ধর্ম্মেণ সুসমাহিতৌ। ভরতশ্চাগ্রতঃ কৃত্বা কুমারৌ সবলানুগৌ। নিহত্য গন্ধর্ব্বসুতান্ পুরে দ্বে বিভজিষ্যতি। ৭।১০৭ ১৬-১৯

ভরত গন্ধর্ব্বগণের সহিত সপ্তরাত্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—"ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্। সপ্তরাত্রং মহাঘোরং ন চাভূদ্ বিজয়ঃ ক্বচিৎ।" ৭।১০৮।৬

(২) দুই পুত্রকে রাজ্যে স্থাপনবিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে,—"হত্বা চৈব হি তান্ বীরান্ ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ। নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে। তক্ষস্তক্ষশিলায়াঞ্চৈব পুষ্করঃ পুষ্করাবতীম্। গন্ধর্ব্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ। ৭।১০৮।১০ ১১

পুনরাগত্য ভরতো রামসেবাপরোঽভবৎ ।
ততঃ প্রীতো রঘুশ্রেষ্ঠো লক্ষ্মণং প্রাহ সাদরম্ ॥ ৪
উভৌ কুমারৌ সৌমিত্রে গৃহীত্বা পশ্চিমাং দিশম্ ।
তত্র ভিল্লান্ বিনির্জিত্য দুষ্টান্ সর্ব্বাপকারিণঃ ॥ ৫
অঙ্গদশ্চিত্রকেতুশ্চ মহাসত্ত্বপরাক্রমৌ ।
দ্বয়োর্দ্বে নগরে কৃত্বা গজাশ্বধনরত্নকৈঃ ॥ ৬
অভিষিচ্য সুতৌ তত্র শীঘ্রমাগচ্ছ মাং পুনঃ ।
রামস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য গজাশ্ববলবাহনঃ ॥ ৭
গত্বা হত্বা রিপূন্ সর্ব্বান্ স্থাপয়িত্বা কুমারকৌ ।
সৌমিত্রিঃ পুনরাগত্য রামসেবাপরোঽভবৎ ॥ ৮

তারপর ভরত পুনরায় অযোধ্যায় আসিয়া শ্রীরামের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। অনন্তর একদিন রঘুশ্রেষ্ঠ রাম প্রসন্নমনে লক্ষ্মণকে আদরসহকারে বলিলেন ॥ ৪

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ। তুমি দুই কুমার অঙ্গদ ও চিত্রকেতুকে লইয়া পশ্চিম দিকে গমন কর। তথায় সকলের অপকারকারী দুষ্ট ভিল্লগণকে পরাজিত করিয়া মহাবল পরাক্রমশালী অঙ্গদ ও চিত্রকেতুর জন্য দুইটি নগর স্থাপন করত হস্তী, অশ্ব, ধন ও রত্নসমূহে পরিপূর্ণ কর ॥ ৫-৬

তাহার পর সেই দুই নগরে তোমার দুই পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া শীঘ্র পুনরায় আমার নিকট আগমন কর। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ শ্রীরামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া হস্তী, অশ্ব, সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত পশ্চিম দিকে গমন করত সমস্ত শত্রুগণকে বধ পূর্ব্বক দুই কুমার অঙ্গদ ও চিত্রকেতুকে তথায় অভিষিক্ত করিয়া পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করত শ্রীরামের সেবায় তৎপর হইলেন (১) ॥ ৭-৮

ততস্তু কালে মহতি প্রয়াতে
রামং সদা ধর্ম্মপথে স্থিতং হরিম্ ।
দ্রষ্টুং সমাগাদৃষিবেশধারী
কালস্ততো লক্ষ্মণমিত্যুবাচ ॥ ৯
নিবেদয়স্বাতিবলস্য দূতং
মাং দ্রষ্টুকামং পুরুষোত্তমায় ।
রামায় বিজ্ঞাপনমস্তি তস্য
মহর্ষিমুখ্যস্য চিরায় ধীমন্ ॥ ১০
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রিস্ত্বরয়ান্বিতঃ ।
আচচক্ষেঽথ রামায় স সম্প্রাপ্তং তপোধনম্ ॥ ১১
এবং ব্রুবন্তং প্রোবাচ লক্ষ্মণং রাঘবো বচঃ ।
শীঘ্রং প্রবেশ্যতাং তাত মুনিঃ সৎকারপূর্ব্বকম্ ॥ ১২

তদনন্তর বহুকাল অতিবাহিত হইলে পর স্বয়ং কাল ঋষিবেশ ধারণ করিয়া সদা ধর্ম্মপথে স্থিত হরি শ্রীরামকে দর্শন করিবার জন্য অযোধ্যায় আগমন করিলেন এবং তাহার পর লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন ॥ ৯

ধীমান্ লক্ষ্মণ। তুমি পুরুষোত্তম শ্রীরামের নিকট গমন করত তাঁহাকে নিবেদন কর যে, মহর্ষিপ্রবর অতিবলের এক দূত আমি তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিলাষে এস্থানে আসিয়াছি এবং শ্রীরামকে নিবেদনযোগ্য সেই মহর্ষিপ্রবরের বহুসময়সাপেক্ষ কিছু বক্তব্য আছে (২) ॥ ১০

সুমিত্রানন্দন সেই লক্ষ্মণ তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করত ত্বরা সহকারে যাইয়া শ্রীরামকে তপোধনের শুভাগমন সংবাদ নিবেদন করিলেন ॥ ১১

শ্রীরাম তপোধনের আগমনসংবাদভাষী লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন,—বৎস লক্ষ্মণ। তুমি মুনিকে (৩) যথাবিধি সৎকার পূর্ব্বক সাদরে অতি সত্বর প্রবেশ করাও ॥ ১২

(১) বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়, শ্রীরাম ভ্রাতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন; এই অধ্যাত্মরামায়ণে দেখিতেছি 'লক্ষ্মণং প্রাহ সাদরম্'। লক্ষ্মণের দুই পুত্রের নাম বাল্মীকিরামায়ণে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু এই অধ্যাত্মরামায়ণে 'অঙ্গদ ও চিত্রকেতু' এই দুই নাম দেখা যাইতেছে। বাল্মীকিরামায়ণে যথা,—"তচ্ছ্রুত্বা হর্ষমাপেদে ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ। বাক্যং চাদ্ভুতসঙ্কাশং রামো ভ্রাতৄনভাষত। ইমৌ কুমারৌ সৌমিত্রে তব ধর্ম্মবিশারদৌ। অঙ্গদশ্চন্দ্রকেতুশ্চ রাজ্যার্হৌ দৃঢ়ধন্বিনৌ। উভৌ রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি দেশং সাধু নিরূপয়। রমণীয়মসংবাধং রমেতাং যত্র সংস্থিতৌ। ন রাজ্ঞাং তত্র পীড়া স্যান্ন চৈবাশ্রমবাসিনাম্। স দেশো দৃশ্যতাং সৌম্য নাপরাধ্যামহে যথা। তথোক্তবতি রামে তু ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ। অয়ং কারপথো দেশো রমণীয়ো নিরাময়ঃ। নিবেশ্য পুরীং বীর অঙ্গদস্য মহাত্মনঃ। চন্দ্রকেতোশ্চ রুচিরং চন্দ্রবক্ত্রং মনোরমম্। তদ্বাক্যং ভরতেনোক্তং প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ। তঞ্চ কারপথং দেশমঙ্গদস্য ন্যবেশয়ৎ। অঙ্গদীয়া পুরী রম্যা অঙ্গদস্য নিবেশিতা। রমণীয়া সুগুপ্তা চ রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা। চন্দ্রকেতোঃ কুমারস্য মল্লভূমির্নিবেশিতা। চন্দ্রকান্তেতি বিখ্যাতা দিব্যা স্বর্গপুরী যথা।" ৭।১০১।১-৯

(২) এ বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—"দূতো হ্যতিবলস্যাহং মহর্ষেরমিতৌজসঃ। দিদৃক্ষুরাগতো রামং ত্বরিতং মাং নিবেদয়।" ৭।১১০।৬

(৩) ইহার অনুরূপ কথা বাল্মীকিরামায়ণেও পাওয়া যায়,—"সৌমিত্রিস্তু তথেত্যুক্ত্বা প্রাবেশয়দৃষিং তদা। তেজসা তপসা চৈব জ্বলন্তমিব পাবকম্।" ৭।১১০।৭

লক্ষ্মণস্তু তথেত্যুক্ত্বা প্রাবেশয়ত তাপসম্।
স্বতেজসা জ্বলন্তং তং ঘৃতসিক্তং যথানলম্ ॥ ১৩
সোঽভিগম্য রঘুশ্রেষ্ঠং দীপ্যমানঃ স্বতেজসা।
মুনির্মধুরবাক্যেন বর্দ্ধস্বেত্যাহ রাঘবম্ ॥ ১৪
তস্মৈ স মুনয়ে রামঃ পূজাং কৃত্বা যথাবিধি।
পৃষ্টানাময়মব্যগ্রো রামঃ পৃষ্টোঽথ তেন সঃ ॥ ১৫
দিব্যাসনে সমাসীনো রামঃ প্রোবাচ তাপসম্।
যদর্থমাগতোঽসি ত্বমিহ তৎ প্রাপয়স্ব মে ॥ ১৬
বাক্যেন চোদিতস্তেন রামেণাহ মুনির্বচঃ।
দ্বন্দ্বমেব প্রয়োক্তব্যমনালক্ষ্যন্তু তদ্বচঃ ॥ ১৭
নান্যেন চৈতচ্ছ্রোতব্যং নাখ্যাতব্যঞ্চ কস্যচিৎ।
শৃণুয়াদ্ বা নিরীক্ষেদ্ বা যঃ স বধ্যস্ত্বয়া প্রভো ॥ ১৮
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
তিষ্ঠ ত্বং দ্বারি সৌমিত্রে নায়াত্বত্র জনো রহঃ ॥ ১৯
যস্ত্বাগচ্ছতি কো বাপি স বধ্যো মে ন সংশয়ঃ।
ততঃ প্রাহ মুনিং রামো যেন বা ত্বং বিসর্জ্জিতঃ ॥ ২০
যত্তে মনীষিতং বাক্যং তদ্ বদস্ব মমাগ্রতঃ।
ততঃ প্রাহ মুনির্বাক্যং শৃণু রাম যথাতথম্ ॥ ২১
ব্রহ্মণা প্রেষিতোঽস্মীশ কার্য্যার্থে তেঽন্তিকং প্রভো।
অহং হি পূর্ব্বজো দেব তব পুত্রঃ পরন্তপ।
মায়াসঙ্গমজো বীর কালঃ সর্ব্বহরঃ স্মৃতঃ ॥ ২২

তখন লক্ষ্মণও 'তাহাই হউক' বলিয়া ঘৃতসিক্ত অর্থাৎ ঘৃতাহুতিদত্ত অগ্নির ন্যায় স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান সেই তাপসকে রামসমীপে লইয়া যাইলেন। ১৩

স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান মুনি রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামের নিকট গমন করত মধুর বাক্যে বলিলেন—রাঘব! তোমার অভ্যুদয় হউক। ১৪

সেই সময় শ্রীরাম সেই মুনিকে বিধি অনুসারে পূজা করত অব্যগ্রভাবে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সেই মুনিও শ্রীরামকে 'অনাময়' (কুশল) প্রশ্ন করিলেন। ১৫

তদনন্তর দিব্য আসনে উপবিষ্ট শ্রীরাম সেই তাপসকে বলিলেন,—আপনি যে জন্য এইস্থানে আসিয়াছেন, তাহা আমাকে আপনি অবগত করান। ১৬

এরূপ বাক্যে রাম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই মুনি কহিলেন—আমার বক্তব্য বিষয় কেবল যথায় আমরা উভয়ে থাকিব এবং অন্য কোনও ব্যক্তি তাহা লক্ষ্য করিতেও পারিবে না, তথায় আমি তোমাকে বলিব। ১৭

প্রভো! অন্য ব্যক্তির ইহা শ্রবণযোগ্য নহে এবং আমরা উভয়েই অপর কোনও ব্যক্তির নিকট বলিতে পারিব না। যদি কেহ ইহা শ্রবণ করে কিংবা নিরীক্ষণ করে, তবে সেই ব্যক্তি তোমার 'বধ্য' বলিয়া বিবেচিত হইবে। ১৮

শ্রীরাম 'তাহাই হইবে' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! তুমি দ্বারে অবস্থান কর, অন্য কেহ যেন এই নির্জন স্থানে আসিতে না পারে। ১৯

যদি কেহ এস্থানে আসে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি আমার বধ্য' হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

তাহার পর শ্রীরাম মুনিকে বলিলেন—যেজন্য আপনি প্রেরিত হইয়াছেন, যাহা আপনার মনোগত অভিপ্রায়, সেই কথা আপনি আমার সম্মুখে বলুন। তদনন্তর মুনি কহিলেন,—হে রাম! আপনি আমার যথার্থ কথা শ্রবণ করুণ। ২০-২১

হে ঈশ্বর! হে প্রভো! ব্রহ্মা আমাকে যে কার্য্যের জন্য আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে শত্রুতাপন দেব! আমি আপনার মায়াসঙ্গমে উৎপন্ন পূর্ব্বজাত পুত্র। হে বীর! আমি সর্ব্বসংহারক কাল (এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়—"প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতোঽভয়ম্। অহঙ্কারবিমূঢ়স্য কর্ত্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ॥"—ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২৬। ১৬) বলিয়া কথিত হই। ২২

* শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকের (৩।২৬।১৬) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"কালমেতদুভয়ং প্রকৃতেরেবাঙ্গ-বিশেষঃ কাল ইত্যেকে। কেচিৎ তু পুরুষস্য প্রভাবং বিক্রমং শক্তিবিশেষমাহুঃ। অতএব কালশক্ত্যাং মায়ায়াম্ ইতি তত্রোক্তম্। একাদশে প্রতিসংহারে চ কালস্য লয় উক্তঃ। যথা,—"কালো মায়াময়ে জীবে জীবাত্মনি চ মধ্যজে" ইতি। শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৪।২৭। ইহার ব্যাখ্যা—জীবয়তীতি জীবঃ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা পুরুষঃ, ন তু ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি পৌরাণকী ব্যবস্থা। কালস্য জন্যাদিবাদস্তত্ত্বক্ষ বহুশঃ প্রোক্তম্।

কালের প্রসঙ্গে মহামুনি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—"তবাহং পূর্ব্বকে ভাবে পুত্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ। মায়াসম্ভাবিতো বীর কালঃ সর্ব্বসমাহরঃ॥" ৭।১১৭।২। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই 'কাল' সনাতন

ব্রহ্মা ত্বামাহ ভগবান্ সর্ব্বদেবর্ষিপূজিতঃ ॥২৩
রক্ষিতুং স্বর্গলোকস্য সময়স্তে মহামতে।
পুরা ত্বমেক এবাসীর্ল্লোকান্ সংহৃত্য মায়য়া ॥২৪
ভার্য্যয়া সহিতস্ত্বং মামাদৌ পুত্রমজীজনঃ।
তথা ভোগবতং নাগমনন্তমুদকেশয়ম্ ॥ ২৫

সমস্ত দেবর্ষিগণ পূজিত ভগবান ব্রহ্মা আপনাকে বলিয়াছেন, হে মহামতে! স্বর্গলোককে রক্ষা করিবার সময় আপনার উপস্থিত হইয়াছে। (১) পুরাকালে আপনিই স্বীয় মায়াশক্তিবলে সকল লোক সংহার করত একমাত্র আপনিই ভার্য্যাসহ বিদ্যমান ছিলেন। আদিতে সৃষ্টির প্রথমে আপনি আমাকে এবং জলশায়ী ভোগবান্ নাগরাজ অনন্তকে পুত্ররূপে উৎপাদন করিয়াছিলেন। ২৩-২৫

হে পুরুষোত্তম! তাহার পর আপনি নিজ মায়াশক্তিবলে দুইজন মহাবল ও পরাক্রমশালী দৈত্য মধু এবং কৈটভকে

মায়য়া জনয়িত্বা ত্বং দ্বৌ সসত্ত্বৌ মহাবলৌ।
মধু-কৈটভকৌ দৈত্যৌ হত্বা মেদোঽস্থিসঞ্চয়ম্ ॥ ২৬
ইমাং পর্ব্বতসম্বাধাং মেদিনীং পুরুষর্ষভ।
পদ্মে দিব্যার্কসঙ্কাশে নাভ্যামুৎপাদ্য মামপি ॥ ২৭

জন্মদান করিয়া হত্যা করত তাহাদেরই মেদ ও অস্থি সঞ্চয় পূর্ব্বক এই পর্ব্বতযুক্তা মেদিনীকে সৃষ্টি করেন।(২) তাহার পূর্ব্বে দিব্য সূর্য্যতুল্য নাভিপদ্মে আমাকেও উৎপাদন করিয়া

পরম পুরুষ নারায়ণ কর্ত্তৃক মায়াশক্তিতে উৎপাদিত হন। বাল্মীকিমতে পরম ব্রহ্মের মায়াসম্ভাবিত এই 'কাল'। এই কাল প্রথম পুত্র, জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মা দ্বিতীয় পুত্র এবং সঙ্কর্ষণ তৃতীয় পুত্র। তাহার পর পরম ব্রহ্মের আজ্ঞায় এই ব্রহ্মাই জগৎ সৃষ্টি করেন। ভগবান্ বেদব্যাস পর পর শ্লোকে অর্থাৎ এই অষ্টম অধ্যায়ের ২১ হইতে ২৮ শ্লোকে এই তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।

(১) "রক্ষিতুং স্বর্গলোকস্য সময়স্তে মহামতে" এই শ্লোকের মহামতে! স্বর্গ লোককে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা আপনার আছে।' এরূপ ব্যাখ্যা টীকাকার সম্মত। বাল্মীকি রামায়ণে এই প্রতিজ্ঞার কথা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে'—"দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষ শতানি চ। কৃতো রামস্য নিয়মঃ স্বয়মেবাত্মনস্তুরা।" ৭।১১১।১২। অর্থাৎ আপনি আমার প্রার্থনায় মর্ত্ত্যলোকে যাইয়া ভূভারহরণের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় একাদশ সহস্র বৎসর স্থির করিয়াছিলেন, আপনার সেই সময় অতিক্রান্তপ্রায়। অতএব আপনি স্বর্গলোকে আসিয়া দেবগণকে রক্ষা করুন। 'স্বর্গ লোকস্য রক্ষিতুং' এস্থলে মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—ত্রীল্লোঁকান্ পরিরক্ষিতুম্"। যথা,—"পিতামহস্ত্বাং ভগবানাহ দেবর্ষিপূজিতঃ। সময়স্তে মহাবাহো ত্রীল্লোঁকান্ পরিরক্ষিতুম্।"

(২) মধু ও কৈটভের উৎপত্তি, বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ, বরগ্রহণ করিতে বিষ্ণুর প্রতি আহ্বান, বিষ্ণুর বরগ্রহণ, তদুত্তরে মধু-কৈটভবাক্য, মধু ও কৈটভকে বধ, তাহাদের মেদ ও অস্থি সঞ্চয়ে মেদিনীরূপে পৃথিবীকে নবরূপায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থকার ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার 'দেবী ভাগবত' মহাপুরাণে বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন। মধু-কৈটভের জন্ম—"পুরা চৈকার্ণবে জাতে বিলীনে ভুবনত্রয়ে। শেষপর্য্যঙ্কসুপ্তে চ দেবদেবে জনার্দনে। বিষ্ণুকর্ণ-মলোদ্ভূতৌ দানবৌ মধু-কৈটভৌ। মহাবলৌ চ তৌ দিব্যৌ বিবৃদ্ধৌ সাগরে জলে।" ১।৬।২০-২১

মধু-কৈটভবাক্য—"প্রার্থয় ত্বং হৃষীকেশ মনোঽভিলষিতং বরম্। তুষ্টৌ স্বস্তব যুদ্ধেন বাসুদেবাদ্ভুতেব চ।" দে০ ভা০ ১।১।৭১। (এবিষয়ে শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত দ্রষ্টব্য।)

বিষ্ণুর বরগ্রহণ,—"তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দনঃ। ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি।" দে০ ভা০ ১।৯।৭২

বিষ্ণুর প্রার্থনার পর মধু-কৈটভের বাক্য—"নির্জ্জলে বিপুলে দেশে হনয় মধুসূদন। বধ্যাবাবাং তু ভবতঃ সত্যবাগ্ ভব কেশব।" দে০ ভা০ ১।৯।৭৬

মধু-কৈটভবধ—"স্মৃত্বা চক্রং তদা বিষ্ণুস্তাবুবাচ হসন্ হরিঃ। হন্ম্যদ্য তু মহাভাগৌ নির্জ্জলে বিপুলস্থলে। ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশ উরূ কৃত্বাতিবিস্তরম্। দর্শয়ামাস তৌ তত্র নির্জ্জলঞ্চ জলোপরি। নাস্ত্যত্র দানবৌ বারি শিরসী মুঞ্চতামিহ। সত্যবাগহমদ্যৈব ভবিষ্যামি চ বাং তথা। তদাকর্ণ্য বচস্তথ্যং বিচিন্ত্য মনসা চ তৌ। বর্দ্ধয়ামাসতুর্দেহং যোজনানাং সহস্রকম্। ভগবান্ দ্বিগুণং চক্রে জঘনে পরমাদ্ভুতে। রথাজেন তদা ছিন্নে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। জঘনোপরি বেগেন প্রকৃষ্টে শিরসী তয়োঃ।" দে০ ভা ১।৯।৭৭-৮২

মধু-কৈটভকে বিনাশ করিলে পর তাহাদের মেদে সম্পূর্ণ সাগর ব্যাপ্ত হইল। পৃথিবী মেদপূর্ণা হইয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবীর নাম 'মেদিনী' হইল,—"গতপ্রাণৌ তদা জাতৌ দানবৌ মধু-কৈটভৌ। সাগরঃ সকলো ব্যাপ্তস্তদা বৈ মেদসা তয়োঃ। মেদিনীতি ততো জাতং নাম পৃথ্ব্যাঃ সমন্ততঃ। অভক্ষ্যা মৃত্তিকা তেন কারণেন মুনীশ্বরাঃ।" দে০ ভা০ ১।৯।৮৩-৮৪

মহর্ষি বাল্মীকিও বলিয়াছেন,—"ভোগবন্তং ততো নাগমনন্তমুদকেশয়ম্। মায়য়া জনয়িত্বা তু দ্বে সত্ত্বে সুমহাবলে। মধু-কৈটভবিখ্যাতে যয়োর্ভূরস্থিসঙ্কয়ৈঃ। অভূৎ পর্ব্বতসংবাধা মেদিনী মেদসা তথা।" বা ৭।১১১।৫-৬

মাং বিধায় প্রজাধ্যক্ষং ময়ি সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ।
সোঽহং সংযুক্তসম্ভারস্ত্বামবোচং জগৎপতে॥ ২৮
রক্ষাং বিধৎস্ব ভূতেভ্যো যে মে বীর্য্যাপহারিণঃ।
ততস্ত্বং কশ্যপাজ্জাতো বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্॥ ২৯
হৃতবানসি ভূভারং বধাদ্ রক্ষোগণস্য চ।
সর্ব্বাস্বুৎসার্য্যমাণাসু প্রজাসু ধরণীধর॥ ৩০
রাবণস্য বধাকাঙ্ক্ষী মর্ত্ত্যলোকমুপাগতঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ॥ ৩১
কৃত্বা বাসস্য সময়ং ত্রিদশেষ্বাত্মনঃ পুরা।
স তে মনোরথঃ পূর্ণঃ পূর্ণে চায়ুষি তে নৃষু॥ ৩২
কালস্তাপসরূপেণ ত্বৎসমীপমুপাগমৎ।
ততো ভূয়শ্চ তে বুদ্ধির্যদি রাজ্যমুপাসিতুম্॥ ৩৩
তত্তথা ভব ভদ্রং তে এবমাহ পিতামহঃ।
যদি তে গমনে বুদ্ধির্দেবলোকং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সনাথা বিষ্ণুনা দেবা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ॥ ৩৪
চতুর্মুখস্য তদ্বাক্যং শ্রুত্বা কালেন ভাষিতম্॥ ৩৫
হসন্ রামস্তদা বাক্যং কৃৎস্নস্যান্তকমব্রবীৎ।
শ্রুতং তব বচো মেঽদ্য মমাপীষ্টতরন্তু তৎ॥ ৩৬
সন্তোষঃ পরমো জ্ঞেয়স্ত্বদাগমনকারণাৎ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং কার্য্যার্থং মম সম্ভবঃ॥ ৩৭
ভদ্রং তেঽস্ত্বাগমিষ্যামি যত এবাহমাগতঃ।
মনোরথস্তু সম্প্রাপ্তো ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা॥ ৩৮

আমাকে প্রজাগণের অধিপতি করত আমার উপর সমস্ত ভার সমর্পণ করেন। হে জগৎপতে! তখন আপনার নিকট হইতে ভার প্রাপ্ত হইয়া আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম। ২৬-২৮

যাহারা আমার বীর্য্যকে অর্থাৎ স্বশক্তিবলে উৎপাদিত প্রজাগণকে উৎপীড়িত করে, সেই উৎপীড়ক ভূতবর্গ হইতে তাহাদিগের রক্ষা বিধান করুন (১)। তদনন্তর আপনি আমার প্রার্থনানুসারে কশ্যপ হইতে ( ) বামনরূপ ধারণ করত অবতীর্ণ হন। ২৯

রাক্ষসগণকে বধ করার এই ধরণীর ভার আপনি হরণ করেন। হে ধরণীধর! এইভাবে প্রজাগণ পুনরায় উৎপীড়িত হইতে থাকিলে আপনি রাবণকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে এই মর্ত্ত্যলোকে শুভাগমন করিয়াছেন। আপনি পূর্ব্বে দেবগণের সম্মুখে দশ হাজার ও দশশত বৎসর মর্ত্ত্যলোকে বাস করিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আপনার সেই মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে এবং এই মনুষ্যলোকে আপনার আয়ুষ্কালও পূর্ণ হইয়া গিয়াছে(৩)। ৩০-৩২

আমি কাল, তাপসরূপে আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। যদি আপনার ইহার পরও পুনরায় এই মর্ত্ত্যরাজ্য শাসন করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে তাহাই হউক। আপনার মঙ্গল হউক হে জিতেন্দ্রিয় রাম! (৪) যদি আপনার দেবলোকে গমন করিবার মতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাক্ষাৎ বিষ্ণু আপনার দ্বারা দেবগণ সনাথ হইয়া চিন্তাশূন্য হউক। পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন। ৩৩-৩৪

কালকথিত চতুরানন ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম সেই সময় হাস্য করিতে করিতে সকলের সংহারক কালকে এই কথা বলিলেন,—আমি তোমার কথা আজ শুনিলাম, আমারও ইহা অতিশয় প্রিয় বলিয়া জানিবে। ৩৫-৩৬

তুমি আমার নিকট আগমন করায় আমার অত্যন্ত সন্তোষ লাভ হইয়াছে। ত্রিলোকের মঙ্গলকর কার্য্য করিবার জন্যই আমার আবির্ভাব হইয়াছে। ৩৭

তোমার কল্যাণ হউক, আমি যথা হইতে আসিয়াছি, আমি তথায় অচিরেই গমন করিব। আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে,

(১) আদিকবি বাল্মীকির ভাষায়—
"সোঽহং সংন্যস্তভারোঽপি ত্বামবোচং জগৎপতে।
রক্ষাং বিধৎস্ব ভূতেষু মম তেজস্করো ভব।" ৭।১১১।৮

(২) এবিষয়ে পাশ্চাত্ত্য বাল্মীকিরামায়ণে,—"ততস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষাৎ তস্মাদ্ ভাবাৎ সনাতনাৎ। রক্ষাং বিধাস্যন্ ভূতানাং বিষ্ণুত্বমুপজগ্মিবান্। অদিত্যাং বীর্য্যবান্ পুত্রো ভ্রাতৄণাং বীর্য্যবর্দ্ধনঃ। সমুৎপন্নেষু কৃত্যেষু তেষাং সাহ্যায় কল্পসে। স ত্বমুজ্জাস্যমানাসু প্রজাসু জগতো বর। রাবণস্য বধাকাঙ্ক্ষী মানুষেষু মনোঽদধাঃ।" ৭।১১৭।৯-১১

(৩) এস্থলে মহর্ষি বাল্মীকি,—"স ত্বং মনোময়ঃ পুত্রঃ পূর্ণায়ুর্মানুষেষ্বিহ। কালো নরবরশ্রেষ্ঠ সমীপমুপবর্ত্তিতুম্।" ৭।১১৭।১৩

(৪) মহামুনি বাল্মীকি ইহার বর্ণনায় বলিয়াছেন,—"অতো ভূয়শ্চ তে শ্রদ্ধা যদি রাজ্যমুপাসিতুম্। এবস্তবতু কাকুৎস্থ এবমাহ পিতামহঃ। যদি বা গমনে বুদ্ধির্দেবলোকং জিতেন্দ্রিয়ঃ। সনাথা বিষ্ণুনা দেবা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ ৭।১১১। ১৪-১৫।

মৎসেবকানাং দেবানাং সর্ব্বকার্য্যেষু বৈ ময়া ।
স্থাতব্যং মায়য়া পুত্র যথা প্রাহ প্রজাপতিঃ ॥৩৯
এবং তয়োঃ কথয়তোর্দুর্বাসা মুনিরভ্যগাৎ ।
রাজদ্বারং রাঘবস্য দর্শনাপেক্ষয়াদৃতম্ ॥ ৪০
মুনির্লক্ষ্মণমাসাদ্য দুর্ব্বাসা বাক্যমব্রবীৎ ।
শীঘ্রং দর্শয় রামং মে কার্য্যং মেঽত্যন্তমাহিতম্ ॥৪১
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ সৌমিত্রির্মুনিং জ্বলনতেজসম্ ।
রামেণ কার্য্যং কিং তেঽদ্য কিং তেঽভীষ্টং করোম্যহম্ ॥ ৪২
রাজা কার্য্যান্তরে ব্যগ্রো মুহূর্ত্তং সম্প্রতীক্ষতাম্ ।
অস্মিন্ ক্ষণে তু সৌমিত্রে ন দর্শয়সি চেদ্ বিভুম্ ।
রামং সবিষয়ং বংশং ভস্মীকুর্য্যাম সংশয়ঃ ॥ ৪৪
শ্রুত্বা তদ্‌বচনং ঘোরমৃষের্দুর্ব্বাসসো ভৃশম্ ।
স্বরূপং তস্য বাক্যস্য চিন্তয়িত্বা স লক্ষ্মণঃ ॥ ৪৫
সর্ব্বনাশাদ্ বরং মেঽদ্য নাশো হ্যেকস্য কারণাৎ ।
নিশ্চিত্যৈবং ততো গত্বা রামায় প্রাহ লক্ষ্মণঃ ॥ ৪৬
সৌমিত্রের্বচনং শ্রুত্বা রামঃ কালং ব্যসর্জ্জয়ৎ ।
শীঘ্রং নির্গম্য রামোঽপি দদর্শাত্রেঃ সুতং মুনিম্ ॥ ৪৭
রামোঽভিবাদ্য সংপ্রীতো মুনিং পপ্রচ্ছ সাদরম্ ।
কিং কার্য্যং তে করোমীতি মুনিমাহ রঘূত্তমঃ ॥৪৮
তচ্ছ্রুত্বা রামবচনং দুর্ব্বাসা রামমব্রবীৎ ।
অদ্য বর্ষসহস্রাণামুপবাসসমাপনম ॥ ৪৯

অতএব আমার এই মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান বিষয়ে কোনরূপ বিচার অন্তরে নাই অর্থাৎ আমি তোমার প্রস্তাবানুসারে সত্বর দেবলোকে গমন করিব, এই মর্ত্ত্যলোকে আর অবস্থান করিব না। ৩৮

পুত্র! প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছে, তদনুসারে আমি মায়াদেবীর সহিত অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃতি শক্তির সহিত আমার সেবক দেবগণের সকল কার্য্যে অবস্থান করিব। ৩৯

এইভাবে যখন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও তদীয় প্রথম পুত্র সর্ব্বসংহারক কালের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, সেই সময় শ্রীরামকে সাদরে দর্শন করিবার জন্য রাজদ্বারে মহামুনি দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪০

দুর্ব্বাসা মুনি লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন,—তুমি সত্বর রামের সহিত আমার সাক্ষাৎকার করাইয়া দাও, আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য আছে ॥৪১

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁহার কথা শ্রবণ করত (১) অগ্নিতুল্য তেজস্বী দুর্বাসামুনিকে কহিলেন,—ভগবন্! রামের সহিত আপনার এখন কি প্রয়োজন আছে? আপনার অভিপ্রায় কি তাহা বলুন, আমি সম্পাদন করিতেছি। ৪২

রাজা শ্রীরামচন্দ্র এখন এক বিশেষ কার্য্যে ব্যগ্র আছেন, মুহূর্ত্তকাল আপনি অপেক্ষা করুন। লক্ষ্মণের এই কথা শ্রবণ করত মুনি ক্রোধে সন্তপ্ত হইয়া সুমিত্রানন্দনকে বলিলেন। ৪৩

সৌমিত্রে! তুমি যদি এই ক্ষণেই প্রভু শ্রীরামের সহিত আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিয়া না দাও, তাহা হইলে আমি রাজ্যের সহিত শ্রীরামকে এবং এই কুলকে অভিশাপে ভস্মীভূত করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪৪

তখন সেই লক্ষ্মণ ঋষি দুর্বাসার এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কথা শ্রবণ করত এবং তাঁহার সেই বাক্যের স্বরূপ চিন্তা করত এই স্থির করিলেন যে, এক জনের জন্য কেন সকলের নাশ হইবে? অতএব সকলের বিনাশ অপেক্ষা এক জনের নাশই বরং ভাল (২)। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তদনন্তর গমন করত লক্ষ্মণ শ্রীরামকে বলিলেন। ৪৫-৪৬

সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করত রাম কালকে বিদায় দিলেন। তারপর শ্রীরামও সত্বর নির্গত হইয়া অত্রিনন্দন দুর্ব্বাসামুনিকে দর্শন করিলেন। ৪৭

শ্রীরাম অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া অভিবাদন করত সাদরে মুনিকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুত্তম সেই সময় দুর্ব্বাসামুনিকে বলিলেন,—আমি আপনার কি কার্য্য করিব? ৪৮

শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া দুর্ব্বাসামুনি (৩) শ্রীরামকে কহিলেন,—আজ আমার সহস্র বৎসর উপবাসের সমাপ্তির দিন। ৪৯

---

(১) বাল্মীকিরামায়ণে লক্ষ্মণ ও দুর্বাসামুনির কথোপকথনে লক্ষ্মণের বাক্য "ঋষেস্তু বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ। অভিবাদ্য মহাত্মানং মুনিং জ্বলনসন্নিভম্" ৭।১.১।২৩ দুর্ব্বাসার বাক্য, "অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সৌমিত্রে রাঘবায় নিবেদয়। অন্যথা ক্রিয়মাণে তু বাক্যে বাক্যবিশারদ। বিষয়ঞ্চ পুরঞ্চৈব শপেয়ং রাঘবং তথা। ভরতং ত্বাঞ্চ শত্রুঘ্নং যুষ্মাকঞ্চৈব সন্ততিম্। ন হি শক্যাম্যহং ভূয়ো মুনিনা ব্যাহৃতং বচঃ।" ৭।১১১।২৬।২৮।

(২) এ বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—"একস্য মরণং মেঽস্তু মা ভূৎ সর্ব্ববিনাশনম্।" ৭।১১১।২৯।

(৩) দুর্বাসা মুনির বাক্য বাল্মীকি রামায়ণে,—"প্রত্যুবাচ ততো রামং দুর্বাসাঃ শ্রূয়তামিতি। অদ্য বর্ষসহস্রস্য সমাপ্তির্মম রাঘব। ক্ষুধিতো ভোক্তুমিচ্ছন্ বৈ ত্বামায়াতো রঘূত্তম। সোঽহং ভোজনমিচ্ছামি যথাসিদ্ধং তবানঘ।" ৭।১১১।৩৩-৩৪

অতো ভোজনমিচ্ছামি সিদ্ধং যত্তে রঘূত্তম ।
রামো মুনিবচঃ শ্রুত্বা সন্তোষেণ সমন্বিতঃ ॥ ৫০
স সিদ্ধমন্নং মুনয়ে যথাবৎ সমুপাহরৎ ।
মুনির্ভুক্ত্বান্নমমৃতং সন্তুষ্টঃ পুনরভ্যগাৎ ॥ ৫১
স্বমাশ্রমং গতে তস্মিন্ রামঃ সস্মার ভাষিতম্ ।
কালেন শোক-দুঃখার্ত্তো বিমনাশ্চাতিবিহ্বলঃ ॥৫২
অবাঙ্মুখো দীনমনা ন শশাকাভিভাষিতুম্ ।
মনসা লক্ষ্মণং জ্ঞাত্বা হতপ্রায়ং রঘূদ্বহ ॥ ৫৩
অবাঙ্মুখো বভূবাথ তূষ্ণীমেবাখিলেশ্বরঃ ।
ততো রামং বিলোক্যাহ সৌমিত্রির্দুঃখসংপ্লুতম্ ॥ ৫৪
তূষ্ণীম্ভূতং চিন্তয়ন্তং গর্হন্তং স্নেহবন্ধনম্ ।
মৎকৃতে ত্যজ সন্তাপং জহি মাং রঘুনন্দন ॥ ৫৫

হে রঘূত্তম রাম! অতএব আজ আমি তোমার গৃহে সিদ্ধান্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করি। মুনিবর দুর্ব্বাসার এই কথা শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ সহকারে শ্রীরাম মুনিকে যথাযথভাবে সিদ্ধান্ন ভোজনের জন্ত প্রদান করিলেন। মুনি দুর্ব্বাসা সেই অমৃততুল্য অন্ন ভোজন করত সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় গমন করিলেন। ৫০-৫১

মুনিবর স্বীয় আশ্রমে গমন করিলে পর শ্রীরাম কালকথিত বাক্য স্মরণ করিলেন। ইহাতে তিনি দুঃখ-শোকে পীড়িত, বিমনা এবং অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ৫২

রঘুবংশধর রাম মনে মনে লক্ষ্মণকে হতপ্রায় জানিয়া দীন-মনে অধোমুখ হইয়া রহিলেন, তখন কিছুই বলিতে সমর্থন হইলেন না। ৫৩

সর্ব্বেশ্বর শ্রীরাম তখন অধোমুখে নীরব হইয়াই রহিলেন। তদনন্তর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ শ্রীরামকে অতিশয় দুঃখাভিভূত, মৌন, চিন্তামগ্ন ও মনে মনে স্নেহবন্ধনের নিন্দা করিতে দেখিয়া বলিলেন —রঘুনন্দন রাম! আমার জন্ত সন্তাপ ত্যাগ করুন এবং আমাকে বধ করুন (১)। ৫৪-৫৫

(১) এই অবস্থায় শ্রীরামকে লক্ষ্মণের বাক্য বাল্মীকি-রামায়ণে,—"ন সন্তাপং মহাবাহো কর্ত্তুমর্হসি মৎকৃতে। পূর্ব্বনির্ম্মাণবদ্ধা হি কালস্য গতিরীদৃশী। জহি মাং নির্বিশঙ্কস্ত্বং সত্যং পালয় সুব্রত। হীনপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ প্রয়ান্তি নরকং ধ্রুবম্। ময়ি তে যদ্যনুক্রোশো যদ্যনুগ্রাহ্যতা ময়ি। জহি মাং নির্বিশঙ্কস্ত্বং সত্যং পালয় সুব্রত। ৭।১১১।২-৪

গতিঃ কালস্য কলিতা পূর্ব্বমেবেদৃশী প্রভো ।
ত্বয়ি হীনপ্রতিজ্ঞে তু নরকো মে ধ্রুবং ভবেৎ ॥ ৫৬
ময়ি প্রীতির্যদি ভবেদ্ যদ্যনুগ্রাহ্যতা তব ।
ত্যক্ত্বা শঙ্কাং জহি প্রাজ্ঞ মা মা ধর্ম্মং ত্যজ প্রভো ॥৫৭
সৌমিত্রিণোক্তং তচ্ছ্রুত্বা রামশ্চলিতমানসঃ ।
আহুয় মন্ত্রিণঃ সর্ব্বান্ বসিষ্ঠং চেদমব্রবীৎ ॥৫৮
মুনেরাগমনং যত্তু কালস্যাপি হি ভাষিতম্ ।
প্রতিজ্ঞামাত্মনশ্চৈব সর্ব্বমাবেদয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৫৯
শ্রুত্বা রামস্য বচনং মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে রামমক্লিষ্টকারিণম্ ॥ ৬০
পূর্ব্বমেব হি নির্দ্দিষ্টং তব ভূভারহারিণঃ ।
লক্ষ্মণেন বিয়োগস্তে জ্ঞাতো বিজ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৬১

প্রভো! কালের গতি যে এরূপ হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানা আছে। আপনি যদি প্রতিজ্ঞাহীন হন অর্থাৎ কৃত প্রতিজ্ঞা পালন না করেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমার নরক বাস হইবে। ৫৬

আমার উপর যদি আপনার প্রীতি থাকে এবং যদি আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র হই, হে প্রাজ্ঞ! তবে আপনি শঙ্কা ত্যাগ করুন। প্রভো! আপনি আমাকে বধ করুন, কখনই আপনি ধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন না, করিবেন না। ৫৭

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকথিত এই বাক্য শ্রবণ করত শ্রীরামের মন বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি তখন সমস্ত মন্ত্রিবর্গকে আহ্বান করিয়া বশিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন। ৫৮

প্রভু শ্রীরামচন্দ্র মুনিবর দুর্ব্বাসার আগমন, সর্ব্বসংহারক কাল যে কথা বলিয়াছেন এবং নিজের প্রতিজ্ঞা—এসমস্তই মন্ত্রিগণের নিকট নিবেদন করিলেন। ৫৯

পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের সহিত মন্ত্রিগণ সকলে শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী শ্রীরামকে বলিলেন। ৬০

হে ভগবন্! ভূভার হরণ করিতে অবতীর্ণ আপনার লক্ষ্মণের সহিত যে বিয়োগ হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছে। এইভাবে লক্ষ্মণের বিয়োগ আমরা বিজ্ঞানদৃষ্টিতে জ্ঞাত আছি। ৬১

ত্যজাশু লক্ষ্মণং রাম মা প্রতিজ্ঞাং ত্যজ প্রভো।
প্রতিজ্ঞাতে পরিত্যক্তে ধর্ম্মো ভবতি নিষ্ফলঃ ॥ ৬২
ধর্ম্মে নষ্টেঽখিলে রাম ত্রৈলোক্যং নশ্যতি ধ্রুবম্।
ত্বন্তু সর্ব্বস্য লোকস্য পালকোঽসি রঘূত্তম ॥ ৬৩
ত্যক্ত্বা লক্ষ্মণমেবেকং ত্রৈলোক্যং ত্রাতুমর্হসি।
রামো ধর্ম্মার্থসহিতং বাক্যং তেষামনিন্দিতম্ ॥৬৪
সভামধ্যে সমাশ্রুত্য প্রাহ সৌমিত্রিমঞ্জসা।
যথেষ্টং গচ্ছ সৌমিত্রে মা ভূদ্ধর্ম্মস্য সংক্ষয়ঃ ॥ ৬৫
পরিত্যাগো বধো বাপি সতামেবোভয়ং সমম্।
এবমুক্তো রঘুশ্রেষ্ঠো দুঃখব্যাকুলিতেক্ষণঃ ॥ ৬৬
রামং প্রণম্য সৌমিত্রিঃ শীঘ্রং গৃহমগাৎ স্বকম্।
ততোঽগাৎ সরযূতীরমাচম্য স কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬৭
নব দ্বারাণি সংযম্য মূর্দ্ধি প্রাণমধারয়ৎ।
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্ ॥ ৬৮
পদং তৎ পরমং ধাম চেতসা সোঽভ্যচিন্তয়ৎ।
বায়ুরোধেন সংযুক্তং সর্ব্বে দেবাঃ সহর্ষয়ঃ ॥ ৬৯
সাগ্নয়ো লক্ষ্মণং পুষ্পৈস্তুষ্টুবুশ্চ সমাকিরন্।
অদৃশ্যং বিবুধৈঃ কৈশ্চিৎ সশরীরং স বাসবঃ ॥ ৭০
গৃহীত্বা লক্ষ্মণং শক্রঃ স্বর্গলোকমথাগমৎ।
ততো বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগং তং দেবং সুরসত্তমাঃ।
সর্ব্বে দেবর্ষয়ো দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং সমপূজয়ন্ ॥ ৭১

রাম! অতএব আপনি সত্বর লক্ষ্মণকে ত্যাগ করুন। প্রভো! আপনি নিজ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিবেন না, কারণ, প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিলে পর ধর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া যাইবে। ৬২

হে রাম! সমস্ত ধর্ম্ম যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে এই ত্রিলোক নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে। হে রঘূত্তম! আপনি সমস্ত লোক-সমূহের পালনকর্ত্তা নারায়ণ। ৬৩

অতএব একক লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিয়া এই ত্রিলোককে রক্ষা করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য (১)। শ্রীরাম তাঁহাদের এই ধর্ম্মার্থযুক্ত ও অনিন্দিত বাক্য সভামধ্যে শ্রবণ করত তৎক্ষণাৎ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে সৌমিত্রে! তুমি যথায় ইচ্ছা গমন কর; ধর্ম্মের যেন কোনরূপ হানি না হয় ॥৬৪-৬৫

পরিত্যাগ ও বধ—এই দুইটি সৎপুরুষগণের নিকট সমান। (২) রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সেই সময় দুঃখব্যাকুলিতলোচনে লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন। ৬৬

তদনন্তর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামকে প্রণাম করিয়া সত্বর স্বীয় গৃহ অভিমুখে গমন করিলেন (৩)। তাহার পর সরযূতীরে গমন করিলেন। লক্ষ্মণ তথায় সরযূর জলে আচমন করত কৃতাঞ্জলি হইলেন। ৬৭

তদনন্তর নব দ্বার (দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, মুখ, পায়ু ও উপস্থ—এই নয়স্থানের ছিদ্র দিয়া প্রাণ বায়ু নির্গত হয় বলিয়া এই নয়টি ছিদ্রকে 'নব দ্বার' বলা হয়। যোগীরা এই নয় দ্বার রুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মতালু ভেদ করত প্রাণকে পরমাত্মার সহিত একীভূত করিয়া দেন। এস্থলে তাহাই বর্ণিত হইতেছে,—) রুদ্ধ করিয়া মস্তকে অর্থাৎ সহস্রারে প্রাণকে ধারণ করিলেন। তারপর যিনি অক্ষর, অব্যয় পরব্রহ্ম 'বাসুদেব' নামে খ্যাত, তাঁহার সেই পরম পদ ও ধাম তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। বায়ু রুদ্ধ করিয়া অবস্থিত লক্ষ্মণকে সমস্ত দেবগণ ঋষি ও অগ্নি-সকলের সহিত পুষ্প বৃষ্টি দ্বারা আবৃত করিলেন এবং স্তব করিতে লাগিলেন (৪)। এই সময় দেবরাজ ইন্দ্র কতিপয়

---

(১) এ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে,—"ততো ধর্ম্মে বিনষ্টে তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। সদেবর্ষিগণং সর্ব্বং বিপদ্যেত ন সংশয়ঃ।" ১১২।১৩

(২) পরিত্যাগ ও বধ—এই উভয়ের সাম্য প্রসঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি,—পরিত্যক্তোঽসি সৌমিত্রে মা ভূদ্ধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ। পরিত্যাগো বধো বাপি সাধূনামুভয়ং সমম্।" ৭।১১২।১৪

(৩) লক্ষ্মণ নিজ গৃহে গমন করিলেন, এই কথা পাশ্চাত্য বাল্মীকিরামায়ণবিরোধী যথা—"রামেণ ভাষিতে বাক্যে বাষ্প-ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ। লক্ষ্মণস্ত্বরিতং প্রায়াৎ স্বগৃহং ন বিবেশ হ।"৭।১২০।১৪

প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণেও গৃহগমন উল্লিখিত হয় নাই,—"রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা শোকব্যাকুলিতাক্ষরম্। তৎক্ষণং ত্বরিতং প্রাগাল্লক্ষ্মণো ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ। স গত্বা সরযূতীরমুপস্পৃশ্য যথাবিধি। নিগৃহ্য সর্ব্বস্রোতাংসি নোচ্ছ্বাসং প্রমুমোচ হ।" ৭।১১২।১৯-২০।

(৪) লক্ষ্মণের রূপান্তর গ্রহণ বর্ণনায় পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডে,—"অগ্রজস্য প্রতিজ্ঞাতং বিজ্ঞায় রঘুসত্তমঃ। তত্যাজ মানুষং রূপং প্রবিবেশ স্বকাং তনুম্। ফণাসহস্রসংযুক্তঃ কোটীন্দুসমবর্চসঃ। দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ। নাগ-কন্যাসহস্রৈস্তু সংবৃতঃ সমলঙ্কৃতঃ। বিমানং দিব্যমারুহ্য প্রযযৌ বৈষ্ণবং পদম্।" ২৪৪।৪৮-৫০।

লক্ষ্মণে হি দিবমাগতে হরৌ
সিদ্ধলোকগতযোগিনস্তদা ।
ব্রহ্মণা সহ সমাগমম্মুদা
দ্রষ্টুমাহিতমহাহিরূপকম্ ॥ ৭২

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

দেবতার সহিত তথায় অদৃশ্যভাবে (৫) আসিয়া লক্ষ্মণকে লইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তাহার পর শ্রেষ্ঠ দেবগণ এবং সমস্ত দেবর্ষিগণ বিষ্ণুর চতুর্থাংশ লক্ষ্মণদেবকে দর্শন করত তাঁহার পূজা করিলেন। ৬৮-৭১

সেই সময় লক্ষ্মণরূপধারী শ্রীহরি স্বর্গে শুভাগমন করিলে পর ব্রহ্মার সহিত সিদ্ধলোকস্থিত সমস্ত যোগিগণ অনন্ত নাগস্বরূপ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আনন্দসহকারে তথায় সমবেত হইলেন। ৭২

(৫) অদৃশ্য অবস্থায় স্থিত লক্ষ্মণের দেহকে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে লইয়া যান, ইহা বাল্মীকিরামায়ণেও পাওয়া যায়,—"অদৃশ্যং সর্ব্বমনুজৈঃ সশরীরং মহাবলম্। প্রগৃহ্য লক্ষ্মণং শক্রস্ত্রিদিবং সংবিবেশ হ।" ৭।১২০।১৭।

মহর্ষি বাল্মীকি ও বেদব্যাস— ইঁহারা উভয়েই 'অদৃশ্য' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য হইল,—শেষাংশ লক্ষ্মণ স্বদেহ ত্যাগ না করিয়া সেই দেহকে যোগবলে অদৃশ্য করিয়া দেন, সেই অবস্থায় তিনি শেষমূর্ত্তি ধারণ করিলে তাঁহাকে দেবরাজ লইয়া যান। দেহ পরিত্যাগ বা অন্য দেহ গ্রহণ— এরূপ নহে। ইঁহাদের আবির্ভাবও এইরূপই বুঝিতে হইবে।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে উত্তরকাণ্ডে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

(শ্রীরামস্য, ভরতস্য, শত্রুঘ্নস্য তথান্যেষাং শ্রীরামভক্তানাং স্ব-স্বধামগমনবর্ণনম্।)

শ্রীমহাদেব উবাচ।

লক্ষ্মণং তু পরিত্যজ্য রামো দুঃখসমন্বিতঃ।
মন্ত্রিণো নৈগমাংশ্চৈব বসিষ্ঠং চেদমব্রবীৎ ॥ ১
অভিষেক্ষ্যামি ভরতমধিরাজ্যে মহামতিম্।
অদ্য চাহং গমিষ্যামি লক্ষ্মণস্য পদানুগঃ ॥ ২
এবমুক্তে রঘুশ্রেষ্ঠে পৌর-জানপদাস্তদা।
দ্রুমা ইব ছিন্নমূলা দুঃখার্ত্তাঃ পতিতা ভুবি ॥ ৩
মূর্চ্ছিতো ভরতো বাপি শ্রুত্বা রামাভিভাষিতম্।
গর্হয়ামাস রাজ্যং স প্রাহেদং রামসন্নিধৌ ॥ ৪

নবম অধ্যায়।

[শ্রীরাম, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং অন্যান্য শ্রীরামভক্তগণের স্ব স্বধামে গমন বর্ণন।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! শ্রীরাম লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করত দুঃখিত হইয়া মন্ত্রিগণ, বণিগ্‌বৃন্দ ও বশিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন। ১

মহামতি ভরতকে অদ্য অযোধ্যার (১) রাজপদে অভিষিক্ত করিব এবং তাহার পর আমি লক্ষ্মণের পদাঙ্ক (২) অনুসরণ করিব। ২

রঘুশ্রেষ্ঠ রাম এই কথা বলিলে পর সেই সময় পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলে দুঃখপীড়িত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষসমূহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল (৩)। ৩

ভরতও শ্রীরামের কথা শ্রবণ করত মূর্চ্ছিত হইলেন (৪) এবং রামসমীপে রাজ্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি শ্রীরামসমীপে এই কথা বলিলেন। ৪

(১) এস্থলে 'অযোধ্যারাজ্যে' অভিষেকের কথা বাল্মীকিরামায়ণে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে—"অদ্য রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি ভরতং ধর্ম্মবৎসলম্। অযোধ্যায়াং মহাবাহুং ততো যাস্যাম্যহং ভুবি।" ৭।১১৩।২

(২) লক্ষ্মণের পদাঙ্ক অনুসরণের বিষয় মহর্ষি বাল্মীকিও বলিয়াছেন,—"প্রবেশয়ত সম্ভারান্ ন স্যাৎ কালাত্যয়ো যথা। অদ্যৈবাহং গমিষ্যামি লক্ষ্মণস্য পদানুগঃ।" ৭।১১৩।৩

(৩) এস্থলে আদিকবি বাল্মীকির ভাষায়,—"এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়স্তদা। মূর্দ্ধভিঃ প্রণতা ভূমৌ গতসত্ত্বা ইবাভবন্।" ৭।১১৩।৪

(৪) প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণে এস্থলে ভরতের 'বিষণ্ণ' হওয়ার কথা বর্ণিত আছে, কিন্তু পাশ্চাত্যে 'মূর্চ্ছিত' হওয়া উল্লিখিত আছে,—প্রাচ্যে—"ভরতশ্চ বিষণ্ণোঽভূচ্ছ্রুত্বা রামস্য ভাষিতম্। রাজ্যং বিগর্হয়ামাস রাঘবঞ্চেদমব্রবীৎ।" ৭।১১৩।৫

পাশ্চাত্যে— "ভরতশ্চ বিসংজ্ঞোঽভূচ্ছ্রুত্বা রামস্য ভাষিতম্।" ৭।২১।৫

সত্যেন চ শপে নাহং ত্বাং বিনা দিবি বা ভুবি।
কাঙ্ক্ষে রাজ্যং রঘুশ্রেষ্ঠ শপে ত্বৎপাদয়োঃ প্রভো ॥ ৫
ইমৌ কুশ-লবৌ রাজন্ অভিষিঞ্চস্ব রাঘব।
কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু লবং তথা ॥ ৬
গচ্ছন্তু দূতাস্ত্বরিতং শত্রুঘ্নানয়নায় হি।
অস্মাকমেতদ্ গমনং স্বর্বাসায় শৃণোতু সঃ ॥ ৭
ভরতেনোদিতং শ্রুত্বা পতিতাস্তাঃ সমীক্ষ্য তম্।
প্রজাশ্চ ভয়সংবিগ্না রামবিশ্লেষকাতরাঃ ॥ ৮
বসিষ্ঠো ভগবান্ রামমুবাচ সদয়ং বচঃ।
পশ্য তাতাদরাৎ সর্বাঃ পতিতা ভূতলে প্রজাঃ।
তাসাং ভাবানুগং রাম প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৯
শ্রুত্বা বসিষ্ঠবচনং তাঃ সমুত্থাপ্য পূজ্য চ ॥ ১০

হে রঘুশ্রেষ্ঠ রাম! আমি সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি আপনাকে বাদ দিয়া স্বর্গে বা ভূতলে কোনও রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করি না। হে প্রভো! আমি আপনার শ্রীপদ-দ্বয়ের শপথ করিতেছি (১)। ৫

রঘুবংশধর রাজন্! আপনি এই দুই কুমার কুশ ও লবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। বীর কুশকে কোশলদেশে এবং লবকে উত্তর দেশে অভিষিক্ত করুন। ৬

শত্রুঘ্নকে (মথুরা হইতে) আনিবার জন্য সত্বর দূতগণ গমন করুক। স্বর্গবাসের জন্য আমাদের এই গমন সে-ও শ্রবণ করুক। ৭

ভরতের এই কথা শ্রবণ করত রামবিরহে কাতর সমস্ত প্রজাগণ ভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল (২)। এই সময় ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রজাগণকে ভূতলে পতিত দেখিয়া শ্রীরামকে এই সদয় বাক্যে বলিলেন,—বৎস! তুমি ভূতলে পতিত এইসব প্রজাগণকে সাদরে অবলোকন কর। রাম! তুমি ইহাদের মনোগত অভিপ্রায় অনুসারে তাহাদিগকে কৃপা বিতরণ কর (৩)। ৯

সস্নেহো রঘুনাথস্তাঃ কিং করোমীতি চাব্রবীৎ।
ততঃ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রোচুঃ প্রজা ভক্ত্যা রঘূদ্বহম্ ॥ ১১
যাতুমিচ্ছসি যত্র ত্বমনুগচ্ছামহে বয়ম্।
অস্মাকমেষা পরমা প্রীতির্ধর্ম্মোঽয়মক্ষয়ঃ ॥ ১২
তবানুগমনে রাম হৃদ্গতা নো দৃঢ়া মতিঃ।
পুত্রদারাদিভিঃ সার্দ্ধমনুযামোঽস্তু সর্ব্বথা ॥ ১৩
তপোবনং বা স্বর্গং বা পুরং বা রঘুনন্দন।
জ্ঞাত্বা তেষাং মনোদার্ঢ্যং কালস্য বচনং যথা ॥ ১৪
ভক্তং পৌরজনং চৈব বাঢ়মিত্যাহ রাঘবঃ।
কৃত্বৈব নিশ্চয়ং রামস্তস্মিন্নেবাহনি প্রভুঃ ॥ ১৫
প্রস্থাপয়ামাস চ তৌ রামভদ্রঃ কুশীলবৌ।
অষ্টৌ রথসহস্রাণি সহস্রঞ্চৈব দন্তিনাম্ ॥ ১৬

তখন রঘুনাথ কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের কথা শ্রবণ করত সেই সব প্রজাদিগকে উত্থাপিত করিয়া এবং বিশেষ সমাদর করিয়া বলিলেন,—আমি তোমাদের মনোগত কি প্রিয় কার্য্য করিব? তদনন্তর সেই সব প্রজাগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিসহকারে শ্রীরামকে বলিল। ১০-১১

হে ভগবন্! আপনি যথায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আমরাও তথায় যাইতে আপনার অনুগমন করিব। ইহাই আমাদের পরম প্রীতি এবং ইহাই আমাদের অক্ষয় ধর্ম্ম। ১২

হে রাম! আপনার অনুগমন করা আমাদের দৃঢ় মনোগত অভিপ্রায় জানিবেন। রঘুনন্দন রাম! আপনি তপোবন, স্বর্গ কিংবা নগর—যথায় যাইবেন, আমরা স্ত্রী, পুত্র ও বান্ধব-গণের সহিত অদ্য সর্ব্বপ্রকারে আপনার অনুগমন করিব। শ্রীরাম তাহাদের সকলের এরূপ মানসিক দৃঢ়তা জানিয়া সেই ভক্ত পৌরজনগণকে বলিলেন—আচ্ছা, তাহাই হইবে। প্রভু শ্রীরাম এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই দিনেই কুশ ও লবকে নিজ নিজ রাজ্যে (কোশলদেশ ও উত্তর দেশে) পাঠাইয়া দিলেন। রামভদ্র তাহাদের প্রত্যেককে আট হাজার রথ, এক হাজার

(১) বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়, ভরত সত্যের শপথ করিয়াছেন,—"সত্যেনাহং শপে রাজন্ সর্ব্বলোকেন চৈব হি। ন কাময়ে তথা রাজ্যং বিনা ত্বাং রঘুনন্দন।" ৭।১১৩।৬

(২) প্রাচ ও পাশ্চাত্য বাল্মীকিরামায়ণে এস্থলে যাহা উল্লিখিত আছে,—প্রাচ্যে—"ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রকৃতীস্তাঃ সুদুঃখিতাঃ। দৃষ্ট্বা চাধোমুখীঃ সর্ব্বা বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ।" ৭।১১৩।৯

পাশ্চাত্যে—"তচ্ছ্রুত্বা ভরতেনোক্তং দৃষ্ট্বা চাপি হ্যধোমুখান্। পৌরান্ দুঃখেন সন্তপ্তান্ বশিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ।" ৭।১২১।৯

(৩) এস্থলে মহামুনি বাল্মীকি,—"বৎস রাম ইমাঃ পশ্য ধরণীং প্রকৃতীর্গতাঃ। বিজ্ঞায়ামীপ্সিতং কামমাসাং মা বিপ্রিয়ং কৃথাঃ।" ৭।১১৩।১০

ষষ্টিং চাশ্বসহস্রাণামেকৈকস্মৈ দদৌ বলম্ ।
বহুরত্নৌ বহুধনৌ হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতৌ ॥ ১৭
অভিবাদ্য গতৌ রামং কৃচ্ছ্রেণ তু কুশীলবৌ ।
শত্রুঘ্নানয়নে দূতান্ প্রেষয়ামাস রাঘবঃ ॥
তে দূতাস্ত্বরিতং গত্বা শত্রুঘ্নায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ১৮
কালস্যাগমনং পশ্চাদত্রিপুত্রস্য চেষ্টিতম্ ।
লক্ষ্মণস্য চ নির্য্যাণং প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ ।
পুত্রাভিষেচনং চৈব সর্ব্বং রামচিকীর্ষিতম্ ॥ ১৯
শ্রুত্বা তদ্ দূতবচনং শত্রুঘ্নঃ কুলনাশনম্ ॥ ২০
ব্যথিতোঽপি ধৃতিং লব্ধ্বা পুত্রাবাহূয় সত্বরঃ ।
অভিষিচ্য সুবাহুং বৈ মথুরায়াং মহাবলঃ ॥ ২১
যূপকেতুঞ্চ বিদিশানগরে শত্রুসূদনঃ ।
অযোধ্যাং ত্বরিতং প্রাগাৎ স্বয়ং রামদিদৃক্ষয়া ॥ ২২
দদর্শ চ মহাত্মানং তেজসা জ্বলনপ্রভম্ ।
দুকূলযুগসংবীতমৃষিভিশ্চাক্ষয়ৈর্বৃতম্ ॥ ২৩
অভিবাদ্য রমানাথং শত্রুঘ্নো রঘুপুঙ্গবম্ ।
প্রাঞ্জলির্ধর্ম্মসহিতং বাক্যং প্রাহ মহামতিঃ ॥ ২৪
অভিষিচ্য সুতৌ তত্র রাজ্যে রাজীবলোচন ।
তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ২৫
ত্যক্তুং নার্হসি মাং বীর ভক্তং তব বিশেষতঃ ।
শত্রুঘ্নস্য দৃঢ়াং বুদ্ধিং বিজ্ঞায় রঘুনন্দনঃ ॥২৬

হস্তী এবং ষাট হাজার অশ্ব—এইরূপ সৈন্যদল প্রদান করিলেন। তাহার পর বহুরত্ন ও বহু ধনে সমৃদ্ধ এবং হৃষ্ট-পুষ্ট জনগণে আবৃত কুশ ও লব শ্রীরামকে অভিবাদন করত অতিকষ্টে গমন করিলেন। রাঘব অতঃপর শত্রুঘ্নকে আনিবার জন্য মথুরায় দূতগণকে প্রেরণ করিলেন। তখন সেই দূতগণ সত্বর গমন করত শত্রুঘ্নকে সব নিবেদন করিল (১) ১৭-১৮

কালের আগমন, তারপর অত্রিনন্দন দুর্ব্বাসার কার্য্য, লক্ষ্মণের নির্গমন, শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা এবং পুত্রদ্বয় কুশ ও লবের রাজ্যাভিষেক (২)—এই সব শ্রীরামের কার্য্য শত্রুঘ্নকে নিবেদন করিল। ১৯

শত্রুঘ্ন সেই দূতগণের কুলনাশকর বাক্য শ্রবণ করত ব্যথিত হইয়াও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দুই পুত্রকে সত্বর আহ্বান করত সুবাহুকে মথুরা নগরীতে অভিষিক্ত করিয়া মহাবল শত্রুনাশন শত্রুঘ্ন বিদিশানগরে যূপকেতুকে (৩) অভিষিক্ত করত স্বয়ং শ্রীরামকে দর্শন করিবার বাসনায় ত্বরাসহকারে অযোধ্যায় গমন করিলেন। ২০-২২

তথায় অগ্নিতুল্য তেজস্বী, বস্ত্রদ্বয় পরিহিত ('দুকূলং চিত্র-বস্ত্রয়োঃ' ইতি কোষাৎ।) ও অক্ষয় অর্থাৎ দীর্ঘজীবী ঋষিগণে পরিবৃত মহাত্মা শ্রীরামকে দর্শন করিলেন। ২৩

মহামতি শত্রুঘ্ন রঘুবর রমানাথ শ্রীরামকে অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য বলিলেন। ২৪

কমললোচন রাজন্! দুই পুত্রকে (সুবাহু ও যূপকেতুকে) যথাক্রমে তথায় দুই নগরীতে (মথুরা ও বিদিশা নগরীতে) অভিষিক্ত করিয়া আমি আপনার অনুগমন করিতে নিশ্চয় করিয়াছি জানিবেন। ২৫

হে বীর! বিশেষতঃ আমি আপনার ভজনপরায়ণ সেবক, আমাকে আপনি ত্যাগ করিয়া যাইবেন না। রঘুনন্দন রাম শত্রুঘ্নের এই দৃঢ়া মতি অবগত হইয়া তাঁহাকে এই কথা

(১) দূতপ্রেরণ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে,—"তে দূতাঃ কোশলেন্দ্রেণ চোদিতা লঘুবিক্রমাঃ। প্রযাতা মথুরাং শীঘ্রং ন চ মার্গে তদাবসন্॥" অহোরাত্রৈস্ত্রিভিস্তে তু সংপ্রাপ্তা মথুরাং পুরীম্। শত্রুঘ্নায় যথাবৃত্তং সর্ব্বং তে ব্যাচচক্ষিরে। লক্ষ্মণস্য চ নির্যাণং প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ। অনুরাগঞ্চ পৌরাণামভিষেকঞ্চ পুত্রয়োঃ॥" ৭।১১৩। ২০-২২

(২) কুশ ও লবকে শ্রীরাম রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যে রাজধানী স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে বাল্মীকি-রামায়ণে,—"কুশস্য চ পুরীং রম্যাং বিন্ধ্যপর্ব্বত-সানুষু। 'কুশাবতী'তি যা নাম্না বিখ্যাতা সর্ব্বতো দিশম্॥ লবস্য চ পুরীং রম্যাং 'শ্রাবতীং' লোকবিশ্রুতাম্॥" ৭।১১৩।২৩-২৪ পাশ্চাত্ত্য বাল্মীকিরামায়ণে 'শ্রাবতী' স্থলে 'শ্রাবস্তী' পুরী বলিয়া উল্লিখিত আছে,—"শ্রাবস্তীতি পুরী রম্যা শ্রাবিতা চ লবস্য চ॥" ৭।১২১।৫ কিন্তু পদ্মপুরাণে দেখা যায়, এই দুই পুরীর নাম যথাক্রমে 'কুশবতী' এবং 'শরবতী' বলিয়া বর্ণিত আছে,—"কুশবত্যাং কুশং তঞ্চ শরবত্যাং লবং তথা। স্থাপয়ামাস ধর্ম্মেণ রাজ্যে যে রঘুসত্তমঃ॥" ২৪৪।৫৩

(৩) বাল্মীকিরামায়ণে শত্রুঘ্নের পুত্র সুবাহু ও শত্রুঘাতী এই নামে দুই পুত্র উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যাত্মরামায়ণে সুবাহু ও যূপকেতু এই দুই নাম দেখা যাইতেছে। যথা প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণে—"সুবাহুর্মথুরাং লেভে শত্রুঘাতী তু বৈদিশম্।" ৭।১১৩।২৯

পাশ্চাত্ত্যেও—"সুবাহুং মথুরায়াঞ্চ বৈদিশে শত্রুঘাতিনম্। দ্বয়ৌ স্থাপ্য তদাযোধ্যাং রথেনৈকেন রাঘবঃ॥" ৭।১২১।১১

সজ্জীভবতু মধ্যাহ্নে ভবানিত্যব্রবীদ্ বচঃ।
অথ ক্ষণাৎ সমুৎপেতুর্বানরাঃ কামরূপিণঃ ॥ ২৭
ঋক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চৈব গোপুচ্ছাশ্চ সহস্রশঃ।
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ পুত্রা রামস্য নির্গমম্ ॥ ২৮
শ্রুত্বা প্রোচূ রঘুশ্রেষ্ঠং সর্ব্বে বানর-রাক্ষসাঃ।
তবানুগমনে বিদ্ধি নিশ্চিতার্থান্ হি নঃ প্রভো ॥ ২৯
এতস্মিন্নন্তরে রামং সুগ্রীবোঽপি মহাবলঃ ;
যথাবদভিবাদ্যাহ রাঘবং ভক্তবৎসলম্ ॥ ৩০

বলিলেন,—তুমি মধ্যাহ্নকালে সজ্জিত হইয়া থাকিবে। তদনন্তর শ্রীরামের মহাপ্রয়াণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া কামরূপী সহস্র সহস্র বানর, ঋক্ষ, রাক্ষস এবং গোপুচ্ছগণ ও ঋষি এবং দেবতাদিগের পুত্রগণ ক্ষণকালমধ্যে অযোধ্যায় (১) উপস্থিত হইলেন। তারপর সমস্ত বানর ও রাক্ষসগণ রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে বলিলেন,—প্রভো! আমরা সকলে আপনার অনুগমন করিতে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছি বলিয়া জানিবেন (২)। ২৬-২৯

ইত্যবসরে মহাবল সুগ্রীবও ভক্তবৎসল রঘুবংশধর শ্রীরামকে যথাযথভাবে অভিবাদন করত বলিলেন। ৩০

হে রাম! আমি মহাবল অঙ্গদকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এই অযোধ্যায় আসিয়াছি এবং আপনার অনুগমন

অভিষিচ্যাঙ্গদং রাজ্যেঽপ্যাগতোঽস্মি মহাবলম্।
তবানুগমনে রাম বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ৩১
শ্রুত্বা তেষাং দৃঢ়ং বাক্যমৃক্ষ-বানর-রক্ষসাম্।
বিভীষণমুবাচেদং বচনং মৃদু সাদরম্ ॥ ৩২
ধরিষ্যতি ধরা যাবৎ প্রজাস্তাবৎ প্রশাধি মে।
বচনাদ্ রাক্ষসং রাজ্যং শাপিতোঽসি মমোপরি ॥ ৩৩
ন কিঞ্চিদুত্তরং বাক্যং ত্বয়া মৎপ্রিয়কারণাৎ।
এবং বিভীষণং ত্যক্ত্বা হনুমন্তমথাব্রবীৎ ॥ ৩৪
মারুতে ত্বং চিরং জীব মমাজ্ঞাং মা মৃষা কৃথাঃ।
জাম্ববন্তমথ প্রাহ তিষ্ঠ ত্বং দ্বাপরান্তরে ॥ ৩৫

করিতে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি বলিয়া জানিবেন। ৩১

শ্রীরাম তখন সেই সব ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণের দৃঢ়তাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণকে সাদরে ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন। ৩২

এই ধরণী দেবী যতকাল জগৎকে ধারণ করিবেন, ততকাল তুমি আমার আদেশে রাক্ষসরাজ্য শাসন কর। আমার দিব্য রহিল, তুমি আর আমার এই কথার কোনরূপ উত্তর করিও না, আমার প্রিয় করিবার জন্য তুমি আমার এই কথা পালন কর (৩)। এইভাবে বিভীষণকে বলিয়া তাহার পর শ্রীরাম হনুমান্‌কে বলিলেন। ৩৩-৩৪

পবনকুমার! তুমি চিরজীবী হও, (৪) তুমি আমার এই কথা মিথ্যা করিওনা। তদনন্তর শ্রীরাম জাম্ববান্‌কে বলিলেন,—তুমি

(১) কামরূপী বানর ও ঋক্ষাদির আগমনবিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—"তস্য বাক্যস্য চাথান্তে বানরাঃ কামরূপিণঃ। ঋক্ষ-রাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ সমাপেতুরনেকশঃ। দেবপুত্রা ঋষিসুতা গন্ধর্ব্বাণাং সুতাস্তথা। রামক্ষয়ং বিদিত্বা তে সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।" ৭।১১৩।২৬ ২৭

(২) শ্রীরামকে বানরাদির উক্তি বাল্মীকিরামায়ণে,—"তে রামমভিবাদ্যাহু ঋক্ষ-বানর রাক্ষসাঃ। তবানুগমনার্থং হি সংপ্রাপ্তাঃ স্মো মহামতে। যদি রাম বিনাস্মাভির্গচ্ছেস্ত্বং পুরুষর্ষভ। যমদণ্ডমিবোদ্যম্য ত্বয়া স্ম বিনিপাতিতাঃ।" ৭।১১৩।৩৭ ৩৯

(৩) বিভীষণকে শ্রীরামের বাক্য বাল্মীকিরামায়ণে,—"যাবদেব ধরিষ্যন্তি প্রজাস্তাবদ্ বিভীষণ। রাক্ষসেন্দ্র মহদ্‌রাজ্যং লঙ্কায়াং পালয়িষ্যসি। শাপিতস্ত্বং সখিত্বেন কার্য্যন্তে মম শাসনম্। প্রজাস্ত্বং রক্ষ ধর্ম্মেণ নোত্তরং বক্তুমর্হসি। ৭।১১১।৪১-৪২। পাশ্চাত্ত্যবাল্মীকিরামায়ণে এ বিষয়ে কিছু নবীনতা দেখা যায়,—"যাবৎ প্রজা ধরিষ্যন্তি তাবৎ ত্বং বৈ বিভীষণ। রাক্ষসেন্দ্র মহাবীর্য্য লঙ্কায়াং ত্বং ধরিষ্যসি। যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী। যাবচ্চ মৎকথা লোকে তাবদ্ রাজ্যং তবাস্তিহ। শাসিতশ্চ সখিত্বেন কার্য্যং তে মম শাসনম্। প্রজাঃ সংরক্ষ ধর্ম্মেণ নোত্তরং বক্তুমর্হসি। কিঞ্চান্যদ্ বক্তুমিচ্ছামি রাক্ষসেন্দ্র মহাবল। আরাধয় জগন্নাথমিক্ষ্বাকুকুলদৈবতম্। রাজা রাক্ষস-মুখ্যানাং রাঘবাজ্ঞামনুস্মরন্" ৭।১২১।২৫-২৯

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও এ বিষয়ে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়,—"রাজ্যং প্রশাধি ধর্ম্মেণ মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ। যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী। তাবদ্ রমস্ব সুপ্রীতঃ কালে মম পদং ব্রজ। ইত্যুক্ত্বাথ স কাকুৎস্থঃ শার্ঙ্গং বিষ্ণুঃ সনাতনম্। শ্রীরঙ্গশায়িনং সৌম্যমিক্ষ্বাকুকুলদৈবতম্। সম্প্রীত্যা প্রদদৌ তস্মৈ রামো রাজীবলোচনঃ।" ২৪৪।৫৯-৬২

(৪) শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র হনুমান্‌কে 'চিরজীবী' হইবার বর দান করিয়া পরে মৈন্দ ও দ্বিবিদ—এই দুই বানরকেও 'চিরজীবী' হইবার বর দান করেন, টীকাকার এই প্রকার এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, ইহা বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়,—"মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভাবমৃতপ্রাশিনৌ হরী। যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তাবদেতৌ ভবিষ্যতঃ।" ৭।১১৩।৪৫

ময়া সার্দ্ধং ভবেদ্ যুদ্ধং যৎকিঞ্চিৎ কারণান্তরে।
ততস্তান্ রাঘবঃ প্রাহ ঋক্ষ-রাক্ষস-বানরান্।
সর্ব্বানেব ময়া সার্দ্ধং প্রয়াতেতি দয়ান্বিতঃ ॥ ৩৬

এখন থাক; কোনও এক কারণে অর্থাৎ স্যমন্তক মণির জন্য দ্বাপরযুগের শেষে তোমার সহিত আমার যুদ্ধ হইবে (১)। (সেই যুদ্ধের পর তুমি স্বর্গে গমন করিবে।) তাহার পর

কিন্তু পুরাণপ্রসিদ্ধ সপ্তচিরজীবীর মধ্যে এই মৈন্দ ও দ্বিবিদের নাম গৃহীত হয় নাই; যথা—"অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ। কৃপঃ পরপরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ॥" অতএব এই দুই বানরকে জাম্ববানের সহিত দ্বাপরযুগ পর্য্যন্ত জীবনদান লক্ষ্য ছিল বলিয়া ইঁহারা পুরাণপ্রসিদ্ধি পান নাই। বাল্মীকি-রামায়ণে তিলকটীকাধৃতপাঠে দেখা যায়,—"এবমুক্তস্তু হনুমান্ রাঘবেণ মহাত্মনা॥ বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস পরং হর্ষমবাপ চ। যাবৎ তব কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী॥ তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্। জাম্ববন্তং তথোক্ত্বা তু বৃদ্ধং ব্রহ্মসুতং তদা॥ মৈন্দশ্চ দ্বিবিদঃ চৈব পঞ্চ জাম্ববতা সহ। যাবৎ কলিশ্চ সম্প্রাপ্তস্তাবজ্জীবত সর্ব্বদা॥" ৭।১০৮।৩৪-৩৭

তিলকটীকা—এবং জাম্ববতোঽপি ব্রহ্মপুত্রত্বাদ্ ব্রহ্মণৈব দত্তামরত্বাৎ স্থাপনম্। তথা মৈন্দ-দ্বিবিদয়োরপি তৎপিত্রাশ্বিনীকুমারানুগ্রহেণামৃতপ্রাশনাৎ স্থাপনম্। জাম্ববন্তমিতি। ব্রহ্মসুতং বৃদ্ধ-জাম্ববন্তং মৈন্দং দ্বিবিদং তথোক্ত্বা প্রাণান্ ধারয়তেত্যুক্ত্বা তেষাং দেহত্যাগকালং তত্ত্বেনাহ—পঞ্চেতি। জাম্ববতা সহ যে পঞ্চ বিভীষণ-হনুমান্-মৈন্দ-দ্বিবিদা অমরাস্তে যূয়ং যাবৎ কলিঃ প্রলয়রূপো নাশঃ কলিযুগে চ তাবৎকালং জীবত। তত্র হনুমদ্-বিভীষণয়োঃ প্রলয়ে, ইতরেষাং তু কলৌ কৃষ্ণাবতারে নাশ ইতি বোধ্যম্॥ ৩৪ ৩৭

এস্থলে অধ্যাত্মরামায়ণপ্রদর্শিত জাম্ববৎপ্রসঙ্গ প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণে নাই। পাশ্চাত্যেও "জাম্ববন্তং তথোক্ত্বা তু" (৭।১২১।৩৪) কেবল ইহাই উল্লিখিত হইয়াছে। (১)

'স্যমন্তক' মণির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণাবতারে এই যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহা ভাগবতে ও হরিবংশে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে,—"আসীৎ সত্রাজিতঃ সূর্য্যো ভক্তস্য পরমঃ সখা। প্রীতস্তস্মৈ মণিং প্রাদাৎ স চ তুষ্টঃ স্যমন্তকম্॥" ১০।৫৬।৩ পরে সত্রাজিৎ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসেনকে এই স্যমন্তকমণি প্রদান করেন তারপর প্রসেন —"তমেকদা মণিং কণ্ঠে প্রতিমুচ্য মহাপ্রভম্। প্রসেনো হয়মারুহ্য মৃগয়াং ব্যচরদ্ বনে॥ প্রসেনং সহয়ং হত্বা মণিমাচ্ছিদ্য কেশরী। গিরিং বিশন্ জাম্ববতা নিহতো মণিমিচ্ছতা॥ সোঽপি চক্রে কুমারস্য মণিং ক্রীড়নকং বিলে। অপশ্যন্ ভ্রাতরং ভ্রাতা সত্রাজিৎ পর্য্যতপ্যত॥ প্রায়ঃ কৃষ্ণেন নিহতো মণিগ্রীবো বনং গতঃ। ভ্রাতা মমেতি তচ্ছ্রুত্বা কর্ণে কর্ণেঽজপন্ জনাঃ॥

ততঃ প্রভাতে রঘুবংশনাথো
বিশালবক্ষাঃ সিতকঞ্জনেত্রঃ।
পুরোধসং প্রাহ বসিষ্ঠমার্য্যং
যান্ত্বগ্নিহোত্রাণি পুরো গুরো মে ॥ ৩৭

রঘুবংশধর শ্রীরাম সদয় হইয়া সেই সব ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষস-গণকে বলিলেন,—তোমরা সকলেই আমার সহিত 'মহাপ্রয়াণে' চল। (২) ৩৫-৩৬

তদনন্তর প্রভাতকালে বিশালবক্ষাঃ বিশদপদ্মনয়ন রঘুবংশপতি শ্রীরাম আর্য্য (পরমপূজ্য) পুরোহিত বশিষ্ঠকে বলিলেন,—হে গুরো! আমার অগ্রে 'অগ্নিহোত্র' গমন করুন অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ অগ্নিহোত্র-পাত্রসকল (৩) লইয়া আমার অগ্রে অগ্রে গমন করুন। ৩৭

ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য দুর্যশো লিপ্তমাত্মনি। মার্ষ্টুং প্রসেনপদবী-মন্বপদ্যত নাগরৈঃ॥ হতং প্রসেনমশ্বঞ্চ বীক্ষ্য কেশরিণা বনে। তঞ্চাদ্রিপৃষ্ঠে নিহতমৃক্ষেণ দদৃশুর্জনাঃ॥" ১০।৫৬।১৩-১৯। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৌরজনগণের সহিত এইভাবে স্যমন্তকমণির অন্বেষণ করিতে করিতে জাম্ববান্ যে বিলে বাস করেন, সেই বিলসমীপে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ একাকী বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হন,—"একো বিবিশ ভগবানবস্থাপ্য বহিঃ প্রজাঃ। তত্র দৃষ্ট্বা মণি-শ্রেষ্ঠং বালক্রীড়নকং কৃতম্। হর্ত্তুং কৃতমতিস্তস্মিন্নবতস্থেঽর্ভ-কান্তিকে॥ তমপূর্ব্বং নরং দৃষ্ট্বা ধাত্রী চুক্রোশ ভীতবৎ। তচ্ছ্রুত্বাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো জাম্ববান্ বলিনাং বরঃ॥ স বৈ ভগবতা তেন যুযুধে স্বামিনাত্মনঃ। পুরুষং প্রাকৃতং মত্বা কুপিতো নানুভাববিৎ॥ দ্বন্দ্বযুদ্ধং সুতুমুলমুভয়োর্বিজিগীষতোঃ। আয়ুধাশ্মদ্রুমৈর্দোর্ভিঃ ক্রব্যার্থে শ্যেনয়োরিব॥ আসীৎ তদষ্টা-বিংশাহমিতরেতরমুষ্টিভিঃ। বজ্রনিষ্পেষপরুষৈরবিশ্রমমহর্নিশম্॥ কৃষ্ণমুষ্টিবিনিষ্পাতনিষ্পিষ্টাঙ্গোরুবন্ধনঃ। ক্ষীণসত্ত্বঃ স্বিন্নগাত্রস্ত-মাহাতীব বিস্মিতঃ॥ জানে ত্বাং সর্ব্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্। বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্॥ ইত্যাদি ১০।৫৬।১৩-২৬। হরিবংশেও অনুরূপ উপাখ্যান আছে। দ্রষ্টব্য হরিবংশের হরিবংশপর্ব্ব ৩৮ অধ্যায়ের ১২ শ্লোক হইতে ৪৪ শ্লোক পর্য্যন্ত। জাম্ববান্‌কে শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি বিষয়ে পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়,—"দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে যদূনামন্বয়ে পুনঃ। ভূভারস্য বিনাশায় সম্ভূৎপৎস্যাম্যহং ভুবি॥ করিষ্যে তত্র সংগ্রামং ত্বয়ং ভল্লূকসত্তম॥ ২৪৪।৬৪ ৬৫

(২) বাল্মীকিরামায়ণেও অনুরূপ উক্তি দেখা যায়,—"এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থস্তদা তানৃক্ষ- বানরান্। বাঢ়মিত্যেব গচ্ছধ্বং ময়া সার্দ্ধমথাব্রবীৎ॥" ৭।১১০ ৪৭

(৩) 'অগ্নিহোত্র' সম্বন্ধে বাল্মীকিরামায়ণে,—"অগ্নয়ো মে প্রয়াত্বগ্রে দীপ্যমানা দ্বিজৈর্বৃতাঃ। বাজপেয়াতপত্রাণি নির্গচ্ছন্তু মম চাগ্রতঃ॥" ৭।১১৫।১

ততো বসিষ্ঠোঽপি চকার সর্ব্বং
প্রাস্থানিকং কর্ম্ম মহদ্ বিধানাৎ ॥ ৩৮
ক্ষৌমাম্বরো দর্ভপবিত্রপাণি-
র্মহাপ্রয়াণায় গৃহীতবুদ্ধিঃ।
নিষ্ক্রম্য রামো নগরাৎ সিতাভ্রা-
চ্ছশীব যাতঃ শশিকোটিকান্তিঃ ॥ ৩৯
রামস্য সব্যে সিতপদ্মহস্তা
পদ্মা গতা পদ্মবিশালনেত্রা
পার্শ্বেঽথ দক্ষেঽরুণকঞ্জহস্তা
শ্যামা যযৌ ভূরপি দীপ্যমানা ॥ ৪০
শস্ত্রাণি শাস্ত্রাণি ধনুশ্চ বাণা
জগ্মুঃ পুরস্তাদ্ধৃতবিগ্রহাস্তে।
দেবাশ্চ সর্ব্বে ধৃতবিগ্রহাশ্চ
যযুশ্চ সর্ব্বে মুনয়শ্চ দিব্যাঃ ॥ ৪১

মাতা শ্রুতীনাং প্রণবেন সাধ্বী
যযৌ হরিং ব্যাহৃতিভিঃ সমেতা।
গচ্ছন্তমেবানুগতা জনাস্তে
সপুত্রদারাঃ সহ বন্ধুবর্গৈঃ ॥ ৪২
অনাবৃতদ্বারমিবাপবর্গং
রামং ব্রজন্তং যযুরাপ্তকামাঃ।
সান্তঃপুরঃ সানুচরঃ সভার্য্যঃ
শত্রুঘ্নযুক্তো ভরতোঽনুযায়াৎ ॥ ৪৩
গচ্ছন্তমালোক্য রমাসমেতং
শ্রীরাঘবং পৌরজনাঃ সমস্তাঃ।
সবালবৃদ্ধাশ্চ যযুর্দ্বিজাগ্র্যাঃ
সামাত্যবর্গাশ্চ সমন্ত্রিণো যযুঃ ॥ ৪৪

তখন শ্রীরামের বাক্যানুসারে বশিষ্ঠ মুনিও প্রস্থানকাল করণীয় সমস্ত মহৎ কার্য্য শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুযায়ী সম্পাদন করিলেন। ৩৮

ক্ষৌম বস্ত্র পরিহিত, হস্তে কুশনির্ম্মিত পবিত্র ধারণকারী (১) অথবা কুশের দ্বারা পবিত্র হস্ত, 'মহাপ্রয়াণ' করিতে স্থিরমতি এবং কোটি বিধুতুল্য কান্তিমান্ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র শুভ্রমেঘ-মণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত চন্দ্রের ন্যায় নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ৩৯

এই সময় শ্রীভগবান্ শ্রীরামের বামভাগে হস্তে শুভ্র পদ্ম-ধারিণী ও পদ্মপত্রতুল্য আয়তলোচনা পদ্মা (লক্ষ্মী) দেবী গমন করিতে লাগিলেন এবং দক্ষিণ ভাগে রক্তপদ্মধারিণী শ্যামা দেদীপ্যমানা ভূদেবীও গমন করিতে লাগিলেন (২)। ৪০

শাস্ত্রসকল, সমস্ত অস্ত্র, ধনু ও বাণসমূহ মূর্ত্তি ধারণ করত শ্রীরামের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। সমস্ত দেবগণ এবং দিব্য মুনিবৃন্দ সকলেই মূর্ত্তিমান্ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ৪১

শ্রুতিসমূহের মাতা অর্থাৎ বেদমাতা গায়ত্রীদেবী প্রণব (ওঙ্কার) ও ব্যাহৃতিসকলের (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন ব্যাহৃতি) সহিত শ্রীহরি রামের অনুগমন করিলেন। পুত্র, স্ত্রী ও বন্ধুবর্গের সহিত সমস্ত জনগণই গমনকারী শ্রীরামের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৪২

ইহারা সকলেই পূর্ণ মনোরথ হইয়া উন্মুক্ত মুক্তিপথের ন্যায় মহাপ্রয়াণে গমনকারী শ্রীরামের অনুগমন করিতে লাগিল। অন্তঃপুরবাসী জনগণ, অনুচরবৃন্দ ও ভার্য্যাসকলের সহিত শত্রুঘ্ন সহ ভরত শ্রীরামের অনুগমন করিলেন। ৪৩

শ্রীরামকে লক্ষ্মীদেবীর সহিত গমন করিতে দেখিয়া বালক-বৃদ্ধসহ সমস্ত পুরবাসীরা গমন করিল এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, অমাত্যবর্গ ও মন্ত্রিমণ্ডলী সকলেই যাইতে লাগিলেন। ৪৪

(১) কুশধারণ ও মহাপ্রস্থানোচিত বিধিবর্ণনায় মহামুনি বাল্মীকি,—"ততো বশিষ্ঠস্তেজস্বী সর্বং নিরবশেষতঃ। চকার বিধিবদ্ধর্মং মহাপ্রাস্থানিকীং বিধিম্। ততঃ ক্ষৌমাম্বরো রামো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। কুশান্ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং মহাপ্রস্থান-মুদ্যতঃ।" ৭।১১৪ ৩-৪

পদ্মপুরাণেও অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায়,—"ততঃ শুক্লাম্বরধরো ব্রহ্মচারী যযৌ পরম্। কুশান্ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং সংসক্তঃ প্রযযৌ পরম্।" ২৩৪।৬৮

(২) এ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে, — প্রাচ্যে—"সব্যে পার্শ্বে তু রামস্য পদ্মা শ্রীঃ সুসমাহিতা। দক্ষিণে হ্রীর্বিশালাক্ষী ব্যবসায়স্তথাগ্রতঃ।" ৭।১১৪।৬ এই শ্লোকে ভূদেবী স্থলে হ্রীদেবী পাঠ আছে। পাশ্চাত্যে—"রামস্য দক্ষিণে পার্শ্বে পদ্মা শ্রীঃ সমুপাশ্রিতা। সব্যেঽপি চ মহী দেবী ব্যবসায়স্তথাগ্রতঃ।" ৭।১২২।৬

সর্ব্বে গতাঃ ক্ষত্রমুখাঃ প্রহৃষ্টা
বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ তথাপরে চ।
সুগ্রীবমুখ্যা হরিপুঙ্গবাশ্চ
স্নাতা বিশুদ্ধাঃ শুভশব্দযুক্তাঃ ॥ ৪৫
ন কশ্চিদাসীত্তত্র দুঃখযুক্তো
দীনোঽথবা বাহ্যসুখেষু সক্তঃ।
আনন্দরূপানুগতা বিরক্তা
যযুশ্চ রামং পশুভৃত্যবর্গৈঃ ॥ ৪৬
ভূতান্যদৃশ্যানি চ যানি যত্র
যে প্রাণিনঃ স্থাবর-জঙ্গমাশ্চ।
সাক্ষাৎ পরাত্মানমনন্তশক্তিং
জগ্মুর্বিরক্তাঃ পরমেকমীশম্ ॥ ৪৭
নাসীদযোধ্যানগরে তু জন্তুঃ
কশ্চিত্তদা রামমনা ন যাতঃ।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য জাতি এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানর-শ্রেষ্ঠগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনুগমনকারী সকলেই স্নান করত বিশুদ্ধ হইয়া 'রাম রাম' এই শুভ শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন। ৪৫

সেই সময় কেহই সংসারদুঃখকাতর, দীন কিংবা বাহ্য বিষয়-সুখে আসক্ত ছিলেন না। সকলেই সংসার বিরক্ত হইয়া পশু ও ভৃত্যবর্গের সহিত আনন্দময় শ্রীরামের অনুগমন করিয়া চলিলেন। ৪৬

সেই সময় তথায় যে সমস্ত খেচর ভূতাদি অদৃশ্য প্রাণীরা ছিলেন, তাঁহারা এবং স্থাবর ও জঙ্গম সকল প্রাণীই বিষয় বিরক্ত হইয়া সাক্ষাৎ পরমাত্মা অদ্বিতীয় পরমেশ্বর শ্রীরামের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। ৪৭

তৎকালীন অযোধ্যানগরীতে এরূপ কোনও প্রাণী ছিল না, যে রামমনা হইয়া রামের অনুগমন না করিয়াছিল। রাজা রামচন্দ্র মহাপ্রয়াণে গমন করিলে পর, সেই সময় অযোধ্যানগরী সম্পূর্ণ প্রাণিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল (১)। ৪৮

(১) তৎকালীন অযোধ্যানগরীর বর্ণনা বাল্মীকি-রামায়ণে,—"দ্রষ্টুকামোঽথ নির্যাণং রাজ্ঞো জানপদো জনঃ। সংপ্রাপ্তঃ সোঽপি সংপ্রেক্ষ্য রামমেবাভ্যয়াৎ তদা। ঋক্ষ-বানর-রক্ষাংসি জনাশ্চ পুরবাসিনঃ। জগ্মুঃ পরময়া লক্ষ্যা পৃষ্ঠতঃ সুসমাহিতাঃ। যানি ভূতানি নগরে হ্যন্তর্ধানগতান্যপি। রামং তান্যনুযান্তি স্ম স্বর্গাবারমুপাগতম্। যানি পশ্যন্তি কাকুৎস্থং স্থাবরাণি চরাণি চ। সত্ত্বানি প্রস্থিতং স্বর্গমনুযান্তি স্ম তান্যপি। নোচ্ছ্বসৎ তদযোধ্যায়াং সুসূক্ষ্মমপি দৃশ্যতে। রামমেবানুযাতেষু তির্য্যগ্যোনিগতেষ্বপি। ৭।১১৪।১৭-২১

শূন্যং বভূবাখিলমেব তত্র
পুরং গতে রাজনি রামচন্দ্রে ॥ ৪৮
ততোঽতিদূরং নগরাৎ স গত্বা
দৃষ্ট্বা নদীং তাং হরিনেত্রজাতাম্।
ননন্দ রামং স্মৃতপাবনোঽসৌ
দদর্শ চাশেষমিদং হৃদিস্থম্ ॥ ৪৯
অথাগতস্তত্র পিতামহো মহান্
দেবাশ্চ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ সিদ্ধাঃ।
বিমানকোটীভিরপারপারং
সমাবৃতং যৎ সুরসেবিতাভিঃ ॥ ৫০
রবিপ্রকাশাভিরভিস্ফুরৎ খং
জ্যোতির্ম্ময়ং তত্র নভো বভূব।
স্বয়ংপ্রকাশৈর্মহতাং মহদ্ভিঃ
সমাবৃতং পুণ্যকৃতাং বরিষ্ঠৈঃ ॥ ৫১

তদনন্তর শ্রীরাম অযোধ্যা নগরী হইতে অতিদূরে (বাল্মীকির মতে অযোধ্যা হইতে সরযূ অর্দ্ধাধিক যোজন এবং পদ্মপুরাণ মতে তিন যোজন দূরে) (২) যাইয়া শ্রীহরিনেত্রসম্ভূতা* সেই সরযূ নদীকে দর্শন করত আনন্দিত হইলেন। তখন তিনি স্বীয় পবিত্র বিরাট্ মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া নিজ হৃদয়মধ্যে নিখিল জগৎকে অবস্থান করিতে দর্শন করিলেন। ৪৯

অনন্তর পরমপূজ্য পিতামহ ব্রহ্মা, সমস্ত দেবগণ, ঋষি ও সিদ্ধগণ সকলে তথায় সমাগত হইলেন। অসীম আকাশ সেই সময় দেবসেবিত ও সূর্য্যরশ্মিসমুজ্জ্বল কোটি কোটি বিমানে আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। ইহাতে নভোমণ্ডল দেদীপ্যমান ও জ্যোতির্ম্ময় হইল। স্বয়ম্প্রভ মহাপুরুষগণের মধ্যে প্রধান পুরুষ-বৃন্দ এবং পুণ্যশীল পুরুষদিগের বরণীয় পুরুষসকলে সেই আকাশমণ্ডল পূর্ণ হইয়া যাইল। ৫০-৫১

(২) বাল্মীকিরামায়ণে—
'অধ্যর্দ্ধযোজনং গত্বা নদীং পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্।
সরযূং পুণ্যসলিলাং দদর্শ রঘুনন্দনঃ।" ৭।১১০।১

পদ্মপুরাণে—
"অথ ত্রিযোজনং গত্বা নদীং পশ্চান্মুখীং স্থিতাম্।
সরযূং পুণ্যসলিলাং প্রবিবেশ সহানুগঃ।" ২৪৪.৭৬

* 'সরযূ'-নদীর উৎপত্তি প্রসঙ্গে কালিকাপুরাণে অন্যরূপে দেখা যায়,—"এবং বিবাহ্য বিধিবৎ সৌবর্ণে মানসাচলে। অরুন্ধতীং বশিষ্ঠস্তু মোদমাপ তয়া সহ। তত্র যৎ পতিতং তোয়ং মানসাচলকন্দরে। তৎতোয়ং সপ্তধা ভূত্বা মানসাচলকন্দরাৎ। হেমাদ্রেঃ কন্দরে সানৌ সরস্যাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। যত্তোয়ং সঙ্গতং কুর্য্যাদ্বংসা বড়বসন্নিধৌ। তেনাভূৎ সরযূর্নাম্না নদী পুণ্যতমা শুভা।" কালিকা-পুরাণ ২৩ অধ্যায়।

ববুশ্চ বাতাশ্চ সগন্ধবন্তো
ববর্ষ বৃষ্টিঃ কুসুমাবলীনাম্।
উপস্থিতে দেবমৃদঙ্গনাদে
গায়ৎসু বিদ্যাধর-কিন্নরেষু ॥৫২
রামস্তু পদ্ভ্যাং সরযূজলং সকৃৎ
দৃষ্ট্বা পরিক্রমদনন্তশক্তিঃ।
ব্রহ্মা তদা প্রাহ কৃতাঞ্জলিস্তং
রামং পরাত্মন্ পরমেশ্বরস্ত্বম্ ॥ ৫৩
বিষ্ণুঃ সদানন্দময়োঽসি পূর্ণো
জানাসি তত্ত্বং নিজমৈশমেকম্।
তথাপি দাসস্য মমাখিলেশ
কৃতং বচো ভক্তপরোঽসি বিদ্বন্ ॥ ৫৪
ত্বং ভ্রাতৃভির্বৈষ্ণবমেকমাদ্যং
প্রবিশ্য দেহং পরিপাহি দেবান্।
যদ্বা পরো বা যদি রোচতে ত্বং
প্রবিশ্য দেহং পরিপাহি নস্ত্বম্ ॥ ৫৫
ত্বমেব দিবাধিপতিশ্চ বিষ্ণু-
র্জানন্তি ন ত্বাং পুরুষা বিনা মাম্।
সহস্রকৃত্বস্তু নমো নমস্তে
প্রসীদ দেবেশ পুনর্নমস্তে ॥ ৫৬
পিতামহপ্রার্থনয়া স রামঃ
পশ্যৎসু দেবেষু মহাপ্রকাশঃ।
মুষ্ণংশ্চ চক্ষুংষি দিবৌকসাং তদা
বভূব চক্রাদিবৃতশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৫৭
শেষো বভূবেশ্বরতল্পভূতঃ
সৌমিত্রিরত্যদ্ভুতভোগধারী।
বভূবতুশ্চক্রধরৌ চ দিব্যৌ
কৈকেয়িসূনুর্লবণান্তকশ্চ ॥ ৫৮

এই সময় সুগন্ধবাহী বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। আকাশ হইতে পুষ্পসমূহের বর্ষণ হইতে লাগিল। দেবমৃদঙ্গ অর্থাৎ দেববাদ্যসমূহ বাদিত হইতে লাগিল। বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ গান করিতে লাগিল। ৫২

এই সময় অনন্তশক্তি ভগবান্ শ্রীরাম স্বীয় দুই চরণে সরযূর জল একবার স্পর্শ করিয়াই পরিক্রমণ করিলেন অর্থাৎ স্বর্গবাসের জন্য গমন করিবার উপক্রম করিলেন (১)। তখন ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীরামকে কহিলেন,—হে পরাত্মন্! আপনি সদানন্দময় পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বর বিষ্ণু। আপনি স্বীয় অদ্বিতীয় ব্রহ্মময় পারমেশ্বর তত্ত্ব জানেন। হে অখিল ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর! তথাপি আপনি যে এই দাসের বাক্য পালন করিয়াছেন, ইহাতে বুঝিলাম—আপনি ভক্তপর অর্থাৎ ভক্তবৎসল ভগবান্। ৫৩-৫৪

আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার সেই আদ্য অদ্বিতীয় বৈষ্ণব দেহে প্রবেশ করত দেবগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। অথবা যদি আপনার রুচি হয়, তাহা হইলে আপনি প্রকৃতির পরস্থিত ব্রহ্মদেহে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৫৫

আপনিই যে দেবাধিপতি বিষ্ণু, তাহা আমি ভিন্ন অন্য পুরুষগণ কেহই জানেন না। আপনাকে সহস্র সহস্র বার নমস্কার; হে দেবেশ্বর নারায়ণ! আপনি প্রসন্ন হউন। আপনাকে পুনরায় নমস্কার করিতেছি। ৫৬

পিতামহ ব্রহ্মার এই প্রার্থনায় সেই শ্রীরাম সমস্ত দেবগণের সমক্ষে মহাজ্যোতির্ম্ময়স্বরূপ হইয়া স্বর্গবাসী দেবতাদিগের চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত করিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—এই সনাতন বিষ্ণুর চিহ্নধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি (২) ধারণ করিলেন। ৫৭

সেই সময় সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর শয্যারূপ অতিবিচিত্রদেহ অনন্ত হইলেন এবং কৈকেয়ীপুত্র ভরত ও লবণাসুরহন্তা শত্রুঘ্ন যথাক্রমে চক্র এবং শঙ্খ হইলেন। ৫৮

(১) এ বিষয়ে মহামুনি বাল্মীকি,—
"তস্মিংস্তূর্য্যশতাকীর্ণে গন্ধর্ব্বাপ্সরসাযুতে।
সরযূপুলিনে রামঃ পদ্ভ্যামেবোপচক্রমে।" ৭।১১৫।৭

(২) ভগবান্ শ্রীরাম সশরীরে অনুজ ভ্রাতাগণের সহিত তেজোময় বিষ্ণুদেহে প্রবিষ্ট হন, ইহা বাল্মীকিরামায়ণে,—
—"পিতামহবচঃ শ্রুত্বা বিনিশ্চিত্য মহামতিঃ। বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরঃ সহানুজঃ। ৭।১১৬।১২

বিষ্ণুদেহে প্রবেশবিষয়ে পদ্মপুরাণ,—"তস্মিন্ সূর্য্যকরাকীর্ণে পুষ্পবৃষ্টিনিপাতিতে। উৎসৃজ্য মানুষং রূপং স্বাং তনুং প্রবিবেশ হ। অংশাভ্যাং শঙ্খ-চক্রাভ্যাং শত্রুঘ্ন-ভরতাবুভৌ। তদা তেন মহাত্মানৌ দিব্যতেজঃসমন্বিতৌ। শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-পদ্ম-হস্তশ্চতুর্ভুজঃ। দিব্যাভরণসম্পন্নো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ। দিব্য-পীতাম্বরধরঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ। যুবা কুমারঃ সৌম্যাঙ্গঃ কোমলাবয়বোজ্জ্বলঃ। সুস্নিগ্ধ নীলকুটিলকুন্তলঃ শুভলক্ষণঃ। নবদূর্ব্বাঙ্কুরশ্যামঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ। দেবীভ্যাং সহিতঃ শ্রীমান্ বিমানমধিরুহ্য চ। তস্মিন্ মহাসনে দিব্যে মূলে কল্পতরোঃ প্রভুঃ। নিষসাদ মহাতেজাঃ সর্ব্বদেবৈরভিষ্টুতঃ। ২৪৪।৮১-৮৮

সীতা চ লক্ষ্মীরভবৎ পুরৈব
রামো হি বিষ্ণুঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
সহানুজঃ পূর্ব্বশরীরকেণ
বভূব তেজোময়দিব্যমূর্ত্তিঃ ॥ ৫৯
বিষ্ণুং সমাসাদ্য সুরেন্দ্রমুখ্যা
দেবাশ্চ সিদ্ধা মুনয়শ্চ যক্ষাঃ।
পিতামহাদ্যাঃ পরিতঃ পরেশং
স্তবৈর্গণস্তঃ পরিপূজয়ন্তঃ ॥ ৬০
আনন্দসংপ্লাবিতপূর্ণচিত্তা
বভূবিরে প্রাপ্তমনোরথাস্তে।
তদাহ বিষ্ণুর্দ্রুহিণং মহাত্মা
এতে হি ভক্তা ময়ি চানুরক্তাঃ ॥ ৬১
যান্তং দিবং মামনুযান্তি সর্ব্বে
তির্য্যক্শরীরা অপি পুণ্যযুক্তাঃ।
বৈকুণ্ঠসাম্যং পরমং প্রয়ান্তু
সমাবিশস্বাশু মমাজ্ঞয়া ত্বম্ ॥ ৬২
শ্রুত্বা হরের্বাক্যমথাব্রবীৎ কঃ
সান্তানিকান্ যান্তু বিচিত্রভোগান্।
লোকান্মদীয়োপরি দীপ্যমানাং-
স্ত্বদ্ভাবযুক্তাঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৬৩

যে চাপি তে রাম পবিত্রনাম
গৃণন্তি মর্ত্ত্যা লয়কাল এব।
অজ্ঞানতো বাপি ভজন্ত লোকাং-
স্তানেব যোগৈরপি চাধিগম্যান্ ॥ ৬৪
ততোঽতিহৃষ্টা হরিরাক্ষসাদ্যাঃ
স্পৃষ্ট্বা জলং তত্যজুঃ কলেবরাস্তে।
প্রপেদিরে প্রাক্তনমেব রূপং
যদংশজা ঋক্ষ-হরীশ্বরাস্তে ॥ ৬৫
প্রভাকরং প্রাপ হরিপ্রবীরঃ
সুগ্রীব আদিত্যজবীর্য্যবত্বাৎ।
ততো বিমগ্নাঃ সরযূজলেষু
নরাঃ পরিত্যজ্য মনুষ্যদেহম্ ॥৬৬
আরুহ্য দিব্যাভরণা বিমানং
প্রাপুশ্চ তে সান্তনিকাখ্যলোকান্।
তির্য্যক্প্রজাতা অপি রামদৃষ্টা
জলং প্রবিষ্টা দিবমেব যাতাঃ ॥৬৭
দিদৃক্ষবো জানপদাশ্চ লোক-
রামং সমলোক্য বিমুক্তসংজ্ঞাঃ।
স্মৃত্বা হরিং লোকগুরুং পরেশং
স্পৃষ্ট্বা জলং স্বর্গমবাপুরঞ্জঃ ॥ ৬৮

পূর্ব্বেই সীতাদেবী লক্ষ্মীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাম পুরাণপুরুষ বিষ্ণু হইলেন। এইভাবে অনুজ ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রীরাম স্বীয় পূর্ব্ব শরীর তেজোময় দিব্যমূর্ত্তি বিষ্ণুস্বরূপ হইয়া যাইলেন। ৫৯

তখন সুরেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, সিদ্ধ, মুনি ও যক্ষগণ এবং পিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি প্রজাপতিগণ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া চারিদিকে অবস্থান করত সেই পরমেশ্বরকে স্তুতি করিতে করিতে ও বিধি অনুসারে পূজা করিতে তাঁহাদের আনন্দে চিত্ত সংপ্লাবিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট মনোরথ প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর মাহাত্মা বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ইহারা সকলেই আমার অনুরাগী পরম ভক্ত ।৬০-৬১

ইহারা সকলে স্বর্গে গমনকারী আমার অনুগমন করিয়াছে, অতএব ইহাদের অনেকে তির্য্যগ্দেহধারী হইয়াও আমার অনুগমন করায় পুণ্যবান্ হইয়াছে; সুতরাং ইহারা বৈকুণ্ঠের সমান উত্তম লোক প্রাপ্ত হউক। আমার আদেশানুসারে তুমি ইহাদিগকে সত্বর তথায় প্রবেশ করাও। ৬২

শ্রীহরির এই কথা শ্রবণ করিয়া তদনন্তর ব্রহ্মা বলিলেন,—পুণ্যরাশি অর্জনকারী এই সব আপনার ভক্তগণ আমার ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের উপরে দেদীপ্যমান ও বিচিত্র ভোগস্থান 'সান্তানিক' লোকে গমন করুন। ৬৩

হে রাম। যে সকল মানুষ মৃত্যুকালে অজ্ঞানবশেও আপনার পবিত্র নাম 'রাম' নাম কীর্ত্তন করিবে, তাহারাও যোগলভ্য এই সব উত্তম লোকে আগমন করে। ৬৪

তদনন্তর অতিশয় আনন্দিত বানর ও রাক্ষসাদি সকলে সরযূর জল স্পর্শ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করত ভল্লুক ও বানর-শ্রেষ্ঠগণ যে যে দেবতার অংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সেই পূর্ব্বতন রূপ প্রাপ্ত হইলেন। ৬৫

বানরপ্রবীর সুগ্রীব সূর্য্যবীর্য্যে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া সূর্য্যে মিলিত হইলেন। তদনন্তর মনুষ্যগণ সরযূর জলে নিমগ্ন হইয়া মনুষ্যদেহ ত্যাগ করত তাহারা দিব্য আভরণসমূহে বিভূষিত হইয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক 'সান্তানিক' নামক লোকসমূহে গমন করিল। যাহারা তির্য্যগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও শ্রীরাম কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া সরযূর জলে প্রবেশ করত স্বর্গে গমন করিল। ৬৬-৬৭

জনপদবাসী যে সব লোক শ্রীরামকে দর্শন করিবার জন্য

এতাবদেবোত্তরমাহ শম্ভুঃ
শ্রীরামচন্দ্রস্য কথাবশেষম্।
যঃ পাদমপ্যত্র পঠেৎ স পাপাৎ
বিমুচ্যতে জন্মসহস্রজাতাৎ ॥ ৬৯
দিনে দিনে পাপচয়ং প্রকুর্ব্বন্
পঠেন্নরঃ শ্লোকমপীহ ভক্ত্যা।
বিমুক্তসর্ব্বাঘচয়ঃ প্রযাতি
রামস্য সালোক্যমনন্যলভ্যম্ ॥ ৭০
আখ্যানমেতদ্রঘুনায়কস্য
কৃতং পুরা রাঘবচোদিতেন।
মহেশ্বরেণোক্তভবিষ্যদর্থং
শ্রুত্বা তু রামঃ পরিতোষমেতি ॥ ৭১

রামায়ণং কাব্যমনন্তপুণ্যং
শ্রীশঙ্করেণাভিহিতং ভবান্যৈ।
ভক্ত্যা পঠেদ্ যঃ শৃণুয়াৎ স পাপৈ-
র্বিমুচ্যতে জন্মশতোত্থবৈশ্চ ॥ ৭২
অধ্যাত্মরামং পঠতশ্চ নিত্যং
শ্রোতুশ্চ ভক্ত্যা লিখিতুশ্চ রামঃ।
অতিপ্রসন্নশ্চ সদা সমীপে
সীতাসমেতঃ শ্রিয়মাতনোতি ॥ ৭৩
রামায়ণং জনমনোহরমাদিকাব্যং
ব্রহ্মাদিভিঃ সুরবরৈরপি সংস্তুতঞ্চ।
শ্রদ্ধান্বিতঃ পঠতি যঃ শৃণুয়াত্তু নিত্যং
বিষ্ণোঃ প্রয়াতি সদনং স বিশুদ্ধদেহঃ ॥৭৪

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
উত্তরকাণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীমদ্ অধ্যাত্ম-রামায়ণং সম্পূর্ণম্ ॥

আসিয়াছিল, তাহারা শ্রীরামকে দর্শন করিয়া মুক্তসঙ্গ হইল। তখন তাহারাও লোকগুরু পরমেশ্বর শ্রীহরি রামকে স্মরণ করত সরযূর জল স্পর্শ করিয়া স্বর্গলোক লাভ করিল। ৬৮

জগৎকল্যাণকারী ভগবান্ শঙ্কর শ্রীরামচন্দ্রের কথার অবশিষ্ট ঘটনাপূর্ণ উত্তর ভাগ অর্থাৎ এই উত্তর কাণ্ড এই পর্য্যন্তই মহাশক্তি স্বীয় প্রিয়তমা জগদম্বা উমাদেবীকে বলিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ইহার একটি পাদ অর্থাৎ শ্লোকের একটি চরণও নিত্য পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি সহস্র জন্মার্জিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। ৬৯

যে মানুষ দিনে দিনে রাশি রাশি পাপ করিয়াও যদি ভক্তি-সহকারে এই অধ্যাত্মরামায়ণের একটি শ্লোকও পাঠ করে, তাহা হইলে সেই মানুষ সমস্ত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া অনন্যলভ্য শ্রীরামের সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭০

মহেশ্বর রামপ্রেরিত হইয়া পুরাকালে অর্থাৎ রামাবতারের পূর্ব্বেই ভবিষ্যদ্ ঘটনাসম্বলিত রঘুকুলনায়ক শ্রীরামের এই উপাখ্যান (উমাদেবীর নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন অথবা) শ্লোকাকারে রচনা করিয়াছিলেন। সেই রামায়ণকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম অত্যন্ত তুষ্ট হন। ৭১

এই অনন্ত পুণ্যদায়ক রামায়ণকাব্য শ্রীশঙ্কর ভবানীদেবীকে বলিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এই রামায়ণকাব্য ভক্তিসহকারে পাঠ করে কিংবা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি শত শত জন্মার্জিত পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৭২

যে ব্যক্তি এই অধ্যাত্মরামায়ণ ভক্তিসহকারে নিত্য পাঠ করে বা শ্রবণ করে কিংবা লিখিয়া থাকে, সীতাদেবী সহ শ্রীরামচন্দ্র তাহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হন এবং সর্ব্বদা তাহার সমীপে অবস্থান করিয়া সম্পদ বৃদ্ধি করেন। ৭৩

যে ব্যক্তি নিত্য শ্রদ্ধালু হইয়া ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণেরও দ্বারা প্রশংসিত জনমনোহর এই আদিকাব্য অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ করে কিংবা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি বিশুদ্ধদেহ হইয়া বিষ্ণুর ভবনে গমন করিয়া থাকে। ৭৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদ উত্তরকাণ্ডে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত শ্রীমদ্ অধ্যাত্ম-রামায়ণ সম্পূর্ণ।

মাতর্মাতর্মহামায়ে মায়া-মোহবিনাশিনি।
শ্রীকৃষ্ণকায়সম্ভূতে কৃষ্ণচিত্তবিহারিণি ॥
তবাবির্ভাবকালেঽস্য শ্রীরাধিকাষ্টমীতিথৌ।
বসু-যোগাঙ্গ-দৃক্-চন্দ্র-বঙ্গাব্দে সূর্য্যবাসরে ॥
ভাদ্রে মাসি শুভে শুক্লে পক্ষে রাবণহন্তমে।
শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণমিদং পুণ্যকারকম্ ॥
অনূদ্য পূর্ণতাং নীতং ত্বচ্ছক্ত্যা বঙ্গভাষয়া
সেবকাধমকল্পেন রামরঞ্জনশর্ম্মণা ॥
কর্মণানেন মাতস্ত্বং প্রসন্না ভব কৃষ্ণরাঃ।
জগদম্ব প্রসীদ ত্বং কৃষ্ণদা কৃষ্ণদা ভব ॥
নমো রামায় রম্যায় রমানাথায় নিত্যদা।
জানকীজানয়ে তুভ্যং সানুজায় নমো নমঃ ॥
নমঃ শ্রীরামদূতায় রামভক্তায় ধীমতে।
মহাবীরায় ধীরায় হনুমতে মহাত্মনে

—শ্রীরস্তু

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র 'রাঘব' নামে বহু পরিচিত। যে রঘুবংশে অবতীর্ণ হইয়া তিনি 'রাঘব' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, সেই রঘু হইতে শ্রীরামের বংশপরম্পরা।

১।	রঘু						
২।	অজ						
৩।	দশরথ --	স্ত্রী	কৌশল্যা		কৈকেয়ী		সুমিত্রা
			শ্রীরাম		ভরত		লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন
৪।	রাম—	স্ত্রী-	সীতা	পুত্র —	কুশ	ও	লব
	ভরত—	„	মাণ্ডবী-	„	পুষ্কর	ও	তক্ষ
	লক্ষ্মণ —	„	ঊর্ম্মিলা-	„	অঙ্গদ	ও	চিত্রকেতু (বাল্মীকিমতে চন্দ্রকেতু)
	শত্রুঘ্ন ---	„	শ্রুতকীর্ত্তি-	„	সুবাহু	ও	যূপকেতু (বাল্মীকিমতে শত্রুঘাতী)

শ্রীভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীমুখপদ্মবিনিঃসৃত অভয়বাণী।

"সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥"

অধ্যাত্মরামায়ণ—৬।:।১২
বাল্মীকিরামায়ণ—৬।১৮।৩৩

শ্রীভগবান্

শ্রীরামচন্দ্রের অধস্তন* পুরুষগণ

(হরিবংশ প্রোক্ত ।)

১। শ্রীরাম—শ্রীসীতা
|
২। কুশ
|
৩। অতিথি
|
৪। নিষধ
|
৫। নল
|
৬। নভ
|
৭। পুণ্ডরীক
|
৮। ক্ষেমধন্বা
|
৯। দেবানীক
|
১০। অহীনগু
|
১১। সুধন্বা
|
১২। অনল
|
১৩। উক্থ
|
১৪। বজ্রনাভ
|
১৫। শঙ্খ
|
১৬। পুষ্প
|
১৭। অর্থসিদ্ধি
|
১৮। সুদর্শন
|
১৯। অগ্নিবর্ণ
|
২০। শীঘ্র
|
২১। মরু
|
২২। বৃহদ্বল

* শ্রীরামের পূর্ব্বতন পুরুষগণের কিছু বর্ণনা এই অধ্যাত্ম-রামায়ণের ৩০৬ পৃষ্ঠায় (৬।৭।৪৬-৪৭ অনুবাদের ফুটনোটে) আছে।

শ্রীভগবান্
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অধস্তনপুরুষগণ—
(হরিবংশ-প্রোক্ত ।)

১। শ্রীকৃষ্ণ —শ্রীরুক্মিণী
|
২। প্রদ্যুম্ন
|
৩। অনিরুদ্ধ
|
৪। সাম্ব
|
৫। বজ্র
|
৬। প্রতিরথ
|
৭। সুচারু

শ্রীশ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণবদনারবিন্দনিঃস্যন্দিত
অভয়বাণী

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ-ক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥"
শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা —৯।২২

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥" —ঐ ৯।২৬

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥"
ঐ ৯।২৭

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণম্ ॥" ঐ ৯।৩৪

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
ঐ ১৮।৬৫

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"
ঐ ১৮।৬৬

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্ ॥
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্ ॥
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্ ॥
শরণাগতোঽহম্, শরণাগতোঽহম্, শরণাগতোঽহম্ ॥
তবাস্মি, তবাস্মি তবাস্মি ॥
রামায়ণপ্রবক্তারং শঙ্করং তং জগদ্গুরুম্।
শঙ্করীসহিতং বন্দে শরণাগতবৎসলম্ ॥

অনুবাদককৃতা-শ্রীরামাদীনাং প্রণতিঃ।

শ্রীরামপ্রণতি ঃ—

শ্রীরামং পরমং ব্রহ্ম করুণাপূর্ণলোচনম্।
ভুক্তি-মুক্তিপ্রদাতারং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥

শ্রীসীতাপ্রণতি ঃ—

শ্রীসীতাং জগতামাদ্যাং যোগমায়াং সনাতনীম্।
সদানন্দময়ীং শক্তিং দণ্ডবৎ প্রণমাম্যহম্॥

শ্রীভরতপ্রণতি ঃ—

ভরতং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং পাদুকার্চ্চাপ্রবর্ত্তকম্।
জিতেন্দ্রিয়ং জ্ঞানিশ্রেষ্ঠং সততং প্রণমাম্যহম্॥

শ্রীলক্ষ্মণপ্রণতি ঃ—

নমামীহ সদা ভক্ত্যা লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
সর্ব্বশস্ত্রবিদং বীরং রামানুজং ধনুর্দ্ধরম্॥

শ্রীশত্রুঘ্ন প্রণতি ঃ—

শত্রুঘ্নং তং সদা শান্তং সর্ব্বশত্রুবিনাশকম্।
রামভক্তং মহাপ্রাজ্ঞং প্রণতোঽস্মি পুনঃ পুনঃ॥

শ্রীমদ্ অধ্যাত্ম-রামায়ণ প্রণতি ঃ—

রামায়ণং মহাপুণ্যং শুভমধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্।
শিবাশ্রুতং শিবপ্রোক্তং সততং প্রণমাম্যহম্॥

শ্রীহনুমৎপ্রণতি ঃ—

সীতারামমহাভক্তং রামনামপরায়ণম্।
রামদূতং মহাবীরং হনুমন্তং নমাম্যহম্॥

শ্রীমহর্ষি-বেদব্যাসপ্রণতি ঃ—

অধ্যাত্মজ্ঞানমার্ত্তণ্ড-করোদ্ভাসিতভারতম্।
তং ব্যাসং যোগিসম্রাজং জগদ্‌গুরুং নতোঽস্ম্যহম্॥